নরোত্তম দাস ও তাঁহার রচনাবলী

অধ্যাপক
ড. নীরদপ্রসাদ নাথ, এম.এ., ডি.ফিল.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৫

'গৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যা বলান বাণী
তাহা বই ভালমন্দ কিছুই না জানি।'

নরোত্তম দাস
ও
তাঁহার রচনাবলী

অধ্যাপক নীরদপ্রসাদ নাথ এম.এ., ডি.ফিল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৫

জনকজননীর শ্রীচরণারবিন্দে

সূচীপত্র

পদাবলী :

পরিচায়িকা

চৈতন্যদেবের প্রখর ব্যক্তিত্বের গুণে তাঁহার সমসাময়িক কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার অমূল্য জীবনী অবলম্বন করিয়া চরিত-সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন অনৈতিহাসিক কিংবা কিংবদন্তীমূলক তথ্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের প্রভাব যখন তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের উপর ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল তখনই তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের জীবনকাহিনী নানা অতথ্য এবং কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সেইজন্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে কিংবা তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা রচিত বৈষ্ণবজীবনী-সাহিত্য তথ্যের দিক দিয়া যতখানি নির্ভরযোগ্য, তাঁহার তিরোধানের পরবর্তী বৈষ্ণবচরিত-সাহিত্য তত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে নাই।

নরোত্তম দাসঠাকুর চৈতন্যপরবর্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রবলে চৈতন্যপরবর্তী যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র সাধন-ভজন কিংবা পাণ্ডিত্যের দিক দিয়াই নহে, তিনি অসাধারণ সংগঠন শক্তিরও অধিকারী ছিলেন, এবং তাহা দ্বারা চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের অপ্রকট কালে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে পুনর্গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্বেই যখন তিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হইতেই গৌড়দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে এক একজন চৈতন্য-পার্ষদকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছিল। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্ব হইতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি পরস্পর কলহে মত্ত হইয়া বৈষ্ণব সমাজের সংহতি বিনষ্ট করিতেছিল। নরোত্তম দাসঠাকুর তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র গৌড়দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নহে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের সঙ্গেও গৌড়দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ভাব এবং আদর্শগত অনেক বিরোধ সৃষ্টি হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছিল। নরোত্তম দাসঠাকুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যেও বিরোধের অবসান করিয়া ঐক্য স্থাপন করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। এক কথায় তিনি সেদিন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে চৈতন্য নিত্যানন্দের তিরোধানের পরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের অস্তিত্ব

নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। নরোত্তম দাসঠাকুর আরও একটি কাজের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে স্মরণীয় হইয়া আছেন। প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব-সমাজের জাতিভেদপ্রথা তাঁহার সময় হইতেই লুপ্ত হইয়া যায়। চরিত্রবলে কায়স্থও যে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিতে পারে, তাহা এতদিন কথার কথা মাত্র ছিল। নরোত্তম দাসঠাকুর কায়স্থকুলোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিয়া সেই এযাবৎ প্রচলিত মুখের কথাকে কার্যে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। যদিও অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে চৈতন্যদেবই বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন তথাপি এই কথা স্বীকার করিতে হয় যে চৈতন্য তাঁহার জীবনে বর্ণাশ্রমধর্মবিরোধী কোন আচার পালন করেন নাই। নরোত্তম দাসঠাকুর কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়া বর্ণাশ্রমধর্মবিরোধী আচার প্রত্যক্ষভাবে পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আধ্যাত্মিক জীবনে নরোত্তম দাসঠাকুরের চরিত্র যে কত উন্নত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

খেতরীর উৎসব নরোত্তম দাসঠাকুরের সংগঠনশক্তির মহত্তম নিদর্শন। ইহার মধ্য দিয়া বৈষ্ণবসমাজের ক্ষুদ্রবৃহৎ বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি চৈতন্যের নামে এক বিরাট অখণ্ড সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। চৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের আদর্শগত সকল শৈথিল্য দূর হইয়া যায়। তিনিই এই উৎসবে সর্বপ্রথম চৈতন্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের উপাসনা পদ্ধতিরও এক সুস্পষ্ট দিক নির্দেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে এমন যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরও এপর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য জীবনালেখ্য আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। যাহা ছিল, তাহা অনৈতিহাসিক এবং কিংবদন্তীমূলক। তাহাই অবলম্বন করিয়া এ যাবৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সে যুগের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার প্রাক্তন কৃতী ছাত্র বর্তমানে কলিকাতা সিটি কলেজ অফ কমার্সের অধ্যাপক শ্রীনীরদপ্রসাদ নাথ নরোত্তম দাস-ঠাকুরের জীবনী, সাধনা, রচনাবলী এবং তৎসমকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ ও দর্শনের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনার দুরূহ বিষয় নিজের গবেষণার জন্য নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিষয়ে গভীর অনুশীলন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি (পি. এইচ. ডি.) লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এইজন্য তিনি কেবলমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্য অনুরাগীর নহে, বাংলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে কৌতূহলী যে কোন ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

নরোত্তম দাসঠাকুরের প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ রচনা করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কারণ এই বিষয়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে

যে সকল আকর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিই কিংবদন্তীমূলক। কিংবদন্তীর দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিয়া উদ্ধার করা একপ্রকার অসম্ভব। বর্তমান লেখক এই সকল কিংবদন্তীমূলক আকর গ্রন্থগুলিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে যতখানি তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাহা করিয়াছেন, অনুমান এবং সন্দেহমূলক তথ্যগুলিকে অত্যন্ত সন্তর্পণের সঙ্গে পরিহার করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার মধ্যে যে সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক, তেমনই ঐতিহাসিক সুলভ।

যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে নরোত্তম দাসঠাকুরের জীবনকথার উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস'ই প্রথম উল্লেখ করিতে হয়। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন, 'ইহাতে বর্ণিত কোন তথ্যের প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করা যায় না' (ভূমিকা পৃঃ ১)। এ কথা সত্য, 'প্রেমবিলাসে'র কোন তথ্য যদি অন্য কোন নির্ভর-যোগ্য দিক হইতে সমর্থিত না হয়, তবে তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী যে সকল গ্রন্থে নরোত্তম দাসঠাকুরের জীবন-কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই 'প্রেমবিলাসে'র অনুকরণে রচিত হইয়াছে। সুতরাং এক কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া আর এক কিংবদন্তীই রচিত হইয়াছে মাত্র, ইহা প্রকৃত ইতিহাসের পথ ধরিতে পারে নাই। 'প্রেমবিলাসের' কোন তথ্যই এই সম্পর্কে কেন গ্রহণ করিতে পারা যায় না লেখক তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। অনেকেরই প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্কে একটি বিশ্বাসের ভাব থাকে, তাহা সহজে কাটাইয়া উঠা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখক আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন সর্ব সংস্কার মুক্ত হইয়া এই বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন বিশেষতঃ ধর্ম বা সম্প্রদায়ভিত্তিক কোন গ্রন্থ রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী এখনও আমাদের মধ্যে দুর্লভ। বর্তমান লেখক তাঁহার এই গ্রন্থরচনায় সেই দুর্লভ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়াছেন।

'প্রেমবিলাস' সম্পর্কে লেখকের একটি বক্তব্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, নিত্যানন্দদাসের মূল 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের আজ আর কোন অস্তিত্ব নাই। পরবর্তীকালে ইহার মধ্যে নানা বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়া ইহার মৌলিক রূপটি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ, নরোত্তম দাসঠাকুরের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ পুনরায় নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীই নিজস্ব সাধন-ভজনের প্রণালী ও আদর্শের দিক হইতে তাহার জীবনকথা নিজের মত করিয়া গঠন করিয়া লয়। কারণ, ততদিন চৈতন্যদেব ও তাঁহার মুখ্য পার্ষদদিগের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজের উপর হইতে হ্রাস পাইয়া গিয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সাধকদিগের উপরই সমাজের দৃষ্টি ন্যস্ত হয়। সমাজের চোখে তখন তাঁহারাই চৈতন্যদেবের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেন, সেইজন্য তখন তাঁহাদের উপরই নানাদিক হইতে অলৌকিকতা আরোপ করা হইতে থাকে। সেই সূত্রে নরোত্তম দাসঠাকুরের জীবনও নানা অলৌকিক এবং অতথ্যে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এই শ্রেণীর গ্রন্থে মূল বিষয় পরিত্যক্ত না হইয়া যদি নূতন নূতন বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলেও নানাভাবে মৌলিক তথ্যগুলি উদ্ধার করা যাইত; কিন্তু গোষ্ঠীর স্বার্থে এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে মূল বিষয় কিংবা প্রসঙ্গ অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত এবং বিকৃত করা হইয়াছে। সেইজন্য 'প্রেমবিলাস'-এর মত গ্রন্থ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণাও সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের যে কেবলমাত্র একটি নেতিমূলক মূল্যই আছে তাহা নহে, প্রত্যক্ষভাবে অতথ্য পরিবেশন করিয়া ভ্রান্তি উৎপাদনেরও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে।

নরোত্তম দাসঠাকুরের জীবনীমূলক অন্যতম আকর গ্রন্থ যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ'। ইহাও 'প্রেমবিলাসের' মতই যে অতথ্যে পরিপূর্ণ তাহাও লেখকের সুনিপুণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত অনেক ঘটনাই যে একেবারেই অবিশ্বাস্য তাহা তিনি সার্থকভাবে দেখাইয়াছেন। এইভাবে পরিবর্জন (elimination)-এর নীতি অনুসরণ করিয়াই তিনি গ্রন্থখানির ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতে একটি মূল্যবান তথ্য জানিতে পারা যায়। এ কথা অনেকেই জানেন, বৃন্দাবন হইতে 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থখানি নবদ্বীপে নীত হইবার সময় পথে বীর হাম্বীরের দস্যুরা তাহা লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে গ্রন্থের শোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি যথেষ্ট নাটকীয় হইলেও ইহা যে কিংবদন্তীমূলক বর্তমান লেখক তাহা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'বিষ্ণুপুরের পথে শ্রীনিবাসাদির নিকট হইতে বীর হাম্বীরের লোকজন কর্তৃক গ্রন্থচুরির ঘটনার মধ্যে কিংবদন্তীর ভাগই বেশী। পরবর্তীকালে কোন সময় বাংলাদেশ হইতে নীলাচলে কিছু গ্রন্থ লইয়া যাইবার সময় এইরূপ একটি চুরির ঘটনা ঘটে (ভূমিকা পৃঃ ৫)।

'কর্ণানন্দ' গ্রন্থটির প্রত্যেকটি বিষয় লেখক খুঁটিনাটি করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে দুর্লভ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

নরোত্তম দাসঠাকুরের জীবনী রচনায় বর্তমান গ্রন্থকার সর্বাধিক যাহার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহা নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' নামক অমূল্যগ্রন্থ। তিনি মনে করেন, নরহরি চক্রবর্তীর 'অনুসন্ধিৎসা আধুনিক গবেষকদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না (ঐ, পৃ-৬)'। এই কথা বহুলাংশে সত্য। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ নরোত্তম দাসঠাকুরের জীবনী সম্পর্কে যে সকল তথ্যের উল্লেখ করেন নাই,

তিনি তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসার গুণে তিনি অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্য উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তবে এ কথাও সত্য, তাঁহাকেও অনেক সময় কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, কারণ, তিনি নরোত্তম দাসঠাকুরের সময় হইতে একশত বৎসরেরও অধিক পরবর্তীকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং প্রবীণ বয়স্ক ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের পরিবেষিত তথ্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সেইজন্য বর্তমান গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' এবং 'নরোত্তমবিলাসে'র তথ্যও পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তিনি নরহরি চক্রবর্তীর ঐতিহাসিকতাবোধ সম্পর্কে যে বিশ্বাসই পোষণ করুন না কেন জীবনী বা ইতিহাস রচনার আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তখনও সমাজে বিকাশলাভ করে নাই এ-কথা স্বীকার করিতেই হয়। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরও চৈতন্য ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশ যে রুদ্ধ হইয়া যায় নাই নরোত্তম দাসের মঞ্জরী সাধনার প্রবর্তনই তাহার নিদর্শন। ধর্মের ভাব কিংবা আদর্শ যদি এক জায়গায় চিরতরে স্থির হইয়া তাহার বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, তবে সেই ধর্ম জীর্ণ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। নরোত্তম দাস চৈতন্যধর্মকে সেই দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মঞ্জরী সাধনার ভিতর দিয়া চৈতন্য-ধর্মসাধনার মধ্যে একটি নূতন সুর যোজনা করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থকার এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সহজিয়া সাধকগণ নরোত্তম দাসঠাকুরকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইবার উৎসাহে নূতন নূতন পদ রচনা করিয়া তাঁহার রচনার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাহার ফলে নরোত্তমের প্রামাণিক পদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থকার বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নরোত্তমের রচনাবলী হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশ পরিহার করিয়া তাহার সহজিয়া প্রভাবমুক্ত একটি প্রামাণিক পদ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। নরোত্তম দাসঠাকুর সম্পর্কে আলোচনায় এই পদ ও রচনা সংগ্রহের উপর এখন নির্ভর করা যাইবে।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের এই পর্যন্ত কোন প্রামাণিক ইতিহাস রচিত হয় নাই, ইহার অসুবিধার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্তমান গ্রন্থকার যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, তাহা এই বিষয়ে অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া একটি অন্ধকার যুগের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। যে যুগে বাংলা সাহিত্যের গবেষণা কেবলমাত্র ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সহজসাধ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ হইয়া আছে, সেই যুগে এমন জটিল একটি প্রাচীন বিষয়ের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া বর্তমান লেখক একটি দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

বর্তমান শিক্ষিত যুবসমাজ যদি তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন, তবে দেশের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার হইতে পারে। একজন বিস্মৃত কীর্তিমান পুরুষের জীবন, সাধনা ও সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া তাহার যে মূল্যায়ন তিনি করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে এমনই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে উদ্বুদ্ধ করিবে, আমি ইহাই আশা করি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ফাল্গুন, ১৩৭৯

নিবেদন

মহাপ্রভুর অশেষ কৃপায় নরোত্তম দাসঠাকুর মহাশয়ের জীবনী ও রচনাবলী প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের অনন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম সেই পুণ্যশ্লোক স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয়কে আজ সাশ্রুনেত্রে স্মরণ করি। আমার একান্ত দুর্ভাগ্য, মুদ্রিত গ্রন্থখানি তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের ইউ-জি-সি অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অন্যতম অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। বাংলাবিভাগের প্রধান রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থটির একটি মূল্যবান পরিচায়িকা লিখিয়া দিয়াছেন। দু'জনকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ অধ্যাপক অনিলরঞ্জন দাশগুপ্ত, অধ্যাপক নিত্যরঞ্জন পান, অধ্যাপক হেমোপম দস্তিদার, অধ্যাপক আবুল খায়ের জালালউদ্দীন, অধ্যাপক সুবিনয় ধর এবং শ্রীদীননাথ সেন আমার একান্ত দুর্দিনে আমাকে অশেষভাবে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটি এবং বরানগর পাঠবাড়ির কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সংগৃহীত পুথি ব্যবহার করিতে দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালার শ্রীসুকুমার মিত্রের অনুজ স্নেহ এবং বাংলাগ্রন্থ প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ডক্টর পীযূষকান্তি মহাপাত্রের বন্ধুপ্রীতি এবং সর্বোপরি সাধনা প্রেস প্রাঃ লিমিটেডের অগ্রজপ্রতিম শ্রীদেবদাস নাথ এম-এ, এল. এল. বি. মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রচেষ্টায় গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশ ত্বরান্বিত হইল। তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

এই গ্রন্থ রচনায় এবং প্রকাশে আরো দুইজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ অনুক্ষণ সোৎকণ্ঠ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। অলমিতি

কাঁটাপুকুর
দোলপূর্ণিমা, ১৩৭৯

নীরদপ্রসাদ নাথ

সংকেত-ব্যাখ্যা

১। পুথি: (সংকেতের পাশে পুঁথি সংখ্যা উল্লেখিত)

কবি = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সাপ = সাহিত্য পরিষৎ ('সাপ' সংকেতে গ্রন্থের সর্বত্রই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' বুঝান হইয়াছে)
এসো = এসিয়াটিক সোসাইটি
গগম = গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, বরানগর পাঠবাড়ী
বি — বিশ্বভারতী

২। গ্রন্থ:

ক্ষণদা = ক্ষণদাগীতচিন্তামণি
সমুদ্র = পদামৃতসমুদ্র
কী = কীর্তনানন্দ
তরু = পদকল্পতরু
সংকী = সংকীর্তনামৃত
অ-প-র = অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী
তরঙ্গিণী = গৌরপদতরঙ্গিণী
লহরী = বৈষ্ণব পদলহরী
বৈ. গী = বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি
মাধুরী = পদামৃত মাধুরী
বৈ. প. = বৈষ্ণব পদাবলী
প্রে. বি. = প্রেমবিলাস
ন. বি. = নরোত্তম বিলাস
ভ. র. = ভক্তিরত্নাকর
অ. ব. = অনুরাগবল্লী
মজুমদার = ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার-সম্পাদিত নরোত্তম দাসের প্রার্থনা
সুন্দরানন্দ = শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনা

৩। পত্রিকা:

সাপপ = বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

ভূমিকা

নরোত্তম দাস 'ঠাকুরমহাশয়' গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সমসাময়িক গোবিন্দদাস কবিরাজ 'প্রেমভক্তি মহারাজ' (তরু ৯১) এবং শিষ্য বল্লভদাস 'গ্রন্থকার অগ্রগণ্য' (তরঙ্গিণী, ১ম সং, পৃ. ২০) বলিয়া নরোত্তম-বন্দনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তৎকৃত 'শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টক'-এ তাঁহাকে 'স্বসৃষ্ট গানগ্রথিত', 'যদ্ভক্তিনিষ্ঠোপলরেখিকেব', 'মূর্ত্তেব ভক্তিঃ', 'বৈরাগ্যসার-স্তনুমান' এবং 'শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবিলাসসিন্ধৌ নিমজ্জতঃ' বিশেষণে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। 'প্রেমবিলাস', 'কর্ণানন্দ', 'অনুরাগবল্লী, 'ভক্তিরত্নাকর,' 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি প্রাচীন চরিতগ্রন্থে নরোত্তমের জীবনকাহিনী ও মহিমা শ্রদ্ধাসহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নরোত্তমের খ্যাতির কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমত নরোত্তম ছিলেন 'প্রার্থনা' নামে অনুপম সাধনসঙ্গীত ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' নামে অতুলনীয় ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা। রাগানুগামার্গীয় বৈষ্ণব ভক্ত সাধকের নিকট এই দুইটি রচনা অতিশয় মূল্যবান ও পরম আদরণীয়। রাগানুগা ভক্তির সার কথা ইহাতে সহজ ও মধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তমের খ্যাতির দ্বিতীয় কারণ হইল, প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শকে বাংলাদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দিবার ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত সাফল্য। জীবনচর্যায়, চিন্তায়, কর্মে ও রচনায় তিনি শ্রীচৈতন্যের অভীষ্টকে স্থাপিত করিয়া যান। সম্ভবত এই জন্য নিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন, 'নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের হয় প্রেমমূর্তি' (প্রেমবিলাস, ১৯শ বি., পৃ. ৩২২, বহরমপুর সং) এবং বৈষ্ণব উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অন্যত্র তাঁহাকে 'নিত্যানন্দাবতার' বলিয়াছেন (প্রেমবিলাস ২০শ বি., পৃ. ৩৫৯, বহরমপুর সং)।

'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ছাড়াও নরোত্তমের নামে আরো অনেক পদ ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা পাওয়া গিয়াছে। এযাবৎ তাহাদের যাথার্থ্যবিচার মূল্যায়ন হয় নাই। ইহা ছাড়া, বৃন্দাবন ও বাংলাদেশের ভাবধারার মধ্যে নরোত্তম ছিলেন সেতুস্বরূপ। সেদিকটিও বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে যে মঞ্জরীভাবের সাধনা প্রচলিত তাহার পূর্ণ বিকশিত রূপের পরিচয় মেলে নরোত্তম ঠাকুরেরই রচনাবলীতে। মঞ্জরীসাধনার একটি নির্দিষ্ট রূপদান তাঁহারই কীর্তি। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের কীর্তনরীতির স্রষ্টারূপে নরোত্তম সর্বজনস্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছেন। বর্তমান গ্রন্থে নরোত্তমের জীবনী, সাধনা, কবিপ্রকৃতি এবং অবদানের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিবার প্রয়াস করা গিয়াছে।

প্রস্তুত গ্রন্থ তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করিয়া উপস্থাপিত হইল। প্রথম ভাগে নরোত্তম

সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার সম্পূর্ণ রচনা সংগ্রহ এবং তৃতীয় ভাগে পরিশিষ্ট ও প্রমাণপঞ্জী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম ভাগ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে নরোত্তমের জীবনী, দীক্ষাদান এবং শিষ্যগণের পরিচয়। এই অধ্যায়টি আবার তিনটি স্বতন্ত্রভাগে উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে (প্রথম অধ্যায় ক) নরোত্তমের জীবনী সংক্রান্ত প্রাচীন আকর গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা বিচার। নরোত্তমের জীবনী-বিষয়ক-উপাদান যেসব প্রাচীন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাদের উপর পরবর্তীকালে এতো বেশী প্রক্ষেপ পড়িয়াছে যে, এইসব গ্রন্থের উক্তি ও বিবরণ সর্বাংশে মানিয়া লওয়া কঠিন। ইহাদের অধিকাংশ তথ্য জনশ্রুতিমূলক এবং বিবরণ ভক্তির আবরণে মণ্ডিত। ফলে, সত্য নিরূপণ দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং, প্রথমেই ইহাদের প্রামাণিকতা বিচার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগে (প্রথম অধ্যায় খ) নরোত্তম জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনা বিভিন্ন চরিতগ্রন্থ ও সমসাময়িক পদ আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 'নরোত্তম-চরিত' নামে ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। বিচ্ছিন্নভাবে প্রবন্ধাদিও লেখা হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র ও আকরাদি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া একটি সুসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ জীবনী রচনার চেষ্টা বোধ করি এই প্রথম।

তৃতীয় ভাগে (প্রথম অধ্যায় গ) নরোত্তমের দীক্ষাদান পর্ব ও চরিতগ্রন্থে বর্ণিত তাঁহার ১২৫ জন শিষ্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নরোত্তমের কয়েক জন শিষ্য কবিপ্রসিদ্ধি অর্জন করেন। প্রসঙ্গত, তাঁহাদের কবিকৃতিত্বের বিচার করা গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হইল শ্রীচৈতন্যমতবাদ প্রচারে নরোত্তমের উদ্যম ও সাফল্য। এক শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক ছাড়া শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া আর কোন প্রামাণিক রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর দিব্যজীবন ও শিক্ষার বলে প্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীরূপসনাতন-রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের শীর্ষস্থানীয় তিনজন আচার্য এই ধর্মের শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া যান। তাহা ছাড়া, নিজের আচরণের মধ্য দিয়াও মহাপ্রভু আপন মতবাদ প্রচার করিয়া যান। জীবদ্দশাতেই মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত পার্ষদগণ কর্তৃক ঈশ্বররূপে গৃহীত এবং পূজিত হইয়াছিলেন। নরোত্তমও মহাপ্রভুকে সর্বেশ্বর জ্ঞান করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার যে সকল মত ও বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্ব সম্বন্ধে গৌড় ও বৃন্দাবন-ভক্তগণের বিশ্বাস এবং

নরোত্তমের নিজস্ব বিশ্বাস কি ছিল তাহার বিচার ছাড়াও নরোত্তম কর্তৃক কীর্তনের প্রণালীবদ্ধ রূপদান ও তাহার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ নামলীলা প্রচার এবং শ্রীরূপসনাতনকে প্রদত্ত মহাপ্রভুর শিক্ষা নরোত্তমের রচনায় ও জীবনে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহারও বিচার করা গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদের কঠোরতাকে স্বীকার করেন নাই। নরোত্তমের চারিত্রগুণে কিভাবে বৈষ্ণবসমাজে অতঃপর জাতিভেদের কঠোরতা শিথিল হইয়া পড়ে তাহাও আলোচিত হইয়াছে। মহাপ্রভু উপদিষ্ট বৈষ্ণববিনয় নরোত্তমের চরিত্রে কতখানি ছিল এবং তাহার সম্ভাব্য ফলও যে কি হইয়াছিল তাহা দেখান গিয়াছে। তাহা ছাড়া, চৈতন্যচরিতামৃতের মাহাত্ম্য প্রচারে ও তৎসহ শ্রীচৈতন্য-মতবাদ প্রচারে নরোত্তম কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিতব্য বিষয় হইতেছে নরোত্তমের সাধারণ নীতি উপদেশ এবং মঞ্জরী ভাবের সাধনা। দুইটি ভাগে বিভক্ত এই অধ্যায়টির প্রথম অংশে (তৃতীয় অধ্যায় ক) নরোত্তম-কথিত নীতি উপদেশগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস এবং সনাতন গোস্বামীকে মানস-সিদ্ধ দেহে সখী-অনুগত হইয়া ব্রজে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ সেবার উপদেশ দিয়া যান। এই সূত্র হইতে অতঃপর কি ভাবে মঞ্জরীসাধনা শ্রীরূপ ও রঘুনাথ দাসগোস্বামীর রচনার মধ্য দিয়া নরোত্তমের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়াংশে (তৃতীয় অধ্যায় খ) তাহা আলোচিত হইয়াছে। মঞ্জরীসাধনা বলিতে কি বুঝাইয়া থাকে, ইহার স্বরূপ কি, গোস্বামিগণের মঞ্জরীত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য এই আলোচনায় স্থান পাইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় সমন্বয়ধর্মী ঠাকুর নরোত্তম। মহাপ্রভুর অপ্রকটের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে বৈষ্ণবসমাজের সংহতি বিনষ্ট হয়। ফলে এক একজন বৈষ্ণবপ্রধানকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি উপদলের সৃষ্টি হয়। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-গদাধর-নরহরি -কেন্দ্রিক উপদলের অস্তিত্ব এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধের কথা চৈতন্যভাগবতে উল্লেখিত হইয়াছে। নরোত্তম আসিয়া সে বিরোধের অবসান করেন। তাহা ছাড়া, শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্ব লইয়া গৌড়-বৃন্দাবনে যে মতপার্থক্য আভাসিত হইতেছিল, নরোত্তমের প্রভাবে তাহা দূরীভূত হয়। এইভাবে গৌড় ও বৃন্দাবনের ভাবধারার মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করিয়া ও বাংলাদেশের বৈষ্ণব উপদলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া নরোত্তম শ্রীচৈতন্যমতবাদকে একটি সংহত ও ঘনবদ্ধ রূপ দিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য হইল, নরোত্তমের নামে প্রাপ্ত রচনাগুলির প্রামানিকতা বিচার। প্রার্থনা নামে সাধন বিষয়ক পদ ছাড়াও, নরোত্তম রাধাকৃষ্ণলীলার পদও

অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বোপদেশমূলক রচনাও তাঁহার নামে কম মিলে নাই। নরোত্তমের ভণিতায় ৬০টির উপর এই জাতীয় রচনা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনগুলি তত্ত্ব ও ভাবের দিক দিয়া নরোত্তমের এবং কোনগুলি নরোত্তমের নহে, —অকৃত্রিম, সন্দিগ্ধ ও আরোপিত—এই তিনটি ভাগে রচনাগুলিকে বিন্যস্ত করিয়া তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন্ পদগুলি ভাবের দিক দিয়া সহজিয়া লক্ষণাক্রান্ত ও গৌড়ীয়—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নরোত্তমের কবিত্ব ও কবিস্বরূপের আলোচনা। তাঁহার কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ দেখিয়া সহজেই বলা যাইতে পারে যে, নরোত্তম প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কবি প্রতিষ্ঠার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি ছিলেন প্রথমে সাধক, পরে কবি। তাই কাব্য-সরস্বতী নরোত্তমের নিকট সমুচিত সমাদর পান নাই। তথাপি তাঁহার মোট ১৬০ টি বিভিন্ন জাতীয় পদের মধ্যে বেশ কয়েকটি পদাবলী সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নরূপে স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য। কবিস্বরূপের বিচারে তিনি ছিলেন চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের সগোত্রীয়। পদগুলির রসবিশ্লেষণে তাহা প্রতিপাদিত করিয়া নরোত্তমের কাব্যবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে।

তত্ত্বোপদেশমূলক রচনায় নরোত্তমের কবিপ্রেরণা অপেক্ষা সাধকপ্রেরণা অধিকতর সক্রিয় ছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে তাহারও সবিশেষ আলোচনা করা গিয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগে নরোত্তমের যাবতীয় রচনা সংকলিত হইল। বিচারবিশ্লেষণ করিয়া যে সমুদয় পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনাকে নরোত্তমের অকৃত্রিম রচনার নিদর্শন বলিয়া সিদ্ধান্তে আসা গিয়াছে এই ভাগে তাহা স্থান পাইয়াছে। পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশমূলক—এই দুইটি শ্রেণীতে রচনাগুলি বিন্যস্ত। পদাবলীরও আবার শ্রেণীবিভেদ দেখাইবার জন্য (ক) প্রার্থনা (খ) প্রার্থনা-জাতীয়, (গ) রাধাকৃষ্ণলীলা, এবং (ঘ) গৌরনিত্যানন্দ ও নবদ্বীপলীলাশীর্ষক চারিটি ভাগে গ্রথিত হইয়াছে।

রচনাবলীর আকর গ্রন্থ ও পুথির বিস্তৃত পরিচয়, বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এই সব পুথির পরিমাণ, আদর্শপাঠ ও পাঠান্তর গ্রহণের অনুসৃত প্রণালী, আকরনির্দেশ ও সংকেত-ব্যাখ্যা রচনাসংগ্রহের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগে পরিশিষ্ট ও প্রমাণপঞ্জী। দুইটি পরিশিষ্ট যোজনা করিয়া নরোত্তমের নামে প্রাপ্ত অতিরিক্ত রচনার নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্ট 'ক'-এ বিভিন্ন পুথি হইতে সংগ্রহ করিয়া কয়েকটি অপ্রকাশিত সহজিয়া পদ প্রকাশিত হইল। নরোত্তমের নামে পরবর্তীকালে কি ধরনের পদ প্রচারিত হইয়াছিল এই পদগুলি তাহার সুন্দর উদাহরণ।

পরিশিষ্ট 'খ' নরোত্তম-ভণিতায় প্রাপ্ত সন্দিগ্ধ তত্ত্বোপদেশমূলক রচনার সংকলন। ইহাদের বিশেষ আলোচনা প্রথম ভাগের পঞ্চম অধ্যায়ে করা গিয়াছে। পরবর্তী অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষে সহায়ক হইবে বিবেচনা করিয়া রচনাগুলিকে এখানে একত্র সংকলন করা গেল।

আলোচনা প্রসঙ্গে নরোত্তমের রচনা ব্যতীত অন্য যে সকল গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে তাহাদের তালিকা প্রমাণপঞ্জীতে ধৃত হইয়াছে।

প্রথম ভাগ : রচনা

প্রথম অধ্যায়

ক। নরোত্তম-জীবনী-সম্পর্কিত আকরগ্রন্থসমূহের প্রামাণিকতা বিচার

নরোত্তম ঠাকুরের একখানি পূর্ণাবয়ব জীবনচরিত রচনার পক্ষে প্রামাণিক উপাদান খুবই কম পাওয়া যায়। তাঁহার নামে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত হইয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলি 'প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দে'র মত প্রাচীন গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত অংশরূপে সংযোজিত হইয়াছে। সে কারণে সর্বপ্রথমে তাঁহার জীবনীর উপকরণগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সপ্তদশ শতকের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কয়েকজন বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক নরোত্তম ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কাল হিসাবে তাঁহাদের মধ্যে প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের নাম প্রথমেই করিতে হয়।[১] কিন্তু উনবিংশ শতকে নিত্যানন্দ দাসের প্রেম-বিলাসের উপর এতো বেশী হস্তক্ষেপ ঘটে যে, ইহাতে বর্ণিত কোনো তথ্যের প্রামাণিকতার উপর নির্ভর করা যায় না। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রেমবিলাসের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরে ইহার একটি দ্বিতীয় সংস্করণও বাহির হয়। প্রথম সংস্করণে বিলাস বা অধ্যায় সংখ্যা ছিল আঠারোটি। দ্বিতীয় সংস্করণে আরো দুইটি বিলাস সংযোজিত হয়। যশোদানন্দন তালুকদার সম্পাদিত প্রেমবিলাসে সাড়ে চব্বিশটি বিলাস আছে।

প্রেমবিলাসের এই সব মুদ্রিত সংস্করণের সঙ্গে প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহের নিকট প্রেমবিলাসের যে পুথি ছিল তাহা 'চান্দরায়-নিস্তার নামক ষোড়শ বিলাস' বর্ণনা করিয়া শেষ হইয়াছে।[২] বিষ্ণুপুরের রাণী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী[৩] নিজ হস্তে প্রেমবিলাসের অনুলিপি করেন। সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত সেই পুথির বিলাস সংখ্যা ষোলো।[৪]

১ যশোদানন্দন তালুকদার সম্পাদিত প্রেমবিলাসের ২৪শ বিলাসের ৩০১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনাকাল ১৫২২ শকাব্দ ফাল্গুন মাস (ইং ১৬০১ খৃঃ) বলিয়া উল্লেখ আছে। "এই তারিখ যথার্থ হইলেও হইতে পারে।" ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৯

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৮ সাল, পৃ. ৫২

৩ গোপালসিংহদেবের মহিষী ছিলেন। ১২৭৩ সালে গোপালসিংহ পরলোকগমন করেন।

৪ বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩।৩, পৃ. ৫৭, ৬১

বৈষ্ণবগণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আর্থিক দিকের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। অন্তত ব্যয়ভার লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন না। অথচ প্রেমবিলাসে এই দিকটি উপেক্ষিত হয় নাই। নিত্যানন্দ দাসকে খরচ দিয়া নানাস্থানে পাঠাইবার উল্লেখ ইহাতে আছে।

এই সকল কারণে অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের সমর্থন না পাইলে কেবলমাত্র প্রেমবিলাসের তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না।

দ্বিতীয় প্রাচীন আকর গ্রন্থ কর্ণানন্দ।[১] শ্রীনিবাসাচার্যের কন্যা হেমলতা-ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দন দাস ইহার লেখক। কর্ণানন্দের একশত সওয়াশত বৎসরের অধিক প্রাচীন পুঁথি কোথাও মেলে না। ইহাতে পরবর্তীকালের হস্তক্ষেপের প্রচুর চিহ্ন বিদ্যমান। ষষ্ঠমঞ্জরীতে গ্রন্থ সমাপ্তিকাল-সূচক পয়ারের পরও মুদ্রিত গ্রন্থে আরো অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে। কোন প্রাচীন গ্রন্থে অনুরূপ রীতি দৃষ্ট হয় না।

আবার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার কাহিনী কর্ণানন্দে আছে। অবশ্য প্রেমবিলাসের মত ইহাতে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবার কথা নাই। কর্ণানন্দে আছে—গ্রন্থ চুরির সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। শ্রীরূপসনাতনের আদেশ পাইয়া তিনি গ্রন্থ পাইবার আশায় আরো কিছুকাল বাঁচিয়াছিলেন। ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কারণ, শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়া রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ পান নাই, ততদিনে তাঁহাদের পরলোক ঘটিয়াছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন যে, শ্রীরূপসনাতন খুব সম্ভবতঃ ১৫৫৫ খৃঃ পরলোক গমন করেন এবং শ্রীনিবাস ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথমবার বৃন্দাবন পৌঁছান।[২] গ্রন্থ-চুরি ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও পরবর্তী কালের ঘটনা। সে সময় শ্রীরূপসনাতনকর্তৃক কৃষ্ণদাস কবিরাজকে সান্ত্বনা দেওয়া সর্বতোভাবে অসম্ভব।

১ মুদ্রিত কর্ণানন্দের ৬ষ্ঠ মঞ্জরীতে গ্রন্থরচনাকাল ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খৃঃ বলিয়া উল্লেখিত—

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥

সাহিত্য পরিষদের ৩৬২ সং কর্ণানন্দের-পুথিতে তারিখ যুক্ত পয়ারটি নাই। পুথিটির লিপিকাল একশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে।

২ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১১৮-১১৯

তাহা ছাড়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো একজন সিদ্ধপুরুষের পক্ষে গ্রন্থচুরির শোকে আত্মহত্যার ন্যায় মহাপাতকে প্রবৃত্ত হওয়া কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বিষ্ণুপুরের পথে শ্রীনিবাসাদির নিকট হইতে বীরহাম্বীরের লোকজন কর্তৃক গ্রন্থচুরির ঘটনার মধ্যে কিম্বদন্তীর ভাগই বেশী। পরবর্তীকালে কোন সময়ে বাংলাদেশ হইতে নীলাচলে কিছু গ্রন্থ লইয়া যাইবার সময় এইরূপ একটি চুরির ঘটনা ঘটে।[১]

কর্ণানন্দের প্রথমদিকে আছে যে, শ্রীনিবাসের পৌত্রেরা প্রাপ্তবয়স্ক ও ভক্তিশূর হইয়া উঠিয়াছেন। ১৬০৭ খৃস্টাব্দে শ্রীনিবাসের পৌত্রগণের সাবালকত্ব ঘটিতে পারে কিনা দেখা যাউক। শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া বিবাহ করেন। তিনি কত সালে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া তিনি বিবাহ করেন এবং বিবাহের কিছুকাল পরে পুনরায় বৃন্দাবন যান। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্যাদির জন্ম হয়। তিনি সম্ভবতঃ ১৫৭৫।৭৬ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসেন।[২] তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবনবল্লভ অকালে পরলোকগমন করেন। সুতরাং ১৬০৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার অন্য দুই পুত্রের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি ধরিলে এবং কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে, সেই পুত্রগণ কর্ণানন্দ রচনাকালে ভক্তিমান হইয়া উঠিতে পারেন কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইতে পারেন না।

কর্ণানন্দের ৫-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা যে ভক্তি রত্নাকরের ৫৬০-৬১ পৃষ্ঠার বর্ণনা হইতে অবিকল লওয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ তাহা দেখাইয়াছেন।

সুতরাং, কর্ণানন্দের তথ্যাদি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করা সমুচিত নহে।

অনুরাগবল্লী গ্রন্থে নরোত্তম ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ আছে। শ্রীনিবাসের প্রশিষ্যের শিষ্য[৩] মনোহর দাস-কর্তৃক ১৬১৮ শকে অর্থাৎ ১৬৯৬ খৃস্টাব্দে ইহা বৃন্দাবনে লিখিত হয়। নরহরি চক্রবর্তী ইহাকে প্রামাণিক আকর-গ্রন্থ হিসাবে

[১] ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১১০-১৫

[২] ঐ, পৃ. ১২০

[৩] শ্রীনিবাস—
|
রামচরণ চক্রবর্তী—
|
রামশরণ চট্টরাজ—
|
মনোহর দাস।—অনুরাগবল্লী, ৮ম মঞ্জরী, পৃ. ৪৬

ভক্তিরত্নাকরে[১] ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং, ইহাতে উল্লেখিত তথ্যাদির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে।

নরোত্তম ঠাকুর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন নরহরি চক্রবর্তী। তিনি ভক্তিরত্নাকরের বহুস্থানে এবং নরোত্তমবিলাস গ্রন্থে নরোত্তমের জীবনী, ধর্মমত ও ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন যাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা আধুনিক গবেষকদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

তিনি নিজের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা বিশ্বনাথ ১৭০৪ খৃস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই সপ্তদশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে লিখিত হয়। সেই হিসাবে জগন্নাথ চক্রবর্তীর সপ্তদশ শতকের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নিজে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারভুক্ত। নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী এবং তাঁহার শিষ্য রামচরণ চক্রবর্তী হইতেছেন বিশ্বনাথের গুরুদেব। অর্থাৎ নরোত্তমের সহিত নরহরি চক্রবর্তীর ছয় পুরুষের ব্যবধান।[২]

নরহরি নিজে গুরুপরম্পরা লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন, শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, তাঁহার শিষ্য হরিরাম আচার্য। হরিরামের বংশে রামনিধি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কয় পুরুষ পরে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

[১] ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ, ১০১৮ পৃ. বহরমপুর সং

[২] নরোত্তম
|
গঙ্গানারায়ণ
|
কৃষ্ণচরণ
|
রামচরণ
|
বিশ্বনাথ
|
জগন্নাথ
|
নরহরি

—নরোত্তম বিলাস, গ্রন্থকর্তার পরিচয়, পৃ. ১৯৭ ও পৃ. ২০৭, বহরমপুর সং

রামনিধির শিষ্য নৃসিংহ চক্রবর্তী এবং তাঁহার শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী।[১] ইহার হিসাবেও নরোত্তমের সময় হইতে নরহরির ছয় সাত পুরুষের ব্যবধান দেখা যায়।

নরহরি চক্রবর্তী ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত অনুরাগবল্লীর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই মনোহর দাসের পরবর্তী লোক। নরহরি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়পাদে ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন অনুমিত হয়।

নরোত্তম ঠাকুরের তিরোধানের শতাধিক বৎসর পরে নরহরি ঠাকুর-মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তথ্য সংগ্রহের প্রণালী প্রশংসনীয়। নরোত্তম-ঠাকুরের রচনা হইতে তিনি তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বাহির করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে হরিদাস দাস শ্রীনিবাসশিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ রচিত 'শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গুণলেশসূচকম্‌' আবিষ্কার করিবার দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে নরহরি উহা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সঙ্গীত-মাধব' নাটক এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। কিন্তু নরোত্তম-ঠাকুর সম্বন্ধে ঐ নাটক হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি ঠাকুর-মহাশয়ের সমসাময়িক লেখা বিবরণ হইতে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন।

কিন্তু অনেকস্থলেই তাঁহাকে কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তিনি অনেক ঘটনা সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের মুখে তিনি ইহা শুনিয়াছেন।[২] তিন চার পুরুষ আগেকার ঘটনা লোকমুখে চলিতে চলিতে কতটা অবিকৃত থাকে বলা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দীর্ঘজীবী কৃতী পুরুষেরাও আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া নিজেদের জীবন সংশ্লিষ্ট ঘটনার পৌর্বাপর্য ও তারিখ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিয়া গিয়াছেন।

উল্লেখিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহে যে সব তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া নরোত্তম ঠাকুরের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য রচনার প্রয়াস করা

১ 'শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য প্রিয়তম, রামচন্দ্র কবিরাজ গুণে অনুপম।
শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য, সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সব কার্য্য।'
—'ভক্তিরত্নাকর ১৫ শ তরঙ্গ, পৃ. ১০৬১, বহরমপুর সং
'মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্তী, জন্মে জন্মে সে চরণ সেব এই আর্তি।'
—'নরোত্তমবিলাস, গ্রন্থকর্তার পরিচয়, পৃ. ১৯৯, বহরমপুর সং

২ ভক্তিরত্নাকরের, ১ম-৫ম-৮ম-১১শ ও ১২শ তরঙ্গে এইরূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাহিনী আছে।

হইল। উক্ত আকর ব্যতীত সমসাময়িক পদকর্তা এবং নরোত্তমের রচনা হইতেও প্রয়োজনীয় উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

খ। জীবন কথার দিগ্‌দরশন

নরোত্তম-ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ছিলেন রামচন্দ্র-কবিরাজ। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ কবিসম্রাট গোবিন্দদাস-কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধব' নাটকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও নরোত্তম 'সম্যগাসীদভিন্নঃ'[১]। অর্থাৎ নরহরি চক্রবর্তীর ভাষায় 'তনুমনপ্রাণ নাম একই দোঁহার'[২]। নাম অবশ্য দুইজনের এক ছিল না। ইনি ঐ গ্রন্থে আরো লিখিয়াছেন যে, পদ্মাবতীর তীরে গোপালপুর-নগরবাসী শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত গৌড়াধিরাজের মহামাত্য ছিলেন। তিনিই নরোত্তম ঠাকুরের খুল্লতাত এবং সন্তোষ দত্তের পিতা।[৩] নরহরি চক্রবর্তী বলেন, নরোত্তমের পিতার নাম ছিল কৃষ্ণানন্দ[৪] এবং মাতার নাম নারায়ণী।[৫] নরোত্তম-বিলাসের দ্বাদশ বিলাসে রামকান্ত নামে নরোত্তমের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং তৎপুত্র রাধাবল্লভের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।[৬] নরহরি চক্রবর্তী একস্থানে কৃষ্ণানন্দকে পুরুষোত্তমের অনুজ[৭] এবং অন্যত্র আবার অগ্রজ[৮] বলিয়া লিখিয়াছেন। প্রেমবিলাসে কৃষ্ণানন্দকে অনুজই বলা হইয়াছে।[৯]

গোপালপুর গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত বৃহত্তর খেতরি গ্রামের অংশ।[১০]

১ ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শ্লোক, ১ম তরঙ্গ, পৃ. ১৯, বহরমপুর সং
২ ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ, পৃ. ১৯, বহরমপুর সং
৩ "পদ্মাবতী তীরবর্তী গোপালপুর নগরবাসী গৌড়াধিরাজ মহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত-সত্তম-তনুজঃ শ্রীসন্তোষ দত্ত স হি শ্রীনরোত্তম দত্তঃ-সত্তম মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্য ভ্রাতৃশিষ্যঃ।"
—ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত, ১ম তরঙ্গ, পৃ. ৩৩, বহরমপুর সং
৪ ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ, পৃ. ৩৩, বহরমপুর সং
৫ ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ, পৃ. ২০, বহরমপুর সং
৬ 'শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকান্ত।
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ মহাশান্ত ॥'—নরোত্তম-বিলাস, ১২শ, পৃ. ১৯২, বসুমতী সং
৭ 'জ্যেষ্ঠপুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ'।—ভক্তিরত্নাকর ১ম, পৃ. ৩৩, বহরমপুর সং
৮ 'শ্রীপুরুষোত্তম দত্তাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত'।—নরোত্তম বিলাস, ১ম, পৃ. ৭৮, বসুমতী সং
৯ 'জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ হন'। —প্রেমবিলাস, ২০শ, পৃ. ২০৬, তালুকদার সং
১০ 'গড়েরহাটে নরোত্তম রাঢ়ে শ্রীনিবাস'।—প্রেমবিলাস, ৯ম, পৃ. ৫৩, তালুকদার সং পুনশ্চ 'গড়েরহাটে কৃষ্ণানন্দ রায়ের নন্দন'। প্রেমবিলাস ১২শ, পৃ. ৭৬, তালুকদার সং এবং

খেতরী রাজশাহী জেলায় অবস্থিত[১] বলিয়া বারেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত। সেই হিসাবে নরোত্তমকে বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা যায়। কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকিলেও, কেহ কেহ তাঁহাকে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বলিয়াছেন।[২]

নরোত্তমের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার পরিবারে চৈতন্যপ্রভাব কতখানি পড়িয়াছিল বলা যায় না। নরহরি সরকার ঠাকুরের সঙ্গে নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিয়াছিল বলিয়া 'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লেখ আছে।[৩] তবে তাহা পরিচয় মাত্রই। এই পরিবারে 'কৃষ্ণবিগ্রহসেবা' যে নরোত্তমের জন্মের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, নরহরি চক্রবর্তী তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন।[৪] তাহা ছাড়া, কৃষ্ণদাস নামে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণের কথা নরহরি চক্রবর্তী 'নরোত্তমবিলাসে' বলিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ চৈতন্যলীলা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন এবং বালক নরোত্তমকে সেই লীলাকাহিনী শুনাইতেন। কিন্তু এইরূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আখ্যান নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার উভয় চরিত-গ্রন্থে এতো বেশী উপস্থিত করিয়াছেন যে, তাহার উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।

নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে, নরোত্তমের 'জন্ম কৃষ্ণচৈতন্যের আকর্ষণে'।[৫] তিনি কিংবা নিত্যানন্দ দাস কিন্তু জন্ম সময়ের কোন উল্লেখ করেন নাই।[৬] পরবর্তীকালে নানা জনে নানা তারিখ অনুমান করিয়া লইয়াছেন।[৭] এই বিষয়ে

'অতি মহদ্‌গ্রাম শ্রীখেতরি পুণ্যক্ষিতি। মধ্যে মধ্যে নামান্তর অপূর্ব বসতি॥
রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয়। ঐছে গ্রাম নাম—বহু ধনাঢ্য বৈসয়॥'
—ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ, পৃ. ৫৫৮, বহরমপুর সং

১ *Rajsahi District Gazetteer*, 1916, p. 164.

২ মুরারিলাল অধিকারী, বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শিনী, পৃ. ৭৪ ; হরিদাস দাস, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন, পৃ. ১০০ ; বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড, নরোত্তম প্রবন্ধ।

৩ ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ, পৃ. ৩৭৬, গৌড়ীয় মঠ সং

৪ নরোত্তম বিলাস, ২য় বি, পৃ. ১৪, বহরমপুর সং

৫ ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ, পৃ. ২০, বহরমপুর সং

৬ 'মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম' (ভ. র. ১ম, পৃ. ২০, বহরমপুর সং)
'মাঘীপূর্ণিমার ছয় দণ্ড বেলার পর জন্ম হয়' (ন. বি. ২য়, পৃ. ১৩, বহরমপুর সং এবং 'শুক্লা পঞ্চমীতে গোধূলিবেলা জন্মক্ষণ' প্রেবি, ৬ম, পৃ. ৬৭, বহরমপুর সং—চরিতগ্রন্থগুলিতে ইহার অতিরিক্ত কোন তথ্য নাই।

৭ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে নরোত্তমের জন্ম সন ১৫৬৫ খৃঃ —*Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal*, p. 95
শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কোন তারিখ দেন নাই, কেবল বলিয়াছেন নরোত্তমের জন্মকালে মহাপ্রভু প্রকট ছিলেন—নরোত্তম চরিত, পৃ. ১৭ ; বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড

সঠিক সিদ্ধান্ত করা খুবই কঠিন। তবে নরোত্তম কৃত কয়েকটি পদ হইতে অনুমান করা যায় যে, তিনি সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ধরাধামে অবতীর্ণ হন। পদগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে দেওয়া যাইতেছে।

যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার॥ —সংকলনের পদ ১৯

* * *

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥
যে সব করিল লীলা, শুনিতে গলএ শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ,
সে না শেল রহি গেল চিতে॥ —ঐ ১৪৬

* * *

হরি হরি কেন বা জন্ম হইল মোর।
কনকমুকুর জিনি, গৌরাঙ্গের সুবলনি
হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর।—ঐ ১৩৭

তবে মহাপ্রভুর তিরোধানের কতকাল পরে নরোত্তম ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নরহরি চক্রবর্তীর কথা অনুযায়ী যদি অতি তরুণ বয়সেই নরোত্তম বৃন্দাবন গিয়া থাকেন, তবে মহাপ্রভুর অপ্রকটের বেশ কয়েক বছর পরে নরোত্তমের আবির্ভাব ধরিতে হয়। কেননা, রূপসনাতনের অপ্রকটের পর নরোত্তম বৃন্দাবন যান। শ্রীরূপ প্রভৃতির অপ্রকট কাল ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ। তাহা হইলে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের পর নরোত্তম বৃন্দাবন যান। মহাপ্রভুর অপ্রকটের অব্যবহিত পরে তাঁহার আবির্ভাব হইলে বৃন্দাবন গমন কালে নরোত্তমের বয়স হয় ২৩।২৪ বৎসর। এই বয়স নিশ্চয়ই অতি তরুণ বয়স নহে। এখন দেখা যাক, বৃন্দাবন গমনকালে নরোত্তম সত্যিই খুব তরুণ ছিলেন কিনা।

নরোত্তম প্রবন্ধে, জন্মকাল ১৪৫৩।৫৪ শক অর্থাৎ ১৫৩১।৩২ খৃঃ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

বাল্যবয়স হইতেই নরোত্তমের মনে কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ ঘটে বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন।[১] বৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত খেতরীতে তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং কৃষ্ণ আরাধনায় রত ছিলেন। নরোত্তমের মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।[২] ধনীর পুত্র হইলেও বিষয় সম্ভোগের উপর তাঁহার কোন প্রকার আসক্তি ছিল না। পুত্রের এইরূপ বৈরাগ্য দেখিয়া পিতামাতা তাঁহার বিবাহের জন্যে উদ্যোগী হইলে, তিনি পলাতক হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন।

নরোত্তম কত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন চরিত গ্রন্থগুলিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। প্রেমবিলাসে আছে, দ্বাদশবর্ষ বয়স হইলে নরোত্তমের বিবাহের উদ্যোগ হইতে থাকে[৩] এবং তাহারই কিছুকাল পরে তিনি গৃহত্যাগ করেন। বয়সের উল্লেখ না করিয়া নরহরি চক্রবর্তী কেবল বলিয়াছেন যে, গৃহত্যাগ কালে নরোত্তম তরুণ-বয়স্ক ছিলেন।[৪] পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, মহাপ্রভুর তিরোধানের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিলে বৃন্দাবন গমনকালে নরোত্তমের বয়স ২৩।২৪ বৎসর হয়। নরহরি চক্রবর্তীর মতে বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে নরোত্তম সর্বকার্যে সুশিক্ষিত, সকলের মনোহিতকর কার্যে পারদর্শী এবং অধ্যাপনায় কীর্তিমান হইয়া উঠেন।[৫] দ্বাদশবর্ষ বয়সে নরোত্তমের বিবাহের উদ্যোগ হইতে থাকে, নিত্যানন্দ দাসের এই উক্তি স্বীকার করা গেলেও, নরহরি-কথিত গুণাবলী আয়ত্ত করা নিতান্ত অল্পবয়সে সম্ভব হয় না। সে কারণে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৃন্দাবন যাত্রাকালে নরোত্তমের বয়স অন্ততঃ কুড়ি পার হইয়া গিয়াছিল। এই অনুমান সঙ্গত হইলে বলিতে হয় যে, মহাপ্রভুর তিরোধানের ২।৩ বৎসরের মধ্যে ঠাকুর নরোত্তমের অবির্ভাব হয়। তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

নরোত্তমের আবির্ভাব এবং বৃন্দাবনযাত্রার বলবতী বাসনা সম্পর্কে নিত্যানন্দ দাস একটি কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। কাহিনীটি হইল—একবার বৃন্দাবন-যাত্রায় বাহির হইয়া মহাপ্রভু গৌড়দেশের রামকেলিতে শ্রীরূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখান হইতে তিনি কানাই-নাটশালা গ্রামে উপস্থিত হন। একদিন তথায় সংকীর্তনকালে মহাপ্রভু 'নরোত্তম নাম কহি ডাকে আচম্বিতে'। বাহ্যদশা

[১] নরোত্তম বিলাস, ২য় বি, পৃ. ১৪, বহরমপুর সং
[২] নরোত্তম বিলাস, ২য় বি, পৃ. ১৫, বহরমপুর সং
[৩] প্রেমবিলাস, ১০ম বি, পৃ. ৫৫, তালুকদার সং
[৪] 'গৌড় হইতে আইল এক নৃপতি কুমার।
অল্পবয়স মূর্তি অতি মনোহর ॥'—নরোত্তম বিলাস, ২য় বি, পৃ. ৬০, বসুমতী সং
এবং 'এ হেন বালকে কৈল ঘরের বাহির'। ঐ ২য় বি, পৃ. ৮৭, ঐ
[৫] নরোত্তম বিলাস, ২য় বি, পৃ. ১৫, বহরমপুর সং

পাইয়া তিনি নরোত্তম বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। ইহাতে ভক্তগণ নরোত্তম নামক ভক্তের আবির্ভাব অনুমান করেন। অতঃপর মহাপ্রভু 'প্রেমসংকীর্তন' গড়ের হাটে রাখিয়া যাইবার বাসনায় নিত্যানন্দ সহ কানাই-নাটশালা হইতে পদ্মাবতীতীরে কুড়োদরপুর বা কুতবপুরে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি পদ্মাবতীর হস্তে প্রেমধন দান করিয়া নরোত্তমের নিকট তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আজ্ঞা দেন। নরোত্তমকে চিনিবার উপায়স্বরূপ পদ্মাবতীকে তিনি ইহাও বলিয়া দেন যে, যাঁহার স্পর্শে পদ্মা সর্বাধিক উথলিত হইবেন তিনিই নরেত্তম। ইহার পর, নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পাইয়া নরোত্তম পদ্মাস্নানে গিয়া পদ্মাবতীর হস্ত হইতে সেই গচ্ছিত প্রেমধন গ্রহণ করেন। প্রেমপ্রাপ্তির ফলে তাঁহার দেহ গৌরবর্ণ ধারণ করে। তাহার পর হইতেই বৃন্দাবন যাইবার আকাঙ্ক্ষা নরোত্তমের মনে প্রবল হইয়া ওঠে।[১]

নরহরি চক্রবর্তী কিন্তু পদ্মার হস্ত হইতে প্রেমপ্রাপ্তির কাহিনী বর্ণনা করেন নাই। তিনি বলেন, কৃষ্ণদাস নামক জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সঙ্গিগণের লীলামাহাত্ম্য এবং শ্রীনিবাসের কৃচ্ছ্র-সাধনার কথা শ্রবণ করিতে করিতে নরোত্তমের মনে বৃন্দাবন যাইবার বাসনা দৃঢ় হয়।[২] এ বিবরণ তবু কিছুটা স্বাভাবিক।

নিত্যানন্দ দাসের কাহিনীর অস্বাভাবিকতার এবং তাহা অবিশ্বাস করিবার কয়েকটি কারণ আছে। মহাপ্রভুর পিছনে বহু সহস্র লোক অনুগমন করিতে-ছিলেন দেখিয়া প্রবীণ রাজমন্ত্রী রূপ ও সনাতন তাঁহাকে সংকেতের দ্বারা জানাইয়া দেন যে, এইভাবে বৃন্দাবনে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নহে। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া সেবারের মতো বৃন্দাবন যাত্রার অভিপ্রায় ত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি যে পদ্মাতীরে রাজশাহী জেলায় গিয়াছিলেন এমন কথা কোন চরিতগ্রন্থে লিখিত হয় নাই। তাহাছাড়া, যে সময়ের ঘটনা নিত্যানন্দ দাস বলিতেছেন তাহার ১৯।২০ বৎসর পরে নরোত্তমের জন্ম হয়। অত দীর্ঘদিন পূর্বে মহাপ্রভু নরোত্তমের আবির্ভাবের বার্তা ঘোষণা করিবেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে।

আমাদের ধারণা, সংসারের প্রতি সহজাত বৈরাগ্য লইয়া নরোত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের বিষয়বৈরাগ্য দেখিয়া পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠেন। পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে জড়াইয়া বিষয়মুখী করিবার প্রযত্ন ছাড়াও, নরোত্তমের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টিও তাঁহারা রাখিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টা ও সতর্কতা নরোত্তমকে

১ প্রেমবিলাস, ৮ম ও ১০ম বিলাস। মহাপ্রভুর আকর্ষণেই যে নরোত্তমের আবির্ভাব, নরহরি চক্রবর্তী তাহা বিশ্বাস করিতেন—ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ও নরোত্তমবিলাস, ১ম বি

২ নরোত্তম বিলাস, ২য় বি, পৃ. ৮১-৮৬, বসুমতী সং

পীড়িত করিতে থাকে। একদা তাই সুযোগ বুঝিয়া কৌশলে জননীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি বৃন্দাবনের পথে ধাবিত হন।

শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের মধ্যে কে প্রথম বৃন্দাবন গমন করেন, সে সম্বন্ধে চরিত গ্রন্থগুলি একমত নহে। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীনিবাসের দীক্ষা ও গোস্বামী-সমীপে উপাধি লাভের পর উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে এবং নরোত্তমের দীক্ষা ও 'ঠাকুরমহাশয়' উপাধিপ্রাপ্তি তৎপরবর্তী ঘটনা।[১] কিন্তু প্রেমবিলাসে নরোত্তমের দীক্ষা, সিদ্ধি অর্জন ও উপাধি লাভের পরই শ্রীনিবাসের দীক্ষাদির কথা আছে।[২] অবশ্য প্রেমবিলাসের ষষ্ঠ বিলাসে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন যাত্রা বর্ণনার পর, একাদশবিলাসে নরোত্তমের বৃন্দাবন গমন বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তম-বিলাসে কিন্তু নরোত্তমের বৃন্দাবন পৌঁছিবার প্রথম দিনেই গোবিন্দমন্দিরে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-মিলনের বিবরণ আছে।[৩] এখানে স্মর্তব্য যে, সে সময়ে গোবিন্দের কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির ছিল না। যোড়শ শতকের শেষভাগে ঐ মন্দির মানসিংহের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয়। আবার, কর্ণপুর-কবিরাজ বর্ণিত শ্রীনিবাস-নরোত্তমের প্রথম সাক্ষাৎ হইতে মনে হয়, শ্রীনিবাসের পূর্বেই বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া নরোত্তম দীক্ষালাভান্তে লোকনাথ গোস্বামীর সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। বৃন্দাবনে যাইবার পর গোস্বামী-গৃহ দর্শন করিবার সময় লোকনাথের কুঞ্জে আসিয়া শ্রীনিবাস :

> ভক্ত্যা তচ্চরণং ববন্দ কৃপয়া চালিঙ্গিতস্তেন বৈ
> তত্রস্থেন নরোত্তমেন প্রভুনা তৎপাদপদ্মশ্রিতম্।
> তঞ্চালিঙ্গ্য মুদাতিগাঢ়মবদন্মাধুর্য্যযুক্তং বচঃ ···
> ধাতা কিং নয়নং কিমুত্ত্বচকরং সৎপক্ষ্ম কিং মে মনঃ
> কিং রত্নং বহুমূল্যকং কিমথবা প্রাণঞ্চ মে দত্তবান ?···

—শ্রীনিবাসাচার্য গুণলেশসূচকম্, শ্লোক ৪৫।৪৬

অর্থাৎ, ভক্তিভরে তাঁহার (লোকনাথের) চরণে প্রণত হইলে শ্রীপাদ তাঁহাকে কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তত্রত্য শ্রীনরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাসের চরণে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে আনন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করত মধুর বাক্যে বলিলেন—বিধাতা অদ্য আমাকে কি নয়নই দিলেন, না নেত্রাচ্ছাদক পক্ষ্মই দিলেন। অথবা মনই দিলেন না বহুমূল্য রত্নই দিলেন? অথবা আমাকে প্রাণই দিয়াছেন কি?

শ্রীহরিদাসকৃত অনুবাদ, শ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালা, পৃ. ৪৭

১ ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, পৃ. ১৪৬-৪৭, বহরমপুর সং
২ প্রেমবিলাস, ১২শ বি, পৃ. ৭৫-৭৭, তালুকদার সং
৩ নরোত্তম বিলাস, ২য় বি, পৃ. ৮৯-৯০, বসুমতী সং

এই সকল বিবরণের মধ্য হইতে সত্য নির্ধারণ দুষ্কর। তবে নরোত্তম শ্রীনিবাসের পূর্বগামী হইলেও হইতে পারেন। কেননা, তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই লোকনাথের নিকট দীক্ষা পান নাই। লোকনাথের চিত্ত জয় করিতে তাঁহার এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল বলিয়া অনুরাগ-বল্লী ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে।[১] এই বিবরণ সত্য হইতে পারে। কারণ, লোকনাথ কাহাকেও দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইতেন না। দীক্ষা লাভের পূর্ববর্তী এই এক বৎসর নরোত্তম বৃন্দাবনে অপরিচিত মাত্র। এক বৎসর ধরিয়া লোকনাথ গোস্বামীর চিত্তজয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত সংগোপন এবং পরম নিষ্ঠাময় সেবার ফলেই নরোত্তমের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাসও সেই আকর্ষণ বোধ করিয়া নরোত্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

অন্যদিকে, শ্রীনিবাসের দীক্ষা পাইতে কোন বিঘ্ন দেখা দিয়াছিল বলিয়া কোন উল্লেখ কোথাও নাই। দীক্ষার পর শ্রীজীবের নিকট তিনি পাঠ-গ্রহণ করেন। নরোত্তমও শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু একই গুরুর নিকট পাঠগ্রহণকালে উভয়ের পরিচয় হইবার কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, একজন আগে ও অন্যজন পরে শ্রীজীবের নিকট পাঠ লন, এই ধারণা স্বাভাবিক। নরোত্তম বৃন্দাবনে আসিবার এক বৎসর পরে দীক্ষা লাভান্তে অধ্যয়ন শুরু করেন। শ্রীনিবাসের এতো সময় লাগিবার হেতু ছিল না। তাহাছাড়া, শ্রীনিবাস তো বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই তত্রস্থ গোস্বামীগণকে দর্শন করিতে যান বলিয়া কর্ণপূর-কবিরাজ জানাইয়াছেন। কাজেই, কর্ণপূর-কবিরাজের বিবরণ অনুযায়ী লোকনাথের কুঞ্জে নরোত্তমের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন যে নরোত্তম পাঠসমাপনান্তে গুরুর কুঞ্জে মানসসেবায় রত ছিলেন তাহা মনে করা যাইতে পারে।

এক্ষেত্রে কর্ণপূর-কবিরাজের 'গুণলেশ সূচকের' বিবরণই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস-শিষ্য, কাজেই গুরুকে ছাড়িয়া নরোত্তমের প্রতি টানিয়া বলিবার কোন কারণ তাঁহার থাকিতে পারে না। এই সব দিক দিয়া বিচার করিলে নরোত্তম যে শ্রীনিবাসের পূর্বেই বৃন্দাবনে আসেন, তাহা অনুমান করিতে হয়।

বৃন্দাবনে নরোত্তম কতকাল অবস্থান করেন বলা যায় না। তিনি শ্রীনিবাসের পূর্বে কিম্বা অব্যবহিত পরে যখনই বৃন্দাবনে গিয়া থাকুন না কেন, নিশ্চয়

১ 'এইমত বৎসরেক করিলা সেবন'—অনুরাগবল্লী, ৪র্থ ম, পৃ. ২৮
'হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল'—প্রেমবিলাস, ১১শ বি, পৃ. ১১৮, বহরমপুর সং

শ্রীরূপসনাতনের জীবিতকালে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যান নাই।[১] আবার, শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময়ও নরোত্তম যে তাঁহার সহগামী হন নাই ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার কর্ণপুর-কবিরাজের রচনা হইতে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।[২] ইহা হইতে ডঃ মজুমদার অনুমান করেন যে, "নরোত্তম ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরও কিছুকাল বৃন্দাবনে ছিলেন"।[৩] কিন্তু কতকাল ছিলেন নরোত্তম? বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি গৌড়-নীলাচল পরিভ্রমণে বাহির হন। এই পর্যটন সমাপ্তির কিছুকাল পরে খেতরীর বিখ্যাত উৎসব আরম্ভ হয়।

খেতরী উৎসবের তারিখ কোন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নাই। এই গুরুত্ব-পূর্ণ উৎসবটির কাল নির্ণয় করিতে পারিলে, বৈষ্ণবজগতের অনেক ব্যক্তি ও ঘটনার কালনিরূপণ সমস্যা সহজ হইয়া পড়ে। জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীর উপ-ক্রমণিকায় (১ম সং, পৃ. ১০৫) কোন প্রকার প্রমাণ না দেখাইয়া খেতরী মহোৎসবের তারিখ ১৫০৪ শক অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, খেতরী উৎসব ১৬০২ খৃঃ হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।[৪] ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "খেতরী উৎসব ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের পরে ঘটিয়াছিল, কিন্তু কত পরে তাহা নির্ণয় করা যায় না"।[৫] ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন, "এই উৎসব ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের পরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু বেশী পরে নহে"।[৬]

ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত যে সত্যের অনেকটা কাছাকাছি তাহা মনে করা যাইতে পারে। খেতরী উৎসবে সমবেত যেসব বৈষ্ণবমহান্তের তালিকা নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তম বিলাসের ৭ম বিলাসে দিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি অবশ্যই আছে। নরহরি চক্রবর্তীর মতে এই উৎসবে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুযায়ী ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অচ্যুতানন্দের বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের পরে তাঁহার বয়স পঁচাত্তরের অধিক হইয়া পড়ে।

১ নরোত্তম-বিলাসের ২য় বিলাসের ৮৮ পৃষ্ঠায় (বসুমতী সং) উল্লেখ আছে নরোত্তম বৃন্দাবন পৌঁছিবার পথে শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ ভট্ট ও কাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট-সংবাদ পান।

২ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১১২

৩ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৩২

৪ Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, p. 95

৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩২০, পাদটীকা

৬ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৩৩

সুতরাং সে বয়সে তাঁহার পক্ষে উৎসবে যোগদান সম্ভব হইয়া উঠে না। তবে দীর্ঘজীবী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইলে অবশ্য অন্য কথা।

খেতরী উৎসবের তারিখ নির্ণয় প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কোনও অভ্রান্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ইহা যে ১৫৭৬ খৃঃ হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন একসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই ধরিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

নরোত্তম খেতরী ফিরিবার পর পিতামাতার আদেশ লইয়া গৌড়-নীলাচলে ভ্রমণে বাহির হন। পর্যটনের শেষে তিনি বিগ্রহসেবা প্রতিষ্ঠা এবং খেতরী উৎসব আহ্বান করেন। এই সব কার্যে যদি তাঁহার ৪।৫ বৎসর সময় লাগিয়া থাকে, তবে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময় তিনি গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অনুমান ঠিক হইলে বলিতে হয়, নরোত্তম ১৫৫৬ খৃঃ হইতে ১৫৭০ খৃঃ অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসর কাল বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। নরোত্তম যদি এত দীর্ঘকাল বৃন্দাবন-প্রবাসী না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার জন্মকাল মহাপ্রভুর অপ্রকটের বেশ কয়েক বৎসর পরে ধরিতে হয়; এবং তিনি শ্রীনিবাসের পরেই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিতে হয়। ইহা মানিয়া লইলে নরহরি চক্রবর্তীর বর্ণনার মধ্যে সঙ্গতি থাকে। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে, নরোত্তম বালকবয়সে বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে শ্রীনিবাসের সহিত মাধবমন্দিরে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহার স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেখান যাইতে পারে।

মনোহরদাস অনুরাগবল্লীতে লিখিয়াছেন যে, বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে নরোত্তমের গুরু নরোত্তমকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

তবে কহে বিষয়ীতে বৈরাগী হইবা।
অনুদ্বাহ উঞ্চচালু মৎস্য না খাইবা॥

—অনুরাগবল্লী, ৪র্থ ম, পৃ. ২৮-২৯

প্রেমবিলাসেও ইহার উল্লেখ আছে। লোকনাথ বলিতেছেন,

পূর্বশিক্ষা দীক্ষা যত করিয়াছি আমি।
যোগ্যতামন্ত হও তুমি করিবে ইহা জানি॥
তাহাতে সংশয় করি মনে এই ভয়।
বিবাহের কাল অতি মনে জানি লয়॥
ব্যবহারে রহি সব বৈরাগ্য সাধিবে।
তৈলত্যাগ হবিষ্যান্ন সদা আচরিবে॥

—প্রেমবিলাস, ১২শ বি, পৃ. ১৫৮, বহরমপুর সং

এই দুই উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, বৃন্দাবন ত্যাগকালে নরোত্তমের বিবাহের

বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। এবং নরোত্তম গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করিতে পারেন, গুরুর মনের এই আশঙ্কা বিচার করিলে বলিতে হয়, সে সময় নরোত্তমের বয়স ৩০।৩৫ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। ১৫৭০ খৃস্টাব্দে নরোত্তমের বয়স ৩০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল ১৫৪০ খৃস্টাব্দের মতো হয়। ইহাকে জন্মসাল ধরিয়া লইলে ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের পর বৃন্দাবন যাত্রার সময় তিনি নরহরি চক্রবর্তী বর্ণিত 'অল্পবয়সী' 'বালক'ই হন। আগেই দেখা গিয়াছে যে, নরোত্তম ১৫৬০ খৃস্টাব্দে বৃন্দাবনে রহিয়া গিয়াছেন। ১৫৬০ খৃস্টাব্দে নরোত্তমের বয়স তাহা হইলে ২০ বৎসর হয়। ততদিনে তাঁহার দীক্ষা ও পাঠ গ্রহণ শেষ হইয়াছে, তিনি উপাধি পাইয়াছেন ও শ্রীনিবাসের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে। ইহার জন্য বৎসর দুই-তিন সময় লাগিলে নরোত্তমের বৃন্দাবন যাত্রা নিত্যানন্দ বর্ণিত দ্বাদশ বৎসরের পরে এবং নরহরি চক্রবর্তী কথিত 'অল্পবয়সে'—এই দুই বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়। নরহরি চক্রবর্তী আরোও বলিয়াছেন যে, রূপসনাতনের অপ্রকটের পরে নরোত্তম বৃন্দাবন যান এবং মাধবমন্দিরে শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন ঘটে। শ্রীরূপসনাতনের অপ্রকটকাল ১৫৫৫ খৃস্টাব্দ। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলে তাহা ইঁহাদের অপ্রকটের অন্ততঃ ২।১ বৎসর পরের ঘটনা। ততদিন রঘুনাথ ভট্ট—কাশীশ্বর পণ্ডিতেরও পরলোক ঘটা বিচিত্র নহে। নরোত্তম পথিমধ্যে ইঁহাদেরও অপ্রকটবার্তা জানিতে পারেন। শ্রীনিবাস যদি রূপসনাতনের তিরোধানের অব্যবহিত পরে বৃন্দাবনে গিয়া থাকেন, তবে সেখানে তিনি নিশ্চয়ই নরোত্তমের পূর্বগামী।

খেতরীর উৎসব ১৫৭৬ খৃস্টাব্দ বা উহার অব্যবহিত পরবর্তী কোন বৎসরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মহাপ্রভুর অপ্রকটকালের অন্তত ৭।৮ বৎসর পরে নরোত্তমের আবির্ভাব হয়, ইহা মানিয়া লইলে চরিত গ্রন্থগুলির বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না।

নরোত্তমের আবির্ভাবের সমকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা লইয়া মোগলপাঠানের মধ্যে অবিরাম বিরোধ চলিতেছিল। ১৫৩২ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন হোসেন-শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ। দিল্লীতে তখন হুমায়ুন এবং বিহারে শেরশাহ আধিপত্য করিতেছিলেন। গৌড়বঙ্গের স্বাধীনতারক্ষা এবং ইহার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা লইয়া এই তিন শাসন-কর্তার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধি সকল সময়ই প্রায় লাগিয়া ছিল। শেরশাহের শক্তি-বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত মাহ্মুদ শাহ দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে হুমায়ুন সাহায্যার্থে আগাইয়া আসেন। কিন্তু শেরশাহের সহিত তিনিও মিত্রতা স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। ক্ষমতাদ্বন্দ্বের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সন্ধি বিগ্রহ ঘটিতে থাকে। ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে মাহ্মুদ শাহের মৃত্যু হইলে হুমায়ুন গৌড়বঙ্গ অধিকার করেন।

কিন্তু মোগলশাসন বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে হুমায়ূনকে ক্ষমতা-চ্যুত করিয়া ১৫৪০ খৃস্টাব্দে শেরশাহ বাংলাদেশের অধীশ্বর হইয়া বসেন। শেরশাহের সুশৃঙ্খল শাসনে কিছু শান্তি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু অনতিকাল পরে, দিল্লীতে মোগলদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্ভাবনাও শেষ হইয়া যায়। ১৫৪৫ খৃস্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কিছুকাল শাসনক্ষমতার অধিকারী হন। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মোগলেরা পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন। তবে দিল্লী অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই। বাংলাদেশের অধিকার লইয়া অতঃপর মোগল পাঠানে বারবার যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে। অবশেষে ১৫৭২ খৃস্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলাদেশে পূর্ণ মোগলকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের সিংহাসন অরোহণ (১৫৩২ খৃ.) হইতে বাংলাদেশে পূর্ণ মোগলশাসন প্রতিষ্ঠা (১৫৭২ খৃ.) পর্যন্ত এই চল্লিশ বৎসর কালের অধিকাংশ সময়ই দিল্লী ও বঙ্গে নানা অভিযান ও যুদ্ধ চলিয়াছে। এইভাবে প্রায় অবিরাম অভিযান ও যুদ্ধ পরিচালনায় দেশের রাজনৈতিক জীবন অব্যবস্থিত হইয়া ওঠে।[১] ফলে সামাজিক জীবনেও যে স্থিতি ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। পথঘাট অত্যন্ত বিপদসকুল এবং জীবনযাত্রা খুবই বিপর্যস্ত ছিল। এই সময়ই তরুণবয়সী নরোত্তম মহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় সর্ববিধ বিপদবাধাকে তুচ্ছ করিয়া বৃন্দাবনের অভিমুখে ধাবিত হন।

বৃন্দাবন যাত্রাকালে নরোত্তমের কৃচ্ছ্রসাধনার কথা প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে উল্লেখিত হইয়াছে। পালাইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে ভয় ছিল পাছে স্নেহপ্রবণ পিতামাতা তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইতে আসেন। নরহরি চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে, লোকভয়ে তিনি সোজাপথ ছাড়িয়া বনপথে চলিতে থাকেন। বেশভূষার ব্যাপারেও তিনি লোকচক্ষুকে প্রতারিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন।[২] প্রেমবিলাসে আছে, তিনি প্রায় দিন উপবাস করিয়া এবং দুই তিন দিন অন্তর একদিন আহার করিয়া[৩] বাংলাদেশ হইতে বৃন্দাবন পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটিয়া আসেন। ব্রজবিরহে

১ তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের অব্যবস্থিততা সম্বন্ধে নরোত্তম অবহিত ছিলেন। তাঁহার রচনায় দেশের অরাজক অবস্থাটি 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'তে সংকেতময়তায় বর্ণিত হইয়াছে : "রাজার যে রাজপাট, যেন নাট্যুয়ার নাট, দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।"

২ নরোত্তম বিলাস, ২য় বি. পৃ. ২২, বহরমপুর সং

৩ প্রেমবিলাস, ১০ম বি. পৃ. ১০৮, বহরমপুর সং

বিধুর ঠাকুর নরোত্তম পরবর্তীকালে এই দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—

অনেক দুঃখের পরে, লঞাছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া। —সংকলনের পদ ২৫

সংসারের দুঃখই কেবল নয়, বৃন্দাবন যাত্রাপথের বহুবিধ বিঘ্ন ও বিপত্তির ইঙ্গিতও ছত্র দুইটির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

নরোত্তমের সাধক জীবনে প্রবেশের পথ সুগম ছিল না। বৃন্দাবনে আসিয়া লোকনাথ গোস্বামীকে তিনি মনে মনে গুরুর পদে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপসনাতনের অপ্রকটজনিত বিরহে সদা ব্যগ্রচিত্ত 'নিঃসঙ্গ বিরক্ত পরমভাবক' এই মানুষটির শিষ্য করিবার কোনরূপ আগ্রহই ছিল না।[১] নরোত্তমের আগ্রহাতিশয্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় এবং নীরব নিভৃত সেবার কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হার মানিতে হয়। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে নরোত্তমের দীক্ষাপূর্ব প্রস্তুতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা যেমন মর্মস্পর্শী, নরোত্তমের জীবনের একমুখী লক্ষ্যেরও তেমনি উজ্জ্বল উদাহরণ। নরোত্তম প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সঙ্গোপনে লোকনাথ গোস্বামীর বহির্দেশ-গমনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেন ও শৌচের নিমিত্ত মাটি ছানিয়া রাখিয়া যাইতেন। লোকদৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি সম্মার্জনীটি মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিতেন।[২] এমনি ভাবে এক বৎসর কাল সেবা করিবার পর লোকনাথ তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন।

লোকনাথ গোস্বামী যে নরোত্তমের দীক্ষাগুরু ছিলেন ইহার প্রমাণ-স্বরূপ 'নরোত্তমবিলাসে' প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।—

কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চি-
ন্নরোত্তমোনাম মহান বিপশ্চিৎ।
যস্য পৃথ্বীয়ান্ বিষয়োপরাম
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়াম্॥

—পৃ. ৭৮, বসুমতী সং

অনুরাগবল্লীতে মনোহর দাস লিখিয়াছেন যে, লোকনাথ দীক্ষাদানের পূর্বে কয়েকটি শর্ত উপস্থিত করেন। শর্তগুলি হইল—নরোত্তমকে বিষয়ে অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হইতে হইবে, বিবাহ না করিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে এবং উষ্ণ চাউল ও মৎস্য আহারে বিরত থাকিতে হইবে। নরোত্তম কোনরকম দ্বিধা না

[১] অনুরাগবল্লী, ৪র্থ ম, পৃ. ২৮
[২] প্রেমবিলাস, ১১শ বি, পৃ. ১১৮-১৯, বহরমপুর সং

করিয়া এই শর্ত মানিয়া লইলে লোকনাথ তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক বলেন, 'জানি জন্ম জন্ম তুমি হও মোর দাস'।[১]

দীক্ষাদানের পর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বহু সাধককে মঞ্জরীভাবে উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। লোকনাথও নরোত্তমকে সেইভাবে উপাসনা করিতে বলিয়া তাঁহার নাম রাখেন 'বিলাসমঞ্জরী' এবং নিজের সিদ্ধনাম যে 'মঞ্জুনালী' তাহা বলিয়া দেন।[২] গুরুর এই মঞ্জরীস্বরূপ নাম নরোত্তমকৃত একটি পদে এইভাবে উল্লেখিত হইয়াছে—শ্রীরূপমঞ্জরী-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীর অনুগত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিলাসমঞ্জরী-স্বরূপ নরোত্তম রাধাকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা উভয়েই সদয় হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী'। তাহার উত্তরে,—

শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি।
মঞ্জুনালী দিল মোর এই দাসী আনি॥

—সংকলনের পদ ৩৩

নরোত্তমের সিদ্ধনাম প্রাপ্তির বিবরণ সম্বন্ধে নিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন যে, দীক্ষা-গ্রহণের পর নরোত্তম মানসসেবায় ব্রতী হন। মানসসেবাকালে কুঞ্জে নিদ্রাগত হইলে নরোত্তম স্বপ্নে শ্রীরাধিকার কৃপানুগ্রহ লাভ করেন। মানসসেবায় নরোত্তমের আত্যন্তিক অনুভব এবং 'পরম লালসাময় সেবা' দেখিয়া শ্রীরাধা প্রীত হন এবং তাঁহাকে চম্পকলতার কুঞ্জে দুগ্ধ আবর্তনের সেবাভার দিয়া 'চম্পকমঞ্জরী' নাম প্রদান করেন।[৩] নিদ্রাভঙ্গের পর লোকনাথের সমীপে এই তথ্য জানাইলে তিনি সানন্দে বলিলেন 'আজি হৈতে সেবা কর এই নাম তোর'। শ্রীজীব এই ঘটনা অবগত হইয়া নরোত্তমের নামকরণ করেন 'বিলাসমঞ্জরী'।[৪] মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্তীর মধ্যে কেহই এই বিবরণ সমর্থন করেন নাই।

অতঃপর শিক্ষাগ্রহণের পালা। গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে নরোত্তম 'ব্যাকরণ আদি' পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন।[৫] 'নরোত্তম বিলাসে'

১ অনুরাগবল্লী, ৪র্থ ম. পৃ. ২৮-২৯
২ 'সিদ্ধনাম থুইলেন বিলাসমঞ্জরী।
আপনার নাম কহিলেন মঞ্জুনালী॥'—অনুরাগবল্লী, ৪র্থ ম. পৃ. ২৯
৩ প্রেমবিলাস, ১১শ বি. পৃ. ১৩০-৩১ বহরমপুর সং
৪ 'আজি হৈতে তোমার নাম বিলাসমঞ্জরী॥
শ্রীরূপের বিলাসমূর্তি তুমি মহাশয়।'—প্রেমবিলাস, ১১শ বি, পৃ. ১৩৫, ঐ
৫ নরোত্তম বিলাস, ২য় বি. পৃ. ১৫, বহরমপুর সং
ভক্তিরত্নাকর, ১ম ত. পৃ. ২৫, বহরমপুর সং

আছে যে, শ্রীজীবের নিকট নরোত্তম ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অর্থের কৌশলে সকলের মন হরণ করিতেন।[১] নিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন,—

পড়িল কতকদিন নিজ প্রভু স্থানে।
কখনও শ্রীজীবে যাই করে নিবেদনে॥
নাটক সন্দর্ভ পড়ে গোস্বামীর স্থানে।
নিভৃতে বসিয়া তাহা পড়ান আপনে॥[২]

—প্রেমবিলাস, ১২শ বি, পৃ. ৭৪, তালুকদার সং

'ভক্তিরত্নাকরে' আছে দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীগোপালভট্ট-প্রমুখ গোস্বামীগণের কৃপালাভ করিয়া তিনি শ্রীজীবের নিকট পাঠ আরম্ভ করেন এবং 'অল্পদিনে বহুশাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন।' অন্যের নিকট যাহা দুর্গম নরোত্তম সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এইরূপ অসাধারণ ধী-শক্তির বলে নরোত্তম বৃন্দাবনস্থ সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। আনন্দিত হইয়া শ্রীজীব একদিন

সর্বত্রই সবার লইয়া অনুমতি।
নরোত্তমে দিলেন শ্রীমহাশয় খ্যাতি॥

—ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ ত. পৃ. ১৪৭, বহরমপুর সং

নরহরি চক্রবর্তী অবশ্য অন্যত্র লিখিয়াছেন, 'দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয়'।[৩] পদকল্পতরুর ২৩৮৪ সংখ্যক বল্লভভণিতাযুক্ত পদে কিন্তু নরোত্তমের 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি জাহ্নবাদেবী প্রদত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খেতরীতে কীর্তনগানে নরোত্তমের অপূর্ব ভাববিহ্বলতা দেখিয়া—

'ভাব দেখি আপনি, জাহ্নবা ঠাকুরাণী
নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।'—তরু ২৩৮৪

খেতরী ফিরিবার পরও নরোত্তম যথারীতি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। বস্তুত

১ নরোত্তমবিলাস, ২য় বি. পৃ. ৩১, বহরমপুর সং। গৌরপদতরঙ্গিণীতে (১ম সং, পৃ. ৩১৮-১৯) নরহরিকৃত একটি পদেও নরোত্তমের বৃন্দাবনে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নের কথা আছে।

২ প্রেমবিলাসের একাদশ বিলাসে (পৃ. ১২২-৩০, বহরমপুর সং) লোকনাথসমীপে নরোত্তমের শিক্ষাগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় নরোত্তমকে সখী অনুগতে সাধনার নির্দেশ দান করা হইয়াছে। অনুরূপ বিবরণ অন্য কোন গ্রন্থে নাই।

৩ নরোত্তমবিলাস, ২য় বি. পৃ. ৩১, বহরমপুর সং
প্রেমবিলাসের মতেও নরোত্তমের উপাধি ছিল 'ঠাকুর মহাশয়'।—

কে বুঝিতে পারে তোমার সাধন আশয়।
আজি হৈতে তোমার নাম ঠাকুর মহাশয়॥

—প্রেমবিলাস, ১২বি, পৃ. ৭৪, তালুকদার সং

পদে নরোত্তম বলিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসের নিকট তিনি 'কর্ণামৃত' 'গীতগোবিন্দ' রাত্রি-দিন শুনিতেন (সংকলনের ৬০-৬১ পদ)। গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,—

নৃপ-আসন-খে -তরি মাহা বৈঠত
সঙ্গহি ভকত সমাজ।
সনাতন রূপকৃত গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিত করত বিচার।...(তরু ১১)

নরোত্তম-শিষ্য বল্লভদাসের একটি পদে (তরু ২৩৮৩) আছে যে, নরোত্তম শ্রীভাগবত, গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে 'সঙ্গীত-মাধবে'র একটি শ্লোক ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজকে সর্বশাস্ত্রে পরম বিচক্ষণ, নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তি দানে নিপুণ, অনন্যরসিক এবং সর্বমতে বিজ্ঞবর বলা হইয়াছে।[১]

ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ছাড়া, বৃন্দাবন অবস্থানকালে নরোত্তম মার্গসঙ্গীতের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় না। নরোত্তম-উদ্ভাবিত গড়েরহাটি বা গরাণহাটী কীর্তনের বিলম্বিত লয়, সুরের সারল্য এবং ভাব-গাম্ভীর্য কেহ কেহ ধ্রুপদ সঙ্গীতের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[২] এই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ হয়।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।...
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে ॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতিস্বর গ্রাম মূর্ছনাদি প্রকাশিলা॥
—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম ত. পৃ. ৬৪২-৪৩, বহরমপুর সং

অমৃতবর্ষী এই অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত আস্বাদন করিয়া ভক্তগণ ধারণা করেন যে, স্বরূপের

১ যৌ শশ্বদ্ভগবৎপরায়ণপরৌ সংসারপরায়ণৌ।
সম্যক সাত্বততন্ত্রবাদপরমৌ নিঃশেষসিদ্ধান্তগৌ ॥
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদানরসিকৌ পাষণ্ড হান্যগুনা।
বন্যোন্য প্রিয়তাভরেণ যুগলীভূতাবিমৌ তৌ নুমঃ ॥
—ভক্তিরত্নাকর, ১ম ত, ১৯ পৃ., বহরমপুর সং

২ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, পৃঃ ৩৩

নিকট মহাপ্রভু যে 'উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে' শ্রবণ করিতেন, তাহাই নরোত্তমের নিকট তিনি গচ্ছিত রাখিয়া যান।[১]

কিন্তু ভক্তগণের বিশ্বাস ও সত্য সর্বদা এক নহে। নরোত্তম কোথা হইতে এই সঙ্গীতরীতি আয়ত্ত করেন তাহা জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এই কীর্তন একেবারে অভিনব। বাংলাদেশে কিম্বা পুরীধামে নরোত্তম যে ইহা শিক্ষা করেন নাই তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, খেতরীতে এইরূপ গানের প্রচলন ছিল না এবং পুরীধামে তিনি কিছুকাল তীর্থযাত্রী হিসাবে কাটাইয়াছিলেন মাত্র। সেখানে যদি তিনি এই গান আয়ত্ত করিতেন তাহা হইলে কোথাও না কোথাও উল্লেখ থাকিত। সুতরাং, বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালেই তিনি কোন না কোন সময়ে মার্গসঙ্গীতের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন মনে হয়। ধ্রুপদগানের স্রষ্টা তানসেন এবং তাঁহার গুরু হরিদাস স্বামী। ইঁহাদের সঙ্গীতের প্রভাব ও খ্যাতি বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রসারিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। সম্ভবতঃ নরোত্তম সেই সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে খেতরীতে আসিয়া তাহারই অনুসরণে কীর্তনের অভিনব রীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। তবে এতদ্ সম্পর্কে কোন অভ্রান্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা চলে না।

শ্রীরূপসনাতন, কাশীনাথ ভট্ট, কাশীশ্বর পণ্ডিত ছাড়া[২] বৃন্দাবনের সকল বৈষ্ণব প্রধানের সাক্ষাৎ-কৃপা নরোত্তম লাভ করিয়াছিলেন। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভূগর্ভ গোস্বামী, রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি। শিক্ষাসমাপনান্তে শ্রীনিবাস-সহ তিনি সমগ্র ব্রজমণ্ডল ও মথুরা-মণ্ডল পরিক্রমা করেন। রাঘব পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক। ব্রজ-মণ্ডলের ব্যাপ্তি চৌরাশি যোজন। পায়ে হাঁটিয়া তিনি ব্রজভূমির সকল স্থান ভ্রমণ করেন। ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চমতরঙ্গে এই পরিক্রমার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১ "কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
শুনিতেন উচ্চগীত মহাহর্ষ মনে॥
গীতপ্রথা রক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্ত নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিতে॥
সে সময়ে তাহা প্রেমসম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম-দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল॥"
—ভক্তিরত্নাকর, ১০ম ত. পৃ. ৬৪৪, বহরমপুর সং

২ নরোত্তমের বৃন্দাবনযাত্রার পূর্বেই ইঁহারা অপ্রকট হন। —নরোত্তম বিলাস, ২য় বি।

নরোত্তম তৎকৃত প্রার্থনা পদাবলীতে ব্রজবাসের যে স্মৃতিচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তৎকালীন জীবনযাত্রা প্রণালীর অতি সুন্দর পরিচয় মিলে। তিনি বলিতেছেন, সুখময় বৃন্দাবনের ধূলি কবে আবার গায়ে মাখিতে পাইব, প্রেম গদগদ-চিত্তে রাধাকৃষ্ণের নাম কবে আবার উচ্চ রবে কীর্তন করিব, নিভৃত নিকুঞ্জে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 'হা রাধানাথ' বলিয়া ডাকিব, কবে যমুনার জল করপুট ভরিয়া পান করিব, শ্রীরাসমণ্ডলে গড়াগড়ি দিবার পুলক কবে পুনরায় লাভ হইবে, কবে বংশীবটের ছায়ায় পরম আনন্দে পড়িয়া থাকিব, দুনয়ন ভরিয়া গোবর্ধন গিরি দেখিতে রাধাকুণ্ডে বাস হইবে, বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে কবে এ দেহের পতন হইবে। (প্রার্থনা ২৭)।

কবে রাধাকুণ্ড জলে স্নান করিয়া শ্যামকুণ্ডে পড়িয়া রহিব, রসকেলির স্থান দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়া তথায় প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব, সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ভোজনলীলা করিয়াছিলেন তাহা কবে নয়নগোচর হইবে, ব্রজভূমির সকল উপবনই কবে দেখিতে পাইব। (প্রার্থনা ২৮)।

করঙ্গ কৌপীন লইয়া ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া কবে ব্রজের নিকুঞ্জে আপন বসতি করিব, দিনশেষে বৃন্দাবনের ফলমূল খাইয়া কবে উদাসীনের মত ভ্রমণ করিব, বাহুর উপর বাহু তুলিয়া বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব, সংকেত স্থান দেখিয়া কবে প্রাণ জুড়াইবে, মাধবীকুঞ্জের উপর শুক-শারীর কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণলীলাগান তরুতলে বসিয়া শ্রবণ করিয়া কবে সুখে দিন অতিবাহিত করিব, রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধিকাসহ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দর্শন করিব। (প্রার্থনা ২৯)।

বিচিত্র পালঙ্কের শয়নসুখ ত্যাগ করিয়া কবে ব্রজে ধূলায় অঙ্গ ধূসর হইবে, চর্ব-চোষ্যলেহ্যপেয় ভোজ্যের স্বাদ দূরে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে মাধুকরী মাগিয়া কবে খাইব, বনে বনে পরিক্রমা করিয়া কবে যমুনাপুলিনে শীতল বংশীবটের ছায়ায় তাপ দূর হইবে, কুঞ্জে আর কবে বৈষ্ণবগণের নিকট গিয়া বসিব। (প্রার্থনা ৩০)।

শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া কবে আমার প্রাণ শীতল হইবে, যমুনাস্নানে কবে আমার অঙ্গ নির্মল হইবে, সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বসতি কি আর আমার হইবে। (প্রার্থনা ৩১) ইত্যাদি।

ব্রজবাসের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ এই পদগুলিতে হাহাকারের মত ধ্বনিত হইয়াছে। বাংলাদেশে বসিয়া পূর্বস্মৃতির রোমন্থন নরোত্তমকে আকুল ক্রন্দনে মুখর করিয়াছে। শেষজীবনের নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে ব্রজবিরহে তিনি তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছেন। আর অশ্রু গাঁথিয়া প্রার্থনার এক একটি অনবদ্য মাল্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তবুও কিন্তু দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আসিবার কথা তাঁহার মনে হয় নাই। ধনঞ্জন

পরিবারের কোন বন্ধন তাঁহার ছিল না। শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের মতো গৃহীও বারেবারে বৃন্দাবনে ছুটিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবন তাঁহারা অতিবাহিত করিয়াছেন বৃন্দাবনেই। শ্যামানন্দও কয়েকবার ব্রজভূমিতে আসিয়াছেন। কিন্তু মাতৃভূমি ছাড়িয়া নরোত্তম কোথাও যান নাই। নরোত্তম চরিত্রের মহত্ব এইখানে, ইহা তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। জীবনের শেষতম দিনটি খেতরীতে কাটাইয়া সেই স্থানকে তীর্থের পবিত্র মহিমা দান করিয়া গিয়াছেন তিনি। ঠাকুর নরোত্তমের জীবনের এই অতুলনীয় ত্যাগের প্রতি, আশ্চর্যের কথা, এ পর্যন্ত কোন জীবনীকারের দৃষ্টি পড়ে নাই।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালেই শ্রীনিবাসের সহিত নরোত্তমের পরিচয় স্থাপিত হয়। উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধার সূচনা বৃন্দাবনেই। সে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। কর্ণপুর-কবিরাজ 'গুণলেশসূচকে' লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস নরোত্তমকে আপন চক্ষুতুল্য, বহুমূল্য রত্নসদৃশ, এমন কি আপনার প্রাণতুল্য মনে করিতেন।[১] রামচন্দ্র-কবিরাজের নিকট নরোত্তমের পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস বলিয়াছিলেন, 'বৃন্দাখ্যা বিপিনে ভবৎসমদৃশং চৈকং প্রদাতা বিধি'। অর্থাৎ বৃন্দাবনে তোমার তুল্য আর এক চক্ষু বিধাতা পূর্বে আমাকে দিয়াছিলেন।[২]

কিন্তু এই বর্ণনা হইতে যদি মনে করা যায় যে, নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ছিল তবে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, অভিন্নহৃদয় বন্ধুর যিনি গুরু তিনি নিশ্চয়ই তাঁহারও নিকট গুরুবৎ সম্মান পাইবার যোগ্য। শ্রীনিবাসের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার পরিচয় নরোত্তম রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার 'শ্রীশ্রীনিবাসাষ্টকম্' স্তোত্রে ও কয়েকটি পদে।[৩] নরোত্তম-কৃত বলিয়া ভক্তি-রত্নাকরে উদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[৪] নরহরি

[১] লোকনাথের কুঞ্জে সাক্ষাতের পর শ্রীনিবাস বলিতেছেন,—
'ধাতা কিং নয়নং কিমু স্বচকরং সৎপক্ষ্ম কিংমে মনঃ
কিং রত্নং বহুমূল্যকং কিমথবা প্রাণশ্চ মে দত্তবান॥'
—গুণলেশসূচকম্, শ্লোক ৪৭

[২] গুণলেশসূচকম্, শ্লোক ৭৮

[৩] প্রার্থনা ১০, প্রার্থনাজাতীয় ৬০, ৬১, পদাবলী ১৪৬, ১৪৮ ও ১৪৯—রচনা সংগ্রহ

[৪] "শ্রীরূপপ্রমুখৈক শক্তি কতমেনাবিস্করোতি প্রভু
গ্রন্থোহয়ং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
স্বে শক্তি প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন সঃ
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি মর্ম্ম কদা দৃগ্‌গোচরং যাস্যতি॥"
—ভক্তিরত্নাকর, ১ম ত, পৃ. ১৬, বহরমপুর সং

চক্রবর্তী বলিয়াছেন, ইঁহারা ছিলেন 'শ্রীজীবের যেন বাহু দুইজন'।[১] ইনি আরোও বলিয়াছেন যে, ঠাকুর নরোত্তম ছিলেন শ্রীনিবাসাচার্যের অভিন্ন কলেবর।[২]

শ্যামানন্দের সহিত নরোত্তমের পরিচয়ও বৃন্দাবনে ঘটিয়াছিল।[৩] পরে আরো অনেকবার তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে এবং উভয়ে চিরদিন প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তবে রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে পরিচয় নরোত্তমের জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খেতরী উৎসবের পূর্বে তেলিয়া বুধরীগ্রামে রামচন্দ্র কবিরাজের বাড়ীতে তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়।[৪] ইঁহারা ছিলেন সমপ্রাণ সখা। শ্রীনিবাসের শিষ্য হইলেও নরোত্তমের সান্নিধ্যে রামচন্দ্রের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে। ইঁহাদের অপূর্ব বন্ধুত্বের কথা নরহরি চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ দাস, গোবিন্দ দাস কবিরাজ, বল্লভদাস এবং স্বয়ং নরোত্তম[৫] একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র কবিরাজ রচিত 'স্মরণদর্পণে'র প্রভাবে নরোত্তম 'প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা' রচনার উৎসাহ পান বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অন্ততঃ 'উপাসনা-তত্ত্বসার' নামক রচনাটি যে রামচন্দ্রের প্রেরণায় লেখা তাহা নরোত্তম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ হয়েন সঙ্গোত্তম।
তাঁর সঙ্গ কৃপাবলে এ সব লিখন॥ —উপাসনাতত্ত্বসার

বৃন্দাবন হইতে খেতরী আসিয়া নরোত্তম নবদ্বীপ ও নীলাচল ভ্রমণে বাহির হন।[৬] কেবলমাত্র নরহরি চক্রবর্তীই তাঁহার দুইটি গ্রন্থে ইহার বিবরণ দিয়া গিয়াছেন।[৭] এই বিবরণ অনুযায়ী নবদ্বীপের পথে বাহির হইয়া তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পান। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ততদিনে অপ্রকট হইয়াছেন। শুক্লাম্বর তাঁহাকে 'দামোদর পণ্ডিতাদি প্রভু প্রিয়গণের' সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে নরোত্তম তাঁহাদের আশীর্বাদ

[১] ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ ত, পৃ. ১৪৭, বহরমপুর সং
[২] নরোত্তমবিলাস, ৯ম বি, পৃ. ১৪৫, বহরমপুর সং
[৩] ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ
[৪] ভক্তিরত্নাকর, ১০ম ত, পৃ. ৬২৬, বহরমপুর সং
[৫] পদাবলী ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, প্রার্থনা ৪, ৩৭—রচনা সংগ্রহ। ইহাছাড়া 'উপাসনাতত্ত্বসার'-এর ভণিতায় তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন।
[৬] ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত নরোত্তম শিষ্য বসন্তদাসের পদে আছে বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর নরোত্তম—

'শ্রীগৌড় ভ্রমণ করি, গিয়া নীলাচল পুরী,
পুন গৌড়ে করিলা প্রবেশ।'—১ম ত, পৃ. ২৯, বহরমপুর সং

[৭] ভক্তিরত্নাকর, ৮ম তরঙ্গ ও নরোত্তম বিলাস, ৩য় ও ৪র্থ বিলাস

লাভ করিয়া শান্তিপুরে আসেন। শান্তিপুরে অচ্যুতানন্দের চরণবন্দনা করিয়া তিনি অম্বিকা-কালনায় গিয়া হৃদয়-চৈতন্যকে দর্শন করেন। সেখানে গৌরীদাস প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দ-চৈতন্য বিগ্রহ দেখিয়া সপ্তগ্রাম আসিলেন। উদ্ধারণ দত্ত তখন পরলোকগত। অতঃপর খড়দহে আসিয়া বসুধা-জাহ্নবা-বীরভদ্রের কৃপালাভ করিলেন। খড়দহ হইতে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গিয়া অভিরাম ঠাকুরকে প্রণাম জানাইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া শীঘ্র নীলাচল যাত্রা করিতে আজ্ঞা করেন।

নীলাচলে পৌঁছিয়া তিনি গোপীনাথ আচার্য, শিখি মাহিতী, বাণীনাথ, কানাই খুঁটিয়া, মঙ্গরাজ, মামু গোঁসাই ও গোপালগুরু প্রভৃতি ভক্তের দর্শন লাভ করেন। নীলাচলে তিনি গদাধর পণ্ডিতের অবস্থান ক্ষেত্র ও হরিদাস ঠাকুরের সমাধি ইত্যাদি দর্শন ও নীলাচল পরিক্রমা শেষ করিবার পর ভক্তগণের আশীর্বাদ শিরে লইয়া পুনরায় গৌড়াভিমুখে রওনা হন।

পথে নৃসিংহপুরে শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নীলাচল গমনের পরামর্শ দিয়া নরোত্তম শ্রীখণ্ডে আসিয়া পৌঁছান। নরহরি সরকার ঠাকুর তখন মুমূর্ষু। শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন ঠাকুরের সহিতও নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়। গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি সেই দিন তথায় অবস্থান করেন। পরদিন যাজিগ্রামে আসিয়া শ্রীনিবাসের সহিত মিলিত হন। সেখান হইতে কাটোয়ায় গিয়া গদাধর দাস প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গদাধর দাস তখন মরণোন্মুখ। ইঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া নরোত্তম একচক্রায় নিত্যানন্দের লীলাক্ষেত্র দর্শনশেষে খেতরী প্রত্যাবর্তন করেন।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় নরোত্তমের প্রতি গুরুর আদেশ ছিল,—

> শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহসেবন।
> শ্রীবৈষ্ণবসেবা শ্রীপ্রভুর সংকীর্তন॥
>
> —ভক্তিরত্নাকর, ১ম ত, পৃ. ২৯, বহরমপুর সং

গৌড়নীলাচল ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া এইবার নরোত্তম গুরুর আদেশ পালনে ব্রতী হইলেন। নরোত্তমের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-ষটকের নাম গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজ-মোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ।[১] এই ছয় বিগ্রহের মধ্যে প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গমূর্তি তিনি গোপালপুরের সন্নিকটবর্তী গ্রামের ধনী গৃহস্থ বিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী ও নিত্যানন্দ দাস বর্ণনা করিয়াছেন।[২] সর্পসংকুল বিপজ্জনক স্থানে নিঃশঙ্কে প্রবেশ করিয়া মূর্তি উদ্ধারের এই কাহিনীর মধ্যে নরোত্তমের মহিমা বর্ণনার অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

১ নরোত্তম বিলাস, ৭ম বি, পৃ. ১৩১, বসুমতী সং

২ ভক্তিরত্নাকর, ১০ম ত, পৃ. ৬২২, বহরমপুর সং ; নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বি ; প্রেম-বিলাস ১৯ বি

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম খেতরীতে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবে বাংলাদেশ ও উৎকলের সমুদয় বৈষ্ণব মহান্তকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ জানান হয়। ইতিপূর্বে এতো বিরাট ও ব্যাপক অনুষ্ঠান বৈষ্ণবসমাজে ঘটে নাই। উৎসব পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় ও দায়িত্বভার সন্তোষ দত্ত সানন্দে গ্রহণ করেন। তাঁহার সযত্ন ও সতর্ক তত্ত্বাবধানে উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

উৎসবে সমবেত বৈষ্ণবগণের নাম নরহরি চক্রবর্তী ও নিত্যানন্দ দাস দিয়া গিয়াছেন। এই নামের তালিকায় ত্রুটি না থাকিয়া যায় না। নরহরি চক্রবর্তী কোন আকরের উল্লেখ করেন নাই, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। নিত্যানন্দ দাসের উপর সর্বাংশে নির্ভর করা যায় না। যাইহোক, দুইজনের বিবরণ[১] মিলাইয়া খেতরীতে সমবেত বৈষ্ণবগণের নাম দেওয়া গেল।

(১) শ্রীনিবাস, (২) রামচন্দ্র কবিরাজ, (৩) গোবিন্দদাস কবিরাজ, (৪) ব্যাসাচার্য, (৫) কৃষ্ণবল্লভ, (৬) দিব্যসিংহ, (৭) কর্ণপূর কবিরাজ, (৮) বংশীদাস, (৯) শ্যামদাস, (১০) গোপালদাস (বুধইপাড়া), (১১) শ্রীগোকুল (কাঞ্চনগড়িয়া), (১২) শ্যামানন্দ ও (১৩) রসিকমুরারি (উৎকল); খড়দহ হইতে—(১৪) জাহ্নবা, (১৫) মাধবাচার্য ('গঙ্গার বল্লভ'), (১৬) কৃষ্ণদাস সরখেল, (১৭) রঘুপতি বৈদ্য, (১৮) মুরারি, (১৯) চৈতন্যদাস, (২০) শ্রীজীব পণ্ডিত, (২১) নৃসিংহ, (২২) গৌরাঙ্গদাস, (২৩) কমলাকর পিপ্পলাই, (২৪) মীনকেতন রামদাস, (২৫) শঙ্কর, (২৬) কানাই, (২৭) নারায়ণ, (২৮) সনাতন, (২৯) নকড়ি, (৩০) মনোহর, (৩১) গোপাল, (৩২) রামসেন, (৩৩) দামোদর, (৩৪) জ্ঞানদাস, (৩৫) কুমুদ, (৩৬) পীতাম্বর, (৩৭) রামচন্দ্র, (৩৮) হলধর, (৩৯) পরমেশ্বরী, (৪০) বলরাম, (৪১) শ্রীমুকুন্দ; হালিশহর হইতে—(৪২) নয়নভাস্কর, (৪৩) রঘুনাথাচার্য; শান্তিপুর হইতে—(৪৪) অচ্যুতানন্দ, (৪৫) শ্রীগোপাল, (৪৬) কানু পণ্ডিত, (৪৭) বিষ্ণুদাস আচার্য, (৪৮) জনার্দন, (৪৯) কামদেব, (৫০) বনমালী, (৫১) নারায়ণ দাস, (৫২) পুরুষোত্তম, (৫৩) শ্যামদাস, (৫৪) মাধব আচার্য ('কৃষ্ণমঙ্গল' প্রণেতা); নবদ্বীপ হইতে—(৫৫) শ্রীপতি, (৫৬) শ্রীনিধি; অম্বিকা হইতে—(৫৭) শ্রীচৈতন্যদাস (বংশীবদন-পুত্র), (৫৮) হৃদয়চৈতন্য; কাটোয়া হইতে—(৫৯) যদুনন্দন; আকাইহাটা হইতে—(৬০) কৃষ্ণদাস; শ্রীখণ্ড হইতে—(৬১) রঘুনন্দন, (৬২) লোচনদাস, (৬৩) শিবানন্দ, (৬৪) বাণীনাথ বিপ্র, (৬৫) শ্রীহরি আচার্য, (৬৬) জিতামিশ্র, (৬৭) কাশীনাথ, (৬৮) ভাগবতাচার্য,

[১] ভক্তিরত্নাকর, ১০ম ত, পৃ. ৬৩১-৩৬, বহরমপুর সং; নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস, পৃ. ১২৩, বসুমতী সং; প্রেমবিলাস, ১৯শ বি, পৃ. ১৭৯-৮০, তালুকদার সং

(৬৯) নয়নানন্দ, (৭০) পুষ্পগোপাল, (৭১) গোপালদাস (নর্তক গোপাল), (৭২) ধ্রুবানন্দ, (৭৩) রঘুমিশ্র, (৭৪) উদ্ধব, (৭৫) কাষ্ঠ কাঠা জগন্নাথ, (৭৬) বল্লভ, (৭৭) রঘুনাথ, (৭৮) লক্ষ্মীনাথ।

উপরোক্ত তালিকায় নারায়ণ, সনাতন, গোপাল, রামসেন, পীতাম্বর, রামচন্দ্র, হলধর (প্রত্যেকেই খড়দহের), শ্যামদাস (শান্তিপুর), লোচনদাস ও ধ্রুবানন্দের (উভয়েই শ্রীখণ্ডের) নাম নরহরি চক্রবর্তী করেন নাই। আবার, পরমেশ্বরী, বলরাম, মকুন্দ, (প্রত্যেকেই খড়দহ হইতে), চৈতন্যদাস ও হৃদয়চৈতন্য (উভয়েই অম্বিকার), বল্লভ, রঘুনাথ ও লক্ষ্মীনাথ (প্রত্যেকেই শ্রীখণ্ড হইতে)-এর নাম প্রেমবিলাসে নাই।

নিত্যানন্দদাস লিখিয়াছেন যে, বীরচন্দ্র খেতরীর প্রথম বৎসরের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে আছে যে, বসুধার বিয়োগ হওয়ায় জাহ্নবাদেবী বীরচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়া রাখিয়া আসেন।[১] অবশ্য, পরবর্তী কোন এক উৎসবে বীরচন্দ্র যে খেতরী আসেন, নরহরি চক্রবর্তী তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।[২] খড়দহ হইতে বৃন্দাবনদাস খেতরী গিয়াছিলেন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী ও নিত্যানন্দদাস উভয়েই লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি যদি চৈতন্যভাগবতের বৃন্দাবনদাস হন, তবে তাঁহার পক্ষে এই উৎসবে যোগদান না করাই বোধ হয় সম্ভব। কেননা, শেষজীবন তিনি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন বলিয়া অনেকের ধারণা।[৩]

ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসে মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে বিগ্রহষটকের অভিষেক সম্পন্ন হয়। উপস্থিত বৈষ্ণবমহান্তগণের অনুমতি লইয়া শ্রীনিবাস অভিষেক কার্য নির্বাহ করেন। অভিষেক সমাপ্তির পর দশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রের বিধানে বিগ্রহগণ পূজিত হন। অতঃপর ভুবনমঙ্গল সংকীর্তন। কয়েকজন সঙ্গীতাভিজ্ঞ ও বাদ্যনিপুণ শিষ্যের সহযোগিতায় নরোত্তম অপূর্ব কীর্তন প্রকটন করেন। দেবীদাসাদি 'খোল'-বাদ্য, গৌরাঙ্গদাস 'কাংস্য বা তালে করতাল বাদ্য' এবং বল্লভ-গোকুল প্রভৃতি 'অনিবদ্ধ গীতে' তাঁহার সহযোগিতা করেন। এই উৎসবের কীর্তনরীতি কালে 'গড়েরহাটি বা গরাণহাটি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেইদিন নরোত্তম যে অপূর্ব নর্তনকীর্তন করেন, তাহাতে 'গণসহ গৌররায়' আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী বলিয়াছেন।[৪] সংকীর্তনের শেষে বিগ্রহদেহ ফাগুভূষিত করা হয়।

খেতরীর উৎসব দুই তিন দিন স্থায়ী হয় এবং প্রাতে সন্ধ্যায় সংকীর্তন চলিতে

[১] ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ ত, পৃ. ৬৩৩, বহরমপুর সং
[২] ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ; নরোত্তমবিলাস, ১১শ বি
[৩] হরিদাস দাস, গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন; ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩২০
[৪] নরোত্তমবিলাস, ৭ম বি, পৃ. ৬৪, বহরমপুর সং

থাকে। অতঃপর প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকে মনে হয়। প্রেমবিলাসে পরপর তিন বৎসরের অনুষ্ঠানের কথা আছে। তৃতীয় বৎসরের উৎসবে বীরচন্দ্র সর্বসমক্ষে নরোত্তমের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া নিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন।[১]

খেতরী উৎসব বৈষ্ণবসমাজে নানা কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। ইতিপূর্বে অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-নরহরি সরকার-গদাধর দাস প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণবমহান্তগণের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে বৈষ্ণবসমাবেশ বাংলাদেশে ঘটিয়াছে। কিন্তু সে সব মহোৎসব তিরোভাব উপলক্ষে বলিয়া সমারোহ বর্জিত এবং সীমাবদ্ধ। খেতরীর উৎসবেই সর্বপ্রথম উৎকলবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রধান প্রধান বৈষ্ণবমহান্তগণ শিষ্যবর্গ সহ দলগত বিরোধ বিস্মৃত হইয়া ইহাতে যোগদান করেন। ফলে, তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য সূচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ উৎসবের ভাববন্যা, বিশেষ করিয়া নরোত্তম প্রবর্তিত কীর্তনের উন্মাদনা, সাধারণ-মানসে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করে। তৃতীয়তঃ উৎসবে নরোত্তমের ভক্তিমাহাত্ম্য ও চরিত্রমাধুর্য দেখিয়া বহু ব্রাহ্মণও তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে অভিলাষী হইয়া উঠেন। বৈষ্ণবধর্ম যে জাতিভেদের কঠোরতা স্বীকার করে না, অতঃপর কায়স্থ নরোত্তম ব্রাহ্মণ শিষ্য দীক্ষিত করিয়া লোকসমক্ষে তাহারই স্বীকৃতি রাখিয়া গেলেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা গিয়াছে।

খেতরী উৎসবশেষে নরোত্তমের আরো একবার গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করিবার কথা নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়া গিয়াছেন।[২] জাহ্নবাদেবী খেতরীতে পুনরাগমনের আশ্বাস দিয়া উৎসবশেষে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে তিনি খেতরী ফিরিয়া আসিলে নরোত্তম এবং রামচন্দ্র জাহ্নবার সহিত বুধরি হইয়া একচক্রা গমন করেন। একচক্রা-পরিক্রমার শেষে নানাস্থান পর্যটন করিবার পর কণ্টকনগর হইয়া তাঁহারা যাজিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীজীব প্রেরিত 'গোপালবিরুদাবলী' গোবিন্দ-কবিরাজ খেতরীতে নরোত্তমের হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি তাহা রামচন্দ্র কবিরাজের নিকট গচ্ছিত রাখেন। যাজিগ্রামে আসিয়া রামচন্দ্র গ্রন্থটি শ্রীনিবাসের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর জাহ্নবা দেবী শ্রীখণ্ড হইয়া খড়দহ ফিরিয়া গেলে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া পুনরায় যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন। এই স্থানে বীর হাম্বীরের সহিত নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই সময় পরমেশ্বরী দাস জাহ্নবা প্রেরিত রাধিকা মূর্তি লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন।

১ প্রেমবিলাস, ১৯শ বি, পৃ. ৩৩৭-৪০, বহরমপুর সং
২ ভক্তিরত্নাকর, ১১শ, ১২শ ও ১৩শ তরঙ্গ

নরোত্তম শ্রীনিবাসাদি কণ্টকনগর গিয়া তাঁহাকে বিদায় জানাইয়া সকলেই পুনরায় যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন যাজিগ্রামে অবস্থান করিবার পর বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুর প্রত্যাবর্তন করিলে সকলেই একসঙ্গে বুধরি হইয়া খেতরী প্রত্যাগমন করেন। কয়েকদিন খেতরীতে কাটাইয়া শ্রীনিবাস ফিরিয়া যান।

অতঃপর রামচন্দ্র সহ নরোত্তম শাস্ত্রালোচনা, নাম-সংকীর্তন ও অধ্যয়ন অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন। নরোত্তমবিলাসে ও প্রেমবিলাসে আছে যে, বিপ্র বৈষ্ণব একত্র হইয়া নরোত্তমের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া ধন্য মানিয়াছেন।[১] তখন হইতেই নরোত্তমের দীক্ষাদানের প্রধান পর্ব সুরু। ইতিপূর্বে তিনি সন্তোষ দত্ত এবং সম্ভবতঃ আরো কয়েকজনকে দীক্ষিত করিয়া থাকিবেন।[২] শিষ্যগণের পরিচয় প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী আলোচনায় করা হইয়াছে।[৩] দীক্ষাদান লইয়া চরিত-গ্রন্থগুলিতে অনেক কাহিনী বর্ণিত দেখা যায়। নরোত্তমের মাহাত্ম্য প্রচারই এইসব কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারাই নরোত্তমের শ্রেষ্ঠত্বকে অমান্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই হয় কঠিন রোগে কিংবা দেবীভগবতীর কোপে পড়িয়াছেন। অবশেষে নরোত্তমের শরণ লইয়াই তাঁহারা ব্যাধি বা কোপমুক্ত হইয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে বাংলাদেশে চিরকাল ধরিয়া দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। মাহাত্ম্য-মূলক এই সকল কাহিনীতে বিশেষ করিয়া নিত্যানন্দ দাস শাক্তগণের দেবীকে দিয়া নরোত্তমের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে শাক্তগণের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

নরোত্তমের পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনাদি সম্ভবতঃ এই সময় হইতে লিখিত হইতে থাকে। তাঁহার কোন রচনায় কোন তারিখ নাই। 'গুরুশিষ্যসংবাদ' নামে একটি রচনায় চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ আছে। সুতরাং উহা যে চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনা সমাপ্তি কাল ১৬১২ খৃষ্টাব্দের পর লিখিত তাহা বলা যাইতে পারে। খেতরীর উৎসবের পূর্বে সম্ভবতঃ তিনি কিছু লেখেন নাই, অন্ততঃ তাঁহার বিখ্যাত রচনা 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' নহে। তাহা হইলে অবশ্যই কোন না কোন সূত্রে খেতরী উৎসবে তাহা উল্লেখিত হইত।

বীরচন্দ্র একবার যে খেতরী আসিয়াছিলেন তাহা নরহরি চক্রবর্তী ও নিত্যানন্দ দাস জানাইয়াছেন। অবশ্য বীরচন্দ্রের খেতরী আগমনের কোন কারণ নরহরি চক্রবর্তী দেন নাই। তবে খেতরী আসিলে তিনি যে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন, নরোত্তম-

[১] নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বি, পৃ. ১৪৬, বহরমপুর সং
প্রেমবিলাস, ১৯শ ও ২০শ বিলাস
[২] ভক্তিরত্নাকর, ৭ম ত, পৃ. ৩৪৪, গৌড়ীয় মঠ সং
[৩] প্রথম অধ্যায় 'গ' দ্রষ্টব্য

বিলাসে[১] তাহার বর্ণনা আছে। খেতরী হইতে বীরচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে বোরাকুলিতে গোবিন্দ চক্রবর্তীর গৃহে মহামহোৎসব হয়। এই উৎসবে নরোত্তম শিষ্য গোপীরমণ চক্রবর্তী, শ্যামদাস, দেবীদাস ও গোকুলদাস সংকীর্তন করিয়াছিলেন এবং খোল-করতাল বাজাইয়াছিলেন।[২] উৎসবশেষে উক্ত ভক্তবৃন্দ খেতরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে নরোত্তম তাঁহাদের লইয়া শাস্ত্রচর্চায় এবং সংকীর্তন আনন্দে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। নরসিংহ, চাঁদরায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গোপীরমণ, বলরাম কবিরাজ, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।[৩] কিছুকাল এইভাবে কাটাইবার পর নরোত্তম সকলকে বিদায় করিয়া অভিন্নহৃদয় সুহৃদ রামচন্দ্র কবিরাজের সান্নিধ্যেই সাধনভজনে নিমগ্ন রহিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে রামচন্দ্রও শ্রীনিবাসের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করিলে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়েন। বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের তিরোভাব হয়। তাঁহাদের বিরহ ও বিচ্ছেদে নরোত্তম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন, এবং শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের তিরোধানের সম্ভবতঃ অল্পকাল পরেই নরোত্তমেরও পরলোক ঘটে।

শ্রীবিগ্রহের সেবায়, কীর্তনানন্দে, শাস্ত্রচর্চা ও শিষ্যগণকে উপদেশ দান এবং সর্বোপরি 'সমপ্রাণসখা' রামচন্দ্র কবিরাজের সাহচর্যে নরোত্তমের জীবন পরমানন্দে কাটিতেছিল। একদিকে যেমন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার ভজনসাধনের অপূর্ব মহিমা লোকমুখে প্রচারিত হইতেছিল। কায়স্থ সন্তান হইলেও বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধন্য মানিয়াছিলেন। কিন্তু শেষজীবনে তিনি বন্ধুবিচ্ছেদের তীব্র বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাসের, বিশেষ করিয়া রামচন্দ্র কবিরাজের, বিয়োগব্যথা নরোত্তমের বুকে কতখানি বাজিয়াছিল নরোত্তম-বিলাসে উদ্ধৃত তৎকৃত দুইটি পদে তাহার অমলিন স্বাক্ষর রহিয়াছে।[৪] বন্ধুর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া আর কোন বাঙালী কবি বলেন নাই যে,—

১ নরোত্তম বিলাস, ১১শ বিলাস
২ ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ
৩ নরোত্তমবিলাস, ১১শ বি, পৃঃ ১৭৯-৮০, বহরমপুর সং
৪ "বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণে রামচন্দ্র ছিলা, সেহো সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥

না দেখিয়া সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষশরে কুরঙ্গিনী যেন।

হার্স ফেল-এর মতো আধুনিক যৌনতত্ত্ববিদের মনোবিকলনের বিচারে এই কাতর ক্রন্দন সমলৈঙ্গিক লিপ্সার নিদর্শনজাত মনে হইতে পারে। কিন্তু আকুমার ব্রহ্মচারী ঠাকুর নরোত্তমের সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না।

'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' সম্ভবতঃ রামচন্দ্র কবিরাজের জীবদ্দশাতেই রচিত হয়। ইহাতে নরোত্তম বলিয়াছেন,

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুন, তার সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য॥

রামচন্দ্র কবিরাজ যদি সে সময় গতাসু হইতেন, তাহা হইলে, নরোত্তম সম্ভবতঃ লিখিতেন না যে, 'তার সঙ্গে মোর কাজ' বা প্রয়োজন। প্রগাঢ় প্রণয় বশতঃই

পন কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যার দাস,
পুন নাকি মিলিব আমারে॥
না দেখিয়া সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষশরে কুরঙ্গিনী যেন।
আঁচলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন॥
—নরোত্তমবিলাস, পৃ. ১৮৬, বহরমপুর সং

অন্যত্র, 'শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস, আছিলুঁ যাহার পাশ,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেহোঁ মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা,
দুঃখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥' —ঐ, পৃ. ১৭৯

তিনি মহাপ্রভু-কথিত 'শূন্যায়িতং জগৎসর্বং'-এর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, 'তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।'

নরোত্তমের তিরোধান সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্তী একটি কাহিনী পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন।[১] রামচন্দ্রাদির বিয়োগের কিছুকাল পরে তিনি একদিন গঙ্গাস্নান মানসে বুধরী হইয়া গাম্ভীলায় আসেন। স্নানকালে সহসা জ্বরে আক্রান্ত হইলে নরোত্তম শিষ্যগণকে চিতাসজ্জার আজ্ঞা দেন। তিনদিন জ্বরভোগের পর তাঁহাকে চিতায় ওঠানো হয়। ইহাতে নরোত্তমবিদ্বেষী বিপ্রগণ অত্যন্ত কটূক্তি করিতে থাকিলে গঙ্গানারায়ণ অধৈর্য হইয়া পড়েন এবং চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য নরোত্তমের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। পাষণ্ডী বিপ্রগণের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য নরোত্তম তখন 'উঠিলেন চিতা হইতে তেজ সূর্য্য সম।' ভীত হইয়া পাষণ্ডীর দল তখন নরোত্তমের শরণাগত হয়।

এই ঘটনার পর নরোত্তম পুনরায় খেতরী ফিরিয়া আসেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণকথা আলাপনে ও বিগ্রহসেবায় দিন কাটাইতে থাকেন। তখনও পর্যন্ত তাঁহার ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদান অব্যাহত ছিল। বৈষ্ণবজগতের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন মহান্ত ও গোস্বামীবৃন্দের অধিকাংশই তখন পরলোকগত। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার সকল কার্যভারই যেন নরোত্তম মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

কিছুকাল খেতরীতে কাটাইবার পর নরোত্তম পুনরায় গাম্ভীলায় আসেন। সেখানে গঙ্গাস্নানকালে তিনি রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানরায়ণকে অঙ্গ মার্জনের উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁহারা স্পর্শ করিবামাত্র নরোত্তমের দেহ 'দুগ্ধপ্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে' এবং 'দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈলা অন্তর্ধান।'

নরোত্তমের মহিমা প্রদশন ছাড়া এই কাহিনীর কোন গুরুত্ব নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার তিরোভাবের প্রকৃত ঘটনা কেহ অবগত ছিলেন না। নরোত্তমের রহস্যময় মৃত্যু ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালে সহজিয়াগণ ইহার উপর নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। 'স্বরূপদামোদরের কড়চা' নামক একটি সহজিয়া পুথিতে নরোত্তম নবরসিকের অন্যতম[২] এবং 'চিরায়ু বর্তমান'[৩] বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

[১] নরোত্তমবিলাস, ১১ বিলাস

[২] ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি, চৈতন্যপরিকর, পৃ. ৬০৬ পাদটীকা। নরোত্তমের সাধন-সঙ্গিনীরূপে পুথিটিতে কৃষ্ণদাসকবিরাজ-ভগিনী কৌশল্যার উল্লেখ আছে।

[৩] 'শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর আখ্যান।
রসের সাগর তিহোঁ চিরায়ু বর্তমান॥
চারিযুগে আছেন প্রভু কেহ নাহি বুঝে।
সতত আনন্দ হইয়া রসময় কাজে॥'

—ডঃ সুকুমার সেন, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ, ৪৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

নরোত্তমের তিরোভাব সম্বন্ধে সঠিক বৃত্তান্ত জানা না গেলেও তাঁহার পরলোকগমনের পর ভক্তগণ মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। অন্তিম সময়ের সঙ্গী হরিরাম, রামকৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি বুধরীতে ফিরিয়া আসিলে গোবিন্দদাস কবিরাজ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ইহার পর খেতরীতেও মহোৎসব হইয়াছিল। সন্তোষ দত্ত, গোবিন্দদাস কবিরাজ, নরসিংহ, রূপনারায়ণ, চাঁদরায় প্রভৃতি সকল ভক্তের উপস্থিতিতে এবং দেবীদাস-গৌরাঙ্গদাস-গোকুলদাসাদির সংকীর্তনে সেই মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপিত হয়।

নরোত্তমের তিরোভাবকাল অনুমাননির্ভর। শ্রীনিবাস-রামচন্দ্র যে তাঁহার পূর্বেই গতাসু হন নরোত্তমকৃত পদে[১] তাহার উল্লেখ আছে। ইহাদের প্রায় সমসময়েই নরোত্তমের তিরোধান হয় বলিয়া বল্লভ দাস লিখিয়াছেন,—

গোরাগুণে আছিল ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ দাস ॥
একইকালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই ॥ —তরু ২৯৮১

বল্লভদাসের আরো একটি পদে ইহার উল্লেখ আছে।[২]

সুতরাং, শ্রীনিবাস ও গোবিন্দদাসের তিরোভাব সময় জানিতে পারিলে নরোত্তমের সময় নির্ধারণ সহজ হইবে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার[৩] এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়[৪]-এর অনুমান অনুযায়ী শ্রীনিবাস সম্ভবতঃ ১৬০৩ খৃস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের তিরোভাব ১৬১৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে ঘটে বলিয়া ডঃ মজুমদার অন্যত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৫] এই সকল অনুমান যদি ঠিক হয় তবে বলা যাইতে পারে যে, নরোত্তম ১৬১৬ খৃস্টাব্দের পরে ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। অন্ততঃ চৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল ১৬১২-১৬১৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যে তিনি জীবিত ছিলেন তাহা নরোত্তমের চৈতন্য-চরিতামৃতের—প্রশস্তি[৬] দেখিয়া বলা যাইতে পারে।

[১] ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত (পাদটীকা ৪)

[২] 'প্রভু আচার্য্য প্রভু ঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমরসময় ॥···
এক কালে কোথা গেল না পাই দেখিতে।'
—গৌরপদতরঙ্গিনী, ২য় সং, পৃ. ৩২২-২৩

[৩] ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১৩১

[৪] প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ১৯৪

[৫] গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃ. ৪০৪

[৬] প্রার্থনা ১৭, প্রার্থনাজাতীয় ৬৯

গ। দীক্ষাপর্ব ও শিষ্যপরিচয়

গুরুদেবের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া নরোত্তম আজীবন বিষয়বিরাগী এবং অবিবাহিত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যমতাদর্শ সুপ্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। খেতরীর রাজ্য-সম্পদ তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের উপর ন্যস্ত হয় (নরোত্তমবিলাস, ২য় বি)। নরোত্তমের আকুমার ব্রহ্মচর্যের প্রমাণস্বরূপ নরহরি চক্রবর্তী 'সঙ্গীতমাধব' নাটক হইতে নিচের শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন,—

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্বতীর্থদর্শী
পরম ভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তম দাসঃ ॥

বিষয়বিরক্ত-ব্রহ্মচারী ও পরম ভাগবত নরোত্তমের সারাজীবনের ব্রত ছিল ভক্তিধর্মের অনুশীলন ও প্রচার। বহু শিষ্যকে দীক্ষিত করিয়া তিনি সেই ব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াছেন। পরবর্তী আলোচনায় নরোত্তমের দীক্ষাপর্বের ও শিষ্যগণের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা গিয়াছে।

খেতরীর উৎসব সমাপ্তির পর নরোত্তমের প্রধান দীক্ষাপর্ব শুরু হয়। ইতিপূর্বে তিনি কয়েক জনকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন সন্তোষ দত্তকেই তিনি প্রথমে শক্তি সঞ্চার করেন।[১] বলরাম পূজারী, বিপ্রদাস, তৎপত্নী ভগবতী এবং যদুনাথ ও রমানাথ নামক তাঁহাদের দুইটি পুত্র সম্ভবতঃ উৎসবের প্রারম্ভেই দীক্ষিত হন।[২] দেবীদাস, গোকুলদাস ও গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি নরোত্তমের কীর্তন সহায়ক শিষ্যগণও প্রথমদিকে দীক্ষা লন। তবে তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য উৎসবের পরেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

নরোত্তমবিলাসে ঠাকুর নরোত্তমের ৮৭ জন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। প্রেমবিলাসে ইহারা ছাড়া আরো ৩৭ জনের নাম দৃষ্ট হয়। এই সব শিষ্যরও আবার বহু শিষ্য হইয়াছিল। সেই সব উপশিষ্যদিগকে উপশাখা বলে। নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ কর্তৃক দীক্ষিত এইরূপ একটি উপশাখা সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে,—

শ্রীচক্রবর্তীর শাখা উপশাখাগণ।
কেবা বর্ণিবারে পারে ব্যাপিল ভুবন ॥

—নরোত্তমবিলাস, ১২বি, পৃ. ১৯৬, বহরমপুর সং

রামকৃষ্ণ আচার্যেরও অনুরূপ বহু শিষ্য ছিল।[৩] এই সকল অগণিত শিষ্য প্রশিষ্যদের

[১] ভক্তিরত্নাকর, ৭।১২৪
[২] প্রেমবিলাস, ২০ বি
[৩] নরোত্তমবিলাস, ১২বি, পৃ. ১৯৫, বহরমপুর সং

মধ্য দিয়া নরোত্তম যে শ্রীচৈতন্যের মতবাদ বহুদূর কাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

অবশ্য নরোত্তমের দীক্ষাদান সবসময়ই নির্বিঘ্নে ঘটে নাই। কায়স্থ বলিয়া তাঁহাকে সমাজের বহুযুগ সঞ্চারিত সংস্কারের মুখোমুখী হইতে হয়। শাক্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। কিন্তু নরোত্তম প্রতি ক্ষেত্রেই সে বাধা কাটাইয়া ওঠেন। নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে দীক্ষা প্রসঙ্গে কতকগুলি কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, নরোত্তম-বিদ্বেষী ভগবতী-পূজক বিপ্র ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে এবং অবশেষে দেবীর স্বপ্নাদেশে নরোত্তমের শরণ লইয়া ব্যাধিমুক্ত ও ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছে। প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দীক্ষা ভগবতীর স্বপ্নাদেশের বলেই ঘটিয়াছে। নরোত্তমের মাহাত্ম্য প্রচারই এই সব কাহিনীর উদ্দেশ্য হইলেও, ইহাদের মধ্যে দিয়া যে সত্য আভাসিত হয় তাহা হইতেছে কোন বাধাই নরোত্তমের প্রচার-অভিযানকে ব্যর্থ করিতে পারে নাই। শিষ্যগণের পৃথক পরিচয় প্রসঙ্গে এই সব কাহিনীর উল্লেখ করা গিয়াছে।

বৃক্ষ যেমন ফলের দ্বারা পরিচিত হয়, গুরুও তেমনি শিষ্যগণের কৃতিত্ব, মহত্ব ও ত্যাগবৈরাগ্যের নিরিখে মর্যাদা অমর্যাদার ভাগী হন। নরোত্তম যে শিষ্য-গৌরবে ভূষিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার শিষ্য তালিকায় চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, পূজারী প্রভৃতি উপাধিধারী ত্রিশজনের অধিক ব্রাহ্মণ শিষ্য রহিয়াছেন। আবার, কয়েকজন শিষ্য বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আসন পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ রায় বসন্তের পদের সহিত বিদ্যাপতির তুলনা করিয়া কোন কোন অংশে তাঁহার কবিত্ব শক্তিকে মৈথিল কবির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।[১] নরোত্তম যে রাগসংকীর্তনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা একা তো নহেই, এমনকি, দুইচারজন মিলিয়াও সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। মৃদঙ্গ ও করতাল বাজাইবার জন্য রাগ-তাল-মানে অভিজ্ঞ বাদকগণ ও অন্ততঃ দশ বার জন দোহার নামক অনুগায়ক সহযোগিতা না করিলে এইরূপ কীর্তন জমাইয়া তোলা কঠিন। গায়ক ও বাদক ছাড়া আর এক-শ্রেণীর লোকও কীর্তনের মাধুর্য বাড়াইয়া তোলেন, তাঁহারা হইতেছেন নর্তক। নরোত্তমের শিষ্যদের মধ্যে দেবীদাস ও বল্লভদাস মৃদঙ্গ বাদনে, কাংস্যতাল অর্থাৎ করতাল বাদ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, গানে গোকুল দাস এবং নর্তনে বিনোদ রায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

নরোত্তমবিলাস (১২শ বিলাস) ও প্রেমবিলাসে (২০শ বিলাস) নরোত্তম-শিষ্য-গণের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আভিধানিক রীতিতে সাজাইয়া তাঁহাদের নাম,

১ ভারতী, শ্রাবণ সংখ্যা, ১২৮৯

পরিচয়, কবিখ্যাতি ও বিশেষ গুণের বিবরণ নিচে দেওয়া হইল। যাঁহাদের নামের পাশে কোনও উৎসের উল্লেখ নাই, সেক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে, উভয় গ্রন্থেই তাঁহাদের নাম দৃষ্ট হয়। অন্যান্য তথ্য সংক্রান্ত উৎসের উল্লেখ অবশ্যই করা গিয়াছে। (নবি=নরোত্তমবিলাস, প্রেবি=প্রেমবিলাস, ভর=ভক্তিরত্নাকর। পার্শ্বস্থ সংখ্যা 'বিলাস' বা 'তরঙ্গ' জ্ঞাপক।)

১। অর্জুন বিশ্বাস। 'প্রভু পরিচর্যাতে পরম সাবধান' (নবি ১২)।

২। উদ্ধবদাস।

ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাসের কোথাও নরোত্তম-শিষ্য উদ্ধব দাসের কোন উল্লেখ নাই। পদকল্পতরুর একটি পদে (৩০৯২) রাধামোহন-শিষ্য উদ্ধব দাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গণনায় একজন উদ্ধব দাসের নাম করিয়াছেন।

> শ্রীঠাকুর মহাশয়, তাঁর যত শাখা হয়,
> মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ।...
> রূপ রাধুরায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান,
> ভক্তিমান শ্রীউদ্ধবদাস।...
> শ্রীরাধামোহন-পদ, যার ধন সম্পদ
> নাম গায় এ উদ্ধব দাস॥ —তরু ৩০৯২

এই 'ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাসে'র কোন পরিচয় মেলে না।[১] ইনি এবং রাধামোহন-শিষ্য উদ্ধব দাস ছাড়াও আরো দুইজন উদ্ধব দাসের সন্ধান মিলিতেছে। একজন হইলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, অন্যজন 'ব্রজমঙ্গল' রচয়িতা। ব্রজমঙ্গল-প্রণেতা উদ্ধব দাস ছিলেন লোচন দাসের প্রপৌত্র, রাধাবল্লভের পৌত্র, বৃন্দাবন দাসের পুত্র নয়নানন্দের শিষ্য।[২] পদকল্পতরুতে উদ্ধব দাস ভণিতায় ৯৯টি বিভিন্ন শ্রেণীর পদ আছে। এই চারিজন উদ্ধব দাসের মধ্যে কে বা কাহারা ইহাদের রচয়িতা বলা কঠিন। 'ব্রজমঙ্গল'—প্রণেতা সম্ভবতঃ কোন পদ রচনা করেন নাই।[৩] পদ-কল্পতরুর ১৪৮১ ও ১৫৫৮ সংখ্যক পদ গদাধর-শিষ্যের রচনা বলিয়া ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন।[৪] রাধামোহন-শিষ্য উদ্ধব দাস ছিলেন পদকল্পতরু-সংকলক

[১] ডঃ সুকুমার সেন বলেন, এই উদ্ধবদাস ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য —*History of Brajabuli Literature*, pp. 88-89. চরিতগ্রন্থগুলির কোথাও ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়না বলিয়া, এই ধারণা সঠিক মনে হয়। কিন্তু উদ্ধৃত পদটিতে নরোত্তমের শিষ্য গণনায় ইঁহার নাম দৃষ্টে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

[২] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ, পৃ ৩৬

[৩] তদেব

[৪] *History of Brajabuli Literature*, pp. 88-89

বৈষ্ণবদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পদকল্পতরু-ধৃত পদগুলি সেই কারণে রাধামোহন শিষ্যেরই হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু লক্ষণীয় হইল যে, উদ্ধব দাস ভণিতার অনেক-গুলি ভালো ভালো পদ থাকিলেও রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধব দাসের কোন পদ উদ্ধার করেন নাই। 'ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাসের'র কবি প্রসিদ্ধির উল্লেখও দেখা যায় না। ইনি কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলেও তাহা উল্লেখযোগ্য না হওয়ায়, এবং পদামৃতসমুদ্র সংকলন কালে রাধামোহন-শিষ্য কবিখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় রাধামোহন সম্ভবতঃ উদ্ধবদাস ভণিতায় কোন পদ সংকলন করেন নাই।

নরোত্তমের তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা 'স্মরণমঙ্গল'-এর সহিত পদকল্পতরু-ধৃত অষ্টকালীয় নিত্যলীলার অন্তর্গত উদ্ধব দাস ভণিতায় নিম্নলিখিত পদগুলির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

১. নিশি পরভাতে, শেজ সঞে উঠল, নন্দালয়ে নন্দলাল (২৯০৭)

২. গৃহে রাধাঠাকুরাণী, প্রভাত সময় জানি, জাগি কৈল দন্তধাবন (২৯০৮)

৩. পূর্বাহ্নে সখী মেলি, গোষ্ঠে গমন কেলি, নানা বেশ করিয়া সাজনি (২৯০৯)

৪. মধ্যাহ্ন সময়ে রাই, সূর্যের মণ্ডপে যাই, পূজা সজ্জা তাহাই রাখিয়া (২৯১০)

৫. অপরাহ্নে দিবা শেষে, কৃষ্ণ গোষ্ঠ পরবেশে, বটু স্থানে সূর্যের প্রসাদ (২৯১১)

৬. সায়ংকালে সুবদনী, নানা উপহার আনি, তুলসীর হস্তে সমর্পিলা (২৯১২)

উদ্ধব দাস নামে নরোত্তমের কোন শিষ্য থাকিলে তাঁহার পক্ষে এই শ্রেণীর পদ রচনা করা বিচিত্র নহে। তবে কোন অভ্রান্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা চলে না।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, নন্দকিশোর দাস-কৃত 'রসকলিকা' গ্রন্থের ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদ দুইটি ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাসের। পদ দুইটি পদকল্পতরুতে নাই। নন্দকিশোর রাধামোহন ঠাকুরের কিছু পূর্ববর্তী এবং তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট অধ্যয়ন করেন। (ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃ. ১০৬)।

৩। কনকপ্রিয়া (প্রেবি ২০)। চাঁদরায়ের স্ত্রী।

৪। কমলসেন (ঐ)।

৫। কমলাকান্ত কর (ঐ)।

৬। কালিদাস চট্ট (ঐ ১৯)। চাঁদরায় দলভুক্ত।

৭। কাশীনাথ (কাশীনাথ) তর্কভূষণ (ঐ ২০)। নরসিংহ রায়ের সভাপণ্ডিত।

৮। কাশীনাথ ভাদুড়ী (ঐ)।

৯। কৃষ্ণ আচার্য। গোপালপুরে বসতি 'পরমউদার', বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (প্রেবি ২০)। 'বিজ্ঞবর' (ন বি ১২)।

১০। কৃষ্ণ কবিরাজ (প্রেবি ২০)।

১১। কৃষ্ণদাস ঠাকুর। 'মহাবিজ্ঞ' (নবি ১২)।

১২। কৃষ্ণ রায়। 'কৃষ্ণ প্রেমেতে বিহ্বল' (ঐ)।

১৩। কৃষ্ণদাস বৈরাগী।

১৪। কৃষ্ণ সিংহ। 'সংগীতে পণ্ডিত' (নবি ১২)।

১৫। খিরু চৌধুরী।

১৬। গণেশ চৌধুরী।

১৭। গন্ধর্ব রায়। 'গানে বিচক্ষণ' (নবি ১২)।

১৮। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী।

অন্যতম প্রসিদ্ধ শিষ্য। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত হইলেও প্রথমদিকে নরোত্তমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। বরং হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক করিতেন। ক্রমে সঙ্গগুণে তাঁহার মতি পরিবর্তিত হয় এবং তিনি নরোত্তমের শরণ লন। নরোত্তম গঙ্গানারায়ণে স্বশক্তি সঞ্চার করেন। ব্রাহ্মণ হইয়া কায়স্থ নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য তাঁহাকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। কিন্তু নরোত্তমের প্রভাবে ক্রমশঃ তাহা দূর হইয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ বালুচরের অন্তর্গত গাম্ভীলাগ্রাম গঙ্গানারায়ণের বাসভূমি। তাঁহার পত্নীর নাম নারায়ণী ও কন্যার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। পুত্র না থাকায় গুরু ভ্রাতা রামকৃষ্ণ আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে পোষ্য লন। ইহাদের তিনজনকেই গঙ্গানারায়ণ দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের সংখ্যা অগণ্য। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ইঁহার প্রশিষ্যের শিষ্য।

১৯। গঙ্গা হরিদাস।

২০। গঙ্গাদাস দত্ত। 'দুঃখীর জীবন' (নবি ১২)।

২১। গঙ্গাদাস রায়।

২২। গুরুদাস ভট্টাচার্য (প্রেবি ১৯ ও ২০)।

বৈদিক ব্রাহ্মণ। গোপালপুরে বাস করিতেন। ইঁহার টোলে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। নরোত্তম ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতেন বলিয়া ইনি তাঁহার নিন্দাবাদ করিলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। নানা চিকিৎসায়ও সে রোগ দূর হয় নাই। একদিন তিনি দেবী ভগবতীর স্বপ্নাদেশ পান যে, নরোত্তমকে শূদ্রবুদ্ধি করার অপরাধে তাঁহার এই

রোগ হইয়াছে। ভীত গুরুদাস নরোত্তমের শরণ লইলে তিনি রোগমুক্ত হন এবং নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নরোত্তমবিলাসে (৯ম বিলাস, পৃ. ১৪৬-৪৭) অনুরূপ একটি কাহিনী আছে। কিন্তু সেখানে গুরুদাস ভট্টাচার্যের পরিবর্তে পাছপাড়া গ্রাম বাসী একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের কথা বলা হইয়াছে।

২৩। গোকুলদাস।

নিবাস যাজিগ্রাম। কীর্তনে অসাধারণ খ্যাতিমান এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইহার কীর্তনে বৈষ্ণবের দেহস্মৃতি পর্যন্ত লোপ পাইত ('যার গানে নাহি বৈষ্ণবের দেহ স্মৃতি'—নবি ১২শ)। নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি গ্রন্থেই গোকুলদাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ খেতরী উৎসবের পূর্বেই দীক্ষিত হন। কেননা, এই উৎসবে নরোত্তম যে অভিনব কীর্তন রীতির স্রোত অবারিত করিয়া দেন, তাহাতে গোকুলদাস ছিলেন তাঁহার শিষ্য ও সহচর।

পদকল্পতরুতে গোকুলদাস ভণিতায় প্রাপ্ত পদটি (২৯৭৫) সম্ভবতঃ এই গোকুলদাসেরই রচনা। রাধামোহন-শিষ্য উদ্ধব দাস একটি পদে (তরু ৩০৯২) ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশক যে গোকুলের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ছিলেন শ্রীনিবাসের শিষ্য। নরহরি চক্রবর্তী শেষোক্ত গোকুলকে 'কবীন্দ্র' বলিয়াছেন।[১]

২৪। গোকুলদাস বৈরাগী।

২৫। গোপীরমণ চক্রবর্তী।

ইনি সম্ভবতঃ খেতরী উৎসবের পূর্বেই দীক্ষিত হন। কেননা, উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া তিনি বৈষ্ণবগণের বাসার তত্ত্বাবধান করেন (নবি ৬ষ্ঠ)। ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব উৎসবে ইনিও উপস্থিত ছিলেন।

২৬। গোবর্ধন ভাণ্ডারী।

২৭। গোবিন্দরাম (রাজা)। 'মহাবিজ্ঞ' (নবি ১২)।

২৮। গোবিন্দ ভাদুড়ী (প্রেবি ১৯)। চাঁদরায় দলভুক্ত।

২৯। গোবিন্দ রায়।

৩০। গোসাঞি দাস।

৩১। গৌরাঙ্গ দাস।

বিখ্যাত মৃদঙ্গ ও করতাল বাদক। খেতরীর সংকীর্তনে ইনি ছিলেন নরোত্তমের অন্যতম সহযোগী। সম্ভবতঃ উৎসবের পর্বেই দীক্ষিত হন।

৩২। গৌরাঙ্গদাস বৈরাগী।

[১] ভক্তিরত্নাকর ১০।১৩৬

৩৩। চণ্ডীদাস। 'পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে' (নবি ১২)।

৩৪। চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন (প্রেবি ২০)। নরসিংহ রায়ের অন্যতম সভাপণ্ডিত।

৩৫। চন্দ্রশেখর।

৩৬। চাঁদ রায় (নবি ১০ম, প্রেবি ১৮, ১৯ ও ২০ শ)।
নরোত্তমের খ্যাতি বিশেষ করিয়া ছড়াইয়া পড়ে এই দস্যুবৃত্তিধারী জমিদার-তনয় দুর্দ্ধর্ষ চাঁদরায় এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে দীক্ষিত করিবার পর। ইহার পিতা রাঘবেন্দ্র রায় ছিলেন গড়েরহাটের উত্তরভাগের ব্রাহ্মণ জমিদার। ভ্রাতার নাম সন্তোষ রায়। রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ইহাদের জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ৮৪ হাজার টাকা। চাঁদরায়ের অধীনে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং বিস্তর পদাতিক সৈন্য ছিল। শক্তি উপাসক এই জমিদার প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেন। লোকে তাঁহাকে এইরূপ ভয় করিত যে চাঁদরায়ের নাম শুনিবামাত্র পলায়ন করিত। ইহার দলে থাকিয়া গোবিন্দ ভাদুড়ী, ললিত ঘোষাল প্রভৃতি অনেকে লুঠপাঠ করিয়া বেড়াইত।

এই চাঁদরায় একবার দুরারোগ্য পীড়াগ্রস্ত হইলে দেবী ভগবতী রাঘবেন্দ্র রায়কে স্বপ্নে নরোত্তমের শরণ লইতে প্রত্যাদেশ দেন। তদনুযায়ী নরোত্তমের শরণাপন্ন হইলে চাঁদরায় রোগমুক্ত হন এবং নরোত্তমের নিকট মন্ত্র দীক্ষা লন। নরোত্তমের মহিমায় অভিভূত হইয়া ভ্রাতা সন্তোষ রায়, পিতা রাঘবেন্দ্র এবং মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চাঁদরায়ের স্ত্রী কনকপ্রিয়া এবং সন্তোষের স্ত্রী নলিনী ও তাঁহাদের পন্থানুবর্তী হন। রোগমুক্তির পর চাঁদরায় প্রভৃতি প্রচুর ধনরত্নাদি উপহার লইয়া নরোত্তমের সহিত খেতরী আসেন এবং সেখানে দেবীদাস প্রভৃতির কীর্তন শুনিয়া কিছুদিন পরে স্বদেশে ফিরিয়া যান।

দীক্ষার পর চাঁদ রায়ের আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি সর্বদাই সাধন ভজন লইয়া দিন কাটাইতে থাকেন। এই সময়ে একদিন গঙ্গাস্নানে আসিলে নবাবের লোক তাঁহাকে টাকা অনাদায়ের দায়ে ধরিয়া লইয়া যায়। চাঁদ রায় টাকা শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেও নবাব তাঁহার উপর আস্থা রাখিতে না পারিয়া 'তলঘরে' বন্দী করিয়া রাখেন। ইহাতে ভীত হইয়া তাঁহার দস্যুদলভুক্ত গোবিন্দ ভাদুড়ী প্রভৃতি নরোত্তমের পাদাশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাঘবেন্দ্র পুত্রের উদ্ধারের নিমিত্ত পুরস্কার ঘোষণা করিলে এক ব্যক্তি কৌশলে 'তলঘরে' চাঁদরায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মুক্তির উপায় স্বরূপ 'মা কালীর মন্ত্র' গ্রহণ করিতে বলে। কিন্তু চাঁদরায় 'রাধাকৃষ্ণ' ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে অস্বীকৃত হন। কিছুদিন পরে ক্রুদ্ধ নবাব তাঁহাকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিলে চাঁদ রায় অপূর্ব বিক্রম দেখাইয়া নিজেকে বিপদমুক্ত করেন। বিস্মিত

নবাব তাঁহার সেই বিপুল শক্তির রহস্য জানিতে চাহিলে তিনি নবাবকে নরোত্তমের কৃপার কথা বলেন। সমস্ত শুনিয়া নবাব তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং নির্বিঘ্নে জমিদারী ভোগ করিবার সনন্দ দেন। চাঁদ রায় সেখান হইতে খেতরীতে নরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইলে রাঘবেন্দ্র প্রচুর উপহারাদি সহ সেখানে আসিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হন। ইহার পর চাঁদ রায় গৃহে ফিরিয়া নরোত্তমের আজ্ঞামত সাধন ভজনে কাল যাপন করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে পুনরায় নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে আহির পরগণা দান করেন। সংখ্যা করিয়া হরিনাম লইতেন বলিয়া চাঁদরায়ের নাম 'হরিদাস' হইয়াছিল।

নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত চাঁদরায়ের ব্যাধিমুক্তির কাহিনীর মধ্যে নরোত্তমের ও বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুরারোগ্য ব্যাধি বিমোচনের কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নরোত্তম ছিলেন কিনা—তাহার সত্য মিথ্যা নির্ধারণ দুষ্কর। নরোত্তমের শরণ লইবার জন্য স্বয়ং দেবী ভগবতীর প্রত্যাদেশ (প্রতি ক্ষেত্রেই), শাক্তগণের উপর বৈষ্ণবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছাকেই সূচিত করে। শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে বাংলাদেশে যে আবহমান বিবাদ বিরাজমান এই সব কাহিনী তাহার সুন্দর উদাহরণ। কাহিনীগুলির যাথার্থ্য বিচারের কোন উপায় নাই। তবে নরোত্তমের চরিত্র-বলেই যে, চাঁদরায় মুগ্ধ হইয়া মতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পরিবারবর্গসহ তাঁহাদের অধীনস্থ এক প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী ভক্তিধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। চাঁদ রায়ের এইরূপ পরিবর্তন নরোত্তমের খ্যাতিকে বহুদূর ছড়াইয়া দেয়।

৩৭। চৈতন্যদাস (বড়ু)।

৩৮। জগৎ রায়। পরম পণ্ডিত ও পাষণ্ডীর দণ্ড দাতা (নবি ১২)।

৩৯। জগদীশ রায়।

৪০। জগন্নাথ আচার্য।

তেলিয়া বুধরী গ্রাম নিবাসী পরম বিদ্বান বৈদিক ব্রাহ্মণ। ভগবতী-উপাসক এই জগন্নাথ ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিবার জন্য নরোত্তমের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। পরে অবশ্য উপাস্যা দেবীর আজ্ঞাতেই তিনি নরোত্তমের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লন।

৪১। জয়গোপাল দত্ত।

৪২। জানকীবল্লভ চৌধুরী।

ইনি সম্ভবতঃ পদকর্তা ছিলেন।[১] 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে জানকীবল্লভ ভণিতায় নিচের পদটি পাওয়া যায়।

[১] *History of Brajabuli Literature*, pp. 197-98

কি কহব নিঠুর মুরারি, অব কি জিবই বরনারী।
তুয়া-তনু-নেহ-ভুজঙ্গে, দংশল কোমল অঙ্গে।
ঔখদ গদ নাহি মানে, তাগা তুহারি ধেয়ানে।
শ্যাম দু' আঁখর মন্ত, তে ধনি ধৈরজ অন্ত।
এক আছয়ে প্রতিকারে, তুহারি পাণি পানিসারে।
তুয়া দিঠি সারক আশে, অবহি বহই মৃদু শ্বাসে।
শুনইতে মুরছিত কান, জানকীবল্লভ অগেয়ান ॥ —পদ ৪৯৫

৪৩। দয়ারাম দাস ঠাকুর।

৪৪। দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন (প্রেবি ২০)। রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত।

৪৫। দেবীদাস কীর্তনিয়া।

বিখ্যাত কীর্তনিয়া ও মার্দঙ্গিক। ইনি 'নানা শাস্ত্রজ্ঞ' (প্রেবি ২০), বৈষ্ণবগণ ইহার কীর্তন শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন (নবি ১২)। খেতরীর উৎসবের পূর্বে ইনি সম্ভবতঃ দীক্ষিত হন। উৎসবে সংকীর্তনকালে দেবীদাসের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, ইহার হাতে 'অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে' (ভক্তিরত্নাকর ১০।৫২৯)।

৪৬। ধরু চৌধুরী।

৪৭। ধর্মদাস চৌধুরী।

৪৮। নবগৌরাঙ্গ দাস।

৪৯। নরসিংহ বা নৃসিংহ রায় (রাজা), (প্রেবি ১৯ ও ২০শ, নবি ১০ম)। প্রেমবিলাসের মতে ইনি ছিলেন গঙ্গাতীরবর্তী পক্কপল্লীর রাজা। পক্কপল্লী কোথায় অবস্থিত তাহা সঠিক করিয়া জানা যায় না। নরহরি চক্রবর্তী পক্কপল্লীর উল্লেখ না করিয়া কেবল বলিয়াছেন, 'নরসিংহ নামে রাজা রহে দূর দেশে'।[১] প্রজাগণকে রাজা নরসিংহ পুত্রসম পালন করিতেন। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন (প্রেবি ১৯শ)।

নরোত্তমের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে আশ্রয় লইতেছিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণেরা নরসিংহ রায়ের নিকট প্রতিকারার্থ আসিলে, তিনি সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণ এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ লইয়া নরোত্তমের প্রভাব খর্ব করিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাঁহার পণ্ডিতবর্গ নরোত্তম-শিষ্যগণের নিকট শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত হন। এই ঘটনার পর

১ হরিদাস দাস লিখিয়াছেন, পক্কপল্লী সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। —গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ, পৃ. ৫৮

রাজা নরসিংহ সস্ত্রীক নরোত্তমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রূপনারায়ণ এবং অন্যান্য পণ্ডিতেরাও নরোত্তমের শরণ লন।

এখানেও একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত আছে। রূপনারায়ণসহ পণ্ডিতবর্গ রামচন্দ্রাদির নিকট পরাজিত হইয়া স্ববাসে ফিরিয়া আসেন। রাত্রে খড়্গহস্তা ভগবতী ক্রোধমুখী হইয়া তাঁহাদের নরোত্তমের শরণ লইবার আদেশ দেন এবং ইহাও জানান যে নরোত্তমের অনুগ্রহ না পাইলে দেবীর ক্রোধ হইতে কাহারও রক্ষা নাই। ভীত পণ্ডিতগণ সকালে উঠিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলে তিনি অসামান্যজ্ঞানে নরোত্তমের চরণ বন্দন করেন।

নরসিংহের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ প্রচারের ক্ষেত্রে নরোত্তমের একটি বিরাট সাফল্য। ইতিপূর্বে অনেক ব্রাহ্মণই পৃথকভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজে ইহা লইয়া আলোড়ন দেখা দিলেও, তাহা নরোত্তমের খ্যাতি বিস্তারে খুব একটা সহায়ক হয় নাই। নরসিংহই প্রথম ব্রাহ্মণসমাজের মুখপাত্ররূপে নরোত্তমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সে অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় এবং রাজা স্বয়ং সপরিবার ও সভাসদবর্গসহ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায়, একদিকে যেমন শক্তি-পূজার উপর বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিবার ব্যাপারে নরোত্তমের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল তাহা বহুল-পরিমাণে প্রশমিত হইয়া যায়।

ইনি সম্ভবতঃ একজন পদকর্তাও ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন।[১] পদকল্পতরুতে 'নরসিংহ দেব' ভণিতায় একটি (১৫৮৪) এবং 'নৃসিংহ দেব' ভণিতায় দুইটি (১১৫৬ ও ১৩২৪) পদ আছে। কিন্তু সতীশচন্দ্র রায়ের মতে—উভয়-বিধ ভণিতার পদগুলির রচয়িতা একই ব্যক্তি এবং তিনি শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য।[২]

৫০। নরোত্তম মজুমদার। 'অতিবিত্ত' (নবি ১২)।

৫১। নলিনী (প্রেবি ২০)। চাঁদরায়ের ভ্রাতৃবধূ।

৫২। নারায়ণ ঘোষ। 'যার গানে মত্ত ঠাকুর মহাশয়' (নবি ১২)।

৫৩। নারায়ণ রায়।

৫৪। নারায়ণ সান্যাল (প্রেবি ২০)।

৫৫। নিত্যানন্দ দাস।

৫৬। নীলমণি মুখুটি (প্রেবি ১৯)। চাঁদরায় দলভুক্ত।

[১] ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি, চৈতন্য পরিকর, পৃ. ৬০১
[২] পদকল্পতরু-পরিশিষ্ট, পৃ. ১৩১ ও ১৪৪

৫৭। পুরন্দর মিশ্র (প্রেবি ২০)।

৫৮। পুরুষোত্তম।

৫৯। প্রভুরাম দত্ত (প্রেবি ২০)।

৬০। প্রসাদ দাস বৈরাগী। খেতুরীবাসী (নবি ১২)।

'পদকল্পতরু'তে প্রসাদ দাস ভণিতায় ৬টি পদ আছে (২৭৮।৩৯০।১৩২২।২০৮৫।২৩০৫।-২৫৭৫)। *History of Brajabuli Literature*, p. 174-এ উক্ত ভণিতায় ৩টি পদের উল্লেখ মিলে। 'ভক্তিরত্নাকর'-এ (১২শ তরঙ্গ, পৃ. ৬০১, গৌড়ীয় মিশন সং) প্রসাদ দাস ভণিতায় একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। নরোত্তম-শিষ্য প্রসাদ দাস ছাড়াও এই নামে শ্যামানন্দের একজন শিষ্য ছিলেন।[১] শ্রীনিবাসের শিষ্য প্রকাশ দাসের অনুজ প্রসাদ দাসও শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২] ইহাদের মধ্যে কে পদগুলির রচয়িতা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।[৩]

৬১। ফাগু চৌধুরী। 'বিদ্যাবান', 'সঙ্গীতপটু' (নবি ১২)। ইনি সংকীর্তনে কৃষ্ণসিংহ ও বিনোদ রায়ের সহিত নৃত্য করিতেন (প্রেবি ২০)।

৬২। বনমালী চট্ট (প্রেবি ২০)। চাঁদরায় দলভুক্ত।

৬৩। বলরাম পূজারী।

রাঢ়ী শ্রেণী সাবর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণ, নিবাস খেতরী, ভ্রাতার নাম রূপনারায়ণ (প্রেবি ১৯)। স্বপ্নাদিষ্ট বলরাম ভ্রাতাসহ নরোত্তমের শরণ লন। ইহারা সম্ভবতঃ খেতরী উৎসবের পূর্বেই দীক্ষিত হন। কেননা, বিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতে গৌরাঙ্গমূর্তি উদ্ধার করিয়া অভিষেকের পূর্বে ইহাদের হাতে নরোত্তম বিগ্রহ সেবার ভার অর্পণ করেন (নবি ৬ষ্ঠ, পৃ. ৭২, বহরমপুর সং)।

৬৪। বসন্ত দত্ত। 'গৌরগোবিন্দ প্রেমরসে সদা মত্ত' (নবি ১২)।

৬৫। বসন্ত রায়।

'বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত' (ভক্তিরত্নাকর ১।৪১৫) বসন্ত রায় সর্বদা রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য লীলায় মগ্ন থাকিতেন (নবি ১২)। একবার খেতরীতে ব্যাসাচার্যের সহিত নরোত্তম—রামচন্দ্র—গোবিন্দদাসের পরকীয়া লীলাবাদ লইয়া বিতর্ক হয়। গোবিন্দ-দাস তাঁহার পদে পরকীয়াবাদ সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামীর অভিমত জানিবার উদ্দেশ্য বসন্ত রায় বৃন্দাবনে গমন করেন (কর্ণানন্দ, ৫ম নির্য্যাস)। শ্রীনিবাসকে লেখা শ্রীজীবের পত্র লইয়া বসন্ত রায় বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন

[১] হরিদাস দাস, গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, পৃ. ১১৮

[২] কর্ণানন্দ, ১ম নির্য্যাস

[৩] পদকল্পতরু-পরিশিষ্ট, পৃ. ১৪৯-৫০; গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সং)—পরিকর ও পদকর্তৃগণের পরিচয়, পৃ. ২০৯

করেন। এই পত্রে ভূগর্ভ গোস্বামীর লোকান্তরের কথা এবং শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠপুত্র বৃন্দাবনদাসের কুশল জিজ্ঞাসা ছিল (ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ, পৃ. ৬৩২, গৌড়ীয় মঠ সং)।

বসন্ত রায় একজন উচ্চশ্রেণীর পদকর্তা ছিলেন। পদকল্পতরুতে ইঁহার ৫১টি পদ সংকলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার পদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ১২৯৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী'-তে'বসন্তরায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্যাপতির সহিত বসন্তরায়ের তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে, বসন্ত রায়ের সহজভাষার মধ্যে এমন আশ্চর্য যাদু আছে যাহা প্রাণে সৌন্দর্যের পরশ লাগায় ও আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া দেয়। অন্যদিকে বিদ্যাপতির ভাষা কৃত্রিম ও টানাবোনা তুলনার বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতির নিকট রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর, বসন্তরায়ের নিকট রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। তৃতীয়তঃ বিদ্যাপতির সম্ভোগের পদে কেবল সম্ভোগ-টুকুরই বর্ণনা, বসন্তরায়ের সম্ভোগের পদ কবিত্ব ও মাধুর্যে মণ্ডিত। চতুর্থতঃ বসন্তরায় বস্তুগত বর্ণনা হইতে সহসা এমন ভাবের কথা বলেন যে পাঠকের কল্পনা পাখা মেলিয়া উধাও হয়, বিদ্যাপতির পদে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

কবিত্বের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুরূপ উচ্চমান রক্ষা করিতে না পারিলেও বসন্ত রায়ের কাব্যোৎকর্ষ যে প্রথম শ্রেণীর, রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্তরায় হইতে ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ, এই কবি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভক্তিরত্নাকরের উল্লেখ ছাড়াও গোবিন্দদাসের পদে তাহার সমর্থন আছে।

গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজবর বসন্ত।—তরু ২৪৩৪

৬৬। বালকদাস বৈরাগী।

৬৭। বিধু চক্রবর্তী (প্রেবি ২০)।

৬৮। বিনোদ রায়।

সংকীর্তনে ইনি অপর্ব নৃত্য করিতেন। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,

জয় শ্রীবিনোদ রায় বিনোদ বন্ধনে।
করয়ে নর্তন প্রেমে মাতি সংকীর্তনে।—নবি ১২ বি

সম্ভবতঃ খেতরী উৎসবের পুর্বেই দীক্ষিত হন।

৬৯। বিপ্রদাস (প্রেবি ১৯ ও ২০শ, ভক্তিরত্নাকর ১০।১৯৩)। গোপাল-পুরের নিকটবর্তী কোন গ্রামের 'অর্থবান' এই ব্যক্তিটির অযত্ন রক্ষিত সর্প-মূষিক-সংকুল 'ধান্যসর্ষপাদি গোলা' হইতে নরোত্তম 'প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর'এর লুক্কায়িত বিগ্রহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিগ্রহপ্রাপ্তি দিবসে বলরাম পুজারি প্রভৃতির সহিত

খুব সম্ভবতঃ বিপ্রদাস, তাঁহার স্ত্রী ভগবতী এবং পুত্রদ্বয় যদুনাথ ও রমানাথ নরোত্তমের নিকট দীক্ষিত হন (প্রেবি ২০)।

৭০। বিষ্ণুদাস কবিরাজ। 'বৈদ্যবংশ-তিলক, বাস কুমারনগর' (প্রেবি ২০)।

৭১। বিষ্ণুপ্রিয়া (প্রেবি ২০)। চাঁদরায়ের মাতা।

৭২। বিহারীদাস বৈরাগী। 'অতি অকিঞ্চন বেশ, চরিত্র মধুর' (নবি ১২)। *History of Brajabuli Litarature*, pp. 410-12-এ ডঃ সুকুমার সেন বিহারী দাস ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত পদটি 'সজনীকান্ত দাসের পুথি' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মুরলী তরল, করল পরাণ, রহিতে না দিল ঘরে।
অবলা পরাণে, না যায়ে সহনে, নিতি নিতি আঁখি ঝরে॥
যথা তথা যাই, বাজে সব ঠাঁই, নাম সে কেমনে জানে।
শ্রবণে প্রবেশি, হৃদে লাগে ফাঁসি, বাজিল যেখানে প্রাণী॥
শ্যামের মুরলি, ডাকে রাধা বলি, না মানে নিষেধ বোল।
গৃহের করম, ধরম আচার, সব হঞা গেল ভোল॥
রমণীগণের, মনের গরিমা, সকলি ভাঙ্গিল বাঁশী।
ভুলাইয়া মন, ব্রজনারীগণ, চরণে করিল দাসি॥
হেদে সহচরী, রহিতে না পারি, বাঁশী চুরি কৈল মন।
বেশ বানাইতে, না পাইলাঙ তুরিতে, চল যাব বৃন্দাবন॥
সাজাইছে গোপী, শ্রীঅঙ্গ নিরখি, যেখানে যেমন সাজে।
অভরণগণ, উলসিত মন, মলিন হইল লাজে॥
সোনার নূপুর, কিঙ্কিণীকঙ্কণ, না চলিতে বাজে তারা।
দাস বিহারী, সেবা অঙ্গীকরি, নয়নে বহিছে ধারা॥

উক্ত পদটির কবি যে নরোত্তম-শিষ্য বিহারীদাস ছিলেন তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

৭৩। বোঁচারাম ভদ্র (প্রেমবিলাসে 'বেচারাম ভদ্র')।

৭৪। বৈষ্ণবচরণ। 'সদা গৌরচন্দ্র গুণগানে অনুরক্ত' (নবি ১২)।

৭৫। ব্রজরায়। 'প্রাণ দিয়া করে যেঁহো পর-উপকার'। (ঐ)।

৭৬। ভক্তদাস। 'ভক্তিরস মগ্ন' (ঐ)।

৭৭। ভাগবত দাস। 'সাধনেতে অবসর নাহি তিলমাত্র' (ঐ)।

৭৮। মথুরাদাস। 'সদা দৈন্য ভাব যার অন্তর বাহির' (ঐ)।

৭৯। মদন রায়। গন্ধর্বরায়ের পুত্র (নবি ১২)।

৮০। মনোহর ঘোষ। 'শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণ গায় নিরন্তর' (ঐ)।

৮১। মনোহর বিশ্বাস।

৮২। মহেশ চৌধুরী।

৮৩। মুকুট মৈত্রেয়। ফরিদপুর নিবাসী (প্রেবি ২০)।

৮৪। মুরারি দাস। 'বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে যার পরম পিরিতি' (নবি ১২)।

৮৫। যদুনাথ। (প্রেবি ২০)। বিপ্রদাসের পুত্র।

৮৬। যদুনাথ বিদ্যাভূষণ (প্রেবি ১৯)। রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত।

৮৭। যাদব কবিরাজ (প্রেবি ২০)।

৮৮। রঘুনাথ বৈদ্য (ঐ)।

৮৯। রমানাথ (ঐ)। বিপ্রদাসের পুত্র।

৯০। রবিরায় পূজারী।

বুধরী নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ (প্রেবি ২০)। বৈষ্ণবসেবায় ইহার পরম আনন্দ ছিল (নবি ১২)।

৯১। রাঘবেন্দ্র রায় (প্রেবি ১৮)। চাঁদ রায়ের পিতা। ব্রাহ্মণ (ঐ)। রাঘবেন্দ্র রায় ভণিতায় নিম্নলিখিত পদটি ডঃ সুকুমার সেন সা. প. ২৪১৬ পুথি (লিপিকাল ১৬৮৩ খ্রীঃ) হইতে তাঁহার *History of Brajabuli Literature*, pp. 408-9 গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

তোমা না ছাড়িব বন্ধু তোমা না ছাড়িব।
বিরলে পাঞাছি হিয়া মাঝারে রাখিব॥
রাতি কৈলাও দিন বন্ধু দিন কৈলাও রাতি।
ভুবন ভরিয়া রহিল তোমার খেয়াতি॥
ঘর কৈলাও বন বন্ধু বন কৈলাও ঘর।
পর কৈলাও আপুনি আপুনি হৈলাও পর॥
সকল তেজিয়া দূরে লৈলাও শরণ।
রায় রাঘবেন্দ্র কহে ও রাঙা চরণ॥

৯২। রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। নবদ্বীপ নিবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ (প্রেবি ২০)।

৯৩। রাধাকৃষ্ণ দাস। 'ভক্তি প্রবর্তিয়া কৈল পতিতেরে ধন্য' (নবি ১২)।

৯৪। রাধাবল্লভ চৌধুরী।

৯৫। রাধাবল্লভ দত্ত। নরোত্তমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্তের পুত্র (নবি ১২)।

পদকল্পতরুতে রাধাবল্লভ ভণিতায় ১৭টি এবং বল্লভ, বল্লভদাস ও শ্রীবল্লভ ভণিতায় ১৫টি পদ আছে। তাহাছাড়া, রাধাবল্লভ ভণিতায় রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলির' পদ্যানুবাদ রহিয়াছে। এই সকল পদের প্রকৃত রচয়িতা কে বলা কঠিন। কেননা, বল্লভ ও রাধাবল্লভ নামে একাধিক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বল্লভ নামে নরোত্তমের সমসাময়িক দুইজনের নাম জানা যায়।

একজন হইলেন শ্রীনিবাসশিষ্য দেউলির বল্লভঠাকুর বা কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুর (কর্ণানন্দ, ১ম, পৃ. ৭) এবং অন্যজন রামচন্দ্র কবিরাজের ব্রাহ্মণশিষ্য বল্লভ মজুমদার (ঐ, ২য়, পৃ. ২৬)। নরোত্তমের শিষ্য গণনায় নরোত্তমবিলাস কিংবা প্রেমবিলাসে 'বল্লভ' নাম নাই, রাধাবল্লভ আছে। অথচ, ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তমের সংকীর্তন সহযোগী শ্রীবল্লভদাসের নাম করিয়াছেন,—

অমৃত-অক্ষর-প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লভদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে।—ভ.র. ১০।৫২৯

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও 'হরিবল্লভ', কোথাও শুধু 'বল্লভ' ভণিতায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বংশীবদনের পৌত্র ও শচীনন্দনের পুত্র 'বংশীলীলা'-প্রণেতা শ্রীবল্লভ 'বল্লভ' ভণিতায়ও পদ রচনা করিতে পারেন (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১৫৭)।

আবার, শ্রীনিবাসের শিষ্য রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর (কর্ণানন্দ, ১ম), রাধাবল্লভ মণ্ডল (ঐ) ও রাধাবল্লভ চট্টরাজ (গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, পৃ. ১৭৫), শ্রীনিবাসের পুত্রবধূ সত্যভামা দেবীর শিষ্য রাধাবল্লভ চক্রবর্তী (কর্ণানন্দ, ২য়) এবং রসিকানন্দের শিষ্য রাধাবল্লভ দাসও (গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, পৃ. ১৭৫) রহিয়াছেন। এতগুলি ব্যক্তির মধ্য হইতে উক্ত পদগুলির যথার্থ রচয়িতাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব।

তবে পদকল্পতরু-ধৃত বল্লভ, বল্লভদাস ও শ্রীবল্লভ ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদে (১০২২।২৩৮৩।২৩৮৪।২৯৮৩) নরোত্তমের নাম ও মহিমা এমনভাবে উল্লেখিত হইয়াছে, যে সেগুলিকে নরোত্তম-শিষ্যের রচনা বলিলে অযথার্থ বলা হয় না। তাহা হইলেও, রাধাবল্লভ দত্ত ও রাধাবল্লভ চৌধুরী—নরোত্তমের এই দুইজন শিষ্যের মধ্যে কে এই পদগুলি লিখিয়াছিলেন বলা কঠিন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে, রাধাবল্লভ চৌধুরী ইহাদের রচয়িতা (*History of Brajabuli Literature*, p. 159)।

'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র পদ্যানুবাদক ও ঐতিহাসিক সূচক-পদগুলির লেখক রাধাবল্লভ দাস নরোত্তম-শিষ্য কিনা বলা যায় না। শেষোক্ত পদগুলির কোথাও নরোত্তমের প্রতি শিষ্য-সুলভ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। হরিদাস দাসের মতে শ্রীনিবাস-শিষ্য রাধাবল্লভ মণ্ডল ইহাদের রচয়িতা (গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, পৃ. ১৭৫)।

গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁহার পদে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত 'শ্রীবল্লভ' নামক পদকর্তার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

'গোবিন্দদাস কহই, শ্রীবল্লভ জানই, রস মরিযাদ।' (গীতচন্দ্রোদয়, পৃ. ২৭৩)। অন্যত্র,

'গোবিন্দদাস, বিন্দু লাগি রোয়ত, শ্রীবল্লভ পরমাণ।' (ঐ, পৃ. ২৮৬)।

এই উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে, 'শ্রীবল্লভ' গোবিন্দদাসের সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তবে, তিনি যে নরোত্তমের শিষ্য ইহা জোর করিয়া বলিবার মতো প্রমাণ নাই।

৯৬। রামকৃষ্ণ আচার্য (নবি ১০ম, প্রেবি ১৪, ১৭ ও ২০শ, ভ. র. ১৫শ)। বিশিষ্ট শিষ্যদের অন্যতম। গঙ্গাপদ্মার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গোয়াস গ্রামনিবাসী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘোর শাক্ত শিবাই-আচার্যের পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম হরিরাম। ভবানী পুজার বলির নিমিত্ত ছাগাদি ক্রয় করিতে আসিলে রামকৃষ্ণ ও হরিরামের সহিত গঙ্গাতীরে নরোত্তম-রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। নরোত্তমাদির সহিত আলোচনায় ভ্রাতৃদ্বয় জীবহিংসার অসারতা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত পশু ছাড়িয়া দেন এবং সঙ্গের লোকজনকে বিদায় দিয়া খেতরীতে চলিয়া আসেন। নরোত্তম-রামচন্দ্রের সঙ্গগুণে তাঁহাদের মনের পরিবর্তন ঘটে এবং রামকৃষ্ণ ও হরিরাম যথাক্রমে নরোত্তম ও রামচন্দ্রের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লন। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরোত্তমের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য পণ্ডিত সমাজকে আহ্বান করেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ হরিরামের নিকটই পরাজিত হন। তখন শিবাই মিথিলা হইতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে লইয়া আসেন। বলরাম কবিরাজ প্রভৃতির নিকট শাস্ত্রযুদ্ধে পরাভূত হইয়া মুরারি লজ্জায় বিষ্ণুধর্ম আশ্রয় করিয়া দেশত্যাগী হন। এই পরাজয়ের পর সকলেই বৈষ্ণবধর্মের মহিমা স্বীকার করিয়া লন।

নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ 'পরম পণ্ডিত', 'ভক্তিপথে মহা আর্য্য', 'দীনহীন অকিঞ্চন জনে অতি প্রীত'-যুক্ত ও পাষণ্ডিমত'-নাশক ছিলেন (ভক্তি-রত্নাকর ১৫।১২১-২২)।

ইঁহার পত্নীর নাম কনকলতিকা এবং পুত্রদ্বয়ের নাম রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচরণ। কৃষ্ণচরণের প্রশিষ্য ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

৯৭। রামচন্দ্র রায়।

৯৮। রামজয় চক্রবর্তী (প্রেবি ১৯)। চাঁদরায় দলভুক্ত।

৯৯। রামজয় মৈত্র (ঐ)।

১০০। রামদাস চাটুয়া। প্রেমবিলাসে 'বাটুয়া রামদাস' (২০শ)। 'বৈষ্ণবের পাত্র-অবশেষ ভুঞ্জে মাত্র' (নবি ১২)।

১০১। রামদেব দত্ত। 'সংকীর্তন রসেতে উন্মত্ত অনিবার' (নবি ১২)।

১০২। রামভদ্র রায়। 'নিরন্তর যার কার্য্য নাম সংকীর্তন' (ঐ)।

১০৩। রূপনারায়ণ চক্রবর্তী (নবি ১০, প্রেবি ১৯ ও ২০)। রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিতগণের মধ্যমণি, ইঁহারই নেতৃত্বে নরসিংহের পণ্ডিতমণ্ডলী

নরোত্তমের বিরুদ্ধে শাস্ত্রযুদ্ধে অগ্রসর হন। নরহরি চক্রবর্তী ইঁহার কোন পূর্ব বৃত্তান্ত দেন নাই। প্রেমবিলাসে রূপনারায়ণের যে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এখানে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

কামরূপের রাজধানী এগারসিন্দুরের নিকটবর্তী 'কুলীনের বাসস্থান' ভিটাদিয়া গ্রামের লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী ছিলেন রূপনারায়ণের পিতা। মাতার নাম কমলা দেবী। বাল্যকালে ইঁহার নাম ছিল রূপচন্দ্র। অতিশয় চপলমতি ও পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মীনাথ পুত্রকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করেন। মাতার নিকট বিদায় লইয়া রূপচন্দ্র গ্রাম্যপণ্ডিতের গৃহে ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া 'চক্রবর্তী' উপাধি ও নবদ্বীপে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে 'আচার্য্য' খ্যাতি লাভ করেন। সেখান হইতে নীলাচলে আসিয়া সংকীর্তনে মহাপ্রভুর দর্শন পান। নীলাচল হইতে পুণা নগরীতে আসিয়া বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিবার পর 'অধ্যাপক' উপাধি অর্জন করেন। 'মহাশ্রুতিধর' বলিয়া দিগ্বিদিকে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর নানাদেশ ভ্রমণের শেষে বৃন্দাবনে রূপসনাতনের কাছে উপস্থিত হন। তর্কযুদ্ধে আহত হইলে তাঁহারা রূপচন্দ্রকে বিনাযুদ্ধে জয়পত্র লিখিয়া দেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীজীব তাঁহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন ও সপ্তম দিবসে রূপচন্দ্রকে পরাজিত করেন। পরাজিত ও অনুতপ্ত রূপচন্দ্র শ্রীজীব, রূপ ও সনাতনের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলে তাঁহারা তাঁহাকে কৃপা করেন। বৃন্দাবনে তিনি শ্রীজীবের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে একবার তাঁহার নারায়ণ আবেশ হইলে গোস্বামীগণ তাঁহাকে 'রূপনারায়ণ' নাম দেন।

গোস্বামী-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর ব্রজ ও মথুরামণ্ডল পরিক্রমান্তে রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও কাশীশ্বরাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি নীলাচলে গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপদামোদর, রামানন্দ রায় প্রভৃতির কৃপা লাভ করিয়া গৌড়ে আগমন করেন। গৌড়ে ফিরিবার কয়েক-দিন পরে গঙ্গাস্নানার্থী রাজা নরসিংহের সহিত তাঁহার দেখা হয়। রূপনারায়ণের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে প্রধান সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি যোগশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রেমবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে। রূপনারায়ণের এই পূর্বকাহিনী প্রেমবিলাসকার স্বয়ং নরসিংহরায়ের নিকটই অবগত হইয়াছিলেন এবং ইহা লিখিবার জন্য গ্রন্থকারের প্রতি জাহ্নবার আদেশ ছিল বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন।

হরিদাস দাস জানাইয়াছেন যে, রূপনারায়ণ এগারসিন্দুরে ব্রজধাম হইতে আনীত শ্রীরাধা ও শ্রীব্রজমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহসেবার জন্য তিনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট কিছু সম্পত্তি প্রার্থনা করিলে, রূপনারায়ণের সঙ্গীত-কলায়

মুগ্ধ বাদশাহ ভিটাদিয়া ও এগারসিন্দুরের নিকটবর্তী বহু ভূসম্পত্তির সনদ লিখিয়া দেন।[১]

১০৪। রূপনারায়ণ পূজারী। রাঢ়ীশ্রেণী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

১০৫। রূপ রায়। সঙ্গীতে বিচক্ষণ ছিলেন (নবি ১২)। মুসলমানগণ তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী ও নিত্যানন্দ দাস লিখিয়া গিয়াছেন। ('যার গান শুনি প্রেমে ভাসয়ে যবন'—নবি ১২ এবং 'যিঁহো করিলেন বহু যবন-তারণ'—প্রেবি ২০)।

১০৬। রূপমালা। নরসিংহরায়ের মহিষী।

১০৭। ললিত ঘোষাল (প্রেবি ২০)। চাঁদরায় দলভুক্ত।

১০৮। শঙ্কর বিশ্বাস। 'গৌরগুণে যেঁহ পরম উল্লাস' (নবি ১২)। ইনি একজন পদকর্তা ছিলেন।[২] পদকল্পতরুর ১৬২৮, ১৬৪৯ ও ১৯২৬ সংখ্যক পদ ইঁহারই রচনা। প্রথমোক্ত পদ দুইটি মাথুর বিরহের এবং শেষেরটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। তিনটিই বাংলা পদ। রচনা প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী। মাথুর বিরহের পদ দুইটিতে করুণ রসের চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা দেখা যায়।

১০৯। শঙ্কর ভট্টাচার্য। 'বৈদিক ব্রাহ্মণ' (প্রেবি ২০)। ইনি পাষণ্ডীগণের অহংকার চূর্ণ করেন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী জানাইয়াছেন (নবি ১২)।

১১০। শিব চক্রবর্তী (প্রেবি ২০)। চাঁদ রায় দলভুক্ত।

১১১। শিবনারায়ণ (শিবচরণ) বিদ্যাবাগীশ (প্রেবি ২০)। রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত।

১১২। শিবরাম দাস। 'গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্বস্ব যাঁহার' (নবি ১২)। শিবরামের ভণিতায় পদকল্পতরুতে ২৪টি এবং 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে ২টি পদ আছে। পদকল্পতরু-ধৃত পদগুলির মধ্যে পাঁচটি বাংলা ও অন্যগুলি ব্রজবুলীতে লেখা। বাংলা ও ব্রজবুলী উভয়বিধ পদ রচনায় শিবরাম সমান দক্ষ ছিলেন। ইনি যে নরোত্তম-শিষ্য ছিলেন সে বিষয়ে সতীশচন্দ্র রায় ও জগদ্বন্ধু ভদ্র এক মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন।[৩]

১১৩। শীতল রায়।

১১৪। শ্যামদাস ঠাকুর।

১১৫। শ্রীকান্ত। 'পরমবিদ্যাবান' (নবি ১২)।

[১] গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, পৃ. ১৯১

[২] সতীশচন্দ্র রায়, পদকল্পতরু-পরিশিষ্ট, পৃ. ২১০-১১

[৩] ঐ, পৃ. ২১৩

১১৬। শ্রীমন্ত দত্ত। 'খেহোঁ গৌরগুণেতে উন্মত্ত রাত্রিদিন' (ঐ)।

১১৭। সন্তোষ দত্ত।

নরোত্তমের জ্যেষ্ঠতাত পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র। পুরুষোত্তম-কৃষ্ণানন্দের পর ইনি খেতরীর রাজ্যভার পান (নবি ২)। ইনি গৌড়ের বাদশাহের অমাত্য এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ও প্রজাপালনে নিপুণ ছিলেন (ভ.র. ১।৪৬৯)। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া নরোত্তম প্রথমে ইহাকেই শিষ্য করেন (ঐ, ৭।১২৪)। খেতরীর উৎসবে রাজা সন্তোষ ছিলেন নরোত্তমের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। অতবড় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ও সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিয়া অনুষ্ঠানটিকে তিনি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের সহিত ইহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সন্তোষের অনুরোধে গোবিন্দদাস 'সঙ্গীতমাধব' নামক অধুনালুপ্ত সংস্কৃত নাটকটি লিখিয়াছিলেন (ভ.র. ১।৪৬১-৬২)। হরিদাস দাস লিখিয়াছেন, 'কেহ কেহ বলেন, সন্তোষ দত্তের অপর নাম বসন্ত দত্ত'।[১] তিনি এই তথ্য কোথায় পাইয়াছেন তাহার অবশ্য উল্লেখ করেন নাই।

১১৮। সন্তোষ রায়। চাঁদরায়ের ভ্রাতা।

১১৯। হরিদাস।

১২০। হরিদাস ঠাকুর। 'ভক্তিগ্রন্থ সেবনেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস' (নবি ১২)।

১২১। হরিদাস শিরোমণি (প্রেবি ১৯)। রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত।

১২২। হরিনাথ গাঙ্গুলী (ঐ)। চাঁদরায় দলভুক্ত।

১২৩। হরিশ্চন্দ্র রায় (নবি ১০ ও ১২, প্রেবি ১৭ ও ১৯)।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত জলাপন্থের রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তিধারী জমিদার। নরোত্তমের কৃপায় তিনি দস্যুতা ও জমিদারী ত্যাগ করিয়া দুর্লভ ভক্তির অধিকারী হন এবং তাঁহার নাম হয় 'হরিদাস' (নবি, ১০ম, পৃ. ১৬৭, বহরমপুর সং)।

১২৪। হলধর মিশ্র (প্রেবি ২০)।

১২৫। ভগবতী (প্রেবি ২০)। বিপ্রদাসের স্ত্রী।

১২৬। নরোত্তমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক উল্লেখিত রামকান্ত সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন (নবি ১২)।

[১] গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, পৃ. ২১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যমতবাদ-প্রচারক নরোত্তম

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবন ও শিক্ষাপ্রভাবে গৌড়-নীলাচল-বৃন্দাবনে এক অভিনব ভাববন্যার স্রোত প্রবাহিত হয়। গৃহী-সন্ন্যাসী, ধনী-নির্ধন, জ্ঞানবাদী-ভক্তিবাদী, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে এই স্রোতে ভাসিয়া গিয়া এক নূতন দর্শন ও মতবাদের জন্ম দেয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে সেই নূতন দর্শন শ্রীরূপসনাতনজীব-প্রমুখ প্রখ্যাত চৈতন্যবাদী গোস্বামীগণের গ্রন্থরাজিতে রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই দর্শন সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিবার পূর্বে এবং মহাপ্রভুর অপ্রকটের অব্যবহিত পরে বাংলা দেশে সেই ভাববন্যা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া কিছুকালের জন্য শক্তিহীন এবং গতিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতকের চতুর্থপাদে বৃন্দাবন প্রত্যাগত শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ পুনরায় তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলেন। এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রচারকের আসন নিঃসন্দেহে ঠাকুর নরোত্তমের। শ্রীনিবাসের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অবশ্য যথেষ্টই ছিল। নরোত্তমের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ এবং বিষ্ণুপুরাধিপতি বীর হাম্বীরের গুরুরূপে তিনি নরোত্তমের নিকট হইতেও প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়াছেন। কিন্তু পাঁচটি সুন্দর পদ এবং শ্রীমদ্‌-ভাগবতের চতুঃশ্লোকের ব্যাখ্যা ছাড়া তাঁহার কোন রচনা পাওয়া যায় না। পদকর্তা বা গ্রন্থকাররূপে শ্যামানন্দের বিশেষ পরিচয় নাই। তিনি নরোত্তম-শ্রীনিবাসের ছত্রছায়ায় উৎকলভূমিতে চৈতন্যমতবাদ প্রচারে সাধ্যমত প্রযত্ন করিয়াছেন। তুলনায়, নরোত্তমের বিপুল রচনাবলী, তাঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্যব্রত, রাজপুত্র হইয়াও বিষয়-ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন জীবন, সর্ব-বৈষ্ণব-মহান্ত-সম্মেলন আহ্বান ও কীর্তনের অভিনব রীতি প্রবর্তন—চৈতন্য মতবাদকে বহুদূর প্রসারিত করিয়া গিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চৈতন্যমতবাদ প্রচারের দুইটি যুগ দেখা যায়। প্রথম যুগে ইহার নেতৃত্ব করেন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা অদ্বৈত প্রভুই সর্বপ্রথম নবদ্বীপে মহাভিষেকের দিনে সাধারণ্যে ঘোষণা করেন। নীলাচলেও শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন প্রবর্তনে তিনিই প্রথম উদ্যোগী হন। নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌড়মণ্ডলের সর্বত্র 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'—এই বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। নরহরি সরকার-ঠাকুর শ্রীখণ্ডে এবং গৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকা-কালনায় শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত পূজা সেবা আরম্ভ করিলেন। তখনও পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জীবিত ছিলেন বলিয়া

তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠার কল্পনা কাহারো মনে উদিত হয় নাই। উনবিংশ শতকের শেষভাগে যেমন রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যদের মধ্যে কেহ সারদেশ্বরীর মূর্তি স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না, অথচ বিংশ শতকে তাঁহার চিত্রপট ও মূর্তি প্রচারিত হইয়াছে, তেমনি ঠাকুর নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সর্বপ্রথম বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরও মূর্তি পূজার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

নরোত্তম হইতে বাংলাদেশে চৈতন্যমত প্রচারের দ্বিতীয় যুগের সূচনা। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে নরোত্তমের সর্বেশ্বরত্বের ধারণা। গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বেশ্বরত্ব-বোধ শ্রীগৌরাঙ্গের সাহচর্যের ফলে জন্ম লাভ করে। মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপুর ও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থাবলীতে এই বোধ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নরোত্তমের আবির্ভাব, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের কাছে। ছয়-গোস্বামীর গ্রন্থে গৌর ও হরির অভিন্নত্ব খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত নহে। অথচ গৌরাঙ্গের সর্বেশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই নরোত্তম তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এবং শচীসুত গৌরহরি তত্ত্বতঃ একই—এই বলবতী বিশ্বাস লইয়া নরোত্তম প্রচারে অবতীর্ণ হন। ফলে, গৌড় ও বৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব লইয়া যে মতানৈক্যের আভাস দেখা গিয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া চৈতন্য মতবাদ নবজীবন ও বল অর্জন করে। অতঃপর শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামী, গৌড়ভক্তবৃন্দ এবং নরোত্তমের রচনায় কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যাউক।

শ্রীচৈতন্যতত্ত্বের উপর গোস্বামীপাদগণ স্বতন্ত্র কোন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহাদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ও নমস্ক্রিয়ায় এবং কিছু কিছু স্তব-স্তোত্রেই যা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এই সকল উল্লেখ হইতে শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণাটি ঠিক স্পষ্ট হইয়া ওঠে না।

সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন,—

> শ্রীমচ্চৈতন্যরূপায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।
> যৎকারুণ্যপ্রভাবেন পাষাণোঽপ্যেষ নৃত্যতি ॥
>
> —২১২ টীকার শেষ

কিন্তু অন্যত্র আবার শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

> স্বদয়িত-নিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
> সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
> জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্য নামা
> হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥
>
> —বৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণ, ৩য় শ্লোক

এবং, বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ॥

—বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণ

শ্রীরূপগোস্বামীকৃত 'স্তবমালা'র প্রথম তিনটি অষ্টক 'চৈতন্যাষ্টক' নামে খ্যাত। ইহার দ্বিতীয় অষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের স্বয়ং ভগবত্তায় অবিশ্বাসীদিগকে অসুরভাবান্বিত বলিবার পর বলিতেছেন যে, শরণাগতজন শ্রীচৈতন্যকেই ত্রিজগতের 'অধিদৈব' বা পরম দেবতারূপে উপাসনা করেন।

অনারাধ্য প্রীত্যাচিরমসুরভাবপ্রণয়িনাম্।
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি॥

আবার অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, শচীনন্দন হরি করুণাপরবশ হইয়া কলিযুগে অবতীর্ণ,—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—বিদগ্ধমাধব, মঙ্গলাচরণ, ২য় শ্লোক

মুক্তাচরিতের মঙ্গলাচরণে রঘুনাথ দাসগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

নিজাম্বুজ্জলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে॥

—মুক্তাচরিত, মঙ্গলাচরণ, ৩য় শ্লোক

'ক্রমসন্দর্ভ' নামে ভাগবতের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে 'স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং' বলিয়া নিম্নোক্ত শ্রীচৈতন্য বন্দনা করিয়াছেন।—

নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

শ্রীচৈতন্যের কোন লীলা বর্ণনা না করিলেও তিনি শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নরূপে দেখিয়াছেন এবং নানা যুক্তির আশ্রয় লইয়া 'সর্বসম্বাদিনী'তে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা সপ্রমাণের চেষ্টা পাইয়াছেন।

এইরূপ বিভিন্ন মঙ্গলাচরণের শ্লোকগুলি ছাড়া গোস্বামীপাদগণের রচনায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। আবার, সকল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণেও শ্রীচৈতন্য স্থান পান নাই। শ্রীরূপ-কৃত 'দানকেলি-কৌমুদী', 'পদ্যাবলী' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং রঘুনাথদাসকৃত 'দানকেলি-চিন্তামণিতে'

চৈতন্যোদ্দেশে নমস্ক্রিয়া নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রতি গোস্বামীগণের গভীর শ্রদ্ধা এবং শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্বে তাঁহাদের বিশ্বাস থাকিলেও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান'—এইরূপ বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল স্বীকারোক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাই গোস্বামীগণ প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও গভীর অনুরাগ লইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহাদের 'লঘু ও বৃহৎ ভাগবতামৃতে' যে আলোচনা করিয়াছেন, সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চৈতন্য অবতারত্বের উল্লেখ দেখা যায় না। 'কৃষ্ণ-সন্দর্ভ'-এর মতো চৈতন্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় কোন সন্দর্ভ রচনার প্রয়োজন শ্রীজীব অনুভব করেন নাই। 'হরিভক্তিবিলাসে'র কুড়িটি মঙ্গলাচরণের মধ্যে আঠারোটিতে শ্রীচৈতন্য 'ভগবৎ', 'জগদ্‌গুরু', 'গুরুত্তর', 'তীর্থোত্তম' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত হইলেও, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের এই আচার-গ্রন্থটিতে চৈতন্য উপাসনা বা তাঁহার মূর্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

গৌড়ের ভক্তগণ এবং ঠাকুর নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াই তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুরারিগুপ্তের বিবরণ অনুযায়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াই সর্ব প্রথম বিশ্বম্ভরকে ভগবান বলিয়া ঘোষণা করেন। একদিন স্বগৃহে বিশ্বম্ভর প্রেমাকুলিত চিত্তে 'হরিতে আমার কিরূপে মতি হইবে' বলিয়া খেদ করিতেছেন শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন,—

> হরেরংশমবেহি ত্বমাত্মানং পৃথিবীতলে।
> অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে।
>
> —মুরারিগুপ্তের কড়চা, ২।২

ইহার পর তিনি প্রায়ই ঈশ্বরভাবে আবিষ্ট হইতেন বলিয়া মুরারি গুপ্ত ও কবি কর্ণপূর উল্লেখ করিয়াছেন,—

> 'ক্বচিদীশভাবেন ভৃত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্'
>
> —কড়চা, ২।৪।৪. মহাকাব্য, ৬।২৬

অদ্বৈত-গৃহেও বিশ্বম্ভরের অনুরূপ ভাব হইয়াছিল,—

> স্বয়ং শান্তিপুরং গত্বা দৃষ্টাদ্বৈত মহেশ্বরম্
> ঐশ্বর্য্যং কথয়ন্ কৃষ্ণপূর্ণাবেশো বভূব হ।
>
> —কড়চা, ২।৫।১৪

এইরূপ অপূর্ব ও অলৌকিক আবেশ দেখিয়া ভক্তগণের মনে বিশ্বম্ভরের স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে থাকে।

মুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর তাঁহার কাছে বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়া উপদেশাদি দিয়াছেন। নিত্যানন্দ তাঁহার ষড়্‌ভুজরূপ দেখেন বলিয়াও মুরারিগুপ্ত

বর্ণনা করিয়াছেন (কড়চা, ২।৮।২৭)। ঈশ্বরাবেশ বৃদ্ধি পাইতে তিনি একদিন শ্রীবাসের দেবালয়ে সিংহাসনের উপর বসিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু।
দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাসে লহু॥
দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছে সুখে।

—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মধ্য, পৃ. ২১

আচার্যের আগমন জানিঞা আপনে।
ঠাকুর পণ্ডিত গৃহে চলিলা তখনে॥
প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিল তখন॥
আবেশিত-চিত্ত প্রভু সভেই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইঞা॥
হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিল প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়।

—চৈতন্য ভাগবত, ২।৬।১৯৩

সেইদিন অদ্বৈত তাঁহাকে ভগবৎরূপে চন্দনে তুলসী মঞ্জরী ডুবাইয়া চরণ-পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনদাস (চৈ. ভা. ২।৬।১৯৪), মুরারিগুপ্ত (কড়চা, ২।১।১৯-২৩) ও কবি কর্ণপূর (মহাকাব্য, ৭।৩২-৩৫) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এইভাবে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা স্বীকৃত হইবার পর তাঁহার মহাপ্রকাশাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। মুরারিগুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস উভয়েই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা বিস্তারিত। মুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন, শ্রীবাসের গৃহে একদিন নানারূপ ভাববিকার প্রকাশ করিয়া বিশ্বম্ভর

'ররাজ সহসা দেবঃ সহস্রার্চিঃ সমপ্রভঃ।'

তাহার পর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—

'ইদং দেহ বিজানীহি সচ্চিদানন্দমুত্তমম্।'

শুনিয়া ভক্তগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীবাস তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া পূজা করিলেন। নিত্যানন্দ ছত্রধারণ করিলেন, গদাধর মুখে তাম্বুল দিলেন, কেহ কেহ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ মিলিয়া সংকীর্তন রসে মগ্ন হইলেন (কড়চা, ২।১২।১২-১৭)। এই অভিষেক দিবসে বিশ্বম্ভরের ভাবাবেশ কতক্ষণ ছিল মুরারিগুপ্ত তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, সাত প্রহর ধরিয়া এই ভাবাবেশ ছিল (চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৯ম)। এই সাত-প্রহরিয়া ভাবের দিন নিত্যানন্দ সর্বাগ্রে বিশ্বম্ভরের শিরে জল ঢালিয়া দেন এবং

অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি প্রধানগণ 'পড়িয়া পুরুষ সূক্ত করায়েন স্নান' (ঐ, মধ্য, ৯ম, ২১৮-১৯)। স্নানাভিষেক করার পর অদ্বৈত প্রভৃতি

দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সভে স্তব লাগিল পড়িতে॥

—চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৯ম পরিঃ, ২২০

এই অভিষেককালে শচীদেবী উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্বম্ভর শচীদেবীকে কৃপা করিয়া তাঁহার মস্তকে পাদ অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া কবিকর্ণপুর জানাইয়াছেন (মহাকাব্য, ৫।৮৮)।

উক্তরূপ অভিষেকের দিন নবদ্বীপের অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠীই কেবল উপস্থিত ছিলেন এবং সেইদিন হইতেই তাঁহারা বিশ্বম্ভরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে থাকেন। সর্বসমক্ষে তাঁহার ভগবত্তা তখনও ঘোষিত হয় নাই।

অভিষেকের কয়েকমাস পরে বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার ঈশ্বরাবেশের কোন বিবরণ মেলে না।

মুরারিগুপ্তের বিবরণ অনুযায়ী অদ্বৈত প্রভু পুরীতে রথযাত্রার সময় ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন করিয়াছিলেন (কড়চা, ৪।১০।১৬-২০)। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বৃন্দাবন দাস লিখিতেছেন, একদিন সকল ভক্তকে অদ্বৈত প্রভু বলিলেন,—

শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজ শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব্ব অবতার মম চৈতন্য গোসাঞি॥

—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ১০ম পরিঃ

শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাতে এই কীর্তন হইতে থাকিলে তিনি লজ্জা পাইয়া স্থানত্যাগ করেন। কীর্তনান্তে ভক্তগণ তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার নামকীর্তনের জন্য অনুযোগ করেন। কিন্তু ভক্তগণ সে অনযোগ মানেন নাই। তাহার পর বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সমাগত সহস্র সহস্র লোক শ্রীচৈতন্য অবতার বর্ণনা করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়া দেয়।

সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন॥

—ঐ, অন্ত্য, ১০ম পরিঃ

গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যকীর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কবি-কর্ণপুরও জানাইয়াছেন,—

অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণ প্রেমবিহ্বলাঃ।
তস্যৈব গুণনামাদি কীর্তয়ন্তো মুদং যযুঃ॥
—মহাকাব্য

এইসব বিবরণ হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, গৌড়দেশীয় ভক্তগণ পুরীতে অদ্বৈত প্রভুর নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্ব সর্বসাধারণের মধ্যে কীর্তন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন নরোত্তম লাভ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিবার সুযোগ তাই তাঁহার ছিল না। যেখানে নরোত্তমের শিক্ষা দীক্ষা, সেই বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই গুরুত্ব ছিল অধিক। তিনি যখন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন চৈতন্যচরিতামৃত তাহার অনেক কাল পরের রচনা। সতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ'—সিদ্ধান্তও তিনি অবগত হইয়া আসেন নাই। তথাপি তিনি যে শ্রীচৈতন্যকেই পরতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, খেতরীতে গৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও, নরোত্তমের পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনায় তাহার বহুল নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এবং শচীসুত গৌরাঙ্গকে তত্ত্বতঃ একই জানিয়া নরোত্তম বলিয়াছেন,—

ব্রজেন্দ্র নন্দন যে, শচীসুত হঞাছে
বলরাম হঞাছে নিতাই।—প্রার্থনা ১৬

অন্যত্র,
আরে মোর রাম কানাই।
কলিতে হৈল দোঁহে চৈতন্যনিতাই॥
—পদাবলী ১৪০

পুনশ্চ,
কৃষ্ণ এই গৌরাঙ্গ নিজ।
—পদাবলী ১৩৬

এবং
যার সেবা পরিচর্যা সখিগণ করে।
যারে সুখ দিতে অঙ্গে ভূষণাদি পরে॥
সেই মূর্তি সেই ভাব চৈতন্য গোসাঞি।
আশ্রয় অনুরূপা ভাব সাধকের ঠাঞি॥
শ্রীগুরু পরমগুরু পরাৎপর গুরু।
পরমেষ্ঠী গুরুর গুরু চৈতন্য কল্পতরু॥
—উপাসনা তত্ত্ব

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তিহঁ অন্যমত নাঞি।—উপাসনা তত্ত্ব

'নামচিন্তামণি' গ্রন্থে নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পুরীতে মহাপ্রভু ও হরিদাসের মধ্যে নামমহিমা ও অবতারতত্ত্ব প্রসঙ্গে যে প্রশ্নোত্তর ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে হরিদাস নানা পুরাণ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করেন। নামচিন্তামণি নরোত্তমের অন্য রচনা হইতে আকারে কিছু বৃহৎ। ইহার উল্লেখ ইতিপূর্বে কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার বিবরণ অনুযায়ী মহাপ্রভু হরিদাসকে প্রশ্ন করিতেছেন,—

যুগে যুগে অবতার হয় ভগবান।
পাষণ্ড সংহারি সাধু করে পরিত্রাণ॥…
অতএব কোন যুগে কোন বর্ণ ধরে।
কোন নাম কোন যুগে ধরেন ঈশ্বরে॥
কোন যুগে কোন ধর্ম করেন স্থাপন।

হরিদাস বলিলেন,—

কলিযুগে পীতবর্ণ ধরে ভগবান।
পীত শব্দে গৌরবর্ণ গৌরচন্দ্র নাম॥
অঙ্গ উপাঙ্গ পারিষদগণ সঙ্গে।
পাষণ্ড দলন করেন নাম গুণ রঙ্গে।
নাম সংকীর্তন যুগধর্ম প্রকাশিঞা।
আপনে কীর্তন করে ভক্তগণ লঞা॥

হরিদাস ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া নিজ উক্তির প্রমাণ দিলে মহাপ্রভু প্রতিপ্রশ্ন করিলেন,—

কলিযুগে যেই ভগবান অবতারে।
পীতবর্ণ ধরি নাম করে পরচারে॥
হইয়াছে কি হবে কহ তার অবতার।
তেহো প্রয়োজন বস্তু আমা সভাকার॥

হরিদাস বলিলেন যে, ঈশ্বর প্রকট হইয়াছেন ও 'জগৎ তারিল নিজ নাম প্রচারিয়া'। তিনি নিজেকে লুকাইতে চেষ্টা করিলেও ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে ভুল করেন নাই। মহাপ্রভু তখন হরিদাসকে সেই প্রকট ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে হরিদাস বলিলেন, ঈশ্বর সন্ন্যাসীস্বরূপে নরদেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর লক্ষণ ভাগ্যবানেই কেবল দর্শন পাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—

প্রভু কহে পীতবর্ণ নাম সংকীর্তন।
জীব পরিত্রাণ আর সন্ন্যাস আশ্রম॥

এ চারি লক্ষণ কলি যুগে অবতারে।
কৈছে হয় কহ মোরে শাস্ত্র অনুসারে॥

হরিদাস তখন গরুড় পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, দেবী পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ হইতে প্রমাণ তুলিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর নিরূপণ করিলেন। অতঃপর,

প্রভু কহে ন্যাসি ভগবান কহ যারে।
তিঁহো এবে কোথা আছে দেখাহ আমারে॥
হরিদাস কহে তার নীলাচলে স্থিতি।
দারু ব্রহ্ম সমীপে'ত আছেন সম্প্রতি॥

তখন,

প্রভু কহে তার জন্ম কোন স্থান।
কাহার নন্দন তিঁহো কিবা তার নাম॥

হরিদাস বলিলেন,—

কলিযুগে অবতার নদীয়া নগরে।
জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে॥

ইহাকে নারিগণ 'নিমাঞি', বিপ্রগণ 'বিশ্বম্ভর', সুন্দর দর্শন বলিয়া 'গৌরাঙ্গ', কেশব-ভারতী দীক্ষা দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শচীগর্ভজাত বলিয়া 'শ্রীশচীনন্দন' এবং নবদ্বীপে জন্ম হেতু প্রেমাবিষ্ট ভক্তগণ 'নবদ্বীপচন্দ্র' নাম রাখেন।

হরিদাসের এই উক্তিকে মহাপ্রভু প্রলাপের বচন বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে হরিদাস বলেন,—

ঈশ্বর বেকত হয় ক্রিয়া অনুসারে।
অতএব কহি কিছু তার ব্যবহারে॥
অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার ষড়্ভুজ দেখি পাইল আনন্দ॥
বরাহ আকার হই মুরারি অঙ্গনে।
দশনে লইয়া ক্ষারি যে কৈল ভ্রমণে॥

ইনি জগাইমাধাইয়ের মতো মহাপাপীকে উদ্ধার করেন, শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বপ্রকাশ করেন, এবং প্রতাপরুদ্রকে ষড়্ভুজ সন্দর্শন করান। সুতরাং,

তিঁহো যে ঈশ্বর হবে ইথে কি বিস্ময়।
সূর্য্য উদিলে হাথে ঢাকা নাহি যায়॥

তখন প্রভু কহিলেন, হরিদাস তুমি ঈশ্বরের মর্ম না জানিয়া 'ক্ষুদ্র জীব মায়ার কিংকর' আমাকে ঈশ্বরবুদ্ধি করিতেছ। সচ্চিদানন্দ যুক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বরের সহিত আমার

তুলনা করিলে আমার সর্বনাশ হইবে। হরিদাস মহাজনবচনের দোহাই পাড়িলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

ইহা সভার বচনে ঈশ্বর নহি আমি।
পুরাণে কহয়ে যদি তবে আমি মানি॥

হরিদাস তাহার উত্তরে পদ্মপুরাণ, বামন পুরাণ, জৈমিনি ভারত, ভাগবত হইতে প্রমাণ দিলে মহাপ্রভু বলিলেন, উত্তম ভক্তের মধ্যে তুমি, শ্রীরূপ ও সার্বভৌম গণিত হইয়া থাক। তোমাদের

কৃষ্ণচরণারবিন্দে গাঢ় প্রেমভক্তি।
স্থাবর জঙ্গমে দেখ নিজ ইষ্ট মূর্ত্তি॥
তে কারণে ঈশ্বর করিয়া কহ মোরে।
তোমাদের বাক্য কেবা লঙ্ঘিবারে পারে॥
অতএব পরাজয় মানিলাম আমি।

তখন হরিদাস বলিলেন, তুমি ভক্তবৎসল ভক্তের কারণে নানা অবতার কর। কিন্তু,

সে সকল অবতারে মোর নমস্কার।
গৌর-অবতার মোর প্রয়োজন সার॥...

গৌরাঙ্গ অবতারকেই সার জানিয়াই হরিদাসের প্রার্থনা,—

স্থাবর জঙ্গম মধ্যে যত জীব জাতি।
নিজকর্ম্মফলে যদি হয় গতাগতি॥
সে সকল যোনি মধ্যে জনম লভিঞা।
তোমা না পাসরি যেন মায়ামুগ্ধ হঞা॥
দৃঢ় ভক্তি হয় যেন তোমার চরণে।

কেননা যদি,

চৈতন্যপাদারবিন্দে হয় রতি মতি।
অন্তকালে হয় ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি॥

অন্ত্যকালে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা প্রাপ্তি নরোত্তমের সাধনার লক্ষ্য ছিল। সেই সাধনার সিদ্ধিপথে তিনি শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

স্বরূপ দামোদর চৈতন্যতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন নরোত্তম তাহা গ্রহণ করেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় নরোত্তম লিখিয়াছেন যে, ব্রজরাজনন্দন

নবদ্বীপে অবতরি, রাধাভাব অঙ্গীকরি,
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিনবাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি
সঙ্গে সব পারিষদগণ॥

অন্যত্রও ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।
সভে কহে শচীগর্ভে জন্ম তাহান ॥...
নবদ্বীপে শচীগর্ভে পূর্ণ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥

—গুরুশিষ্যসংবাদ

এবং,

পুরবে কালিয়া ছিল, এবে গৌর অঙ্গ হৈল
জপিয়া রাধার নিজনাম। —পদাবলী ১৩৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন জানিয়া নরোত্তম একাধিক প্রার্থনার পদে বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ, পহু মোর গৌর ধাম,
নরোত্তম লইল শরণে।

—প্রার্থনা ২৩

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ, স্বরূপ রূপ সনাতন,
নরোত্তম এই নিবেদনে।

—প্রার্থনা ৩৮

এইরূপ বলবতী বিশ্বাস লইয়া নরোত্তম গৌরাঙ্গ ভজনের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, রতিমতি তারে সেব,
প্রেম-কল্পতরু দাতা।

প্রার্থনার ১ হইতে ৪ সংখ্যক পদে শ্রীগৌরাঙ্গমহিমা বিশেষ করিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২ সংখ্যক পদে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নরোত্তমের ধারণার রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট। উদ্ধৃতি দিতেছি।—

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জন ভকত রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাও বলিহারী।
গৌরাঙ্গের গুণে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভজনে অধিকারী ॥

* * *

গৌরাঙ্গের রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা চৈতন্য বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

এইভাবে গৌরাঙ্গমহিমা প্রচার ছাড়াও কীর্তনে 'গৌরচন্দ্রিকা' গানের সূচনা করিয়া নরোত্তম রাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণে শ্রীচৈতন্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্কেরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ ভিন্ন যে রাধাকৃষ্ণ লীলাস্মরণ ব্যর্থ অতঃপর তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় শেষের দিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে। সেখানে নরোত্তম লিখিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বোলান বাণী।
তাহা বই ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥

অর্থাৎ নরোত্তমের সকল প্রকার রচনার নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ আসিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে এবং এইসব রচনায় যে সব তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণা-জাত। শ্রীগৌরাঙ্গকে এইভাবে সাবিক মহিমা দিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বেরই প্রচার নরোত্তম করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর গৌরাঙ্গ-ঈশ্বরের পূজা ও ভজনার ধারা বাংলা-দেশে অব্যাহত বেগে চলিতে থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নরোত্তম গৌরাঙ্গসহ দেবীবিষ্ণুপ্রিয়ারও মূর্তি পূজার প্রবর্তন করেন। তত্ত্ব ও ভাবের দিক দিয়া কেহ কেহ হয়তো ইহাতে আপত্তি তুলিতে পারেন। স্বরূপ-দামোদরের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীচৈতন্য হইতেছেন ভিতরে কৃষ্ণ, বাহিরে রাধার ভাব ও দ্যুতি-সম্বলিত বিগ্রহ। যদি তিনি একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার পত্নীর পূজার সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ঈশ্বরের অনন্তশক্তি, বিচিত্র লীলা ও অপরিমেয় মহিমা। সেজন্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি যেমন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন, তেমনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া উপাসনার এই রীতি ঠাকুর নরোত্তম প্রবর্তন করিলেও তাহা যে উনিশ শতকের পূর্বে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে অধিকাংশেই গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি, কোথাও কোথাও গৌরগদাধরের মূর্তি। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাচীন মূর্তি খুব কমই দেখা যায়। আধুনিক যুগে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া উপাসনাবাদীদের মধ্যে নবদ্বীপনিবাসী হরিদাস গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপনের পর নরোত্তমের দ্বিতীয় প্রয়াস হইল মহাপ্রভু

প্রবর্তিত নাম-সংকীর্তনকে বহুব্যাপ্ত করিয়া তোলা। নাম-সংকীর্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা কৃষ্ণ-আরাধন কলিযুগে পরম উপায় বলিয়া শ্রীচৈতন্য স্বরূপ-রামানন্দকে উপদেশ দিয়াছিলেন।—

নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ২০শ পরি.

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর রচনা বলিয়া শ্রীরূপ পদ্যাবলীতে আটটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নামে অন্যান্য রচনা আরোপিত হইলেও সেগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। উক্ত আটটি শ্লোকের মধ্যে চারটি শ্লোকই নামসংকীর্তন সম্বন্ধে। প্রথম শ্লোকের বক্তব্য—হরেকৃষ্ণ সংকীর্তনে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জিত হয়, ভবসংসারের দাবাগ্নি নির্বাপিত হয় এবং সমস্ত দেহমন যেন অমৃতরসস্নানে স্নিগ্ধ হয়।[১] নাম-গ্রহণের রীতি বিষয়ে দুইটি শ্লোকে উপদেশ আছে। নামগ্রহণের কোন দেশকাল নিয়ম নাই,[২] তৃণের মত সুনীচ তরুর মত সহিষ্ণু হইয়া নিয়মিত নামজপ করিতে হইবে।[৩] অতঃপর নামে প্রেম জন্মিলে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নয়নে প্রেমাশ্রু বহিবে, কণ্ঠস্বর গদগদ হইবে ও সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে।[৪]

শ্রীচৈতন্যের এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া নরোত্তম বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে সংকীর্তন প্রচারে ব্রতী হন। খেতরীর বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে ইহার সুচনা। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে, সংকীর্তন প্রচারের জন্য নরোত্তম মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ লাভ করেন।—

১ চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিসম্বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥—পদ্যাবলী

২ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশিমহাজনি নানুরাগঃ॥—পদ্যাবলী

৩ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥—পদ্যাবলী

৪ নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপু কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ —পদ্যাবলী

অলৌকিক গীতবাদ্য করিবে প্রকাশ।
যাহার শ্রবণে হইবে সবার উল্লাস ॥···
মোর মনোবৃত্তি গীতবাদ্যে ব্যক্ত হইবে।
পরম রসিক সাধু সদা আস্বাদিবে ॥

—নরোত্তমবিলাস, ৪র্থ, পৃ. ৫২, বহরমপুর সং

খেতরীতে নরোত্তম যে সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন, তাহা সরলতা ও গাম্ভীর্যে রাগ-সঙ্গীত ধ্রুপদের সহিত তুলনীয়।[১] এইরূপ সংকীর্তন একাকী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। ইহার সহিত সঙ্গত করিবার জন্য দোহার ও বাদকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। নরোত্তম আপন শিষ্যগণের মধ্য হইতে দেবীদাস ও বল্লভদাসকে মৃদঙ্গ বাদনে এবং গৌরাঙ্গ দাসকে কাংস্যতাল অর্থাৎ করতাল বাদ্যে সুশিক্ষিত করিয়া লন। দোহার বা অনুগায়ক হিসাবে দেবীদাস-গোকুলদাস প্রভৃতি সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতাভিজ্ঞ ভক্তগণ নরোত্তমের সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

নরোত্তম নিজে ছিলেন অতিশয় সুকণ্ঠের অধিকরী[২] ও সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহার সঙ্গে সুশিক্ষিত ভক্তগণ যোগ দিয়া খেতরীর উৎসবে যে অহোরাত্র সংকীর্তন করেন তাহাতে অভূতপূর্ব ফল ফলিয়াছিল। ভক্তগণের বিশ্বাস অনুযায়ী এই অপূর্ব কীর্তন শ্রবণ করিয়া অধৈর্য্যবশতঃ 'গণসহ গৌররায়'ই কেবল কীর্তণ প্রাঙ্গণে সমবেত হন নাই।[৩] তামাসা দেখিতে যে অবিশ্বাসীর আগমন ঘটে তাহাদেরও পর্যন্ত মন গলিয়া গিয়াছিল। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—

পরিহাস হেতু যে পাষণ্ডীগণ আইল।
ফিরিল সবার মন কাঁদি ব্যগ্র হইল ॥
ছাড়িতে না পারে কেহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণ।

—নরোত্তমবিলাস, ৭ম, পৃ. ৯৬, বহরমপুর সং

খেতরীর মহোৎসবে সংকীর্তনের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন, 'খেতরী মহোৎসবে যে কীর্তনের ধুম পড়িয়া গেল, তাহা সহস্র বাদানুবাদ অপেক্ষা কার্যকর হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গীতের আনন্দ মিশ্র হইয়া অনায়াসেই লোকমতের মোড় ফিরাইতে সক্ষম হয়'।[৪]

[১] শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, পৃ. ৩৩

[২] নরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তার তৃষ্ণা বাড়ে অনিবার ॥

—নরোত্তমবিলাস, ৭ম, পৃ. ৬৩, বহরমপুর সং

[৩] নরোত্তমবিলাস, ৭ম বি, পৃ. ৬৪, বহরমপুর সং

[৪] কীর্তন, পৃ. ২৬
খেতরী উৎসবের এই সংকীর্তন যে একসময় সমগ্র বাংলাদেশকে ভাববন্যায়

খেতরীর এই সংকীর্তনই বর্তমানের কীর্তনগানের প্রণালীবদ্ধ রূপটি নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। উচ্চাঙ্গের কীর্তনে যে লীলাগান হইবে তাহাতে তদুচিত একটি 'গৌর-চন্দ্রিকা' গান করিবার রীতি প্রচলিত। বর্তমানের প্রণালীবদ্ধ কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা গীত না হইলে রাধাকৃষ্ণ লীলাগান করিবার নিয়ম নাই। গৌরচন্দ্রকে স্মরণ না করিয়া লীলাগান করিলে অভিজ্ঞ শ্রোতা তাহা গ্রহণ করেন না।[১]

শ্রীরূপগোস্বামী তিন শ্রেণীর কীর্তনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেণী তিনটি হইতেছে—নামকীর্তন, গুণকীর্তন ও লীলাকীর্তন। তবে তিনটি কীর্তনই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক। খেতরীর সংকীর্তন কিন্তু গৌরাঙ্গের গীত দিয়া শুরু করিয়া কৃষ্ণলীলা গানে শেষ হয়। নরোত্তম বিলাসে আছে,—

সকল মহান্ত অতি আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের জন্ম গীত গায় মৃদু স্বরে॥

—৭ম বিলাস, পৃ. ৯৮, বহরমপুর সং

নিত্যানন্দ দাসও লিখিয়াছেন,—

প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তারপর হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
পরে হয় গোবিন্দের গৌর-কৃষ্ণলীলা গান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় পরাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গান।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণ॥

—প্রেমবিলাস, ১৯শ, পৃ. ৩১৮, বহরমপুর সং

প্রাচীন গ্রন্থগুলির এই সকল উক্তি হইতে মনে করা স্বাভাবিক যে, কীর্তনগানে গৌর-চন্দ্রিকা প্রবর্তনের স্রষ্টা ছিলেন ঠাকুর নরোত্তম। তাঁহারই প্রবর্তিত রীতি পরবর্তী কালে গৃহীত হয়।

এই উৎসব হইতেই কীর্তনীয়াগণ সম্মানভাজন হইয়া আসিতেছেন। খেতরীর সংকীর্তনে রঘুনন্দন মালাচন্দন দিয়া নরোত্তমকে বিভূষিত করেন। কীর্তনীয়াকে মালাচন্দনে সম্মানিত করা কীর্তনগানের রীতি হইয়া উঠিয়াছে।

খেতরীর সংকীর্তনে কেবল নামগান নহে লীলাগানও যে হইয়াছিল প্রেম-

প্লাবিত করিয়া তোলে সে সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (প্রাচীন বাংলার গৌরব), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (পদাবলী কীর্তনের পরিচয়—বলরাম দাসের পদাবলী), অর্পণাদেবী (শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৫৯) এবং সুরেন্দ্রনাথ দাস (বঙ্গশ্রী, ১৩৪৭) এক-মত পোষণ করেন।

১ কীর্তন, পৃ. ৩৩

বিলাসের উদ্ধৃতিতে তাহা দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইতিপূর্বে লীলাগান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রভু বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জয়দেবের পদ আস্বাদন করিয়াছেন। মাধবঘোষ 'দান-লীলা' গান শুনাইয়াছেন। কিন্তু খেতরীর উৎসবের মতো এমনভাবে বাদকনর্তক সহ একাধিক দিবস ধরিয়া প্রাতে সন্ধ্যায় লীলাকীর্তন ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই ভাবে কীর্তনগানের একটি প্রণালীবদ্ধ ও জনপ্রিয় রূপ নির্দিষ্ট করিয়া এবং তাহার মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাস্মরণের ব্যবস্থা করিয়া নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের অভিমত প্রচারে প্রয়াসী এবং তাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। নরোত্তম প্রবর্তিত কীর্তনের রীতি গড়েরহাটি বা গরাণহাটি নামে খ্যাত। মুখ্যতঃ ইহারই অনুসরণে ক্রমশঃ কীর্তনের অন্য তিনটি প্রসিদ্ধ রীতি প্রবর্তিত হয়।

ইহা ছাড়া, রচনার মাধ্যমেও নরোত্তম নামকীর্তনের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার বহু স্থানে নামপ্রসঙ্গ আছে। যথা,—

(১) কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম
ব্রজজন সঙ্গে অনুক্ষণ।

অর্থাৎ ব্রজবাসী ভক্তজনের সঙ্গে কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্তন সত্য সত্যই পরমরসময়।

(২) হা হা কৃষ্ণ বলি বলি, বেড়াও আনন্দ করি,
মনে আর নহে যেন দুজা।

এখানে 'নামগানে সদা রুচিঃ'র কথা।

(৩) কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে।
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
যুগল বিলাসস্মৃতি সার॥

ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানসী-সেবা যে নামাশ্রয়েই—মহাপ্রভুর এই উপদেশের অনুসরণ নরোত্তম এখানে করিয়াছেন।

(৪) রাধাকৃষ্ণ নামগান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ।

(৫) লীলারস সদাগান, যুগলকিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।

(৬) কৃষ্ণনামগানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।

নামগানের মহিমাবিষয়ক অনুরূপ উক্তি নরোত্তমের অন্য রচনার বহু স্থানে ছড়াইয়া আছে। প্রর্থনার একটি পদে তিনি হরিনাম সংকীর্তনকে গোলোকের প্রেমধন

বলিয়াছেন (প্রা. ১৬)। অন্য একটি পদে চিত্তে রাধাকৃষ্ণ রূপভাবন এবং মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম গানের উপদেশ দিয়াছেন (প্রা. ২২)। ইহাছাড়া নামসংকীর্তনের দুইটি পদও নরোত্তম রচনা করেন (প্রা. ৮১ ও ৮২)।

নামকীর্তনের তাত্ত্বিক আলোচনা নরোত্তম তাঁহার 'নামচিন্তামণি' নামক রচনায় বিস্তারিত ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে নরোত্তম বলিতেছেন,—

কৃষ্ণ যৈছে চিন্তামণি সর্বফলদাতা।
নামচিন্তামণি তৈছে জানিহ সর্বথা॥
চেতনস্বরূপ কৃষ্ণ যৈছে মায়াতীত।
তৈছে কৃষ্ণনাম করে জগতের হিত॥
রসের বিগ্রহ কৃষ্ণ সর্ব রস ধরে।
গৌণ মুখ্য রসগণ কৃষ্ণেতে বিহরে॥
তৈছে কৃষ্ণনাম হয় সর্ব রসময়।
শান্তাদি মধুর রস নামে উপজয়॥
কৃষ্ণ যৈছে পূর্ণরূপে স্বয়ং ভগবান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর যাহা বহি নাহি আন॥
কৃষ্ণনাম তৈছে হয় না করে বিচার।
আপনে স্বতন্ত্র হইয়া তারয়ে সংসার॥

—নামচিন্তামণি

কৃষ্ণের মতই কৃষ্ণনাম পতিতপাবন ও মায়াবন্ধ হরণকারী। এই কারণে শাস্ত্রে 'নাম' ও 'নামী'কে অভিন্ন বলা হইয়া থাকে। সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান, ত্রেতার ধর্ম যজ্ঞ ও দ্বাপরের ধর্ম অর্চনা। এই তিন ধর্মে যে ফল লাভ হইয়া থাকে কলিতে কৃষ্ণ-নাম গ্রহণে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে।

তিন যুগে তিন ধর্মে যত ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে তত ফল পায়॥

—নামচিন্তামণি

নামগ্রহণে দেশকালপাত্রাদির বিচার মহাপ্রভু করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে।—

স্থানাস্থান অপেক্ষা না করে কৃষ্ণ নামে।
গ্রহণ করিব মাত্র যেখানে সেখানে॥
কৃষ্ণনামে নাহি কালাকালের বিচার।
পাত্রাপাত্র ভেদ নাহি অধম চণ্ডাল॥

দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি নিষেধ না মানে।
শুচি বা অশুচি ক্রিয়া নাহি কৃষ্ণ নামে॥

নামের আভাসেই জীবের মুক্তি ঘটে। সুতরাং শ্রদ্ধাসহকারে নাম গ্রহণ করিলে আরো কি গতি হইতে পারে তাহা কহা যায় না! তবে, কৃষ্ণনামের ফলে যে কৃষ্ণপদে প্রেম জন্মায় ইহাই শাস্ত্রোক্তি।

নরোত্তমের প্রবর্তিত কীর্তন রীতি পরবর্তীকালে অনুসৃত হইয়াছে। যাহার ফলে 'রেনেটী', 'ঝাড়খণ্ডী' ইত্যাদি কীর্তন ঘরানার উদ্ভব। তাঁহার 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' ও 'প্রার্থনা' ভক্তবৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। সুতরাং, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞের যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, নরোত্তমের প্রচেষ্টায় তাহা যে সুদূরপ্রসারী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মতবাদও প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক ছাড়া মহাপ্রভু আর কিছু রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তবে শ্রীরূপসনাতনের গ্রন্থাদি যে মহাপ্রভুর শিক্ষায় এবং প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার শ্রীরূপসনাতন শিক্ষা বিষয়ক পরিচ্ছেদগুলি এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণের শ্লোক হইতে[১] বুঝিতে পারা যায়। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর গৌড়-বৃন্দাবনে যে সাধনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নাম রাগানুগা সাধন। অর্থাৎ সখীর অনুগত হইয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানসী সেবাসাধনা। ইহাই মঞ্জরীভাবের সাধনা। এই ভাবে মানসীসেবার সাধন-উপদেশ মহাপ্রভু হয়তো শ্রীরূপরঘুনাথকে দিয়া থাকিবেন। চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ অনুযায়ী মহাপ্রভু রঘুনাথদাস গোস্বামীকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—

অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ নাম লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

—অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরি., ২৩৭

রাগানুগা ভক্তের প্রসঙ্গে তিনি সনাতনকে বলিয়াছিলেন যে, রাগানুগাভক্তগণ—

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

১ হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মঙ্গলাচরণ

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥

—ঐ, মধ্য, ২২শ পরি., ১৫৩, ১৫৫

এই সব ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া সম্ভবতঃ শ্রীরূপরঘুনাথ মঞ্জরীভাবের সাধনার সূচনা করিয়া যান। নরোত্তমের সাধনায় ও রচনার মধ্যে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় ইহার পূর্ণবিকশিত রূপের পরিচয় আছে। মঞ্জরীসাধনার সূত্র নরোত্তম পাইয়াছিলেন শ্রীরূপরঘুনাথের নিকট হইতে। এই সাধনা যে শ্রীচৈতন্যের অভীষ্ট ছিল প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণের শ্লোক হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, মঙ্গলাচরণ

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের মনের একান্ত অভিলাষ যাঁহার দ্বারা ভূতলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই শ্রীরূপ কবে আমাকে তাঁহার চরণসামীপ্য প্রদান করিবেন।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় ব্যাখ্যাত তত্ত্ব অবশ্যই শ্রীরূপগোস্বামী-সম্মত। শ্রীরূপের ব্যাখ্যা যদি শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট হয়, নরোত্তম উদ্ধৃত মঙ্গলাচরণে সেইরূপ ইঙ্গিতই দিয়াছেন, তবে একথা স্বীকার্য যে, শ্রীচৈতন্যের অভিমতই প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান সঠিক হইলে বলিতে হয়, শ্রীচৈতন্যের মতবাদ প্রচারে নরোত্তম বহুল পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় কঠিন তত্ত্বকথা প্রাঞ্জল ভাবে ও সুললিত ভাষায় স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনুরূপ দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা লক্ষ ভক্তিগ্রন্থের টীকা স্বরূপ বলিয়া বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধি আছে। প্রেমভক্তি লাভের সহজতম পন্থা হইল প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার নির্দেশগুলি মানিয়া চলা। শ্রীরূপপ্রমুখের সংস্কৃত গ্রন্থগুলির ভাব ও রসাস্বাদনে যাহারা অক্ষম, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা তাহাদের কাছে অনন্য অবলম্বন। ফলে, গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। গত তিনটি শতাব্দী ধরিয়া ইহার শত শত অনুলিপি হইয়াছে এবং ভক্তগণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

নরোত্তমের প্রার্থনার অনুপম পদগুলিতে মানসীসেবার বা মঞ্জরীসেবার রহস্যময় স্বরূপটি অপূর্ব চিন্ময়তায় ও সগভীর আবেগে স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মঞ্জরী সাধনার পূর্ণবিকশিত রূপের পরিচয় কেবলমাত্র ইহাতেই বিধৃত হইয়াছে। মঞ্জরী সাধকের অভিলাষ ও আকুলতাকে ইতিপূর্বে এবং পরেও আর কেহ নরোত্তমের মত এমন অনবদ্য কাব্যরূপ দিতে পারেন নাই। ইহার ফলে আজ পর্যন্ত তাঁহারই

প্রার্থনা পদগুলি মঞ্জরীসাধকের মুখ্য অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। নরোত্তমের প্রার্থনা পদাবলীরও অসংখ্য পুথি মিলিয়াছে। পুথির প্রাচুর্য ইহাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন।

সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট মানসীসেবা সাধনা প্রচারে নরোত্তম যে একটি অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না। 'নরোত্তমের সাধনা' শীর্ষক অধ্যায়ে মঞ্জরী সাধনার পূর্ণ ইতিবৃত্ত আলোচনা করা যাইবে।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনকে যে সব সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, নরোত্তমের বিভিন্ন রচনার মধ্যে তাহা কি ভাবে অনুসৃত হইয়াছে, অতঃপর সেই প্রসঙ্গে আসা যাইতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অনুযায়ী মহাপ্রভু শ্রীরূপকে (মধ্যলীলা, ১৯শ পরি.) এবং সনাতনকে (মধ্যলীলা, ২২শ ও ২৩শ পরি.) ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু উপদিষ্ট ভক্তিতত্ত্ব মোটামুটি এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেশাগ্র ভাগের শতাংশের শতাংশ তুল্য সূক্ষ্ম জীবের নিত্য দাসত্ব সম্বন্ধ। কিন্তু মায়াশক্তির বলে জীব সে সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া আছে। কৃষ্ণভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ, কোটি কোটি জ্ঞানী মুক্ত জীবের মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন সময় ভাগ্যবলে জীবের কৃষ্ণভক্তসঙ্গ লাভ ঘটে, তবে সে ভক্তি-লতার বীজ পাইয়া থাকে। বহু যত্নের ফলে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়। ভক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাকে বাড়িতে না দিলে সেই ভক্তিলতা ক্রমে কল্পবৃক্ষরূপ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেবন করে। এই ভক্তিলতার ফল হইল প্রেম। এই প্রেমফলরস আস্বাদন করিয়া জীব পরমপুরুষার্থের স্বাদ পায়। ইহার নিকট ধর্ম-অর্থাদি চারি পুরুষার্থ তৃণতুল্য।

শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রেম লাভ হয়। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ হইল—অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, জ্ঞানকর্ম ছাড়িয়া আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। ভক্তিমুক্তি বাঞ্ছাদি থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না।

সাধনভক্তির বিবিধ অঙ্গ। তাহার মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্তিসেবন প্রধান পাঁচটি অঙ্গ। জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। বৈধী ও রাগানুগা—সাধনভক্তির দুই প্রকার ভেদ। শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভক্তি-সাধন তাহাই বৈধী ভক্তি। ইহাতে রাগ সম্পর্ক নাই।

অভীষ্ট বিষয়ে গাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ। রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি। ব্রজবাসিজন রাগাত্মিকা—ভক্তিমুখ্যা। ইহার অনুগত যে ভক্তি তাহাই রাগানুগা।

রাগানুগা ভক্তির দুই প্রকার সাধন—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্যে—সাধকদেহে শ্রবণ ও কীর্তন। অন্তর সাধন হইল, মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহার ভাবে সাধক লুব্ধ তাদৃশ কৃষ্ণভক্তের অনুগামী হইয়া রাত্রিদিনে নিরন্তর ব্রজে কৃষ্ণের সেবা।

কৃষ্ণরতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে প্রেমভক্তির উদয় হয়। প্রেমভক্তির প্রথম স্তরে আছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গগুণে শ্রবণকীর্তন, তাহার ফলস্বরূপ অনর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তিনিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে চিত্তে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর বা ভাব জন্মে। সেই ভাব গাঢ় হইলে প্রেম নাম ধরে। সর্বানন্দধাম এই প্রেম-ই প্রয়োজন বা পরমপুরুষার্থ।

প্রেম বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব হয়।

অধিকারী ভেদে রতি পাঁচ প্রকার। যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরতির সীমা প্রেম, দাস্যরতির রাগ, সখ্য ও বাৎসল্য রতির অনুরাগ। মধুর রতির রূঢ় অধিরূঢ় দুই ভাব। মহিষীগণ রূঢ় ও গোপিকাগণ অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাবে দুই ভেদ। সম্ভোগে মাদন ও বিরহে মোহন। মাদনে চুম্বনাদি অনন্ত বিভেদ, মোহনের ভেদ উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প। প্রজল্পাদি চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ, বিরহ বিবশতা হেতু নানাবিধ প্রচেষ্টা হইল উদ্‌ঘূর্ণা।

শৃঙ্গার দ্বিবিধ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের অঙ্গ অনন্ত। বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য। রাধিকা প্রভৃতিতে পূর্বরাগ, মান ও প্রবাস এবং মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ বা বর্ণিত।

মধুররসের শ্রেষ্ঠ আলম্বন হইতেছেন রাধা ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ও রাধা আশ্রয়ালম্বন।

ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিরস ব্যাখ্যা ছাড়াও মহাপ্রভু সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ (মধ্যলীলা, ২০ পরি.) এবং সম্বন্ধতত্ত্ব (মধ্যলীলা, ২১ পরি.) শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীরূপগোস্বামী-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থদ্বয়ে ভক্তিরসতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নরোত্তমের রচনাবলীর প্রধান আলোচ্য ভক্তি-তত্ত্ব এবং শ্রীরূপগোস্বামীকে অনুসরণ করিয়াই তিনি এই তত্ত্ব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে রাগানুগাভক্তির উপরই নরোত্তম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। রাগানুগা সাধনতত্ত্বই পরে মঞ্জরীসাধনায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে।

ভক্তিতত্ত্বের উপর নরোত্তমের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং জনসমাদৃত রচনা হইল 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে রাগোদয়ের যে প্রাথমিক ক্রম বর্ণিত

হইয়াছে, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় নরোত্তম তাহার সুনিপুণ বিশ্লেষণ দিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী রচিত সূত্রশ্লোকটি হইল,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূ. বি, প্রেমভক্তিলহরী, ১১শ শ্লোক

এই সূত্রটি অবলম্বন করিয়া নরোত্তম সমগ্র প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে নরোত্তম শ্রীগুরুচরণপদ্মকে একমাত্র অবলম্বন বলিতেছেন। কারণ শ্রীগুরুপ্রসাদেই 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়', 'সর্বআশা'র পূর্ণতা ঘটে, শ্রীগুরু হইতে 'অবিদ্যাবিনাশ' পায় ও 'প্রেমভক্তি' উদিত হয়। শ্রীগুরুচরণে রতি জন্মিলে সাধুসঙ্গের বাসনা জাগে। অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ হইতে 'অনুভব' ও 'ভজন মার্জন' হইয়া থাকে, 'অজ্ঞান ও অবিদ্যা' পরাজিত হয়।

সাধুসঙ্গ হইতে 'ভজন মার্জন' বা ভজনের উত্তমরীতি আয়ত্ত হয়। শ্রীরূপ-গোস্বামী উত্তমাভক্তির যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন[১] তাহারই অনুসরণে নরোত্তম বলিতেছেন,—অন্য অভিলাষ ছাড়িয়া, জ্ঞানকর্ম পরিহার পূর্বক কায়মনে ভজন করিতে হয়, অন্য দেবদেবীর পূজা না করিয়া সাধুসঙ্গে সতত কৃষ্ণসেবাই ভক্তিলাভের পরম উপায়।

এইভাবে ভজন করিলে কামক্রোধ প্রভৃতি অনর্থাদি নিবৃত্ত হয়। কিভাবে নিবৃত্ত হয় তাহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, কাম অর্থাৎ কামনা কৃষ্ণসেবায় অর্পণ করিতে হইবে, ভক্তদ্বেষী জনের প্রতিই ক্রোধের গতি হইবে, লোভ হইবে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ। 'ইষ্ট বস্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইল না' বলিয়া তৎপ্রতি মমত্ব-বোধে মূঢ়তা বা মোহ জন্মিবে, কৃষ্ণের গুণকীর্তনে বিবেকহারী উল্লাসরূপ মদ আর রিপু না থাকিয়া বন্ধুরই কার্য করিবে। ষষ্ঠ রিপু মাৎসর্যের উল্লেখ নরোত্তম করেন নাই। ভাগবতধর্মানুশীলনকারিগণ নির্মৎসর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অতএব সাধনভক্তিতে মাৎসর্যের কোন স্থান নাই। তাহা ছাড়া, অন্য পাঁচটি রিপুতে মাৎসর্য রহিয়াছে। সুতরাং ইহার পৃথক কোন উল্লেখ নাই।

নরোত্তম বলিতেছেন, কৃষ্ণচন্দ্র স্মরণ করিলে ছয় রিপু মনের অধীন হইয়া

[১] অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥'

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।১১

থাকে। সিংহরবে করিগণ যেমন পলায়ন করে, তেমনি গোবিন্দরব শ্রবণমাত্রই কামাদিরিপু পলাতক হইবে।

অনর্থাদি নিবৃত্ত হইলে নিষ্ঠার উদয়। তখন আর 'অসৎক্রিয়া কুটি নাটি', 'অন্যদেবে রতি' না জন্মিয়া আপন ভজনপথে অনুরক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহাই হইল নৈষ্ঠিক ভজন। নিষ্ঠা হইতে রুচির জন্ম। নরোত্তম রুচি প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 'কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম, ব্রজজন সঙ্গে অনুক্ষণ'। অতঃপর আসক্তি হইল— প্রাণপতি জ্ঞানে কৃষ্ণচন্দ্রের অনন্যশরণ প্রার্থনা। নরোত্তম বলিতেছেন, জনমঅবধি আমি অপরাধী, কেননা তোমাকে অকপটে ভজন করিতে পারি নাই। তথাপি হে পতিতপাবন শ্যাম, তুমিই আমার গতি, তোমার নিকট উপেক্ষিত হইলে আমার অন্য কোন উপায় থাকিবে না। সতীনারীর যেমন পতিই একমাত্র অবলম্বন, নরোত্তমের নিকটও তুমি তাই। আমার সমান অধম ও অপরাধী কেহ না থাকিলেও, হে বাঞ্ছা-কল্পতরু, তুমি আমাকে অঙ্গীকার করিয়া তোমার করুণাময় স্বরূপের প্রকাশ কর।

এইরূপ আসক্তি জন্মিবার পরই ভাব ও প্রেমের প্রকাশ। তখন 'অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল, গাও যেন সতের সমাজে' এবং 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি, বেড়াও আনন্দ করি, মনে আর নহে যেন দুজা'। তখন কেবলই —

যুগলচরণ সেবা, যুগল চরণ ধোবা,
যুগলেতে মনের পিরিতি।
যুগলকিশোর রূপ, কামরতিগণ ভূপ,
মনে রহু ও লীলা কীরিতি॥

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় অতঃপর 'ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা, সখীর অনুগা হঞা' রাগানুগা সাধনভক্তির প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হইয়াছে। মঞ্জরী সাধনা প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

'ভক্তিউদ্দীপন' নামক নরোত্তমের অন্য একটি রচনায়ও এই ভক্তিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখিত মহাপ্রভুর কথার হুবহু প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে।—

সাধন ভক্তি হইতে রতি উপজয়।
রতি গাঢ় হৈলে তবে প্রেম নাম কয়॥...
রাগাত্মিকা হইলে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন।
সাধনভক্তিতে পাই কৃষ্ণের চরণ॥

বৈধী ও রাগানুগা—সাধনভক্তির এই দুই ভেদ দেখাইয়া ইহাতে রাগানুগা ভক্তি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় নরোত্তম ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকেই সর্বত্র অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। রাগাত্মিকার দুই ভেদ—কামরূপা ও

সম্বন্ধরূপা। গোপীগণ কামরূপা। গোপীগণ 'আত্মকামগন্ধহীন কামকৃষ্ণ সুখে'। কামরতি তিনমত —সামর্থা, সমঞ্জসা ও সাধারণী। সাধারণী-সামঞ্জসা আত্মকামে সুখী। সামর্থা কৃষ্ণসুখে সুখী। কামরূপা গোপীগণের অনুগা ভক্তিই কামানুগা ভক্তি। এই ভক্তি সাধনে কুঞ্জসেবা লাভ হয়।

নরোত্তমের অন্যান্য রচনায়ও ভক্তিতত্ত্ব স্থান পাইয়াছে। 'উপসনাতত্ত্বসার'-এর পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীরাধিকার কামরূপাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। 'গুরুশিষ্যসংবাদে' ব্রজের উজ্জ্বল রসের বর্ণনা দিয়া তাহাতেই 'রতিমতি' থাকিবার প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে। 'সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকায়' বৈধী ভক্তি ত্যাগ করিয়া রাগানুগামার্গে ভজন-সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তিলতার সংবৃদ্ধিতে প্রধান অন্তরায় হইল অসৎক্রিয়াদি উপশাখা। এই উপ-শাখাকে ক্ষয় করিয়া ভক্তিলতার যতনের কথা মহাপ্রভু শ্রীরূপকে উপদেশ দেন। নরোত্তমও কয়েকস্থানে সেই উপশাখা কি এবং তাহা নিবারণের প্রয়োজনীয়তা রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।—

উপশাখার অর্থ কহি শুন সর্বজন।
জীবহিংসা কুটি-নাটি নিষিদ্ধ আচরণ॥
লাভপূজা প্রতিষ্ঠাদি সকলি ছাড়িয়া।
মনের সহিত কায় বাক্য ঘুচাইঞা॥
রিপুভয় দেবাদেবী পূজা করে মনে।
গুরুকৃষ্ণ ভক্তি তারে ছাড়ে সেই ক্ষণে॥
আপনার মন মধ্যে ছাড়ি এই সব।
তবে তার মন যদি হয়েত বৈষ্ণব॥—ভক্তিউদ্দীপন

অন্যত্র বলিতেছেন,—

অসৎক্রিয়া কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটি,
অন্যদেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সভায় টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

সনাতন-শিক্ষার অধ্যায়ে (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২ পরি.) মহাপ্রভু সাধন-ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে বিশেষ করিয়া পাঁচটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পাঁচটি অঙ্গ হইল—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধা-পূর্বক শ্রীমূর্তি-সেবন। নরোত্তমের রচনার মধ্যেও এই পাঁচটি ভক্তি অঙ্গের উপর গুরুত্বারোপ দেখা যাইবে। তাঁহার প্রতিটি রচনায় সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্তিত

হইয়াছে। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় সর্বত্রই প্রায় সাধুসঙ্গের কথা আছে। অন্যান্য রচনা হইতে উদাহরণ দিতেছি।—

অতএব সাধুসঙ্গ ভজনের মূল।
সাধুসঙ্গ হইলে মিলয়ে সকল॥
—সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা

সাধুসঙ্গে ইহার বিচার দৃঢ় করি সার।
সাধক সিদ্ধির ভাব বুঝিব বিচার॥
—সাধনচন্দ্রিকা

সাধুসঙ্গ হইতে তবে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়।
শ্রদ্ধা নইলে তবে সাধুসঙ্গ নয়॥
—ভক্তিউদ্দীপন

সাধুসঙ্গ সর্বদায় মথুরায় স্থিতি।
ভাগবত শ্রবণ জিজ্ঞাসা নিতি নিতি॥
প্রকট বিগ্রহ সেবা নাম সংকীর্তন।
হৃদএ লালসা এই হব অনুক্ষণ॥
—প্রেমভক্তিচিন্তামণি

সাধুসঙ্গ বলে আর অনুভব রূপে।
বিশেষত্ব জ্ঞান হয় কৃষ্ণের স্বরূপে॥
—উপাসনাতত্ত্বসার

এইরূপ দৃষ্টান্ত সবত্রই মিলিবে। তাহাছাড়া, গুরু ও বৈষ্ণবের মহিমা কীর্তন করিয়া নরোত্তম 'গুরুভক্তিচিন্তামণি' ও 'বৈষ্ণবামৃত' লিখিয়াছেন। রচনাদুইটিতে সঙ্গমহিমাগুণের প্রচার রহিয়াছে।

নামকীর্তনকে নরোত্তম কিভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইতিপূর্বে তাহা আলোচনা করা গিয়াছে। ভাগবত বৈষ্ণবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ। প্রার্থনার একটি পদে নরোত্তম বলিয়াছেন, 'মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ' অর্থাৎ সবকিছু দ্বন্দ্ববিরোধের সমাধানকারী নিরপেক্ষ সার্বভৌম প্রমাণ। ভাগবতের মহিমা এই একটি মাত্র উদ্ধৃতিতে সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে।[১]

[১] গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে যে, নরোত্তম শ্রীভাগবতের গৌরব সর্বদাই প্রকাশ করিতেন।—

ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ॥—তরু ১১

মথুরা ও ব্রজমণ্ডলে বাসের কী গভীর আকুতি নরোত্তমের মনে ছিল প্রার্থনার পদ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া জীবনী পর্যায়ের আলোচনায় তাহা দেখান গিয়াছে। উক্ত পদগুলি ভক্ত বৈষ্ণবের মনে ব্রজবাসের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করিয়া তোলে। অন্য একটি উদ্ধৃতি দিয়া ব্রজবাস প্রসঙ্গে নরোত্তমের ধারণার পরিচয় দেওয়া গেল।—

কৃষ্ণের অনন্ত গুণ অনন্ত প্রকাশ।
অনন্ত ভক্ত লঞা তাহা করেন বিলাস॥
তথাপি সে সব স্থানে না যাব একক্ষণ।
গ্রামবার্ত্তা কহে যদি ব্রজবাসিগণ॥...
গ্রামকথা কহিয়াও ব্রজে সে রহিব॥...
ব্রজবাসী সঙ্গে যদি রহে একক্ষণ।
তথাপি দেখিএ কভু নহে তার সম॥

—গুরুশিষ্যসংবাদ

শ্রীমূর্তির-সেবা প্রচারে নরোত্তমকে খেতরীতে ছয় ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী দেখা গিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থগুলির বর্ণনানুযায়ী এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সেবা বহুজন সমাবেশে ও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে যে শ্রদ্ধার অভাব ছিলনা তাহা বলাই বাহুল্য। কেবল নরোত্তমই নহে, তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে অনেকেই বিগ্রহসেবা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভুর উপদিষ্ট তত্ত্ব ও নীতি নরোত্তম সর্বাংশে তাঁহার রচনায় ও কর্মধারায় অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমতবাদকে সম্প্রসারিত করিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন।

সনাতন-শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিচারে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, গোলোক তাঁহার নিত্যধাম, একই বিগ্রহে তিনি অনন্ত স্বরূপ, সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর, চিদানন্দ দেহ।[১] নরোত্তম অনুরূপ বিশ্বাসে লিখিয়াছেন,—

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে বৃন্দাবনে সতত বিহার॥

—গুরুশিষ্যসংবাদ

পুরাণে বাখানে কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
চিদানন্দ ষড়ৈশ্বর্য্য খ্যাতি যার নাম॥...
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অনন্ত অবতার।
অংশ স্বাংশ রূপে হয় যাহার বিস্তার॥

[১] চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০ পরি.

কলা বিভিন্নাংশ রূপে জীবেতে সঞ্চরে।
এই বোধ শাস্ত্র শক্তি সংসার ভিতরে॥
—উপাসনাতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্যের প্রতি মহাপ্রভু বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নরোত্তম ও মাধুর্যসার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। 'যিনি রাধিকার প্রাণপ্রিয়, যাঁহার ঘর নন্দীশ্বরে, যাঁহার নটবর বেশ ও শিরে শিখিপাখা শোভিত, পরিধানে যাঁহার পীতবাস, যিনি মুরলীধারী' সেই কৃষ্ণের উপাসনাই আমার প্রাণের প্রাণ। জন্মে জন্মে আমি এই কৃষ্ণেরই উপাসনা করিতে চাই।[১]

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অন্তর্গত 'রামানন্দ রায় সঙ্গোৎসব' নামক অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখা যায় মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বলিতেছেন যে, 'জীবের শ্রেয় হইল কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, প্রধান স্মরণ কৃষ্ণনামগুণলীলা, রাধাকৃষ্ণ-পাদাম্বুজ প্রধান ধ্যান, লীলারাসস্থল বৃন্দাবন-ব্রজভূমি বাস কর্তব্য, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কর্ণরসায়ণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা, ও শ্রেষ্ঠ উপাস্য হইল যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।' এই উত্তর যে মহাপ্রভুর অভিপ্রেত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা। নরোত্তমের রচনাবলীতে, বিশেষ করিয়া প্রার্থনা পদাবলী ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়, এই উপদেশ পুনঃপুনঃ অনুসৃত হইয়াছে। নরোত্তমের উক্ত দুইটি রচনার বহুল প্রচার হয়। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার মতো বাংলা গ্রন্থেরও টীকা প্রণীত হইয়াছে।[২] ইহাছাড়া, 'স্মরণমঙ্গল' নামে রচনায় নরোত্তম রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালের লীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, নরোত্তম রচনাবলীর সমাদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রীচৈতন্যের মতবাদ সম্প্রসারিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকে না।

মহাপ্রভু জাতিভেদের কঠোরতাকে কখনই স্বীকৃতি দেন নাই। হরিদাসের মতো মুসলমান ভক্তকে তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।[৩] শ্রীরূপ ও সনাতন হোসেন শাহের পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। মুসলমানসংস্পর্শ হেতু ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও সনাতন নিজেকে নীচবংশজাত মনে করিতেন।[৪] শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইঁহাদের উপর অসংকোচে দিয়া যান। কায়স্থ হইয়াও রঘুনাথদাস শ্রীচৈতন্যের সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে

[১] নরোত্তমরচিত গুরুশিষ্যসংবাদ

[২] প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার সংস্কৃত টীকাকার প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। আঃ ১৭ শতকে মোহনমাধুরী দাস পয়ারে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করেন। প্রার্থনার কোন কোন পদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা দেন রাধামোহন ঠাকুর।

[৩] চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৯ম পরি.

[৪] ঐ, অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরি.

প্রধান গোস্বামীগণের অন্যতম হইতে পারিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্ত গুরুর জাতিবিচার করে না, ইহা তিনি খুব স্পষ্টাক্ষরে রামানন্দকে জানাইয়াছিলেন,—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরি.

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার শাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাসে' অবশ্য শূদ্রের গুরু হইবার কথা আছে। কিন্তু সেখানে এইরূপ নির্দেশও রহিয়াছে যে, ব্রাহ্মণগুরু চারিবর্ণের শিষ্য, ক্ষত্রিয়গুরু ব্রাহ্মণছাড়া তিনবর্ণের, বৈশ্যগুরু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় ছাড়া দুইবর্ণের এবং শূদ্রগুরু কেবল নিজবর্ণের মধ্যে শিষ্য করিতে পারেন। কাজেই, অনুলোম দীক্ষার স্বীকৃতি থাকিলেও, 'হরিভক্তিবিলাসে' প্রতিলোম দীক্ষার কোনরূপ বিধান নাই।[১] অর্থাৎ শূদ্রগুরু ব্রাহ্মণ শিষ্য করিতে পারিবেন না।

নরোত্তম এই বিধানকে লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রভুর অভিমতকেই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়া গিয়াছেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্য এমন কথা কোথাও বলিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই যে, শূদ্রও ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু গুরুকরণে যে জাতিভেদের কঠোরতাকে মান্য করিতে বলেন নাই, এই ইঙ্গিতটিই গ্রহণ করিয়া কায়স্থ হইয়াও নরোত্তম ব্রাহ্মণ শিষ্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। ব্রাহ্মণগণও পরম শ্রদ্ধায় নরোত্তমকে আচার্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

নরহরি চক্রবর্তী ও নিত্যানন্দ দাস তাঁহাদের গ্রন্থগুলিতে নরোত্তমের যে ১২৫ জন শিষ্যের নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, আচার্য, পূজারী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ শিষ্য অনেকেই রহিয়াছেন।[২] বিশিষ্টদের মধ্যে হইতেছেন গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, বসন্তরায়, রূপনারায়ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি। গঙ্গানারায়ণের শাখা-ভুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্তী। বসন্তরায় পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। রূপনারায়ণের পাণ্ডিত্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইনি পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

নরোত্তমের এইভাবে ব্রাহ্মণ শিষ্য করার বিষয়টি অবশ্য সহজেই স্বীকৃত হয় নাই। ইহার ফলে সমাজে বিষম আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে আলোড়ন অল্পদিনের মধ্যেই প্রশমিত হইয়া যায়। নিত্যানন্দ দাস বলিয়াছেন যে, 'নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র এক মহতী সভার সম্মুখে নরোত্তমকে ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠা দেন।[৩] নিত্যানন্দ দাসের কাহিনীর সত্যতা অন্যদিক দিয়া বিচার করা যাইতে পারে।

[১] হরিভক্তিবিলাস, ১ম বিলাস
[২] প্রথম অধ্যায়—গ দ্রষ্টব্য
[৩] চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

নরোত্তমের চরিত্রমহিমা এবং ভক্তিমাহাত্ম্যই যে তাঁহাকে আচার্য স্বীকৃতি দিয়াছিল তাহাই মনে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাতিভেদের শিথিলতা হ্রাসের দিক দিয়া নরোত্তম অভিনব সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার এই সাফল্য যে শ্রীচৈতন্যমতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠা এবং সুপ্রচার দিয়া গিয়াছে অতঃপর সেই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকের উপদেশ হইল, 'তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুবৎ সহিষ্ণু এবং অমানী-মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম লইতে হইবে'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'অমানিনা মানদেন' অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২০ পরি.

নরোত্তম ঠাকুরের জীবনে ও রচনাবলীতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। মহাপ্রভু 'আপনি আচরি ধর্ম' পরকে শিখাইয়াছিলেন। নরোত্তমকে দেখিয়াছি পিতার রাজা-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সারাজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করিয়াছেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া বিষয় সম্ভোগে বিরত রহিয়াছেন। বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকার সত্ত্বেও লেখক হইয়াও খ্যাতির লোভে মহাগ্রন্থ প্রণয়নের দিকে না ঝুঁকিয়া সহজবোধ্য তত্ত্বোপদেশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ নরোত্তমের মতো পরম-বিনয়ী, নিষ্ঠাবান ও ভাবক বৈষ্ণব কদাচিৎ লক্ষিত হয়। তথাপি রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে তিনি নিজেকে হীন, নীচ, মূঢ়, পতিত, অপরাধী, দুষ্টমতি বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনা পদাবলী বাদ দিয়া তাঁহার অপেক্ষাকৃত অপরিচিত রচনা হইতে নরোত্তমের বৈষ্ণব বিনয়ের উদাহরণ নিচে দেওয়া যাইতেছে।—

কৃপাযোগ্য নহি কৃপা কি করিবে মোরে।
আপনার গুণে কৃপা করহ আমারে॥
পতিত অধম দুষ্ট কঠিন জীবন।
ইহাতে তারিলে জানি পতিত পাবন॥

—উপাসনাতত্ত্বসার

বৈষ্ণবের হও মুক্তি নাহের কুকুর॥
প্রেমানন্দ হঞা যেবা করয়ে ক্রন্দন।
জন্মে জন্মে হও তার দাসীর নন্দন॥

—রাগমালা

নরোত্তমের প্রতিটী রচনা হইতে এইরূপ প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

রঘুনাথদাস গোস্বামী পুরীতে ফেলিয়া দেওয়া পচাভাত ধুইয়া লইয়া তাহাই আহার করিতেন। মহাপ্রভু একদিন তাহা আস্বাদন করিয়া সেই আহার্যকে অমৃততুল্য বলিয়াছিলেন। প্রায় অনুরূপভাবে, নরোত্তম বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষকে পরমলোভনীয় আহার্যজ্ঞান করিয়া লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ

—প্রার্থনা ৬

কেবল তাহাই নহে। বৈষ্ণবের চরণধূলিকে নরোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ এবং বৈষ্ণব চরণামৃতকে ভক্তিবাঞ্ছা পূর্ণকারী বলিয়া লিখিয়াছেন (প্রার্থনা-১৩)।

নরোত্তমের রচনাবলী পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি ছিলেন যেন মূর্তিমন্ত বিনয়। পাঠকের চিত্তে এই বিনয়ের বোধ গভীরভাবে রেখাপাত করিয়া যায়। সুতরাং, নরোত্তমের রচনার শ্রোতা ও পাঠকগণ যে মহাপ্রভু-উপদিষ্ট বিনয় ও দৈন্যকে কৃষ্ণভক্তির প্রাথমিক সোপান হিসাবে গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

আর একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া বর্তমান নিবন্ধ শেষ করা যাইতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও মতবাদ এবং গোস্বামীশাস্ত্রের সার অশেষ নৈপুণ্য ও অসাধারণ মনীষার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণতত্ত্ব ও গৌরাঙ্গতত্ত্ব এই গ্রন্থেই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এক এবং অভিন্ন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের বহুল প্রচারের সহিত শ্রীচৈতন্যমতবাদও সুপ্রচারিত হয়। নরোত্তম যে এই গ্রন্থপ্রচারে বাংলাদেশে সকলের আগে আগাইয়া আসেন তাঁহার রচনার মধ্যে সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

নরোত্তমের বহুল পঠিত একটি প্রার্থনার পদে চৈতন্যচরিতামৃতের মহিমা খ্যাপন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

গৌরগোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলএ শিলা,
তাহাতে না হল্য মোর চিত।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেহ কৈল চৈতন্যচরিত॥

—প্রার্থনা ১৭

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়ের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন,—

কায়মনে কর ব্রত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কর সভে স্মরণ মনন।
ঘুচিবে মনের দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
নরোত্তম দাসের নিবেদন॥

—প্রার্থনাজাতীয় পদ ৬৯

ইহা ছাড়া নিজের রচনার মধ্যে তিনি চরিতামৃতকে প্রথম আকর গ্রন্থের মর্যাদা দিয়া যান।—

শ্রীদাসগোসাঞির গ্রন্থ স্তবকল্পবৃক্ষ।
পাইয়া তাহার অর্থ সুধা সার সুক্ষ্ম॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার বর্ণন।
শুদ্ধরাগে গোবিন্দলীলামৃত কথন॥···
শাস্ত্র আজ্ঞা কোন কোন বিপাক ক্রমেতে।
গোলোকে সদত বাস লেখে চরিতামৃতে॥

—গুরুশিষ্যসংবাদ

নরোত্তম চিন্তায় ও কর্মে, রচনায় ও প্রচারে যে, শ্রীচৈতন্যমতবাদকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন উপরিউক্ত আলোচনায় তাহা, আশা করি, বিশদ করা গিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নরোত্তমের সাধনা

ক। সাধারণ নীতি উপদেশ

নরোত্তম ছিলেন প্রেমভক্তির সাধক ও প্রচারক। প্রেমভক্তির সাধনা বিশুদ্ধ মানসিক সাধনা, কায় ও বাক্যে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নহে। এই জন্যে রিপুর পারবশ্য দূর করিয়া মন জয় ও চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদনের উপর নরোত্তম সবিশেষ গুরুত্ব দিয়া গিয়াছেন। মনজয় ও চিত্তশুদ্ধির উপায় এবং ধর্মাচরণ সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ নীতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় অতিশয় হৃদয়গ্রাহীরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। এইগুলি একদিকে যেমন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, অন্যদিকে তেমনি সর্বধর্মের সাধকের পক্ষেও প্রযোজ্য। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই সকল নীতি-উপদেশের সার্বজনীনতা লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ 'যাঁহার উক্তিসমূহ বেদতুল্য প্রামাণ্য' বলিয়া প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন,—

প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ যদীয়ং
তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥

—শ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকম্, ৭ম শ্লোক

যে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মনকে একমুখী করিবার প্রয়োজন। বহুমুখী মন চঞ্চল, চঞ্চলমনার নিকট সিদ্ধি অনায়ত্ত থাকিয়া যায়। মনকে এক লক্ষ্যের প্রতি অবিচল রাখিবার জন্য তাই নরোত্তম পুনঃপুনঃ সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন,—অন্য দেবাশ্রয় করিবে না ('অন্য দেবাশ্রয় নাই', 'অন্যদেবে না করিহ রতি', 'অন্যব্রত অন্যদান, নাহি কারো বস্তুজ্ঞান, অন্যসেবা অন্যদেব পূজা'), ইষ্টকথা ছাড়া অন্যকথা বলিবে না, এমন কি শুনিবেও না ('আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব', 'আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাও তথা', 'অন্যবোল গণ্ডগোল'), কৃষ্ণভক্ত ছাড়া কাহারও সঙ্গ করিবে না ('অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিৎ হেন, ইহাতে হইবে সাবধান', 'অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি রীতি')। নরোত্তম অবশ্য যে দেবতার প্রতি মনকে নিবিষ্ট করিবার উপদেশ দিয়াছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। কেননা, বৈষ্ণবের নিকট শ্রীকৃষ্ণই সর্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর। অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার বিভূতিমাত্র। মুক্তিকামী পঞ্চোপাসকগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা কৃষ্ণপ্রেম বা শুদ্ধ-ভক্তির প্রতিকূল। ভুক্তি-মুক্তি কামনা হৃদয়ে থাকিলে প্রেমোদয় হয় না। প্রত্যেক দেবতায়

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর জ্ঞান বা প্রত্যেক দেবতা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের এক একটি প্রতীক—এইরূপ বুদ্ধির মূলে নির্ভেদজ্ঞান ও মুমুক্ষা বর্তমান। এই কারণে তথায় ভক্তি রসোদয় অসম্ভব। প্রেমাকাঙ্ক্ষী শুদ্ধ ভক্তগণ গীতা ও ভাগবতের উপদেশ অনুসারে অন্যদেবতার প্রতি অনিন্দক হইয়া এবং তাহাদিগকে ভগবদ-বিভূতিজ্ঞানে যথাবিহিত সম্মান দান করিয়া সর্বকারণ-কারণ সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন।

কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্যকথা, তাহা কাব্যকথাই হউক, বা নীতিকথাই হউক, এমন কি বেদবেদান্তের কথাই হউক, তাহাও ভগবৎ-প্রেমাকাঙ্ক্ষীর বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্নসন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

—পদ্যাবলী, ৩৯ শ্লোক

অর্থাৎ 'উপনিষদ প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের শ্রবণ-মননাদি কখন আমি শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা হরিকথামৃত হইতে দূরে অবস্থিত। কেননা, সেই কথা শ্রবণে চিত্ত দ্রব ও তদনুভাব স্বরূপ অশ্রুকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হয় না।' যে স্থানে কৃষ্ণকথা ছাড়া কথা আছে, সে স্থানেই অন্য অনুরাগ বা আসক্তি রহিয়াছে। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্যকথা বা উপদেশ বৃথা কোলাহলমাত্র, তাহা কেবল বহির্মুখ অশান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কোলাহলবিশেষ। সুতরাং শুদ্ধভক্তের নিকট তাহা পরিত্যাজ্য।

প্রেমভক্তির সাধক তাঁহার লক্ষ্যে একমুখী হইবার জন্য কেবল দেবপূজা হইতে বিরত এবং কৃষ্ণকথা আলাপনেই সতত নিবিষ্টচিত্ত রহিবেন না, তিনি যোগী ও সন্ন্যাসী, স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্মযোগী এবং নির্ভেদ-ব্রহ্ম-জ্ঞানবাদীকে দূরে পরিহার করিবেন। কর্মধর্ম দুঃখশোক এবং দেহগৃহস্ত্রীপুত্রবিষয়াসক্তি ছাড়িয়া কেবল গিরিবরধারীকেই ভজন করিবেন।—

যোগী ন্যাসী কর্মী জ্ঞানী, অন্যদেবপূজক ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি।
কর্মধর্মদুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্যযোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

কিন্তু দেহ কামক্রোধাদি ষড়রিপুর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। ইহারা কেহ কাহারো বাধ্য নহে। কান শুনিয়াও শুনিতে চাহে না, প্রাণ জানিয়াও জানিতে চাহে না। মনকে দৃঢ়রূপে একলক্ষ্যের অভিমুখী করা তাই কঠিন হইয়া পড়ে। কাম বহু প্রকার অনর্থের আকর, ক্রোধ করিতে পারে না এমন কিছুই নাই। কাম্যবস্তুর

অপ্রাপ্তিতে ক্রোধের সঞ্চার হয়, এবং ক্রোধই শেষ পর্যন্ত আত্মবিনষ্টির কারণ হইয়া পড়ে।

সেই কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয় জয়ের উপায় কি ?

নরোত্তম বলিয়াছেন, 'হৃষীকে গোবিন্দ সেবা'। 'গো' শব্দে ইন্দ্রিয়। গোবিন্দ হইলেন ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণকারী। 'হৃষীকে' অর্থে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়াই ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণকারীর সেবা করিয়া রিপুজয় করিতে হইবে। কিভাবে, না,—

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ —প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

ইহার অর্থ হইতেছে যে, কাম অর্থাৎ সমস্ত কামনা শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে কামজনিত অনর্থাদি দূরে যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজকুমারীগণকে বলিয়াছিলেন,—যেমন ভাজা ও সিদ্ধ করা যবাদি হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেরূপ যাহাদের চিত্ত আমাতে সমর্পিত, তাহাদের কামে কামনান্তরের উদ্গম হয় না (ভাগবত, ১০।২২।২৬)।' ক্রোধের লক্ষ্য হইবে ভক্তদ্বেষীজন। ভগবদ্ ভক্তের নিন্দাদিতে অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ প্রদর্শনের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিশোধ বা অনিষ্ট চিন্তারূপ রিপুচাঞ্চল্য থাকে না। কাজেই, ইহা একদিকে বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রতি প্রীতিমূলক এবং অন্যদিকে বিদ্বেষীর পরমমঙ্গলকারক। সাধুসঙ্গে হরিকথায় লোভ। 'ইষ্ট বস্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইল না' বলিয়া তৎপ্রতি মমত্ববোধে মূঢ়তা-ভাববিশেষ-রূপ মোহ। মদ হইতেছে কৃষ্ণের গুণগানে বিবেকহারী উল্লাস, তখন উহা রিপুর কার্য না করিয়া পরম বন্ধুর কার্যই করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা কৃষ্ণভক্তি উল্লসিত হয়।

নরোত্তম মাৎসর্যরিপুর উল্লেখ করেন নাই। মাৎসর্য রিপুর সহিত কামাদি সমস্ত রিপু বিরাজমান বলিয়া, কিম্বা ভাগবতধর্মানুশীলনকারিগণ 'নির্মৎসর' বলিয়া হয়তো তিনি এই রিপুটির সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কামাদি রিপুর স্বতন্ত্র আচরণ প্রতিহত করিয়া এইভাবে কৃষ্ণসেবায়, কৃষ্ণভক্তের বিরুদ্ধে, কৃষ্ণকথায়, নিয়োজিত করিলে রিপু পারবশ্যতা কাটাইয়া ওঠা যায়। তাহাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নাম স্মরণ করিলেও রিপুসমুদয় বশ মানে। সিংহরব শুনিয়া যেমন হস্তিগণ পলায়ন করে, উচ্চৈঃস্বরে 'গোবিন্দ' নামকীর্তনেও তেমনি রিপুজনিত কল্মষ বিদূরিত হয়।—

আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহরবে যেন করিগণ। —প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

হরিভক্তিবিলাসেও ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

এতৎ ষড়্‌বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্‌ ।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনম্‌ ॥—১১।৩৭০

মনকে একলক্ষ্যাভিমুখী করিবার পথ এবং রিপুদমনের উপায় নির্দেশের পর নরোত্তম অতঃপর খ্যাতির মোহ হইতে সাধককে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন,—

না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ ।

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

খ্যাতির মোহ সহসা বিদূরিত হয় না। মহা মহা মানবের মনেও শেষ পর্যন্ত ইহা বিদ্যমান থাকে। প্রতিষ্ঠাকে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'শূকরীবিষ্ঠা'। লাভ পূজাদিকে 'অসৎ' বলিয়া নরোত্তম তাহার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। পরতত্ত্বই একমাত্র সৎ, ইহা 'ওঁ তৎ সৎ', 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'সত্যং পরং ধীমহি' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা যায়। সুতরাং, যাহা পরমার্থভূত নিত্যবস্তু নহে, তাহাই অসৎ। এই অনিত্যবস্তু বা অসৎ—

আপন আপন স্থানে, পিরীতি সভায় টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ।

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার মোহ সকল ব্যক্তিকেই নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তখন অনিত্য বস্তু লাভের প্রয়াসে ভক্তিপথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্তের নিকট অহৈতুক ভক্তি ছাড়া আর কিছুই কাম্য নহে।

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অনিত্য বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধক তাই সর্বদা গোবিন্দ-চরণ চিন্তা করিবেন। তাঁহার আসক্তি হইবে—

কেবল ভকতসঙ্গ, প্রেমভক্তি রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে । —ঐ

এবং তিনি,—

আর সব পরিহরি পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন প্রেম করি আশ । —ঐ

কেননা, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সমুদয়ই হইতেছে অনিত্য, অসৎ, অচিরস্থায়ী।

কেবল খ্যাতির মোহ নহে, সাধককে অপাপবিদ্ধ থাকিয়া পুণ্যের কামনা এবং মুক্তির বাসনা দুইই বিসর্জন দিতে হইবে।—

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি॥ —প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

পাপকার্যে পরমেশ্বরের অসন্তোষ হয় ইহা জানিয়া রাগানুগ সাধক কখনও কোন পাপকার্যে মনোনিবেশ করিবেন না। কর্মকাণ্ডীয় পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য যেমন তিনি ব্যস্ত থাকিবেন না, তেমনই জ্ঞানমার্গের সাধ্য মুক্তিকেও তিনি ত্যাগ করিবেন। কেননা, পুণ্যের ভোগ ও মুক্তির লালসা উভয়ই রাগানুগ সাধকের নিকট পরিত্যাজ্য। রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন,—

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিলকুরু।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু॥
—মনঃশিক্ষা, ২ শ্লোক

অর্থাৎ 'মন, তুমি বেদসমূহে কথিত কর্মকাণ্ডীয় ধর্মকার্য করিও না, বেদনিষিদ্ধ অধর্ম কার্যও করিও না। ব্রজভূমিতে তুমি রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা প্রকাশ কর।' সাধক জানিবেন যে,—

প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষার নিধি প্রায়।
—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

ভক্তির সাধনা সম্পূর্ণরূপে মানসিক বলিয়া নরোত্তম তীর্থযাত্রাদির মতো ধর্মাচরণের প্রতিষ্ঠিত কায়িক উপায়গুলির উপর কোনরূপ গুরুত্ব দেন নাই। তাঁহার নিকট—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব সিদ্ধি গোবিন্দচরণ। —ঐ

এবং 'তীর্থজল পবিত্রগুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সকল ভক্তি প্রবঞ্চন।' —প্রার্থনা ১৩

ভক্তির সাধনায় অনুষ্ঠানের বা ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন নাই। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র নরোত্তম বলিয়াছেন,—

ব্রতদান তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম জপ ধ্যান,
অকারণে সব ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন আভরণ দেহে॥ —প্রার্থনা ২২

অর্থাৎ ভক্তিবিমুখ জনের যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বস্ত্রহীন দেহে অলংকারের মতো বিড়ম্বনাময়। ভক্তির সাধক 'গোবিন্দচরণে সর্বসিদ্ধি' এবং 'হরিপদ অভয় শরণ' বলিয়া জানিবেন। সাধকের চিত্ত সমর্পণই মুখ্য, তীর্থযাত্রাদি কায়িক শ্রম নহে। 'সর্বসিদ্ধি' শব্দের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, 'সর্বেষাং তীর্থযাত্রাদিপুণ্যকর্মাণাং সিদ্ধিঃ', অর্থাৎ তীর্থযাত্রাদি সর্বপুণ্যকর্মসমূহের আনুষঙ্গিক-ভাবেই সিদ্ধি। 'কৃষ্ণ কর্ম কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়', তীর্থযাত্রাদি পুণ্যকর্মসমূহেরও সিদ্ধি আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া থাকে, এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সাধক সর্বদা অনন্য ভজন করিবেন—ইহাই ছিল নরোত্তমের উপদেশ।

তীর্থযাত্রাদির মহিমা ভারতীয় ধর্মসমূহে সর্বত্র কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রধান প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রে তীর্থপরিভ্রমণের প্রয়োজনীয়তাকে লঘু করিয়া দেখা হয় নাই। তথাপি, নরোত্তম কৃষ্ণ শরণাপত্তিতে তীর্থযাত্রাদির সিদ্ধি লাভ হয়, ইহা জানাইয়া আপনার সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

অনন্যচিত্তে ভজন উপদেশ দিবার পর, ভজনতত্ত্বের সার প্রসঙ্গে নরোত্তম বলিয়াছেন,—

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
যুগলবিলাস স্মৃতিসার।
সাধ্যসাধন এই, ইহা বই আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ববিধি সার॥

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

রাধাকৃষ্ণের নামাশ্রয়ই যে রাগানুগ সাধকের উপাসনা মহাপ্রভুর উপদেশে তাহা নিহিত রহিয়াছে। প্রধান উপাস্য কি, মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বলিয়াছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম' এবং জীবের অনুক্ষণ স্মর্তব্য কি, ইহার উত্তর 'কৃষ্ণনামগুণলীলা প্রধান স্মরণ' (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম পরি.)। শ্রীরূপের উপদেশামৃতে আছে,—

তন্নামরূপচরিতাদি—সুকীর্তনানুস্মৃত্যোঃ
ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥—৮ম শ্লোক

অর্থাৎ 'অতএব যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদি বিষয়ক সুষ্ঠু কীর্তনে ও অনুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে নিয়োগ করিয়া দৈহিকভাবে অথবা তদভাবে মানসে ব্রজে অবস্থানপূর্বক কৃষ্ণানুরাগী জনের আনুগত্যে নিখিল কাল (অষ্টকাল) যাপন

করিবে। ইহাই উপদেশসার'। শ্রীজীবও বলিয়াছেন 'শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ নামকীর্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্যাৎ' (ক্রমসন্দর্ভ ৭।৫।২৫) অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে নামকীর্তন অপরিত্যাগে স্মরণ করিবে।

তবে নরোত্তম যে নামস্মরণ অপেক্ষা নামকীর্তনের উপরই গুরুত্ব দিয়া গিয়াছেন, নবধা ভক্তিরূপ সাধনের কথা বলিবার পরও পুনরায়—

করি হরি সংকীর্তন, সদাই বিমল মন,
ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা।

বলায় তাহাই বিশেষভাবে বুঝাইতেছে। কেবলমাত্র অন্তরে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া স্মরণ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠতর। কারণ, 'কীর্তন বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করিতে করিতে বাগিন্দ্রিয়যুক্ত মনেও ক্রীড়া করে। অনন্তর সেই কীর্তনধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকেই নিজ সেবকের ন্যায় স্ববশে আনয়ন করে। কীর্তন কেবল নিজেকে নহে, অপর শ্রোতৃবৃন্দকেও উপকৃত করে, কিন্তু স্মরণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। অথচ মনের চঞ্চল স্বভাব বিদূরিত হইয়া চিত্ত বশীভূত না হইলে স্মরণও সম্যগভাবে সিদ্ধ হয় না' (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৪৩-১৪৬)।

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও নরোত্তম অবহিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের প্রেমের আচরণ দেখিয়া অসূয়াগ্রস্ত হয়, এইরূপ খলস্বভাব গোবিন্দ-বিমুখ জনের অসঙ্গতি নাই। ইহারা সকল আচরণকেই লৌকিক বা প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া থাকে। অজ্ঞানে-অহঙ্কারে ইহারা আত্মবিস্মৃত হওয়ার সাধুমত গ্রহণ করে না। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি বহির্মুখ জড়বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-কুল-প্রতিষ্ঠাদির অভিমানে প্রমত্ত ব্যক্তিই যে এই জগতে সর্বাপেক্ষা দীন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রাগানুগ সাধক ইহাদের পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর হরির প্রেমসেবা আকাঙ্ক্ষা করিবেন।

তাহাছাড়া, 'গোপনে সাধিব সিদ্ধি', ও 'আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা, ইহাতে হইব সাবধানে'—এই উপদেশ দিয়া ভজন-রহস্যের গোপনীয়তার প্রতিও তিনি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। স্বজাতীয় ভক্ত ছাড়া সাধনার মর্ম অন্যে বুঝে না। সুতরাং যত্রতত্র বলিয়া বেড়াইলে উপহাস্যাস্পদ হইবারই সম্ভাবনা। তাহাছাড়া, সাধন রহস্য গোপন করিলেই তাহা ফলপ্রদ হয়। শ্রীজীব 'ভক্তিসন্দর্ভে' লিখিয়াছেন,—'শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধন সাধ্যগতং স্বীয়সর্বস্বভূতং যৎকিমাপি রহস্যম্, তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্। যথাহ (ভাগবত ৮।১৭।২০)—

নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন।
সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ।।

সম্পদ্যতে ফলদং ভবতি। শ্রীবিষ্ণুরলিতি ॥'

—ভক্তিসন্দর্ভ, ৩৩৯ অনুচ্ছেদ

দেহগৃহ ধনজন বিষয় সম্পদ-এর অনিত্যতা সম্বন্ধে নরোত্তম বহুস্থলে সাধককে সচেতন করিয়া দিয়াছেন। দেহের উপর আস্থা করিও না, পাপপুণ্যের আধার দেহী মাত্রই অনিত্য, ধনজন মিথ্যা ধন্দ ছাড়া কিছু নহে।—

পাপপুণ্যময় দেহী সকল অনিত্য এহি,
ধনজন সব মিছা ধন্দ।

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

রাজার যে বিশাল রাজত্ব তাহার স্থায়িত্বই বা কতটুকু, মঞ্চের উপর অভিনয়ের মতো রজনীশেষে তাহা মিলাইয়া যায়,—

রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। —ঐ

'বিষয় গরলময়', 'বিষয় বিষম গতি', সুতরাং বিষয় ভোগকে বিপত্তি জ্ঞান করিয়া সংসারকে স্বপ্নবৎ মনে করিয়া আশি লক্ষ যোনী ভ্রমণের শেষে যে দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণ ভজনার উপযোগী।—

বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপ্ন মান,
নরতনু ভজনের মূল। —ঐ

প্রার্থনার পদেও নরোত্তম মনুষ্য জন্মে রাধাকৃষ্ণ ভজনকে অমৃতময় বলিয়াছেন,—

হরি হরি, বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম হঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিঞা
জানিঞা শুনিয়া বিষ খানু॥

—প্রার্থনা ১৬

এইভাবে অনিত্য বস্তর প্রতি আসক্তি বিসর্জন দিয়া, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা-পুণ্য-মুক্তি কামনা ত্যাগ করিয়া, রিপুসমুদয় স্ববশে আনিয়া, শুদ্ধচিত্তে ও অনন্যমনে ভজন পরায়ণ হইলে সাধকের অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইল মঞ্জরীদেহে সখীর অনুগতা হইয়া মানসে সদাসর্বদা ব্রজে যুগলকিশোরের প্রেমসেবা। ইহাই মঞ্জরী ভাবের উপাসনা। অতঃপর মঞ্জরী সাধনার স্বরূপ, উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে।

খ। মঞ্জরী সাধনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরমতত্ত্ব। রাগানুগা ভক্তির অনুশীলনে সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি জন্মিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়। সেই সর্বানন্দধাম কৃষ্ণপ্রেম বৈষ্ণব সাধকের পরম

প্রয়োজন এবং পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহার নিকট ধর্ম-অর্থাদি চারি পুরুষার্থ তৃণবৎ পরিত্যাজ্য। সনাতন শিক্ষায় ইহাই ছিল মহাপ্রভুর উপদেশ।[১]

রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগা। রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় হইতেছেন ব্রজবাসিগণ। অভীষ্ট কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের গাঢ় তৃষ্ণা বা প্রেমময়ী তৃষ্ণার নাম রাগ। এইরূপ রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি।[২] ভাগবত শাস্ত্রাদি শ্রবণের ফলে ব্রজবাসিগণের ভাবাদি মাধুর্যের প্রতি সাধকের চিত্তে শাস্ত্রযুক্তি নিরপেক্ষ লোভ জন্মিলে[৩] তিনি তাঁহাদের আনুগত্যে ভজনে প্রবৃত্ত হন। ইহাই রাগানুগা ভক্ত বা সাধকের প্রকৃতি।[৪]

রাগানুগা সাধনের দুই অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্য অর্থাৎ সাধকরূপে যথাবস্থিত দেহে কৃষ্ণ-নামগুণ শ্রবণকীর্তন এবং শ্রীমূর্তির অর্চনাদি সেবা। অন্তর অর্থাৎ সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে ব্রজভূমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাময় সেবা।[৫] এইমত রাগানুগা ভক্তি সাধনের ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রীতি জন্মিয়া থাকে এবং সেই প্রীতি ক্রমশঃ পূর্ণতা ও পরিপক্বতা লাভ করিয়া পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমে উন্নীত হয়।

রাগানুগা মার্গের অন্তর সাধনই পরবর্তীকালে মঞ্জরী সাধনা নামে পরিণতি লাভ করে। মহাপ্রভুর উপদেশে সিদ্ধদেহে অন্তর সাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ছিল না। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'হরিভক্তিবিলাস', 'বৃহৎভাগবতামৃতে'র ন্যায় প্রধান গ্রন্থগুলিতেও তাহার কোন নির্দেশ নাই। তবে শ্রীরূপকৃত 'স্তবমালা' এবং রঘুনাথদাসকৃত 'স্তবাবলীর' প্রার্থনাসমূহে যে সেবাভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সিদ্ধদেহে মানসসেবা যে কী তাহার পরিচয় মিলে। মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকেও মানসসেবার উপদেশ দান করেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করিয়া

১ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৩ পরি.

২ ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৷২৷১০৪

৩ তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণম্॥ —ঐ ১৷২৷১১৮

৪ বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ —ঐ ১৷২৷১০৩

৫ কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য ব্রজলোকানুসারতঃ॥ —ঐ ১৷২৷১৪৯-৫০

গিয়াছেন।[১] সুতরাং, উক্ত প্রার্থনা-সমূহে অভিব্যক্ত সেবাই যে মহাপ্রভুকথিত অন্তরঙ্গ সাধনসেবা তাহাই মানিয়া লইতে হয়। এই সেবার সহিত মঞ্জরীভাবের সেবার কোনও অসঙ্গতি নাই। বস্তুতঃ মঞ্জরী সাধনার উৎসই হইল শ্রীরূপ-রঘুনাথকৃত প্রার্থনাবলী। মঞ্জরী ভাবের সাধক সখীর অনুগতা এবং আজ্ঞাধীন মঞ্জরীগণের আনুগত্যে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে শ্রীরূপরঘুনাথ প্রার্থিত সেবাই অভিলাষ করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভু মঞ্জরীর কথা বলেন নাই, কেবল সখিগণের ভাব আনুগত্যের প্রতিই গুরুত্ব দিয়া গিয়াছেন।[২] গোস্বামীগণও মঞ্জরীভাবের সাধনার কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই। এমন কি, তাঁহাদের প্রার্থনা শ্লোকে অভিব্যক্ত সেবাই যে মঞ্জরী-ভাবের সেবা এমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত কোথাও নাই। তথাপি বৃন্দাবনে গোস্বামী-গণের দ্বারাই যে ইহা প্রবর্তিত হয় তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে। জীবনী পর্যায়ের আলোচনায় দেখান গিয়াছে যে, নরোত্তমের সিদ্ধনাম ছিল 'বিলাসমঞ্জরী'। তাঁহার গুরু লোকনাথ দীক্ষা শেষে নরোত্তমকে উক্ত নাম দিয়া নিজের সিদ্ধনাম 'মঞ্জুলালী' বলিয়া জানাইয়াছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় কবি কর্ণপুর বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগণকে মঞ্জরিসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[৩] ইহার পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে গোপালগুরুর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর স্মরণপদ্ধতি অবলম্বনে যে যোগপীঠ অঙ্কিত হয় তাহাতে গোস্বামীগণ মঞ্জরীসিদ্ধ রূপে স্থান পাইয়াছেন।[৪] নরোত্তমের 'রাগমালা' নামক রচনায়ও ইহাদের মঞ্জরীত্বের উল্লেখ আছে। সুতরাং, গোস্বামীগণ যে মঞ্জরীভাবে সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। খুব সম্ভবতঃ শ্রীরূপসনাতনাদির জীবদ্দশায় ইহা পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। 'স্তবমালা' ও 'স্তবাবলীর' প্রার্থনা শ্লোকে ইহার প্রাথমিক রূপটির সন্ধান মাত্র মেলে। নরোত্তম-শ্রীনিবাসের যুগে মঞ্জরীসাধনা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। পরবর্তী আলোচনায় ইহা স্পষ্ট হইবে।

[১] চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরি.

[২] রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর।।
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।···
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥—চৈ. চ. মধ্যলীলা, ৮ম পরি.

[৩] কবি কর্ণপুর, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৮০-২০৭ শ্লোক

[৪] হরিদাস দাস কৃত গৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৩

'স্তবমালা'র বিভিন্ন শ্লোকে শ্রীরূপ দাস্যভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা যাচ্ঞা করিয়াছেন। ইহার অন্তর্গত 'কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রে'র ২৬ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরূপের প্রার্থনা হইল,—

নাথিতং পরমেবেদমনাথজনবৎসলৌ।
স্বং সাক্ষাৎ দাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদী কুরুতং জনে ॥

—হে অনাথজনবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, হে অনাথজনপালিকে রাধিকে, সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমাদের দাস্যভাব প্রদান করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

শ্রীরূপের সেবাভিলাষের মধ্যে অন্যতম হইল রাধিকাকে অভিসারে প্রেরণের বাসনা। 'উৎকলিকাবল্লরি'র ৬১ সংখ্যক শ্লোকে[১] তাঁহার প্রার্থনা,—অতি নিবিড় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইলে তোমার মণিময় নূপুরাদি মুখর অলঙ্কার অপসারিত করিয়া ভ্রমরকান্তির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বসনে তোমার অঙ্গ আবরণ করিয়া, হে রাধিকে, আমি তোমাকে কবে নবাভিসার করাইব।

'গান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টকে'র ৪ সং শ্লোকেও[২] অনুরূপ অভিলাষ জানাইয়া তিনি বলিতেছেন,—তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গে আচ্ছাদন ও চরণযুগল নূপুর শূন্য এইরূপ অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্টাচিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে কবে অভিসার করাইব।

অভিসারে প্রেরণ ছাড়া রাধাকৃষ্ণের বেশভূষা রচনার বাসনা একাধিক শ্লোকে আছে। 'উৎকলিকাবল্লরি'র ৫৩ সং শ্লোকের[৩] প্রর্থনা হইল,—শ্রীরাধার উপদেশে তোমার চূড়াবন্ধন আলুলায়িত করিয়া তাহা হইতে ময়ূরপুচ্ছ ও কুসুম সকল

১ নিগরতি জগদুচ্চৈঃ সূচিভেদ্যে তমিস্রে
ভ্রমররুচিনিচোলেনাঙ্গমাবৃত্য দীপ্তম্।
পরিহৃত মণিকাঞ্চী নূপুরায়াঃ কদাহং
তব নবভিসারং কারয়িষ্যামি দেবি ॥—উ. ব. ৬১

২ ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥—গা. সং. ৪

৩ চ্যুতশিখরশিখণ্ডাং কিঞ্চিদ্‌দ্রাৎ স্রংসমানাং
বিলুঠদমনপুষ্পশ্রেণিমুন্মু চ্যচূড়াম্।
দনুজদমন দেব্যাঃ শিক্ষয়া তে কদাহং
কমলকলিতকোটিং কল্পয়িষ্যামি বেণীম্ ॥—উ. ব. ৫৩

অপসারিত করিয়া চূড়ার পরিবর্তে অন্যভাগে কমল কুসুম শোভিত বেণীবন্ধন কবে আমি প্রস্তুত করিয়া দিব। ৫৪ সং শ্লোকে[১] বলিতেছেন, স্মরবিলাসে শিখিকলাপ তুল্য ত্বদীয় কেশকলাপ আলুলায়িত হইয়া স্কন্ধাবলম্বী হইলে পুনর্বার কবরী বন্ধন করিয়া ঐ কবরী বিকশিত মল্লিকা মালায় কবে আমি সুশোভিত করিব। ৬৪ সংখ্যক শ্লোকে[২] আছে,—আমার কি সেই শুভক্ষণ হইবে, যে ক্ষণে নিকুঞ্জমধ্যে নানা বর্ণ গন্ধদ্রব্য দ্বারা তোমাদের ললাটদেশে পত্রাবলী রচনা করিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিব।

'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'র ২০ সং শ্লোকেও[৩] একই অভিলাষ,—কৃষ্ণসহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে।

'কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রে'র ৪০-৪১ সং শ্লোকে[৪] অনুরূপ বাসনা জানাইয়া শ্রীরূপ বলিতেছেন,—কন্দর্প ক্রীড়ায় তোমাদের বেশভূষা বিগলিত হইলে তিলকশূন্য ললাটে পুনর্বার তিলক দিয়া কবে আমি তোমাদিগকে ভূষিত করিব। হে দেব, নিকুঞ্জবনে তোমার বনমালা-শূন্য হৃদয়ে বনমালা পরাইয়া, হে দেবি, তোমার কজ্জল-শূন্য নয়নে কজ্জল পরাইয়া কবে তোমাদিগকে বিভূষিত করিব।

চামরসেবা করিবার অভিলাষ শ্রীরূপের প্রার্থনায় নিবেদিত হইয়াছে। 'উৎকলিকাবল্লরি'র ৫২ সং শ্লোকে[৫] তাঁহার প্রার্থনা,—বিলাস কুসুমশয্যায় শয়ান হইয়া তোমাদের নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলিত ও ঘর্মজলকণায় অলকাবলী আর্দ্র হইবে এবং

[১] কমলমুখি বিলাসৈরংসয়োঃ সংসিতানাং
তুলিতশিখিকলাপং কুন্তলানাং কলাপম্।
তব কবরতয়াবির্ভাব্য মোদাৎ কদাহং
বিকচবিচকিলানাং মালয়ালঙ্করিষ্যে॥ —উ. ব. ৫৪

[২] কদাপ্যবসরঃ স মে কিমু ভবিষ্যতি স্বামিনৌ
জনোঽয়মনুরাগতঃ পৃথুনি যত্র কুঞ্জোদরে।
ত্বয়া সহ তবালিকে বিবিধবর্ণগন্ধদ্রবৈ-
শ্চিরং বিরচয়িষ্যতি প্রকটপত্রবল্লীশ্রিয়ম্॥ —উ. ব. ৬৪

[৩] কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশ বৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি॥ —চা. পু. ২০

[৪] কন্দর্পকেলিপাণ্ডিত্য-খণ্ডিতা কল্পয়োরহম্।
কদা বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলম্॥
দেবোরস্তে বনস্রগ্ভির্দৃশৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি॥ —কা. প. স্তো. ৪০-৪১

[৫] কদাহং সেবিষ্যে ব্রততিচমরীচামরমরু-
দ্বিনোদেন ক্রীড়াকুসুমশয়নে ন্যস্তবপুষৌ।

৭

পরস্পর পরস্পরের শ্রান্তিসূচক আলাপে প্রবৃত্ত হইবে, ঐ সময় লতামঞ্জরীরূপ চামর-দ্বারা আমি কবে তোমাদিগকে বীজন করিব। 'গান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টকে'র ৬ সং শ্লোকে[১] বলিতেছেন,—স্মরবিলাস পরিশ্রমহেতু তোমাদিগের বদনাম্বুজ ঘর্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর দ্বারা ব্যজন করিব। 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'র ১৯ সং শ্লোকে,[২] —শিল্পকার্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুন্দরী মাধবী কুসুম দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকর স্পর্শে সাত্ত্বিকভাবের উদয়হেতু তোমার কলেবর ঘর্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে বীজন করিব।

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য লইয়া রাধিকার নিকট আসিবার অভিলাষ জানাইয়া 'উৎকলিকাবল্লরি'র ৫৮ সং শ্লোকে[৩] শ্রীরূপ বলিতেছেন,—হে দামোদর, সারিকা কথিত ত্বদীয় আদেশ শ্রবণ করিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে শ্যামকুণ্ডের তীরে উপবেশন করিব, ঐ সময়ে রাধিকার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তুমি আমাকে দূতী করিয়া কবে রাধিকার নিকট প্রেরণ করিবে।

ইহাছাড়া, রাধাকৃষ্ণের পদযুগসম্বাহন, কুসুমশয্যানির্মাণ, মুখ ও পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জল আনয়ন এবং তাম্বুল প্রদান ও উচ্ছিষ্ট ভোজনের অভিলাষও শ্রীরূপের প্রার্থনায় জ্ঞাপিত হইয়াছে।

'উৎকলিকাবল্লরি'র ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে[৪] তাঁহার প্রার্থনা—কালিন্দী তীরে বিহার করিবার পর পরিশ্রান্ত হইয়া তোমরা যখন মাধবীলতামূলে বিশ্রাম করিবে, সেইসময় নিজকেশপাশ মুক্ত করিয়া কবে আমি তোমাদের পাদপদ্মসরোজের মার্জনা করিব।

দরোন্মীলন্নেত্রৌ শ্রমজলকণক্লিন্নদলকৌ
শৃণ্বানাবন্যোন্যং ব্রজনবযুবানাবিহ যুবাম্॥ —উ. ব. ৫২

[১] ত্বৎকুণ্ডরোধসি বিলাসপরিশ্রমেণ স্বেদাম্বুচুম্বি বদনাম্বুরুহশ্রিয়ৌ বাম্।
বৃন্দাবনেশ্বরি কদা তরুমূলভাজৌ সম্বীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ॥ —গা. সং ৬

[২] ত্বাং সাধু মাধবী পুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা॥ —চা. পু. ১৯

[৩] ত্বদাদেশং সারীকথিতমহমাকর্ণ্যমুদিতো
বসামি ত্বৎ কুণ্ডোপরি সখি বিলম্বস্তব কথম্।
ইতীদং শ্রীদামস্বসরি মম সন্দেশকুসুমং
হরেতি ত্বং দামোদর জনমমুং নোৎসাসি কদা॥ —উ. ব. ৫৮

[৪] কালিন্দতনয়াতটীবনবিহারতঃ শ্রান্তয়ো
স্ফুরন্মধুরমাধবীসদনসীম্নি বিশ্রাম্যতোঃ।
বিমুচ্য রচয়িষ্যতে স্বকচবৃন্দমগ্রামুনা
জনেন যুবয়োঃ কদা পদসরোজ সম্মার্জনম্॥ —উ. ব. ৪৭

৫০ সং শ্লোকে[১] —সন্ধ্যাকালে নিকুঞ্জ মধ্যে বিলাসশয্যায় তোমাদের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া হাস্য-পরিহাস করিবে, তৎকালে তোমাদের মৃদু-মৃদু পাদসম্বাহন আমি কবে করিব। অন্যত্রও এই একই অভিলাষ ব্যক্ত দেখা যায়। 'গান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টকে'র ৫ সং শ্লোকে[২] আছে,—তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুমরচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নর্মবিলাস করিবে, সেই সময় তোমাদের উভয়ের চরণসেবা আমি কবে করিব। 'কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রে'র ৩৭ সং শ্লোকে[৩] বলিতেছেন,—কুঞ্জে কুসুমশয্যায় অর্পিতাঙ্গ (শায়িত) তোমাদের পাদসম্বাহন আমি কবে করিব।

রাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাসের নিমিত্ত কুসুমশয্যারচনার প্রার্থনা জানাইয়া 'উৎ-কলিকাবল্লরি'র ৪৮ সং শ্লোকে[৪] বলিতেছেন,—ভ্রমরশোভিত নিকুঞ্জবন মধ্যে নবপল্লব-দলে উপাধান ও সুকোমল পুষ্প আস্তরণে কন্দর্পযুদ্ধের ভারসহনক্ষম তোমাদের পুষ্পশয্যা আমি কবে প্রস্তুত করিয়া দিব।

মুখ ও পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আনিবার বাসনায় 'উৎকলিকাবল্লরি'র ৪৯ সং শ্লোকে[৫] শ্রীরূপের প্রার্থনা,—বিলাসশয্যাস্থ তোমাদের পাদ ও মুখ প্রক্ষালনের জন্য সখিগণ সহ কালিন্দীর জল স্বর্ণভৃঙ্গারে পূর্ণ করিয়া তোমাদের নিকট আমি কবে আনয়ন করিব।

[১] লীলাতল্পে কলিতব পুষোর্ব্যাবহাসীমনল্পাং
স্মিত্বা স্মিত্বা জয়কলনয়া কুর্বতোঃ কৌতুকায়।
মধ্যে কুঞ্জং কি মিহ যুবয়োঃ কল্পয়িষ্যামাধীশৌ
সন্ধ্যারম্ভে লঘু লঘু পদাম্ভোজ সম্বাহনানি ॥—উ. ব. ৫০

[২] কুঞ্জে প্রসূনকুলকল্পিতকেলিতল্পে
সংবিষ্টয়োর্মধুর নর্মবিলাসভাজোঃ।
লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি
সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোহয়ম্ ॥—গা. সং. ৫

[৩] কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ।
পাদসম্বাহনং হন্ত জনোহয়ং রচয়িষ্যতি ॥—কা. প. স্তো. ৩৭

[৪] পরিমিলদুপবর্হং পল্লবশ্রেণিভির্বাং
মদনসমরচর্য্যাভারপর্য্যাপ্তমত্র।
মৃদুভিরমলপুষ্পৈঃ কল্পয়িষ্যামি তল্পং
ভ্রমরযুজি নিকুঞ্জে হা কদা কুঞ্জরাজৌ ॥—উ. ব. ৪৮

[৫] অলিদ্যুতিভিরাহৃতৈর্মিহিরনন্দিনীনির্ঝরাৎ
পুরঃ পুরটঝর্ঝরী পরিভৃতৈঃ পয়োভির্ময়া।
নিজ প্রণয়িভির্জনৈঃ সহ বিধাস্যতে বাং কদা
বিলাসশয়নস্থয়োরিহ পদাম্বুজক্ষালনম্ ॥—উ. ব. ৪৯

'উৎকলিকাবল্লরি'র ৫১ সং শ্লোকে[১] রাধাকৃষ্ণ সমীপে মধপূর্ণ পাত্র উপহার দিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন,—তোমরা স্মরবিলাসপটু ও পরস্পর হৃষ্টচিত্ত হইয়া মধুপানের নিমিত্ত অভিলাষী হইলে ঐ সময়ে মধুপূর্ণপাত্র তোমাদের নিকট উপহার দিয়া আমি কবে কৃতার্থ হইব।

তাম্বুল প্রদান ও উচ্ছিষ্ট তাম্বুল প্রাপ্তির অভিলাষ জানাইয়া 'চাটুপুষ্পাঞ্জলির' ২১ সং শ্লোকে[২] বলিতেছেন,—তোমার মুখে তাম্বুল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করিবেন—ইহা আমি কবে দর্শন করিব। 'উৎকলিকাবল্লরি'র ৬২ সং শ্লোকে[৩] আছে,—শ্রীকৃষ্ণ চর্বিত তাম্বুল রাধিকার মুখে অর্পণ করিলে প্রণয়কোপবশতঃ রাধিকা উহা ফেলিয়া দিলে তোমাদের সেই প্রসাদী চর্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া আমি কবে রোমাঞ্চিত কলেবর হইব।

রঘুনাথ দাসও 'স্তবাবলী'তে দাস্যাভিলাষী হইয়া সেবাপ্রার্থনা করিয়াছেন। 'বিলাপকুসুমাঞ্জলী'র ১৬ সংখ্যাক শ্লোকে তাঁহার প্রার্থনা—

> পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর দাস্যমেব
> নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
> সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
> দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

অতঃপর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলী'র বিভিন্ন শ্লোকে তাঁহার যে সেবাভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে তাহার মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।[৪] অতিশয় কাতর বচনে কিঙ্করীর ন্যায় শ্রীরাধার কমলচরণ সেবার অভিলাষ (১৭ শ্লোক) জানাইয়া দাসগোস্বামী বলিতেছেন,—হে রাধে, তোমার শৌচাগার সুবাসিত সলিলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর আপন কেশরাশিতে

[১] প্রমদমদনযুদ্ধারম্ভসম্ভাবুকাভ্যাং
প্রমুদিতহৃদয়াভ্যাং হন্ত বৃন্দাবনেশৌ।
কিমহমিহ যুবাভ্যাং পানলীলোন্মুখাভ্যাং
চষকমুপহরিষ্যে সাধু মাধ্বীকপূর্ণম্॥ —উ. ব. ৫১

[২] কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে।—চা. পু. ২১

[৩] আস্যে দেব্যাঃ কথমপি মুদা ন্যস্তমাস্যাৎ মুরেশ
ক্ষিপ্তং পর্ণে প্রণয় জনিতাদ্দেবি ব্যামাত্ত্রয়াগ্রে।
আকূতজ্ঞস্তদতিনিভৃতং চর্বিতং খর্বিতাঙ্গ-
স্তাম্বূলীয়ং রসয়তি জনঃ ফুল্লরোমা কদায়ম্॥ —উ. ব. ৬২

[৪] মর্মানুবাদের পাশে বন্ধনীর মধ্যে শ্লোক সংখ্যা উল্লেখিত হইয়াছে। 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' এবং 'স্তবমালা'র সমস্ত অনুবাদ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত 'স্তবাবলী' ও 'স্তবমালা' হইতে গৃহীত।

তাহা মার্জন পূর্বক সুবাসিত ধূপে সুরভিত করিতে আমি কবে পারিব (১৮ শ্লোক)। তোমার শৌচশেষে কর্পূরবাসিত মৃত্তিকা তোমার পদে লেপন করিয়া সুবাসিত জলে তাহা ধৌত করিয়া আপন চিকুর রাশিতে তাহা আমি কবে মুছাইয়া দিব (১৯ শ্লোক)। অতঃপর তোমার স্নানের নিমিত্ত গন্ধতৈলে তোমার সর্বাঙ্গ আমি কবে লেপন করিয়া দিব (২০ শ্লোক)। স্নানশেষ হইলে সূক্ষ্মবস্ত্রে তোমার অঙ্গ মার্জন পূর্বক নিতম্বে রক্তবস্ত্র দিয়া চারু নীলবস্ত্র তোমাকে আমি কবে পরিধান করাইব (২২ শ্লোক। কেশসংস্কার করিয়া সুন্দর সক্ষমাল্যে তোমার বেণী আমি কবে রচনা করিয়া দিব (২৩ শ্লোক)। পূর্ণচন্দ্র সদৃশ তোমার ললাটদেশে সুভগ মৃগমদ তিলক অঙ্কণ এবং শ্রীঅঙ্গ ও স্তনযুগে চিক্কণ কুঙ্কুমাদি দ্বারা বিচিত্র করিয়া দিব কি (২৪ শ্লোক)। রত্নশলাকায় তোমার সীমন্তে কি সিন্দূররেখা আঁকিয়া দিব (২৫ শ্লোক)। গোষ্ঠেন্দ্র-সুত-চিত্ত মত্ত করিবার জন্য কি তোমার কর্ণযুগল বর অবতংশে ভূষিত করিয়া দিব (২৭ শ্লোক), তোমার এই দাসী কি নানা মণিবৃন্দে চারুমালা রচনা করিয়া তোমার সুবক্ষে পরাইয়া দিবে (২৯ শ্লোক); তোমার পাদপদ্ম মণিময় নূপুরে, কটিতট কাঞ্চীদামে এবং বাহুযুগল মণিময় অঙ্গদে ভূষিত করিব কি (৩১-৩২ শ্লোক), তোমার খঞ্জনজয়ী নয়নযুগল কি কজ্জলে ভূষিত করিব (৪২ শ্লোক)।

ব্রজপতিরাজ্ঞীর আজ্ঞায় তুমি বহুবিধ সুস্বাদু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিলে তাহা কি তোমার আজ্ঞায় আমি নন্দরাণী সমীপে লইয়া যাইব (৪৬ শ্লোক)। কৃষ্ণের ভুক্তা-বশেষ ধনিষ্ঠা আনিয়া দিলে আমি কি তাহা তোমার অগ্রে ধরিব (৪৮ শ্লোক)।

সখীপরিবৃতা হইয়া তুমি যখন কৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করিবে, আমি কি সেই সময় মৃদুমন্দ চামর বীজন করিব (৪৯-৫০ শ্লোক) ; ভোজন শেষ হইলে কি আচমনী জল ও দন্তধাবন কাষ্ঠ আনিয়া দিব (৫১ শ্লোক); আচমনান্তে উপবেশন করিলে তোমার বদনকমলে আমি কি সুগন্ধি তাম্বূল অর্পণ করিব (৫২ শ্লোক) ; আমার রচিত শয্যায় ললিতাদি সহ শয়ান হইলে সেই কালে কি আমি তোমার পদসম্বাহন করিব (৫৪-৫৫ শ্লোক), আমার কি সেই বিপুল সৌভাগ্য হইবে যাহাতে আমি তোমার চর্বিত তাম্বুল ও পদজল লাভ করিব এবং প্রিয়জনদের মধ্যে উহা বণ্টনের শেষে অবশিষ্টাংশে লইয়া প্রেমভরে মস্তকে ও মুখে গ্রহণ করিব (৫৬ শ্লোক), তোমার ভোজনের অবশেষই বা কবে আমি পাইব (৫৭ শ্লোক)।

অভিসার কালে তোমাকে কি আমি সূক্ষ্মবসন ও কুসুমভূষণে ভূষিত করিয়া দিব (৭০ শ্লোক), মদনানন্দদা কুঞ্জে মল্লিকাকুসুমে তোমার জন্যে কি আমি কেলি শয্যা রচনা করিয়া দিব (৭১ শ্লোক), শ্রীরূপমঞ্জরী কর্তৃক পাদসম্বাহন কালে শ্রীকৃষ্ণের ভুজোপরি মস্তক দিয়া তুমি শয়ান হইলে তোমার পদসেবন আমি করিব কি (৭২

শ্লোক)। সখিগণ পরিবৃত হইয়া তুমি যখন কৃষ্ণসহ কেলি করিবে (৭৫ শ্লোক), কৃষ্ণ যখন তোমার কুসুম-শয্যা (৭৬), বেণীরচনা (৭৭) করিয়া দিবেন তাহা দেখিয়া কবে সুখে ভাসিব। পাশাখেলায় কৃষ্ণকে হারাইয়া দিয়া তুমি যখন তাঁহার মুরলী লুকাইবে, আমি কবে তাহা গোপন করিব (৮০ শ্লোক); মদনানন্দদা কুঞ্জের ভিতর মালতীর কেলিশয্যায় যখন তুমি বল্লভের সহিত হাস্যালাপে পুলকিত হইবে, তখন তোমাদের শ্রম দেখাইয়া কবে আমি বীজন করিব (৮১ শ্লোক)।

তুমি কি আমাকে গীত (৮৯), কাব্য (৯০) এবং বাদ্য (৯২) শিখাইবে, বিহার কালে গলার হার ছিড়িয়া যাওয়ায় সখিগণের লজ্জা এড়াইবার জন্য কি আমাকে গাহিতে ইঙ্গিত করিবে (৯২); ক্রীড়াশেষে কি তোমার চর্বিত তাম্বুল সস্নেহে আমার মুখে প্রদান করিবে (৯৩ শ্লোক)।

'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র ৮৩ সংখ্যক শ্লোকে দাসগোস্বামী সূর্যপূজার ছলে রাধা-কৃষ্ণের মিলন সংঘটনের বাসনাও জানাইয়াছেন।

শ্রীরূপ ও রঘুনাথ দাস-অভিলষিত উক্ত সেবাক্রিয়ার মধ্যে অভিসারে প্রেরণ, ভূষাবিধান, চামরবীজন, বার্তাপ্রেরণ ও মিলন সংঘটনের সহিত রাধিকার সখিগণের কার্যের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু পাদসম্বাহন, শয্যানির্মাণ, তাম্বুলপ্রদান, শৌচাগার সংস্কার প্রভৃতি কিংকরীযোগ্য কর্ম সখিক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না।[১] এগুলি সম্ভবতঃ মঞ্জরীগণেরই কার্যের অন্তর্গত।

নরোত্তমের প্রার্থনা পদাবলীতে যে সেবাভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিত শ্রীরূপ-রঘুনাথ প্রার্থিত সেবার সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শ্রীরূপ-রঘুনাথের প্রতি নরোত্তমের পরম আনুগত্যের পরিচয় বর্তমান সংকলনের ১, ৯, ১১, ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ২৬, ৩২, ৩৩, ৪০, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক পদে বিধৃত রহিয়াছে। তাঁহার তত্ত্বো-পদেশমূলক রচনার অধিকাংশেরই ভণিতায় এই দুইজন গোস্বামী, বিশেষ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী বা শ্রীরূপমঞ্জরীর প্রতি সানুরাগ আনুগত্য নিবেদিত হইয়াছে। সুতরাং নরোত্তমের সেবাভিলাষের উৎস যে উক্ত দুইজন গোস্বামীর রচনা সে

[১] উজ্জ্বলনীলমণির সখিপ্রকরণে প্রদত্ত সখিগণের কার্যতালিকা:
(১-২) নায়ক ও নায়িকার নিকট পরস্পরের প্রেম ও গুণাবলীর উক্ত প্রশংসা, (৩) নায়কনায়িকার প্রতি পরস্পর আসক্তিকারিতা, (৪) উভয়ের অভিসার করান, (৫) কৃষ্ণে সখী সমর্পণ, (৬) পরিহাস, (৭) আশ্বাসদান, (৮) ভূষাবিধান, (৯) হৃদয় উদ্ঘাটনে পটুতা, (১০-১১) নায়িকার দোষাচ্ছাদন এবং পতি, শ্বশ্রূ, ননন্দা ও দেবরাদিকে বঞ্চনা, (১২) হিতোপদেশ, (১৩) যথাসময়ে উভয়ের মিলন, (১৪) চামরাদি দ্বারা সেবন, (১৫) দোষাবিষ্কার পূর্বক উভয়কে শিক্ষাবাক্য, (১৬) বার্তাপ্রেরণ, এবং (১৭) নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ চেষ্টা।

—উজ্জ্বলনীলমণি ৮।১৭-১৮

বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। নরোত্তমের প্রার্থনা পদাবলীর ৩৪, ৩৬-৪৮, ৫১-৫২ সংখ্যক পদে তাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইবে। অতঃপর শ্রীরূপ-রঘুনাথদাস ও নরোত্তমের প্রাথিত সেবার মধ্যে ঐক্য দেখান যাইতেছে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলচরণ সেবার প্রার্থনা জানাইয়া নরোত্তম বলিতেছেন,—

রসের আলসকালে, বসিব চরণতলে,
সেবন করিব দুহাঁকায়। —প্রার্থনা ৩৮

অন্যত্র,

ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণ। —প্রার্থনা ৪২

পুনশ্চ,

প্রিয় সখিগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে। —প্রার্থনা ৪৩

চরণ ধৌত করিবার পর আপনার কেশপাশে তাহা মার্জনা করিবার অভিলাষ নরোত্তম ৪৩ ও ৪৮ সংখ্যক পদে জ্ঞাপন করিতেছেন,—

ভৃঙ্গারের জলে, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব,
মোছাইব আপন চিকুরে। —প্রার্থনা ৪৩ ও ৪৮

চামরবীজনের দ্বারা রাধাকৃষ্ণের শ্রান্তি দূর করিবার বাসনা নরোত্তম বহুপদে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

সম্মুখে বসাইঞা কবে চামর ঢুলাব।
—প্রার্থনা ৩৪

চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ্র।
—প্রার্থনা ৩৬

ললিতা আমার করে, দেওব বীজন,
বীজব মারুত হাম মন্দে।
—প্রার্থনা ৪৭

৪৮ ও ৪৯ সংখ্যক পদেও চামরসেবার কথা আছে।

কুসুমশয্যা রচনা করিয়া তাহাতে রাধাকৃষ্ণকে শায়িত করিবার প্রার্থনা নরোত্তম ৪১ ও ৪৮ সংখ্যক পদে জানাইতেছেন,—

আলয় বিশ্রামঘর, গোবর্ধন গিরিবর,
রাইকানু করাব শয়ন। —প্রার্থনা ৪১

এবং, কুসুমক নবদলে, শেজ বিছায়ব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে। —প্রার্থনা ৪৮

যুগলবদনে তাম্বুল অর্পণ করিবার সেবাকাঙ্ক্ষা একাধিক পদে উল্লেখিত হইয়াছে। উদাহরণ দিতেছি,—

কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদন কমলে। —প্রার্থনা ৩৬-৩৭

তাম্বুল খাওয়াব চাঁদমুখে। —প্রার্থনা ৩৮

অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে। —প্রার্থনা ৩৯

বৃন্দাবনের পুষ্পচয়ন করিয়া মাল্যরচনাপূর্বক রাধাকৃষ্ণের গলায় পরাইবার এবং তাঁহাদের অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিবার বাসনা নরোত্তম বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। ৩৪ সংখ্যক পদে আছে,—

বৃন্দাবনের ফুল তুলি দোহারে পরাব।...
অগোর চন্দন আনি দোঁহার অঙ্গে দিব॥ —প্রার্থনা ৩৪

অন্যত্র,

লীলা পরিশ্রম জানি, অগোর চন্দন আনি,
লেপন করিব দুইজনে॥
মালা গাঁথি নানাফুলে, পরাইব দুহা গলে
সদা করি চামর ব্যজনে। —প্রার্থনা ৩৭

পুনঃ,

শ্যামগোরী অঙ্গে দিব চূয়া চন্দনের গন্ধ।...
গাথিয়া মালতী মালা দিব দোহার গলে।
—প্রার্থনা ৩৯

অনুরূপ সেবার পরিচয় আছে ৩৬, ৩৮, ৪২ ও ৪৩ সংখ্যক পদে।

রাধাকৃষ্ণের বেশভূষা বিধান ও কেশপরিচর্যার বাসনাও নরোত্তম বিভিন্ন পদে জানাইয়াছেন। যেমন,—

প্রিয় গিরিধর সঙ্গে, অনঙ্গ খেলন রঙ্গে
ভঙ্গ বেশ করাইতে সাজে।
—প্রার্থনা ৪৬

কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরিব,
বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব,
হেরব মুখ সুধাকর॥

নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব,
মাজব আপন চিকুরে। —প্রার্থনা ৪৮

বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইঞা বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
—প্রার্থনা ৫১

সিন্দূর-তিলকে চর্চিত করিবার প্রার্থনা,—

সিন্দুর তিলক কবে দোহারে পরাব।
—প্রার্থনা ৩৪

মৃগমদ সিন্দুরে, তিলক বনায়ব,
বিলেপন চন্দন গন্ধে। —প্রার্থনা ৪৭

কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ
—প্রার্থনা ৫১

শ্রীরূপরঘুনাথ ও নরোত্তমের সেবাভাবনার মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, উপরের আলোচনায় তাহা বিশদ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। কিন্তু উক্ত মানসীসেবা যে সখী ও মঞ্জরীগণের আনুগত্যে করিতে হইবে তাহার কোন স্পষ্ট নির্দেশ শ্রীরূপরঘুনাথ দেন নাই। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত স্তবে ললিতা ও বিশাখার নিকট রাধাকৃষ্ণ কৃপাপ্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। যেমন,—

গিরিকুঞ্জকুটীরনাগরৌ ললিতে দেবি সদা তবাশ্রয়ৌ।
ইতি তে কিল নাস্তি দুষ্করং কৃপয়াঙ্গী কুরু মামতঃ স্বয়ম্॥
—উৎকলিকাবল্লরি ২২

—হে দেবি ললিতে, নিকুঞ্জনাগর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বদা তোমার বচনাশ্রিত, একারণ তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব তুমি কৃপা করিয়া যাহাতে আমি রাধাকৃষ্ণের দাসত্ব করিতে পারি তাহার উপায় কর।

ভাজনং বরমিহাসি বিশাখে গৌরনীল বপুষোঃ প্রণয়ানাম্।
ত্বং নিজ প্রণয়িণোর্মম্নি তেন প্রাপয়স্ব করুণার্দ্র কটাক্ষম্॥
—উ. ব. ২৩

—হে বিশাখে, এই বৃন্দাবনে তুমি শ্রীরাধামাধবের শ্রেষ্ঠ প্রণয়পাত্র, অতএব, তুমি নিজ প্রণয়ি সেই রাধাকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ আমাকে লাভ করাও।

রঘুনাথদাস গোস্বামীও বিশাখার নিকট রাধিকা সন্দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন।—

ক্ষণমপি তব সঙ্গং নত্যজেদেব দেবী
ত্বমসি সমবয়স্থান্নর্ম ভূমির্যদস্যাঃ।
ইতি সুমুখী বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং
মম বিরহহতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুস্ব॥

—বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৯৯

—হে সুমুখি বিশাখে, মদীশ্বরী রাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইহার কৌতুকাস্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহকাতরা, সুতরাং ইহাকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার স্তবে রাধিকার সখিগণের মধ্যে পরিগণিত হইবার প্রার্থনাও জানাইয়াছেন।—

ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুলসীমন্তিনি প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ॥

—চাটুপুষ্পাঞ্জলি ২২

—হে শ্রীমতী, ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ স্বরূপ তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি এইরূপ অনুকম্পা কর।

হা দেবি কাকুভরস্য গদগদস্বাদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি॥

—গান্ধর্বাসংপ্রার্থনাষ্টক ২

—হে দেবি গান্ধর্বিকে, আমি অতিশয় মূঢ়, ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া অতিশয় বিনয় বচনে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্না হইয়া নিজ পরিকর মধ্যে আমাকে গণনা কর।

অনুরূপভাবে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় নরোত্তম লিখিয়াছেন যে,—

সখিগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে
তবহু পুরিব অভিলাষ।

তবে নরোত্তমের সেবাভিলাষ যে সখী এবং মঞ্জরীগণেরই আনুগত্যে তাহা তিনি স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যেমন,—

সখীর আদেশ হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বুল খাওয়াব চান্দমুখে।

—প্রার্থনা ৩৮

যেখানে যে লীলা করে যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হব ভোর॥
—প্রার্থনা ৪০

সখীর ইঙ্গিত হবে, এসব আনিব কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।—প্রার্থনা ৪৬

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন,—

সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা,
সেইভাবে জুড়াব পরাণী।

শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখা নিত্যসখী বা প্রিয়নর্মসখিগণের আনুগত্যের কথাও নরোত্তম উল্লেখ করিয়াছেন।—

হেন কি হইবে দিন নর্মসখিগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥
—প্রার্থনা ১২

শ্রীমণিমঞ্জরী কবে, সেবায় যুকতি দিবে.
সময় বুঝিয়া অনুমানে। —প্রার্থনা ৩৭

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় নরোত্তম রাধিকার পরমশ্রেষ্ঠ সখী ও নর্মসখিগণের অনুগা হইয়া তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা যাচ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই সেবায় সদা অনুরাগী হইয়া সখীদের মধ্যে বসতি করিবার অভিলাষ জানাইয়াছেন। মঞ্জরীগণের কৃপা প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিতেছেন,—

শ্রীরূপমঞ্জরী সখি কর মোরে দয়া।
অনুক্ষণ দেহ মোরে পাদপদ্ম ছায়া॥
শ্রীরসমঞ্জরী দেবি কর অবধান।
অনুক্ষণ করো তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥—প্রার্থনা ৪০

সখী-মঞ্জরীগণের আনুগত্যে মানসী সেবা নরোত্তম-শ্রীনিবাসের যুগে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কবিরাজও যে এই আনুগত্যের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের রচনা হইতে দেখান যায়। শ্রীনিবাসের দীক্ষাগুরু গোপালভট্ট 'গুণমঞ্জরী' নামে পরিগণিত হন।[১] প্রেমবিলাসে 'মণিমঞ্জরী' বলিয়া শ্রীনিবাসের সিদ্ধ নামের উল্লেখ আছে।[২] শ্রীনিবাসের নামে পাঁচটির অধিক পদ মিলে নাই। একটি পদে গুরু গুণমঞ্জরীর নিকট প্রার্থনায় বলিতেছেন,—

[১] গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১৮৪ শ্লোক
[২] প্রেমবিলাস, ১৯শ বি, পৃ. ২৯৮, বহরমপুর সং

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয় ।
কিশোর কিশোরী পদ, সেবন সম্পদ,
তুয়া সনে মিলব মোয় ।—তরু ৩০৭২

অন্য একটি পদে আছে,—

কি কহব তুয়া যশ, দুহুঁ সে তোমার বশ,
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে ।
আপন অনুগা করি, করুণা কটাক্ষে হেরি,
সেবা সম্পদ কর দানে ॥—তরু ৩৫৭৩

রামচন্দ্র কবিরাজ এবং নরোত্তম ঠাকুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। ইহারা রাত্রিদিন একত্রে সাধনভজন ও কৃষ্ণকথা আলাপনে দিন কাটাইতেন।[১] সুতরাং ইহাদের পরস্পরের সাধনচিন্তা যে পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। রামচন্দ্র কবিরাজ-বিরচিত 'সমরণদর্পণ'-এ মঞ্জরী সাধনার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে তিনি লিখিতেছেন,—

অনঙ্গমঞ্জরী প্রাণ, তুয়াপদে করি ধ্যান,
রহু মোর বহুত প্রণতি ।
অনুগা যে সখীগণ, সেই সঙ্গে অনুক্ষণ,
তবে সে করিতে পারে গতি ॥
—স্মরণদর্পণ পুথি, সাপ ২০১৯

নরোত্তম রামচন্দ্র যাঁহাদের আনুগত্যের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা হইলেন রাধিকার ললিতাদি আটজন পরমশ্রেষ্ঠ সখী এবং শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রমুখা ছয় জন নর্মসখী। মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণ চরণপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া সাধনের কথা বলিয়াছিলেন।[২] শ্রীরূপ প্রমুখ ছয় গোস্বামী সেই উপদেশ অনুসারে সাধন করিয়া ব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরী আদি রাধিকার প্রিয় নর্মসখীরূপে সিদ্ধ হন।

[১] সদাসঙ্গ নরোত্তম, নাহিক তাহার সম,
ত্রিভুবনে নাহি তার সীমা ।
দোহে রাত্রিদিনে বসি, অমিয়া সাগরে ভাসি,
আলাপন যুগল মহিমা ।—স্মরণদর্পণ পুথি, সাপ ২০১৯

[২] মহাপ্রভুর প্রতি রামানন্দ রায়ের উক্তি—
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার ।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাক্তি সেবন ।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
—চৈ. চ. মধ্য, ৮ম পরি.

ইহারা নিত্য সিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির প্রকাশ। সাধক-জীব তটস্থা শক্তির প্রকাশ বলিয়া সখী-মঞ্জরী হইতে পারে না। তাহাকে মঞ্জরীরই আনুগত্য করিয়া সিদ্ধদেহ চিন্তা করিতে হয়। মঞ্জরীগণের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরীই হইলেন প্রধান। এবং মঞ্জরী সাধকের মধ্যে শ্রীরূপই প্রথম পথপ্রদর্শক। নরোত্তমের প্রার্থনায় তাই শ্রীরূপের প্রতি সর্বাধিক আনুগত্য। ১২ সংখ্যক প্রার্থনার পদে আছে,—

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ॥···
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

অন্যত্র নরোত্তম বলিতেছেন,—

শ্রীমণিমঞ্জরী সঙ্গে, শ্রীরসমঞ্জরী রঙ্গে
রূপের অনুগা নাকি পাব। —প্রার্থনা ৩৮

এবং,

এই নবদাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
—প্রার্থনা ৩২

'সেবাসাধকরূপেণ' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,—'সিদ্ধরূপেণ মানসী সেবা শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনামনুসারেণ কর্তব্যা। সাধকরূপেণ কায়িক্যাদি সেবাতু শ্রীরূপসনাতনাদি-ব্রজবাসি জনানামনুসারেণ কর্তব্যেত্যর্থঃ।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীরূপরঘুনাথের স্তবগুলিতে যাহা মাত্র আভাসিত ছিল, নরোত্তমের সময়ে তাহা একটি পূর্ণ সাধন প্রণালীতে পরিণত হয়। ইহা মঞ্জরী ভাবের সাধনা।

রাগানুগামার্গে অন্তরঙ্গ সাধনের আরো একটি দিক নরোত্তমই প্রথম স্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইল সাধকের পুরুষাভিমান ত্যাগ। 'সিদ্ধদেহ'-এর ব্যাখ্যায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন,—'সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-তৎসেবোপযোগিদেহেন'। এই অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট তৎসেবোপযোগীদেহ মঞ্জরীদেহ বা নারীদেহ। সেই কারণে নরোত্তমের প্রার্থনা—

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে প্রকৃতি দেহ হব,
দোহোঁ অঙ্গে চন্দন পরাব।
—প্রার্থনা ৪৫

অন্য একটি পদে আছে,—

কবে বৃষভানুপুরে, আহির গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব।
যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখির পরমশ্রেষ্ঠ, যে তার হইব শ্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায়।
—প্রার্থনা ৪৪

উদ্ধৃত শেষ পদ্যাংশটির ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত উজ্জ্বলনীলমণির ৩।৪৯-৫১ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা এবং রাগবর্ত্মচন্দ্রিকার ৭ম অনুচ্ছেদের মর্ম অনুসরণে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছেন, 'দেহভঙ্গ পর্যন্ত জাতপ্রেম ভক্তের যথাবস্থিত সাধন দেহই থাকে। দেহভঙ্গের পরেই যোগমায়া কৃপা করিয়া জাতপ্রেম ভক্তকে তখন যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকটিত থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট লীলাস্থলীতে আহিরী গোপের ঘরে জন্মাইয়া থাকেন'।[১]

সিদ্ধদেহের ভাবনাসম্বন্ধে গোপালগুরুর পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে যে,—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপাং আত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাম্॥

অর্থাৎ, সাধক নিজের বাসনানুযায়ী ললিতা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখিগণের সঙ্গিনী-রূপে তাঁহাদের মত রূপ ও অলঙ্কারে বিভূষিতা এবং তাঁহাদের আজ্ঞাসেবায় সর্বক্ষণ তৎপরা বলিয়া ভাবনা করিবেন।

গোপালগুরুর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীকৃত স্মরণপদ্ধতি অনুসারে বৃন্দাবনের কৃপাসিন্ধু দাস বাবাজী রাধাকৃষ্ণের যোগপীঠের চিত্র অঙ্কিত করেন। হরিদাস দাস প্রণীত গৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধানের ১ম খণ্ডের ৬৩৩ পৃষ্ঠায় তাহার একটি চিত্র আছে। ইহাতে মঞ্জরীগণের বয়স, বেশ ও সেবার উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত চিত্রের বিবরণ অনুযায়ী গোস্বামীগণের সিদ্ধমঞ্জরী নাম ইত্যাদি নিচে দেওয়া হইল।

১। সনাতন গোঁস্বামী—লবঙ্গমঞ্জরী (১৩।৬।১ বয়স), বিদ্যুৎবর্ণ, তারাবলী বসন, লবঙ্গমালা সেবা

২। রঘুনাথভট্টগোস্বামী—রসমঞ্জরী (১৩।০।০) চম্পকবর্ণ, হংসপক্ষ বস্ত্র, চিত্রসেবা

৩। গোপালভট্ট—গুণমঞ্জরী (১৩।১।১৭), তড়িৎবর্ণ, জবাপুষ্পবসন, জলসেবা

[১] শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত, শ্রীশ্রীপ্রার্থনা, পৃ. ৭৫

৪। লোকনাথগোস্বামী—মঞ্জুলালীমঞ্জরী (১৩।৬।৭), তপ্তহেমবর্ণ,
জবাপুষ্প বস্ত্র, বস্ত্রসেবা

৫। শ্রীজীবগোস্বামী—বিলাসমঞ্জরী (১২।১১।২৬), স্বর্ণকেতকীবর্ণ,
চঞ্চরীকবসন, রাগাঞ্জনসেবা

৬। কৃষ্ণদাস কবিরাজ—কস্তুরীমঞ্জরী (১৩।০।০), হেমবর্ণ,
কাচাম্বর, শ্রীখণ্ড সেবা

৭। শ্রীরূপগোস্বামী—শ্রীরূপমঞ্জরী (১৩।৬।০), গোরোচনাবর্ণ,
ময়ূরপুচ্ছ বস্ত্র, তাম্বুল সেবা

৮। রঘুনাথদাসগোস্বামী—রতিমঞ্জরী (১৩।৬।০), তড়িৎবর্ণ,
তারাবলীবসন, পাদাব্জসেবা

মঞ্জরীভাবে উপাসনায় সাধকের গুরু তাঁহাকে বলিয়া দিয়া থাকেন মঞ্জরীদের মধ্যে তাঁহার কি নাম, কি বয়স, কেমন রূপ। গুরু উপদিষ্ট সেই মঞ্জরীদেহকেই সাধক তাঁহার সিদ্ধদেহ বলিয়া জানিয়া থাকেন। গোপালগুরু এবং তাঁহার শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর পদ্ধতিতে ইহা অবগত হওয়া যায়। মঞ্জরীভাবের উপাসনায় যে সাধককে এইভাবে পুরুষদেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নরোত্তমই প্রথম করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরূপরঘুনাথের অভিলষিত সেবার সহিত নরোত্তমের সেবাপ্রার্থনার আরো একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। শ্রীরূপের অধিকাংশ স্তবেই রাধিকার সেবা প্রার্থনা করা হইয়াছে। রঘুনাথদাস স্পষ্টতই বলিয়াছেন,—

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

—বিলাপকুসুমাঞ্জলি ১০২

—হে রাধিকে, তোমার দর্শন ও সেবা অভিলাষ করিয়া সকল ছাড়িয়া আমি কুণ্ডবাস করিতেছি। তোমা ব্যতীত ব্রজবাস কিংবা কৃষ্ণের পদযুগ কিছুই আমি চাহি না। নরোত্তমের অভিলাষ কিন্তু যুগলসেবার। ৩৬ সং প্রার্থনার পদে তিনি বলিতেছেন—

দুহু মুখ নিরখিব, দুহু অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার।

অন্যত্র, বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
সেই সেবা মাগে নিত্য নরোত্তম দাস।—প্রার্থনা ৪০

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়,—

যুগল চরণ সেবা, যুগল চরণ ধ্যেবা,
যুগলের মনের পিরিতি।

ইহাছাড়া, 'রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, সেইমোর প্রাণধন, সেই মোর জীবন উপায়' (৩৬), 'রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি, জীবনে মরণে গতি, ইহা বিনে অন্য নাহি ভায়' (৩৮), 'রাধাকৃষ্ণ প্রাণমোর যুগলকিশোর, জীবনে মরণে গতি আর নাই মোর' (৩৯) ইত্যাদি বহু উদ্ধৃতি দিয়া দেখান যাইতে পারে যে, যুগলকিশোর রাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তিই ছিল তাঁহার সাধনার লক্ষ্য। মঞ্জরী সাধকের লক্ষ্যও তাহাই। রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কোন একজনের প্রতি পক্ষপাত সাধক দেখাইতে পারেন না। অন্যদিকে, শ্রীরূপগোস্বামী প্রমুখ হইলেন ব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি নর্মসখিগণ। শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি নিত্যসখীর পর্যায়ভুক্ত। নিত্যসখীর সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন, নিত্যসখিগণ রাধিকার প্রতি অধিক স্নেহশীলা।[১] সুতরাং, শ্রীরূপরঘুনাথের স্তবে যে রাধিকার প্রতি অধিক পক্ষপাত দৃষ্ট হয়, তাহাই স্বাভাবিক।

সখী ও মঞ্জরী নিত্যসিদ্ধা, হ্লাদিনীসারস্বরূপা শ্রীরাধিকার সহিত ইহারা বস্তুত এক।[২] তবে মঞ্জরীগণ যে সখীদের আজ্ঞাধীন তাহা নরোত্তমের উল্লেখ হইতে জানা যায়,—

ললিতা বিশাখা এই নিত্যসিদ্ধাগণ।
কৃষ্ণ যৈছে নিত্যসিদ্ধ তৈছে সিদ্ধ হন॥...
তার অনুরূপা হয় মঞ্জরীর গণ।
সখী আজ্ঞাশ্রয় সেবা তাহার করণ॥

—উপাসনাতত্ত্বসার

স্বরূপশক্তির বিকাশ বলিয়া কৃষ্ণের সহিত তাহাদের কেলি সম্ভব এবং তাহারা কৃষ্ণ কর্তৃক উপভুক্তও হইয়াছেন। কৃষ্ণের সহিত কেলিবিলাস অপেক্ষা রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া সখিগণ কোটিগুণ সুখ পাইয়া থাকেন। আত্মসুখে সখীদের মন নাই। তথাপি রাধিকা নানাছলে কৃষ্ণের সহিত সখীদের সংগম ঘটাইয়া থাকেন।[৩] 'স্তবমালা'র অন্তর্গত 'গীতাবলী'র ৩৮ সংখ্যক

১ উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, প্রাণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, পৃ. ৩৯-৪০

২ ললিতাদ্যা অষ্ট সখ্যো মঞ্জর্য্যস্তদগণশ্চ যঃ।
সর্বা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায় সারূপ্যমাগতাঃ।
—লঘুরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ১৭৯ শ্লোক

৩ সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন।

পদ[১] 'নব শশিরেখা লিখিত বিশাখা তনুরথ' এবং উজ্জ্বলনীলমণির সখীপ্রকরণের ২০ সংখ্যক[২] 'প্রিয় সখি বিদিতং তে কর্ম' ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায় যে, সখী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছেন। মঞ্জরীগণের সহিতও কৃষ্ণের সম্ভোগের কথা 'স্তবমালা' ও 'স্তবাবলী'র শ্লোক হইতে জানা যায়। উৎকলিকাবল্লরির ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে আছে,—

উদঞ্চতি মধূৎসবে সহচরীকুলেনাকুলে
কদা ত্বমবলোকাসে ব্রজপুরন্দরস্যাত্মজ।
স্মিতোজ্জ্বলমদীশ্বরীচলদৃগঞ্চল প্রেরণা-
ন্নিলীনগুণমঞ্জরী বদনমত্র চুম্বন্ময়া॥

—হে ব্রজেন্দ্রনন্দন, সখীগণে বেষ্টিত হইয়া তোমাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইলে স্মিতমুখী রাধার চপল কটাক্ষ প্রেরণে অর্থাৎ তাঁহার ইঙ্গিত হেতু নিভৃতস্থানে অবস্থিতা গুণমঞ্জরী নামিকা কোন সখীর বদন চুম্বন করিতেছ—এইরূপ তোমাকে আমি কবে দেখিব।

বিলাপকুসুমাঞ্জলির ১ সংখ্যক শ্লোকে,—

ত্বং রূপমঞ্জরী সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্যবদনং নহি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমানগতাভর্তৃকায়া
যত্তে ব্যধায়ি কিমু তচ্ছুকপুঙ্গবেন॥

—সখি রূপমঞ্জরী, তুমি ব্রজমণ্ডলীতে সতী বলিয়া বিখ্যাত, কখনও পরপুরুষের মুখও সন্দর্শন কর না, তবে ভর্তার অনুপস্থিতি কালে তোমার যে বিম্বাধরে ক্ষত, ইহা কি কোন শুকপক্ষী বিধান করিয়াছে।

মঞ্জরী সাধক জীব, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির প্রকাশ। সখীদের সহিত ইহাদের এক করিয়া দেখা ভুল। সাধকের সহিত কৃষ্ণের কেলিবিলাস সম্ভব নহে।

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায়॥···
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম।
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়॥—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম পরি.

১ নবশশিরেখালিখিতবিশাখা তনুরথ ললিতাসঙ্গী।
শ্যামলয়াশ্রিত বাহরুলক্ষিত পদ্মাবিভ্রমরঙ্গী॥ —গীতাবলী ৩৮

২ প্রিয়সখি বিদিতং তে কর্ম যৎ প্রেরয়ন্তী
ত্বমমদমনক্ষণা ক্ষিপ্রমন্তর্হিতাসি।
অহহ ন হি লতাঃ স্যুস্তত্র চেৎ কণ্টকিন্যো
মম গতিরভবিষ্যৎ তৎকরাৎ কা ন বেদ্মি।—উজ্জ্বলনীলমণি, সখীপ্রকরণ ২০

কেলিবিলাসের সময় সখীরা উপস্থিত থাকিতে পারেন না, কিন্তু মঞ্জরী পারেন। সে সময়ে মঞ্জরী যে পাদসম্বাহন, চামরব্যজন, কেশবিন্যাস ইত্যাদি সেবা করিয়া থাকেন শ্রীরূপের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে তাহা বুঝা যায়। নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

রসের আলসকালে, বসিব চরণতলে,
সেবন করিব দুহাঁকায়। —প্রার্থনা ৩৮

মঞ্জরীসাধনার প্রাচীনতম উল্লেখ মিলে পদ্মপুরাণে। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে আছে যে,[১] —

'তাঁহার প্রীতিপাত্ররা পরকীয়া অভিমানে গোপনে নিজপ্রিয়ের সহিত রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে আপনাকে কৃষ্ণসেবিকা রমণীদের মধ্যে রূপযৌবনশালিনী মনোরমা কিশোরীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ভাবনাদ্বারা নিজেকে বিবিধ শিল্পবিদ্যানিপুণা শ্রীকৃষ্ণের ভোগের উপযোগিনী করিতে হইবে। কিন্তু কৃষ্ণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ভোগে পরাঙ্মুখ বলিয়া চিন্তা করিবে। সব সময় রাধিকার অনুচরী ও তাঁহার সেবাপরায়ণারূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধাতে অধিক প্রীতি রাখিবে। প্রীতির সহিত প্রতিদিন (মানসে) রাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনে যত্ন করিবে। নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।' —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার-কৃত অনুবাদ

পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড ৯ম-১৪শ শতকের মধ্যে রচিত। সুতরাং পদ্মপুরাণের ঐ অংশ অকৃত্রিম হইলে[২] মঞ্জরীভাবের উপাসনা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিতে হয়। এ বিষয়ে

১ পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥
আত্মানাং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্বীতম্॥
প্রীত্যানুদিবসং যত্নত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম॥
ইত্যাত্মানাং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মং মুহূর্তামারভ্য যাবৎ স্যাত্তু মহানিশা॥
—পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, বঙ্গবাসী সং, অধ্যায় ৫২
পৃ. ৪১৫; আনন্দাশ্রম সং, অধ্যায় ৮৩, পৃ. ৬২৪

২ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই অংশের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃ. ৪২৯

কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। 'হরিভক্তিবিলাস' এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে পদ্মপুরাণের উক্ত অংশ হইতে কোন শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। রাগানুগসাধন সম্পর্কিত এইরূপ প্রাচীন উল্লেখ সনাতন ও শ্রীরূপের মতো প্রবল অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে ইহা ভাবিতে পারা যায়না। সুতরাং, মঞ্জরীসাধনার উৎস যে পদ্মপুরাণে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না।

মঞ্জরী সাধনায় পুরুষদেহের অভিমান ত্যাগ করিতে হয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। আধ্যাত্মিকতার উন্নততর পর্যায়ে উঠিতে গেলে যে পুরুষাভিমান বিসর্জন দিতে হয় ইউরোপীয় মিস্টিকগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[১] দেহাত্মবুদ্ধি সকল অনিষ্টের মূল। শ্রীমদ্ভাগবতে বসুদেব বলিয়াছেন যে,—'দেহিগণের দেহে অহং বুদ্ধি অজ্ঞানতা হইতে জন্মে। অহং বুদ্ধি হইতেই দেহিগণের পাঞ্চভৌতিক দেহে এই দেহ আমার, এই দেহ অপরের এই ভেদ-দৃষ্টি হয়। এইরূপ ভেদ-দৃষ্টি সম্পন্ন দেহিগণ অজ্ঞানমূলক অহংকারের দ্বারাই শোক, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ ও গর্বে পরিপূর্ণ হইয়া সেই অহংকারের দ্বারাই পরস্পর যে নিজেকে বিনষ্ট করিতেছে তাহা দেখিতে পায়না।' (১০।৪।২৬-২৭)।

সাধক যদি নিজের দেহটাকে ভুলিয়া রাধাকৃষ্ণের দাসীর দেহকে আপনার দেহ বলিয়া চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হন, তাহা হইলে দেহাভিনিবেশ দূর হয় এবং তজ্জনিত অনিষ্টেরও আশঙ্কা থাকে না। মঞ্জরীদেহে সাধক রাধাকৃষ্ণের বিলাসে সেবা ও সহায়তা করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণবিলাসে সম্ভোগের স্থান গৌণ—মুখ্য হইতেছে প্রেমভাব। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—

বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখম্।
ন তথা সম্প্রয়োগেণ স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥

কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তুভে' আছে যে, প্রেম অঙ্গীরস, শৃঙ্গার অঙ্গরস মাত্র। প্রেমরসের স্থায়ীভাব চিত্তদ্রব। দ্রবীভূত চিত্তে কামের স্থান নাই (৫।১২)। সুতরাং মঞ্জরীভাবে সাধনায় একদিকে দেহাত্মবুদ্ধির বিলোপ ঘটে এবং অন্যদিকে কামের প্রভাবও পরাহত হয়। শ্রীরূপগোস্বামীর অনুসরণে নরোত্তম এইভাবে সাধনার এক পরম উপাদেয় পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরূপ প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ যে মঞ্জরী সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা কবিকর্ণপূর, নরোত্তম এবং ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে ঐক্য দৃষ্ট হয় না। কবি-

[১] *If the soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman—yes, however manly you may be among men.* —*F. W. Newman.*

কর্ণপুরের মতে শ্রীরূপগোস্বামী হইতেছেন শ্রীরূপমঞ্জরী, সনাতন রতিমঞ্জরী বা লবঙ্গ-মঞ্জরী, শিবানন্দ চক্রবর্তী লবঙ্গমঞ্জরী, গোপাল ভট্ট অনঙ্গমঞ্জরী বা গুণমঞ্জরী, রঘুনাথ ভট্ট রাগমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস রসমঞ্জরী বা রতিমঞ্জরী, ভূগর্ভ ঠাকুর প্রেমমঞ্জরী, লোকনাথগোস্বামী লীলামঞ্জরী, রঘুমিশ্র কর্পূরমঞ্জরী, জিতা মিশ্র শ্যামমঞ্জরী এবং নয়ন মিশ্র (গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র) হইতেছেন নিত্যমঞ্জরী।[১] নরোত্তম-রচিত 'রাগমালা'র প্রদত্ত বিবরণের সহিত ইহার সর্বত্র ঐক্য নাই। ইহাতে মাত্র আট জন গোস্বামীর মঞ্জরীনাম উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু কাহারও একাধিক নামের কথা নাই। এই আট জন হইলেন,—শ্রীরূপ (শ্রীরূপমঞ্জরী), সনাতন (লবঙ্গমঞ্জরী), রঘুনাথদাস (রতিমঞ্জরী), গোপালভট্ট (আনন্দমঞ্জরী, পাঠান্তর গুণমঞ্জরী), রঘুনাথ ভট্ট (রসমঞ্জরী), লোকনাথ (আনন্দমঞ্জরী), শ্রীজীব (বিলাসমঞ্জরী) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ (কস্তুরীমঞ্জরী)। ধ্যানচন্দ্র এই আট জন ছাড়া জাহ্নবা দেবীকেও (অনঙ্গমঞ্জরী) উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি গোপালভট্টকে গুণমঞ্জরী এবং লোকনাথ গোস্বামীকে মঞ্জুলালীমঞ্জরী বলিয়াই জানাইয়াছেন। এই দুই জন গোস্বামী যথাক্রমে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের দীক্ষাগুরু। এবং উহাদের উক্ত সিদ্ধনাম শিষ্য কর্তৃকও উল্লেখিত হইয়াছে।[২] শ্রীরূপগোস্বামী রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় মঞ্জরীগণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে মঞ্জুলালীমঞ্জরীর নাম নাই, কিন্তু লীলামঞ্জরীর নাম আছে।[৩] 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়, ধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতি ইহার পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরের রচনা। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে মঞ্জরীসাধনা পূর্ণবিকশিত রূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই সম্ভব। কেননা, নরোত্তমের প্রার্থনার পদাবলী খেতুরী উৎসবের পরে, সুতরাং ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের পরে রচিত। সেই দিক দিয়া দেখিলে ধ্যানচন্দ্র-প্রদত্ত তালিকাকে প্রামাণ্য বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু রাগমালায় নরোত্তম স্বীয় দীক্ষাগুরুর সিদ্ধনাম 'আনন্দমঞ্জরী' বলিয়া কেন উল্লেখ করিলেন তাহার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণযোগ্য

১ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্লোক ১৮০-২০৭

২ শ্রীনিবাসরচিত পদ—তরু ৩০৭২ ও ৩৫৭৩; নরোত্তমরচিত পদ—সংকলন ৩৩

৩ শ্রীরাধার মঞ্জরীগণ ঃ

(১) অনঙ্গমঞ্জরী, (২) রূপমঞ্জরী, (৩) রতিমঞ্জরী, (৪) লবঙ্গমঞ্জরী, (৫) রাগমঞ্জরী, (৬) রসমঞ্জরী, (৭) বিলাসমঞ্জরী, (৮) প্রেমমঞ্জরী, (৯) মণি-মঞ্জরী, (১০) সুবর্ণমঞ্জরী, (১১) শ্রীপদ্মমঞ্জরী, (১২) লীলামঞ্জরী, (১৩) হেম-মঞ্জরী, (১৪) কামমঞ্জরী, (১৫) রত্নমঞ্জরী, (১৬) কস্তুরীমঞ্জরী, (১৭) গন্ধ-মঞ্জরী, (১৮) নেত্রমঞ্জরী। সুপ্রেমা ও রতিমঞ্জরী নামের মঞ্জরীদ্বয়ের নামান্তর ভানুমঞ্জরী। —লঘুরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ১৭৫-৭৭ শ্লোক

যে, ধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত 'যোগপীঠে' কবিকর্ণপুর, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্র কবিরাজ স্থান পান নাই, অথচ গোবিন্দদাস-কর্ণপুরকবিরাজ-নৃসিংহ কবিরাজ-ভগবান কবিরাজ-বল্লভীকান্ত কবিরাজ-গোপীরমণ কবিরাজ এবং গোকুল কবিরাজ—শ্রীনিবাসের এই সাতজন শিষ্য যোগপীঠে গৃহীত হইয়াছেন।

নরোত্তম-শ্রীনিবাসের যুগে মঞ্জরী সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্রমশঃ তাহা বিস্তার লাভ করে। অতঃপর বৈষ্ণবসাধক নিজেকে রাধাকৃষ্ণ লীলার পরিকর জ্ঞান করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ষোড়শ শতকের শেষপাদ হইতে পদাবলী রচনা সাধনার অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। ঐ সময় হইতে পদকর্তাগণ যে ভণিতা দিতে থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণের লীলাপরিকর স্বরূপত্ব বা মঞ্জরীসাধক স্বরূপত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার ভণিতা আলোচনা করিয়া তাহা দেখান যাইতেছে।

পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস ছিলেন ষোড়শ শতকের শেষপাদের প্রধানতম কবি। ইনি নরোত্তম-শ্রীনিবাসের সমসাময়িক। সাত শতেরও অধিক পদ গোবিন্দদাস লিখিয়া গিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলাবর্ণনার এই সকল পদে তিনি যে ভণিতা দিয়াছেন, তাহাতে গোবিন্দদাসকে ব্রজমণ্ডলের এক অন্তরঙ্গ-সেবিকারূপেই দেখা যাইবে।

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জে রতিজনিত আলস্যে নিদ্রামগ্ন। শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিবেন, তাই কবি—

> সুবাসিত বারি, ঝারি ভরি রাখত,
> মন্দিরে দুহুজন পাশ।
> মন্দির নিকটে, পদতলে শুতলি,
> অনুচরি গোবিন্দদাস ॥

মিলনের সময় সখীরা চলিয়া গেলে কবি চামর সেবা করেন, লীলা প্রত্যক্ষ করেন,[১] —

> নিতি নিতি ঐছন দুহুক বিলাস।
> বীজন করতহি গোবিন্দদাস ॥—৮০

কখন কখন নিকুঞ্জের বাহিরে আদেশের অপেক্ষায় থাকেন,—

> মন্দির নিকটে, আন থলে শুতলি,
> সহচরি গোবিন্দদাস।—৩১৪

[১] সমস্ত উদ্ধৃতি 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' হইতে গৃহীত, পার্শ্বস্থ সংখ্যা উক্ত গ্রন্থের পদসংখ্যা নির্দেশক।

কৃষ্ণবিরহে রাধিকা আকুল হইলে কবি তাঁহাকে প্রবোধ দান করেন, প্রিয় সংগমের আশ্বাস দেন, কৃষ্ণ না আসিলে মিলন ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন, গোষ্ঠের পথে তাঁহাকে আর দেখিতে না পাইয়া রাধিকা ব্যাকুল হইলে—

গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব
মিলাহুঁ নন্দকিশোর। —১৯০

না আসিলে প্রতিজ্ঞা করেন—

আজুক রজনী, দুহুজনে মিলায়ব,
কহতহি গোবিন্দদাস।—২৪০

অভিসারকালে রাধিকার নিকট কবি অনুরোধ জানান,—

তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস সঙ্গ করি নেহ॥—৩৪৮

কারণ, তখন—

গোবিন্দদাস, পন্থ দরশাওব,
জানা নাহি কণ্টক আচোর।—৩৮২

কুঞ্জভঙ্গের পর ভাবী বিরহের আশঙ্কায় রাধিকা ক্রন্দনমুখী হইলে, কবিও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলেন, অশ্রুজলে গৃহের পথ চিনিতে কষ্ট হয়।—

গোবিন্দদাস চলু, কান্দিতে কান্দিতে খোঁজে,
লোরে পথ দেখিতে না পায়।—৫৪

বিরহপীড়িতা রাধার দুঃখে কাতর হইয়া কবি কৃষ্ণসমীপে গিয়া জানিয়া আসেন তাঁহার 'নবনেহ' কৃষ্ণ তেজিয়াছেন কিনা (৪০৮)। কখনও কৃষ্ণকে ধিক্কার দেন।—

গোবিন্দদাস ভণ, ও নন্দনন্দন,
ইহ কি পিরিতিক রীতি।—৪২৬

কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাইবেন শুনিয়া রাধিকা মূর্ছিতা হইলে কবি তাঁহাকে কোল পাতিয়া গ্রহণ করেন (৬১৯)। কখন কৃষ্ণকে আনিতে মথুরা যাত্রা করেন,—

রাধাবল্লভ, আনিতে দুর্লভ,
সাজল গোবিন্দদাস।—৬৪৪

দানলীলায় কৃষ্ণ ছলেবলে রাধা অঙ্গ স্পর্শ করিতে ব্যগ্র হইলে কবি তাঁহাকে নিষেধ করেন (৫৩২)। আবার, রাধা মান করিলে কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখী হইয়া তিনি বলেন,—

গোবিন্দদাস, তোহারি লাগি সাধব,
আগে চল মঝু সাথ। — ৫০২

ষোড়শ শতকের শেষপাদের অন্যতম শক্তিমান পদকর্তা রায়শেখর। তাঁহার পদের ভণিতায় অনুরূপ লীলাপরিকরত্বের পরিচয় রহিয়াছে। রাধিকা সখিগণ পরিবৃতা হইয়া রোহিণীর সহিত রন্ধনে বসিলে 'শেখর যোগায় ঘী' (তরু ২৫৫৬)। কৃষ্ণের ভোজনের পর দাসগণ তাঁহার চরণসেবা করিতে থাকে এবং কবি তাঁহাকে বাতাস করেন (তরু ২৫৫৯)। গোষ্ঠগমন কালে যশোদা কাঁদিয়া আকুল হইলে কৃষ্ণ কবিকে বলেন,—

শেখর শুনহ বোল, কি লাগিয়া কর রোল,
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে। —তরু ২৫৬৫

যশোদাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া কবি প্রবোধ দেন—

বিষাদ না কর মনে, কিছু ভয় নাহি বনে,
ইথে সাখী এ শেখর রায়।

—তরু ২৫৫৬

অভিসারের পথে বহু বিঘ্ন, কিন্তু কবি রাধাকে উৎসাহিত করিয়া বলেন, 'রায়শেখর, বচনে অভিসর, কিয়ে সে বিধিনি বিচার' (তরু ৯৮৪)। বলেন,—

চড়ব মনোরথে সারথি কাম, তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম।
মন যাহা সাখি দেয়ত পুনবার, কহ শেখর ধনি কর অভিসার।

—তরু ৯৮৫

দানলীলায় কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া কবি বলেন, রাধার সঙ্গে একই নগরে তুমি বাস করিতেছ, অষ্টপ্রহর তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে। অথচ তুমি রাধাকে বলে স্পর্শ করিতে চাহিতেছ, তোমার কি আঁখিলাজ নাই। রাজাকে পর্যন্ত তুমি ভয় কর না, তবে 'এদেশে বসতি কিবা কাজ'—(তরু ১৩৭৭)। আবার, কৃষ্ণের হইয়া কবি রাধার নিকট ছুটিয়া আসেন,—

কহ কবি শেখর ধীরজ রহ শ্যাম।
কহি চলি আয়ব রাইক ঠাম॥

—গীতচন্দ্রোদয়, পৃ. ৩৯২

বলরাম দাস, বংশীবদন ও রায় বসন্তের পদের ভণিতায়ও মঞ্জরী সাধকের পরিকরত্বের পরিচয় মিলিবে। গোষ্ঠের পদে বলরাম যশোদাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, তুমি মনে কিছু ভয় ভাবিহ না। তোমার আগে নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি যে 'চরণের বাধা লৈয়া, দিব আমরা আগাইয়া' (তরু ১২১৮)। গোষ্ঠে তিনি কৃষ্ণের সহচর,—

যতেক রাখাল গণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
বলরামদাস চলু সঙ্গে। —তরু ১২০৮

কৃষ্ণের প্রেমে সন্দিহান হইলে কবি রাধাকে আশ্বাস দিয়া বলেন,—

বলরামদাস বলে না ভাব সুন্দরি।
শ্যামসুন্দরের প্রেম সুধার লহরী॥

—অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী, পৃ. ৫৭

মাথুর বিরহে রাধিকা কাতর হইলে কবি কৃষ্ণ-সংবাদ আনিতে অগ্রসর হন,—

কতদূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
সম্বাদ লেই চলু বলরাম দাস॥

—তরু ১৬৪৫

বংশীবদনের পদে দেখি রাধিকা লোকগঞ্জনায় অস্থির হইয়া উঠিলে কবি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন,—

ঘরে পরে সব জনে করয়ে গঞ্জনা।
বংশীবদনে কহে না কর ভাবনা॥

—অ-প-র, পৃ. ১১২

মানিনী রাধিকাকে বলিতেছেন, তোমার দারুণ অভিমান ত্যাগ কর। তোমার বিরহে কৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণতনু হইতেছেন, তাঁহার প্রাণ যেন দাবানলে দগ্ধ হইতেছে (-সমুদ্র, পৃ. ২০২)। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় রাধিকা নানা শুভ লক্ষণ দেখিয়া প্রিয় মিলন সম্ভাবনার আশায় রহিয়াছেন. তখন কবি স্থির বিশ্বাসে বলিতেছেন,—

খঞ্জন আসিয়ে, কমলে বৈসয়ে,
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে, এ সব লক্ষণ,
কভু না হইবে আন।

—তরু ১৯৭৯

রায় বসন্ত মানিনীর শিরোমণি রাধিকাকে বুঝাইয়া শান্ত করেন (তরু ৫৫২)। অন্য পদে দেখি, প্রভাত হইয়া গিয়াছে, এখনই গৃহে ফিরিতে হইবে, অথচ রাধাকৃষ্ণ কিছুতে পরস্পরকে ছাড়িয়া আসিতে পারিতেছেন না, কবি তখন তাহাদের তাড়া দিতে থাকেন,—

লাজ ভুবল হঠ না কর ঐছন
যৈছনে লোকে না জানে।
রায় বসন্ত কহ হঠ ছোড়ি গমন কর
না দেখহ ভৈ গেল বিহানে॥

—তরু ২৯০৪

নরোত্তমরচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদগুলির ভণিতায়ও অনুরূপ পরিকরত্ব লক্ষিত হয়।

ভণিতায় এইভাবে কবির পরিকরস্বরূপের ব্যঞ্জনা অতঃপর অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ফলে, কোন কবি চৈতন্যপরবর্তী যুগের কিনা, তাহা কবির ভণিতার ধরন বিচার করিয়া অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

যে-সাধনার বীজ মহাপ্রভুর উপদেশে নিহিত ও শ্রীরূপরঘুনাথের স্তবসমূহে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছিল, নরোত্তমের প্রার্থনার পদে তাহা পুষ্পশোভায় বিকশিত হইয়াছে। তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অতঃপর বৈষ্ণবসাধক ও ভক্ত ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং আনন্দপূরিত হৃদয়ে কেহ কেহ গীত রচনা করিয়াছেন, আবার কেহ বা কেবলই বিভোর থাকিয়া গিয়াছেন।

চিরকুমার অচ্যুতানন্দ আজন্ম চৈতন্যচরণ সেবা করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতাচার্যের জীবৎকালেই অদ্বৈতভজনার সূচনা হয়। তিনি ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে প্রতিবাদ যে করেন নাই বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ হইতে তাহা জানা যায়।—

বোলায় অদ্বৈত ভক্ত চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব বাক্য মরে ভাল মনে॥

—চৈ. ভা., মধ্য, ১০ পরি.

নিত্যানন্দও তৎকালে জীবিত ছিলেন। অদ্বৈতভক্তগণের সম্বন্ধে তিনি সরাসরি কিছু না বলিলেও, তাঁহার ভক্তশিষ্য বৃন্দাবন দাসের আপত্তি হইতে অনুমিত হয় যে, নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র অদ্বৈত-ভক্ত-গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য একবার অদ্বৈতের প্রতি রুষ্ট হন। কোন সময় অদ্বৈত যোগবাশিষ্টে প্রচারিত নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে বিশ্বম্ভর মিশ্র (তখনও তিনি সন্ন্যাস লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন নাই) তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন।[১] চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, অদ্বৈতের কার্যকারক বা ম্যানেজার কমলাকান্ত বিশ্বাস মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন যে, অদ্বৈতপ্রভুর কিছু ধার হইয়াছে, অতএব মহারাজ যেন কয়েকশত টাকা দিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করেন। শ্রীচৈতন্য তাহা জানিতে পারিয়া বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন। কমলাকান্ত বিশ্বাস প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থ চাহিয়া যে পত্র লেখেন তাহাতে অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল।[২]

চৈতন্যবিরোধী অদ্বৈতভক্তগণ বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃতি পান নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব ছিল দেখা গেল। অনুরূপভাবে নিত্যানন্দকে কেন্দ্র করিয়া একটি উপদলের সৃষ্টি হয়। ইহারা চৈতন্যগোষ্ঠীতে অনুমোদন লাভ করে নাই এবং ইহা লইয়া বেশ তিক্ততারও সৃষ্টি হয়।

নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত—সমস্ত বিধি নিষেধের ঊর্ধ্বে। তাঁহার জীবনযাত্রায় সন্ন্যাসীসুলভ আচরণ অতি অল্পই ছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গৌড়ে ভক্তিধর্ম প্রচারে নিয়োগ করেন। ভক্তি প্রচারে নামিয়া নিত্যানন্দ কেবল সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহারই নয়, বেশও ত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণ করেন। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন.—

মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রায়ে।
রুণুঝুনু কনক নূপুর বাজে পায়ে॥

১ চৈতন্যভাগবত ২।১৭
২ চৈতন্যচরিতামৃত ১।১২

সুবর্ণ বৈদূর্য্য বিদ্রুম মুক্তাদাম।
ত্রৈলোক্য সুন্দর রূপ অতি অনুপাম॥
হেম জড়িত গজমুক্তা শ্রুতিমূলে।
কত রত্নোৎপল রাঙা চরণ কমলে॥...
গ্রামে গ্রামে নগরে সেবক প্রতি ঘরে।
চৈতন্য-আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে॥

—চৈতন্যমঙ্গল, বিজয় খণ্ড

ইহা সন্ন্যাসী-প্রচারকের বেশ নয়, রাজসুলভ যোদ্ধবেশ। চৈতন্যভাগবতেও নিত্যানন্দের এই বেশের সমর্থন আছে।[১] নিত্যানন্দের প্রধান অনুচরগণও অনুরূপ বেশে সংকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া বৃন্দাবন দাস জানাইয়াছেন—

কারো কোন কর্ম নাই সংকীর্তন বিনে।
সভার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ ডুরি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড় হাতে পায়ে নপুর সভার॥

—চৈ. ভা., অন্ত্য, ৬ পরি.

ইহাদের মধ্যে প্রধান বারোজন শিষ্য 'দ্বাদশগোপাল' নামে খ্যাত হন।

শ্রীচৈতন্যের বড় ভাইয়ের মতো বলিয়া বৈষ্ণবভক্তগণ নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। মহাপ্রভুর যেমন শ্রীবাসমন্দিরে মহাভিষেক হইয়াছিল, তেমনি নিত্যানন্দেরও অভিষেক হইয়াছিল পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে।[২] অতঃপর তিনি শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া জাতি-ধর্মনির্বিশেষে পাণিহাটি হইতে আরম্ভ করিয়া কাটোয়া পর্যন্ত গঙ্গার উভয়তীরে নামকীর্তন ও প্রচার করিয়া বেড়াইতে থাকেন।

সশিষ্য নিত্যানন্দের এই সকল ক্রিয়াকলাপের ফলে বৈষ্ণবসমাজে, বিশেষ করিয়া যাহারা উচ্চবর্ণের হিন্দু তাহাদের মধ্যে, প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নীলাচলে অবস্থিত মহাপ্রভুর নিকট অভিযোগ আসিল যে,—

ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনারূপা সে সকল কলেবরে॥

[১] মুক্তা-কক্ষ-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত-নূপুর বিলক্ষণ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগৎ মোহন॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত বহুবিধ বাস।
অপূর্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥ —চৈতন্যভাগবত ৩।৫

[২] চৈতন্যভাগবত ৩।৫; মুরারিগুপ্তের কড়চা ৪।২২।৪৬

কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে যে থাকেন সর্বক্ষণে॥

—চৈ. ভা., অন্ত্য, ৭ পরি.

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য সে অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু জয়ানন্দের বিবৃতিতে মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ আপত্তির আভাস আছে। নিত্যানন্দ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আসিলে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেন,—

কর্তাল মৃদঙ্গ যন্ত্র মালা চন্দনে।
শিঙ্গা বেত্র গুঞ্জহার নূপুর আভরণে॥
মহোৎসব লাগিয়া নাচেন সংকীর্তনে।
হেন যুক্তি তোমারে দিলেক কোনজনে॥

—চৈতন্যমঙ্গল, উত্তর খণ্ড

ইহার উত্তরে নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিয়াছিলেন 'কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগ ধর্ম নহে।'

কিন্ত বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ-বিরোধ যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল বৃন্দাবন দাসের 'এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে'। ইত্যাদির মতো একাধিক অসহিষ্ণু উক্তিতে তাহা স্পষ্ট। নিত্যানন্দের নাম শুনিয়া গৌরাঙ্গভক্তগণ যে পলায়ন করিতেন বৃন্দাবন দাস সে কথাও লিখিয়া গিয়াছেন,—

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায়॥

—চৈ. ভা., মধ্য, ৩ পরি. ১৭৮

অদ্বৈত সম্ভবতঃ নিত্যানন্দের আচরণকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি একবার কলহকালে তাঁহাকে অজ্ঞাত কুলশীল বলিয়াছিলেন,—

হেন জাতি নাহি না খাইলে যার ঘরে।
জাতি আছে হেন কোন জন বলে তোরে॥
কোথা মাতা পিতা কোন দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে আসিয়া বলুক দেখি ইথি॥

—চৈ. ভা., মধ্য, ২৪ পরি.

তাহাছাড়া, জগদানন্দের হাতে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈত যে তরজা প্রহেলিকা

১ শুন বিপ্র—যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময়॥—চৈতন্যভাগবত ৩।৭

লিখিয়া পাঠান, তাহার প্রচ্ছন্ন অর্থ নিত্যানন্দ-বিরোধিতা বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন।[১]

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাড়ীতে একবার সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই উৎসবে তাঁহার ছোট ভাই নিত্যানন্দের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। তাহা লইরা নিত্যানন্দের অনুচর মীনকেতন রামদাসের সঙ্গে কৃষ্ণদাস-ভ্রাতার রীতিমতো মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।[২]

নিত্যানন্দ অদ্বৈতের পূর্বেই তিরোহিত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ মিটিয়া যায় নাই। নিত্যানন্দের তিরোভাব উপলক্ষে খড়দহে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বৈষ্ণবসমাজের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কিন্তু সকলে উপস্থিত হন নাই।—

তার মধ্যে দুর্ভাগ্য হইল কএ জনে।
জন্মে জন্মে বিমুখ রহিল শ্রীচরণে॥
সে সভার নাম লইতে শ্রদ্ধা নাহি হয়।

—'নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার', বাংলা সাহিত্যের
ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ, ৩৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

কেহ কেহ নিত্যানন্দের তিরোভাব উৎসব বর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধকরি বীরচন্দ্র অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা না লইয়া বিমাতা জাহ্নবার নিকটই মন্ত্রদীক্ষা লন। নিত্যানন্দের অবর্তমানে অদ্বৈতই ছিলেন গৌড়বঙ্গের বৈষ্ণবমণ্ডলের সর্ব-সম্মত নেতা। বীরচন্দ্র তাঁহার কাছেই দীক্ষা লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ ভক্তগণ বিরোধিতা করিলে শেষ পর্যন্ত জাহ্নবা দেবীই তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। এই ঘটনার ফলে বৈষ্ণবসমাজে বংশগত গুরুপরম্পরার উদ্ভব হয়। অদ্বৈতের জীবনকালেই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রথম বৈষ্ণবসমাজে একটি গুরুতর বিভেদ সৃষ্টি হইল। নিত্যানন্দের স্থান তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবা এবং জাহ্নবার স্থান বীরচন্দ্র গ্রহণ করিলেন, বীরচন্দ্রের পর তাঁহার সন্ততি খড়দহে গুরুবংশ বিস্তার করেন। অদ্বৈতের পর শান্তিপুরে প্রধান হইলেন সীতা দেবী এবং সীতাদেবীর পর অদ্বৈতপুত্রগণ গুরু হইলেন।

অম্বিকা-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিত গৌরনিতাইয়ের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন।[৩] শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের প্রতি নিত্যানন্দ অত্যন্ত অনুগ্রহশীল হইলেও, তাঁহারা

১ গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, পৃ. ৯৭
২ চৈতন্যচরিতামৃত ১।৫।১৩৯-৫৬
৩ মুরারিগুপ্তের কড়চা ৪।১৪।১২-১৪

কিন্তু গৌরাঙ্গের সহিত নিত্যানন্দের পূজা খুব একটা প্রীতির চোখে দেখিতেন বলিয়া মনে হয় না।[১] তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত বিগ্রহ হইতেছে গৌর-গদাধর।

গদাধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রতি ইহাঁর আনুগত্য ও প্রীতি দেখিয়া ভক্তগণ গদাধরকে লক্ষ্মীর (বা রাধার) অবতার মনে করিতেন। ইনি যে গোপীভাব বা রাধাভাবে বিভোর থাকিতেন বৃন্দাবনদাস তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।—

গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন কে কিনিবে গোরস॥···
হইল রাধিকাভাব গদাধর দাসে।
'দধি কে কিনিব' বলি মহা অট্ট হাসে॥

—চৈ. ভা. অন্ত, ৫ পরি.

নরহরি সরকারের একটি পদে গদাধরকে রাধা বলিয়া গৌরাঙ্গের আকুল হইবার কথা আছে।—

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥···
প্রিয় গদাধর করিয়া কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদাধর বোলে॥

—কপদা ২৭।৪১

কবি কর্ণপুর ইহাকে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতমরূপে বন্দনা করিয়াছেন।[২] বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণীর নমস্ক্রিয়ায় সনাতন গোস্বামী গদাধর পণ্ডিতকে প্রণাম জানাইয়াছেন।

গদাধর পণ্ডিতকে লইয়া নবদ্বীপে আরো একটি উপদল গড়িয়া ওঠে। অদ্বৈত-ভক্তগণ ইহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল বলিয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন।—

অদ্বৈতের পক্ষ হইয়া নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভো নহে অদ্বৈত কিঙ্কর॥

—চৈ. ভা. মধ্য, ২৩ পরি., ৩৪১

শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ এবং মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন যে গোষ্ঠীর প্রবর্তনা করেন তাহা 'গৌরনাগরবাদী' নামে খ্যাত। নরহরি সরকার-

১ ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, পূর্বার্ধ, পৃ. ২৮৪
২ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১১ শ্লোক

শিষ্য চৈতন্যজীবনীকার লোচনদাসও ইহাদের অন্যতম ছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে পরমতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া শিবানন্দ সেন-মুরারিগুপ্ত প্রমুখ চৈতন্যপার্ষদগণ যে 'গৌর-পারম্যবাদ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহারই অনুসরণে ভক্তগণ আরও ব্যক্তিগতভাবে শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণনাগরভাবে এবং নিজেদের ব্রজমণ্ডলের গোপী বা নাগরীভাবে কল্পনা আরম্ভ করিলে গৌরনাগরভাবের সূচনা হয়।[১]

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারিগুপ্ত এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার বাংলাদেশে প্রথম গৌরপারম্য-বাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।[২] গৌরপারম্যবাদীগণ শ্রীচৈতন্যকে কেবল পরমতত্ত্ব-রূপে গ্রহণ করেন নাই, কৌলিক আচার হিসাবে গোপালমন্ত্র ছাড়িয়া গৌরমন্ত্রকে মান্য করিয়াছিলেন। শিবানন্দ সেন গৌরগোপালমন্ত্রের উপাসক ছিলেন।[৩] নরহরি সরকার গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে গৌরমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আসিতেছেন।[৪] মুরারিগুপ্ত রঘুনাথের উপাসনা করিলেও শ্রীচৈতন্যকে রামের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিতেন। চরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, মহাপ্রভুর কথামত অন্যান্য ভক্তগণ প্রথমে জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরে শ্রীচৈতন্যদর্শন করিলেও, মুরারি তাহা অস্বীকার করেন এবং সর্বাগ্রে চৈতন্যদর্শন করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলে মহাপ্রভু মুরারির সে বাসনা পূর্ণ করেন।[৫] মুরারি শ্রীচৈতন্যকে 'ভগবান স্বয়ম্'[৬] এবং কর্ণপুর 'শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানিব'[৭] বলিয়াছেন।

প্রবোধানন্দও ছিলেন গৌরপারম্যবাদীগণের অন্যতম। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে তত্ত্বতঃ এক জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীচৈতন্য উপাসনায় অধিকতর আনন্দ পাইতেন। তৎকৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামক ১৪৩টি শ্লোকের একটি স্তোত্রকাব্যের ৫৮ শ্লোকে আছে,—

'যদি কোন মুরারি-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ সাধনভক্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রেম সাধন করেন, তবে মঙ্গল বটে, তিনি তাহা সাধন করুন, কিন্তু আমার পক্ষে অপার-প্রেম-সিন্ধু-স্বরূপ শ্রীগৌরহরির ভক্তিরসে যে অতিরহস্য প্রেমবস্তু আছে তাহাই আদরের সহিত ভজনীয়'।[৮]

১ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খ. পৃ. ২৯১
২ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ৭৩
৩ কবি কর্ণপুর, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৯।৮, চৈতন্যচরিতামৃত ৩।২
৪ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ৭২-৭৩
৫ চৈতন্যচরিতামৃত ২।১১।৩৭৪
৬ মুরারিগুপ্তের কড়চা ১।১২।১৯
৭ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১।৭
৮ ডঃ বিমানবিহারীমজুমদারকৃত অনুবাদ, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ১১২

শিবানন্দসেনের পুত্র কবিকর্ণপুর পরমানন্দসেনও শ্রীচৈতন্যকে পরমতত্ত্ব রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরপারম্যবাদ কিন্তু বৃন্দাবনে সমাদর লাভ করে নাই। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরমতত্ত্ব। কবিকর্ণপুর শ্রীরূপের সমসময়ে গৌড়ে বসিয়া কাব্য, নাটক, অলংকার, ব্যাকরণ, ভাগবতের টীকা লিখিয়াছেন। পদ্যাবলীতে ধৃত কবিকর্ণপুরের একটি শ্লোক প্রমাণ করে যে শ্রীরূপ ইঁহার রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ-নিরূপিত ছয়গোস্বামীর মধ্যে কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র ও অতগুলি গ্রন্থের প্রণেতা হইয়াও স্থান পান নাই। অথচ শ্রীজীব শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়া এবং রঘুনাথ ভট্ট কোন গ্রন্থ না লিখিয়াও ছয়গোস্বামীর মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। প্রবোধানন্দের নাম বা তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখও চৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব রূপে স্বীকার করিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গকে পরম উপাস্যরূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবত এমন হইয়াছে।[১]

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দ 'গৌরনাগরবরে'র ধ্যান করিয়াছেন। এই ধ্যানমূর্তির সহিত নীলাচলবাসী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের কোন সাদৃশ্য নাই।—

কোঽয়ং পট্টধটীবিরাজিত কটীদেশঃ করে কঙ্কণম্।
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োবিভ্রৎ পদে নূপুরম্॥
উর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধ কুন্তলভরপ্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা-
পীড় ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ॥

—১৩২ শ্লোক

—যিনি কটিদেশে পট্ট বস্ত্র, করে কঙ্কণ, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, উর্দ্ধীকৃত নিবদ্ধ কেশসমূহে প্রফুল্ল মল্লিকামালা ধারণ করিয়াছেন, সেই কোন নাগরবর শ্রীগৌরহরি নিজনাম কীর্তন সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন।

—ডঃ মজুমদারকৃত অনুবাদ

মুরারিগুপ্তের একটি পদে গৌরনাগরীভাবের ঈষৎ আভাস দেখা যায়।—

সখি হে, কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া, দিয়া সেই পদ ছায়া,
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ, জিউ করে আনচান,
স্থির হৈয়া রৈতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম, পিরিতি না করিতাম,
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥

[১] শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ১১২

আমি ঝুরি যার তরে, সে যদি না চায় ফিরে,
এমন পিরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে, বজর ফেলিলে তাহে,
যায় ফাটি যায় কিনা বুক ॥
মুরারি গুপ্তে কয়, পিরিতি সহজ নয়,
বিশেষ গৌরাঙ্গ প্রেমের জ্বালা।
কুলমান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর,
তবে সে পাইবে শচীর বালা ॥

—গৌরপদতরঙ্গিণী, ১ম সং, পৃ. ১৭২

পদটিতে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, গৌরাঙ্গ এখানে আকারে প্রকারে কোন রকমে নাগরীর প্রেমে উৎসাহ দিতেছেন না।

নরহরি সরকার ও তাঁহার শিষ্য লোচনদাস গৌরনাগরভাবের অনেকগুলি পদ রচনা করিয়া এই ধারাকে আরো প্রবাহিত করিয়াছেন।[১] নরহরিকৃত 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' নামে গদ্যপদ্যমিশ্র একটি সংস্কৃত রচনা আছে। ইহাতে অদ্বৈতের নাম একবারও নাই। নিত্যানন্দও মুখ্যভাবে উল্লেখিত হন নাই। গদাধর পণ্ডিতকে প্রাধান্য দিয়া নরহরি তাঁহাকে রাধার অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[২]

গৌরনাগরবাদীগণও বিশেষ সমর্থন কোথাও পান নাই। মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপুর তাঁহাদের গ্রন্থে নরহরির সামান্যই উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ধারণা হয় যে, নরহরির সঙ্গে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের কোন পরিচয় ছিল না।[৩] চৈতন্যভাগবতে নরহরির উল্লেখ নাই। গৌরনাগরবাদীগণ প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে ॥—চৈতন্যভাগবত

গৌরনাগরবাদ গৌড়মণ্ডলে গৃহীত হয় নাই বলিয়া বৃন্দাবন দাস এইরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিম ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও নরহরি উপেক্ষিত হইয়াছেন।

গৌড়ের ভক্তগণের মধ্যে এতাদৃশ দলবৈষম্য থাকিলেও তাঁহারা যে শ্রীচৈতন্যকে পরমঈশ্বররূপে মান্য করিয়া লইয়াছিলেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় তাহা দেখান

[১] মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, পরিশিষ্ট খ, পৃ. ১১-৪১ লোচনের ৬৮টি নদীয়ানাগরী পদ সংকলিত।
[২] ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৩৫৫
[৩] শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ৫১

গিয়াছে। চরিতগ্রন্থসমূহ ও সমসাময়িকদের লিখিত পদ হইতে জানা যায় যে, শ্রীবাসমন্দিরে মহাপ্রভুর অভিষেকের দিন উপরোক্ত মতবাদীগণের অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন। অভিষেক উপলক্ষে উপস্থিত ভক্তগণ হইলেন—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, গদাধর, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার, মুকুন্দ, জগদীশ, নারায়ণ গুপ্ত, গোবিন্দানন্দ, বক্রেশ্বর, শ্রীধর, মুরারিগুপ্ত, শচীদেবী, মালিনী, নারায়ণী এবং দুঃখী।

শ্রীচৈতন্যকে সর্বেশ্বররূপে গ্রহণ করা ছাড়াও তাঁহার জীবদ্দশাতেই গৌড়ের ভক্তগণ চৈতন্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচলন করেন। মুরারিগুপ্তের কড়চা অনুসারে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব প্রথম শ্রীচৈতন্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।—

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজং হি মূর্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্॥

—মুরারিগুপ্তের কড়চা ৪।১৪।৮

এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার সমকালেই গৌরীদাস পণ্ডিত গৌরনিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া মুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন।[১]

প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বংশধরগণ শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে যে চৈতন্যবিগ্রহ পূজা করেন, তাহা শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

'ভক্তিরত্নাকরে' আরো তিনস্থানে গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে। কাশীশ্বর পণ্ডিত বৃন্দাবনে গোবিন্দের পাশে গৌরাঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন।[৩] নরহরি সরকার গৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন শ্রীখণ্ডে নরোত্তমকে ঐ মূর্তি দর্শন করান।[৪] নরোত্তম গদাধরদাস-স্থাপিত গৌরাঙ্গমূর্তি কাটোয়ায় দর্শন করেন বলিয়া ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।[৫] নরহরি সরকার ও গদাধর শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। মুরারি গুপ্তও শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ সেবা করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

বংশীদাসকৃত 'বংশীশিক্ষায়' আছে যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু যে

১ মুরারিগুপ্তের কড়চা ৪।১৪।১২-১৪
২ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ৫৬২
৩ ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৯১, বহরমপুর সং
৪ তদেব, পৃ. ৫৫৫, বহরমপুর সং
৫ তদেব, পৃ. ৫৫৬, বহরমপুর সং

নিমগাছের নিচে ভূমিষ্ঠ হন, তাহার কাঠ হইতে একটি দারুবিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া পুজা করেন। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।[১]

এইবার শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত সম্পর্কে ব্রজমণ্ডলের ধারণা কিরূপ ছিল তাহা দেখা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্য যে বৃন্দাবনে সর্বেশ্বররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা গিয়াছে। স্বরূপদামোদর নিরূপিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ হইলেন—ভক্তরূপ, ভক্ত-স্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তাখ্য এবং ভক্তশক্তিক।[২] কবিকর্ণপুরের মতে গৌরচন্দ্র ভক্তরূপ, নিত্যানন্দ ভক্তস্বরূপ, অদ্বৈত ভক্তাবতার, শ্রীবাসাদি ভক্তাখ্য এবং গদাধর ভক্তশক্তিক (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১১ শ্লোক)। লোচনদাস ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি স্থলে স্বীয় গুরু নরহরিকে স্থান দিয়াছেন।[৩]

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ এবং গদাধর-এর এইরূপ স্থাননির্দেশ বৃন্দাবনে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র সনাতন ছাড়া বৃন্দাবন-গোস্বামীগণের কেহই নিত্যানন্দের উল্লেখ করেন নাই। 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী'র প্রারম্ভিক নমস্ক্রিয়া হইতে পঞ্চতত্ত্ব সম্পর্কে সনাতনগোস্বামীর সঠিক মনোভাব বোঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, মাধবেন্দ্র পুরী ইত্যাদির নমস্ক্রিয়ার পর তিনি লিখিয়াছেন—

নমামি শ্রীমদাদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাসপণ্ডিতম্।
নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধর পণ্ডিতম্॥

সনাতনকৃত এই উল্লেখ ছাড়া অদ্বৈতাদির আর কোন প্রসঙ্গ গোস্বামীগ্রন্থগুলিতে নাই।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থাবলীতে নিত্যানন্দের অনুল্লেখ। রঘুনাথদাস নিত্যানন্দের বিশেষ কৃপালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] কিন্তু রঘুনাথ দাস তাঁহার 'মুক্তাচরিত্র' ও 'দানকেলি-চিন্তামণি'তে নিত্যানন্দের কোন বন্দনা করেন নাই। এমনকি তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্যের স্তবগুলিতেও কোন প্রসঙ্গ উপলক্ষে নিত্যানন্দের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহা একটি প্রহেলিকা বিশেষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দণ্ড মহোৎসবের কথা এত বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ সেই কৃপাদণ্ড-প্রাপ্ত রঘুনাথ দাস তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে

১ *Dr. S.K. De, Vaisnava Faith & Movement, 2nd Ed*, p. 439

২ পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তিশক্তিকম্॥ —চৈতন্যচরিতামৃত ১।৭

৩ চৈতন্যমঙ্গল, সূত্র খণ্ড পৃ. ৭

৪ চৈতন্যচরিতামৃত ৩।৬

কোথাও নিত্যানন্দের নামটিও করিলেন না কেন? শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচার করিতে বলিয়া সুকৌশলে তাঁহাকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রঘুনাথদাস নীলাচলে নিত্যানন্দকে দেখিতে পান নাই বলিয়াই হয়তো স্বাভাবিক কারণে তাঁহার সম্বন্ধে নীরব ছিলেন।

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-এর সম্পর্কে গোস্বামীগণের এইরূপ নীরবতার কারণ ব্যাখ্যায় ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন[১] যে, 'বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের মহিমা যে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহা নহে। তাঁহারা শাস্ত্র ও শাসন পদ্ধতি রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্রের দেবতা কৃষ্ণ—গভীর দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ। চৈতন্য রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত বলিয়া সেখানে উপস্থিত। কিন্তু কোন অধীন ঈশ্বর বা উপভগবানের স্থান এখানে থাকিতে পারে না এবং নাইও। নিত্যানন্দ-অদ্বৈত ভগবৎশক্তির অংশ বলিয়া তাঁহাদিগকে সখীমঞ্জরীগণের মধ্যে টানা যায় নাই। গোলোকের প্রেমলীলায় কৃষ্ণের অংশভাকদের কোন স্থান নাই। সেকারণে, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের রসশাস্ত্র ও রাগানুগ সাধনপদ্ধতি নিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রসঙ্গ বিবর্জিত।'

উক্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, নিত্যানন্দ-অদ্বৈত সম্পর্কে এতখানি নীরবতার অন্য কারণও রহিয়াছে, তাহা হইল উপাস্য লইয়া মতভেদ। নবদ্বীপগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্যকে পরম উপাস্যরূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন, আর বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের নিকট শ্রীচৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণোপাসনার উপায় মাত্র, স্বয়ং উপেয় নহেন। অবশ্য এই মতভেদকে কেহ কেহ মানিয়া লন নাই। তাঁহাদের মতে গৌড় ও ব্রজের ভজনাদর্শে কোনরূপ পার্থক্য ছিলনা।[২] কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে প্রকটিত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া। চৈতন্যচরিতামৃতের তত্ত্বালোচনা যে সমন্বয়ধর্মী পরবর্তী আলোচনায় তাহা দেখান গিয়াছে।

গৌড় ও ব্রজে যে মতবিরোধ ছিল আর একদিক দিয়া তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীরূপসনাতনাদি ষড়্গোস্বামী নামে এবং বৈষ্ণবসমাজের প্রধান তত্ত্ববেত্তা বলিয়া প্রখ্যাত। কিন্তু নরোত্তম-শ্রীনিবাসের পূর্বে তাঁহাদের এই প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই। নবদ্বীপ গোষ্ঠীর প্রতি বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ গৌড়ের গ্রন্থকারগণ ইঁহাদের সম্বন্ধে খুব একটা উৎসাহ দেখান নাই। শ্রীরূপসনাতন যে সময়ে কৃষ্ণতত্ত্ব লইয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতেছিলেন, সেই

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৪৩০-৩১
২ ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ, চৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট, 'ভজনাদর্শ—গৌড় ও বৃন্দাবনে' প্রবন্ধ।

কালেই মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যলীলা ও তত্ত্বের উপর গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ইহাদের কেহই 'ষড়্গোস্বামী' কথাটি ব্যবহার করেন নাই। শ্রীজীব-গোস্বামীর নাম তাঁহাদের রচনার কোথাও দৃষ্ট হয় না। মুরারিগুপ্ত অবশ্য গোপাল ভট্ট (কড়চা ৩।১৫), রঘুনাথ ভট্ট (ঐ ১।১৭), রঘুনাথ দাস (ঐ ৪।১৭-২১) এবং সনাতন ও রূপের (ঐ ৩।১৮, ৪।১৩) নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কবি-কর্ণপুর তাঁহার মহাকাব্যে (১৭।৭-২৪) এবং নাটকে (৯।২৮, ২৯, ৩৪, ৩৭) রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসের নাম করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস কেবলমাত্র রূপ ও সনাতনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনাথ দাসের নাম চৈতন্যভাগবতে বর্জিত হইয়াছে। এইভাবে উভয় অঞ্চলের প্রধানগণের রচনায় যে অনতিস্পষ্ট উপেক্ষার ভাব, তাহা মতানৈক্যের ইঙ্গিতই দেয়।

নরোত্তম বাংলাদেশে ফিরিয়া প্রচারে ব্রতী হইবার পূর্বে ইহাই ছিল গৌড় ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজের অবস্থা। নরোত্তম প্রথমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব উপদলের মধ্যে ঐক্য বিধান এবং বিশেষ করিয়া নিত্যানন্দনিষ্ঠা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। জীবনী পর্যায়ের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে নরোত্তম বাংলাদেশে ফিরিয়া গৌড় ও নীলাচলের নানা বৈষ্ণবকেন্দ্র পর্যটন করেন। এই পর্যটনে তৎকালীন প্রধান প্রধান বৈষ্ণব মহান্তগণের সহিত নরোত্তমের সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। নরহরি চক্রবর্তীর বিবরণ অনুযায়ী নরোত্তম নবদ্বীপের পথে যাত্রা করিলে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি নরোত্তমের পরিচয় জানিয়া—

> ...... নিজ পরিচয় জানাইলা।
> প্রভু ভক্তগণে নরোত্তমে মিলাইলা ॥
>
> —নরোত্তমবিলাস, ৩য় বি, পৃ. ৪০, বহরমপুর সং

ইঁহারা অনেক স্নেহ করিয়া নরোত্তমকে সমাচারাদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত নিবেদন করেন। শুনিয়া—

> দামোদর পণ্ডিতাদি প্রভু প্রিয়গণ।
> নরোত্তমে ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ ॥
> কতোদিন নরোত্তম নদীয়া নগরে।
> রহিলেন প্রভু প্রিয় পার্ষদের ঘরে ॥
>
> —নরোত্তমবিলাস, পৃ. ৪০

সেখান হইতে শান্তিপুরে অচ্যুতানন্দের চরণ বন্দনা করিলে তিনি নরোত্তমকে বহু কৃপা করেন এবং সংবাদাদি জিজ্ঞাসার পর প্রিয়গণ সহ মিলন ঘটাইলেন। অতঃপর অচ্যুতানন্দ—

আজ্ঞা দিল নীলাচল গিয়া শীঘ্র আসি।
প্রচারিবে সুচারু কীর্ত্তন রসরাশি॥

—নরোত্তমবিলাস, পৃ. ৪১

শান্তিপুর হইতে অম্বিকায় আসিয়া হৃদয়চৈতন্যের নিকট 'দিন দুই চারি' কাটাইবার পর তিনি নরোত্তমকে—

নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
নীলাচল যাইতে আজ্ঞা দিল ব্যগ্র হইয়া॥

—নরোত্তমবিলাস, পৃ. ৪২

অতঃপর খড়দহে আসিলে বসুধা, জাহ্নবা ও বীরচন্দ্রের সহিত নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা নরোত্তমকে 'রাখিলেন দিন চারি ছাড়িতে নারয়'। কয়েকদিন খড়দহে থাকিয়া তত্রস্থ সকল বৈষ্ণবের সহিত আলাপ হইল। তাহার পর,—

সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী।
নরোত্তমে নিভৃতে কহিলা কি না জানি॥
নীলাচল যাইতে শীঘ্র অনুমতি দিলা।

—নরোত্তমবিলাস, পৃ. ৪৪

নীলাচলে যাত্রার পথে নরোত্তম স্বপ্ন দেখেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি এমন অলৌকিক গীতবাদ্য প্রকাশ করিবে যাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই উল্লসিত হইবে, এই গীতবাদ্যে আমারই মনোবৃত্তি ব্যক্ত হইবে, পরম রসিক সাধু তাহা সর্বদা আস্বাদন করিবে।[১] নীলাচল পৌঁছিয়া সেখানকার ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বপ্নের কথা বলিলে তাঁহারা নরোত্তমকে আশীর্বাদ করিয়া শীঘ্র গৌড়ে ফিরিতে অনুমতি করেন।

ফিরিবার পথে নরোত্তম শ্রীখণ্ডে আসিয়া নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের সহিত মিলিত হন। নরহরি বলিলেন,—

তোমাদ্বারে প্রভু বিলাইব ভক্তিধন।
লইব অনেক লোক তোমার শরণ॥
প্রভু ভাবাবেশ প্রকাশিবে উচ্চগানে।
কেবা না হইব মত্ত তোমার কীর্তনে॥

—নরোত্তমবিলাস, ৪র্থ বি, পৃ. ৬০, বহরমপুর সং

নরোত্তমের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে আসিয়া মিলিত হন। সেখানে 'কৃষ্ণকথা রসে দিবানিশি গোঙাইয়া' পরদিন তিনি

[১] নরোত্তমবিলাস, ৪র্থ বি, পৃ. ৫২, বহরমপুর সং

যাজিগ্রামে আসেন। এখানে শ্রীনিবাসের সহিত 'রজনী প্রভাত কৈলা প্রভুর কথায়'। সেখান হইতে কাটোয়ায় আসিয়া গদাধর দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলে আলাপ আলোচনাদির পর তিনি—

নরোত্তমে কৃপা করি কহে বারবার।
সর্ব মনোরথ সিদ্ধ হইবে তোমার॥…
খেতরী গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
বিতরহ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমধন॥

—নরোত্তমবিলাস, পৃ. ৬৫

সে দিবস তথায় অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি একচক্রা যাত্রা করেন। বিপ্রের ছদ্মবেশে নিত্যানন্দ তাঁহাকে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া অন্তর্হিত হন এবং পরে স্বীয়বেশে দেখা দিয়া 'হইব অচিরে পূর্ণ যত অভিলাষ' বলিয়া আশীর্বাদ করেন। পরিক্রমা শেষ করিয়া নরোত্তম খেতরী ফিরিয়া আসেন।

নরোত্তমের এই গৌড় পরিক্রমার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল অনুমান করিতে পারা যায়। কেবলমাত্র যে বৈষ্ণবভূমি বলিয়াই তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব কেন্দ্রে গিয়াছিলেন তাহা নহে। অনুমান হয়, এই সব অঞ্চলের বৈষ্ণবসমাজের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করাই ছিল নরোত্তমের প্রধানতম উদ্দেশ্য। নরহরি চক্রবর্তী-বর্ণিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইল যে, বাংলাদেশের সকল গোষ্ঠীর—শান্তিপুর, খড়দহ, শ্রীখণ্ড, কাটোয়া—বৈষ্ণব প্রধানগণের চিত্ত জয় করিতে নরোত্তম সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থান করিয়া, তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের বক্তব্য শুনিয়া এবং নিজের বক্তব্য নিবেদন করিয়া সর্বত্র তিনি সমাদৃত হন এবং আপনার উদ্দেশ্য সাধনে সকলের আশিস্ লাভ করেন।

ইহার পর খেতরীর বিখ্যাত বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ের বিভিন্ন বৈষ্ণবকেন্দ্রে পরিভ্রমণের ফল যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, নারোত্তম-আহূত এই সম্মেলনে দলমতনির্বিশেষে সকল বৈষ্ণবের যোগদান তাহা প্রমাণ করে।[১] খেতরী উৎসবের উপলক্ষ ছিল যুগল বিগ্রহ, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। ইহার জন্যে যে বাংলাদেশের বৈষ্ণব প্রধানগণের ঐক্য, উপস্থিতি ও অনুমতির প্রয়োজন আছে নরোত্তম তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গৌড় পর্যটনে পরস্পর বিরোধী উপদলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সূচনা এবং খেতরী সম্মেলনের সাফল্যে তাহার সন্তোষজনক সমাপ্তি। দলগত প্রাধান্য বা বিরোধ

১ খেতরী উৎসবে উপস্থিত বৈষ্ণবগণের তালিকা প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

অপেক্ষা বৈষ্ণবই যে নরোত্তমের নিকট একান্ত কাম্য ছিল, নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-নরহরি সকলকেই যে তিনি স্বমহিমায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে তাহার সুন্দর উদাহরণ মিলিবে।—

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিঞা মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনের চৌতরা, তাহে মোর মন গেলা,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

—প্রার্থনা ৬

অন্য একটি প্রার্থনার পদে (প্রা ৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দয়া প্রার্থনা করিয়াই তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'প্রেমানন্দ সুখী' নিত্যানন্দের কৃপাবলোকন প্রার্থনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সীতাপতি অদ্বৈতের কৃপাবলেই চৈতন্য এবং নিতাইকে পাওয়া যায়।—

দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই॥

—প্রার্থনা ৪

তাহার পর আবার, নীলাচলের স্বরূপদামোদর এবং বৃন্দাবনের ছয়গোস্বামী ও লোকনাথের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। ব্রজ, গৌড় ও উৎকলে প্রচারিত ধর্মের একত্র সমন্বয়ের ইহা অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

খড়দহ হইতে সদলবলে জাহ্নবা দেবী খেতরী উৎসবে যোগদান করেন। এবং ৪।৫ দিন সেখানে থাকিয়া সকল কর্মেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাহ্নবার অনুমতি লইয়া শ্রীনিবাস-নরোত্তম অভিষেকের যাবতীয় কার্য সুসম্পন্ন করেন।—

শ্রীনিবাস আচার্য্য গিয়া জাহ্নবার স্থানে।
অনুমতি লইলেন করিয়া প্রণামে॥

নরোত্তম করিলেক বহুত প্রণতি।
সর্ব মহান্তের ক্রমে লৈলা অনুমতি ॥

—প্রেমবিলাস, ১৯শ বি, পৃ. ৩১০, বহরমপুর সং

জাহ্নবা প্রথমে বিগ্রহের গায়ে ফাগু দিলে একে একে অচ্যুতানন্দ, গোপাল, হৃদয়-চৈতন্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ফাগু দেন। এই উৎসবের নেতৃত্ব করেন জাহ্নবাই এবং সকলেই নির্বিধায় তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লন।

পরবর্তী কোন একসময়ে বীরচন্দ্র খেতরী আসিলে নরোত্তম-সন্তোষ কর্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হন। খেতরীতে অভ্যর্থিত হইবার পরই জাহ্নবা ও বীরচন্দ্র উভয়ে বৃন্দাবন গমন করেন এবং সেখানকার বৈষ্ণবসমাজে সমাদর লাভ করেন। নিত্যানন্দের প্রতি অনুরাগহীনতা লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ জাহ্নবা বীরচন্দ্র ইতিপূর্বে বৃন্দাবনে যাইতে উৎসাহ পান নাই। কিন্তু বৃন্দাবন প্রত্যাগত নরোত্তম-শ্রীনিবাসের নিকট সম্মান পাইবার পর তাঁহাদের দ্বিধা কাটিয়া যায় ও তাঁহারা বৃন্দাবনে গিয়া সমাদৃত হন।

কেবল খেতরীর উৎসবে জাহ্নবা-বীরচন্দ্রকে সম্মানিত করিয়াই নরোত্তমের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস স্তিমিত হয় নাই। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যেও সে প্রয়াস পরিলক্ষিত হইবে। 'উপাসনাতত্ত্বসারে' একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের রূপগুণ বর্ণনা করিবার পর নরোত্তম লিখিতেছেন,—

জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ।
জন্মে জন্মে ভজ যেন তুয়া পদদ্বন্দ্ব ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে আশ।
নিত্যানন্দ ভজন করু অধিক উল্লাস ॥
নিতাই না জানে করে চৈতন্যেতে রতি।
ভাব সিদ্ধ নহে তার চৈতন্যে উন্নতি ॥

—উপাসনাতত্ত্বসার

তবে নিত্যানন্দ মহিমার সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে নরোত্তমকৃত প্রার্থনার পদে। নিত্যানন্দ ব্যতীত যে রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, পাওয়াও যায়না, ভক্তের কর্তব্য যে দৃঢ়চিত্তে নিত্যানন্দের চরণ শরণ—নিত্যানন্দ বিমুখতার যুগে নরোত্তম তাহা উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া গিয়াছেন।—

নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যার ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দড়াইয়া ধর নিতাইর পায়।···

অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যকে সত্য করি মানি।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, চৈতন্য করুণা হবে,
ভজ নিতাই চরণ দুখানি॥
নিতাই চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য,
তাহে মন সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙা চরণের পাশ॥ —প্রার্থনা ৭

নরোত্তম কর্তৃক এইভাবে নিত্যানন্দের মহিমা পুনরুদ্ধারের পর পালাকীর্তনে গৌরচন্দ্রিকার সহিত নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকা গানও রীতি হইয়া ওঠে এবং অনেক কবি নিত্যানন্দ-মহিমা বিষয়ক পদ রচনা করিতে থাকেন। নরোত্তমের সাধনার উত্তরাধিকারী ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তৎসঙ্কলিত 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'তে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রত্যেকদিনের গীতে গৌরচন্দ্রিকার পর নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকারও পদ দিয়াছেন। ক্ষণদাধৃত এইরূপ ৩০টি নিত্যানন্দ চন্দ্রিকা পদের কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস বৃন্দাবনদাস-লোচনদাস ছাড়াও দ্বিজগঙ্গারাম (ক্ষণদার ২ সং পদ), গুপ্ত দাস (২৪ সং) ঘনশ্যামদাস (৪৬ সং), কানুদাস (৯৯ সং), অনন্ত (১০৭ সং), বলরামদাস (১২০ সং), গতিগোবিন্দ (১৪৬ সং), আত্মারাম (১৫৫ সং), হরিরাম (১৭৩ সং), পরসাদ দাস (২০৮ সং), রাধাবল্লভ (২৩৯ সং), শঙ্কর ঘোষ (৩০০ সং) প্রভৃতি পরবর্তীকালের পদকর্তাগণ রহিয়াছেন। সুতরাং নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনা পরবর্তীকালে পদকর্তাগণের একটি মুখ্য বিষয় হইয়া ওঠে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

এইভাবে নরোত্তমের চেষ্টায় ও সাধনায় গৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণব উপদলগুলির মধ্যে অনৈক্য বিদূরিত হইয়া সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিত্যানন্দ সম্বন্ধে যাবতীয় মতবিরোধের অবসান ঘটে।

এই অধ্যায়ের প্রথমে আলোচিত হইয়াছে যে গৌড়ের ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে পরমেশ্বর রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূজা প্রবর্তন করেন। নরোত্তমও যে শ্রীচৈতন্যকে সর্বেশ্বর জ্ঞান করিতেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তবে গৌড়ের ভক্তগণ কেবল গৌরাঙ্গপূজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, নরোত্তম আরো একধাপ অগ্রসর হইয়া গৌরাঙ্গ সহ 'লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া'র[১] পূজার প্রচলন করেন।

১ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখি গৌররায়।
হইল বিহ্বল নেত্র জলে ভাসি যায়॥
—নরোত্তমবিলাস, ৬ষ্ঠ বি, পৃ. ৭৭, বহরমপুর সং

'হরিভক্তিবিলাসে' গৌরাঙ্গপূজার বিধান নাই। তথাপি নরোত্তম প্রতিষ্ঠিত গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহের পূজাদি যে গোস্বামীবিধানে অনুষ্ঠিত হয় নরহরি চক্রবর্তী ও নিত্যানন্দ দাস তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।—

শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে ॥

—নরোত্তমবিলাস, ৭ম বি, পৃ. ৯১, বহরমপুর সং

শ্রীজাহ্নবার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনিবাস বলিতেছেন,—

কৈছে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা সমাধান কৈলা ।।
তিঁহ কহে গোস্বামীগণের আজ্ঞার দ্বারে।
রাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে পূজিনু চৈতন্যেরে ॥
দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে তার পূজার বিধানে।
চৈতন্য পূজিতে আজ্ঞা কৈলা গোস্বামীর গণে ॥

—প্রেমবিলাস, ১৯শ বি, পৃ. ৩১২, বহরমপুর সং

নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসের উদ্ধৃত উক্তি কতখানি সত্য বলিতে পারা যায় না। তবে, নরোত্তমের গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজা প্রবর্তন লইয়া বৃন্দাবনে যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। গৌড়ের বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের উপস্থিতিতে এবং সম্মতিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশেও যে ইহা সমাদৃত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। অবশ্য, তিনি কেবল প্রিয়াসহ গৌরাঙ্গ-মূর্তিই নহে, সেইসঙ্গে বল্লবীকান্ত, ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত ও রাধারমণ—রাধাকৃষ্ণের এই পাঁচটি বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে একদিকে যেমন গৌরলীলা ও ব্রজ-লীলার মধ্যে, তেমনি গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের উপাস্যের মধ্যেও অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের ভাবধারায় শিক্ষিত ও পরিবর্ধিত এবং বৃন্দাবনেই দীক্ষালাভ করা সত্ত্বেও নরোত্তম কর্তৃক এইভাবে অদ্বৈত-নিত্যানন্দকে মান্য করিয়া লওয়ার এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে পরমেশ্বর রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার ফল অচিরে ফলিয়াছিল। অতঃপর ষড়্‌গোস্বামীগণ ও তাঁহাদের প্রণীত সিদ্ধান্তরাজি বাংলাদেশে একক প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের বিপুল সমাদর তাহার প্রমাণ দিবে। চৈতন্যচরিতামৃত যে সামঞ্জস্যসাধন যুগের সৃষ্টি সে বিচারে আসিবার পূর্বে নরোত্তম কৃত অন্য দুইটি সাফল্যের কথায় আসা যাইতে পারে।

গৌড়মণ্ডলে শ্রীচৈতন্যের যে সকল সঙ্গী ও অনুরাগী বাস করিতেন তাঁহাদের অধিকাংশই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ভজনসাধন করিতেন। বৎসরান্তে রথযাত্রার সময়ে পুরীতে যাইয়া ইঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিতেন। পুরীতে

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী। কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়[১] রঙ্গপুরী, অনন্ত, সুখানন্দ, গোবিন্দ, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, কেশব, দামোদর, রাঘব পুরী আদি উপাধিধারী সন্ন্যাসী এবং তীর্থউপাধিক নৃসিংহ, নৃসিংহানন্দ, চিদানন্দ, জগন্নাথ, বাসুদেব, শ্রীরাম, পুরুষোত্তম, সত্যানন্দ, ভারতী, গোপেন্দ্র আশ্রম ও গরুড় অবধূতের নাম করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বৈষ্ণববন্দনায় অনুভবানন্দ, ব্রহ্মানন্দ পুরীর নাম পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত বলিয়া কথিত সংস্কৃত বৈষ্ণববন্দনায়[২] আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী ভক্তের নাম পাওয়া যায়। তবে গৃহস্থ নহেন, আবার কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্তও ছিলেন না এমন ভক্তেরও অভাব ছিল না। এমনই একজন হইলেন শ্রীচৈতন্যের আবাল্য সুহৃদ এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের বহুলোকের মন্ত্রগুরু গদাধর পণ্ডিত।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়া যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়শঃই ব্রজমণ্ডলে যাইয়া ভজনা করিতেন। নরোত্তম-শ্রীনিবাস গৌড় হইতে ব্রজভূমে গিয়া দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। শ্রীনিবাস গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন করেন, কিন্তু নরোত্তম আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া যান। নরোত্তম গৌড়মণ্ডলে বৃন্দাবনেরই ভাবধারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাস গ্রহণ ও ব্রজভূমে বাস কোনটিও না করিয়া একদিকে যেমন গৌড়মণ্ডলের, আবার গোস্বামীগণের সিদ্ধান্ত সমূহ প্রচার করিয়া অন্যদিকে তেমন বৃন্দাবনেরও—এই দুই সাধনার ধারার মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গিয়াছেন। গৌড়দেশের মহিমা ঘোষণা করিয়া নরোত্তম জানাইয়াছেন,—

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥

—প্রার্থনা ২

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ এবং তাঁহার পরিকরগণের লীলাস্থান গৌড়মণ্ডলকে চিন্তামণি বা সর্বাভীষ্টদায়ক রূপে জানিলে ব্রজবাসের ফল লাভ হইয়া থাকে। অন্যত্র, নিজের গুরু লোকনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে—

হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ।

—প্রার্থনা ৮

এই চরণটির অর্থ হইতেছে, শ্রীরাধাকান্তের অভিন্নস্বরূপ শ্রীগৌরলীলার ও গৌর-

১ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২৪শ, ৯৬-১০১ম শ্লোক
২ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ৭১৪-২৬

পরিকরগণের আনুগত্যে ভজন করিলে নিত্য গৌরলীলায় গৌরভক্তরূপে এবং নিত্য ব্রজলীলায় মঞ্জরীরূপে নিত্য অবস্থিতি হয়। 'হেথায়' বলিতে বাংলাদেশে এবং 'সেথা' বলিতে ব্রজমণ্ডলে। কাজেই গৌড় ও বৃন্দাবনের সাধনার মধ্যে নরোত্তম যে কোন মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেন নাই, বরং উভয়ের মধ্যেকার ঐক্যের দিকটিই উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, নরোত্তমের ব্যক্তিগত জীবনে এবং উদ্ধৃত পদাংশে তাহার সমর্থন মিলিবে।

সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নরোত্তম বর্ণাশ্রমধর্মকে সমীহ করেন নাই। গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি পদে আছে যে, নরোত্তম 'শ্রীসংকীর্তন বিষয় রসে উনমত ধর্মাধর্ম নাহি জান' (তরু ১১)। 'ধর্মাধর্ম নাহি জান' বলিতে লৌকিক বর্ণাশ্রম ধর্ম ও প্রচলিত সামাজিক প্রথাদির প্রতি নরোত্তমের অনাস্থা বুঝাইতেছে। তাই কায়স্থ হইয়াও নরোত্তম অসংখ্য ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ইত্যাদি চরিতগ্রন্থগুলিতে চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য, পূজারী প্রভৃতি উপাধিধারী তাঁহার বহু ব্রাহ্মণ শিষ্যের পরিচয় আছে। প্রথম অধ্যায়ে ইহাদের বিবরণ দেওয়া গিয়াছে।

নরোত্তমের চরিত্রমহিমা ও ভক্তিমাহাত্ম্য অবগত হইয়াই ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে আগ্রহী হন। কিন্তু ইহা লইয়া সমাজের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। কায়স্থের ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান দেশবাসীর যুগসঞ্চিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সহজে অনুমোদন করিতে পারে নাই। বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধভাবে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের নিকট নরোত্তমের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছিল বলিয়া প্রেম-বিলাসে বর্ণিত হইয়াছে।[১] রাজা নরসিংহ যখন শুনিলেন যে নরোত্তম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদান করিতেছেন এবং 'বলিবিধান পঞ্চাঙ্গ' ও 'বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়া'দি সমস্তই দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তখন তিনি সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণ ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে লইয়া খেতরী আগমন করেন। খেতরীর নিকটবর্তী আসিয়া তাঁহারা কুমারপুর গ্রামে বিশ্রাম করিতে থাকিলে খেতরীতে তাঁহাদের আগমন সংবাদ পৌঁছায়। সেই সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্র, গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ, প্রভৃতি নরোত্তম-ভক্ত বারুই এবং কুমার প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া কুমারপুরে গিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিক্রয়কালে তাঁহারা সংস্কৃতভাষায় কথাবার্তা বলিতে থাকিলে ক্রেতাগণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহারা রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিতদিগকে জানান যে খেতরী হইতে আগত বারুই-কুমারাদির সহিত শাস্ত্রচর্চা করিয়া তবে যেন নরোত্তমের নিকট তর্কার্থে

১ প্রেমবিলাস, ১৯ বি, পৃ. ৩৩১-৩৩৬, বহরমপুর সং

গমন করিতে সাহসী হন। ইহা শুনিয়া কৌতূহলী রাজা ও রাজপণ্ডিত সেইস্থানে গমন করিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা খেতরীর মন্দিরের নিকট দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন এবং সেই স্থানের বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বিদ্যালাভ করিয়াছেন। তখন রূপনারায়ণ ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের সহিত রামচন্দ্রাদির তর্ক চলিতে লাগিল, কিন্তু শেষে রূপনারায়ণাদি পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পরদিন রাজা নরসিংহ সঙ্গীগণসহ খেতরীতে গিয়া নরোত্তমের চরণ শরণ করিলে, নরোত্তম তাঁহাদিগকে সাদর সংবর্ধনা জনান। তাহার পর রাজার ও সঙ্গীগণের একান্ত ইচ্ছায় তিনি তাঁহাদিগকে দীক্ষাদানও করেন।

রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিতকে এইভাবে দীক্ষিত করিতে পারায় ধর্ম-প্রচারের ক্ষেত্রে নরোত্তমের শ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জিত হয়। রাজানুকূল্যে ব্রাহ্মণগণের সমবেত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তাহাদের বিক্ষোভ একেবারে প্রশমিত হইয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এই কারণে 'ফাল্গুনী পূর্ণিমার তৃতীয় দিবসে' খেতরীতে আর একটি মহাসভার অয়োজন হইয়াছিল। সমগ্র বাংলাদেশ হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সভায় যোগদান করেন। সেই সভায় শ্রীনিবাস ও বীরচন্দ্র সর্বসমক্ষে 'কৃষ্ণ ভক্ত-জন হয় ব্রাহ্মণ হৈতে বড়' এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নরোত্তমের 'দ্বিজত্ব প্রাপ্তি'কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—

এই নরোত্তম কায়স্থ কুলোদ্ভব হয়।
শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়॥
কৃষ্ণ ভক্ত জন হয় ব্রাহ্মণ হৈতে বড়।
যেহ্ঁ শাস্ত্র জানে তেহ্ঁ মানে করি দৃঢ়॥···
কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে সদা স্থিত।
সেই সে ব্রাহ্মণ ইহা কহিনু নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণের গলে পৈতা দেখে সর্বলোকে।
সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে॥
হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত যে করায় দর্শন।
তারেই ব্রাহ্মণ মধ্যে করিয়ে গণন॥

ইহার প্রমাণস্বরূপ,—

তৈছে নরোত্তম গোসাঞি সবার আজ্ঞামতে।
হৃদয় চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে॥

—প্রেমবিলাস, ১৯শ বি, পৃ. ৩৪০, বহরমপর সং

নরোত্তমের মহিমা প্রচার এই কাহিনীর লক্ষ্য হইলেও, ইহার মধ্য হইতে সত্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন নহে। ধর্মপ্রচারে নামিয়া সমাজের বিরুদ্ধ শক্তির সহিত

মুখোমুখী হইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে তিনি দমন করিতে সমর্থ হন—ইহাই এই ঘটনার সত্য তাৎপর্য্য।

বীরচন্দ্র কর্তৃক এইভাবে নরোত্তমের মহিমা স্বীকৃত হওয়া সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার' নামক একটি গ্রন্থে আছে যে, এই বীরচন্দ্রই ব্রাহ্মণের শূদ্র গুরু হইতে পারে না বলিয়া বিধান দিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাসপুত্র গতিগোবিন্দ রঘুনন্দনের নিকট দীক্ষা লইতে চাহিলে তাঁহাকে বীরচন্দ্র চাবুক মারিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন।[১] উক্ত গ্রন্থে আরও আছে যে, গতিগোবিন্দের পিতা শ্রীনিবাসও শূদ্র বলিয়া রঘুনন্দনের খুল্লতাত নরহরি সরকারের নিকট দীক্ষিত হন নাই।[২] এই সব কাহিনীর সত্য মিথ্যা নির্ধারণ দুষ্কর। তবে নরোত্তমের দীক্ষাগুরুর পদে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির সঙ্গে যে দীক্ষাপ্রসঙ্গে অনেক যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের অবসান ঘটে তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য নরহরি ও রঘুনন্দন সরকারের ব্রাহ্মণ শিষ্য এবং সীতাদেবী, জাহ্নবা দেবী, হেমলতা প্রভৃতি মহিলাগণ কর্তৃক পুরুষগণকে দীক্ষাদান ইহার প্রমাণ দিবে। রামগোপালদাস কৃত নরহরি ও রঘুনন্দনের 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে নরহরির নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ শিষ্যের উল্লেখ আছে, যথা—কৃষ্ণ পাগলিনী ব্রাহ্মণী (নরহরি ইহাঁকে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ করেন), গৌরাঙ্গদাস ঘোষাল (শ্রীখণ্ডের ব্রাহ্মণ) এবং এড়ুয়া গ্রামের মিশ্র-কবিরত্ন। নন্দিনী ও জঙ্গলী ছিলেন সীতাদেবীর দুইজন অনুরক্ত ভক্ত।[৩] 'বংশীশিক্ষা' ও 'মুরলীবিলাস' গ্রন্থমতে অপুত্রক জাহ্নবা নবদ্বীপের বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামচন্দ্রকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।[৪] বীরচন্দ্র ছাড়াও এই রামচন্দ্র এবং তাহার ভ্রাতা শচীনন্দনকেও তিনি দীক্ষিত করেন। শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতাও বহু পুরুষশিষ্যকে দীক্ষাদান করেন। হেমলতার শিষ্য 'কর্ণানন্দ'-প্রণেতা যদুনন্দনদাস (বৈদ্য) তদীয় গ্রন্থে কয়েকজনের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৫] ইহাঁরা হইলেন—সুবলচন্দ্র ঠাকুর, গোকুল চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ ঠাকুর, বল্লভদাস, কানুরাম চক্রবর্তী, দর্পনারায়ণ, চণ্ডীসিংহ, রামচরণ, মধুবিশ্বাস, রাধাকান্ত বৈদ্য ও জগদীশ কবিরাজ।

নরোত্তম ঠাকুরের প্রচেষ্টায় সাধিত এই সামঞ্জস্য যে সর্বজন গ্রাহ্য হয়,

[১] নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার, পৃ. ৩৫-৩৬
[২] তদেব, পৃ. ৭৭
[৩] সীতাচরিত্র, পৃ. ১২-১৫, ১৯-২৩ ; সীতাগুণকদম্ব, পৃ. ৬৬-৮৪, ৯৬-১০৪
[৪] বংশীশিক্ষা, পৃ. ১৯৭-১২৫ ; মুরলীবিলাস, পৃ. ৪৯-৮৪
[৫] কর্ণানন্দ, ২য় নির্যাস, পৃ. ২৭-২৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত চৈতন্যচরিতামৃত তাহার সাক্ষ্য দিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের এই সর্বসমাদৃত গ্রন্থটিতে কৃষ্ণদাস উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।

অন্যত্র বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান

—চৈ. চ. ১।১।২৪

অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্বসীমা

—চৈ. চ. ১।২।৯২

এবং, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥

—চৈ. চ. ১।৪।১৮১

অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদির পঞ্চতত্ত্ব স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন,—

ইথে ভক্তভাবে ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
ভক্তরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য গোসাঞি।...
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ॥
শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব মধ্যে সভার গণন।
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার॥...

—চৈ. চ. ১।৭।১০-১৫

এবং, এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥

—চৈ. চ. ১।৭।১৫৬

চরিতামৃতের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের তত্ত্ব বিশদ-ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মূলকাহিনীর বাহিরে এই দুইটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করিয়া কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ-অদ্বৈত সম্পর্কে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইতিপূর্বে গোষ্ঠীপ্রধানগণের পারস্পরিক বিরুদ্ধ ভাববশতঃ গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের নাম বর্জিত হইয়া আসিতেছিল। কৃষ্ণদাস তাহা রহিত করিলেন। চৈতন্যভাগবতে নরহরির নাম ছিল না, চৈতন্যচরিতামৃতে নরহরি প্রসঙ্গ প্রতিটি খণ্ডের একাধিক পরিচ্ছেদে স্থান পাইয়াছে।[১] রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের কোথাও নিত্যানন্দের নাম করেন নাই। বৃন্দাবনদাসও তাই রঘুনাথদাসকে পরিহার

১ চৈতন্যচরিতামৃত ১।১০।৭৬, ২।১।১২৩, ২।১০।৮৮, ২।১১।৮১, ৩।১০।৫৮

করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ যে নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন।[১] রঘুনাথ পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দর্শন পান ও নিত্যানন্দগণকে দধিচিড়ার মহোৎসব দেন। এই উৎসবে নিত্যানন্দের নিকট তিনি প্রার্থনা করেন,—

মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও করো আশীর্বাদ॥

—চৈ. চ. ৩।৬।১৩২

নিত্যানন্দ গণসহ রঘুনাথকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের প্রতি চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে।—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ শাখা।···
চৈতন্য ভক্তি মণ্ডপে তিঁহ মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাহার কৃপা প্রভাব হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥

—চৈ. চ. ১।১১।৭-৯

চৈতন্যবিমুখ অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্ররা পুনরায় চৈতন্যমতাবলম্বী হওয়ায় কৃষ্ণদাস তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[২] এইভাবে শ্রীচৈতন্যকে পরতত্ত্ব রূপে স্বীকার এবং গৌড়ের বৈষ্ণবপ্রধান ও তাঁহাদের পুত্রগণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ নরোত্তম পন্থানুসারী সমন্বয়ধর্মী মনোভাব-প্রসূত।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরুপদবাচ্য—কৃষ্ণদাস ইহা শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে জানাইয়াছেন।—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়॥

—চৈ. চ. ২।৮।১০০

মহাপ্রভু ইহা রামানন্দকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দ-মিলন ঘটনাটির সূত্র কৃষ্ণদাস কর্ণপূরের গ্রন্থ হইতে লইলেও ইহা প্রকৃত পক্ষে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দের মধ্যে প্রকৃত কথোপকথনের রিপোর্ট নহে।[৩] ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বর্ণিত সাধন ও উজ্জ্বল-

[১] চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।৬
[২] তদেব, ১।১২
[৩] শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ৩৫৬

নীলমণি-বর্ণিত সাধ্যতত্ত্ব কর্ণপূরের বর্ণনার সহিত যোগ করিয়া এই অধ্যায় রচিত। গুরু-প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসের নির্দেশ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সেখানে অবশ্য শূদ্র গুরু হইতে পারিলেও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দানের অধিকারী—ইহা বলা হয় নাই। কায়স্থ হইয়াও নরোত্তম ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিবার যে গৌরব আপন চরিত্রবলে অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাই সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাসকে অনুরূপ উক্তি করিতে প্রেরণা দিয়া থাকিবে।

শ্রীরূপপ্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের 'ছয়গোস্বামী' রূপে প্রসিদ্ধি এবং তাঁহাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা দিবার ব্যাপারেও নরোত্তম ছিলেন অগ্রণী। তৎকৃত 'নামসংকীর্তনে' নরোত্তম লিখিয়াছেন,—

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোস্বামীর করুম চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ উক্ত ছয় জনকে শিক্ষাগুরুরূপে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের পায়ে 'কোটি নমস্কার' নিবেদন করিয়াছেন।

নরোত্তমের সমন্বয় সাধনা চৈতন্যচরিতামৃতে এইভাবে স্বীকৃত হওয়ায় তিনিই প্রথমে এই গ্রন্থটির প্রশস্তিসূচক একাধিক পদ রচনা করিয়া ইহার প্রচারের পথ সুগম করিয়া যান।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, চৈতন্যচরিতামৃত সমন্বয় যুগের সৃষ্টি। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণগুলি মোটামুটি এই। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল গোপালচম্পূর উত্তরচম্পূ রচনার পরে হইবে। শ্রীজীব উক্ত চম্পূ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। চরিতামৃতে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তবে, কোন সময় ইহা সমাপ্ত হয় বলা কঠিন। পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৫৯২ খ্রীঃ হইতে ১৬১২।১৫ খ্রীঃ মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়।[১] খেতরী উৎসব এই গ্রন্থরচনার পূর্ববর্তী ঘটনা এবং তাহারও অনেক আগে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন। ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদারের মত অনুযায়ী কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে যান।[২] সেই সময়ের মধ্যে মুরারিগুপ্তের কড়চা, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছে। এই সকল রচনার সঙ্গে তাঁহার

১ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃ. ৩১১ ও ৩১৫
২ তদেব, পৃ. ২৯৬

অবশ্যই পরিচয় ঘটিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে ঈশ্বররূপে গৃহীত হইয়া পূজিত হইতেছেন, ইহাও তাঁহার না জানিয়া যাইবার কথা নহে। অথচ, বৃন্দাবনে গিয়া তিনি কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনায় ব্যাপৃত রহিলেন। রচনা করিলেন কর্ণামৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামে টীকা এবং 'গোবিন্দলীলামৃত' নামে বিপুল আয়তন কাব্য।

চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রথম দুইটি রচনা হইতে নানাদিক দিয়া স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ, চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা অন্য দুইটির মতো সংস্কৃত নহে, বাংলা। বৃন্দাবনের মতো রক্ষণশীল স্থানে, যেখানে সংস্কৃতই একমাত্র রচনার মাধ্যম, সেখানে ইহা কম মৌলিকতার পরিচয় নহে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া কেবল চৈতন্যলীলাই এই গ্রন্থের উপজীব্য হইয়াছে। এবং ইহাতে শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ একই তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই প্রধান উপাস্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রকার রচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। আবার, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের পন্থা হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এইভাবে স্বতন্ত্র আচরণ করিলেও, চরিতামৃতের যাবতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রমাণ তাঁহাদেরই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ চৈতন্যচরিতামৃত গোস্বামী-গ্রন্থাবলীর সারস্বরূপ। ইহার কারণ কি? বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনীর অপ্রতুলতা ছিল না। তথাপি, আরো একখানি চৈতন্যজীবনকাব্য কেন লিখিত হইল? কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে, চৈতন্যজীবনীর যে যে দিক বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করেন নাই, কিম্বা, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন সেইগুলিকেই তিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অন্যতম কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু চরিতামৃত তো কেবল জীবনী গ্রন্থ নহে। ইহাতে জীবনকথা ও তত্ত্বকথা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, বরং তত্ত্বকথারই প্রাধান্য বেশী।

ইতিপূর্বে নরোত্তম খেতরী উৎসবে শ্রীচৈতন্যকে সর্বেশ্বররূপে গ্রহণ করিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াসহ তাঁহার মূর্তি পূজার প্রচলন করিয়াছেন, গৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণব নেতৃগণকে স্বমহিমায় গ্রহণ করিয়া বিবদমান উপদলগুলির মধ্যে ঐক্য আনিয়াছেন, ব্রজ ও গৌড়ের উপাস্যের ভেদ ঘুচাইয়াছেন, কায়স্থ হইয়াও ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান করিতেছেন, ছয়গোস্বামীর মত প্রচার করিয়া তাঁহাদের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা দিতেছেন, শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ ছাড়াও জাহ্নবা-বীরচন্দ্র-রামচন্দ্র-গোবিন্দদাস এবং আরো অনেকে বৃন্দাবনে যাতায়াত করিতেছেন, নরোত্তম-শ্রীনিবাসের প্রচেষ্টায় চৈতন্য-মতবাদ বাংলাদেশে যে নবজীবন লাভ করিতেছে তাহার স্পন্দন এইভাবে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তখন প্রচারের যুগ, নিবিষ্টচিত্তে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাল একরূপ অবসিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণও তাই বাংলাদেশের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীজীবের সহিত নরোত্তমাদির পত্র বিনিময়ই তাহার প্রমাণ। এই সময় এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন যাহাতে গৌড়-বৃন্দাবনের সমুদয় ভাবনাচিন্তা একই সূত্রে

বিধৃত হইয়াছে। আবার যাহা, সকলশ্রেণীর পাঠকের নিকট সহজবোধ্য ও সমাদৃত হইবার উপযুক্ত। চৈতন্যচরিতামৃত সেই প্রয়োজন-অনুভূত মহাগ্রন্থ। বাংলাদেশ প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া ইহার ভাষা বাংলা এবং নরোত্তম-শ্রীনিবাস প্রচারে আত্মনিমগ্ন থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যাবতীয় শাস্ত্রের মতই ইহার রচনাস্থলও বৃন্দাবন।

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব এক ও অভিন্ন, ইহাতে ব্যাখ্যাত মতের ভিত্তি শ্রীরূপসনাতনাদির গ্রন্থাবলীর উপর, এবং ইহাতে গৌড়-বৃন্দাবনের যাবতীয় বিরোধের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান। ফলে, প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল-শ্রেণীর বৈষ্ণবের চিত্ত ইহা হরণ করিয়া লয় এবং অতঃপর চৈতন্যচরিতামৃতই বৈষ্ণবের একমাত্র অবলম্বন হইয়া ওঠে।[১]

[১] চৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি তৎকালীন বৃন্দাবনের নেতা জীবগোস্বামীর মনোভাব কিরূপ ছিল বলা যায় না। সম্ভবতঃ, তিনি বাংলাভাষায় লেখা এই গ্রন্থটিকে প্রীতির চোখে দেখিতে পারেন নাই। কেননা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থ-রচনায় যে সকল ব্রজবাসী মহান্ত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া জানাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীজীবের নাম নাই। হয়তো শ্রীজীব সে সময় শতায়ু হন। তবুও কিন্তু চরিতামৃতের রচনা ও প্রচার ব্যাহত হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

রচনাবলীর প্রামাণিকতা বিচার

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী তৎকৃত শ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

স্বসৃষ্ট গানপ্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ।

'যিনি স্বরচিত গীতাবলীর দ্বারা প্রখ্যাত হইয়াছেন, সেই শ্রীলনরোত্তমকে পুনঃ পুনঃ অশেষ প্রণাম' ।

নরোত্তম যে একজন প্রথমশ্রেণীর পদকর্তা ছিলেন পদসংকলনের বিভিন্ন প্রাচীনগ্রন্থে উদ্ধৃত তাঁহার পদাবলী হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় । ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, কীর্তনানন্দ, পদরসসার, পদরত্নাকর, পদকল্পতরু, সংকীর্তনামৃত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদসংকলনগ্রন্থে তাঁহার পদ সাদরে গৃহীত হইয়াছে।[১] অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ যখন পদাবলীসংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতেও নরোত্তমের পদ স্থান পাইয়াছে ।[২]

পদকর্তারূপে খ্যাতি থাকিলেও নরোত্তম মুখ্যতঃ ছিলেন রাগানুগামার্গের সাধক এবং প্রেমভক্তিধর্মের প্রচারক । এই সাধনার মর্মকথা প্রচারের উপযোগী করিয়া তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন । অতিশয় সরল ভাষায় লেখা এই সকল রচনার উদ্দেশ্য ছিল গোস্বামীগণের ব্যাখ্যাত ভক্তিধর্মের রূপটি অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বৈষ্ণব ভক্তের নিকট সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া । নরোত্তমের নামে এই শ্রেণীর রচনার বহুল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ।

নরোত্তমের রচনা সম্পর্কিত প্রাচীন উল্লেখ বল্লভদাস ভণিতায় উদ্ধৃত গৌরপদতরঙ্গিনীর একটি পদে পাওয়া যায় । পদটি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না । বল্লভদাস নামে নরোত্তমের একজন কবিশিষ্য ছিলেন । তিনিই সম্ভবতঃ পদটি লিখিয়া থাকিবেন । পদটির প্রাসঙ্গিক অংশ তুলিয়া দেওয়া হইল ।—

নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার অগ্রগণ্য,
অগণ্য পুণ্যের একাধার ।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ, দয়াতে অতি গরিষ্ঠ,
ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার ॥

[১] নরোত্তমকৃত পদ ক্ষণদায় ৬টি, পদামৃতসমুদ্রে ১৮টি, কীর্তনানন্দে ২৭টি, পদকল্পতরুতে ৬৪টি, পদরসসারে ১১টি, পদরত্নাকরে ১৫টি এবং সংকীর্তনামৃতে ৫টি আছে ।

[২] পদরত্নাবলী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সংকলিত, নরোত্তমের পদ ৫টি ।

চন্দ্রিকা পঞ্চম সার, তিনমণি সারাৎসার,
গুরুশিষ্য সংবাদ পটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম, প্রার্থনা গ্রন্থের নাম,
হাটপত্তন মধুর কেবল॥
রচিলা অংসখ্য পদ, হৈয়া ভাবে গদগদ,
কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা গান করে
সেইজানে পদের গৌরব॥

—গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, পৃ. ৩২০

ইহার পাদটীকায় সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, চন্দ্রিকা-পঞ্চম=প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সাধন-ভক্তিচন্দ্রিকা ও চমৎকার চন্দ্রিকা। তিনমণি=সূর্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তিচিন্তামণি। পটল=উপাসনাপটল।

ইহাছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈষ্ণব পণ্ডিত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং পুথি সংগ্রাহকগণ নরোত্তমের রচনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁহার *Post-Chaitanya Sahajiya Cult* গ্রন্থের পরিশিষ্টে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিশালায় নরোত্তমের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে এমন ৪৭টি রচনার তালিকা দিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বশেষ সংস্করণে জগদ্বন্ধু ভদ্র উল্লেখিত রচনাগুলি ছাড়াও আরও ১৭টি রচনার নাম করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নরোত্তম ভণিতায় প্রাপ্ত রচনার উল্লেখ আছে। ১৩০৪ সালের ৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় 'সদ্ভাবচন্দ্রিকা' নামে নরোত্তমের একটি খণ্ডিত পুথির উল্লেখ আছে। উক্ত পত্রিকার ১৩১৩ সালের ৩য় সংখ্যায় 'গোস্বামীর তত্ত্ব নিরূপণ' নামে একটি পুথির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। ১৩১৪ সালে ঐ পত্রিকায় (কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সম্পূর্ণ বিবরণ, পৃ. ১১৮৵০) রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ বলেন, (ক) চম্পককলিকা, (খ) রাগমালা, (গ) রসবন্তচন্দ্রিকা, (ঘ) রসবন্ততত্ত্ব, (ঙ) কুঞ্জবর্ণন, (চ) চমৎকারচন্দ্রিকা, (ছ) সদ্ভাবচন্দ্রিকা, (জ) স্মরণমঙ্গল, (ঝ) সাধনভক্তিচন্দ্রিকা ইত্যাদি গ্রন্থ নরোত্তমের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐ পত্রিকার ১৩৩৪ সালের ৪র্থ ভাগে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী নরোত্তমের 'রসসার' বলিয়া অন্য একটি পুথির সন্ধান দিয়াছেন। ৯১শ ভাগ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রসঙ্গে লেখক জগন্নাথ দেব 'নরোত্তম দাসের পাঁচালী' নামে একটি পুথির উল্লেখ করেন।

১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় অমূল্যধন রায় ভট্ট প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকায় নরোত্তমকৃত বলিয়া নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়াছেন— ১। উপাসনাপটল, ২। কুঞ্জবর্ণন, ৩। গুরুশিষ্যসংবাদ, ৪। চমৎকারচন্দ্রিকা, ৫। প্রেমভক্তিচিন্তামণি, ৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৭। প্রার্থনা, ৮। ভক্তি-উদ্দীপন, ৯। রাগমালা, ১০। রসভক্তিচন্দ্রিকা, ১১। শ্রীনিবাসাষ্টকম্, ১২। সাধন-ভক্তিচন্দ্রিকা, ১৩। সূর্যমণি।

১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সালের শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির একটি তালিকা প্রকাশ করেন। উহাতে নরোত্তমের ভণিতায় অতিরিক্ত এই পুথিগুলি আছে— ১। শ্রীগৌরচনা, ২। রসসাধ্যগ্রন্থ, ৩। স্বকীয়া পরকীয়া বিচার, ৪। সাধন বিষয়ক এবং ৫। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস।

ইহাছাড়া, বিভিন্ন পুথিশালায় অনুসন্ধান করিয়া আমরা আরো কতকগুলি নূতন পুথি পাইয়াছি। এই সমুদয় উল্লেখসূত্র হইতে নরোত্তমের নামে যে সব পুথি দেখা গিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া গেল।—

১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ২। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, ৩। সাধনচন্দ্রিকা, ৪। ভক্তি-উদ্দীপন, ৫। প্রেমভক্তিচিন্তামণি, ৬। গুরুভক্তিচিন্তামণি, ৭। নামচিন্তামণি, ৮। গুরুশিষ্যসংবাদপটল, ৯। উপাসনাতত্ত্বসার, ১০। স্মরণমঙ্গল, ১১। বৈষ্ণবামৃত, ১২। রাগমালা, ১৩। কুঞ্জবর্ণন,

১৪। চমৎকারচন্দ্রিকা, ১৫। রসভক্তিচন্দ্রিকা, ১৬। সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, ১৭। উপাসনাপটল, ১৮। ভক্তিলতাবলী, ১৯। শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা, ২০। ভজননির্দেশ, ২১। প্রেমমদামৃত,

২২। আশ্রয় তত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বসার, ২৩। আত্মজিজ্ঞাসা বা দেহকড়চ, ২৪। চম্পককলিকা বা স্মরণীয় টীকা, ২৫। পদ্যমালা, ২৬। নবরাধাতত্ত্ব, ২৭। দেহতত্ত্ব নিরূপণ, ২৮। প্রেমবিলাস, ২৯। বস্তুতত্ত্ব, ৩০। ব্রজনিগূঢ়তত্ত্ব, ৩১। সাধ্যকুমুদিনী, ৩২। সাধনটীকা, ৩৩। ধ্যানচন্দ্রিকা, ৩৪। সহজপটল, ৩৫। সিদ্ধিপটল, ৩৬। রসমঙ্গলচন্দ্রিকা, ৩৭। কাঁকড়া-বিছা গ্রন্থ, ৩৮। রস-তত্ত্ব, ৩৯। চতুর্দশপটল বা রাধারসকারিকা বা রসপুরকারিকা, ৪০। সারাৎসার-কারিকা, ৪১। গুরুক্রম কথা, ৪২। ভক্তিসারাৎসার, ৪৩। হাটপত্তন, ৪৪। ব্রজ-পুরকারিকা, ৪৫। অভিরামপটল, ৪৬। রসবস্তুচন্দ্রিকা, ৪৭। সহজ উপাসনা, ৪৮। সিদ্ধি কড়চা, ৪৯। আশ্রয় নির্ণয়, ৫০। স্বরূপ কল্পতরু, ৫১। রসসার,

৫২। সদ্ভাব চন্দ্রিকা, ৫৩। গোস্বামীর তত্ত্বনিরূপণ, ৫৪। নরোত্তম দাসের পাঁচালী, ৫৫। শ্রীগৌরচনা, ৫৬। রসসাধ্য গ্রন্থ, ৫৭। স্বকীয়া-পরকীয়া বিচার,

৫৮। সাধনবিষয়ক, ৫৯। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, ৬০। চন্দ্রমণি, ৬১। সূর্যমণি, ৬২। সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

এই বিপুল তালিকাধৃত সব কয়টি পুথিই যে নরোত্তমের রচনা নহে, সেসম্বন্ধে পদকল্পতরু-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়, ডঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে ইহাদের কোনও বিশদ আলোচনা হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইহাদের মধ্য হইতে নরোত্তমের সত্যকারের রচনাগুলি খুঁজিয়া বাহির করা।

উপরি-ধৃত তালিকার ৫২-৬২ সংখ্যক পুথি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা সম্ভব হইল না। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত (তালিকার ৫৫-৫৯ সংখ্যক) পুথি দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। অন্যান্য অর্থাৎ ৫২-৫৪ এবং ৬০-৬২ সংখ্যক পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটি, বরাহনগর পাটবাড়ী, এবং বিশ্বভারতী পুথিশালায় কোথাও পাওয়া যায় নাই। আমাদের আলোচনা কেবল প্রথম ৫১টি রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই তালিকার প্রথম তেরটি রচনাকে আমরা নরোত্তমের খাঁটি রচনা, ১৪-২১ সংখ্যক আটটিকে সন্দিগ্ধ এবং অবশিষ্ট ত্রিশটি রচনাকে (২২-৫১ সং) আরোপিত বলিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। এইরূপ সিদ্ধান্তের যুক্তিগুলি পরে আলোচিত হইতেছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য নরোত্তমের যাবতীয় রচনাকে দুইটি প্রধানভাগে উপস্থিত করা যায়—পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা। উভয় বিভাগের কয়েকটি উপবিভাগও করা যাইতে পারে ; যথা,—

১। পদাবলী,—(ক) প্রার্থনা, (খ) প্রার্থনাজাতীয়, (গ) রাধাকৃষ্ণলীলা, (ঘ) গৌর-নিত্যানন্দ ও নবদ্বীপলীলা এবং (ঙ) সন্দিগ্ধ ও আরোপিত পদ।

২। তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা— (ক) অকৃত্রিম, এবং (খ) সন্দিগ্ধ ও আরোপিত।

আমরা পর্যায়ক্রমে অকৃত্রিম, সন্দিগ্ধ ও আরোপিত পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশ-মূলক রচনার আলোচনা করিতেছি।

নরোত্তম ছিলেন ষোড়শ শতকের শেষপাদের অর্থাৎ পরচৈতন্যযুগের কবি-সাধক। রাধাকৃষ্ণের লীলাপরিকরত্ব লাভই ছিল এই যুগের সাধনার লক্ষ্য। তাহা-ছাড়া, নরোত্তম ছিলেন মঞ্জরীসাধনার অর্থাৎ সখীঅনুগতে মানসসাধনার গৌড়ীয় প্রচারকগণের মধ্যে অগ্রণী। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের প্রচারিত মত ও ব্যাখ্যানের উপর ছিল তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা। সুতরাং নরোত্তমের অকৃত্রিম রচনার মধ্যে ইহাদের বিরুদ্ধ কথা কিছু থাকিবার নহে। এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা নরোত্তমের রচনার অকৃত্রিমতা নির্ধারণ করিয়াছি।

অকৃত্রিম রচনা

ক। পদাবলী—প্রার্থনা

নরোত্তমের প্রার্থনা পদের অসংখ্য পুথি মিলিয়াছে। বোধকরি মধ্যযুগের আর কোন কবির একটি রচনার এতো অধিক পুথি দেখা যায় না। তাঁহার প্রার্থনার পদগুলি বহুবার বহুজন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।[১] কিন্তু এক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ছাড়া আর কেহই বিভিন্ন পুথির পাঠ মিলাইয়া একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির করেন নাই। তবে সুন্দরানন্দ-সংস্করণটি objective পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় নাই। বিভিন্ন পুথির বিভিন্ন পাঠের মধ্যে যেটি সম্পাদকের মনোপূত, তাহাই এই সংস্করণে আদর্শপাঠরূপে ধৃত হইয়াছে। তাহাছাড়া, পদগুলির অকৃত্রিমতা বিচার এবং তাহাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা কোথাও নাই। এই উভয়বিধ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রার্থনা পদগুলি সম্পাদন করা গেল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে নরোত্তমের প্রার্থনার পদ পরম আদরে গৃহীত হইয়া থাকে। নরোত্তমের প্রার্থনা ও প্রার্থনাজাতীয় অনেকগুলি পদের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে কোন পদগুলির সমাদর সর্বাধিক ছিল বলা কঠিন। অধিকাংশ পুথিতে পদের সংখ্যা কম বেশী তিরিশের মধ্যে। মুদ্রিত পুস্তকে নরোত্তমের সকল প্রার্থনার পদকে কিন্তু একই সঙ্গে গ্রথিত দেখা যায়। আমরা নরোত্তমের প্রার্থনা পদের মোট ৪৬টি পুথি আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে যে পদটি অনুন দশটি পুথিতে আছে তাহাকে সর্ব সমাদৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ পদগুলির প্রথম চরণের সূচী নিম্নে দেওয়া গেল। প্রতিপদের শেষে বন্ধনীর মধ্যে কতগুলি পুথিতে পদটি আছে তাহার সংখ্যা দেওয়া হইল।

১। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে ... (৪০)
২। গৌরাঙ্গের দুটি পদ ... (২১)
৩। আরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ ... (১৬)
৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দয়া কর মোরে ... (১৬)
৫। ধনমোর নিত্যানন্দ ... (৪১)
৬। নিতাই পদকমল ... (১৯)
৭। যে আনিলা প্রেমধন ... (২২)

[১] প্রধান কয়েকজন সম্পাদক হইতেছেন—শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

৪০। হেদেরে পামর মন ... (১৩)

৪১। পরহ কৌপীন ... (১৩)

উক্ত ৪১টি পদের সহিত বিভিন্ন পুথিতে এবং সংকলন গ্রন্থ হইতে আরো ১৩টি পদ প্রার্থনা সংকলনে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই অতিরিক্ত পদগুলি ভাবে ও ভাষায় উপরোক্ত প্রার্থনা পদের অনুরূপ। পদগুলি এই—

৪২। অরুণ কমলদলে ... (ক্ষণদা, সমুদ্র, কীর্তনানন্দ, তরু, ৫)

৪৩। হরি···কি মোর করম অনুরত ... (মজুমদার, সুন্দরানন্দ, ৬)

৪৪। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ... (" " ৮)

৪৫। হাহা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্বন্দ্বে ... (" " ৪)

৪৬। লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে ... (" " ৫)

৪৭। শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন ... (" " ৪)

৪৮। এই নবদাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে ... (" " ৩)

৪৯। শ্রীরূপপশ্চাতে আমি ... (" " ৩)

৫০। হরি · কবে হেন দশা হবে ... (" " ৫)

৫১। কিরূপে পাইব সেবা মুক্তি ... (" " ৪)

৫২। কুসুমিত বৃন্দাবন নাচত শিখিগণ ... (" " তরু)

৫৩। হরি···ভৃঙ্গারের জলে রাঙা ... (সমুদ্র, তরু, মজুমদার, সুন্দর.)

৫৪। প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে ... (তরু, সুন্দরানন্দ)

মঞ্জরীসাধনার রহস্য এবং সাধকের দৈন্য, আর্তি ও অভিলাষ পদগুলির উপজীব্য। নরোত্তমের উপর সহজিয়াদের দাবীর ফলে সহজিয়া লক্ষণাক্রান্ত অনেক রচনা নরোত্তমের নামে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু উক্ত ৫৪টি পদে কোনরূপ সহজিয়া বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা কেবল এই পদগুলির কয়েকটির পর্যায় এবং ভণিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

'কবে কৃষ্ণধন পাব' (সংকলনের ৫০ সং) পদটিকে কেহ কেহ রাধাবিরহের মনে করেন। তাঁহাদের যুক্তি 'কৃষ্ণধনকে হিয়ার মাঝারে' রাখিবার আকাঙ্ক্ষা বিরহসন্তাপিত রাধিকারই, সখী-অনুগা সাধকের হইতে পারে না। কিন্তু পদটির পাঠান্তর সহ পাঠ করিলে ইহাতে পদকর্তার সেবাভিলাষই ব্যক্ত দেখা যায়। যথা,—

ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুকোমল কমল চরণে ॥
বৃষভানু-সুতা লঞা, তাহারে মিলাব যাঞা,
সাজাইব নানা উপহারে।···

—সা. প. ১৩৫৬

পদকর্তা এখানে 'প্রাণপ্রিয়া' 'বৃষভানসুতাকে' 'প্রাণনাথ' কৃষ্ণের সহিত মিলাইবার আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিচারে পদটিকে প্রার্থনার পর্যায়ভুক্ত ধরা হইল। পদটি ৩৭টি পুথিতে প্রার্থনার বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

'কদম্বতরুর ডাল' (৯৪) পদটিকে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্যামলাল গোস্বামী, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁহাদের সংস্করণে প্রার্থনার পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। একটি ছাড়া (গ.গ.ম. ৮৭ জ) কোন প্রার্থনার পুথিতে পদটিকে পাই নাই। পদটি রাধাকৃষ্ণের রাসবিলাসের, প্রার্থনার কোন কথাই এখানে নাই। কাজেই পদটিকে লীলার পদের অন্তর্গত ধরা হইয়াছে।

'বৃন্দাবন রম্যস্থান' (৪৯) পদটি প্রার্থনার পদের সমুদয় মুদ্রিত পুস্তকে রাস-শীষ নামে প্রার্থনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ২০টি প্রার্থনার পুথিতে পদটিকে পাওয়া যায়। পুথির প্রমাণে পদটিকে প্রার্থনা বলিয়া গৃহীত হইল।

'মোর প্রভু মদনগোপাল' (২১) পদটি ২২টি প্রার্থনা পুথিতে মিলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারটিতে ভণিতা 'গোবিন্দদাসের'। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত আমাদের দৃষ্ট প্রাচীনতম পুথিতে ভণিতায় আছে—

গোবিন্দদাসের মনে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়।

—ক. বি. ৪১৩২

নবদ্বীপে প্রাপ্ত একটি পুথিতে সুন্দরানন্দ অনুরূপ ভণিতা পাইয়াছেন। এই পাঁচটি পুথির সাক্ষ্য ছাড়া আর কোথাও এই ভণিতা পাওয়া যায় না। এমন কি গোবিন্দ-দাসের কোনও পদ-সংকলনে পদটি নাই। পদটির ভাবভাষা একান্তভাবেই যে নরোত্তমের সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। 'সংসার সাগর ঘোরে, পড়িঞা রঞাছি নাথ, প্রেমডোরে বান্ধি লেহ মোরে', কিম্বা 'কৃপা কর মাধুকরী, দেহ মোরে তুলে ধরি, যমুনা দেহ পদছায়া'—এ আক্ষেপ-অভিলাষ নরোত্তমের প্রার্থনায় পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ পুথির প্রমাণে এবং আভ্যন্তরীণ বিচারে পদটিকে তাই নরোত্তমের বলিয়া গহীত হইল। ইতিপূর্বে সকল সম্পাদকও তাহাই করিয়াছেন।

'ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করো এই নিবেদন' (১৪) পদটির ভণিতা পদামৃতসমুদ্রে এই ভাবে আছে,—

এ দাস লোচনে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
বিষম সংসারে মোর বাস।...

আমরা ৪১টি প্রার্থনার পুথিতে পদটি পাইয়াছি, কিন্তু কোথাও 'লোচনদাস' ভণিতা দেখি নাই। পদকল্পতরুতেও লোচনদাস ভণিতা নাই। কাজেই, শুধুমাত্র

পদামৃতসমুদ্রের উপর নির্ভর করিয়া পদটিকে লোচনদাসের বলিতে পারা যাইতেছে না।

'হেদেরে পামর মন' (৫৩) পদটি একটু-আধটু পাঠভেদসহ পদকল্পতরুতে বলরামদাস ভণিতায় মিলিয়াছে (তরু ৩০০০)। কোনও মুদ্রিত সংস্করণে পদটি নাই। নরোত্তমের ১৩টি প্রার্থনা পুথিতে পদটি মিলিলেও ইহার ভাবাভঙ্গি নরোত্তমের অনুরূপ নহে। তথাপি সতীশচন্দ্র রায় 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'তে ইহাকে নরোত্তমের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পদটি বলরামদাসের হইবারই সম্ভাবনা। পদটি যে নরোত্তমের নামেই সমধিক প্রচলিত ছিল ১৩টি পুথিতে ইহার উপস্থিতি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

'পরহ কৌপীন হও উদাসীন' (৫৪) পদটি কোন মুদ্রিত সংস্করণে নাই। ১৩টি পুথি এবং অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে ইহা নরোত্তমের প্রার্থনার পদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

'আজু রসে বাদর নিশি' শীর্ষক পদটি প্রার্থনার প্রায় সকল মুদ্রিত সংস্করণে নরোত্তম ভণিতায় দেখা যায়। পদকল্পতরুতেও (১২৯৭ সং পদ) নরোত্তম ভণিতা আছে। কিন্তু তরুতে পদটি প্রার্থনার অন্তর্গত নহে। ইহা রাসের পদ, প্রার্থনার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ক্ষণদায় পদটি 'অনন্তদাস' ভণিতায় মিলিয়াছে। তবে তরু ও ক্ষণদার পাঠের কিছু পার্থক্য আছে। নিচে ক্ষণদা হইতে পদটি উদ্ধৃত করিয়া পদকল্পতরুর পাঠান্তর দেওয়া হইল।—

আজু রসে বাদর নিশি।
[১]ভাবে নিমগন ভেল[১] বৃন্দাবন বাসী ॥ ১
প্রেমে[২] পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন [৩]কুঙ্কুমে ভেল[৩] পঙ্ক ॥ ২
শ্যামঘন বরিষয়ে প্রেমসুধা[৪] ধার।
কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥ ৩
দিগবিদিগ নাহি জানে প্রেমের পাথার।
[৫]ডুবিল অনন্ত দাস[৫] না জানে সাঁতার ॥ ৪

—ক্ষণদা ১৪।৮

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—

১-১ প্রেমে ভাসব সব ২ ভাবে
৩-৩ পরিমল ৪ কত রস
৫-৫ ডুবল নরোত্তম

ইহা ছাড়া—তরুতে ৩য় কলি, ১ম কলির পরে আছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পক্ষে পদটির রচয়িতা সম্পর্কে অধিক অবহিত থাকা সম্ভব বিবেচনা করিয়া ইহাকে নরোত্তমের বলিয়া গ্রহণ করা গেল না।

'গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু' শীর্ষক পদটি প্রার্থনার ৭টি পুথিতে নরোত্তম ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পদামৃতসমুদ্র (প্রা ১৫), কীর্তনানন্দ এবং পদকল্পতরুতে (২৯৮৬) কিছু কিছু পাঠান্তর সহ বল্লভদাস ভণিতায় পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুন্দরানন্দ সংস্করণ হইতে পদটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠান্তর সহ নিচে দেওয়া হইল।

[১]গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু[১]।
[২]প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু[২] ॥১
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপনে করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥২
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে [৩]লাগিল যে কর্মবন্ধ ফাঁস[৩] ॥৩
[৪]বিষয় বিষম বিষ[৪] সতত খাইনু।
গৌর কীর্তন রসে মগন না হৈনু ॥৪
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেল[৫] অকারণ ॥৫
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তম-দাস[৬] কেন না গেল[৭] মরিয়া ॥৬

—পদসংখ্যা ৫৪, পৃ. ৯৪-৯৫

পাঠান্তর :

১-১ মলুঁরে গোরা পহুঁ না ভজিয়া মলুঁ (সমুদ্র),
গোরা পহুঁ না ভজিয়া মলুঁ (তরু)
২-২ প্রেমরতন হাতে হারাইলুঁ (সমুদ্র),
আপনার করমদোষে আপনি ডুবিলুঁ (তরু)
৩-৩ করম বন্ধন নাগ পাশ (সমুদ্র),
করম বন্ধন লাগে ফাঁস (তরু)
৪-৪ বিষম বিষয় রস (সমুদ্র) ৫ হৈল (তরু)
৬ বল্লভদাসিয়া (সমুদ্র, তরু) ৭ যায় (সমুদ্র)

তরুতে ৪র্থ কলি, ৩য় কলির পূর্বে আছে।

তিনটি প্রাচীন সংকলন গ্রন্থে ভণিতার ঐক্য দৃষ্টে পদটিকে নরোত্তমের বলিয়া গ্রহণ করা গেল না। বল্লভদাস নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন। সেই সম্পর্ক-সূত্রে পদটি

নরোত্তমের নামে ৭টি পুথিতে পাওয়া বিচিত্র নহে। নিম্নোদ্ধৃত পদটি কীর্তনানন্দে নরোত্তমের ভণিতায় আছে—

প্রথমে জননী কোলে, স্তনপান কুতূহলে,
অজ্ঞানে আছিনু মতিহীন।
তবে ত বালকসঙ্গে, খেলাইলাম নানারঙ্গে
এমতি গোঙাইলাম কতদিন॥
দ্বিতীয় সময় কালে, প্রকাশিত বিকার,
পাপপুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগবিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি,
তাহা দেখি হাসে যমরায়॥
তৃতীয় সময়কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্র কলত্র গৃহ বাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি লয় মনে,
তুয়া পদে না করিনু আশ॥
চারিকাল হইল যদি, হরিল আঁখির জ্যোতি,
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
নরোত্তম দাস কয়, এইবার রাখ রাঙ্গা পায়,
ভক্তিদান দেহ মহাশয়॥

—কীর্তনানন্দ, পত্র ২২৯ক

উক্ত পদটিই পদকল্পতরুতে বলরামদাস ভণিতায় মিলিয়াছে (তরু ২৯৯৮)। তাহা ছাড়া, নরোত্তম ছিলেন আকুমার ব্রহ্মচারী। সুতরাং 'ভোগবিলাসনারী, এসব কৌতুক করি' ইত্যাদির আক্ষেপ তিনি কেন করিবেন এবং গৃহবাস ঘটিলেও ব্রহ্মচারীর 'পুত্র কলত্র' কোনকালে ছিল না। কাজেই পদটি বলরামদাসেরই হওয়া অধিকতর সঙ্গত।

খ। পদাবলী—প্রার্থনাজাতীয়

এই পর্যায়ে বিভিন্ন পুথি এবং পদসংগ্রহ পুস্তক হইতে এমন কতকগুলি পদ সংকলন করা হইয়াছে যাহাদের ভাব প্রার্থনামূলক। কিছু কিছু তত্ত্বোপদেশও আছে। কিন্তু মূল প্রার্থনা পদগুলির ভাবৈশ্বর্য এবং ভাষার মাধুর্য ইহাতে লক্ষিত হয় না। পদগুলির প্রথম চরণের সূচী নিম্নরূপ—

১। শ্রীগুরুচরণে রতি মতি কর সার ... (ক. বি. ২৮৭০)
২। না ভজিলাম হরে কৃষ্ণ না ভজিলাম গুরু ... (ক. বি. ৪৫১৯)
৩। সংসার মধুপানে ... (ক. বি. ৫৩২২)

৪।	এইবার করুণা কর লোকনাথ গোঁসাই	···	(ক. বি. ৬২৩৫)
৫।	অধমেরে দয়া কর চৈতন্য গোঁসাই	···	(গ. গ. ম. ৪৭)
৬।	ভবসিন্ধু কর পার	···	(গ. গ. ম. ৪৭)
৭।	অধমেরে দয়া কর আচার্য্য ঠাকুর	···	(ক. বি. ৪২১০)
৮।	হেন যে চৈতন্যের গুণে	···	(ক. বি. ১৬৫৮)
৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু	···	(ক. বি. ২৮৭০)
১০।	মুক্রি ত পাপিষ্ঠ অতি	···	(ক. বি. ৪৫৬২)
১১।	শচীসুত গৌরহরি	···	(ক. বি. ৪২১০)
১২।	শ্রীরূপ সাধন বিনে	···	(ক. বি. ২৮৭০)
১৩।	রূপের অনুগা হৈয়া	···	(গ. গ. ম. ৪৭)
১৪।	দয়া কর ললিতা গো	···	(ক. বি. ২৮৭০)
১৫।	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	···	(ক. বি. ৫৭৯৬)
১৬।	বৈষ্ণব গোসাঞি সঙে	···	(পদরত্নাকর)
১৭।	সকলের সার হয়ে বৈষ্ণব গোঁসাই	···	(সা. প. ৪৯৫)
১৮।	বৈষ্ণব গোঁসাঞি বিনে	···	(ক. বি. ২৮৭০)
১৯।	ঈশ্বর মানুষ হয়্যা	···	(গ. গ. ম. ৪৮)
২০।	দোঁহ কুঞ্জ ভবনে	···	(ক. বি. ২৮৭০)
২১।	সেই সব কুঞ্জবনে	···	(ক. বি. ২৮৭০)
২২।	যমুনা দেখিয়া মনে	···	(ক. বি. ২৮৭০)
২৩।	হরি···কবে হবে জনম সফল	···	(ক. বি. ৪৫১৯)
২৪।	হরি···কি শেল মরমে রহিল	···	(ক. বি. ২৮৭০)
২৫।	আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল	···	(তরু ৩০৩৯)
২৬।	হরি বলব আর মদনমোহন		(কাবাসী, বৃহদ্ভক্তিতত্ত্ব, পৃ. ২১৭-১৮)
২৭।	কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার	···	(তরঙ্গিণী, পৃ. ৩৬৩)
২৮।	নাম সংকীর্ত্তন	···	তরু ২৮৫৮)

গ। পদাবলী—লীলাবিষয়ক

(রাধাকৃষ্ণ, গৌরনিত্যানন্দ ও নবদ্বীপলীলা)

প্রার্থনা এবং তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা ছাড়া নরোত্তম-রচিত লীলার পদের কোন একক পুথি মিলে নাই।[১] দুই একটি খণ্ডিত পুথিতে অন্যান্য পদকর্তার সঙ্গে নরোত্তমেরও

[১] বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধের ৪৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শ্রীসত্যকিংকর সাঁই সংগৃহীত নরোত্তমের একটি পদাবলীর পুথির উল্লেখ আছে। ইহার

কিছু কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ পদগুলির আকর হইতেছে প্রাচীন ও আধুনিক পদসংকলন গ্রন্থ। নরোত্তমের ভণিতায় নিম্নলিখিত পদগুলি বিভিন্ন সূত্র হইতে উদ্ধার করিয়া সংকলিত হইল।

রাধাকৃষ্ণ লীলা

১। বনে চলে রামকানু ... (ক. বি. ২৮৭০)
২। এক ব্রজনারী ... (অ-প-র ৩২৬)
৩। কালা কলেবর ... (ঐ ৩২৭)
৪। ওহে নাগরবর শুনহে মুরলীধর ... (বৈষ্ণব পদাবলী)
৫। কি ক্ষণে হইল দেখা ... (লহরী)
৬। আজু কেন প্রাণ সখি ... (ক. বি. ৫৮৭৭)
৭। মিললি নিকুঞ্জে ... (তরু ১০২১)
৮। দুহু মুখ হেরইতে ... (সমুদ্র)
৯। নাগর পরম প্রেম ... (কী)
১০। শুন শুন গুণবতী রসময়ী ... (বৈ. গী.)
১১। মধুর বৃন্দাবনে ... (ক. বি. ২৮৭০)
১২। কদম্বতরুর ডাল ... (ক্ষণদা ৩০।৭)
১৩। রাইএর দক্ষিণকর ... (কী)
১৪। রাইকানু পিরিতির ... (তরু ৬৫৩)
১৫। কুসুম আসন হেরি ... (তরু ১২৭৫)
১৬। রাসবিলাস মুগধ নটরাজ ... (মাধুরী, ৩য়, পৃ. ৬৩১)
১৭। কেলি সমাধি ... (তরু ১২৭৪)
১৮। কি কহব দুহুঁ দুরন্তান ... (কী)
১৯। রাই হেরল যব ... (তরু ৪৬১)
২০। রতিরণ-পণ্ডিত ... (সমুদ্র. পৃ. ৪৬৩)
২১। সুরত সমাপি ... (কী)

পদসংখ্যা ৮২টি। লিপিকাল ১৭৪৩ শকাব্দা। ৮ম ভাগ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার ২১ পৃষ্ঠায় ১২০০ সালে অনুলিখিত ৭৯টি পদ সম্বলিত নরোত্তমের একটি পুথির উল্লেখ আছে। কোনটিই আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

২২। নিধুবন সমরে ... (কী)
২৩। কিশলয় শয়নে ... (তরু ৩২৪)
২৪। আরে দুহুঁ কুঞ্জভবনে ... (মাধুরী, ১ম পৃ. ৫২৯)
২৫। আজু কি শোভা হইল ... (ক. বি. ৫৮৭৭)
২৬। নবরে নবরে নব ... (মাধুরী, ২য়, পৃ. ৫৫৬)
২৭। রাইকানু বিলসই ... (মাধুরী, ২য়, পৃ. ৫৫৪)
২৮। দোহেঁ সুন্দরবরণা ... (অ-প-র ৩৩৭)
২৯। রাধামাধব বিহরই ... (তরু ২৭৬)
৩০। এতক্ষণে রাই ঘুমাওল ... (মাধুরী ৩য়, পৃ. ৫৭৯)
৩১। বলি বলি যাত ললিতা ... (সমুদ্র, পৃ. ২৩১)
৩২। বিনোদিনী, আমি তোমার ... (সজনীকান্ত দাসের পুথি)
৩৩। ধনি, মোর বোলে ...(সজনীকান্ত দাসের পুথি)
৩৪। কি দিব কি দিব বন্ধু ... (ক.বি. ২৮৭০)
৩৫। কিবা সে তোমার প্রেম ... (কী)
৩৬। মাধব হমারি বিদায় ... (অ-প-র ৩৩২)
৩৭। আনন্দে সুবদনি ... (তরু ২০১৪)
৩৮। নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে ... (কী)
৩৯। সজনি বড়ই বিদগধ ... (সমুদ্র, পৃ. ৪০৪)
৪০। বন্ধুরে লইয়া কোরে ... (তরু ৩৬৩)
৪১। সখি হে অব কিয়ে করব উপায় ... (কী)
৪২। শুন শুন মাধব ... (ক্ষণদা ১২১৫)
৪৩। তুয়া নামে প্রাণ পাই ... (সমুদ্র, পৃ. ৩৫২-৫৩)
৪৪। চলিলা রসিকরাজ ... (ক্ষণদা ১২১৬)
৪৫। দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত ... (তরু ৩২৩)
৪৬। মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ... (কী)
৪৭। নবঘন শ্যাম অহে প্রাণ ... (সমুদ্র, পৃ. ২৮৭)
৪৮। কমলদল আঁখিরে ... (কী)
৪৯। শ্যাম বন্ধুর কত আছে ... (সমুদ্র, পৃ. ৩৫৮-৫৯)
৫০। ওহে রাধাকান্ত বারেক আইস ... (ক. বি. ২৮৭০)
৫১। কিবা শোভারে ... (অ-প-র ৩৩৬)

গৌরনিত্যানন্দ ও নবদ্বীপলীলা

১।	রাই অঙ্গ ছটায়	...	(তরু ৬৫১)
২।	অবনীতে অবতরি	...	(ক. বি. ২৮৭০)
৩।	গোরা রসময় দেহ	...	(নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পুথি)
৪।	কাঞ্চন দরপণ	...	(তরু ২১৬৫)
৫।	সহচরগণ সঙ্গে	...	(তরু ২৮৫৩)
৬।	সকল ভকত লৈয়া	...	(পণ্ডিত বাবাজীর পুথি)
৭।	আরে মোর রাম কানাই	...	(মাধুরী, ৩য়, পৃ. ৪২৭)
৮।	কঞ্জ নয়নে বহে	...	(ঐ)
৯।	আওত অবধুত করুণাসিন্ধু	...	(গ. গ. ম. ৬ক পৃ. ৩১)
১০।	নিতাই রঙ্গিয়া	...	(গ. গ. ম. ৪৭)
১১।	আচার্য শ্রীশ্রীবাস	...	(ক. বি. ১৮০৩)
১২।	গৌরাঙ্গ রসের নদী	...	(গ. গ. ম. ৬ক পৃ. ৩১)
১৩।	গৌরাঙ্গের সহচর	...	(তরু ২৭৭১)
১৪।	পতি বিনে সতী কান্দে	...	(ক. বি. ১৪৫৩)
১৫।	অগোচর প্রেমনিধি	...	(ক. বি. ১৪৫৩)
১৬।	বিধি মোরে কি করিল	...	(তরু ২৭৮০)
১৭।	লোকনাথ প্রভু মোরে	...	(ক. বি. ১৪৫৩)
১৮।	শ্রীশচীনন্দন প্রভু	...	(তরঙ্গিণী)
১৯।	জয়জয় গৌরচন্দ্র	...	(ক. বি. ৪২১০)
২০।	অদ্বৈত ভবনে	...	(ক. বি. ২৩১০)
২১।	ভোজনের অবশেষে	...	(ক. বি. ৪২১৭)
২২।	অদ্বৈত ভবনে বিন বন্দনে	...	(ক. বি. ২৩১০)
২৩।	একমুষ্টি অন্ন ভুমে	...	(,, ,,)
২৪।	অদ্বৈতের প্রেম দেখি	...	(গ. গ. ম. ৪৭)
২৫।	চির পুণ্যফলে	...	(গ. গ. ম. ২৫)
২৬।	গৌরীদাসের নিমন্ত্রণে	...	(ক. বি. ২৩১০)
২৭।	প্রভু কহে গৌরী দাস	...	(ক. বি. ৪২১০)

প্রার্থনার ৫৪টি, প্রার্থনাজাতীয় ২৮টি এবং লীলাবিষয়ক ৭৮টি—মোট ১৬০টি পদ ছাড়া আরো ৩১টি পদ নরোত্তম ভণিতায় ইতস্ততঃ পাওয়া গিয়াছে। পদগুলিতে তত্ত্বগত বিরোধ লক্ষিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে নরোত্তমের খাঁটি রচনারূপে গ্রহণ করা গেল না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা গিয়াছে।

ঘ। তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা

১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

বল্লভদাস-কথিত 'চন্দ্রিকাপঞ্চমের' প্রথমটির নাম জগবন্ধু ভদ্র বলিয়াছেন প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। প্রেমভক্তি রাগোদয়ের প্রায়িক ক্রম 'লক্ষ ভক্তিগ্রন্থের টীকাস্বরূপ' এই রচনাটিতে অতি পরিপাটি রূপে বিশ্লেষিত এবং অতিশয় সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তমের মত, বিশ্বাস ও ভাবনার ছাপ ইহাতে এতই স্বপ্রকাশ যে ইহার অকৃত্রিমতা সম্পর্কে বিতর্কের কোনও অবকাশ নাই।

রাগানুগা ভজনপন্থীদের নিকট প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পরম সমাদর লাভ করে। ফলে গত তিন শতক ধরিয়া রচনাটি অসংখ্য বার অনুলিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুথিশালায় ইহার অসংখ্য পুথি তাহার সাক্ষ্য দিবে। ইতিপূর্বে একাধিক সুধী ব্যক্তি ইহার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন পুথির পাঠ মিলাইয়া একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশের আধুনিক রীতিসম্মত প্রচেষ্টা এক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ছাড়া ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ অবশ্য তাঁহার সংস্করণে subjective সম্পাদনা রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন পুথির পাঠের মধ্যে যেটি তাঁহার সবচেয়ে মনোমত হইয়াছে সেইটিকেই তিনি আদর্শ পাঠ ধরিয়াছেন। ইহাতে মূল রচনার উপর সম্পাদকের ব্যক্তিগত ভালমন্দ বোধের প্রভাব পড়িবার আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক। ফলে মূল রচনার নির্দেশ পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। বর্তমান সংস্করণে এই রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। লিপিকালের দিক হইতে সর্বপ্রাচীন একটি অখণ্ড পুথির পাঠকে আদর্শ ধরিয়া তাহার সহিত সমকালে বা অব্যবহিত পরবর্তীকালে অনুলিখিত পুথির পাঠভেদ নির্দেশ করার রীতিই ইহাতে অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে সম্পাদকের হাতে নূতন করিয়া পাঠ বিকৃতির আশঙ্কা অন্ততঃ কম। প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা এবং নরোত্তমের যাবতীয় রচনা উক্ত রীতিতে সম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে।

২। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা

চন্দ্রিকা-পঞ্চমের দ্বিতীয়টির নাম জগবন্ধু ভদ্র বলিয়াছেন সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। কিন্তু এই নামে নরোত্তম ভণিতায় কোনো রচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তৃতীয় চন্দ্রিকা অর্থাৎ সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকার অনেকগুলি পুথি মিলিয়াছে। তবে বিভিন্ন পুথি বিভিন্ন নামে পাওয়া গিয়াছে, যথা—

ক। প্রেমসাধ্যচন্দ্রিকা (ক. বি. ২০৩৪, লিপিকাল ১৬৬২ খ্রীঃ)

খ। সাধ্যপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (ক. বি. ৫৮৫, লিপিকাল ১৭৭৬ খ্রীঃ)

গ। সাধ্যপ্রেমভাবচন্দ্রিকা (ক. বি. ৬৩১৬)

ঘ। সাধ্যভাবচন্দ্রিকা (ক. বি. ৩৯৩৪, লিপিকাল ১৮৩১ খ্রীঃ, সা. প. ২২৪৩) নাম বিভিন্ন হইলেও ইহাদের বিষয়বস্তু সর্বত্র এক। কেবলমাত্র একটি খণ্ডিত পুথিতে (ক. বি. ৪৫১৬, লিপিকাল ১৬৬৫ খ্রীঃ) শেষের কতকগুলি পয়ার ছাড়া বিষয়-বস্তুগত কোনো ঐক্য নাই। পুথিটি ৯ পত্রে সম্পূর্ণ, কিন্তু প্রথম ৫টি পত্র নাই। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

৬ক পত্র হইতে ঃ

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা তাহার দুস্কর।
ভাগবত কথা এই আছ এ বিস্তর ॥
আনের কা কথা লক্ষ্মী করিলে ভজন।
ঐশ্বর্য্য ভাবে না পায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
গোপিকার অনু ছাড়ি স্বতন্ত্র করিল।
তাহাতে ঐশ্বর্য্যভাব মিশ্রিত রহিল ॥
বৈধী কী ভক্তি (?) করি সংসার ছাড়িব।
কর্ম যোগ জ্ঞান মুক্তি দূরে তেয়াগিব ॥
গোপিকার প্রেমকথা কায় বাক্য মনে।
ইহা বিনা না জানিব জীবনে মরণে ॥
ভাব সিদ্ধি হইয়া জন্ম লইব বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণ দরশন করিব কুতুহলে ॥
রাগানুগা ভজনে মিলিব কুঞ্জসেবা।
দেখিব দুহার রূপ চিত্তে রাত্রি দিবা ॥
সখিগণ মধ্যেতে থাকিব নিরবধি।
বাঞ্ছা করি প্রাপ্তি হব ভাবের অবধি ॥
সখির মণ্ডলী মধ্যে করিব বসতি।
···প্রেমেতে পূর্ণিত হব নিতি নিতি ॥
এইত রাগের কথা গ্রন্থের লিখন।
কৃষ্ণসুখ বিনে আর নাহি প্রয়োজন ॥
পরিপূর্ণ ভাব কৃষ্ণ প্রাপ্তি পুণ্যময়। (৬ক)
কৃষ্ণ কহেন বুঝি হয় তাহার বচয় ॥
এই ত কহিএ রাগ শুদ্ধ ব্যবহার।
আপনার ভালমন্দ না করি বিচার ॥

বিধি ভক্তি অধিকারী কহিএ তাহারে।
এইত কহিএ রাগচেস্টা শাস্ত্র তর্ক করে ॥
শাস্ত্র (তর্ক) আজ্ঞায় ভজন নিরবধি।
যদবধি নাহি পায় ভাবের অবধি ॥
শাস্ত্র তর্ক আজ্ঞায় ভাব ভজন নহিল।
যুক্তি তর্ক না মানে রতি প্রেমা চিন ॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তির লোভ জন্মিল অন্তরে।
কি কার্য্য তর্ক কথায় কি কার্য্য বিচারে ॥
নিরন্তর করিবেন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।
নিজাভীস্ট ইস্টদেব আর শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
ভজনের সহিত আর অনুগত হইব।
আপনার সিদ্ধদেহ সেখানে জানিব ॥
তত্ত্ব কথারতা সদা হইব অন্তরে।
নিরবধি নিবাস করিব ব্রজপুরে ॥
সিদ্ধ দেহ চিত্তে নিত্য করিব স্মরণ।
ভাব জপ্য হইব যাইব বৃন্দাবন ॥
সাধন করিব সেবা বিবিধ প্রকারে।
সিদ্ধ দেহে সিদ্ধ হব নিত্য পরিবারে ॥
তদ্ভাবে (৬খ) লিপ্সু মতি হইব সর্বথা।
ব্রজলোক অনুসারে সেবাতে হব রতা ॥
রাগাত্মিকা ভজন কথন অধিকারী।
তার স্থানে যোগ্য মন্ত্র লব যতন করি ॥
রাধাকুঞ্জ সেবা জিজ্ঞাসা করিব।
নিজ দিস্ট অনুগত সদত থাকিব ॥
প্রিয় নর্মসখিগণ সেবা পরায়ণ।
তারমধ্যে আপনি হইব একজন ॥
বহু যত্ন করি কুঞ্জসেবা মাগি লব।
সমএ উচিত সেবা যতন করিব ॥
ব্রজেশ্বরী ভাবেতে ভাবিব সেই সখী।
তভাবেচ্ছাত্মিকা গ্রন্থকারে লেখি ॥
শ্রীমতীর মাধুরী দেখি আনন্দিত মন।
তবে সে করিব কৃষ্ণলীলার স্মরণ ॥

ব্রজলীলা চমৎকার শুনি সাধুমুখে।
রসময় কৃষ্ণরূপ দেখিব কৌতুকে॥
তত্তাবেচ্ছাত্মিকা চিত্ত হইল যদি তার।
অনায়াসে প্রাপ্তি হব সাধনের সার॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী আর তত্তাবেচ্ছার গণ।
এই দুই সাধন পরম কারণ॥
পুরাণে শুন্যাছি ইহার প্রমাণ বিস্তার।
দণ্ডকারণ্য বাসী (৭ক) মহামুনি আর॥
তারা সব এই আরাধিল অন্তরে।
ভাবসিদ্ধ হইয়া জন্মিল ব্রজপুরে॥
গোপিকার ভাবে প্রেমস্বরূপ হইল।
গোপীদেহ রাসক্রীড়া বিহার করিল॥
বিশাখা কহেন যদি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
নিজমন্ত্র সুখ সঙ্গে বিহার করিতে॥
বল্লবীর কান্তি মন নিল যত্ন করি।
বিচার করিয়া শ্লোক টীকাকার লিখি॥
ব্রজ অনুসারে যদি উপাসনা করি।
বিশাখা থাকিলে না পায় মহিষী নগরী॥
মহাধর্ম পুরাণেতে (?) আছএ লিখনে।
অগ্নিপাত্র তপস্যা করিল বসুদেব ভগবানে॥
বহু যত্ন করি ব্রজ উপাসনা হয়।
ব্রজ প্রাপ্তি হইল না রিরংসা লাগি (রয়)॥
বিধি মন্দ (?) বলি শ্লোক আছএ লিখন।
ব্রজদেবী তার···করিল গ্রহণ॥
অগ্নিপাত্র তপস্যা করিল বহুকাল।
নিজ আশ্রয় শুক তারে করিল মিশাল॥
মহিষিগণের বাসুদেবের প্রাপ্তি হৈল।
ভজন বিরোধ ভাব প্রসঙ্গ করিল॥ (৭খ)
অতঃপর সম্বন্ধানুগা কহিবারে।
বিচার করি ভক্তি গ্রন্থ অনুসারে॥
ব্রজেন্দ্র ঠাকুর আর সুবলের ভাব।
সম্বন্ধ অনুগা হইলে এই দুই লাভ॥

প্রিয় সখা দুই ভাব সম্বন্ধ কহিল।
ইহার অনুগা হৈয়া সিদ্ধ হইল ॥
স্বতন্ত্র করি যদি ভজন করএ।
ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হএ ॥
···পরিবারে হএ পতিত কলমনা (?)।
স্বতন্ত্র না করিব মন নীরপণা (?) ॥
রাগানুগা ভজনের এই মত হএ।
গোপিকার অনুগত বিনে সিদ্ধি নএ ॥
কুরুপুরে রুক্ষ রুক্মিণী (?) আছিল।
···অধিষ্ঠানে পুত্র ভাব কৈল ॥
ভজনেতে ভাব যোগ সিদ্ধ নাম ধরে।
···অনুগত হঞা পাইব ব্রজপুরে ॥
পিতাপুত্র···ভক্ত মিত্র ভাব।
রস সমৃদ্ধি (?) প্রাপ্তি হয় ব্রজলাভ ॥
রাগানুগা ভক্তের অন্তরে দুস্কর।
জন্মিতে ··· ··· ···॥
অনুপরে যে রাগাত্মিকা নাম।
রাগের···পুত্র কৃষ্ণ ধাম ॥
তার লক্ষণ কিছু (৮ক) করিব বিচার।
রাগানুগা ভজনের লক্ষণ যাহার ॥
পুন এ উৎকর্ষ যার আছএ অন্তরে।
মহা উৎকণ্ঠিত সেই কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
ইতিমধ্যে দৈবে পায় কৃষ্ণ দরশনে।
আপনাতে ভালমন্দ ছাড়িল যখনে ॥
কৃষ্ণ মুখ নিরখিয়া রহে অনিমিখে।
কোথাএ কিছুই বিচার নাহি দেখে ॥
মহা (ঘোর) বর্ষা শিলা বরিষণ।
কিছু নাহি গণে কৃষ্ণরূপে মাত্র মন ॥
অনেক ভছিএ নিজ পরিবার জনে।
তাহাতে আনন্দ হএ সার্থক বিমানে (?) ॥
এইরূপ শ্লোক বহু আছএ লিখন।
রাগবিহার অনুরূপের কথন ॥

রাগাত্মিকা ভজ সদাই অনুরাগী।
রাগানুগা থাকে এমতি বৈষ্ণব ভ্রমরা জাতি॥
যাহার আলয়ে বৈষ্ণব করে গতাগতি।
সেই সে উত্তম হয় নিত্য হয় স্থিতি॥
বৈষ্ণবেরে অন্ন বুদ্ধি হয় অপরাধ।
কহন না যায় ভাই বড় পরমাদ॥
বৈষ্ণবচরণরেণু ভূষণ করিয়া।
সেই সব ভাবখানি মনেতে আনিয়া॥
এই সব কথা ভাই রাখিহ হৃদএ।
কদাচিৎ প্রকাশ নহে রাখিহ অন্তরে।
কার বোলে না শুনিবে সদাই ধেয়ান।
রাধাকৃষ্ণ জান ভাই পরাণের পরাণ॥
গভীর শীতল হইয়া করহ ভজন।
আপন স্বভাবে কর সাধ্য সাধন॥
প্রেমের করহ ফান্দ আর ভক্তি দিয়া।
ভাবে কর সদা কাল না দিহ ছাড়িয়া॥
স্মরণ মনন এই জান দড় মতে।
বঝিয়া ভাবহ ভাই রাখিহ মনেতে॥
শ্রীগুরু পাদপদ্ম মনে করি আশ।
সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥ (৯ক)

—ক. বি. ৪৫১৬

অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত আর কোনো রচনা দৃষ্ট হয় না। উদ্ধৃত পুথিটির 'যাহার আলয়ে বৈষ্ণব করে গতাগতি' হইতে 'সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস' পর্যন্ত অংশটুকুরই সহিত কেবল অন্যান্য পুথিগুলির ঐক্য লক্ষিত হয়। এই শেষ অংশটি পুথির একই পাতায় (৮খ পত্রে আরম্ভ, ৯ পত্রে শেষ) ধারাবাহিক ভাবে থাকিলেও কেমন আকস্মিক সংযোজন বলিয়া মনে হয়। হয়, ইহার মাঝের কিছু অংশ পুথি-লেখকের অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়িয়া গিয়াছে, কিংবা শেষাংশ মূল রচনার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। শেষাংশ প্রক্ষিপ্ত এই অনুমান সঠিক হইলে উদ্ধৃত রচনাটিকে 'সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র নিদর্শন বলা যাইতে পারে। আমরা ১৯টি পুথিতে (পূর্বোক্ত বিভিন্ন নাম সত্ত্বেও) একই বিষয়বস্তু পাইয়াছি। সাধ্য-প্রেমচন্দ্রিকা নামটি সর্বাধিক পুথিতে (১২টি) দৃষ্ট হওয়ায় ঐ নামে রচনাটি প্রকাশ করা হইল। রচনাটি এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

৩। সাধনচন্দ্রিকা

রচনাটির উল্লেখ ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। সাহিত্য-পরিষদে ইহার একটি পুথি মিলিয়াছে (সা. প. ৫১৩, লিপিকাল ১৭০৫ খ্রীঃ)। রচনাটিতে অনেকগুলি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকটি ভণিতাতে মঞ্জুলালী ও শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্ম স্মরণ করা হইয়াছে। যথা,—

(ক) শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল প্রথম কালের আখ্যান ॥
শ্রীমঞ্জলালী পাদপদ্ম করি আশ।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

(খ) মোরে যদি দয়া করে শ্রীমঞ্জলালী।
তবে সে দেখিতে শক্তি দোহাঁ রস কেলি ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল তৃতীয় কালের আখ্যান ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরূপগোস্বামীর সিদ্ধনাম, তৎপ্রবর্তিত রাগানুগা ভজনমার্গের অনুগামী এবং প্রচারক ছিলেন নরোত্তম। নরোত্তমের রচনায় শ্রীরূপ বা শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মে অভিলাষ জ্ঞাপন তাঁহার ভণিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার দীক্ষাগুরু লোকনাথগোস্বামীর সিদ্ধনাম হইতেছে মঞ্জুলালী। স্বীয়গুরুর শ্রীচরণকমল অনুধ্যান নরোত্তমের প্রায় প্রত্যেকটি অকৃত্রিম রচনায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। রচনাটির বিষয়বস্তু হইতেছে সখিদের বিভিন্ন সময়ের করণীয় কর্মের একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি—সখী অনুগতে সেবাভাবনা যাহাদের কাম্য ইহা তাঁহাদের পক্ষে স্মরণযোগ্য। এই সকল দিক বিচার করিয়া, ইতিপূর্বে কোথাও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও, ইহাকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পুথিটির শেষ পত্র অতিশয় জীর্ণ, পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শেষের ভণিতায় গ্রন্থ-নাম এবং তারিখ অংশ টুকু পড়া যায় না। সাহিত্য-পরিষদের-পুথি বিবরণীতে ইহার নাম সাধনচন্দ্রিকা এবং তারিখ ১৬২৭ শকাব্দা (১৭০৫ খ্রীঃ) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। আমরা তাহা মানিয়া লইয়াছি। অন্ততঃ রচনাটির নাম যে 'সাধন-চন্দ্রিকা' তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। যথা,—

শ্রীগুরুচরণারবিন্দে ভাবনা অনুসার।
সাধনচন্দ্রিকা লক্ষণ করিব বিচার।

রচনাটি এযাবৎ মুদ্রিত হয় নাই।

৪। ভক্তিউদ্দীপন

বল্লভদাসের পূর্বোদ্ধৃত পদটিতে নরোত্তম রচিত চন্দ্রিকা-পঞ্চম অর্থাৎ পাঁচটি চন্দ্রিকার উল্লেখ আছে। পূর্বালোচিত তিনটি 'চন্দ্রিকা' ছাড়া আরো তিনটি চন্দ্রিকা সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা এবং চমৎকারচন্দ্রিকার পুথি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে এগুলিকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলা চলে না। কেন চলেনা তাহা 'সন্ধিগ্ধ রচনা' পর্যায়ে বিশদ আলোচনা করা গিয়াছে।

নরোত্তম-ভণিতায় ভক্তিউদ্দীপনের অনেকগুলি পুথি মিলিয়াছে। ভণিতা সকল পুথিতে একই রূপ। ভক্তিউদ্দীপনের বক্তব্যবিষয় সর্বত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্য-অনুসারী। ভণিতা অংশে নরোত্তম স্বীয় গুরুর পদধুলি আশা করিয়া রচনা শেষ করিয়াছেন—

শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদধুলি আশ।
ভক্তিউদ্দীপন কহে নরোত্তম দাস॥

ভক্তিউদ্দীপন এ পর্যন্ত অমুদ্রিত।

৫। প্রেমভক্তিচিন্তামণি

জগদ্বন্ধু ভদ্র বল্লভদাস-কথিত 'তিনমণি'র টীকা করিয়াছেন—সূর্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তিচিন্তামণি। নরোত্তম ভণিতায় প্রথম দুইটি 'মণি'র সন্ধান মিলে না। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ; পৃ. ৪৩৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথিশালায় 'সূর্যমণি' নামে একটি পুথি মিলিয়াছে, কিন্তু ভণিতা নরোত্তমের নহে। যথা,—

ছয়গোসাঞির পদরেণু করি আশ।
সূর্য্যমণি গ্রন্থ কৈলা যুগলের দাস॥
—ক. বি. ৩১৭৯

এই 'যুগলের দাস'-এর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীরূপ সূর্যমণি নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া উক্ত পুথিতে উল্লেখ আছে—

শ্রীরাধা বিনে প্রেমদাতা নাহি আর।
সূর্য্যমণি নামে গ্রন্থ শ্রীরূপ কৈলা সার॥
—ক. বি. ৩১৭৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় শ্রীরূপের ভণিতায় 'সূর্যমালা' নামে একটি বাংলা পুথি আছে (ক.বি. ১৮৮৫)। এই বাংলা পুথির রচয়িতা যে সুবিখ্যাত শ্রীরূপ গোস্বামী হইতে পারেন না, তাহা কোন আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া বলা যাইতে পারে। যাই হোক, 'যুগলের দাস' ভণিতা যুক্ত রচনাটির লেখক যিনিই হোন না

কেন, রচনাটি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্য বিরোধী কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া তাহা দেখান গেল।—

শ্রীরাধার গুহ্য কথা কহনে না যায়।
শ্রীরাধা হৈতে ভাই কত কৃষ্ণ হয়॥
শ্রীরাধা হৈতে হৈল কৃষ্ণ উপসন্ন।
ইহার প্রমাণ দেখ আছয়ে আগম॥
শ্রীরাধিকার গুণভার কেহো নাহি জানে।
পূর্বে শ্রীরাধা ক্রীড়া করিতে হৈল মনে॥
ম-কার হইতে তার কলিকা নিকশিল।
সেই কলিকা হইতে যুগল হইল॥
সেই যুগলের সৃষ্টি করিতে হৈল মন।
নিরঞ্জন পুরুষ হৈল উপাদান॥
সেই নিরঞ্জন হইতে প্রকৃতি পুরুষ হৈল···
স্বভাব উপরে জান শ্রীরাধার নাম।
কত কৃষ্ণ হয় তার অঙ্গের উপাদান॥ ইত্যাদি

—ক. বি. ৩১৭৯

নরোত্তমের ভণিতায় সূর্যমণি-চন্দ্রমণি না পাওয়া গেলেও আরো দুইটি 'মণি'র সন্ধান মিলিয়াছে। ইহাদের নাম গুরুভক্তিচিন্তামণি ও নামচিন্তামণি। রচনা দুটিকে আমরা অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে।

প্রেমভক্তিচিন্তামণির মোট দুইটি পুথি মিলিয়াছে (ক. বি. ৩৯২৮ এবং এ. সো. ৫৩৫৬)। কোনওটির তারিখ নাই। ১৩১৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১১৭৪ সালে অনুলিখিত এই রচনার একটি পুথির উল্লেখ আছে। পুথিটি আমরা পাই নাই। ইহার উপর আলোচনা করিতে গিয়া সংগ্রাহক জানাইতেছেন যে, 'প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুরের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও উপস্থিত প্রেমভক্তিচিন্তামণি একই গ্রন্থ কিনা অথবা এই গ্রন্থের গ্রন্থকার সেই প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর কিনা বুঝিতে পারিলাম না।'

প্রেমভক্তিচিন্তামণির সহিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার যে কিছু কিছু স্থলে সাদৃশ্য আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে, রচনা দুইটি যে স্বতন্ত্র সে কথাও অস্বীকার করা যাইতে পারে না। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা আগাগোড়া ত্রিপদীতে রচিত ও কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু আলোচ্য রচনাটির ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদী মিশ্র এবং ইহাতে কোনো সুষ্ঠু অধ্যায় বিভাগ নাই। তাহা ছাড়া, পয়ার অংশগুলি ব্যতীত ত্রিপদী অংশও বহুস্থলে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা হইতে পৃথক।

প্রেমভক্তিচিন্তামণির ভণিতায় লোকনাথ গোস্বামী কিংবা শ্রীরূপগোস্বামীর উল্লেখ নাই। কেবল আছে—

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যুগল বিলাসে।
প্রার্থনা করএ সদা নরোত্তম দাসে॥

কিন্তু ভণিতা ধরিয়া অধ্যায় বিভাগ করিলে ইহাতে নয়টি অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে নরোত্তম ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। যথা,—

১। কহে নরোত্তম দাস, পূরাহ মনের আশ,
তনুমন নিছনি আপনা।
২। নরোত্তম দাস বলে হইয়া কাতর।
কৃপা কর একবার প্রভু গিরিধর॥
৩। জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
নরোত্তম মনের আকুতি।
৪। সে সব জনের যেন না দেখিএ মুখ।
কহে নরোত্তম দাস তবে বড় সুখ॥

ইত্যাদি। নরোত্তম চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিঃসীম দৈন্যবোধ। আলোচ্য রচনার ভণিতাংশে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, যুগলকিশোর রাধাকৃষ্ণের চরণাশ্রয় এবং সখীর অনুগত হইয়া তাঁহাদের সেবাভিলাষ—নরোত্তমের সাধনার যাহা মুখ্য কথা—রচনাটিতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইল।

প্রেমভক্তিচিন্তামণির প্রকাশিত পাঠে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত অংশগুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে প্রেমভক্তিচিন্তামণি মুদ্রিত হয় নাই।

৬। গুরুভক্তিচিন্তামণি

রচনাটির দুইটি পুথি মিলিয়াছে (ক. বি. ১৬৬৫ ও অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুথি)। ইহা ছাড়া, শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে ইহার দুইটি পুথি আছে বলিয়া শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য জানাইয়াছেন। (শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সাল।) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিটির ভণিতাংশে রচনাটির নাম গুরুভক্তিচন্দ্রিকা। যথা,—

শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
গুরুভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

আবার, উক্ত পুথির পুষ্পিকায় আছে 'ইতি গুরুভক্তিচিন্তামণি সম্পূর্ণম্'। মণীন্দ্রমোহন বসু কিন্তু ইহাকে গুরুভক্তিচন্দ্রিকা নামেই উল্লেখ করিয়াছেন (*Post Chaitanya*

Sahajiya Cult গ্রন্থের নরোত্তম-কৃত পুথি-তালিকা দ্রষ্টব্য)। বিশ্ববিদ্যালয়-পুথির পুষ্পিকায়, শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারের এবং অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুথিতে গুরুভক্তিচিন্তামণি নাম পাওয়া যাইতেছে বলিয়া রচনাটির উক্ত নামই গৃহীত হইল।

গুরুভক্তিচিন্তামণি যে নরোত্তমের অকৃত্রিম রচনা তাহার একটি প্রমাণ ইহার ভণিতায় শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামীর উল্লেখ। ভণিতার পাঠান্তরে আছে—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পদতলে আশ।

—কয়াল পুথি

এখানেও কোন বিরোধ নাই। বিষয়বস্তু গুরুকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা। এই মহিমা রচয়িতা অশেষ দৈন্য সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। সেদিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে নরোত্তমের রচনা বলিতে হয়।

রচনাটি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত

৭। নামচিন্তামণি

সাহিত্য-পরিষদে ইহার একটি মাত্র পুথি মিলিয়াছে (সা. প. ১২৫৫, লিপিকাল ১৮৪৮ খ্রীঃ)। রচনাটির উল্লেখ ইতিপূর্বে কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ভণিতা মাত্র একটি, যথা,—

লোকনাথ পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
নামচিন্তামণি কহে নরোত্তম দাস॥

নরোত্তমের অন্যান্য রচনার আয়তনের সহিত তুলনায় ইহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ইহাতে কোথাও দ্বিতীয় ভণিতা নাই। বন্দনা অংশে সপার্ষদ চৈতন্যদেব এবং ষড়্গোস্বামীর নামের উল্লেখ থাকিলেও গুরু লোকনাথের পৃথক উল্লেখ নাই। কেবল আছে—

জয় গুরু গোসাঞির চরণ কমল।
যাহার স্মরণে চিত্ত হয় সুনির্ম্মল॥

কাজেই কেবলমাত্র ভণিতার উপর আস্থা রাখিতে হয়তো দ্বিধা হইতে পারে। কিন্তু রচনাটি নরোত্তমের হইবার পক্ষে দুইটি প্রবল কারণ আছে। নামচিন্তামণির বর্ণিতব্য বিষয় হইল নামের মহিমা ও প্রভাব এবং শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব। শ্রীচৈতন্য ও হরিদাসের মধ্যে কথোপকথন ছলে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত হরিনাম সংকীর্তনের প্রচার ছিল নরোত্তমের অন্যতম প্রধান ব্রত। ইহার ফল—গড়ানহাটি কীর্তনের উদ্ভব। তাহাছাড়া, নরোত্তম দ্বিধাহীন চিত্তে শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি ইহাই ছিল তাঁহার

অকুণ্ঠ বিশ্বাস। নরোত্তমের সেই ব্রত ও বিশ্বাসের পরিচয় নামচিন্তামণিতে বিধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে তাঁহার খাঁটি রচনা বলিবার পক্ষে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রচনাটি আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

৮। গুরুশিষ্যসংবাদ

গুরুশিষ্যসংবাদের পুষ্পিকা 'ইতি শ্রীগুরুশিষ্যসংবাদে উপাস্য-উপাসনাতত্ত্ব-নিরূপণং নাম দশম পটল সংপূর্ণম্ (ক. বি. ৩২৬৯) দেখিয়া গুরুশিষ্যসংবাদ, উপাসনাতত্ত্ব ও উপাসনাপটলকে একই রচনা মনে হইতে পারে। কিন্তু উক্ত তিন নামে স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু-যুক্ত তিনটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়।

গুরুশিষ্যসংবাদে রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত সুনিয়ম কথা গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে। সেইসঙ্গে শ্রীরাধার অষ্টসখী, প্রাণসখী ও নর্মসখীর গণনা এবং অষ্টসখীর কুঞ্জের বিবরণও আছে। ইহাতে কোনও অধ্যায় বিভাগ নাই। পক্ষান্তরে, উপাসনাতত্ত্বসার সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে শ্রীচৈতন্যের ব্রজেন্দ্রনন্দনত্ব, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্যলীলা, গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের কারণ, সখী ও মঞ্জরীগণের বিবরণ, নিত্যানন্দের রূপগুণ, মানস সিদ্ধ দেহে প্রকৃতিরূপা হইয়া রাধাকৃষ্ণ সেবা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। উপাসনাপটলে কোন অধ্যায় বিভাগ নাই। বর্ণিতব্য বিষয় হইল—কৃষ্ণের অবতারত্বের তারতম্য, কৃষ্ণের দ্বিবিধ লীলা, গুরুর প্রকার ভেদ, শ্রদ্ধাদি ভজনক্রম, রাগানুগ ভজনের সিদ্ধ-সাধক-তটস্থ ভেদ, সখী অনুগতে ব্রজে যুগল সেবা ইত্যাদি।

আবার, গুরুশিষ্যসংবাদে ভণিতা মাত্র একটি এবং সেই ভণিতায় রচনার নাম উল্লেখিত। যেমন,—

শ্রীলোকনাথ চরণ স্মরণ অভিলাষ।
গুরুশিষ্যসংবাদ কহে নরোত্তম দাস॥

উপাসনাতত্ত্বসারে সাতটি ভণিতা আছে এবং প্রত্যেকটি ভণিতায় উপাসনাতত্ত্বসার নামটি মিলিতেছে (উপাসনাতত্ত্বসার সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। উপাসনাপটলের সমাপ্তিতে একটি মাত্র ভণিতা আছে। সেখানে 'উপাসনা পট্টল কহে নরোত্তম দাস' চরণের পর রচনা শেষ হইয়াছে। রচনাটিতে দ্বিতীয় কোন ভণিতা না থাকিলেও 'উপাসনাপট্টল' নামটি রচনার ভিতরে মিলিতেছে। যথা,—

এই ত কহিল ইথে না হয় প্রমাণ।
উপাসনা পট্টল কথা এই সমাধান॥

—ক. বি. ৫৬৩, লিপিকাল ১৭৮০ খ্রীঃ

সুতরাং, এই উভয় দিক হইতে বিচার করিলে গুরুশিষ্যসংবাদ, উপাসনাতত্ত্বসার এবং উপাসনাপটল যে তিনটি পৃথক রচনা তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গুরুশিষ্যসংবাদে ভণিতা একটি মাত্র হইলেও তাহার অকৃত্রিমতা অনস্বীকার্য। রচনা শেষে শিষ্য নরোত্তম গুরু লোকনাথের স্মরণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, সমগ্র রচনাটির মধ্যে এমন কোনও উক্তি কিম্বা বিষয় নাই, যাহা নরোত্তমের বিশ্বাস কিম্বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার পরিপন্থী। কাজেই ইহাকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা থাকিতে পারে না।

রচনাটি এ পর্যন্ত অমুদ্রিত।

৯। উপাসনাতত্ত্বসার

ইহা যে একটি স্বতন্ত্র রচনা এ পর্যন্ত তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। মণীন্দ্রমোহন বসু যে-পুথিটিকে (ক.বি. ৫৫৭) উপাসনাপটল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উপাসনাতত্ত্বসারের পুথি। যথা,—

রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মোক্ষদাস।
উপাসনাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি উপাসনাপটল সমাপ্তম্।' সম্ভবতঃ এইরূপ সমাপ্তি দেখিয়া উপাসনাতত্ত্ব ও উপাসনাপটল একই রচনা ভিন্ন নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে কিন্তু উপাসনাপটল নাম নাই। যেমন,—

'শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ সঙ্গে মোর মর্ম্মোল্লাস।
উপাসনাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি উপাসনাতত্ত্বসার সমাপ্ত ॥' (সা. প. ১৩৫৮, লিপিকাল ১৬৮২ খ্রীঃ)।

ইহাছাড়া পুথির মধ্যে 'উপাসনাতত্ত্বসার গায়', 'উপাসনাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস' ইত্যাদি ভণিতা মিলিয়াছে।

রচনাটির ভণিতার অকৃত্রিমতায় সন্দেহের অবকাশ নাই। রামচন্দ্র কবিরাজ ছিলেন নরোত্তমের অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং শেষজীবনের অনুক্ষণের সঙ্গী। সেই কারণে, ভণিতায় রামচন্দ্র কবিরাজের উল্লেখ তাঁহার পক্ষে খুবই সঙ্গত। রচনাটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে নরোত্তম ভণিতা রহিয়াছে।

ভণিতার অকৃত্রিমতা ছাড়া উপাসনাতত্ত্বসারের বিষয়বস্তু সর্বত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারাকে অনুসরণ করিয়াছে। এই উভয় কারণে রচনাটিকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

১০। স্মরণমঙ্গল

নরোত্তম ভণিতায় স্মরণমঙ্গলের পঞ্চাশাধিক পুথি মিলিয়াছে। কেবল দুইটি পুথিতে (ক.বি. ১৬১৮ ও ক.বি. ৬৩৪৮) ভণিতা রাধাবল্লভদাসের। যেমন,—

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল অষ্ট কালে আখ্যান॥
শ্রীরূপচরণপদ্ম হৃদে অভিলাষ।
স্মরণমঙ্গল কহে রাধাবল্লভ দাস॥

—ক. বি. ১৬১৮

উভয় পুথিতে ভণিতা একই। এই ভণিতাংশ ছাড়া পুথি দুইটির সহিত নরোত্তম ভণিতাযুক্ত স্মরণমঙ্গল-এর কোন অনৈক্য নাই। সুতরাং ইহাকে ভণিতা-বিভ্রাটের ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রূপগোস্বামীর ভণিতায় স্মরণমঙ্গল নামে একটি ক্ষুদ্র কলেবর সংস্কৃত পুথি দেখা যায় (ক. বি. ৩৯৭৫, পদসংখ্যা ২)। আলোচ্য রচনার সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই।

স্মরণমঙ্গলের সর্বশেষ চরণে নরোত্তম ভণিতা আছে। যথা,—

শ্রীরূপচরণপদ্ম মনে করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

—এ. সো. ৩৭৩০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুথিতে (ক. বি. ৩৬৭২) রচনার ভিতরে অতিরিক্ত আরো একটি ভণিতা মিলিয়াছে।—

শ্রীলোকনাথ পাদপদ্ম মনে করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

নরোত্তমের নাম মাত্র দুইবার পাওয়া গেলেও আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই রচনাটির প্রতি অধ্যায়ের শেষে শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম স্মরণ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীরূপগোস্বামী বা শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য নরোত্তমের ভণিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সে বিচারে ইহাকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

তাহা ছাড়া, রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালের লীলা এবং সে লীলায় সখিদের ভূমিকা স্মরণমঙ্গলের উপজীব্য বিষয়। সখীর অনুগা সাধকের পক্ষে এই লীলা ধ্যান তাহার সাধন-সহায়ক। কাজেই বিষয়বস্তুর বিচারেও স্মরণমঙ্গল নরোত্তমের ভাবনাচিন্তনের অনুকূল বলিয়া ইহাকে তাঁহার খাঁটি রচনা বলিয়া ধরা যায়।

১১। বৈষ্ণবামৃত

নরোত্তম ছাড়া আরও দুইটি ভণিতায় বৈষ্ণবামৃত-এর পুথি দৃষ্ট হয়। ইহাদের একটিতে (ক. বি. ১২০২) ভণিতা মুকুন্দ দাসের এবং অন্যটিতে (ক. বি. ২১৭৭) দীন ভক্তিদাসেব ভণিতা। মুকুন্দ দাসের পুথি ৪ পত্রে সম্পূর্ণ। ভক্তিদাসের পুথি বড়ো, মোট ২২টি পত্র আছে, কিন্তু প্রথম পত্রটি নাই। দুইটিই স্বতন্ত্র রচনা এবং নরোত্তম ভণিতাযুক্ত বৈষ্ণবামৃতের সহিত ইহাদের কোন প্রকার ঐক্য নাই। বিভিন্ন পুথিশালায় নরোত্তমের ভণিতায় ১৭টি পুথি দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবামৃতের ভণিতাটি স্বতন্ত্র। লোকনাথ কিংবা শ্রীরূপ কাহারও নাম না করিয়া ভণিতায় আচার্য প্রভু অর্থাৎ শ্রীনিবাসাচার্যের আনুগত্য স্বীকার করা হইয়াছে। যথা,—

শ্রীযুত আচার্যপ্রভুর চরণে করি আশ।
বৈষ্ণবামৃত কহে নরোত্তম দাস॥
—সা. প. ৫০৮

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম একই সময়ে গৌড়বঙ্গে প্রচারে অবতীর্ণ হন। নরোত্তম তাঁহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে শ্রীনিবাসের উপদেশ এবং সহযোগিতা মানিয়া চলিতেন। তৎকৃত একাধিক পদে শ্রীনিবাসের প্রতি নরোত্তমের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, সংস্কৃতে তিনি 'শ্রীনিবাসাষ্টকং' নামক একটি স্তোত্রও রচনা করেন। সুতরাং, বৈষ্ণবামৃতের ভণিতায় শ্রীনিবাসাচার্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন—ইহা নরোত্তমের ভণিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম হইলেও—তাহার পক্ষে অসঙ্গত কিছু নহে। আবার, রচনাটির উপজীব্য নরোত্তমের মতবিশ্বাসের প্রতিকূলতাও করে নাই। সুতরাং, ইহাকে তাঁহার অকৃত্রিম রচনা বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিতে পারে না।

বৈষ্ণবামৃত অদ্যাবধি অমুদ্রিত রহিয়াছে।

১২। রাগমালা

রাগমালার ভণিতাটি নরোত্তমের সাধারণ ভণিতা-রীতির ব্যতিক্রম। যেমন,—

প্রভু সম্মতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
এ সব আখ্যান কহে নরোত্তম দাস॥
—ক. বি. ৫৬৫

একটি মাত্রই ভণিতা। তবে, রচনার মধ্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও শ্রীরূপচরণ স্মরণ পূর্বক বিষয় বর্ণনার অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, লোকনাথ গোস্বামী প্রসঙ্গে রচয়িতা বলিতেছেন—

এই প্রভু হয়ে মোর কুলের দেবতা।
সে নাম লইতে মোর হয় প্রফুল্লতা॥
সে প্রভুর চরণে মোর কোটি পরণাম।
দয়া করি কর মোরে কৃপা দৃষ্টি দান॥

—ক. বি. ৫৬৫

রাগমালার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সখীমঞ্জরীগণের বিবরণ, গোস্বামীগণের মঞ্জরী নির্ণয় এবং মঞ্জরীগণের গুণের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। কাজেই বিষয়বস্তু নরোত্তমের ভাবনানুকূল। সুতরাং, কেবলমাত্র ভণিতার ব্যতিক্রম দেখিয়া ইহাকে নরোত্তমের অকৃত্রিম রচনা নহে মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না।

১৩১৪ সালের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ নরোত্তমরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি রচনার সহিত রাগমালারও উল্লেখ করেন (কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সম্পূর্ণ বিবরণ পৃ. ১১৮৶০)। ১৩১০ সালে রামপ্রসন্ন ঘোষ গোবুরহাটি, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ হইতে ইহার একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

১৩। কুঞ্জবর্ণন

শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় (১৩১৪ সাল, কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণ) এবং শ্রীশিবরতন মিত্র 'বীরভূম' পত্রিকায় (১৩২১ সাল, বৈশাখ সংখ্যা) নরোত্তমের রচনা বলিয়া কুঞ্জবর্ণনের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কুঞ্জবর্ণনের একটির বেশী পুথি (ক.বি. ১১৫০) আমরা পাই নাই। এই পুথিটির ভণিতা যদিও মাত্র একটি, তথাপি তাহার অকৃত্রিমতায় সন্দেহের অবকাশ কম। গুরু লোকনাথের পাদপদ্ম আশা করিয়া রচনা শেষ হইয়াছে। যথা,—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী পাদপদ্ম আশ।
কুঞ্জবর্ণন গাহে নরোত্তম দাস॥

রাধাকুণ্ডের বিভিন্ন দিকে অবস্থিত রাধাকৃষ্ণের নানাসময়ের বিহারস্থল অষ্টসখীর কুঞ্জগুলির নাম-গঠন-অবস্থান-শোভা-সৌন্দর্য বর্ণিতব্য বিষয়। সখী অনুগতে মানস-সাধনায় ব্রতী সাধকের নিকট ইহাদের সম্বন্ধে একটি প্রাঞ্জল ধারণার প্রয়োজন আছে। নতুবা তাহাদের মানস ভাবনাটি স্পষ্ট রূপ লাভ করে না। কুঞ্জ-বর্ণনের মনোহারী বর্ণনা সে প্রয়োজন মিটাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। মঞ্জরী সাধনার প্রচারক নরোত্তমের অভিপ্রায়ও ছিল অনুরূপ। সুতরাং, সে দিক দিয়া বিচার করিলে রচনাটিকে নরোত্তমের বলিতে আপত্তি উঠে না।

কুঞ্জবর্ণন এ পর্যন্ত অমুদ্রিত।

সন্দিগ্ধ রচনা

এইবার নরোত্তম ভণিতায় প্রাপ্ত সন্দিগ্ধ ও আরোপিত পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনাগুলির বিচারে আসা যাইতে পারে। যে-গুলিকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইল—

(ক) ভণিতায় নরোত্তমের দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামী, মঞ্জরীসাধনার পথিকৃৎ শ্রীরূপরঘুনাথ, নরোত্তমের অভিন্নহৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ এবং শ্রীনিবাসাচার্যের উল্লেখ।

(খ) বিষয়বস্তু সর্বত্র বৃন্দাবনের গোস্বামী শাস্ত্রসম্মত এবং তত্ত্বগত বিরোধ বিবর্জিত।

(গ) প্রাঞ্জল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর সাবলীলতা।

(ঘ) রচয়িতার অপরিসীম দৈন্যবোধ।

নরোত্তমের অকৃত্রিম রচনা নির্বাচনের সময় উপরি-উক্ত চারিটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তত্ত্বগত অবিরোধের উপরই সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। নরোত্তম ভণিতায় দৃষ্ট যে রচনাগুলিকে সন্দিগ্ধ এবং আরোপিত বলিয়া চিহ্নিত করা হইতেছে, তাহাদের মধ্যে তত্ত্বগত বিরোধই সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষণীয়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির অনুপস্থিতিও স্থানে স্থানে লক্ষিত হইবে। সহজিয়া মতাবলম্বীগণের প্রাদুর্ভাবের যুগে এই সকল রচনার উদ্ভব হয়। প্রথমে তাই সহজিয়া মতবাদের বৈশিষ্ট্য কি এবং কি ভাবে নরোত্তমের সঙ্গে সহজিয়া-সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যাইতেছে।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সহজিয়া মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার *Obscure Religious Cults* নামক সুবিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থে যাহা বলিয়া গিয়াছেন আজ পর্যন্ত তাহাই প্রামাণ্য। ডঃ দাশগুপ্তের মতে সহজিয়া বৈশিষ্ট্যগুলি হইল—

১। গুরুবাদ বা সাধনপথে গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা,

২। পরকীয়াবাদ—সাধনসঙ্গিনীরূপে পরস্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা,

৩। তান্ত্রিকতার প্রভাব—দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতির বিশ্বাস,

৪। গুহ্য সাধন প্রক্রিয়া ও সাধনের কঠোরতা,

৫। সাধকের রাধা অভিমান,

৬। নিত্য বৃন্দাবনে সহজের অবস্থিতি,

৭। সামান্য মানুষ, রাগের মানুষ, অযোনী মানুষ ইত্যাদি সহজ সাধকের প্রকার ভেদ। (*Obscure Religious Cults, 2nd Ed.*, pp. 118-39)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় এবং সখী অনুগতে মানস সাধনায় অর্থাৎ মঞ্জরী সাধনায় দীক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য হইলেও, গুরুর উপর ঐকান্তিক

ভাবে নির্ভর করিতে হয় না। বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদ প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক সহজিয়া সাধনার অনুসৃতি। ইহার সাধন প্রণালী অতিশয় গোপন, কঠিন এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মমণ্ডিত। গুরুর নির্দেশ ব্যতীত সাধকের পক্ষে এই পথে সিদ্ধিলাভ করা অতীব দুষ্কর। সে কারণে সহজিয়া সাধনায় গুরুর প্রভাব সর্বব্যাপক। মঞ্জরী সাধনা বিশুদ্ধভাবে psychological বা মানসনিষ্ঠ সাধনা। ক্রিয়াকর্মের স্থান সেখানে গৌণ বলিয়া গুরুই সর্বপ্রধান হইয়া উঠেন নাই।

পরকীয়াবাদ বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দের সমর্থন লাভ করে নাই। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল যে, শ্রীরাধিকা এবং ব্রজগোপিগণ সকলেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির প্রকাশ। কেবল রস পরিপুষ্টির জন্যে তাঁহারা বৃন্দাবনে পরকীয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সহজিয়াগণের পরকীয়াবাদ অন্য বস্তু। তাঁহাদের বিশ্বাস মানুষের শরীরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। গুহ্য সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া শরীর যখন বিশুদ্ধতম হইয়া ওঠে, তখন মনুষ্যদেহেই রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে। সাধক কৃষ্ণ এবং সাধিকা রাধিকা হইয়া ওঠেন। সাধকের এই বিশুদ্ধ স্বরূপের উপলব্ধি হইলে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারা শাশ্বত লীলাসুখ বা সহজসুখ আস্বাদন করিতে পারেন। এইজন্যে সহজিয়াগণের সাধনসঙ্গিনীর প্রয়োজন ঘটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তির প্রকাশ, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। জীব কখনই কোন সাধনাতেই স্বরূপ শক্তি হইয়া উঠিতে পারে না। তটস্থা শক্তির প্রকাশ বলিয়া জীবের মধ্যে স্বরূপ শক্তির চিৎকণ অংশ মাত্র আছে। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির আবরণ এবং আকর্ষণ ঘুচাইয়া জীব সিদ্ধি অন্তে মানস দেহে রাধাকৃষ্ণের সেবা পাইবার অধিকারী মাত্র এবং তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধনা। নরোত্তমের সাধনভাবনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যে গঠিত ও পরিবর্ধিত। সহজিয়া মতবাদ তাঁহার চিন্তা এবং সেই চিন্তনের প্রকাশ তাঁহার রচনাবলীতে কোন সময়ই সংক্রামিত হয় নাই। সুতরাং নরোত্তম ভণিতায় প্রাপ্ত যে সব পদ এবং রচনায় উক্ত সহজিয়া লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয় তাহাকে নরোত্তমের অকৃত্রিম রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

নরোত্তমের সহিত সহজিয়া সম্পর্ক কি ভাবে গড়িয়া উঠে জানিতে হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপরে সহজিয়াদের দাবী কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা জানা প্রয়োজন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর বৈষ্ণবের সহিত সহজিয়াগণেরও চিত্ত জয় করিয়া লয়। এই গ্রন্থে 'সহজ' কথাটির উল্লেখ আছে। যেমন,—

নাহি কাহাঁ সো বিরোধ, নাহি কাহাঁ অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগদ্বেষ, তাহাঁ হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২য় পরি.

শ্রীচৈতন্যের সময়ে গুহ্যসাধকগণের মধ্যে 'সহজ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ প্রচলিত ছিল। সহজ বলিতে নির্বাণের মতো প্রশান্ত অবস্থা, বেদান্তের ব্রহ্মের প্রতিশব্দ। কৃষ্ণদাসও পারিভাষিক অর্থে 'সহজ' শব্দটি ব্যবহার করেন (ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ পৃ. ৪৩-৪৪)। তাহা ছাড়া, কৃষ্ণদাস 'রসিক ভক্ত' কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া গিয়াছেন এবং রামানন্দ রায়কে 'সাড়ে তিন জন' শ্রেষ্ঠ ভক্তের একজন বলিয়া নির্দেশিত করেন। সহজিয়াগণের সাধনার সহিত কোন গূঢ় যোগ না থাকিলেও এই সব উল্লেখ দেখিয়া সহজিয়াগণ উল্লসিত হইয়া উঠেন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকে নিজেদের সম্প্রদায়ের গুরু পর্যায়ে উন্নীত করিয়া তোলেন।

রসিক ভক্তের লক্ষণ লইয়া পরে সহজিয়াগণের মধ্যে বিচিত্র ধারণার সৃষ্টি হয়। স্বরচিত নাটকের প্রয়োগরীতি শিখাইবার প্রয়োজনে দেবদাসীগণের সহিত রামানন্দের মেলামেশা ছিল। ইহা হইতে ধারণা জন্মিল যে, দেবদাসীগণের সহিত অন্তরঙ্গতাই রসিক ভক্তের লক্ষণ। শ্রীচৈতন্য রামানন্দের নাটকগীতি শুনিতে ভালবাসিতেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকও তাঁহার প্রিয় ছিল। জয়দেবের সহিত পদ্মাবতীর সম্পর্ক পূর্ব হইতেই রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন ছিল। এখন জয়দেব-পদ্মাবতী রামানন্দ-দেবদাসীর সঙ্গে সমীকৃত হইল। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনীর এবং বিদ্যাপতির সহিত রাজমহিষীর প্রেমাকাহিনী চৈতন্যের সময় সম্ভবতঃ প্রচলিত না থাকিলেও অতঃপর তাঁহারা রসিক ভক্তের (অথবা গূঢ় ভক্তরসিকের) মর্যাদা পাইলেন। দেখাদেখি কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচয়িতা বিল্বমঙ্গলও সাধনসঙ্গিনী চিন্তামণি-সহ রসিক শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এই পাঁচ জন রসিক সহজিয়া-বিশ্বাসে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

সহজিয়া মতাবলম্বীগণ কেবল চরিতামৃতের মধ্যে স্বীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে বহু ছোট ছোট সহজিয়া-গ্রন্থেরও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কৃষ্ণদাস ভণিতায় এইরূপ ৬০টি রচনার পুথি মিলিয়াছে (মণীন্দ্রমোহন বসু—*Post-Chaitanya Sahajiya Cult* গ্রন্থের পরিশিষ্ট)। অবশ্য কৃষ্ণদাস নামে বাংলা-দেশের বৈষ্ণব-জগতে তেত্রিশ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। (হরিদাসদাস—গৌড়ীয়

বৈষ্ণব জীবন)। ইঁহাদের মধ্যে কে বা কাহারা ইহাদের রচয়িতা তাহা বলা খুবই কঠিন।

চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে এইভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা অভিসন্ধিমূলক। তাঁহার মতো এক জন বিরাট ব্যক্তিত্বকে আত্মসাৎ করিবার প্রচেষ্টার মূলে ছিল সহজিয়াগণের মত ও বিশ্বাসকে মহিমা ও প্রতিষ্ঠা দিবার আগ্রহ। এই আগ্রহের আত্যন্তিকতার ফলে সহজিয়াগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়াও শ্রীরূপ-শ্রীজীব-রঘুনাথদাসের মতো প্রখ্যাত তত্ত্বপ্রণেতা গোস্বামীবৃন্দ এবং বৃন্দাবনদাস-লোচনদাস-নরহরিদাসের ন্যায় চৈতন্যজীবনীকার এবং চৈতন্যভক্তকেও নিজেদের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ভণিতায় প্রাপ্ত সহজিয়া পুথিতে সে প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

বৈষ্ণবজগতের প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণকে কুক্ষিগত করিবার এই সহজিয়া প্রচেষ্টা নরোত্তমকেও বাদ দেয় নাই। ইহার ফলস্বরূপ দেখিতে পাই তিনি সহজিয়াগণ কর্তৃক 'চিরায়ু বর্তমান' সিদ্ধপুরুষ রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন।—

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর আখ্যান।
রসের সাগর তিঁহ চিরায়ু বর্তমান॥
চারিযুগে আছেন প্রভু কেহ নাহি বুঝে।
সতত আনন্দ হইয়া রসময় কাজে॥

—স্বরূপ দামোদরের কড়চা

উক্ত কড়চায় নরোত্তমের একজন সাধনসঙ্গিনীরও উল্লেখ আছে। ইনি হইতেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভগিনী কৌশল্যা। 'চিরায়ু বর্তমান' সিদ্ধপুরুষ রূপে নরোত্তমের যে খ্যাতি রটে তাহার মূল সম্ভবতঃ তাঁহার রহস্যময় মৃত্যু ঘটনা। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে স্নানকালে গঙ্গাতরঙ্গে নরোত্তমের দেহ দুগ্ধবৎ মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় (নরোত্তম বিলাস, ১১শ)। এই অস্বাভাবিক ঘটনা সহজিয়াদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নরোত্তমকে স্বীয় সম্প্রদায়ের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করে।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় 'কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম', 'রসিক ভকতসঙ্গে, রহিব পীরিতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিয়া', 'গোপতে সাধিব সিদ্ধি' এবং 'আপন ভজন কথা, না কহিবে যথাতথা, ইহাতে হইবে সাবধানে' ইত্যাদি উল্লেখ দৃষ্টে নরোত্তমকে রসিকশ্রেণীভুক্ত করিবার সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা আপাত সাদৃশ্য, নরোত্তমের সহিত সহজিয়াগণের সাধনার মূলগত বিভেদ বিদ্যমান। নরোত্তমের সাধনার মর্মকথা যেখানে সখীর অনুগত মঞ্জরীর ভাব লইয়া মানসে ব্রজে রাধা-

কৃষ্ণের নিত্য প্রেমসেবা, সহজিয়া সাধকের লক্ষ্য হইল রাধিকা বা কৃষ্ণ স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহাদের মত শাশ্বত লীলারস আস্বাদন।

ইহা ছাড়া, নরোত্তম কর্তৃক বিষ্ণুপ্রিয়া সহ শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রচারও সহজিয়াগণকে সম্ভবতঃ অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে। ইহার পূর্বে কোথাও কোথাও শ্রীগৌরবিগ্রহ পূজা প্রচলিত থাকিলেও, নরোত্তম প্রবর্তিত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজা একেবারে অভিনব। দেবদাসীগণের সহিত রামানন্দের সান্নিধ্যকে সহজিয়াগণ রসিকভক্তের লক্ষণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যবিগ্রহের পাশে নরোত্তম বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি বসাইয়া পূজা প্রচলন করিলে সহজিয়াগণের ধারণা বলবতী হইয়া ওঠে। তাহার পর যেমন কৃষ্ণমূর্তির বামপাশে একে একে রাধামূর্তি বসাইয়া যুগলমূর্তি রাধাকৃষ্ণ পূজিত হইতে লাগিল, তেমনি একে একে বড় বৈষ্ণব ভাবক মহান্তের নামের সঙ্গে এক একটি সাধনসঙ্গিনীর নাম গাঁথিয়া তান্ত্রিক বৈষ্ণব উপাসনার রসিক ভক্তমালা গড়িয়া ওঠে।

এইরূপ একটি ভক্তমালা অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাসে' আছে (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কৃত বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫০)। ইহাতে মীরাকে শ্রীরূপের, কর্ণবাইকে রঘুনাথ ভট্টের, লক্ষ্মীহীরাকে সনাতনের, চণ্ডালিনী কন্যাকে লোকনাথের, গোয়ালিনী পিঙ্গলাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের, শ্যামা নাপিতানীকে শ্রীজীবের, মিরাবাইকে রঘুনাথ দাসের, গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে গোপাল ভট্টের এবং দেবদাসীকে রামানন্দের সাধনসঙ্গিনী রূপে নির্ধারিত করা হইয়াছে। অনুরূপ একটি ভক্তমালার পদ নরোত্তম ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। পদটি এই—

শ্রীরূপ সহিত, পরম পিরীত, মিরাবাই যারে বলি।
লক্ষহীরা সনে, গোসাঞি সনাতনে, পরম বিবিধ কেলি॥
ভট্ট রঘুনাথ, কারণার সাথ, পিরীতি পরম সেবা।
সেই পুণ্যফলে, শ্রীব্রজমণ্ডলে, মদনমোহন সেবা॥
শ্রীজীবের প্রেমখানি, শ্যামলা নাপিতানী, পিরীতি তাহার পন্থ।
সুকৃত গোপত, না হয় বেকত, করিল ভক্তি গ্রন্থ॥
চিরাবাই সনে, পরম গোপনে, লোকনাথ প্রেমরাশি।
দাস রঘুনাথ, তিরাবাই সনে, পিরীতে রহিল পশি॥
গোপাল ভট্ট খনে, গৌরাঙ্গ প্রিয়া সনে, আসক করিল সার।
কবি কৃষ্ণদাস, পিঙ্গলার সাথ, পরিল পিরীতি হার॥
এই সব তত্ত্ব, পিরীতি মহত্ত্ব, পিরীতে পুরিল আশ।
রামচন্দ্র সঙ্গ, করিয়া আশ্রয় ধর্ম, হাসে পরি নরোত্তম দাস॥

—বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ৪৫ পৃ. উদ্ধৃত।

সহজিয়াগণের আত্যন্তিক উৎসাহেই এই সব পদ রচিত হইয়া থাকিবে। কেননা, গোস্বামিগণের পক্ষে বৃন্দাবনে বসিয়া সঙ্গিনীসহ সাধনের কল্পনা একমাত্র উন্মাদেই সম্ভব। এই উন্মত্ত কল্পনা চৈতন্যদেবের সাধনসঙ্গিনীরূপে সার্বভৌমের বিধবা কন্যা ষাঠীকে নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

নরোত্তমের সাধনার যে পরিচয় ইতিপূর্বে দেওয়া গিয়াছে তাহার সহিত সহজিয়া চিন্তাধারার আকাশপাতাল পার্থক্য। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সহজিয়াগণ যেমন তেমন সূত্র পাইলেই তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এইভাবে নরোত্তমকে আত্মসাৎ করিবার প্রয়াসে তাঁহার নামে বহু পদ ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা প্রচারিত হয়। নরোত্তম ভণিতায় এইরূপ অনেক রচনার সন্ধান মিলিয়াছে।

নরোত্তমের নামে নিজেদের রচনা প্রচার করিবার পক্ষে একদিক দিয়া সহজিয়াগণের বিশেষ সুবিধা ঘটে। নরোত্তমের সকল রচনাই খুব ছোট ছোট। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির মতো তিনি কোন বড় গ্রন্থ লেখেন নাই। বা গ্রন্থকার রূপে কৃষ্ণদাসের মতো বিপুল খ্যাতি তাঁহার ছিল না। সহজিয়াগণের রচনাগুলিও ছোট ছোট। কাজেই, অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত নরোত্তমের নামে নিজেদের রচনা চালাইতে তাহাদের বেগ পাইতে হয় নাই।

এই শ্রেণীর রচনাগুলিকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া বিচার করা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে সন্দিগ্ধ রচনা অর্থাৎ যেগুলি সম্পূর্ণরূপে সহজিয়া লক্ষণাক্রান্ত নহে তাহাদের বিচার। এইসব রচনায়, কোথাও ভণিতাবিভ্রাট, কোথাও ভাষার বিকৃতি, আবার কোথাও বা কিছু কিছু সহজিয়া বৈশিষ্ট্য। সহজিয়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ-গুলি যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা যায়, তবে আলোচ্য পর্যায়ের রচনাগুলিকে নরোত্তমের বলিলেও বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাসমূহ সম্পূর্ণরূপে সহজিয়াবৈশিষ্টামণ্ডিত এবং স্পষ্টতঃই নরোত্তমের উপর আরোপিত। নরোত্তমের নামে আরোপিত বলিবার কারণ এই যে, বৈষ্ণবজগতে দুইজন মাত্র নরোত্তমের সন্ধান মেলে। একজন আমাদের আলোচ্য নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, অন্যজন তাঁহারই শিষ্য নরোত্তম মজুমদার। কৃষ্ণদাস-বৃন্দাবন দাস নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহজিয়া মতাবলম্বী হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু এই দুই জন নরোত্তমের কেহই সহজিয়া ছিলেন না। সুতরাং সহজিয়াগণই যে নরোত্তমের নামে এই সব রচনা প্রচার করিয়া এই বিশিষ্ট বৈষ্ণবসাধক কবিকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

নরোত্তমের ভণিতায় প্রাপ্ত সন্দিগ্ধ পর্যায়ের রচনার সব কয়টিই তত্ত্বোপদেশ-

মূলক। এই পর্যায়ে একটিও পদ নাই। অতিরিক্ত যে ৩৯টি পদ মিলিয়াছে সেগুলি নরোত্তমের নামে আরোপিত। আরোপিত পর্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাইবে। নরোত্তমের সন্দিগ্ধ রচনাগুলি হইল— ১। চমৎকারচন্দ্রিকা, ২। রসভক্তিচন্দ্রিকা, ৩। সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, ৪। উপাসনাপটল, ৫। ভক্তিলতাবলী, ৬। শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা, ৭। ভজননির্দেশ এবং ৮। প্রেমমদামৃত।

এই সকল রচনার যে সর্বপ্রাচীন তারিখযুক্ত অখণ্ড পুথি মিলিয়াছে তাহাদের পাঠ 'পরিশিষ্ট খ'-এ সংকলিত হইয়াছে। অতঃপর ইহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বিচার করা যাইতেছে।

(১) চমৎকারচন্দ্রিকা

জগদ্বন্ধু ভদ্র ইহাকে 'চন্দ্রিকাপঞ্চমে'র শেষ-চন্দ্রিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নরোত্তম ব্যতীত কৃষ্ণদাস (এ. সো. ৩৬১৪, এ. সো. ৫৩৫৬) এবং মুকুন্দদাস (ক. বি. ৬৪৬৫) ভণিতায় ইহার পুথি মিলিয়াছে। তবে এগুলি নরোত্তম ভণিতাযুক্ত রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

নরোত্তম-ভণিতাযুক্ত চমৎকারচন্দ্রিকার ছয়টি পুথি আমরা আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ পুথি। প্রথমে যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল পুথিতে অধ্যায় সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি। দুইটি পুথিতে (গ. গ. ম. ৬৯ ও সা. প. ১৩৭১) আটটি অধ্যায়, একটিতে (সা. প. ২৪৪২) সাতটি অধ্যায়—ইহার মধ্যে একটি অধ্যায় আবার নূতন, অন্য দুইটি পুথিতে (সা. প. ১৩৭০ ও সা. প. ২০৩২) ছয়টি অধ্যায় এবং অবশিষ্ট পুথিটির (ক. বি. ২৮৪২) মাত্র তিনটি অধ্যায়। সংকলনের পরিশিষ্টে গ. গ. ম. ৬৯ পুথি হইতে চমৎকারচন্দ্রিকার পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সহিত তুলনায় কোন্ কোন্ পুথিতে কোন্ কোন্ অধ্যায় আছে দেখান গেল—

১।	ক. বি. ২৮৪১	প্রথম তিনটি অধ্যায়
২।	সা. প. ২৩৭০	প্রথম ছয়টি অধ্যায়
৩।	সা. প. ২০৩২	প্রথম ছয়টি অধ্যায়
৪।	সা. প. ২৪৪২	প্রথম ছয়টি এবং একটি নূতন অধ্যায়।

রচনাটির ভণিতার কোন ব্যতিক্রম নাই। প্রত্যেকটি পুথিতেই ভণিতা নিম্নরূপ—

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ভাষা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। প্রথম দুই একটি অধ্যায় পড়িলে সন্দেহ করিবার

কোন কারণ থাকে না। কিন্তু তিনটি কারণে ইহাকে নরোত্তম ঠাকুরের রচনা বলিতে দ্বিধা হইতেছে। এক, প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীরূপমঞ্জরীর পদে নরোত্তমের আশা ব্যক্ত হইলেও কোথাও লোকনাথ গোস্বামীর নাম নাই। দুই, ইহার সহজিয়া লক্ষণ। লক্ষণগুলি কি পরে দেখাইতেছি। তিন, বিভিন্ন পুথিতে অধ্যায়ের হ্রাস বৃদ্ধি। রচনাটির সহজিয়া লক্ষণ এই অতিরিক্ত অধ্যায়গুলিতেই দৃষ্ট হয়। চমৎকারচন্দ্রিকার সহজিয়া বৈশিষ্ট্যগুলি হইল— ১। দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, ২। চক্রভেদ স্থানে বৃন্দাবনের অবস্থিতি, ৩। ধাতুনির্ণয়, ৪। সহজ-মানুষের বিরোজার পরে অবস্থান, ৫। শ্বেতপদ্মে বিন্দুধারণ, ৬। শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, ৭। শিক্ষাগুরুর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদি।

রচনাটি সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এই যে, হয় নরোত্তমের মূল রচনার মধ্যে প্রচুর প্রক্ষেপ পড়িয়া ইহার কলেবর এবং ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে, কিম্বা হয়ত আদৌ ইহা নরোত্তম ঠাকুরের রচনা নহে।

যে স্বতন্ত্র অধ্যায়টি অন্য কোন পুথিতে নাই নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

কহিব আশ্চর্য কথা শুন দিয়া মন।
যাহার শ্রবণে পাবে শ্রীরূপের চরণ॥
অথ আশ্রয়।
প্রথমে আশ্রয় হইল শ্রীগুরুচরণ।
গুরু আজ্ঞা মানি তবে করিল পালন॥
তদপরে ধর্ম নিল মঞ্জরী আশ্রয়।
মনে মনে ভাবে দেখি সেহো কিছু নয়॥
সহজবস্তু বলি মনে উঠাইলাম তান।
সহজবস্তু সহজরূপ না পাইলাম সন্ধান॥
সহজরূপ সহজতত্ত্ব মর্ম্ম না পাইয়া।
কতদিন ভজন ছাড়ি রহিলাম পড়িয়া॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নপুংসক আর।
তিন লিঙ্গ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রকুমার॥
যে জন বৈরাগ্য হয় ইন্দ্রিয় দোষ নাই।
তবে কেন রহে গিয়া প্রকৃতির ঠাঁই॥
যদি কভু তার ইচ্ছা প্রেম উপার্জনে।
সে জন রমণ করে স্থল ধরে কেনে॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর নপুংসক।
এহি তিন লিঙ্গের মধ্যে নাহিক ভাবক॥

এই তিন লিঙ্গের মধ্যে লিঙ্গ আছে আর।
বিধাতার সৃষ্টি নহে বেদান্তের পার॥
তারপর তারপর তারপর যেই।
তারপর যার বাস তার কর্ম সেই॥
আকার সাকার নাহি বস্তু নিরূপণ।
কেমনে জানিব তার সাধন ভজন॥
সাত অক্ষর তার বাণ ঘুচাইয়া।
তাহার মতেক কর্ম দেখক ভাবিয়া॥
গলে গলে লাগি দোঁহে রহে এক ঠাঁই।
জনম অবধি তার দেখা শোনা নাই॥
কইতব রহিত সেই অকৈতব নাম।
যোগ হইলে বস্তু পাএ কহে নিত্য স্থান॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

—সা. প. ২৪৪২

যে পুথি হইতে (প. গ. ম. ৬৯) সংকলনের পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার লিপিকাল ১১০৫ সাল (ইং ১৬৯৮ খ্রীঃ)। সপ্তদশ খ্রীস্টাব্দেই যে নরোত্তমকে সহজিয়াগণের আচার্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা চলে চমৎকারচন্দ্রিকা তাহার সাক্ষ্য দেয়।

রচনাটি অমুদ্রিত।

(২) রসভক্তিচন্দ্রিকা

রসভক্তিচন্দ্রিকার অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত রচনা 'আশ্রয়নির্ণয়', 'আশ্রয়নিরূপণ', 'ভজন নির্ণয়' ইত্যাদি নামে নরোত্তম, কৃষ্ণদাস, চৈতন্যদাস প্রভৃতি ভণিতায় মিলিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আরোপিত রচনা পর্যায়ে 'আশ্রয়-নির্ণয়' শীর্ষনামে করা গিয়াছে। সংকলনের পরিশিষ্টে রসভক্তিচন্দ্রিকার যে পাঠ প্রকাশিত হইল এখানে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

রচনাটির ভণিতা সন্দিগ্ধ, ইহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

রসভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলা প্রকাশ।
অতি দীনহীন কহে নরোত্তম দাস॥

—ক. বি. ১১৬৮

রচনাটির মধ্যে কোথাও লোকনাথ কিম্বা শ্রীরূপ গোস্বামীর উল্লেখ নাই। নরোত্তমের খাঁটি রচনায় এমন হইবার কথা নহে।

রসভক্তিচন্দ্রিকায় তত্ত্বগত বিরোধ বিশেষ নাই। তবে প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধ ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ নরোত্তমের খাঁটি রচনায় লক্ষিত হয় না।

আগাগোড়া পয়ারে লেখা নরোত্তম ভণিতায় রসভক্তিচন্দ্রিকার কোন তারিখ-যুক্ত পুথি মেলে নাই। গদ্যপদ্য মিশ্র অনুরূপ রচনার যে সর্বপ্রাচীন পুথি মিলিয়াছে তাহার লিপিকাল ১২৫২ সাল (ইং ১৮৪৫ খ্রীঃ ক. বি. ২৩৬৬)। কৃষ্ণদাস ভণিতায় রসভক্তিচন্দ্রিকার ১২০১ সালে অনুলিখিত পুথি (সা. প. ১৪৫২) পাওয়া যাইতেছে।

একই রচনা এত ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভণিতায় মিলিয়াছে যে, নরোত্তম রসভক্তিচন্দ্রিকা নামে কিছু লিখিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। গদ্যপদ্য মিশ্র রচনা দৃষ্টে মনে হয় মূল রচনার উপর অন্যের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। মূল রচনা কাহার বলা কঠিন। কৃষ্ণদাস-চৈতন্যদাস ছাড়া গোবিন্দদাস ভণিতায়ও রসভক্তিচন্দ্রিকার পুথি মিলে (বর্ধমান সাহিত্যসভার পুথি ১৮৬, ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখিত)। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, হয় নরোত্তম ইহার রচয়িতা নহেন, কিংবা পরবর্তীকালে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি উক্ত বিভিন্ন নামধেয় ব্যক্তিগণের কেহ বা সকলেই সংকলন করিয়া প্রচার করেন।

রসভক্তিচন্দ্রিকা মুদ্রিত হয় নাই।

(৩) সাধনভক্তিচন্দ্রিকা

রচনাটির একটি মাত্র পুথি মিলিয়াছে (সা. প. ২১১৬, লিপিকাল ১৮৩৪ খ্রীঃ)।

রচনাটিতে নিষ্কর্মী উদাসীন গুরু আশ্রয়ের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা পড়িলে মনে হয় যে, নরোত্তম হয়তো গৃহী-বৈষ্ণবকে গুরু করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়ায় লোককে বিরত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইহা রচনা করেন। কিন্তু নরোত্তমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ রামচন্দ্র কবিরাজ গৃহী শ্রীনিবাসাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরোত্তমও শ্রীনিবাসকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'গৃহী-গুরু হইতে কর্ম না হয় মোচন' ইহা বলা সম্ভব হয় না।

সাধনভক্তিচন্দ্রিকায় তত্ত্বগত বিরোধ কিছু নাই। ভণিতাতেও সন্দেহের অবকাশ অল্প। যথা—

শ্রীলোকনাথ প্রভু পাদপদ্ম আশ।
সাধনভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

নরোত্তম কোনও সময় গৃহীগুরুর অসারতা উপলব্ধি করিয়া ইহা লিখিলেও লিখিতে

পারেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন। রচনাটিকে সে কারণে সন্দিগ্ধ পর্যায়ে প্রকাশ করা গেল।

ইহা কোন সময় মুদ্রিত হয় নাই।

(৪) উপাসনাপটল

নিম্নলিখিত কারণে উপাসনাপটল সন্দিগ্ধ পর্যায়ের রচনা। প্রথমতঃ ইহার ভণিতার স্বাতন্ত্র্য। যেমন,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ সুচরণ॥
তোমা সভার পদরজ চিত্তে অভিলাষ।
উপাসনা পট্টল কহে নরোত্তম দাস॥

—ক. বি. ৫৬৩

দ্বিতীয়তঃ রচনাটির ভাষা খঞ্জ ও অপটু। অন্ত্যমিল কোথাও হয় নাই, যেখানে হইয়াছে সেখানেও টানিয়া বুনিয়া। তৃতীয়তঃ চৈত্যরূপা শব্দের প্রয়োগ ও জয়দেব-বিদ্যাপতি-রামানন্দকে নায়িকা সাধনের পথপ্রদর্শকরূপে টানিবার চেষ্টা ইহাতে লক্ষিত হয়।—

বিদ্যাপতি জয়দেব রায় রামানন্দ।
চৈত্তরূপে স্ফুরিয়াছে প্রেম মহানন্দ॥
অপ্রাকৃত প্রেম সে কেমনে স্ফুরে জীবে।
একারণে শিক্ষাগুরু মহান্ত স্বরূপে॥···

—ক. বি. ৫৬৩

তাহা ছাড়া, ইহাতে নৈষ্কর্মী স্থানে রাগভক্তি আশ্রয়ের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের প্রয়াসও দেখা যায়। খুব প্রকাশ্যভাবে লেখক কোন সহজিয়া তত্ত্ব ইহাতে প্রচার করেন নাই; কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে সুকৌশলে সহজিয়া মতবাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

রচনাটি অমুদ্রিত।

(৫) ভক্তিলতাবলী

রচনাটির ছয়টি পুথি মিলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটিতে নাম আছে 'ভক্তি-লতিকা'। যথা,—

বর্ণন করিল মনে করি অভিলাষ।
ভক্তিলতিকা কহে নরোত্তম দাস॥

—ক. বি. ৫৯৯

পুথিটির তিনটি ভণিতাতেই এই নাম পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য পুথিগুলিতে সর্বত্রই 'ভক্তিলতাবলী' নাম পাওয়া গিয়াছে। ভক্তিলতিকা নামযুক্ত পুথিটিতে লিপিকাল নাই। ১১১১ সালে (ইং ১৭০৪ খ্রীঃ) অনুলিখিত পুথির নাম 'ভক্তিলতাবলী'। একমাত্র নাম ছাড়া ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুগত কোন অমিল না থাকায় 'ভক্তি-লতাবলী' নামটিই গৃহীত হইল।

ভক্তিলতাবলীর রচয়িতা লোকনাথ গোস্বামীর কৃপা লাভ করেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। যথা,—

তবে কহি মোর প্রভু শ্রীযুত লোকনাথ।
যো অধমে কৃপা কৈল করি আত্মসাথ॥

ইহাতে তত্ত্ব বা লীলাগত কোন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। লেখকের বিনয় ও দৈন্যের পরিচয় রচনার সর্বত্রই সুস্পষ্ট। তথাপি সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। কেননা, রচনার মধ্যে পুনঃ পুনঃ শিক্ষাগুরুর কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার আদেশ ও অনুপ্রেরণাতেই ভক্তিলতাবলী লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোথাও সেই শিক্ষাগুরুর নাম প্রকাশ করা হয় নাই। যদি বলা যায় যে গুরুর নাম প্রকাশ করিতে নাই, তাহা হইলে একাধিক স্থানে দীক্ষাগুরু লোকনাথের নাম লেখক কেন উল্লেখ করিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা একবার বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি যে শিক্ষাগুরু তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখিত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, রচনাটিতে বর্ণিত তত্ত্ব ও লীলাপ্রসঙ্গ অত্যন্ত সুবিদিত হইলেও, প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ আরম্ভের পূর্বে লেখক মস্ত বড় ভূমিকা করিয়াছেন এবং ঐগুলি অত্যন্ত গোপনীয় একথা বারংবার জানাইয়াছেন।

তাহা ছাড়া, বৈষ্ণবই চৈতন্য এবং ভগবানস্বরূপ—এই কথা বারবার বলিয়া লেখক বোধ হয় সহজিয়া সাধনের সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈষ্ণব যদি স্বয়ং ভগবান হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেহ-গেহ-ধন-পরিজন কিছুই অদেয় থাকে না।

রচনাটি অমুদ্রিত।

(৬) শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা

তিনটি পুথি মিলিয়াছে। দুইটির তারিখ নাই, একটির তারিখ ১২৭৬ সাল, ইং ১৮৬৯ খ্রীঃ (ক. বি. ৬২৩)। তারিখযুক্ত পুথিটিতে নাম আছে 'শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা'।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদধূলি করি আশ।
শিক্ষাতত্ত্ব দীপিকা কহে নরোত্তম দাস॥

অন্য দুইটি পুথির নাম 'শিক্ষার্থদীপিকা'। তিনটি পুথিরই বিষয়বস্তু এক হওয়ায়

তারিখযুক্ত পুথিটির নামই গৃহীত হইল। কৃষ্ণদাস ভণিতায় অবশ্য শিক্ষার্থদীপিকার একটি পুথি আছে (ক. বি. ৪২০৩), কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুগত কোন মিল নাই।

রচনাটিতে নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়া সহজিয়া মতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। আর, এই কারণে ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কেননা, নরোত্তম সহজিয়াগণের বিরুদ্ধে প্রচারে নামিয়াছিলেন এমন কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, রচনাটির কোনখানেও লোকনাথ গোস্বামীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জয়দেব-লীলাশুক-রামানন্দকে চৈতন্যরূপী পঞ্চমহান্তরূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সহজিয়াদের কীর্তি এবং বৈষ্ণব চৈতন্য-স্বরূপ ইহা নরোত্তমের ভাবনার পরিপন্থী। শিক্ষাতত্ত্বদীপিকার রচনারীতিও নরোত্তমের বলিয়া মনে হয় না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

(ক) সাধু কৃপা হয় যারে গুরু চিনে সে।
সাধু গুরু কৃপা বিনে পাইবেক কে॥

(খ) যার চেষ্টা সেই জানে নিত্য সিদ্ধ সে।
সেই ক্রীড়া আচরণ জীবে পারে কে॥

ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

(৭) ভজননির্দেশ

একটিমাত্র পুথি মিলিয়াছে (এ. সো. ৩৭২১)।

ইহাতে সহজিয়া এবং অন্যান্য বিরুদ্ধ মতবাদিগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া ছয়গোস্বামী প্রবর্তিত মতকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। একটি মাত্র ভণিতা—

শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদধূলি আশ।
ভজননির্দেশ কহে নরোত্তম দাস॥

কিন্তু লোকনাথ গোস্বামীর নাম নাই। রচনারীতি এবং বিষয়বিন্যাস খুবই সন্দিগ্ধ।

সিদ্ধান্ত করিয়া বলে গুরুদেব কে।
তাথে বস্তু নাহি কিছু আমি জানি সে॥··
ফলে প্রয়োজন লগায় প্রয়োজন কি।
গুড় খায়্যানন্দ ধুয়ে ফেলে দিয়াছি॥
মন্ত্রগুরু মন্ত্র দিয়া বল্যা গেছে সে।
সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধ আর তিঁহ কে॥

—পত্র ৫খ

বিষয়-বিন্যাসের রীতিটি অভিনব। বিরুদ্ধবাদিগণের মত খণ্ডন করিবার ইচ্ছায় একটি চমৎকার গল্প ফাঁদা হইয়াছে। হরিনামে জগতের পাপীতাপী উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, যমপুরী শূন্য। ইহা দেখিয়া কলিরাজের ক্রোধ উদ্রেক হইল। যমপুরী যদি শন্যাই রহিল, তবে কলির প্রতাপ থাকে কোথায়। তাই তিনি নরদেহে আবির্ভূত হইয়া রূপ কবিরাজ নামে পণ্ডিত সাজিয়া বসিলেন এবং আঠারজন শিষ্য করিলেন। ইহারাই নানা বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া জীবকে ভুল পথে চালিত ও পাপদগ্ধ করিয়া যমপুরে পাঠাইতে লাগিলেন। যমপুরী পূর্ণ দেখিয়া কলি আনন্দিত হইলেন। রচয়িতার অভিযান এই রূপ কবিরাজ এবং তাহার অষ্টাদশ শিষ্যের মতবাদের বিরুদ্ধে। নরোত্তম ঠাকুরের রচনায় অন্য কোথাও এমনটি দেখা যায় না। তাই ইহাকে অকৃত্রিম রচনা মনে করা সম্ভব হইতেছে না।

খুব সম্ভব সহজিয়াগণের ব্যাপক প্রসারে ক্ষুব্ধ হইয়া কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেন। শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা এবং ভজননির্দেশ তাহার সুন্দর উদাহরণ।

অমুদ্রিত।

(৮) প্রেমমদামৃত

চার পাতার একটি ক্ষুদ্র কলেবর পুথি (ক. বি. ১২১২)। রচনাটিতে লেখকের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে লোকনাথ-শিষ্য নরোত্তম বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কথা নহে। যেমন,—

> মুঞি পামর বিষয়ীর কুলে জন্ম ছিলা।
> লোকনাথ গোসাঞি মোরে এত কৃপা কৈলা॥
> শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু তার তুল্য জানি।
> তাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমরত্ন খনি॥
> বিষয়মুক্ত হৈল মোর তার নবরাগে।...
> তার সঙ্গে কৃষ্ণ সেবামৃত করি আশ।
> প্রেমমদামৃত কহে নরোত্তম দাস॥

কিন্তু মদের রূপকে এমনভাবে প্রেমভক্তিকে পরিবেশিত করা হইয়াছে যে ইহাতে প্রেমভক্তির শুচিতা হানি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। অনুরূপ রূপক রচনা 'হাট-পত্তন'। তবে হাটপত্তনে নানা জনের ভণিতা মিলিয়াছে, এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণে তাহাকে নরোত্তমের বলা যায় নাই। আলোচ্য রচনার একাধিক কিম্বা কোন স্বতন্ত্র

ভণিতাযুক্ত পুথি মিলিলে এই সম্পর্কে বিচার সহজতর হইত। এখানে কেবল সন্দেহমাত্র জাগাইয়া আলোচনা শেষ করা গেল।

রচনা অমুদ্রিত।

আরোপিত রচনা

ক। পদাবলী

মণীন্দ্রমোহন বসু 'সহজিয়া সাহিত্যে', সতীশচন্দ্র রায় 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে', এবং ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 'পুথিপরিচয়'-এ নরোত্তম-ভণিতায় কয়েকটি পদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত আরো কয়েকটি নরোত্তম-ভণিতাযুক্ত পদ বিভিন্ন পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। পদগুলির প্রথম চরণের সূচী নিচে দেওয়া হইল।

সহজিয়া সাহিত্যে ঃ

১। গুরুরূপে কৃষ্ণ আপনি ভগবান ... (পৃ. ২)
২। চৈতন্য বলেন মন করহ স্মরণ ... (পৃ. ৪)
৩। গুরুরূপে মন্ত্র দিয়া মোরে আজ্ঞা কৈল ... (পৃ. ৪-৫)
৪। শ্রীগুরুচরণ, করহ স্মরণ, জগত মোহিত যায় ... (পৃ. ৫)
৫। প্রেমের পিরিতি, মধুর রস, ইহার জনম কোথা ... (পৃ. ২৯-৩০)
৬। ভরত মুখেতে, শুনি ভগবান, সহজ মানুষ কথা ... (পৃ. ৩৫)
৭। স্বরূপ বিহনে, মঞ্জরী জনম, কখন নাহিক হয় ... (পৃ. ৫৬-৫৮)
৮। শুনহ কহিয়ে সার।
এ সপ্ত স্বর্গ, উপরি বৈকুণ্ঠ, অপার ঐশ্বর্য যার ... (পৃ. ৬২-৬৪)
৯। কাম কাম বলি, সবাই বলয়ে, না জানে কামের মর্ম ... (পৃ. ৭০-৭১)
১০। বৈষ্ণবগোসাঞি, কাহারে কহিব, কোথা সে তাহার স্থিতি (পৃ. ৯২)

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে ঃ

১১। হরি...কবে আমি বৃন্দাবনে যাব ...(পদ সং ৩৪৯)
১২। আহা মরি মরি যাঙ্যা ভানুপুরী ...(পদ সং ৩৫০)
১৩। হরি...মনে করি হইব কিশোরী ...(পদ সং ৩৫১)
১৪। নাথ হে কৌপীন খুলিয়া লেহ ...(পদ সং ৩৫২)
১৫। হরি...কি মোর বাসনা হয় চিতে ...(পদ ৩৫৩)
১৬। হরি ..কবে সে হইব রাধা ...(পদ ৩৫৪)
১৭। হরি...কবে যাব নিকুঞ্জ কুটিরে ...(পদ ৩৫৫)

পুথিপরিচয়, ২য় খণ্ডে :

১৮। জাবার বেলা পথে, সম্বল নাহিক হাথে (বি ৫৩৮ পুথি)

১৯। কিশোরী ভজনের পদ (বি ৫০৪ পুথি)

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ, ৪৪২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত—

২০। কোন ভাগ্যবান পথে যাইতে ভাবিল···

পদামৃতমাধুরী, ৩য়, ৬৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায়—

২১। কপট বৈষ্ণব বেশে···

বিভিন্ন পুথি হইতে সংগৃহীত—

২২। হরি···কি মোর করম অতি মন্দ ··· (ক. বি. ৫৩২২)

২৩। কি কাজ করিলে মন ··· ঐ

২৪। মায়ার আকৃতি, জীবের প্রকৃতি ··· (গ. গ. ম. ৪৭)

২৫। মানুষরতন, করে আচরণ ··· (ক. বি. ৪৮৪৬)

২৬। মানুষ মানুষ, বলিয়া যেজন ··· ঐ

২৭। সহজমানুষ, বেদবিধি পার (ক. বি. ৫১৭৫, সহজ উপাসনা)

২৮। সামান্য মানুষ কে ··· ঐ

২৯। রসিক মুরতী শৃঙ্গার আকৃতি ··· ঐ

৩০। সহজ বুঝিতে নারি ··· ঐ

৩১। কি জানি কি ক্ষণে ··· (ক. বি. ৩১৫)

৩২। প্রেমপিরিতি মধুরস (নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পুথি, পৃ. ৫৩)

৩৩। পিরিতি ঘরেতে সদাই থাকিব ··· (ক. বি. ৫১৭৫)

৩৪। সখি পিরিতি আখর তিন (ক. বি. ২৫২০, স্বরূপকল্পতরু)

৩৫। নিতাই কারণ, অমিয়া মাখন ··· (গ. গ. ম. ৪৭)

৩৬। রূপ সরোবরে (নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পুথি, পৃ. ১৬ ও ৯৩)

৩৭। একমন পঞ্চ করি (ক. বি. ৫৯৬৮, সিদ্ধদেহের লক্ষণ)

৩৮। বয়স কৈশোর, চাঁচর চিকুর (ক. বি. ৫১৭৫, সহজ উপাসনা)

৩৯। শৃঙ্গার সাধন, তাহার কারণ ঐ

উল্লিখিত তালিকার ২২-৩৯ সংখ্যক পদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। পরিশিষ্ট—ক-এ 'অপ্রকাশিত আরোপিত পদাবলী' নামে এগুলি প্রকাশ করা গিয়াছে। নরোত্তমের নামে কি ধরনের পদ পরবর্তীকালে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল ইহা হইতে তাহার একটি ধরণা পাওয়া যাইবে।

সহজিয়া সাহিত্যে সংকলিত পদগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার

বোধ করি প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত তালিকার প্রথম চারিটি পদ গুরু বন্দনার, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদ মানুষের এবং অবশিষ্ট চারিটি পদ সহজিয়াসাধনা সম্পর্কিত। নরোত্তমের যে ১৬০টি অকৃত্রিম পদের আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে সেখানে এই ভাবের কোন পদ নাই। তাহা ছাড়া, সহজিয়া সাহিত্যে সংকলিত করিয়া মণীন্দ্রনাথ বসু পদগুলির সহজিয়া বৈশিষ্ট্যের দিকটি স্পষ্টতর করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় সংগৃহীত পদগুলির বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। তিনি এগুলিকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ভূমিকায় রায় মহাশয় লিখিতেছেন 'নরোত্তম অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য ও পদকর্তা। তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা বিশেষত প্রার্থনার পদাবলী ভক্তবৈষ্ণবগণের নিত্যপাঠ্যে পরিণত হইয়াছে।…পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি পুথি হইতে আমরা…চৌদ্দটি অপ্রকাশিত প্রার্থনার পদও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ভরসা করি, এই পদগুলি ভক্ত পাঠকদিগের সমুচিত সমাদর লাভ করিবে'। (ভূমিকা, পৃ. ২।/০)। আমাদের আলোচ্য সাতটি পদ এই চৌদ্দটি পদের মধ্যে পড়ে। কিন্তু পদগুলি বিচার করিলে ইহাতে পদকর্তার রাধা হইবার আকুলতার প্রকাশ দেখা যাইবে। যেমন,—

(১) হরি হরি মনে করি হইব কিশোরী।…
নবীন নীরদ শ্যাম ভেটিব নিকুঞ্জে।
আমার শরীরে শ্যাম রতিরস ভুঞ্জে॥

—পদ ৩৫১

(২) হরি হরি কি মোর বাসনা হয় চিতে।
প্রেমে হইয়া উনমত, নিজ অঙ্গ সুখ যত,
সমর্পিব প্রাণবন্ধু তারে॥

—পদ ৩৫৩

(৩) হরি হরি হরি, মরি মরি মরি,
কবে সে হইব রাধা।…
সে রাধা হইব, গৌরকে জানিব,
গৌরবরণ হব।
নিকুঞ্জে যাইয়া, শ্যামেরে ভেটিয়া,
শ্যামের নিকটে রব॥

—পদ ৩৫৪

(৪) হরি হরি কবে যাব নিকুঞ্জ কুটিরে।
প্রেমে অঙ্গ ডগমগি, শ্যাম প্রেমে অনুরাগী,
শ্যামেরে বান্ধিব নিজ করে॥…

রতিরস কুতুহলে, শ্যামভুজ বাঁধি গলে,
প্রাণনাথ পরাণ সঁপিব ।
—পদ ৩৫৫

(৫) হরি হরি কবে আমি বৃন্দাবনে যাব ।...
শ্যামনাগরের আমি মন ভুলাইব ।
শ্যামের অঙ্গেতে মোর অঙ্গ মিশাইব ॥
—পদ ৩৪৯

পদকর্তার এই যে অভিলাষ ইহা শ্রীমতী রাধিকারই অভিলাষ। এই রাধাভিমান মঞ্জরীসাধকের নাই। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার সখিগণের অনুগত দাসী। সখিগণ তাহাদিগকে রাধাকৃষ্ণের যে সেবায় নিযুক্ত করেন, তাহারা সানন্দে তাহাই করিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহাদের মনোগত অভিলাষ নরোত্তমের প্রার্থনার পদে সুচারুরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নরোত্তমের একটি প্রার্থনার পদ উদ্ধৃত করা গেল।—

যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায় ।
সখির পরমশ্রেষ্ঠ, যে তার হইব শ্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায় ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দিকে সখিগণ,
সেবন করিব তবে শেষে ।
সখিগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লঞা হাতে,
রহিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ চান্দমুখ দেখি, জুড়াব তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার ।
বৃন্দার আদেশ পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
কবে হেন হইব আমার ॥
—প্রার্থনা ৪৪

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর 'কৌপীন খুলিয়া লেহ' (৩৫২) এবং 'আহা মরি মরি, যায়্যা ভানুপুরী, কবে হব ভানুসুতা' (৩৫০) পদ দুইটিতে সেই একই রাধা হইবার আকাঙ্ক্ষা। নরোত্তমের 'ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে প্রকৃতি দেহ হব' এবং 'কবে বৃকভানুপুরে, আহির গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব' পদ দুইটির সহিত পূর্বোক্ত পদ দুইটির সাদৃশ্য থাকিলেও, শেষোক্ত পদ দুইটিতে নরোত্তম স্পষ্টরূপে সখীর সঙ্গিনী হইয়া রাধাকৃষ্ণ সেবা এবং তাঁহাদের বিলাস কৌতুক দর্শনের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

তত্ত্বগত এই বিরোধ লক্ষ্য করিয়া এগুলিকে নরোত্তমের অকৃত্রিম পদ বলা যায় না।

পুথিপরিচয়, ২য় খণ্ডে (তালিকার ১৮ সং) ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধে (তালিকার ২০ সং) উদ্ধৃত পদ দুইটির ভাব ভাষা ও রচনারীতি এমনই যে এগুলিকে নরোত্তমের রচনা বলিয়া মনে করা কঠিন। যেমন,—

বুঝি বাজিআর ঝি, লাগাইয়া ভিলকি,
দেখাইঞা অকৈতব ধন।
সর্ন্নকারের বহরি, ফেরে ফুরে কৈলে চুরি,
তামা দিঞা লইল রতন ॥...
ফাঁস্যারার খুড়ি, আদর করিল বুড়ি,
ত্রিখণ অস্ত্র দিলে তিরি কলাতে।...
বাদিয়ার সতিনি, সঙ্গে করি দুই ফণি,
সেই ফণি দংশিল কপালে।
বিসেতে জারিল গা, কোথা হাত কোথা পা,
অমনি পড়িলাম ভুমিতলে ॥

—বি ৩৮ পুথি, তালিকার ১৮ সং পদ

তাহা ছাড়া, ভণিতাংশে চৈতন্যরূপের উল্লেখ—

চৈতন্যরূপের দয়া হবে, পরম আনন্দ পাবে,
কেন মর ভাবিয়া গুণিঞা ॥

—বি ৩৮ পুথি, তালিকার পদ ১৮

সন্দেহের অন্যতম কারণ। তালিকার ২০ সং পদে আছে—

লিঙ্গ যুক্ত কায় ধরি জীবদেশে ছিল।
শরীরের বৃক্ষ চড়ি পৃথিবী আইল ॥
পুণ্য প্রতিষ্ঠা দুই হাড়ির কুমারী।
সঙ্গে করি আনিয়াছে প্রতিষ্ঠা বড় করি ॥
কর্ম তোমার ফাসিয়ারা মাতাপিতার শোকে।
পিতার রাগ মাতার প্রেম দোহে পরলোকে ॥
খুড়া তোর অনুরাগ খুড়ি প্রতি মৃত্যু।
ছেউড় দেখিয়া অস্ত্র দিল শিক্ষা হেতু ॥ ইত্যাদি

এই ধরনের হেয়ালীপূর্ণ রূপক রচনারীতি নরোত্তমে একেবারে অভিনব। অনুরূপ অন্য নিদর্শন কোথাও দৃষ্ট হয় না। মঞ্জরীভাবের কোন পরিচয় ইহাতে নাই। সে কারণে, পদ দুইটিকে নরোত্তমের বলিয়া মনে করা যায় না।

'কিশোরী ভজনের পদ'টি (তালিকার পদ ১৯) খুবই ছোট। পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।—

হে হে তুলসী শিখরে বসিমতে অঙ্গে গঙ্গাপথে বেষ্ট শ্রীমঞ্জরী রাধাকৃষ্ণ ॥

তুলসী রক্ত, তুলসী পদ্ম, তুলসী বনে ঘর।
সর্বলোকে তুলে নেও কুসে কৃষ্ণ বরাবর ॥···
শয়নে কিশোরী, সপনে কিশোরী,
কিশোরী কল্পতরু।
কিশোরী দিয়েছেন তন্ত্র-মন্ত্র
কিশোরী প্রেমের গুরু ॥
···কহে নরোত্তম দাস।
কিশোরী ভজনে হবে ব্রজপুরে বাস ॥

পদটি বিশ্বভারতী সংগ্রহে এক পাতার একটি পাতড়ায় (বি ৫০৪) আছে। ইহাতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই যাহাতে পদটিকে প্রসিদ্ধ নরোত্তমের মনে হইতে পারে।

পদামৃতমাধুরীতে সংকলিত 'কপট বৈষ্ণব বেশে' ইত্যাদি পদটিতে (তালিকার ২১ সং পদ) এমন একটি উক্তি আছে যাহাতে ইহাকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা মনে করা সমীচীন হইবে না। যথা,—

পরনারী পরধন, ইহাতে মজিল মন,
নিরবধি এই মাত্র সার।

আকুমার ব্রহ্মচারী এবং রাজ্যত্যাগী নরোত্তমের পক্ষে এই খেদোক্তি অস্বাভাবিক।

তালিকার অবশিষ্ট আঠারোটি পদ 'মানুষ', 'পিরিতি', সহজিয়া সাধন ইত্যাদি লইয়া রচিত। ইহাদের ভাব ভাষা রচনাভঙ্গী কোনটাই নরোত্তমের স্বভাবসুলভ নহে। 'পরিশিষ্ট—ক'এ প্রকাশিত সংকলনটি একবার পাঠ করিলে আমাদের মন্তব্যের সমীচীনতা উপলব্ধি হইবে।

খ। আরোপিত তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা

আলোচ্য পর্যায়ে মোট ত্রিশটি রচনার আলোচনা করা যাইতেছে। রচনাগুলি অধিকাংশই সহজিয়া লক্ষণাক্রান্ত। আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা দেখান গিয়াছে। রচনাগুলি অপ্রকাশিত, কোনদিন প্রকাশিত হইবে কিনা জানি না। সেইজন্য প্রত্যেকটির বিষয়-বস্তু সংক্ষেপে দিয়া রচনাগুলির একটি সাধারণ পরিচয় এবং প্রচুর উদ্ধৃতি তুলিয়া মূলের স্বাদ পরিবেশন করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

(গ) 'স্বরূপ হইব কিসে, গুরু উপদেশে। গুরু উপদেশ কি, কামগায়ত্রী কামবীজ।'—(ক. বি. ৫৯৩)

ইহা ছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে কৃষ্ণদাস ভণিতায় 'চমৎকারচন্দ্রিকা' নামে দুইটি পুথি মিলিয়াছে (এ. সো. ৩৬১৪ ও এ. সো. ৫৩৬৩), যাহা ভাবেরূপে দেহ-কড়চের সঙ্গে অভিন্ন। ইহাতে ভণিতা এই—

অতএব মাধয্য নাএক সেই কৃষ্ণ দিক্ষা।
গুরুরূপে অভিন্ন সেই রূপ শিক্ষা।
শ্রীজীব গোস্বামী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে কৃষ্ণদাস॥
—এ. সো. ৩৬১৪

(ত) চম্পককলিকা বা স্মরণীয় টীকা

কোথাও নরোত্তম ভণিতাসহ কোথাও ভণিতাহীন অবস্থায় বিভিন্ন নামে এই রচনাটি মিলিয়াছে। ইহা রূপসনাতনের প্রশ্নোত্তর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিটির নাম 'স্মরণীয় টীকা' (ক. বি. ৩৬২৯)। ভণিতা—

শ্রীরূপসনাতন পদ করি আশ
স্মরণীয় টীকা কহেন নরোত্তম দাস।

ইহার একটি মুদ্রিত সংস্করণ সাহিত্যপরিষদপত্রিকার ৭ম ভাগ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক পুথির কোথাও নাম খুঁজিয়া পান নাই। পুথির প্রত্যেক পত্রে 'চম্পককলিকা' নাম লেখা দেখিয়া তিনি ইহার উক্ত নামকরণ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুথির পাতায় আমরা ঐ নাম পাইয়াছি এবং পুথিমধ্যে চম্পককলিকা নামের প্রাধান্য আছে। যাই হোক, ওই একই রচনার পরিচয় 'সাধ্যবস্তুসাধন' নামে সা. প. প. ৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে। রচনাটির আরম্ভে আছে 'শ্রীজীবগোস্বামীর সরণী টীকা অনুসারে শ্রীরূপসনাতনোবাচ।' ইহার শেষ পয়ার—

সাধ্যবস্তু সাধন এই কহিল তোমারে
ইহার অধিক নাই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।

অতঃপর দুইটি পয়ার থাকিলে পুথি শেষ হইত। সংগ্রাহক অখণ্ড পুথি পান নাই বলিয়াই এই নামকরণ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদপত্রিকার ৬ষ্ঠ ভাগ ১ম সংখ্যায় অনুরূপ আরো একটি রচনার উল্লেখ আছে। ইহার সমাপ্তি—'ইতি উপাসনাতত্ত্বসার সমাপ্ত।'

বিষয়বস্তু হইল সনাতন গৌড় হইতে পালাইয়া বৃন্দাবনে রূপের সহিত মিলিত হইলে রূপ তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নগুলি এই—

(১) 'কহ দেখি নিত্য কথা করিব শ্রবণ ॥
কেমনে বা নিত্য রহে কাহার উপরে।
কাহা হৈতে হয় তাহা কহত আমারে ॥' ইত্যাদি

(২) রজবিন্দু বিনা জন্ম কেমন, 'অজনিসম্ভবা জন্ম হয় কোনরূপে', কিশোর কিশোরীর উদ্ভব কিরূপে।

(৩) রাত্রি দিবা হয় কিরূপে।

(৪) 'জোগনিদ্রা কারে বলি'।

(৫) কিশোর কিশোরী কিসের গঠন, তাদের বর্ণ কেমন, বয়স কত।

(৬) কিরূপে অষ্টমঞ্জরীর উদ্ভব।

(৭) লবঙ্গ মঞ্জরীকে মনুষ্যশরীরে কেমনে পাওয়া যায়।

(৮) মানুস শরীরে স্বরূপমঞ্জরীকে কেমনে লভ্য।

(৯) মঞ্জরীর বস্তুতত্ত্ব।

(১০) স্থান নিরূপণ।

(১১) বৃন্দাবনের স্থিতি।

(১২) কুঞ্জের দিক এবং বর্ণ নির্ণয়।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেন সনাতন।

রচনাটিকে সন্দিগ্ধ মনে হইবার কারণ।—

(ক) 'চম্পককলিকা'-র মহিমা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কোথাও এই নাম শোনা যায় না। নিত্যের অবস্থিতি কোথায় রূপের এই প্রশ্নের উত্তরে সনাতন বলিতেছেন।—

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরে যেই স্থান।
তাহার অবধি কহি শুন সাবধান ॥
জখন আছিলা সব ঘোর অন্ধকার।
চম্পক কলিকা নামে সূর্য্যের আকার ॥
নপুংসকে সরের আপনে একেশ্বর।
দশবিজ মূর্ত্তি অঙ্গ লাবণ্য সুন্দর ॥
বৈকুণ্ঠের পরাৎপর অখণ্ড শেখর।
সকলের টল আছে নাহি তার টল ॥
তাহার উপরে আছে গণ্ড চন্দ্র গ্রাম।
সেইখানে আছে চম্পক কলিকা নাম ॥

চম্পক কলিকা নাম চারিবেদের পর।
জে সবের হৈতে হয় যুগল কিশোর ॥
— ক. বি. ৩৬২৯

এই চম্পককলিকাই আবার দিবারাত্রির কারণ—

চম্পক কলিকা নাম আদি অন্তসার।
বামভুজপানে রহে দিবার সঞ্চার।
দক্ষিণভুজ পানে রহে ঘোর অন্ধকার ॥
—ঐ

ইহারই নানা প্রত্যঙ্গে অষ্টমঞ্জরীর উদ্ভব—

চম্পক কলিকা হাসি নিরখে কলেবর।
ফলফুল ধরিয়াছে বৃক্ষের উপর ॥
চক্ষুতে শ্রীরূপমঞ্জরী গুণবতি।
কর্ণে রতিমঞ্জরী হইলা উপনিতি ॥ ইত্যাদি
—ঐ

(খ) গুরুর মাহাত্ম্য—

সনাতন বলে আমি কহিএ তোমারে।
এক গুরু পর আর নাহিক সংসারে ॥
গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি না করিহ নরে।
—ঐ

(গ) গোপনীয়তা—

অতি গুহ্য কথা রূপ কহিল তোমারে।
তোমা বিনে হেন কথা না কহিয়ে আরে ॥
—ঐ

বুকের উপর রাখি কহে কানে কানে।
গুহ্যের অধিক গুহ্য ব্যক্ত কর কেনে ॥
—ঐ

(ঘ) 'উজীর', 'উকীল', 'হুজুর', 'হুকুম', 'পাতশা', 'সাহেব', 'সালাম', 'হামেশা' ইত্যাদি আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ।

চম্পককলিকার সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন, 'গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখিয়া ইহাকে বিশেষ কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়।' আমাদের অভিমতও অনুরূপ।

ইহা ছাড়া সম্পাদক আরো একটি পুথির সংবাদ দিয়াছেন। পুথিটি আকারে

ছোট। ইহাতে সনাতনের কারামোচনঘটিত উপাখ্যানটি নাই। ইহার সহিত আলোচ্য রচনার পাঠভেদ প্রচুর। শেষাংশ এইরূপ—

'যোগশাস্ত্রে যে বিচারিতে না পারে এখন।
তোমার প্রসাদে আমি পাইলাও নিত্যধন॥
ধন্য ধন্য করিঞা গোসাঞি সনাতন।
শ্রীরূপ তুলিঞা কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন॥

ইতি সনাতন গোসাঞি-বিরচিত চম্পককলিকা সমাপ্ত।'

পুথিটিতে কিছু গদ্য রচনাও আছে। (সা. প. প, ৭ম ভাগ, ১ম সং)

বিশ্বভারতীতে 'স্মরণীয় টীকা'র একটি পুথি আছে (বি ১০৪) ইহার বিষয়-বস্তু অনুরূপ হইলেও ভণিতা স্বতন্ত্র।

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা অনুসারে।
নিত্যের নির্ণয় কথা কহে নরেশ্বরে॥

এই ভণিতা দৃষ্টে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল পুথির রচয়িতাকে 'নরেশ্বর' বলিয়া মনে করিয়াছেন। (পুথিপরিচয়, ১ম খণ্ড)

(৪) পদ্মমালা

দুইটি পুথি মিলিয়াছে (ক. বি. ৫৪৩২ ও এ. সো. ৪৯৫০)। দুইটিতে ভণিতা বিভিন্ন।—

শ্রীকনকমঞ্জরীর পদ হৃদয়েতে ধরি।
জন্মে জন্মে মাগো রাঙ্গা চরণমাধুরী॥
এই পাদপদ্মে মোর সদা রহে আশ।
পদ্মমালা গ্রন্থ কহে নরোত্তম দাস॥

—ক. বি. ৫৪৩২

এসিয়াটিক সোসাইটির পুথির ভণিতায় এই চার চরণের শেষ চরণটি হইল—

'শ্রীপদ্মমালা কহে রামচন্দ্র দাস।'

দুইটি পুথিতে সামান্য পাঠভেদ ছাড়া প্রায় প্রতি ছত্রে মিল আছে। রচনারীতি গদ্যপদ্যমিশ্র। সহজিয়া বৈশিষ্ট্য—

'সহজ কাহারে বলি, আহার নিদ্রা শৃঙ্গারকে বলি। কৈশোর তিন অক্ষর, যৌবন তিন অক্ষর থাকেন কোথা, স্বরূপে। স্বরূপ তিন অক্ষরের জন্ম কিসে, এক অক্ষর বংশীধ্বনি, এক অক্ষর চিত্রপট, এক অক্ষর হঠাৎকার দুতি মুখে বিনয়, এক অক্ষর লাবণ্যামৃতধারা, এক অক্ষর তারুণ্যামৃতধারা'।

—এ. সো. ৪৯৫০

ইহা ছাড়া, অক্ষয় সরোবর, শ্রবণ সরোবর, ক্ষীর সরোবর ও অমৃত সরোবরের কথা, চৌদ্দভুবনের উথলন ও পদ্মাকৃতি হওয়া ষড়দল, অষ্টদল ও সহস্রদল পদ্মের বর্ণনা, হিঙ্গুলা-পিঙ্গলা, নাভিদেশে বত্রিশ কুঠার ইত্যাদির পরিচয় আছে।

(৫) নবরাধাতত্ত্ব

চারটি পুথি পাওয়া গিয়াছে (ক. বি. ১২৭৪, এ. সো. ৪৮৭৮, এ. সো. ৪৯৪৭ ও গ. গ. ম. বি ১৩৮)। চারটিতে ভণিতা একই—

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি মাগো দেহ শ্রীচরণ॥
গৌরভক্তবৃন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
নবরাধাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস॥

গদ্যপদ্যমিশ্র রচনা। বিষয়বস্তু স্পষ্টতই সহজিয়া। ইহাতে তিন বৃন্দাবনের কথা, নরদেহের তত্ত্ব, ষোল আনা মানুষের আখ্যান, সহজভক্তির স্তর, নয় রাধা কে কে, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নরোত্তম সম্পর্কে এমন উক্তি আছে যাহা নরোত্তম নিজে ইহার রচয়িতা হইলে করিতে পারিতেন না। যেমন,—

(ক) 'শিক্ষাগুরু মহৎরূপা। শ্রীগুরুপাটনশ্চাৎ। তবে কি হন। যদি হন বন্ধু তরেন ভবসিন্ধু। তাহার দৃষ্টান্ত নরোত্তম কবিরাজ। রামচন্দ্র কবিরাজ দুহে বর্ত্তমান।' (এ. সো. ৪৮৭৮)

(খ) 'আমার পাট নাস্তিক কর্য্যাছে তিনজন।
নরোত্তম রামচন্দ্র আর একজন॥
—এ. সো. ৪৮৭৮

(৬) দেহতত্ত্বনিরূপণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুথি (ক. বি. ৪৩২৪) পাওয়া গিয়াছে। আর কোথাও অনুরূপ রচনা চোখে পড়ে নাই। ভণিতা সন্দিগ্ধ নহে—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
দেহতত্ত্ব নিরূপণ কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

কিন্তু বিষয়বস্তুটি আপত্তিকর। গ্রন্থকার বলিতেছেন, দেহমধ্যে নিতাইচৈতন্য অদ্বৈত বিরাজমান, মুখে চেতন চৈতন্য, বক্ষে চিন্তিত নিত্যানন্দ এবং অঙ্গীকৃত নিত্যানন্দ।

নিতাইচৈতন্য অদ্বৈত এই তিন রতি।
এই তিন দেহ মধ্যে করেন বসতি॥

দেহমধ্যে চৌদ্দভুবনের অবস্থিতি, পঞ্চগুণের অবস্থিতি—

অতএব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আছে যাহা।
এই ভাণ্ড মধ্যে সদা বর্তমান তাহা॥

জীবের উৎপত্তি নিরূপণ, দেহের ভিতরে ষড়দল শতদল সহস্রদল পদ্মের অবস্থান ও তাহাদের পরিচয় ইত্যাদি এই রচনার আলোচ্য।

গদ্যমিশ্ররচনা। গদ্যের নমুনা—

'বাত শব্দে বাউ। অহং শব্দে তেজ। প্রচিত শব্দে জল। অগ্নি শব্দে পৃথিবী। এই পঞ্চ তান হয়!' ইত্যাদি।

গুরুমহিমা—'গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে একরূপ।'

(৭) প্রেমবিলাস

এইনামে নরোত্তম ভণিতায় দুটি পুথি পাওয়া গিয়াছে। (ক. বি. ৬২০৭ ও এ. সো. ৫৩৬৮)। পুথি দুইটি একই। ইহা নিত্যানন্দ দাসের চরিতগ্রন্থ হইতে পৃথক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির (ক.বি. ৬২০৭) পত্র সংখ্যা নয়টি মাত্র। ভণিতা এই—

কাচাসোনা জিনি বস্তু এই সে কারণ।
অনুগত হইয়া কর মানুষ ভজন॥
শ্রীরূপ চরণ তত্ত্ব মনে করি আশ।
প্রেম বিলাস গ্রন্থ কহে শ্রীনরোত্তম দাস।

পুথিমধ্যে আরো একটি ভণিতা আছে—

সর্বসার বস্তু হয় প্রেমেতে বিলাস।
নিত্যবস্তু গুরুতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস॥

সাধুসঙ্গের মহিমা দিয়া রচনা শুরু করিয়া মানুষের কথা আসিয়াছে। 'নিত্যদেহেতে হয় মানুষের বিলাস'। এই মানুষকে জানিতে হইলে 'রূপের অনুগা হইয়া করহ ভজন'। এই 'রূপ' কি—

কাহারে বলি যে রূপ রূপ আপনার।
রূপ বিনে নিরূপ দেহ আছে কার॥
জাহাতে নাহিক রূপ তাথে রতি নাই।
রতিতে উপজে রূপ রস সেই ঠাঁই॥

—ক. বি. ৬২০৭

'রসিক নাগর আর রসিক নাগরী' রসবিনে একতিলও বাঁচেন না। তাহারা 'লোক-ধর্ম বেদধর্ম' সব দূর করিয়া 'অনুগত বস্তুরূপা এই মাত্র স্মরে'। এই 'বস্তুরূপা'কে

লিখিয়া বলা যায় না। তবে তাহার আবাসে গেলে 'সব দুঃখ হরে' এবং 'সেই সে বস্তুর স্থান জানিও অন্তরে'।

পরকীয়া রস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব, জয়দেব আদি পঞ্চরসিকের বর্ণনা, এবং অবশেষে 'সহজবস্তুর' পরিচয় ও মানুষ প্রাপ্তির বিবরণ দিয়া পুথি শেষ হইয়াছে।—

মানুষের যোগ আগ মুক্ত ধর্ম্ম নাই।
সহজ সকল কাজে মানুষের ঠাঁই॥
মানুষের করণ যাজন যার সঙ্গে হবে।
এই শরীরে তবে মানুষ পাইবে॥···
নিবেদন করি এই সর্ত্ত সর্ত্ত হয়।
আপনা জানিয়া কর মানুষ আশ্রয়॥

—ক. বি. ৬২০৭

(৮) বস্তুতত্ত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮৮১ নং পুথি। পত্রসংখ্যা একটি মাত্র। রঘুনাথ দাস গোসাঞি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বস্তুতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাহা লুকাইয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস তাহা আভাসে কিছু ব্যক্ত করেন। এই 'বস্তু না জানিলে ধর্ম্ম নারে বুঝিবার'। এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপাতেই সেই বস্তু অনুধাবনযোগ্য। এই বস্তু 'অপ্রাকৃত' এবং 'নিত্য', ইহার পরে কিছু নাই। ইহার আকার নাই, ইহাতে যে ডুবিয়াছে 'সে তুলিয়া নিল সার'। এই বস্তু 'সহজ', ইহার উপাসনা বর্ণনা করা যায় না এবং

ব্রজবাসি জন করে সহজ ভজন।
সহজ বিনে কৃষ্ণ না পায় কোন জন॥

ভণিতাটি খুবই নিরীহ—

শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদপদ্ম করি আশ।
বস্তুতত্ত্ব গ্রন্থ কহেন নরোত্তম দাস॥

বৈষ্ণব গোস্বামীগণকে কি ভাবে এই বস্তু তত্ত্বের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়—

নিগূঢ় প্রেমের রস কেবা কোথা জানে।
সেই বস্তু পাইল স্বরূপ সনাতনে॥
স্বরূপ রূপ সনাতন চৈতন্যের গণ।
চৈতন্য ভজিয়া পাইল সেই বস্তু ধন॥

শ্রীজীব গোসাঞি আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
দুইজনে পাই বস্তু ভজন নির্য্যাস॥
—ক. বি. ৩৮৮১

(৯) ব্রজনিগূঢ়তত্ত্ব

একটি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে (ক. বি. ৩৩৯০)। পুথিতে ১৫টি পত্র আছে। ভণিতা সন্দেহজনক নহে,—

দোষ না করিহ মনে রসিকের গণ।
কবিরাজ গোসাঞি প্রসাদ করিঞ ভক্ষণ॥
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পদ অভিলাষ।
ব্রজনিগূঢ় তত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস॥

বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিহীন। দুইটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লইয়া পুথি আরম্ভ। প্রশ্ন দুইটি এই—(ক) বৃন্দাবন ছাড়িয়া কৃষ্ণ বলরাম চলিয়া গেলে 'কেবা করে নিত্যলীলা বৃন্দাবন মাঝে', এবং (খ) নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মিয়া কেবা 'প্রেমধন প্রচার করে'। প্রথম প্রশ্নের উত্তর—

মাধুর্য্য বিলাস রস করে স্বরূপ দ্বারে।
শক্তি চলে মধুপুর কংস মারিবারে॥
ভগবানের অংশ তেহঁ বাসুদেব নাম।
তারে অক্রুর লঞা গেল দেখ বিদ্যমান॥
নন্দ নন্দন দ্বিভুজ মুরলী ধারী।
যমুনার ঘাট হইতে আইলা শিঘ্র করি।
কুঞ্জ অভ্যন্তরে ক্রিড়া করে রাধা সনে।
সখীবৃন্দ বিনে অন্য কেহ নাঞি জানে॥

দ্বিতীয় উত্তরটিতে বলা হইয়াছে যে, রাধার কাছে কৃষ্ণ যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন তাহাতে তিনি নিজেকে ঋণী মনে করিতেছেন। এই প্রেমের ঋণ শোধ করিবার মানসে তিনি রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

কিন্তু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে রাধিকা কৃষ্ণকে কুঞ্জে বসিয়া স্বরূপ সাধনা করিতে অনুজ্ঞা করেন। এবং 'আপন সদৃশ করি' 'রাধা প্রতিমা এক নির্মাণ করিঞা' কৃষ্ণকে দিয়া বলিলেন, 'আমার সাদৃশ এই ভাব নিরন্তর'। এইভাবে কৃষ্ণ 'সাধন করিল প্রভু দ্বাদশ বৎসর' এবং অবশেষে 'রাধিকা রূপের সমান হল সর্ব্ব অঙ্গ'।

এইখান হইতে রচনার বিষয়গত বিকৃতি এবং তত্ত্বগত গোলমালের সূচনা।

কৃষ্ণ যে গৌর দেহ পাইলেন 'রাধার কৃপাতে ইথে নাহিক সন্দেহ'। কিন্তু কৃষ্ণ একা আসিতে নারাজ, রাধাকে তাহার সঙ্গে মর্তভূমে আসিতে হইবে। রাধিকা আসিলেন বটে, তবে তিনি হইলেন নিত্যানন্দ।—

কৃষ্ণ আজ্ঞা মানি রাধা আইল রাঢ়েরে।
আসিঞা জন্মিল পদ্মাবতীর উদরে॥
সেই ত রাধিকা ইবে নিতাই সুন্দর।
আনন্দ মঞ্জরী নাম ধরেন অন্তর॥

অতঃপর নিত্যানন্দের বিদ্যাভ্যাস ও প্রেমপ্রাপ্তি। নিত্যানন্দ মাতুলালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন, ওদিকে রাধা বিরহে আকুল চৈতন্যরূপী-কৃষ্ণ আদ্যাশক্তিকে তাহার কাছে পাঠাইলেন। মোহিনী বেশী আদ্যাকে বল-পূর্বক আলিঙ্গন করিয়া নিত্যানন্দ প্রেমাবিস্ট হইয়া গৃহত্যাগ করেন। এই প্রবাসকালে তিনি উদ্ধারণ দত্তের প্রেম-বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার ঘরে কিছুকাল অবস্থান করেন। কিছুকাল পরে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে নিতাই চৈতন্যের মিলন হয় এবং—

নিতাই পরশে প্রভু প্রেম যে পাইল।
সেই প্রেম মত্ত হঞা সন্ন্যাস করিল॥

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য অকৈতব প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রেম ব্রজের প্রেম। কিন্তু তাহা কিভাবে নদীয়া আসিল তাহা মাত্র ছয়জনের গোচর। ইহাদের একজন হইলেন রূপ গোসাঞি এবং সম্ভবতঃ এই ছয় জন বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী।

যাই হোক, অতঃপর চৈতন্য প্রেমের মহিমা বর্ণনায় নিত্যানন্দ কর্তৃক তাহার দণ্ডভঙ্গ, শিখি মাহাতীর সুন্দরী যুবতী ভাগ্নীর পুত্রের প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শনের জন্য দামোদর কর্তৃক ভর্ৎসনা, কাশী মিশ্রের ঘরে অবস্থান, শ্রীরূপকে প্রেম দান, সার্ব-ভৌম গৃহে অধিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ।

প্রয়াগে শ্রীরূপ শিক্ষার বিস্তারিত উল্লেখ। শ্রীরূপকে আটটি তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য। এই অষ্ট তত্ত্ব হইল—

(১) প্রিয় স্বরূপ, (২) দয়িত স্বরূপ, (৩) প্রেমস্বরূপ, (৪) সহজাতিরূপ, (৫) নিজানুরূপ, (৬) প্রভুর একরূপ (৭) তত্ত্বানুরূপ, এবং (৮) স্ববিলাস রূপ। এই অষ্ট তত্ত্বের বিস্তারিত উল্লেখ আছে পুঁথিতে।

ইহার পর নিত্যানন্দের অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। প্রভুর আদেশে গৌড়দেশে 'সংসার ভরিয়া ভক্তি সঞ্চারিয়া', অবশেষে—

কন্যাপুত্র ঠাঞি প্রভু বিদায় হইয়া।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু সকল ছাড়িঞা।

বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া নিত্যানন্দ রঘুনাথ দাসগোসাঞির কাছে ক্ষীর ভক্ষণ করিতে চাহিলে দাস গোসাঞি তাঁহাকে ক্ষীর খাওয়াইয়া নিজে কিছু ভক্ষণ করেন। ফলে তাহার কঠিন পীড়া হয়। এদিকে মহাপ্রভু 'ব্রাহ্মণরূপ ধরি' বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন এবং সনাতনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ছদ্মবেশীকে উত্তম ব্রাহ্মণ জানিয়া সনাতন 'মদন গোপালের সেবা তারে সমর্পিল'। এই ছদ্মবেশী যখন দাস গোসাঞির পীড়ার কারণ ব্যক্ত করেন, তখন বিস্মিত দাসগোসাঞি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দেন। অতঃপর পুথি শেষ।

রচনাটিকে যদি আমরা সহজিয়াদের নাও বলি, সহজিয়া লক্ষণ ইহাতে এক-রকম অনুপস্থিত, তবুও ইহাকে কিছুতে নরোত্তমের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। নিত্যানন্দের মহিমা ইহাতে যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে কোন নিত্যানন্দভক্তের লেখা মনে করা যাইতে পারে। ইহাতে যেভাবে তথ্য এবং অতথ্য মিশিয়া গিয়াছে এবং নিত্যানন্দকে যেভাবে রাধার অবতার বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে ('শ্রীনিত্যানন্দ হয়েন সাক্ষাৎ রাধিকা') তাহা নরোত্তমের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, শ্রীরূপকে 'রাধিকার অধিকা', কোথাও 'রাধিকা স্বরূপা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গুরু লোকনাথ গোস্বামীর নাম কেবলমাত্র ভণিতাংশে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু নমস্ক্রিয়ায় তাঁহার উল্লেখ নাই।

(১০) সাধ্যকুমুদিনী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১০৩ নং পুথি। একটি মাত্রই পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা—

সাধ্যকোমদিনী কহে নরোত্তম দাস।
ইহা জানি ভজন কর যার যেই আশ।

সনাতন গোসাঞির সঙ্গে করুণাবাই-এর সাধন ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। সাধ্য-সাধন শিক্ষা দান উদ্দেশ্যে উভয়ের রতিরণ যুদ্ধ ইহাতে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

(১১) সাধন টীকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ইহার একমাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে (ক. বি. ৩৮৭৭)। পুথিটি সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা নোট জাতীয় রচনা, কেবল ভণিতার চরণ দুইটি পয়ারে। যথা,—

শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদপদ্ম করি আশ।
সাধনটীকা গ্রন্থ কহে নরোত্তম দাস।

বর্ণিতব্য বিষয় হইল—শ্রীকৃষ্ণ রাধার বয়স, বর্ণ ও বেশ, ঐশ্বর্য-মাধুর্য ও স্বকীয়া-

পরকীয়া তত্ত্ব, তিনমত উপাসনা, দুইমত রাগ, ভাব ও প্রসাদ, রাগ নির্ণয়, ও সম্বন্ধানুগা নির্ণয়, তিন বাঞ্ছা, দেশকালপাত্র, পঞ্চভাব, বৃন্দাবন পরিচয় ইত্যাদি। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের বিশেষ কোন বিরুদ্ধ কথা নাই। কিন্তু নরোত্তম কেন গদ্যে এই জাতীয় নিবন্ধ রচনা করিতে যাইবেন তাহা সন্দেহের। মনে হয়, কেহ সিদ্ধান্তগুলিকে একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া নরোত্তমের নামটুকু জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন। রচনার নমুনা—

'প্রসাদ কি, প্রেমভক্তি। বিষয় কি, কৃষ্ণভজন। উদ্দেশ অনুমান কি, রূপবেশ। ক্রিয়া কি, সম্ভোগ। সাধন কি, সিদ্ধ দেহ। সাধ্য কি, প্রেমভক্তি। ভাব কি, প্রেম উল্লাস।'

(১২) ধ্যানচন্দ্রিকা

একটি মাত্র পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে (ক. বি. ৩৯১০)। ভণিতা—

শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদপদ্ম আশ।
ধ্যানচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

'নিত্যবৃন্দাবন', 'চন্দ্রময় বৃন্দাবন' ইত্যাদি প্রসঙ্গের সহিত খাপছাড়া ভাবে চৈতন্য-জীবনের দুই চারিটা সামান্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রূপ নিত্যবৃন্দাবন-প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন উত্তর দেন,—

নিত্যদেহ রূপ তুমি যবে সে ধরিবে।
দোঁহাকার নিত্যলীলা তোমাতে স্ফুরিবে॥

'চন্দ্রময় বৃন্দাবন' বর্ণনায় আছে—

মাতা চন্দ্র পিতা চন্দ্র চন্দ্র পরিকর।
চন্দ্রময় সব দেখি কিশোরী কিশোর॥
চন্দ্র আশ্রয় আমার চন্দ্র উপাসনা।
সদত মনেতে চন্দ্র করিয়ে ভাবনা॥

(১৩) সহজ পটল

একটি খণ্ডিত পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে (ক. বি. ৪০২০)। পুথিটি নাতি বৃহৎ। পত্রসংখ্যা ১৮। একটি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে।—

সেই রস সুধামৃতে বহু মোর আস।
সদাই লালসা করে নরোত্তম দাস॥

সিদ্ধ দেহের দেশ বৃন্দাবন তিন মত—বন বৃন্দাবন, মন বৃন্দাবন ও নিত্য বৃন্দাবন, আরোপের কথা, সহজভক্তি ও মানুষের কথা ('দেহ রতি মিলনে প্রেমের জন্ম হয়,'

সেই প্রেম রস হয় সহজের আশ্রয়')। নবরসিকের ছয়রতি ('রতিমধ্যে রসিক নয় জন আখ্যান, নয় জন মধ্যে মানুষ একজন প্রধান'), গুপ্টানুক্রমের কথা ইত্যাদি সহজিয়া বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হইয়াছে। গদ্যের নমুনাও কিছু আছে। যথা,—

> 'কোন সম্প্রদা, উজ্জ্বল সম্প্রদা। কোন উজ্জ্বল, রস উজ্জ্বল। কোন রস, প্রেম রস। কোন প্রেম, বিলাস প্রেম। কোন বিলাস, মধুর বিলাস। কোন মধুর, যুগল মধুর।' ইত্যাদি।

(১৪) **সিদ্ধিপটল**

বিশ্বভারতী পুথিশালায় একটি ক্ষুদ্র খণ্ডিত পুথি আছে (বি. ৯৭০)। গদ্যে লেখা নোট। ভণিতাংশটুকু পয়ারে,—

অন্যস্থানে একথা না কর পঠন।
মর্ম্ম বুঝি একচিত্তে করহ সাধন॥
এই সিদ্ধি পটল প্রচার না করিবা।
প্রচার করিলে আপনার সর্ব্বনাশ হৈবা॥
শ্রীরূপ সনাতন পদে যার আশ।
সিদ্ধিপটল কহে নরোত্তম দাস॥

(১৫) **রসমঙ্গলচন্দ্রিকা**

বরাহনগর পাটবাড়ীতে একটি পুথি আছে (গ. গ. ম. বি ১৪১)। রসরাজ ও মহাভাব দুই একত্র হইয়া যে প্রেমরস পান করাইয়াছেন, তাহা সকলের বন্ধন মুক্তির কারণ। প্রভুর অন্তরের কথা এই রস কেবলমাত্র শ্রীরূপ, স্বরূপ, রঘুনাথ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ, জয়দেব ও বিল্বমঙ্গলের বেদ্য। অতঃপর সেই রসেরই বর্ণনা। ভণিতা—

শুনহ রসিক ভাই নিবেদন করি।
গুহ্য কথা এই বাহির না করি॥
অন্তরের কথা এই শ্রীরূপ ভাবনা।
এইমতে যজিলে হবে তাহার করুণা॥
শ্রীলোকনাথ পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীরসমঙ্গল চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

(১৬) **কাঁকড়াবিছা গ্রন্থ**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৩৩ নং পুথি।

গুরুবিহনে সাধন মন্ত্রজ্ঞানহীন সাপুড়িয়ার বিষধর সর্প লইয়া খেলিবার মত ভয়ানক,

এই কথাটিই এই ক্ষুদ্র পুথির বর্ণিতব্য বিষয়। পুথির কাঁকড়াবিছা গ্রন্থ নামের কোথাও সার্থকতা নাই। এবং নরোত্তম কেন যে এমনি উদ্ভট নাম দিবেন তাহাও বোধগম্য নহে। ভণিতা নিম্নরূপ—

বিনয়মঞ্জরীর পদে করিঞা ভাবনা।
সাক্ষাতে ভজয়ে প্রেম রসিক যে জনা॥
নরোত্তম দাস কহে এই মাত্র সত্য।
ভরমে বুলয়ে লোক নাহি জানে তত্ত্ব॥

(১৭) রসতত্ত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৮৩ নং পুথি। পুথির কোথাও রসতত্ত্ব নামটি নাই। পয়ারে লেখা সম্পূর্ণ নিবন্ধটির শেষে কয়েক চরণ ত্রিপদীতে নরোত্তম ভণিতা আছে—

অনুগতি বিনে, এ সকল কথা,
কারে না কহিবে ভাই।
নরোত্তম কহে, মরম জানিলে,
তাহারে কহিতে চাই॥

এই ত্রিপদীতে শ্রীগুণমঞ্জরীর দোহাই আছে। বিষয়বস্তু—জনমের বিবরণ, শরীর নির্ণয়, চৌদ্দভুবন ইত্যাদির কথা আছে। ভণিতাটিকে যদি প্রক্ষিপ্ত নাও বলি, তবে বিষয় বিচারে ইহা নরোত্তমের লেখা হইতে পারে না।

(১৮) চতুর্দশপটল বা রাধারসকারিকা বা রসপুরকারিকা

অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে। চতুর্দশপটল নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি পুথি আছে (ক. বি. ১১৩৬, ক. বি. ১৪৫৬ ও ক. বি. ৩৬৭০)। রাধারস-কারিকা নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ ও বরানগর পাটবাড়ীতে তেরটি পুথি দেখিয়াছি। রসপুরকারিকার পুথির সংখ্যা বিভিন্ন পুথিশালায় মোট সাতটি। বিশ্বভারতী পুথিশালায় রাধারসকারিকার দুইটি (বি. ৩১ ও বি. ১০৯) এবং রসপুরকারিকার একটি পুথি (বি. ২৫৩) মিলিয়াছে। তিনটি পুথিতেই 'কৃষ্ণদাস' ভণিতা, বিষয়বস্তু তিনটিতেই একরূপ।

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামে থাকিলেও বিষয়বস্তু সর্বত্রই এক। চতুর্দশপটল নরোত্তম ভণিতায়, রাধারসকারিকা নরোত্তম ও কৃষ্ণদাসের এবং রসপুরকারিকা নরোত্তম ও কৃষ্ণদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। যথা,—

শ্রীলোকনাথ সিদ্ধকে সড় করি আশ।
চতুর্দশ পটল কহে নরোত্তম দাস।—ক. বি. ১৪৫৬

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পাদপদ্ম করি আশ।
রাধারসকারিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

—সা. প. ৫১৫

সাধ্য কোন বস্তু হয় সাধন মূল আশ।
রাধারস কারিকা কহে কৃষ্ণদাস ॥

—সা. প. ১৮২৪

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর চরণে করি আশ।
রসপুর কারিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

—ক. বি. ৪৩৫৭

শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
রসপুর কারিকা কহেন কৃষ্ণদাস ॥

—গ. গ. ম. বি ১৩৭

নরোত্তমের চতুর্দশপটল ও রাধারসকারিকার পুথি দুইটির লিপিকাল যথাক্রমে ১০৬৩ সাল এবং ১০৭৭ সাল। অন্য পুথিগুলির লিপিকাল নাই। চতুর্দশপটলের প্রথমদিকে ও শেষদিকে কিছু অংশ বাদ দিয়া নরোত্তম-ভণিতায় প্রাপ্ত রাধারসকারিকা ও রসপুরকারিকার কলেবর গঠিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের রাধারসকারিকার পত্রসংখ্যা দুই। একই বিষয়ের কিছু কিছু পংক্তি লইয়া রচিত সম্পূর্ণ পুথি। কৃষ্ণদাস ভণিতায় প্রাপ্ত রসপুরকারিকার একটি (গ. গ. ম. বি ১৩৭) নরোত্তম ভণিতার রাধারসকারিকার এবং অন্যটি (সা. প. ১৪৫৩) নরোত্তম ভণিতার চতুর্দশপটলের অনুরূপ। কেবল কিছু কিছু চরণ স্থান পরিবর্তন করিয়াছে, কিছু কিছু নূতন চরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন,—

ভাব সরোবর মধ্যে প্রেমের কমল।
আস্বাদয়ে রসমধু রসিক মণ্ডল ॥
নিত্য নূতন রস করয়ে আস্বাদ।
দেখিতে শুনিতে চিত্তে পরম আহ্লাদ ॥

—কৃষ্ণদাসকৃত রসপুরকারিকা, সা. প. ১৪৫৩

তিনটি পুথির বিষয়বস্তুগত ঐক্য দেখাইবার জন্য কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

যাহা হৈতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়।
সেই বস্তু সাধে সাধক কৃষ্ণ নাহি লয় ॥···
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে অনুগত বিনে।
মন্ত্র ঐশী প্রাপ্ত হয় শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

ভৃঙ্গরতি মধুখণ্ড রতির আশ্রয় ।
মধুখণ্ড রতি হয় তাহার বিষয় ॥···
নিগূঢ় ব্রজের রস জগৎ বিহরে ।
অজ্ঞান জন নাহি বোঝে রহু বহু দূরে ॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে নাহি নাহিক ভিতরে ।
সে বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে ॥···
সহজ ভাবের কার্য্য ভজে যেই জনে ।
প্রাপ্তি বস্তু তার চিত্তে বাড়ে অনুক্ষণে ॥···
পিরিতি কাহার বস পিরিতির বস কে ।
পিরিতি হইল কিসে সেই বস্তু কে ॥···
ঐশ্বর্য মিশ্রিত ভাব ভজন থাকিতে ।
না হয় গোকুল প্রাপ্তি কৃষ্ণের সহিতে ॥···

উদ্ধৃত অংশগুলি চতুর্দশপটল (ক. বি. ১৪৫৬), রাধারসকারিকা (সা. প. ৫১৫), রসপুরকারিকা (ক. বি. ৪৩৫৭ ও গ. গ. ম. বি ১৩৭) হইতে গৃহীত ।

পুথিগুলির মধ্যে চতুর্দশপটলের (ক. বি. ১৪৫৬) লিপিকাল সব চাইতে পুরাণো বলিয়া তাহা হইতে বর্ণিতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা গেল । উদ্ধৃতিগুলিও একই পুথির ।

পঞ্চরতির মধ্যে মধুররতির শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার স্বকীয়া-পরকীয়াভেদ, বৃন্দাবনে পরকীয়া-প্রাধান্য, সহজরতিতে কৃষ্ণের পারবশ্য ('কৃষ্ণ বশ না হয়ে সহজ রতি বিনে'), রাগানুগা-রাগাত্মিকা, অনুগত-সেবা, প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধ ভেদ, সাধক-অন্তরে বৈকুণ্ঠের অবস্থিতি, সমসাম্যরস, নিত্যবৃন্দাবন, ছয় তত্ত্ব (গুরুতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব) ইত্যাদি ।

রচনাটিকে নরোত্তমের না বলিবার পক্ষে যুক্তিগুলি এই । একই রচনার তিন রকম নাম এবং দুই জনের ভণিতায় পাওয়া প্রথমেই সন্দেহের উদ্রেক করে । নামকরণেরও কোন সার্থকতা দেখা যায় না । রাধারস কিংবা সহজ রস বর্ণিতব্য বিষয় বলিয়া হয়তো রাধারসকারিকা—রসপুরকারিকা নাম হইল, কিন্তু চতুর্দশপটল নামের যুক্তি কোথায় । দুইজন কবির বিষয়টি ভণিতাবিভ্রাটের ব্যাপার নহে । কেননা, কৃষ্ণদাসকৃত রসপুরকারিকায় নরোত্তম দাসকৃত চতুর্দশপটলের রচনা হুবহু গ্রহণ করিয়া স্থানে স্থানে পংক্তি বিন্যাস পালটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আরম্ভে ও শেষের দিকে দুই চারিটি নূতন চরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

দ্বিতীয়তঃ নিজেকেই গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করিবার একটি লক্ষণীয় প্রচেষ্টা এই রচনায় দেখা যাইতেছে । যথা,—

স্বতন্ত্র হইলে সেই কার্যসিদ্ধ নয় ।
পুনঃপুনঃ এই কথা গ্রন্থকারে কয় । ··
অসম্ভবে স্থায়ী রতি সম্ভবে না রহে ।
অসম্ভবে যজে তাহা কারিকাতে কহে ॥ ইত্যাদি ।

তৃতীয়তঃ ইহার ভাষা। নরোত্তম অন্তর্হিত হওয়ার চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইহার অনুলিপি করা হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে নরোত্তমের ভাষা এতদূর বিকৃত হইতে পারে না যে সামান্য অন্ত্যমিল পর্যন্ত আয়াসসাধ্য মনে হইবে। যেমন, 'নাম' ও 'সংস্থাপন'-এ, 'রতি' ও 'জাতি'-তে, 'মন' ও 'ধরম'-এ, 'রিতে' ও 'তাতে' ইত্যাদি অন্ত্যমিল ।

চতুর্থতঃ ইহার সহজিয়া বৈশিষ্ট্য—

রসিকের সঙ্গ বিনু না হয় উদ্দেশ ।
রসিক জনে সে বোঝে রসের বিশেষ ॥

এই রসিক সহজরসের রসিক। কেননা, 'কৃষ্ণ বশ না হয়ে সহজ রতি বিনে।'

যাহা হৈতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয় ।
সেই বস্তু সাধে সাধক কৃষ্ণ নাহি লয় ॥

সাধকের কৃষ্ণ হইবার ইচ্ছা—

বৈকুণ্ঠ বাহিরে নাগ্নি নাহিক ভিতরে ।
সে বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে ॥···
সহজ ভাবের কার্য ভজে যেই জনে ।
প্রাপ্তি বস্তু তার চিত্তে বাড়ে অনুক্ষণে ॥

জীবদেহে বৈকুণ্ঠের অবস্থিতি ও সহজভাবের উপাসনা ।

স্বতসিদ্ধ জন কোথা নায়ক নায়িকা ।
পরকিয়া রস আস্বাদয়ে সর্ব্বাধিকা ॥

পরকীয়াত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। 'পরকীয়া রস হয় পরম মধুর।' চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ইত্যাদি নবরসিকের কথা।

রাধাকৃষ্ণ রসের স্বরূপ মূর্তিমান ।
স্বরূপে করিয়া সিদ্ধ দেখে বিদ্যমান ॥
বর্ত্তমান আরতি পিরিতি রসে সেবে ।
নিজ অঙ্গ সমর্পয়ে আর প্রেম লোভে ॥

নিজাঙ্গ দিয়া সেবা সহজিয়া বৈশিষ্ট্য ।

পঞ্চমতঃ ভনিতায় 'শ্রীলোকনাথ সিদ্ধ' বলা হইয়াছে। নরোত্তম স্বীয় গুরু সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ কখনও করেন নাই।

(১৯) সারাৎসারকারিকা বা সারসত্যকারিকা

বাঁকুড়া অঞ্চল প্রাপ্ত সাহিত্যপরিষদের পুথি নং ২২৩৬। হরপার্বতীর মধ্যে 'অতিগূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ভজনা'র আলোচনা ইহার বিষয়বস্তু। কিছু উদ্ধৃতি দিলে ইহা যে নরোত্তমের নহে তাহা প্রতীয়মান হইবে।—

সারাৎসার কারিকা নাম গ্রন্থ মথন।
সহজ লক্ষণ তত্ত্ব সমাপ্ত হইলেন॥
নিবির্ত্তে বসিয়া ইহা লেখেন গণেশে।
সেই তত্ত্বসারে লেখেন নরোত্তম দাসে॥

'সারসত্যকারিকা' নামে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো একটি পুথি সাহিত্য পরিষদে আছে (সা. প. ১৩৬১, লিপিকাল ১১৯৬ সাল)। ভণিতা—

না দিহ পরশিষ্যে নিজ শিষ্য বিনে।
নরক ভোগায়ে যদি বিজাতীয় শুনে॥
অপূর্ব কথন এই শুনিতে উল্লাস।
সারসত্য কারিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইহাও হর-পার্বতী সংবাদ। 'ব্রহ্মাণ্ডে বৈকুণ্ঠে গোলোকাদ্যো অগোচর নিত্যবৃন্দাবন নাম গুপ্ত চন্দ্রপুর'। সেখানে 'সহজমানুষে'র অবস্থিতি। তাহার বিলাস লক্ষণ, সহজ মানুষ হইতে ঈশ্বরের অবতার ('সহজেত বিলাসে কৃষ্ণ সহজেই স্থিতি। সহজে পিরিতি রসে করে গতাগতি।'); 'নাভিপদ্ম অষ্টদলে স্বরূপ বৃন্দাবন' কৃষ্ণবিলাসের লীলাস্থান; দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দল পদ্মের অবস্থিতি; 'জয়দেব চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি। স্বয়ং চৈতন্যরূপে এই তিনে স্থিতি॥' ইহাদের অনুগত হইয়া সেবন করিলে আনন্দময় প্রেমধাম প্রাপ্তি—ইহাই পুথিটির বর্ণিতব্য বিষয়।

সারাৎসারকারিকা ও সারসত্যকারিকার বিষয়বস্তু একই। তবে সারসত্য-কারিকার ভাষাভঙ্গী সুন্দর, বর্ণাশুদ্ধি নাই এবং পয়ার রচনা প্রায় ত্রুটিহীন।

(২০) গুরুক্রম কথা

সাহিত্য পরিষদের ৫০৭ পুথি। ভণিতায় নাম আছে 'নারদসংবাদ'।—

শ্রীগুরুবৈষ্ণব চরণ করি আশ।
নারদসংবাদ কহে নরোত্তম দাস॥

শুক কর্তৃক রাজর্ষি জনকের কাছে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ প্রসঙ্গে গুরুমহিমা কীর্তিত হইয়াছে। রাজা জনক 'যুবতীর কুচশয্যায়' শয়ন করেন এবং যুবতীরা 'কুচে তৈল ধরি তারা রাজাকে মাথায়।' এই জনকই 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় শোনামাত্রই আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান এবং 'অশ্রুধারায় মহী পঙ্ক রোমাঞ্চ শরীর'। যাই হোক,

যেহেতু জনকরাজা সিদ্ধ এবং নারদ বলিলেন 'সিদ্ধ দেহে কেন দেখ প্রাকৃতের ভোগ' অতএব শুক তাঁহার কাছেই শিষ্যত্ব নিলেন। চার পাতার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে পদ্মপুরাণ, ভাগবত, ভজনামৃত, চরিতামৃত হইতে এত শ্লোক উদ্ধার করিয়া গুরুমহিমা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে যে ইহাকে নরোত্তমের বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

(২১) ভক্তিসারাৎসার

এসিয়াটিক সোসাইটির ৪৯৫৭ পুথি। দুইটি ভণিতা পাওয়া যায়। যথা,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণে যার আশ।
ভক্তি সারাৎসার কহে নরোত্তম দাস॥

এবং

কত মধু ঢাল কলসে কলসে।
জদুনাথ দাস কহে বিন্দু না পরশে॥

প্রথমেই আছে 'সহজ কথা কহিব আমি কি দোষ তাহার।' এবং অতঃপর তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সহজ প্রসঙ্গ তো বটেই, তাহার উপর 'জদুনাথ দাস' ভণিতার জন্য ইহাকে নরোত্তমের রচনা বলা যাইতে পারে না।

(২২) হাটপত্তন বা হাটবন্দন

এই পুথিটি নরোত্তম ছাড়া আরো অনেক ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। যেমন রামেশ্বর দাস (গ. গ. ম. বি ২০৯), বলরাম দাস (বি. ২৫৪) ও ভিখারী দাস (সা. প. ২৩৪৮)। রাধানাথ কাবাসী তাঁহার বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে রামানন্দ দাস ভণিতাও ধরিয়াছেন।

অদ্বৈত, গদাধর দাস, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি পরিকরবর্গকে লইয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে দিয়া প্রেমের হাট বসাইয়াছিলেন। এই প্রেমের হাটে অতি দীন দুঃখী কাঙ্গাল সকলকেই পরমানন্দময় প্রেমধন বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল —ইহাই এই ক্ষুদ্র রচনাটির বিষয়।

এই রচনাটি নরোত্তমের না হওয়াই সঙ্গত। কেননা, ইহার মধ্যে এক-স্থানে আছে,—

নরোত্তম ঠাকুর আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ॥

নরোত্তম দাসের মতো পরম বৈষ্ণবের পক্ষে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। তাহা ছাড়া, 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি পাইলেও তিনি কখনোই নিজের রচনায় এই উপাধি ব্যবহার করেন নাই।

(২৩) ব্রজপুরকারিকা

পাঁচটি পুথি পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি (ক. বি. ৩৫২৩, ক. বি. ৫৪৮৪ ও ক. বি. ৪৪১৯), সাহিত্য পরিষদে একটি (সা. প. ১৫৩৪) এবং এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি (এ. সো. ৪৮৬৫) পুথি আছে। এই রচনার বর্ণিতব্য বিষয় নরোত্তম-রচিত রাগমালার গদ্যরূপ। ইহা নরোত্তমের রচনা হইতে পারে না। কারণ, ইহার প্রাপ্ত সর্ব্বপ্রাচীন পুথির (ক. বি. ৪৪১৯) লিপিকাল ১০৩৭ সাল। পুথিটি সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত এবং কোথাও ভণিতা বা নরোত্তমের নামোল্লেখ নাই। এ. সো. ৪৮৬৫ পুথিরও কোনো ভণিতা নাই। সা. প. ১৫৩৪ পুথির ভণিতা কৃষ্ণদাসের এবং খুবই সন্দিগ্ধ। ভণিতাটি এই—

প্রভুর সম্মতে কৈল ব্রজপুরকারিকার বাস।
এ সব আখ্যান কহে কবিরাজ ইতি দাস ॥

ক. বি. ৩৫২৩ পুথির ভণিতা নিম্নরূপ—

'প্রভুর সম্মতি কৈল রাগমালার প্রকাশ।
এসব আখ্যান কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি ব্রজপুরকারিকায়াং রাগমালা সংপূর্ণ গ্রন্থ সংপুর্ণ ॥'

ইহা রাগমালারই ভণিতা, ব্রজপুরকারিকার নহে।

ব্রজপুরকারিকা কোনো স্বতন্ত্র রচনা নহে। রাগমালার তথ্যগুলিকেই কেহ গদ্যে বিন্যস্ত করিয়া থাকিবেন। দুইটি রচনা পাশাপাশি রাখিয়া তাহা দেখান যাইতেছে।

কৃষ্ণ যবে বৃন্দাবনে করএ ভ্রমণ।
পঞ্চগুণে গোপিকারে করে আকর্ষণ ॥
শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ আর।
রস স্পর্শগুণ পঞ্চ পরকার ॥...
শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসিকাতে।
রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরেতে ॥
স্পর্শগুণ অঙ্গে লাগে অতি সুশীতল।
যেই গুণ লাগি রাধা হইলা বিকল ॥
এই গুণ হইতে পুর্ব্ব রাগের উদয়।...

—রাগমালা

'শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, গন্ধগুণ, রূপগুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ।—শব্দগুণ কর্ণে, গন্ধগুণ নাসাতে, রূপগুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে, স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়'

—ব্রজপুরকারিকা, ক. বি. ৪৪১৯

এই সব গুণ বৈসে শ্রীরাধিকাতে।
শ্রীরূপমঞ্জরীতে আর আপনাতে ॥···
কামগায়ত্রীর স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হয়।
কামগায়ত্রীতে হয় রাধিকার আশ্রয় ॥
এই ক্রমে রাধিকা হয় কামানুগা। ··
শ্রীরাধিকা হয় কামবীজ স্বরূপ।
কৃষ্ণের আশ্রয় তাতে শুন অপরূপ ॥
এই লাগি কৃষ্ণ প্রেমানুগা হয়।
কৃষ্ণ হএন তেই প্রেমের আশ্রয় ॥'

—রাগমালা

'এই সর্বগুণ সর্বমঞ্জরীতে বৈসে।···কামগায়ত্রী স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। কামগায়ত্রীতে রাধিকার আশ্রয়। এই হেতু রাধিকা কামানুগা। কামবীজ স্বরূপ রাধিকা। কামবীজে কৃষ্ণের আশ্রয়। কৃষ্ণ প্রেমানুগা।'

—ব্রজপুরকারিকা, ক. বি. ৪৪১৯

এইভাবে দুইটি রচনার মধ্যে ঐক্য দেখা যাইবে। ব্রজপুরকারিকার বণিতব্য বিষয়গুলি হইল—কৃষ্ণের গুণ নির্ণয়, পূর্বরাগ, প্রেমবৃক্ষ-রাধিকার দুইশাখা মিলা-অমিলা অর্থাৎ সম্ভোগে-বিপ্রলম্ভের বর্ণনা, চৌষট্টি নায়িকার বিবরণ, মঞ্জরী নির্ণয়, সখীদের কুঞ্জবর্ণনা, বিলাসস্থান ও স্বভাবস্থিতি, রাধাকৃষ্ণের বয়স, রাধার বারমাসের যাবটে-নন্দীশ্বরে গমনাগমন ইত্যাদি। ক. বি. ৩৫২৩ পুথিতে রাগ-রাগিণী নির্ণয়, বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন কুঞ্জে বিহার এবং দশদশার অতিরিক্ত বর্ণনা আছে। পুথিটির লিপিকাল ১২৪৩ সাল। ইহা পরবর্তী সংযোজন। কেননা, রাগমালার বিষয়ের সহিত ব্রজপুরকারিকার প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথির ঐক্য সর্বত্রই। কুঞ্জনির্ণয় নরোত্তমকৃত 'কুঞ্জবর্ণনা'র সহিত মিলিয়াছে। কেবল রাগ-মালায় যেখানে সূত্র নির্দেশ আছে, ব্রজপুরকারিকায় সেখানে বিশদ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

সম্ভোগের ভোক্তা চারি নায়িকার নাম।
অভিসারিকা বাসকশয্যা তাহার আখ্যান ॥
খণ্ডিতা স্বাধীন ভর্তৃকা চারি হয়।
এবে বিপ্রলম্ভের করিএ নির্ণয় ॥
উৎকণ্ঠা কলহান্তরিতা বিপ্রলব্ধা।
প্রোষিতভর্তৃকা হয় চারি নায়িকা ॥

একেক নায়িকাতে অষ্ট নায়িকা নিকশিল ।
অষ্ট অষ্টে চৌষট্টি নায়িকা নিকশিল ॥
—রাগমালা

···সম্ভোগের ৩২, বিপ্রলম্ভের ৩২। সম্ভোগের বত্রিশ, তার নাম নির্ণয়। অভিসারিকা ৮ বাসকশয্যা ৮ খণ্ডিতা ৮ স্বাধীনভর্তৃকা ৮। এই চারি সম্ভোগ নিকষিল। এক গুণ হইতে আট আট নায়িকা নিকষিল। অভিসারিকা আট তার নাম নির্ণয়। উৎকণ্ঠা অভিসারিকা ১, অনুরাগ অভিসারিকা ২, দিবা অভিসারিকা ৩, শীত অভিসারিকা ৪, তাত অভিসারিকা ৫, বাদর অভিসারিকা ৬, তিমির অভিসারিকা ৭, জ্যোৎস্না অভিসারিকা ৮।' —এইভাবে চৌষট্টি নায়িকার প্রত্যেকের উল্লেখ ব্রজপুরকারিকায় আছে।

১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের ধরনটি এই রচনায় পাওয়া যাইবে। নিচে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল—'শ্রীপঞ্চমীর তিন দিবস থাকিতে বাপের ঘরকে জান। মাঘ ফাল্গুন চৈত্রের ফুলদোল পর্যন্ত বাপের ঘরে থাকিয়া হুলিখেলা করে। যতদিন হুলিখেলা থাকে ততদিন গোচারণ নাই। হুলি খেলাচ্ছলে মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ মিলন বৈশাখমাসে শ্বশুর বাড়ীকে আইসেন। বাপের বাড়ীয়ে থাকিয়া হিন্দোলা। ঝুলনা করেন। আরবার আশ্বিনের পাঁচ দিবস থাকিয়া জাবট কে আইসেন। কাতিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের পঞ্চমী পর্যন্ত থাকেন।'
—ব্রজপুরকারিকা, ক. বি. ৪৪১৯

(২৪) অভিরামপটল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি পুথি (ক. বি. ১৩১২, ১৮৭৩ খ্রীঃ ও ক. বি. ৫০৯৭) ছাড়া আর কোথাও মেলে নাই। ভণিতা খুবই সন্দিগ্ধ—

বৃন্দাদেবীর পদরেণু দৃঢ় করি আশ।
অভিরাম পটল কহে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখা শ্রীদামই নবদ্বীপলীলায় অভিরাম ঠাকুর হইয়া অবতীর্ণ হন। অভিরামের লীলা বর্ণনায় পুথি সম্পূর্ণ। পুথির আরম্ভ—

জয় জয় অভিরাম পরমানন্দ কন্দ।
জয় জয় সর্বাভীষ্ট দাতা গৌরচন্দ্র ॥

নরোত্তমের গুরু লোকনাথ গোস্বামীর উল্লেখ কোথাও নাই। তিনি যে অভিরামের অনুগত ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ মেলে না। আশ্চর্যের কথা রচনাটির কোথাও মালিনীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু। তাঁহার প্রসঙ্গে রচয়িতা বলিয়াছেন,—

শ্রীনামের নিজশক্তি বৃন্দা তার নাম।
সেই সে ঈশ্বরপুরী আদ্যাশক্তি ধাম॥

ইহা বৈষ্ণব ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ কথা। সুতরাং ইহাকে নরোত্তমের রচনা বলা যাইতে পারে না।

(২৫) রসবস্তুচন্দ্রিকা

পাঁচটি পত্রের তারিখহীন একটি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে (ক. বি. ৬৩৪১)। সহজ তত্ত্বের বর্ণনা করিয়া রচয়িতা ইহার উদ্গাতা রূপে স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-আদির নামোল্লেখ করিয়াছেন রচনার শেষ দিকে। যথা,—

'স্বরূপ রূপ রঘুনাথ কবিরাজ গোসাঞি।
এই চারি প্রভুর কৃপায় এই সব তত্ত্ব গাই॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পাদপদ্ম সার।
যাহা হৈতে হৈল এই সহজ প্রচার॥···
প্রাপ্তি হয়েন মোর শ্রীললিত মঞ্জরী।
সহজবস্তু কথা যেই হৃদয়ে উদ্গারি॥
রসবস্তু চন্দ্রিকা এই নরোত্তমে কহে।
বস্তুছাড়া যেই জন সেইজন লয়ে॥
যাহার হৃদয়ে এই বস্তু পরকাশ।
সেই সে ইহার করণ পাইবে নির্য্যাস॥

ইতি রসবস্তু চন্দ্রিকা সমাপ্ত।'

স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথকে আমরা মঞ্জরী সাধনার আদি প্রবর্তক বলিয়া জানি, তাঁহারা কেন সহজমত প্রচার করিতে যাইবেন। ললিতমঞ্জরীর সঙ্গে নরোত্তমের সম্পর্কও বোঝা যায় না। ভণিতা ওই একটিই মিলিয়াছে।

বিষয় সংক্ষেপ :

রস হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ ('রসরূপ যারে কহি মধুর শৃঙ্গার, এই গোরা বিনু কেহ নাহি আর') এবং বস্তু 'সে বস্তু স্বরূপ নিত্যানন্দ যে সর্ব্বথা।' ভরতের মুখে সহজ কথা শুনিয়া ভগবান 'তুমি বৃন্দাবন করি তাহাতে সাধয়' এবং তিনিই 'তদেকাত্মা প্রকাশ' হইয়া 'নবদ্বীপে হরিনাম দিয়া সব নিস্তারিলা জীব।' সহজতত্ত্বের সাধ্য-সাধন—'সাধক সাধিয়া প্রাকৃত অপ্রাকৃত করিবে'। অপ্রাকৃত সাধন পূর্ণ হইলে 'অপ্রাকৃত বস্তু আসি তবে সে মিলিবে'। কিন্তু নরদেহ না হইলে এই সাধনা সম্ভব নহে। কেননা, 'মানবদেহেতে আছে বস্তুর বিশেষ'। রাধাঠাকুরাণী হইলেন 'অপ্রাকৃত

রূপের স্বরূপ', 'তাহার প্রাকৃত রূপ মঞ্জরী বাখানি'। দুর্লভ রসিকের রসবস্ত 'বিপরীত রতিতে সেই হয়ত সুলভ'। এই বস্তুর 'আকার এক প্রাকৃত থাকে মাখা, তাহার মধ্যে স্বরূপ যেন আছে নীল রেখা।'

ইহা স্পষ্টতই সহজিয়া মতের। রচনাটিতে ভাগবত, ভরতভন্ত্র, আগম থেকে ১০।১২টি শ্লোক আছে।

(২৬) সহজ উপাসনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১৭৫ সংখ্যক পুথি। তারিখ নাই। ১৯টি পত্রের খণ্ডিত পুথি। ভণিতা ইত্যাদি—

এইত কহিনু কিছু সহজ নির্ধার।
ক্রমাদি কহিলে হয় বহুত বিস্তার॥
সহজ উপাসনাতত্ত্ব কহিনু নির্ধারে।
অতি গোপনীয় কথা কহিতে না পারি॥
জাতি বিজাতিয় নাই সহজের হাটে।
সহজ মানুস তারা একজাতি বটে॥
ইহা জানি কর রসিক সহজ আচরণ।
সংক্ষেপে সহজ কথা কৈনু নিরূপণ॥
বৈষ্ণব গোস্বামীর পায় সদা মোর আশ।
সহজ উপাসনা কহে নরোত্তম দাস॥

গদ্যপদ্য মিশ্র রচনা। বর্ণিতব্য বিষয় সহজ উপাসনা। যথা—

'পুরুষ কার আশ্রয়, প্রকৃতির। প্রকৃতি কার, পরকীয়ার। পরকীয়া কার, দেহরতির। দেহরতি কার, কামরতির। কামরতি কার, শৃঙ্গার রতির। শৃঙ্গার রতি কার, সুখ রতির। সুখরতি কার, ভাবরতির। ভাবরতি কার, প্রেমরতির। প্রেমরতি কার, কৃষ্ণরতির। কৃষ্ণরতি কার, শ্রীরাধারতির। শ্রীরাধা কার, প্রেমরসের। প্রেমরস কার, মানুষের। সহজ কার, রসিকের। রসিক কার, সামান্য মানুষের। ইতি।'

ইহা ছাড়া সহজ মানুস, নবরসিক, পরকীয়া প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। নরোত্তমের ভণিতায় কতকগুলি রাগাত্মিকা পদ আছে। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত বলিয়া পদগুলি 'পরিশিষ্ট ক'-এ প্রকাশ করা হইল।

(২৭) সিদ্ধি কড়চা

১২৫৮ সালের (১৮৫১ খ্রীঃ) একটি পুথি (ক. বি. ৬৫৭১)। তিনপাতায় সম্পূর্ণ পুথির প্রথম পত্রটি নাই। ভণিতা এই—

পরকীয়া ভজন সর্ব্ব ভজনের মূল।
ইহা জানি সাক্ষাৎ চাপহ কৃষ্ণকুল॥
সহজ বস্তুতে জন্মে জন্মে রহুক আশ।
সিদ্ধি কড়চা কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

জীব মায়াশক্তিবলে 'কুমারের চক্রে'র মত ঘুরিতেছে। কিন্তু 'স্থির বুদ্ধি করি যদি করে আরোপন, মায়াচক্র প্রদক্ষিণ তৎক্ষণে বারণ।' মায়াচক্র ভেদ হইলে সাধক দেখে 'কৃষ্ণময় সংসার রাধিকাময় দেশ।' এই 'অতি মর্ম কথা' কেবল রসিকভক্ত জানেন। 'ভক্ত কৃষ্ণ একদেহ কি আর বিচার'। চারিরতির মধ্যে মূল হইল শৃঙ্গার। ভজনশীল সাধকের 'শৃঙ্গার আশ্রয় তার শৃঙ্গার ভূষণ' এইভাবে সাধনেই সিদ্ধি অনায়াসে লভ্য।

(২৮) আশ্রয়নির্ণয়

আশ্রয়তত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বসার হইতে ইহা ভিন্নতর রচনা। নরোত্তম ভণিতায় প্রাপ্ত 'রসভক্তিচন্দ্রিকা'র সহিত আশ্রয়নির্ণয়ের মিল আছে। আশ্রয়নির্ণয় গদ্যপদ্যমিশ্র রচনা, রসভক্তিচন্দ্রিকা অবিমিশ্র পয়ারে মিলে।

আশ্রয় নির্ণয় যে রসভক্তিচন্দ্রিকার রূপান্তর তাহা বোঝা কঠিন নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৬৬ সং পুথির (লিপিকাল ১৮৪৫ খ্রীঃ) নাম রসভক্তি-চন্দ্রিকা। ভণিতা—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম অভিলাষ।
রসভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

অথচ পুথির প্রত্যেকটি পত্রের পাশে 'আশ্রয়নিরূপণাদি' কথাটি লেখা আছে। তাহা ছাড়া, পুথির পয়ার এবং গদ্যাংশ আরম্ভের পূর্বে রসভক্তিচন্দ্রিকার উল্লেখ আছে। যথা,—

'অথ রসভক্তিচন্দ্রিকায়াং। আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার। নাম আশ্রয়, মন্ত্র আশ্রয়, ভাব আশ্রয়, প্রেম আশ্রয়, রস আশ্রয়,—এই পঞ্চ প্রকার।'

বিশ্বভারতীর 'আশ্রয়নির্ণয়' (বি. ৮৫) পুথিতে ভণিতা নাই, বিষয়বস্তু অনুরূপ এবং রসভক্তিচন্দ্রিকা হইতে উদ্ধৃতি দেখাইবার জন্য 'তথাহি রসভক্তি-চন্দ্রিকায়াং' আছে।

নরোত্তম ছাড়া কৃষ্ণদাস ভণিতায় একই বিষয়বস্তুযুক্ত রসভক্তিচন্দ্রিকার পুথি মিলিয়াছে।—

শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
রসভক্তিচন্দ্রিকা কহে কৃষ্ণদাস॥

—সা. প. ১৪৫২, লিপিকাল ১২০১

অনুরূপ রচনাই আবার 'ভজননির্ণয়' নামে চৈতন্যদাস ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। যথা,—

ভজন নির্ণয় কথা করিনু প্রকাশ।
বৈষ্ণবকৃপায় কহে শ্রীচৈতন্যদাস॥

—সা. প. প., ৬ষ্ঠ ভাগ, ১ম সং

একই রচনা ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভণিতায় পাওয়া গেলেও কেবলমাত্র পয়ারে রচিত রসভক্তিচন্দ্রিকার ভণিতা কিন্তু সর্বত্র এক। যেমন,—

রসভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলা প্রকাশ।
অতি দীন হীন কহে নরোত্তম দাস॥

—ক. বি. ১১৬৮; সা. প. ১৩৬৬; সা. প. প. ৬ষ্ঠ ভাগ, ১ম সং

বর্ণিতব্য বিষয়—আশ্রয়,-রাগ,-প্রেম,-রস,-রতি,-ভাব,-ধাম,-পাত্র,-সিদ্ধ,-দশা ইত্যাদির বিবরণ। 'পরিশিষ্ট খ'-এ প্রকাশিত রসভক্তিচন্দ্রিকার সহিত ইহার কোন অমিল নাই। ইহা কোন স্বতন্ত্র রচনা নহে। রসভক্তিচন্দ্রিকা যদি সত্যাই নরোত্তমকৃত রচনা হয়, তবে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি এক বা একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন নাম দিয়া নোটজাতীয় এইরূপ রচনাকারে প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

বিশ্বভারতীর 'আশ্রয়নির্ণয়' (বি. ৮৫) এবং সাহিত্য পরিষদের 'রসভক্তি-চন্দ্রিকা'য় (সা. প. ১৪৫২) শেষের দিকে নিম্নোক্ত অংশটি অতিরিক্ত।—

'কামগায়ত্রি মন্ত্র হয় কৃষ্ণের স্বরূপ॥
সাড়ে চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষরে চন্দ্র হয় কৃষ্ণ করে উদয়॥

ত্রিজগতে কৃষ্ণ কৈল কামময়। সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। অথ কামবীজ সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হয়।...শ্রীকৃষ্ণ জীউ চরণের নখে ১০ হস্তের নখে ১০ মুখচন্দ্র ১ গণ্ডস্থল ২ ললাটে টিকা ১ অঙ্গচন্দ্র। একুনে ২৪। সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। শ্রীমতীর ২৪। ঐ মত। পদ্ম ৮ রত্নহার ১ মুক্তাহার ১ কাঞ্চন-হার ১। এই তিন হার। বনমালা ১, বৈজন্তিমালা ১, মুক্তামালা ১। এই তিনমালা॥'

(২৯) স্বরূপকল্পতরু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি (ক. বি. ২৫২০, ক. বি. ২৫২১ ও ক. বি. ৩৬১৬) এবং বরানগর পাটবাড়ীতে একটি (গ. গ. ম. ৩৫৩, লিপিকাল ১২৮৭ সাল, পত্র সং ৩৪, সম্পর্ণ) পুথি পাওয়া গিয়াছে। ক. বি. ২৫২০ সংখ্যক পুথিটি তারিখহীন, কিন্তু ৪৭টি পত্রে সম্পূর্ণ। ক. বি. ২৫২১ পুথির তারিখ নাই, পত্র সং ২৪-৪২ এবং ৪৭। ক. বি. ৩৬১৬ পুথির মাত্র চারটি পত্র আছে (৩-৬), পুথি অসম্পূর্ণ।

নরোত্তমের নামে প্রাপ্ত সমুদয় পুথির মধ্যে স্বরূপকল্পতরু আয়তনে বৃহৎ বলিয়া ইহার সবিস্তার আলোচনা করা যাইতেছে।

সম্পূর্ণ রচনাটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ভণিতা একই। যথা (সমস্ত উদ্ধৃতি ক. বি. ২৫২০ সংখ্যক পুথির)—

অনঙ্গমঞ্জরী পদ অহনিশ আশ।
স্বরূপ কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

—পত্র ৪৭ খ

অনঙ্গমঞ্জরী পাদপদ্ম যার আশ।
স্বরূপ কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

—পত্র ৩৭ খ

অনঙ্গমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
স্বরূপ কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

—পত্র ৩৪ খ

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধ্যায় ঃ আত্মজিজ্ঞাসা। 'তুমি কে, আমি জীব। কোন জীব, তটস্থ জীব। থাক কোথা, ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল, নিত্যবস্তু হইতে।' ইত্যাদি। এই অংশ পূর্বালোচিত আত্মজিজ্ঞাসার অনুরূপ। ইহা ছাড়া এই অধ্যায়ে 'গোকুল মথুরা দারকা' তিন কৃষ্ণলোক, এবং 'প্রেমরাধা, নিত্যরাধা, কামরাধা'-র বর্ণনা আছে। এখানে কৃষ্ণ হইতেছেন 'নন্দনন্দন' এবং 'একলা ঈশ্বর', 'তাহার অংশিত দেখি যত চরাচর'। এই কৃষ্ণ বলেন, 'আমার ভজন কর নিজ অঙ্গ দিয়া' এবং

'আমি শিষ্য আমি গুরু হঞা করি কৃপা'···
'আপুনি শিষ্যরূপে জন্মি আপুনি'···
'কামনামে পুরুষ আমি রতি নামে নারী।···

ইনি নির্মাণ করেন, 'নবরসের ঘর তাহে পঞ্চবর্ণের ফুল'। এই ঘর 'রত্নের

নির্মাণ ঘর বীজের বিলাস, সত্যরজতম তিন গুণ তার পাশ।···চন্দ্র সূর্য্য দুহে তথা উদয় সদত'। এই তথ্য কেবল তাহারই বিদিত 'রসিকজনের সঙ্গ যেই জন করে'।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ যুগল উপাসনা। 'শ্রীমতীর দেহ হয় শ্রীবৃন্দাবন, তাহাতে শোভয়ে সখী মঞ্জরীর গণ'। অনঙ্গমঞ্জরী পদ্মে, লবঙ্গমঞ্জরী বক্ষে, শ্রীরূপমঞ্জরী চক্ষে, গুণমঞ্জরী কর্ণে, বিলাসমঞ্জরী নাভি বাহুতে, শ্রীরতিমঞ্জরী অভ্যন্তরে, কস্তুরীমঞ্জরী নাসিকাতে এবং রসমঞ্জরী অধরে।

তিনধাম (গোকুল, মথুরা, দ্বারকা), তিনযৌবন (নব, ব্যক্ত, পূর্ণ), চারশায়ী (কারনার্ণবশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও জলাদিকশায়ী), পঞ্চামৃত (অধরামৃত, চরণামৃত, সুধামৃত, গন্ধামৃত ও স্পর্শামৃত), ছয়তত্ত্ব (রূপ নেত্রে, রস অধরে, গন্ধ নাসাতে, শব্দ কর্ণে, স্পর্শ অঙ্গে ও বিলাস পদ্মে)

'শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীগোপাল শ্রীজীব দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় তত্ত্ববস্তু ছয় তত্ত্ব হয়।
পঞ্চামৃত মিলি কৃষ্ণ লীলামৃত কয়॥
শ্রীরূপ গোস্বামী হয় নয়ন যুগল।
শ্রীসনাতন কুচ হৃদয় তরল॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী হয়েন বদন।
রঘুনাথ দাস পদ্মে সাক্ষাৎ মদন॥'

দুইগুরু (শ্রীসনাতন দীক্ষাগুরু, শ্রীরূপ শিক্ষাগুরু), রাধাতত্ত্ব (চারি ফুল, চারি ফল, পক্ষী চারি, পশু চার, 'এই ষোলকলা যার হৃদয়ে উদিত, সেই সে শ্রীমতী রাধা জানিহ নিশ্চিত।') এবং কৃষ্ণতত্ত্বের বর্ণনা আছে। কৃষ্ণতত্ত্বটি এই—

'রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পতরু।
স্বরূপ স্বভাবে ভজে দোঁহে দোহাকার গুরু॥···
কামরূপী রসরাজ তাহার আখ্যান।
তাহার ঘটনা ভাণ্ড এ চৌদ্দ ভুবন॥···
রসিক শেখর কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
নরদেহে বিলসয়ে করি অঙ্গীকার॥ ··
ভুবন আশ্রয় কৃষ্ণ এই সে কারণ।
কৃষ্ণ সুখ সত্তে ভুঞ্জে না জানে মরম॥'

—পত্র ৭, ৮ ক

যুগল উপাসনার স্বরূপ—

'নায়কের কাম আর নায়িকার কাম।
এক বর্ণ হয় তার কহি শুন নাম॥
দুই কামে যুক্ত হঞা শুক্ল বর্ণ ধরে।
পুরুষ প্রকৃতি রূপে জগৎ বিহরে॥...
চম্পককলিকা দেখ নিরখি কলেবর।...
বামদিকে বিকশিত দিবার সঞ্চার।
দক্ষিণ দিকেতে রাত্রি ঘোর অন্ধকার॥
বামেতে শ্রীমতী রাধা দক্ষিণে কিশোর।
রজে বীজে এক মূর্ত্তি লাবণ্যে সুন্দর॥
হ্রীং ক্লীং দুই বীজ মূর্ত্তি অগোচর।...
ক্লীং শব্দেতে বীজ পুরুষ রতন।
হ্রীং শব্দেতে বীজ কহি হরে জগমন॥
এইত কহিলাম যুগলের উপাসনা।'

—পত্র ৪ খ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ তিন মানুষের উপাসনা। অযোনী, সংস্কার ও স্বতসিদ্ধ এই তিন মানুষ।—

সংস্কার মানুষ কহি সত্যরূপা কাম।
অযোনী মানুষ মহা সত্যরূপা নাম॥
স্বতসিদ্ধ মানুষ জিহোঁ রাধা ঠাকুরাণী।
আনন্দ মদন যাহা সহজেতে গণি॥

নিত্যবৃন্দাবনের বর্ণনা ও মহিমা—

'নিত্যবৃন্দাবন বলি স্বরূপেতে লিখি।
ললিতা অনঙ্গা বল্যা অধঃদেশে লিখি॥
রসদৃষ্টে রতি বলি আস্বাদনে রস।
প্রেমের পিরিতি বলি প্রাপ্তি সে পরশ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী বলি রাসের রমণী।
রেবতী বারুণী বলি সুধা শিখরিণী॥
ভগবতী নাম তার যোগমায়া রূপ।
ভগরূপে রাধা অঙ্গে শোভে রসকূপ॥
ভক্তিভাবে ভগবান বল্যা যারে গাই।
মর্মস্থান বলি তারে স্বরূপেতে পাই॥

রসের স্বরূপ বলি রস শিখরিণী।
চৈতন্য অগ্রজ নিত্যানন্দ গুণমণি॥
তেতুলির তলা বলি বেতসীর বন।
চৈতন্য উৎকণ্ঠা যারে করিতে দরশন॥
বটপত্র নাম তার প্রলয় যখন।
তথিমধ্যে নিত্য সেবা করে নিরঞ্জন॥
গরুড়ের স্তম্ভ যুগ নিম্ন বলি খাল।
মন্মথ মদন বলি মদনের জাল॥
নবখণ্ডের খণ্ড বলি নবরসের রস।
স্বরূপ স্বভাব বলি প্রাপ্তি সে পরশ॥
মদনকুঞ্জ বলিয়া তাহার নাম মদনের ঘর।
কৃষ্ণসেবা করে সভে তাহার ভিতর॥
জ্যোতির্ম্ময় ধাম বলি যোগের দুর্লভ।
দারিদ্র্য তোষক বলি অনাথ বান্ধব॥
অষ্ট পদ্মের পদ্ম বলি অষ্টরসের রস।
সুখের সাগর বলি সভে যার বশ॥
পতিত পাবন বলি পতিতের বন্ধু।
গর্ভোদক শায়ী বলি গুপ্ত নাম ইন্দু॥
শ্রীমতী জাহ্নবা বলি নিত্যানন্দের দারা।
সেই সেবে যুগল পিরিতি জানে যারা॥
আনন্দমঞ্জরী বলি আনন্দের কালে।
সকল জগৎ ভজে আনন্দ মিশালে॥
আভির তনয়া বলি কালে উপনীত।
গন্ধরাজ চাঁপা বলি মজয়া বলিশ্চিত॥
সরস বসন্ত বলি বসন্তের কালে।
নীলোৎপল ফুটে তথা গন্ধ মনোহরে॥

এইধাম নিত্য বৃন্দাবন। ঞিহার সঙ্গে নিত্য লীলা হয়। ইহাকে মর্ম্মস্থান বলি। এই স্থানে জগতের মনকে হরণ করেন।

এইত কহিলাম বৃন্দাবন মাধুরী।
স্বরূপ স্বভাবে ভজ অনঙ্গমঞ্জরী॥'

—পত্র ৯ খ, ১০ ক, খ

নবদ্বীপের মাধুরী—

'নবদ্বীপ বৃন্দাবন পুরুষ প্রকৃতি।
এই দুই দেহ বিনে আর বস্তু কতি॥
দুই এক হৈলে হয় ভগবান নাম।
আগম নিগমে আছে ইহার প্রমাণ॥'

—পত্র ১১ খ

অনাদিপুরুস নিরঞ্জনের দশটি অনুরাগ (১। তৎলক্ষণ, ২। দর্শন, ৩। দূতীমুখ, ৪। অদর্শন, ৫। স্বপ্নে, ৬। হাস্যে, ৭। ভয়, ৮। ভাব, ৯। অন্যত্র গমন, ও ১০। অকস্মাৎ)। ইহা 'না বুঝে মুরুখ', কেবল 'রসিক ভকত বুঝে এ সকল ধর্ম।'

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সত্ত্বরজতম তিন অবতার বর্ণনা। সহজতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও পিরিতিতত্ত্ব। সহজতত্ত্ব এই—

'সই সহজ বুঝিবে কে।
তিমির আন্ধারে, আছে যেই জন, সহজ পেয়্যাছে সে॥
চাদের কাছে, অবলা আছে, সেই সে পিরিতি সার।
বিষেতে অমৃত, একত্র মিলন, কে জানে মহিমা তার॥
ভিতরে তাহার, তিনটি দুয়ার, বাহিরে একটি হয়।
স্থির হইয়া, দুইটি ছাড়িয়া, একের কাছেতে রয়॥...
কৃষ্ণদাস বলে, লাখে এক মিলে, ঘুচাই মনের ধান্ধা।
শ্রীরূপ কৃপাতে, যদি ইহা পাবে, প্রিয়া মনে রাখ বান্ধা॥'

—পত্র ১৭ খ

ভক্তিতত্ত্ব—

'ভকতি বলিয়া, তিনটি আখর, বুঝিতে বিষম দায়।
ভাবের উপর, ভকতি সাধিলে, তবে সে সমান যায়॥
সেখানে এখানে, একই স্বরূপ, রূপেতে মিশায়া জানে।
রূপের গাগরী, রসের মাধুরী, সহজ করিয়া মানে॥
ভকত আপুনি, রাধা বিনোদিনী, ভকত যতেক গোপী।
কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, যখন যেমন ভাব।...
শ্যামের দেহেতে, সখীর বসতি, মঞ্জরী রাইয়ের দেহে।...
কহে খগেশ্বর, রসিক শেখর, ক হিল পাবার পথ।
কিশোর কিশোরী, এক কলেবর, তাহাতে ব্যাপিল এত॥'

—পত্র ১৭-১৮

প্রেম ও পিরিতি তত্ত্ব—

'প্রে' শব্দে কহি শুন রাধা বিনোদিনী।
'ম' শব্দে কৃষ্ণচন্দ্র দেব-শিরোমণি ॥
ইহার পিরিতি যারে প্রেম তারে কহি।
প্রেম নাক্রি প্রাপ্তি হয় রাগানগা বহি ॥'

—পত্র ১৮ ক

'পি' শব্দে কহি প্রিয় রাধা বিনোদিনী।
'রি' শব্দে প্রেমবস্তু রসশিখরিণী ॥
'তি' শব্দে কৃষ্ণচন্দ্র রসের চকোর।
রাই দেহে রস পিয়ে মত্ত মধুকর ॥'

—পত্র ১৮ খ

চৈতন্য-নিত্যানন্দ তত্ত্ব—

'অর্ধাঙ্গ স্বরূপ অর্ধাঙ্গ প্রকৃতি।
আপনা আপনি সঙ্গে করেন পিরিতি ॥
আপনে চৈতন্যরূপ আপনে নিতাই।
স্বরূপ বিহনে রূপের স্থিতি কোথা নাই ॥
পুরুষ রূপেতে নিতাই কৃষ্ণ গুণমণি।
প্রকৃতিরূপে নিতাই রাধা বিনোদিনী ॥

—পত্র ১৯খ, ২০ক

রাধাতত্ত্ব—'পৃথিবী কোন আকৃতি, ত্রিকোণ আকৃতি। কার দেহ, শ্রীমতীর দেহ।...
দেহমধ্যে আছে হরি দয়ার ঠাকুর, দেহ সে জানিলে জানি সর্বতত্ত্ব সার।'

বেদের জনম—'ক্লী বলিয়া তার নাম সাম বেদ সার। শ্রীমূর্তি হইল ঋক বেদসার।
ক্লিঁ বলিয়া নাম ক্লিব লিঙ্গ বাখানি। অথর্ববেদ বলি তারে পুরাণে বাখানি ॥
রজবীর্য্য লিঙ্গ এক বেদ যজু তার নাম। এই চারি বেদ হইতে সৃষ্টির সঞ্চার ॥'

পঞ্চম অধ্যায় : মাধব পুরীর উপাসনা, তিনবাঞ্ছা পুরণার্থ নবদ্বীপ অবতার এবং চৈতন্যরূপে নবদ্বীপ-নীলাচলে লীলার বর্ণনা।

ষষ্ঠ অধ্যায় : কুঞ্জবর্ণনা। তৃতীয় অধ্যায়ে মদনকুঞ্জের বর্ণনা আছে। সেই কুঞ্জে অনঙ্গমঞ্জরী সঙ্গে ললিতার সেবা এবং অনঙ্গমঞ্জরী ও ললিতার যূথ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'চন্দ্রসুখদা' নামে কৃষ্ণের 'বিশ্রামস্থান' ইন্দুরেখা-গুণমঞ্জরীর কুঞ্জ বর্ণিত।

সপ্তম অধ্যায় : সুদেবী-কস্তুরী মঞ্জরীর কুঞ্জ 'বসন্তসুখদা'র আখ্যান বর্ণনা।

অষ্টম অধ্যায়ে রঙ্গদেবী-বিলাসমঞ্জরীর কুঞ্জ এবং 'অরুণানন্দা' নামে তুঙ্গবিদ্যা-রতিমঞ্জরীর কুঞ্জের বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গক্রমে 'গুপ্তচন্দ্রগ্রাম' এবং 'নারীমাহাত্ম্য' কীর্তিত হইয়াছে।

আলোচনা ঃ

স্বরূপকল্পতরু নরোত্তমের লেখা হইতেই পারে না। কেননা, বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, সহজসাধনার বিভিন্ন বিষয়গুলিই স্বরূপকল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, একই রচনার মধ্যে নানা প্রসঙ্গের একত্র আলোচনা নরোত্তমের লেখার বৈশিষ্ট্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ ভণিতার সর্বত্র অনঙ্গমঞ্জরীর আনুগত্য। নরোত্তমের সঙ্গে অনঙ্গ-মঞ্জরীর সম্পর্ক কোথাও দেখা যায় না। লোকনাথের সিদ্ধনাম মঞ্জুলালী। স্বরূপ-কল্পতরুর কোন স্থানে লোকনাথ কিংবা মঞ্জুলালীর আনুগত্য স্বীকৃত হয় নাই। গুরু প্রসঙ্গে আছে—

শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু মোর আর গুরু দুই।

এই দুই গুরুর নাম নাই। কেবল আছে—

'লবঙ্গমঞ্জরী বলি দীক্ষা নামে গুরু' (পত্র ৩৮ক) এবং
'সনাতন গোসাঞি বলি শিক্ষিতের গুরু।' (পত্র ৩৭খ)

ইন্দুরেখার কুঞ্জবর্ণনা প্রসঙ্গে একস্থানে আছে 'কুঞ্জলালী মঞ্জরী বলি স্বরূপের সার' (পত্র ৩৫ক) এবং ৪৩খ পত্রে একবার লোকনাথ গোস্বামীর কথা বলা হইয়াছে। অন্যান্য কুঞ্জ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিভিন্ন গোস্বামীর নামের মত এখানেও লোকনাথের নাম সাধারণভাবে উল্লেখিত। ইহার বিশেষ কিছু গুরুত্ব নাই। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখকের দৈন্য নিবেদনে মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গদাধর-মুকুন্দ-মুরারি প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও লোকনাথকে নাম নাই। স্বীয় গুরু লোকনাথকে এইভাবে বিস্মৃত হইবার কোন কারণ দেখান যায় না।

তৃতীয়তঃ লেখক নিজেকে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র রচয়িতারূপে দুইস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় পূর্বে করিয়াছি লিখন।' (পত্র ৪৭ খ) এবং
'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছি পূর্বে।' (পত্র ২৯ ক)

কিন্তু স্বরূপকল্পতরুর সব কয়টি পুথিতে এই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না দেখিয়া ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

চতুর্থতঃ সহজতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক কৃষ্ণদাস ভণিতার একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু নরোত্তম যে কৃষ্ণদাসকে জানিতেন তিনি চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রণেতা। সহজিয়া-কৃষ্ণদাসকে লইয়া নরোত্তম কখনও ব্যস্ত হন নাই।

পঞ্চমতঃ ইহাতে নরোত্তম-ভণিতায় দুইটি সহজিয়া পদ আছে। 'পরিশিষ্ট ক'-এ পদ দুইটি সংকলিত হইয়াছে। পদাবলীর নরোত্তমের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

ষষ্ঠতঃ রচনাটির নাম। স্বরূপকল্পতরুতে 'স্বরূপ' বস্তুটি কি তাহা বুঝাইবার আপ্রাণ চেষ্টা হইয়াছে। একমাত্র রসিকেই যে এই স্বরূপের মর্ম অবগত তাহা পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যথা,—

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পতরু।
স্বরূপ স্বভাবে ভজে দোহেঁ দোহাঁকার গুরু।
* * *
নিত্য বৃন্দাবন বলি স্বরূপেতে লিখি।
* * *
রসের স্বরূপ হন যুগল কিশোর।
* * *
স্বরূপ সম্পদ মানে আপনাকে চিনে।
সকলি জানিবে শূন্য স্বরূপ বিহনে॥
স্বরূপ স্বভাব হয় সভাকার পর।
রূপে নামে আত্মা তার সভাই কিংকর॥ ইত্যাদি।

'স্বরূপ'-এর উপলব্ধি সহজিয়া সাধনার বৈশিষ্ট্য, নরোত্তমের সাধনার নহে।

সপ্তমতঃ নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ। 'পুরুষরূপেতে নিতাই কৃষ্ণগুণমণি। প্রকৃতিরূপে নিতাই রাধা-বিনোদিনী॥' ইহা নরোত্তম কখনই বলিতে পারেন না।

অষ্টমতঃ সহজিয়াগণের 'তিনমানুষ', 'গুপ্তচন্দ্রপুর', 'রূপ ও রতি', 'রসিক' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা নরোত্তম কেন করিতে যাইবেন?

নবমতঃ নারীসেবা ও নারী মহিমার গুণগান—

অন্য রহু দূরে যেই স্বয়ং ভগবান।
নারি সেবা করি তিহোঁ রসিক কহান॥
গোলোক ছাড়িল শুনি ভরথ বচন।
নরবপু হঞা করে নারির সেবন॥
নারি বিনে কোথা আছে জুড়াবার স্থান।...

—পত্র ৪৭খ

ইহাতে নায়িকা-সাধনের ইঙ্গিত সহজেই লক্ষ্যগোচর।

এই সকল কারণে স্বরূপকল্পতরুকে নরোত্তমের খাঁটি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

(৩০) রসসার

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৩৩৪ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় নরোত্তম-ভণিতায় প্রাপ্ত 'রসসার' নামে একটি রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের বাংলা পুথির মধ্যে তিনি ইহার সন্ধান পান। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও পুথিটি দেখিতে পাই নাই। সম্ভবতঃ পরিষদের সংস্কৃত পুথির ভীড়ে ইহা হারাইয়া গিয়া থাকিবে। কাজেই শ্রীচক্রবর্তীর মন্তব্যই এখানে উদ্ধার করা গেল।

'(রসসারে) বৈষ্ণব ধর্মের রসতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাত্ত্বিকগুণ, স্থায়িভাব, রস, দক্ষিণাদি নায়ক-নায়িকাভেদ, বিকৃতি রস, প্রেম-বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা। গ্রন্থশেষে সহজমতের আলোচনা। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষেই রামী ও চণ্ডীদাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।'

উক্ত বিবরণ হইতে রসসারের সহজিয়া বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রচনাটি সম্বন্ধে অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'রসসার নরোত্তম ঠাকুরের পরবর্তী কোনও নরোত্তমের রচনা।' (বিশ্বকোষ, ৯ম খণ্ড)।

সর্বশেষ তিনটি পুথি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিয়া এই আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি বিবরণীতে 'বসন্তবিভাষ' (ক. বি. ৫৮৭৭), 'সুদামচরিত' (ক. বি. ৫৭৬৭) এবং 'সাধ্যসাধন গ্রন্থ' (ক. বি. ২৬৭৩) পুথি তিনটিকে নরোত্তমকৃত বলিয়া চিহ্নিত আছে। বস্তুতঃ পক্ষে 'বসন্তবিভাষ' বংশীদাসের পদাবলীর পুথি, ইহাতে নরোত্তমের দুইটি পদ আছে। 'সুদামচরিতে'র প্রথম সাতটি পাতা প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার এবং অবশিষ্ট পত্র দুইটি 'সুদামচরিতে'র। ইহার রচয়িতা নরোত্তম নহেন, কেননা ভণিতা আছে—

বিপ্র পরশুরাম গান পুরাণের সার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার॥

'সাধ্য-সাধন গ্রন্থ'-এর শেষ চারটি পত্র সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকার। প্রথম তিনটি পত্রে কোন ভণিতা পাওয়া যায় নাই। এই পত্রগুলির বর্ণিতব্য বিষয় গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মধ্যে প্রশ্নোত্তরছলে ভক্তিপ্রসঙ্গ আলোচনা। 'সাধ্যসাধন' কথাটি পুথির প্রারম্ভ পত্রে লেখা আছে। মণীন্দ্রমোহন বসু ইহাকে একটি স্বতন্ত্র রচনা মনে করিয়া *Post-Chaitanya Sahajiya Cult*-এর পরিশিষ্টে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবি নরোত্তম ও তাঁহার কাব্য

নরোত্তমের কবিখ্যাতি প্রধানতঃ তাঁহার প্রার্থনা পদগুলির জন্য। এই পদগুলি পদাবলী সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য রাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া রচিত নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকজীবনের অভিলাষ ও সেবালালসা এবং বৈষ্ণব সাধনার রহস্য ইহাদের অবলম্বন। সেই বিচারে পদগুলি সাধনসঙ্গীত জাতীয় এবং বাংলা সাহিত্যে সাধন সঙ্গীতের যে ধারা চর্যাপদ হইতে শুরু করিয়া শাক্তপদাবলী পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য রাধাকৃষ্ণলীলার স্মরণ-মনন-কীর্তন পর-চৈতন্য যুগে অন্যতম প্রধান সাধনরূপে স্বীকৃতি পায়। বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ কৃষ্ণলীলা বা গৌরাঙ্গ-লীলার পরিকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে লীলাশুকের ন্যায় লীলাসঙ্গীতের দ্বারাই লীলা আস্বাদন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে সাধক প্রেরণা কবি প্রেরণা হইতে অধিকতর সক্রিয় ছিল ইহা বলা চলে না। বিশেষ করিয়া চৈতন্য-পূর্বযুগের কবিদের সম্বন্ধে একথা বলা আরো কঠিন। তাঁহারা প্রধানতঃ কবি-প্রেরণার বশবর্তী হইয়া রাধাকৃষ্ণ লীলার পদ রচনা করেন। বৈষ্ণবসাধক সে সমস্ত পদ লীলা সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু নরোত্তম প্রথমতঃ সাধক পরে কবি। রাধাকৃষ্ণলীলার পদগুলি ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার প্রার্থনা পদাবলীর মূলে যে সাধক-প্রেরণা, তাহা অনস্বীকার্য। ব্রজভূমে সেবা প্রাপ্তির অকৃত্রিম আন্তরিক অভিলাষ সুতীব্র আকুলতা লইয়া ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। সাধকের চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত সকাতর বিলাপ এবং সেবা বাসনা ও সেবালালসার স্বরূপ পদগুলির উপজীব্য। রাধাকৃষ্ণ এখানে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী রূপে বিরাজিত, তাঁহাদের অলৌকিক অপার্থিব লীলার রসমাধুর্য পশ্চাৎপটে রহিয়া গিয়াছে। সেই বিচারে পদগুলি সাধনসঙ্গীত।

চর্যাপদ, বৈষ্ণব সহজিয়া ও মরমিয়াগণের রাগাত্মিক পদাবলী, বাউলসঙ্গীত এবং শাক্তপদাবলীর পর্যায় ভুক্ত হইলেও সাধনসঙ্গীত রূপে এই প্রার্থনাগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। চর্যাপদের ভাষার কাঠিন্য ও রূপকের অন্তরাল ভেদ করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত সাধনরহস্য নির্ণয় দুরূহ কর্ম। তাহা ছাড়া, চর্যাপদে ভক্তি-বিরহিত জ্ঞান ও যোগের সাধনা। নরোত্তমের প্রার্থনার পদের ভাষা সুবোধ্য, সরল ও সুললিত, কোনো কৃত্রিম আবরণের কাঠিন্য মণ্ডিত নহে এবং ভক্তি ইহার সর্বস্ব। বৈষ্ণব সহজিয়াগণের সাধনার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধনারও মৌল

প্রভেদ। দেহের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া রাধাকৃষ্ণকে তাঁহারা দেহাশ্রিত করিতে চাহেন। আরোপ সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর মানুষও রাগাত্মিক প্রেমের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে রাগাত্মিক প্রেমের বিষয় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেয়সীরা। তাঁহাদের অনুগতা যে সখী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণের সাধনা হইল সেই সখীদের অনুগা হইয়া ব্রজে যুগলকিশোরের সেবা প্রাপ্তির সাধনা। বাউলসাধনার লক্ষ্য 'মনের মানুষে'র। অথচ, 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান কিছুতেই মেলে না। এই না-পাওয়ার বেদনা, বিরহের অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস গভীর হাহাকারে বাউলের চিত্তাকাশকে ভরিয়া তুলিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য যুগলকিশোর কিন্তু সদয়-হৃদয়, পরমকরুণ ও প্রেমপূরিত-হৃদয়। শাক্ত সাধনসঙ্গীতে বহিরঙ্গ সাধনার রূপের সহিত—(হরিনাম কীর্তনের মত কালীনামের মহিমা কীর্তন হইতে ভাবের উদয়) —বৈষ্ণব উপাসনা পদ্ধতির ঐক্য আছে। কিন্তু অনৈক্য আন্তর সাধনায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা ভাবপ্রধান, কিন্তু শাক্ত সাধকের অন্তর সাধনা ক্রিয়া-প্রধান। শাক্ত সাধনার আরম্ভ ভাব লইয়া, ইহার শেষ যোগসাধনে। ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ ও কুণ্ডলিনী যোগ ইত্যাদি ক্রিয়া করিলে তবেই পরমশক্তিকে উপলব্ধি করা যায়।

অবশ্য, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে নরোত্তমই যে প্রথম প্রার্থনা জাতীয় সাধন সঙ্গীতের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার পূর্বে বিদ্যাপতি প্রার্থনা পদ রচনা করেন। চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদনও পাইতেছি। কিন্তু নরোত্তমের পদের সহিত ইহাদের সর্বৈব ঐক্য নাই। বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদ কোনো সাম্প্রদায়িক বন্দনারীতির অনুবর্তী নয়। মাধবরূপী সত্যস্বরূপের নিকট তিনি আত্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহাতে যে আকুল-আক্ষেপ, আত্মগ্লানি ও পার্থিব নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা বিদ্যাপতির আত্মগত খেদোক্তি, ইহা তাঁহার আত্মসম্বিতের আচম্বিত জাগরণের। তাহা ছাড়াও প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি নিছক ভক্তকবি নহেন, ইহাতে জ্ঞানের একটা কঠিন বহিরাবরণ আছে। তিনি শিবভক্ত শক্তিভক্ত—তাঁহার একটা বৈদান্তিক দীক্ষা ছিল। তাহাই, ঐ জ্ঞান-কাঠিন্যই, যেন আত্মসমর্পণের আবেগে বিগলিত হইয়া রসরূপ ধরিয়াছে। নরোত্তমের প্রার্থনা কিন্তু সাম্প্রদায়িক। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের সিদ্ধান্তানুযায়ী মানসদেহে সখী অনুগতে সাধনের একান্ত অভিলাষ তাঁহার প্রার্থনায় অভিব্যক্ত। জ্ঞানের কোনো আবরণ নাই, কেবলা ভক্তি লাভের আকুতিই সেখানে সর্বস্ব। আবার এই আকুতি সহসা উচ্ছসিত নহে, দীর্ঘদিনের বাসনাসঞ্জাত। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ঐক্য লীলাসঙ্গীতের বাহিরে উভয়ই সাধনসঙ্গীত।

বিদ্যাপতির প্রার্থনা তাঁহারই নিজস্ব, শিব ও মাধবের নিকট আপন হৃদয়ভার

তিনি লাঘব করিয়াছেন। নরোত্তমের প্রার্থনা সম্প্রদায় সম্পর্ক হেতু, ব্যক্তিগত হইয়াও, সকল বৈষ্ণবসাধকের। কিন্তু চণ্ডীদাসের নিবেদন নিজের নয়, তাঁহার রাধিকার। তবে, চণ্ডীদাস ও তাঁহার রাধিকা প্রায়শঃই একাত্ম বলিয়া, রাধার নিবেদন, চণ্ডীদাসেরও নিবেদন। বৈষ্ণব তাত্ত্বিকতা হইতে তিনি ছিলেন দূরে। রাগাত্মিক প্রেমকে নিজ জীবনেও অঙ্গীকার করিতে তিনি সংকুচিত হন নাই। চণ্ডীদাস বলিতে পারেন—

বধ কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

কিন্তু নরোত্তমে ইহা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে রাগাত্মিক প্রেমের আশ্রয় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ প্রেয়সীরা ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না। চণ্ডীদাসের রাধা শান্ত পবিত্র মনে ভক্তিনম্র চিত্তে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। হিন্দু দৃষ্টিসম্মত শুদ্ধা ভক্তির বিভিন্ন অবস্থাকে চণ্ডীদাস স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যক্তিগত, নরোত্তমের সাধনার মতো গোষ্ঠীর বিষয় নহে। চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদন তাই 'ভক্তি স্তোত্র', সাধনসঙ্গীত নহে।

নরোত্তমের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী লোচন দাসও কয়েকটি প্রার্থনা পদ রচনা করেন। নরহরি সরকার ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি পদকল্পতরুতে প্রার্থনা পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে। পদগুলি দৈন্যবোধিকা, গৌরাঙ্গ-কৃপা লাভের জন্য সকাতর সদৈন্য বিনতি ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার বিধিরহস্যের পরিচয় ইহাতে মেলে না। নরোত্তমের প্রার্থনা পদে সাধন পথে অগ্রসর হইবার যে ক্রম লক্ষিত হয়, ঐ সকল কবির পদে তাহা অনুপস্থিত। ইহাতে সাধারণভাবে বিষয়ভোগের অসারতা এবং হরিচরণ আশ্রয়ের উপাদেয়তা বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দদাসের আক্ষেপ 'গৌরকীর্তন-রসে, জগজন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে' (তরু ২৯৮৭), দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়া থাকিবার অনুশোচনায় আত্মধিক্কারে তাঁহার ইচ্ছা করে 'আগুনে পুড়িয়া মরোঁ, জলে পরবেশ করোঁ, বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া' (তরু ২৯৮৫) এবং শেষ পর্যন্ত—

শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দন, পদসেবন দাসি,
পূজন সখিজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষী ॥

—তরু ৩০৩২

লোচনদাসের প্রার্থনার পদে প্রকারান্তরে শিক্ষাদান—'দারাপুত্রবধূ, যতন করিছ, সকলি নিমের তিতা' (তরু ৩০৩৬) এবং—

কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি, যেই হরি নাহি ভজে।
ভবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, রৌরব নরকে মজে ॥

—তরু ৩০৪৩

কিন্তু 'ব্রজেন্দ্র নন্দন, ভজে যেই জন, সফল জীবন তার'

—তরু ৩০৪৪

বলরামদাস ভণিতায় পদকল্পতরুতে ৭টি প্রার্থনা পদ সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি পদ 'প্রথমে জননীকোলে' (তরু ২৯৯৮) এবং 'ভাইরে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া' (তরু ২৯৯৯) নরোত্তম ভণিতায়ও পাওয়া গিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাস আছেন। —তরুর ৩০৭১ ও ৩০৭৪ সংখ্যক পদের কবি বলরাম সম্ভবতঃ নরোত্তমের পরবর্তী হইবেন। কেননা, পদদুইটি সেবনোচিত লালসাময়ী পর্য্যায়ের। কবি বলিতেছেন—

হরি হরি কবহুঁ শ্রীচরণ সমাই।
কনকমঞ্জরী মুখ হেরব জাগাই ॥
বিরচিব সিন্দুর কাজর বেশ।
বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ ॥
তনু অনুলেপব চন্দন গন্ধ।
পুনহি পরায়ব কাঁচলি বন্ধ ॥

—তরু ৩০৭১

এবং রতিরণ ছরমে, ঘরমে দুহু বৈঠব,
বীজব কিশলয় বিজনে।

—তরু ৩০৭৫

নরোত্তমের পূর্বে এইরূপ সেবালালসার পদ পদাবলী সাহিত্যে অপরিচিত। নিত্যানন্দ-ভক্ত বলরাম দাস নরোত্তমের অব্যবহিত সমসাময়িক কবি। ২৯৯৭, ২৯৯৯ ও ৩০৩৭ সংখ্যক পদ সম্ভবতঃ ইঁহারই রচনা। পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণপদ ভজন ও হরিনাম গ্রহণ ভবসংসার হইতে তরিবার পথ বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে।

রাধা ও কৃষ্ণের আত্মনিবেদন ছাড়া জ্ঞানদাস প্রার্থনাজাতীয় কোন পদ রচনা করেন নাই।

শ্রীনিবাসাচার্যের স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি পদের মধ্যে দুইটি প্রার্থনার (তরু ৩০৭২ ও ৩০৭৩)। ইহাতে গুণমঞ্জরী সমীপে 'কিশোর কিশোরী-পদ সেবন-সম্পদ' প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নরোত্তমের পরে যে সকল প্রার্থনা পদ রচিত হয় তাহার সকলগুলিই সাধন-সঙ্গীত। নরোত্তম কর্তৃক মঞ্জরীসাধনা বা সখীঅনুগতে সাধনার রূপটি নির্ণীত

হইবার পর, এই জাতীয় পদরচনা রীতি হইয়া পড়ে। নরোত্তম-শিষ্য বল্লভদাস, রাধামোহন, গৌরসুন্দর দাস ও বৈষ্ণব দাস অনেকগুলি পদ রচনা করেন। কিন্তু তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে নরোত্তমের প্রার্থনা পদগুলির পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যাপতির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব বিরহ, ভাবসম্মিলন ও ভাবোল্লাসের পদে। আক্ষেপানুরাগ, রসোদগার ও আত্মনিবেদনে চণ্ডীদাস তুলনা রহিত। গৌরচন্দ্রিকা, অভিসার ও কলহান্তরিতার পদে গোবিন্দদাস সকল বৈষ্ণব কবিদিগকে ম্লান করিয়া দিয়াছেন। প্রার্থনার পদ তেমনি নরোত্তমের কবি-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে ইহার দোসর নাই। ভক্তহৃদয়ের নিঃসীম দৈন্যবোধ, তাহার বিপুল গভীর আর্তি, বিষয়-বিষ তিক্ত হৃদয়ের দহনজ্বালা, ব্রজভূমে মাধুকরী জীবনের প্রতি দুর্নিবার লোভ এবং যুগলসেবা লালসার জন্যে করুণ ভীরু অথচ অপরিসীম আকর্ষণ—পদগুলির ছত্রে ছত্রে অনুপম সারল্যে এবং ভূষণবিহীন অনাড়ম্বরতায় প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক-নরোত্তম, কবি-নরোত্তম এবং প্রচারক-নরোত্তম ইহাতে এক এবং অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। পদগুলির নিরাভরণ সৌন্দর্য, প্রত্যক্ষ আবেদন ও আবেগঘন মাধুর্য গীতিকবিতার শর্ত পূরণ করিয়াছে। অন্যদিকে ব্যক্তি-জীবনের দুর্বলতা ও অসহায়তা, ভক্তিপ্রাণ বৈষ্ণবের সীমাহীন দৈন্য ও অকৃত্রিম অনুরাগ এবং মঞ্জরীসাধকের একান্ত অভিলাষ ও সাধন পথের ক্রম-পর্যায় পদগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রার্থনার পদে নরোত্তম ব্রজবুলী বা প্রচলিত কাব্যভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। হৃদয়ের গভীর অনুভব ও আকাঙ্ক্ষাকে মুখের কথায় রূপ দিয়াছেন। ইহাতে শব্দনির্বাচনের অভিনবত্ব কিম্বা অলঙ্কারের প্রখর দীপ্তি পাঠকের চিত্তকে চমৎকৃত করিয়া কিংবা চক্ষু ঝলসাইয়া দেয় না। গভীর আবেগের অনাড়ম্বর প্রকাশ ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে পাঠকের চিত্তে স্নিগ্ধ শীতল ছায়া সঞ্চার করে, তাহাকে অভিভূত করিয়া তোলে। ইহাদের আবেদন সরাসরি পাঠকের হৃদয় দুয়ারে আঘাত হানে, তাহার জন্য রসবিদগ্ধ কিংবা বৈষ্ণব হইবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। আপামর সাধারণ তাই প্রার্থনার মর্মগ্রহণে পারঙ্গম।

প্রার্থনাপদ সাধনসঙ্গীত, বৈষ্ণবসাধকের নিগূঢ় বাসনার বাণীরূপ। সেই বাসনা ব্যক্তি নরোত্তমকে আক্ষেপে-অনুরাগে, ব্যর্থতায়-বেদনায়, হতাশায়-হাহাকারে বিদীর্ণ করিয়াছে। প্রার্থনা পদাবলী সে কারণে নরোত্তমের ব্যক্তিমানসের অন্তরঙ্গ আলেখ্যও বটে। পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সেই আলেখ্যটি এবং বৈষ্ণবসাধনার রূপটি তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা যাক।

বর্তমান সংকলনে প্রার্থনার প্রথম পনেরটি পদে শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ, গুরু

লোকনাথ, শ্রীরূপসনাতন প্রমুখ গোস্বামীগণ, শ্রীনিবাসাচার্য এবং বৈষ্ণবগণের নিকট নরোত্তমের দৈন্য ও বিনতি নিবেদিত হইয়াছে। প্রথম পদটির—

গৌরাঙ্গ বলিতে কবে হব পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়ানে বহে নীর॥

পাঠ করিতেই মহাপ্রভু রচিত—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বচনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপু কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

শ্লোকের কথা মনে পড়িয়া যায়। হরিনাম গ্রহণে অশ্রুবিগলিতনয়ন এবং পুলক-নিচিত-তনু হইবার বাসনা করিয়াছিলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। কবি-সাধক নরোত্তম অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইয়াছেন গৌরাঙ্গ এবং হরির নাম গ্রহণ করিয়া। গৌরাঙ্গ এবং হরি যে নরোত্তমের নিকট অপৃথক তত্ত্ববস্তু পংক্তি দুইটিতে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

২ সংখ্যক পদে নরোত্তম বলিতেছেন যে,—গৌরাঙ্গের পদাশ্রিত জন ভক্তিরসের সার অবগত এবং তাঁহার মধুরলীলা শ্রবণে নির্মল-হৃদয়। ইঁহার নাম গ্রহণ করিলে হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হয়, গুণকীর্তনে চিত্তে নিত্যলীলার স্ফুরণ ঘটে ও ভজনে অধিকার জন্মে। গৌরাঙ্গ রসসাগরে যিনি নিমজ্জিত হইয়াছেন, তিনি রাধামাধবের অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনে যেখানে যিনি চৈতন্য নাম কীর্তন করেন নরোত্তম তাঁহার সঙ্গ প্রার্থী। (প্রার্থনা ২)

বিষম সংসার-যাতনা হইতে পরিত্রাণের পথ গৌরাঙ্গচরণে শরণ গ্রহণ। কারণ, বড় দয়াময় গোরা না ভজিতে প্রেমধন দান করেন (প্রার্থনা ৩)। ভবসংসার পার হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছাড়া কেহ নাই।—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কেহ নাহি ভুবন ভিতরে॥
অধম তারণ হেতু তোমার অবতার।
মো হেন অধমে দয়া নহিল তোমার॥

—প্রার্থনা ৪

৫৯ ও ৬০ সংখ্যক পদে (প্রার্থনা জাতীয়) শ্রীচৈতন্যের প্রতি অনুরূপ দৈন্য নিবেদিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ পদকমলকে কোটি চন্দ্র-সুশীতল এবং তাঁহার চরণাশ্রয়কে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের করুণা প্রাপ্তির উপায় জানিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন—

নরোত্তম বড় দুঃখী নাথ মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ। —প্রার্থনা ৭

৮, ৯ ও ৫৮ সংখ্যক পদে প্রভু লোকনাথের কৃপা ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, গুরু প্রসাদে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ ও তৃষ্ণা পূর্ণ হয়। গুরু দয়া করিলে 'হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ'। বৈষ্ণব ভক্তের মনোবাঞ্ছা অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে মানসে যুগল সেবা। গুরুর আশীর্বাদ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ ঘটে না। সিদ্ধি অন্তে ভাবনানুকুল মঞ্জরী দেহ প্রাপ্তি ঘটিলে গুরুদেবই জ্যেষ্ঠ সখীর চরণে শিষ্যকে সেবার নিমিত্ত সমর্পণ করেন।

মঞ্জরী সাধনার সূচনা করিয়া যান শ্রীরূপগোস্বামী। তাঁহার সিদ্ধনাম শ্রীরূপমঞ্জরী। যুগলসেবায় অধিকার পাইতে হইলে তাঁহার সহায়তা আবশ্যক। তিনি রাধাকৃষ্ণ সমীপে নবীন সেবাভিলাষিণীকে পরিচিত করিয়া দেন। ১১, ১২, ৩২ ও ৩৩ সংখ্যক পদে (এবং প্রার্থনা জাতীয় ৬৬, ৬৭, ৬৮) শ্রীরূপের প্রতি দৈন্য ও আনুগত্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৩, ১৪ ও ১৫ সংখ্যক পদে বৈষ্ণবের সমুচ্চ মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। গোবিন্দ হইতেছেন বৈষ্ণব-প্রাণ—

তোমা সভার হৃদয়ে হয় গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব সে প্রাণ॥

—প্রার্থনা ১৫

জন্ম জন্মান্তরে বৈষ্ণবের চরণ ধূলি প্রত্যাশী নরোত্তম বৈষ্ণবের মহিমা কীর্তন করিয়া তাই বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবের চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণব চরণ জল কৃষ্ণ ভক্তি দিতে বল
আর নাহি কেহো বলবন্ত॥

—প্রার্থনা ১৩

অন্যত্র, বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।...
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।

—প্রার্থনা ৬

অভক্তের নিকট ইহা বিনয়ের ব্যভিচার বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট ইহা কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নহে।

মঞ্জরী সাধনার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রঘুনাথ দাস। দাসগোস্বামীকে লইয়া কোনও স্বতন্ত্র পদ রচিত না হইলেও বিভিন্ন পদে তাঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ রহিয়াছে।

'শ্রীরূপরঘুনাথ বলি হইবে আকুতি' (১), 'হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ' (৪), 'কাঁহা মোর রঘুনাথ পতিত পাবন' (১০) ইত্যাদি।

স্বরূপ গোস্বামী, অদ্বৈত, গদাধর, নরহরি, সনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীনিবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য ও ভক্তগণের প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হইয়াছে।

নরোত্তমের নিঃসীম দৈন্যবোধ এবং সুনিবিড় আর্তি প্রার্থনা পদের সর্বত্রই অনায়াসগোচর। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদ্ভক্তগণের বিরহে তাঁহার দৈন্যার্তি ও বিলাপ নিচের দুইটি ছত্রে প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে—

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥

—প্রার্থনা ১০

বৃন্দাবন হইতে খেতরী প্রত্যাবর্তন করিবার পর নরোত্তম আর কোন সময়ই বৃন্দাবনে যান নাই। স্বীয় জন্মভূমিতে অবস্থান করিয়া আপনার নিভৃত সাধন ভজন এবং ভক্তি ধর্মের প্রচার চালাইয়া যাইতে থাকেন। পিতাপিতৃব্যের বিষয় সম্পত্তির প্রতি তাঁহার কোনরূপ আসক্তি ছিল না। খেতরীর রাজ্যভার পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের উপর ন্যস্ত ছিল। সন্তোষ দত্ত রাজা হইলেও বৈষয়িক ব্যাপারে যে অগ্রজ এবং গুরু নরোত্তমের উপর নির্ভর করিতেন, অন্ততঃ একস্থানে বসতির জন্যে সাংসারিক সমস্যায় নরোত্তম যে কিছু কিছু জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রার্থনার পদের নানা স্থানে তাহার ইঙ্গিত আছে। সংসারের অমোঘ নাগপাশ এবং বিষয়-বিষ তাঁহাকে কিভাবে দগ্ধ করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে নাহিক উপায়।

—প্রার্থনা ১৬

অন্যত্র

বিষয়ে কুটিল মতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ।

—প্রার্থনা ১৯

এবং বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।

—প্রার্থনা ২০

বিষয়লুব্ধ মতির জন্যে নরোত্তমের অনুতাপের সীমা নাই। বহু পুণ্যের ফলে সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রাধামাধবের ভজনবিহীন সে জীবন বিফল ও বিষভক্ষণ তুল্য—

হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু।
মনুষ্য জনম হঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিঞা,
জানিঞা শুনিঞা বিষ খানু॥

—প্রার্থনা ১৬

মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া যদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবন করা না গেল তবে সে জন্ম অকারণ। অকারণ অসার্থক জীবনাতিপাতের শেল সম দুঃখ মরমে গাঁথিয়া থাকে (১৮)। নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া নরোত্তম বলিতেছেন,—

হরি হরি কি মোর করম অভাগি।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহল শেল,
না ভেল হরি অনুরাগী॥

সতত অসৎ সঙ্গের জন্য অপরাধ ঘটিয়া যায়, সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া চিত্ত নির্মল হয় না। শ্রুতি স্মৃতি সর্বত্র হরিচরণাশ্রয়কে শমনদমন বলিয়াছেন। কর্মদোষে, দুর্বাসনায় তাহা হয় না (২২)। কেননা,—

কামক্রোধ ছয় গুণে, লৈঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞায় নানামতে॥
হইঞা মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া ফিরিএ ঘরে ঘরে॥

—প্রার্থনা ২৫

অতএব, হে গোবিন্দ গোপীনাথ, কৃপা করিয়া তুমি আমাকে তোমার নিজের পথে রাখিয়া দাও। দারুণ সংসার গতিতে বিষয়-লুব্ধ হইয়া তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছি, তাই আমার—

জর জর তনুমন, অচৈতন্য অনুক্ষণ,
জিয়ন্তে মরণ ভেল সুখে।

—প্রার্থনা ২৩

তবে 'তুমি প্রভু করুণার নিধি' (২৩), 'সকরুণ হৃদয়' অধম দুর্গতের জন্যে তোমার মনে অশেষ করুণা। আমি তোমার শরণ লইলাম। যদি উপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমার অন্য গতি থাকিবে না। অঞ্জলি মস্তকে ধারণ করিয়া তোমাদের পদতলে পড়িয়া রহিলাম। আমার মনোবাঞ্ছা এইবার পূর্ণ কর (২৪)।

কৃপা করি মাধুকরি, দেহ মোরে তুলে ধরি,
যমুনা দেহ পদ ছায়া।
অনেক দিবসের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করিহ মায়া ॥

—প্রার্থনা ২১

আমি বড় অধম জন। আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে দাস করিয়া রাখ (২৩)।

ব্রজবাসের আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল নরোত্তমের। সকল বৈষ্ণবেরই ইহাই সর্বপ্রিয় বাসনা। নরোত্তম সংসারী বা বিষয়ী ছিলেন না। অনায়াসেই বৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু গৌড়মণ্ডলে যে ব্রত তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভক্তি-ধর্ম-প্রচারের সেই পুণ্য ব্রত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা তাঁহার ব্যষ্টির সাধনাকে ব্যাহত করিয়াছে। মাঝে মাঝে যখন অসহায় বোধ করিয়াছেন, মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছেন, তখন ব্রজবাসের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন ইষ্টদেবের পদতলে।—

অনেক দুঃখের পরে, নিঞাছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলাএ বান্ধিঞা।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইঞা সেই ডোরে,
ভবকূপে দিয়াছে ডারিঞা ॥
পুন যদি কৃপা করি, এই জনের কেশে ধরি,
টানিঞা তোলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিএ ভাল, নতুবা সে বোল গেল,
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥

—প্রার্থনা ২৫

অতঃপর বিষয়বিরাগী পথের ভিক্ষুক বৃন্দাবনযাত্রী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের অপূর্ব আলেখ্য নির্মাণ করিয়াছেন নরোত্তম।—

হরি হরি আর কি এমন দশা হব,
এ ভব সংসার তেজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব।

—প্রার্থনা ২৭

'ভবসংসার' হইতেছে 'ধনজনপরিবার' (২৮), বিষয়বাসনা। খেতরীতে অবস্থানকালে এই বিষয়ে আবদ্ধ থাকিবার জন্য তাঁহার খেদ। সন্তোষ দত্ত হয়তো তাঁহার সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা নরোত্তমকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। তাই—

তেজিব শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজে ধুলাএ ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস মধুর ভোজন পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরি॥

—প্রার্থনা ৩০

সুখশয্যার বিচিত্র আয়োজন, চর্বচোষ্য আহারের মধুর পরিতৃপ্তি কিছুই নরোত্তমের কাম্য নহে! তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছিঁড়া কাঁথা গায়ে দিঞা,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
হরি অনুরাগী হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইঞা করিব নিজালয়॥
হরি হরি কবে মোর হবে শুভদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিঞা হইব উদাসীন॥

—প্রার্থনা ২৯

সুখময় বৃন্দাবন দর্শনের, সেখানকার ধূলি অঙ্গে ধারণের, প্রেমে গদগদ হইয়া রাধাকৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বেড়াইবার, করপুটে অমৃতসমান যমুনার জল পান করিবার, বংশীবটে বিশ্রামের, এবং লীলাস্থান পরিক্রমা করিয়া বেড়াইবার আকুলতাই নরোত্তমকে বারংবার তীব্রভাবে বৃন্দাবনের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ সংখ্যক পদে নরোত্তমের সে আকুল আগ্রহ অকৃত্রিম সারল্যে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার দুর্লভ অভিলাষ হইতেছে—

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করে দুর্লভ অভিলাষ,
এমতি হইব কতদিনে।

—প্রার্থনা ২৯

কেননা, রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাই মোর।

—প্রার্থনা ৩৯

নরোত্তমের এই আগ্রহ-আকুলতা ব্যক্তিগত হইয়াও ভক্তিপ্রাণ সকল বৈষ্ণবের।

ভক্তিপথের পথিককে এইভাবে অগ্রসর হইয়া বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ যুগলসেবার অধিকার লাভ করিতে হয়। প্রচারকরূপে ইহাই নরোত্তমের শিক্ষা। সেই-জন্যেই বলিয়াছি প্রার্থনার পদে নরোত্তমের ব্যক্তিসত্তা ও প্রচারকসত্তা এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নিজের ব্যক্তিগত আকুতির মধ্যে তিনি সকল বৈষ্ণবের আকুতির রূপটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিজের বেদনার মধ্যে অন্যের বেদনাকে মূর্ত করিয়াছেন। কবিরূপেও এখানেই নরোত্তমের সার্থকতা।

হরিচরণ অনন্যশরণ জানিয়া ও একান্ত হরি অনুরাগ লইয়া বৃন্দাবনে আগমনের পর এবং নিরবধি সাধুসঙ্গ ও হরি গুণগান কীর্তনের পর যে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি, সে অবস্থায় সাধকের মনোভিলাষ কিরূপ, যুগল সাধনার স্বরূপটিই বা কিরূপ, অতঃপর বিভিন্ন পদে নরোত্তম তাহা চিত্রিত করিয়াছেন।—

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥

—প্রার্থনা ৩৫

কিন্তু 'জীবন-উপায়' 'প্রাণধন' রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ প্রাপ্তির জন্যে শ্রীগুরুর কৃপা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীগুরুপদে তাই প্রার্থনা—

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

—প্রার্থনা ৩৬

প্রভু লোকনাথ আমাকে শ্রীরূপের পাদপদ্মে সমর্পণ করুন। শ্রীরূপের কৃপাতেই যুগলচরণ মিলিয়া থাকে বলিয়া সাধুজন বলিয়া থাকেন। গৌরপরিবার আমার এই বাঞ্ছা পুরণ করুন যাহাতে শ্রীরূপের কৃপা আমার প্রতি বর্ষিত হয়। শ্রীরূপপদাশ্রিত জন মহাশয় হইয়া থাকেন (১২)। শ্রীরূপমঞ্জরী সমীপে সকাতর প্রার্থনা—

শ্রীরূপমঞ্জরী সখি কৃপাদৃষ্ট্যে চাঞা
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা।

—প্রার্থনা ৯

তাঁহার কৃপা লাভ হইলে একদা শুভক্ষণে তিনি আমাকে নবদাসী বলিয়া চাহিবেন। আমাকে—

আজ্ঞা করিবেন দাসী শীঘ্র হেথা আয়
সেবার সুসজ্জা কার্য করহ ত্বরায়।

—প্রার্থনা ৩২

আনন্দিত-চিত্ত হইয়া পবিত্র মনে সেবার সামগ্রী রত্ন-থালিকায় ভরিয়া রাধামাধবের অগ্রে আনিবার (৩২) পর ভীত-সন্ত্রস্ত-চিত্তে শ্রীরূপ—পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিব। তখন—

সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥

—প্রার্থনা ৩৩

মঞ্জরী সাধনার প্রতিটি স্তর এইভাবে প্রার্থনার পদে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমে শ্রীগুরু বৈষ্ণবচরণে সদৈন্য বিজ্ঞপ্তি, পরে বিষয়ভোগ হইতে মুক্ত হইবার নিবিড় আকুলতা, অতঃপর ভবসংসারের যাবতীয় সুখভোগ পিছনে ফেলিয়া বৃন্দাবনে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের জীবন। সর্বশেষে শ্রীগুরু ও শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায় যুগলসেবার অধিকার অর্জন।

সিদ্ধাবস্থার অভিলাষ হইতেছে—

দুঁহ মুখ নিরখিব, দুহ অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার।

—প্রার্থনা ৩৬

এই সেবা হইল 'নিকুঞ্জ কুটীর বনে, মিলাইব দুইজনে'। তাহার পর—

লীলা পরিশ্রম জানি, অগোর চন্দন আনি,
লেপন করিব দুইজনে॥
মালা গাঁথি নানাফুলে, পরাইব দুহা গলে,
সদা করি চামর ব্যজনে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব দুহার বদনে॥

—প্রার্থনা ৩৭

কখনও বা,

নীল পটাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব
মাজব আপন চিকুরে॥

—প্রার্থনা ৪৮

কিম্বা,

রসের আলস কালে, বসিয়া চরণ তলে,
সেবন করিব দুঁহা পায়ে।

—প্রার্থনা ৩৮

বা,

আলয় বিশ্রাম ঘর, গোবর্ধন গিরিবর,
রাই কানু করাব শয়ান।

—প্রার্থনা ৪১

ইহাই মঞ্জরী সাধকের সেবাভিলাষ। নরোত্তমের এই অভিলাষ ৩৬-৪৮ ও ৫০-৫১ সংখ্যক পদে নিরাভরণ সৌন্দর্যে ও হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে করুণ, কোমল এবং মর্মস্পর্শী হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নরোত্তমের পরবর্তী সময়ে যাঁহারা প্রার্থনা পদ রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে নরোত্তম-শিষ্য বল্লভদাস, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রাধামোহন ঠাকুর, কীর্তনানন্দ সংকলয়িতা গৌরসুন্দর দাস এবং পদকল্পতরু-সংকলক গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দাস প্রসিদ্ধ। পদকল্পতরুতে বল্লভদাসের ৬টি, রাধামোহনের ১২টি, গৌরসুন্দর দাসের ৫টি এবং বৈষ্ণবদাসের ১১টি পদ প্রার্থনা পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। ইহাঁদের রচিত পদগুলি ভাবে ও ভাষায় নরোত্তমের প্রাথনার অনুবৃত্তি। তবে রাধামোহন ব্রজ-বুলিতেও প্রার্থনা লিখিয়াছিলেন,—

চঞ্চল বিষয়-বিষ, সুখ মানি খাওসি,
না জানসি ইহ অতি মন্দ।
ও পদ-পঙ্কজ, প্রেমসুধা পিবি,
দূর কর নিজ দুঃখ-কন্দ॥

—তরু ৩০৩৪

প্রার্থনার পদকর্তার যত আক্ষেপ নিজেকে লইয়া, কদাচিৎ তিনি অসহিষ্ণু। বল্লভদাস কিন্তু ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন। পতিতপাবন গৌরাঙ্গ-নাম গ্রহণে বিমুখ জনের প্রতি তিনি কোপপ্রবণ।—

যদি বা আছয়ে কেহ, অশেষ পাপের দেহ,
না শুনে না মানে গোরাগুণ।
বল্লভদাসের কথা, মরমে পরম বেথা,
মুখে তার দেও কালী চুণ॥

—তরু ৩০১০

বল্লভদাসের সব কয়টি পদই দৈন্যবোধিকা, সেবাভিলাষের একটিও পদ নাই। রাধামোহনের অধিকাংশ পদ শ্রীগুরু স্তুতি (তরু ৩০৯৮-৩১০১), শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থনা (তরু ৩০৯০-৯১) এবং দৈন্যবোধিকা। তাঁহার লালসাময়ী সাধনা হইতেছে কবে বৃন্দাবনে যাইবার পর 'সর্ব দুঃখ পলাইবে, গড়াগড়ি দিব কবে, রাসস্থলী যমুনা পুলিনে' (তরু ৩০৫৩)। গৌরসুন্দর দাসের সমস্ত পদই শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থনা। বৈষ্ণবদাসের পদগুলি সাধন-লালসার।

আলোচ্য কবিগণের পদ প্রধানুসারী বলিয়া কৃত্রিম। দুই একটি পদ ছাড়া ইহাদের কোথাও নরোত্তমের ন্যায় অনুভূতির গভীরতা এবং ভাবাবেগের ঘনীভূত মাধুর্য পরিলক্ষিত হয় না।

নরোত্তমের 'প্রার্থনাজাতীয়' পদগুলিতে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নাই। গুরুগৌরাঙ্গ বৈষ্ণবপদে বিনম্র নিবেদন, তাঁহাদের মহিমা বর্ণনা ও কৃপা ভিক্ষা এবং কিছু তত্ত্বোপদেশ ইহাদের উপজীব্য। বাংলায় রচিত এই পদগুলির প্রকাশভঙ্গী সরল ও অলঙ্কার বর্জিত। ৫৫ সংখ্যক পদে গুরুচরণাশ্রয়ের উপদেশ—

শ্রীগুরুচরণে রতি মতি কর সার।
তবে সে হইবে ভাই ভবসিন্ধু পার॥
ভজনের ক্রম তবে হবে উদ্দীপন।
দিনে দিনে মতি ফিরে শুদ্ধ হয় মন॥

অন্যত্র,

রূপের অনুগা হৈয়া রাধাকৃষ্ণ ভজ যায়্যা
ছাড় অন্য কার্য অভিলাষ।

—প্রার্থনাজাতীয় ৬৭

বৈষ্ণবের মহিমা—

সকলের সার হয়ে বৈষ্ণব গোঁসাই।
ভবনিধি তরাইতে আর কেহ নাই॥

—প্রার্থনাজাতীয় ৭১

এই পর্যায়ের কয়েকটি পদের ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। নরোত্তম যে শ্রীনিবাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ৬০ ও ৬১ সংখ্যক পদে সে উল্লেখ দেখি—

কেন নাহি গেল প্রাণ শ্রীনিবাস সনে ॥
কর্নামৃত গ্রন্থ আর শ্রীগীতগোবিন্দ ।
আর কার মুখে শুনিব রাত্রিদিন ।

—প্রার্থনাজাতীয় ৬০

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃতের মহিমা প্রচারে নরোত্তম অগ্রণীর ভূমিকা লইয়াছিলেন। ৬৯ সংখ্যাক পদে তিনি বলিতেছেন—

কায়মনে কর ব্রত. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,
কর সঙে স্মরণ পঠন ।
ঘুচিবে মনের দুঃখ, পাইবে পরম সুখ.
নরোত্তম দাসের নিবেদন ॥

'নামসংকীর্তন' নামক পদটি গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদরণীয় ।

নরোত্তম পদরচনায় বেশী মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সব রকম পদের সংখ্যা মোট ১৬০টি। প্রার্থনা ও প্রার্থনাজাতীয় সাধন সঙ্গীতের ৮২টি পদ বাদ দিলে অবশিষ্ট ৭৮টি পদ লীলাসঙ্গীতের। ইহাদের মধ্যে আবার রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ মাত্র ৫১টি। অন্যগুলি গৌর, নিত্যানন্দ ও নবদ্বীপলীলার পদ। প্রথম শ্রেণীর কোনো বৈষ্ণব পদকর্তা লীলাবিষয়ে এতো অল্প সংখ্যক পদ রচনা করেন নাই। প্রার্থনা পদে তাঁহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াও, সমালোচকগণ নরোত্তমকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিতে কোথায় যেন কুণ্ঠা বোধ করেন। লীলার পদের সংখ্যাল্পতা এই কুণ্ঠার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

রাধাকৃষ্ণ লীলার বিভিন্ন পর্যায়ের উপর নরোত্তম কিছু না কিছু পদ রচনা করেন। সংকলনের ৮৩ সং পদে গোষ্ঠলীলা, ৮৪ সং পদে কৃষ্ণের পূর্বরাগ, ৯২ সং পদে অভিসার বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলি প্রথানুসরণ মাত্র, নরোত্তমের নিজস্ব কোন বিশিষ্টতা ইহাতে নাই। তাঁহার কবি-প্রতিভার রসোজ্জ্বল স্বাক্ষর পড়িয়াছে আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও আত্মনিবেদনের পদগুলিতে। বেশ কয়েকটি সম্ভোগের পদও নরোত্তম লিখিয়াছেন। কিন্তু সম্ভোগলীলা বর্ণনা নরোত্তমের কবি-স্বভাবের অনুকূল ছিল না।

কবি-স্বভাবের বিচারে চণ্ডীদাস-নরহরি-জ্ঞানদাসের অনুবর্তী ছিলেন নরোত্তম। অনুভূতির গভীরতার দিক হইতে চণ্ডীদাস অবশ্য নরোত্তম অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। তথাপি নরোত্তমের কবি-চিত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য গভীর অনুভূতি প্রবণতা, মননশীলতা কিংবা রূপমুগ্ধতা নহে। জ্ঞানদাসের মতো রোমাণ্টিক স্বভাবের অধিকারী ছিলেন না নরোত্তম। কিন্তু রচনা মাধুর্য ও বাচনভঙ্গীর সংযম, জ্ঞানদাসের মতো

নরোত্তমেরও কাব্যের অন্যতম মূল লক্ষণ। প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও তিনি চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের সহজ সরল মরমী রীতিকে অবলম্বন করিয়াছেন। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের আলংকারিকতা নরোত্তমকে আকৃষ্ট করে নাই।

শ্রীরাধা পদাবলী সাহিত্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁহাকে ঘিরিয়াই বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যের স্ফূর্তি। রাধিকাকে যিনি যতখানি অনুভব করিয়াছেন এবং সেই অনুভূতিকে যতখানি দক্ষতার সহিত রূপ দিতে পারিয়াছেন, তাহার উপরই তাঁহাদের কবিখ্যাতি প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নরোত্তমের পদ সংখ্যা এতো অল্প যে তাহা হইতে রাধিকার কোনও পূর্ণাবয়ব চিত্র পাওয়া কঠিন। আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও আত্মনিবেদনের স্বল্প কয়েকটি পদে রাধিকার যে আলেখ্য নরোত্তম নির্মাণ করিয়াছেন তাহার যথাসাধ্য পরিচয় দেওয়া গেল।

পূর্বরাগের সূচনাতেই নরোত্তমের রাধিকা কৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। গোষ্ঠের পথে কৃষ্ণের সহিত তাহার 'নয়নে নয়নে' দেখা। তখনও মিলন হয় নাই। তথাপি, তখন হইতে রাধার সাধ হইতেছে—

অগোর চন্দন হইতাম, শ্যামাঙ্গ লেপিয়া রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙা পায়॥

—পদাবলী ৮৬

পূর্বরাগে দেহে মনে যে অনির্দেশ্য অস্থিরতার শিহরণ জাগে এখানে তাহা অনুপস্থিত। চণ্ডীদাস পূর্বরাগের সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন করিয়া রাধিকাকে যৌবনে যোগিনী করিয়াছিলেন। তাঁহার রাধা নাম শুনিয়াই কাঁদিয়া আকুল হন। নরোত্তমের রাধার প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণচরণাশ্রয়ের কামনা।

বাসনা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া আক্ষেপ 'কি ক্ষণে হইল দেখা নয়নে নয়নে' (৮৭)। শয়নে স্বপনে যাহাকে মনে পড়িতেছে, তাহাকে পাইবার উপায় নাই, কুলমর্যাদা পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উদগত অশ্রুও শাসন করিতে হয়। নতুবা, শাশুড়ী ননদিনী গঞ্জনা দিয়া বলিবে 'কান্দে শ্যাম লাগি'। কিন্তু অশ্রু যখন অবাধ্য হইয়া ওঠে তখন—

রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বন্ধুর গুণ গাই,
ধুমার ছলায় বসি কান্দি॥

—পদাবলী ৮৬

তবে কুলমর্যাদাবোধ ও গুরুজন-গঞ্জনা রাধা অনতিবিলম্বে কাটাইয়া ওঠেন—

ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই॥

—পদাবলী ৮৭

কৃষ্ণের সহিত প্রার্থিত মিলন সংঘটনের পর রাধিকা আরো সাহসিকা, তাহার অনুরাগ আরো বেশী গাঢ়। কৃষ্ণ প্রেমের পরিমাপ রাধা করিতে পারেন না 'কিবা সে তোমার প্রেম, কত লক্ষ কোটী হেম'। কিন্তু সে-প্রেম তৌল করিবার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ব জন্মে বহু সুকৃতি ছিল বলিয়াই তো কৃষ্ণকে পাইয়াছেন। এখন রাধার 'প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে'। বিচ্ছেদের আশঙ্কা রাধাকে আরো বেশী সাহস জোগাইয়াছে।—

কালিয়া বরণখানি, আমার মাথার বেণী,
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চাঁদ-মুখে মুখ, পূরিব মনের সুখ,
যে বলে সে বলুক পাপলোকে।

—পদাবলী ১১৭

রাধার অনুরাগকে যাহারা নিন্দা করে তাহাদের তিনি পাপলোক বলিয়া উপেক্ষা করিতে চান। পাপলোকের জন্য রাধিকার চিন্তা নাই, তাঁহার আক্ষেপ কেন বিধি তাঁহাকে নারী করিয়া সৃজন করিলেন। নারী না হইলে তিনি তো শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কিংবা শ্রীকৃষ্ণ যদি মণি-মাণিক্য হইতেন তবে অঙ্গের ভূষণ করিয়া সর্বদা কাছে রাখা যাইত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাও নন—

মণি নও মুক্তা নও, গলায় গাঁথিয়া লব,
ফুল নও কেশের করি বেশ।

তাই নিরুপায় রাধিকার শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত—

তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লেখিও যদি,
তবে তোমা দেখিও সদাই।

—পদাবলী ১২৯

চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার পূর্বরাগকে গ্রাস করিয়াছে আত্মনিবেদন এবং বিরহকে আক্ষেপানুরাগ। নরোত্তমের রাধাকেও পূর্বরাগেই কৃষ্ণচরণাকাঙ্ক্ষিণী দেখিয়াছি, বিরহেও রাধার আক্ষেপ শুনিতে পাইব।—

বন্ধুরে লইয়া কোরে, রজনী গোঙায়ব সই
সুখে নিরামলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনী মোর, এঘর ভাঙ্গিয়া দিল,
আমারে পেলিয়া দিগান্তর॥

—পদাবলী ১২২

শুধু কি কুমতিনীর মন্ত্রণায় আশার সমাধি ঘটে, তাহা নহে। 'সুখে থাকিতে বিধি

না দিল আমায়'—বিধাতা রাধার কপালে সুখ লেখেন নাই। তাই 'সো চঞ্চল হরি শঠ-অধিরাজ'। কিন্তু রাধার আক্ষেপ কুমতিনীকে ছাড়িয়া, বিধাতাকে ছাড়িয়া, শঠ-অধিরাজ হরিকে ছাড়িয়া অবশেষে 'আপন কুমতি'-র উপর। নইলে কেন, 'আপন খাইঞা মুঞি করিলুঁ পিরিতি', পরিণাম চিন্তা না করিয়া 'কেনে এ আগুনে ডারিব পরাণি' (১২৩)। কুমতির ছলনায় ভুলিয়াছেন বলিয়া কঠিন আত্মধিক্কার—

এ পাপ পরাণ মোর, বাহির না হয় গো,
এখন আছয়ে কার আশে।

—পদাবলী ১২২

নরোত্তমের রাধাবিরহের প্রথম পর্বে অশ্রু সজল আর্তি, দ্বিতীয় পর্বে আক্ষেপ, হতাশা ও আত্মধিক্কার, শেষপর্বে প্রশান্ত বিষাদ। আক্ষেপের রূপ দেখিলাম, ভাবী বিরহের অশ্রু ছলছল চিত্রটি দেখি। কুঞ্জভঙ্গের পর গৃহে ফিরিবার পালা। রাধা বিদায় লইতে গিয়া বলিতেছেন, মাধব, তোমার পায়ে আমার প্রণাম। 'তুহারি প্রেম লাগি' আমি পুনরায় চলিয়া আসিব। বলিতেছেন বটে, কিন্তু বিচ্ছেদের আশঙ্কা প্রাণে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। সেজন্য যাইবার কথা—

কহইতে রাই, বচন ভেল গদগদ,
শুনইতে আকুল কান।
দুহুঁ মুখ হেরইতে, দুহুঁ দিঠি ঝরঝর,
শাওন জলদ সমান॥

—পদাবলী ১১৮

অবশেষ অনেক চোখের জলে ভিজিয়া ও আলিঙ্গনে আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ফেরা।

দ্বিতীয়পর্বে আক্ষেপ ও হতাশার শেষে জীবন্মৃত অবস্থা। রাধা তখন কোন-রকমে জীবন ধারণ করিয়া আছেন কৃষ্ণ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়—'জীউ ধরয়ে তুয়া দরশন লাগি' (১২৪)। যদি কোন প্রকারে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করেন তখন অচেতনী রাধা সচেতন হইয়া ওঠেন—

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চান্দ মুখ কান্দে উভরায়॥

হাহাকারে চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি তোলেন—

কাহাঁ দিব্যাঞ্জন মোর নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাঁহা নবঘনশ্যাম॥

—পদাবলী ১২৫

দূরে তমালতরু দর্শন করিয়া কানুভ্রমে উন্মাদিনীর মতো আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যান।

তৃতীয়পর্বে রাধা অন্তর্মুখী—বাহিরে প্রশান্ত, অধৈর্য-অস্থিরতার অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু ভিতরে বিষাদময়ী, হৃদয়ের ক্ষতে রক্ত ঝরিতেছে।—

তোমার বদনশশী, অমিঞা মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি।

—পদাবলী ১২৯

এ আকুলতা হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত। বাহিরের অশ্রুকে রাধা প্রাণপণে দমন করিতে চাহেন, কিন্তু যে ক্রন্দন হৃদয়ের গভীরে তাহা কি শান্ত হইতে চায়?—

না দেখিয়া চাঁদমুখ, সদাই বিদরে বুক,
বুঝাইলে না বুঝে দুই আঁখি।

—পদাবলী ১৩২

রাধিকার তদ্গত চিত্ত হইতে তাই স্বতঃই উচ্চারিত হয়,—

কমলদল আঁখিরে, কমলদল আঁখি,
বারেক বাহড় তোমার চাঁদমুখ দেখি।

—পদাবলী ১৩০

একটিবার মাত্র দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই একটিবার কি তিনি আসিবেন? সংশয় কাটে না। কেননা—

শ্যামবন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।

—পদাবলী ১৩১

অভাগিনী রাধিকার কথা কি তাঁহার মনে আছে। মনে থাকিলেও কেন কৃষ্ণ আসেন না, তবে কি তাঁহার কোনো অকুশল। কিন্তু কৃষ্ণের অকুশল রাধা চিন্তা করিতেও পারেন না। 'তার অকুশল কথা সহিতে না পারি।' এই একটি উক্তিতে যে রাধার পরিচয় পাইলাম, তিনি বিরহিনী বটেন, কিন্তু অপূর্ব মমতাময়ী। কৃষ্ণের অদর্শনে যে দুঃখ, তাহার সহস্রগুণ দুঃখ কৃষ্ণের অকুশলে। কৃষ্ণের অমঙ্গল ঘটিবার পূর্বে রাধিকার বাসনা 'পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাও মরি।' মরিতে তিনি ইতি-পূর্বেও চাহিয়াছেন। কিন্তু সে চাওয়ায় এ চাওয়ায় প্রভেদ আছে। রাধার দুঃখকে বুঝিলেই তবে সে প্রভেদ চোখে পড়িবে।—

আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুঃখে দুঃখী নও তাহা গেল জানা।

বিরহ অসহ্য বোধ হইতেছে বলিয়াই রাধিকার এই মৃত্যু কামনা নহে। কৃষ্ণের অমঙ্গলের বালাই লইয়া মৃত্যু বরণ তিনি শ্রেয় বলিয়া জানিয়াছেন। রাধিকার দুঃখ 'পিয়ার নিছনি' লইয়া কেন তিনি মরিতে পারিতেছেন না।

এই হইল নরোত্তমের বিরহিনী রাধা। এ প্রসঙ্গে একটি কথা। বিদ্যাপতি বিরহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও, রাধিকার বেদনার সহিত একাত্ম হইতে পারেন নাই। বিষয়ের সঙ্গে আর্টিস্টের দূরত্ব বিদ্যাপতি সব সময় বজায় রাখিয়াছেন। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস কিন্তু প্রায়শঃই রাধার বেদনার সমঅংশভাগী। এবং তাঁহাদের অনুবর্তী বলিয়া নরোত্তমের মধ্যেও সে ধর্ম বিদ্যমান। নরোত্তমের একটি প্রসিদ্ধ পদ 'কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব এ পাঁচ পরাণ'। পদটিকে কেহ কেহ রাধা-বিরহের বলেন। কিন্তু অসংখ্য পুথিতে ইহাকে প্রার্থনার পদ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানেই রাধা-হৃদয়ের বেদনার সহিত নরোত্তমের একাত্মতার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইহা অবশ্য-স্মর্তব্য যে রাধার এবং নরোত্তমের আকাঙ্ক্ষা কদাচ এক নহে। রাধার আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণ মিলনের, নরোত্তমের প্রার্থনা কৃষ্ণ সেবার। উভয়ের বেদনার উৎস স্বতন্ত্র, কিন্তু বর্ণ এক, স্বাদ এক। যে অতলান্ত আর্তি লইয়া নরোত্তম সেবাভিলাষ প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই একই আর্তিতে তাঁহার রাধার আকুল ক্রন্দন—

নবঘন শ্যাম অহে প্রাণ
আমি তোমা পাসরিতে নারি।

—পদাবলী ১২৯

আত্মনিবেদনে এই একাত্মবোধ আরো প্রকট। রাধিকা বলিতেছেন—

মাধব, তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি, দূরদেশে যাবে জানি,
তবে আমি তেজিব জীবন॥
নহে ত আনল খাব, কিবা বনে প্রবেশিব
এই আমি দড়ায়্যাছি চিতে।
লইয়া তোমার নাম, গলায় গাথিয়া শ্যাম,
প্রবেশ করিব যমুনাতে॥

—পদাবলী ১২৮

তুলনীয় নরোত্তমের প্রার্থনা—

এইবার হইলে দেখা রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুঞা জুড়াব পরাণি॥
তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
আনলে পশিএ কিবা জলে দিয়ে ঝাপ॥

—প্রার্থনা ৫১

(অবশ্য পদটির শ্রেণী লইয়া সংশয় আছে। পদকল্পতরুতে ইহা বিরহিনী রাধিকার অর্ধবাহ্যদশায় প্রলাপের পদ বলিয়া সংকলিত। কিন্তু পদটিকে নরোত্তমের লালসা-

ময়ী সেবা প্রার্থনার একটি উৎকৃষ্ট পদরূপে প্রার্থনা সংকলয়িতাদের অধিকাংশই গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও তাহাতে কোনো আপত্তি দেখি না।) পদ দুইটি পাশাপাশি পাঠ করিলে রাধার ও কবির বেদনার ঐক্যে সংশয় থাকে না।

আর একটি দিক লক্ষণীয়। ১২৮ সং পদটিতে আছে 'লইয়া তোমার নাম, গলায় গাঁথিয়া শ্যাম, প্রবেশ করিব যমুনাতে'। আরো একটি পদে দেখিয়াছি 'তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লেখিত যদি, তবে তোমা দেখিত সদাই।' মরিব, তবু কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিব না, নামের আদ্যক্ষর যদি বক্ষে লিখিয়া রাখি তাহাতেই জীবন ধন্য। কৃষ্ণ নামের এতো আকর্ষণ, এতো মহিমা। আর সেই মহিমা প্রচারের ভঙ্গিটাই বা কি অপূর্ব।

রাধিকার মাধব শুধু নিধনিয়ার ধন নহেন। মাধবকে রাধিকার যে ধন দিতে সাধ জাগে তিনি তাহাই।—

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

—পদাবলী ১১৬

চণ্ডীদাসের রাধা 'জাতি কুল মান' সমর্পণ করিয়া দাসী হইতে চাহিয়াছেন। নরোত্তমের রাধার অভিমান তিনি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ তাঁহার। 'তুমি ত আমারি বন্ধু সকলি তোমার'। 'তোমার ধন' অর্থাৎ নিজেকেই নিঃশেষে কৃষ্ণপদতলে সমর্পণ করিয়া রাধা দাসী হইতে চাহেন।—

তোমার ধন তোমায় দিয়া দাসী হৈয়া রব।

('কি দিব কি দিব' ইত্যাদি পদটি কিছু কিছু পাঠভেদসহ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও নরোত্তমের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। পদটি কাহার বলা কঠিন। তিন জনেরই কবিস্বভাবের ঐক্য এই ভনিতাবিভ্রাটের জন্য দায়ী।)

কেবল রাধিকা নহেন, নরোত্তমের কৃষ্ণও নিজেকে রাধিকার পায়ে সমর্পণ করিয়া বলেন—

বিনোদিনি, আমি তোমার পদরেণু হব।
তোমার লাগিয়া মোর স্থলে সদা বৃন্দাবনে
তুয়া নাম সতত ঘুষিব॥

—পদাবলী ১১৪

কেননা, কেবল আমার 'তুমি প্রেমের গুরু' নহ—

প্রাণের অধিক তুমি, তোমার অধীন আমি,
ইহাতে অন্যথা কিছু নাই।

—পদাবলী ১১৫

চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের কৃষ্ণও এই একই কথা বলিয়াছেন।

রসোদ্গারের একটি পদ আছে নরোত্তমের। একটি মাত্র পদ, কিন্তু অপূর্ব। রাধিকার অচিরস্থায়ী সুখের স্মৃতিরঞ্জিত অধ্যায় রসোদ্গার। এই পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। নরোত্তমের আলোচ্য পদটি সেই শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। সখিদের নিকট কৃষ্ণ-প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবির রাধা ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিতেছেন—

সজনি বড়ই বিদগধ কান।
কহিল নহে সে যে, পিরিতি আরতি,
কষিল হেম দশবাণ॥

—পদাবলী ১২১

নিকষিত হেম কৃষ্ণ প্রীতির আর্তি কহিবার নহে। কেমন করিয়া তিনি 'সমুখে রাখি মুখ, আঁচরে মোছই, অলকা তিলকা বনাই', মদনরসভরে বারবার করিয়া রাধিকার মুখখানি দেখেন, কিম্বা 'কোরে আগোরি, রাখই হিয়া পর, পালকে পাশ না পাই', তাহা রাধিকা বলিতে পারেন না। কৃষ্ণ-সুখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রাধিকার বিভাবরী জাগরণে কাটিয়া যায়। তারপর থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে—

কেবল রসময়, মধুর মুরতি,
পিরিতিময় প্রতি অঙ্গ।
কহই নরোত্তম, যাহার অনুভব,
সে জানে ও রসরঙ্গ॥

—পদাবলী ১২১

গৌরনিত্যানন্দ ও নবদ্বীপলীলা বিষয়ক পদগুলি কবিত্বের বিচারে উচ্চমানের নহে। তবে তত্ত্ব ও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহাদের মূল্য আছে। ১৪৬ সং পদে নরোত্তমের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ও নীলাচল লীলার পরে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জীবদ্দশায় বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী, ভূগর্ভ ও লোকনাথ গোস্বামী এবং শ্রীনিবাসাচার্য তিরোহিত হন। শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের অপ্রকটের কথা ১৪৭, ১৪৮ ও ১৪৯ সং পদেও জানা যায়।

স্বরূপ গোস্বামী প্রবর্তিত রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত চৈতন্যতত্ত্ব নরোত্তমও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৪ সং পদে তিনি বলিয়াছেন 'শ্যাম ভেল গৌর আকার'। অন্যত্র—

পূরবে কালিয়া ছিল, এবে গৌর (অঙ্গ) হৈল
জপিয়া রাধার নিজ নাম।

—পদাবলী ১৩৫

নরোত্তম কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ এবং বলরাম-নিত্যানন্দকে অভেদ দেখেন। তাঁহার নিকট 'কৃষ্ণ এই গৌরাঙ্গ নিজ' (১৩৬) এবং—

আরে মোর রাম কানাই।
কলিতে হইল দোঁহে চৈতন্য নিতাই ॥

—পদাবলী ১৪০

১৫১ হইতে ১৬০ সং পদে গণসহ শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্বৈত ভবনে এবং অম্বিকায় গৌরীদাসের গৃহে ভোজন মহোৎসব লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর পদগুলি বিবরণধর্মী হইলেও ইহাদের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অনুপস্থিত নহে। গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে জলস্থল অন্তরীক্ষ এবং পশুপক্ষীমানুষের গৌররূপ পরিগ্রহ করিবার যে চিত্র নরোত্তম অঙ্কন করিয়াছেন তাহা উচ্চাঙ্গের কল্পনা ও ভাবসমৃদ্ধ।—

রাই অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বন,
রাইরূপে চৌদিকে পাথার ॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী,
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।...
গৌর যমুনাজল, গৌর ভেল চরাচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি, গৌর চান্দ তার সাথী,
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ ॥

—পদাবলী ১৩৪

কিম্বা ভক্তগণের বিয়োগে রচিত পদগুলিতে নরোত্তমের যে অকৃত্রিম বিলাপ ধ্বনিত হইয়াছে সহৃদয়ের নিকট তাহা উপেক্ষণীয় নহে।—

যে মোর মনের বেথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥

—পদাবলী ১৪৬

গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণন প্রসঙ্গে কবির খেদোক্তি ও কাব্যসুষমামণ্ডিত।—

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরা রে,
বরবিধু জিনিয়া বয়ান।

দুটি আঁখি নিমিখ, মুরুখ বড় বিধি রে
নাহি দিল অধিক নয়ান ॥···
অনুখন প্রেমভরে, ও দুটি নয়ন ঝরে,
না জানি কি জপি নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনুঁ সে চরণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥

—পদাবলী ১৩৭

পদাবলী সাহিত্যের বাহিরেও নরোত্তম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভণিতায় পদাবলী ছাড়াও যে বিপুল পরিমাণ রচনা মিলিয়াছে, কাব্য সাহিত্যের দরবারে তাহার স্থান নাই বটে, কিন্তু বৈষ্ণব সাধনসাহিত্য হিসাবে সেগুলি অকিঞ্চিৎকর নহে। গোস্বামী গ্রন্থ সমূহের সার গ্রহণ করিবার মতো ক্ষমতা সকলের থাকিবার কথা নহে, ছিলও না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত তখনও বহুল প্রচলিত হয় নাই। তাহা ছাড়া, চৈতন্যচরিতামৃত বাংলা ভাষায় লিখিত হইলেও সহজবোধ্য নহে। অথচ সাধারণের মধ্যে ভক্তিধর্ম সহজেই প্রচারের উপযোগী করিতে হইলে ইহার মর্মকথা সংক্ষেপে এবং প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশের প্রয়োজন। নরোত্তম সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রচারের জন্য তিনি যে অঞ্চল বাছিয়া লইয়াছিলেন, সেই খেতরি, জ্ঞানানুশীলন বা শাস্ত্রচর্চার জন্য খ্যাত ছিল না। তাই তিনি যখন গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন তখন, ভক্তিশাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, সাধারণের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া বিপুল পাণ্ডিত্যের ফল-শ্রুতি কোন বিশাল দুরাবগাহ গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। নরোত্তমের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকাকে লক্ষ ভক্তিগ্রন্থের টীকাস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। প্রেমভক্তি লাভের সহায়ক এমন অনুপম গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। ভক্তিশাস্ত্রের মর্ম তাঁহার যে নখদর্পণে ছিল, ইহা পাঠ করিলে তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যায়। সুতরাং তাঁহার পক্ষে পাণ্ডিত্য প্রধান কোন গ্রন্থ লেখা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু নরোত্তম সে পথে অগ্রসর না হইয়া সাধারণের প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়াছেন। শাশ্বত কালের দরবারে সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা তিনি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছেন। ইহা সামান্য ত্যাগ স্বীকার নহে।

পদাবলী ছাড়া নরোত্তমের অন্যান্য রচনা হইল—

(১) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, (২) সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, বা প্রেমসাধ্যচন্দ্রিকা, (৩) সাধন-চন্দ্রিকা, (৪) ভক্তি উদ্দীপন, (৫) প্রেমভক্তিচিন্তামণি, (৬) গুরুভক্তিচিন্তামণি, (৭) নামচিন্তামণি, (৮) গুরুশিষ্যসংবাদ, (৯) উপাসনাতত্ত্বসার, (১০) স্মরণমঙ্গল, (১১) বৈষ্ণবামৃত, (১২) রাগমালা এবং (১৩) কুঞ্জবর্ণন।

এই সকল রচনা তত্ত্বোপদেশমূলক এবং বিবরণধর্মী। রচনাগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশই অতিশয় সরল ভাষায় পয়ার ছন্দে লিখিত। কেবল প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সম্পূর্ণ এবং প্রেমভক্তিচিন্তামণির কিছু কিছু অংশের ছন্দ ত্রিপদী। স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বটে, তবে তাহার সংখ্যা অল্প এবং প্রায়শই পরিচিত বলিয়া সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠক বা শ্রোতার নিকট ভীতিকর নহে।

ইহাদের আরো কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ হইতেছে—প্রত্যেকটি রচনায় গুরু ও বৈষ্ণব মহিমা বর্ণনা। ভক্তিপথে যে ইহারাই অন্ধের নড়ির মতো পুনঃ পুনঃ তাহা উক্ত হইয়াছে। সাধুসঙ্গ ও সদা দৈন্যভাবের উপর সর্বত্রই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। প্রায় একই বিষয় রচনাগুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সাধারণের মধ্যে ভক্তিধর্মের ও সাধনরহস্যের সার কথাগুলি সহজে বুঝাইবার জন্যই যে এইগুলি লেখা তাহা অনায়াসবোধ্য। ইহাদের মধ্যে এক প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ছাড়া কোথাও কোন প্রকার কবিত্বের অবকাশ অল্প।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা এই পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তত্ত্বকথা কিরূপে সরল প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী করিয়া প্রকাশ করা যায় ইহা তাহার অতিবিরল নিদর্শন। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে কথিত প্রেমোদয়ের প্রাথমিক ক্রম ইহাতে পরিপাটিরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। নরোত্তমের রচনারীতির অনস্বীকার্য স্বাক্ষরও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। প্রকাশের সারল্য, মাধুর্য এবং সংযম ইহার প্রতিটি ছত্রে। কবিচিত্তের গভীর অনুভূতি প্রবণতা এবং ভক্তিপথে সাধক কবির অবিচল আস্থা ইহার সর্বত্র স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। এই উক্তির সমর্থনে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার যত্র তত্র হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। এখানে মাত্র একটি দেওয়া গেল।—

অন্যকথা অন্য ব্যথা, নাহি যেন যাও তথা,
তোমার চরণ স্মৃতি সাজে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল,
গাও যেন সতের সমাজে॥
অন্যব্রত অন্য দান, নাহি করো বস্তু জ্ঞান,
অন্যসেবা অন্য দেব পূজা।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি, বেড়াও আনন্দ করি,
মো জনে নহে আর দুজা॥
মরণে জীবনে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দুহাঁর পিরিতি রস সুখে।
যুগল সঙ্গতি যার, মোর প্রাণ গলে হার,
এ কথা রহুক মোর বুকে॥

রচনাগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই কথাগুলি বলিবার পর ইহাদের বিষয়সংক্ষেপ দিয়া ইহাদের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে।

১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ঃ

মঙ্গলাচরণ, গুরুবৈষ্ণব-রূপ-সনাতন বন্দনা, সাধু-শাস্ত্র-গুরুর ঐক্য, কর্মজ্ঞান-ভক্তি, কামাদির যথাস্থানে নিয়োগ, নৈষ্ঠিক ও যুগল ভজন, সেবা বাঞ্ছা, বিরক্তি ও নামগানে সদারুচি, রাগানুগা ভজন, সাধন ও সাধ্যভক্তি, যুগলরূপ-মাধুরী, বৃন্দাবনমাধুরী, ভুক্তি মুক্তি উভয়ই পরিত্যাজ্য, কেবলা প্রীতিই কাম্য, ব্রজেন্দ্রনন্দনই নিত্যাভীষ্ঠ, রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ, প্রেমভক্তি পরম প্রয়োজন, নরতনু ভজনের মূল, শ্রীরাধাচরণাশ্রয়, তিনবাঞ্ছা পুরণার্থ পরিকরসহ অবতার, সং-কীর্তন হইতে সর্বভক্তিসাধন উপায়, ভজনরহস্য গোপনীয়, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা মহাপ্রভুরই বাণী।

২। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা ঃ

গুরুবন্দনা, সাধ্য সিদ্ধির করণ-কারণ, সদাসেবা, ভজন উপদেশ, সাধুসঙ্গ ভজনের মূল, সদা দৈন্যভাব সাধনের সার, প্রেমভক্তির প্রয়োজনীয়তা, ব্রজানুসারে সেবা, রাগানুগা ভক্তি, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য।

৩। সাধনচন্দ্রিকা ঃ

গুরুবন্দনা, রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবা—প্রথমকালে প্রাতঃক্রিয়াদি দ্রব্য আয়োজন, উদ্বর্তন সজ্জা, চতুসম নিয়োজন, বর্ণক নির্মাণ, রাধিকাকে স্নানান্তে বস্ত্র অলংকারে বিভূষণ, কৃষ্ণচন্দ্রের রূপ-বেশ দর্শন, সূর্যপূজার আয়োজন, নান্দীশ্বরে পাকক্রিয়া, ভোজন, তাম্বুলসজ্জা ; দ্বিতীয় কালে—গোচারণস্থলে রাধাকৃষ্ণ মিলন ; তৃতীয় বা মধ্যাহ্ন কালে—সূর্যপূজার স্থল এড়াইয়া রাধাকৃষ্ণ মিলন, ভোজন সামগ্রীর আয়োজন, বনবিহার ও পুষ্পচয়ন, পাশাখেলা, সূর্যপূজার স্থলে আগমন ; চতুর্থ বা অপরাহ্ন কালে—যাবটে পক্কান্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুতি ; পঞ্চম বা সান্ধ্যকালে—নন্দালয়ে মিষ্টান্নাদি প্রেরণ ; ষষ্ঠকালে—অভিসারের বেশভূষা ; সপ্তম বা রাত্রিকালে—কুঞ্জমিলন, রাধাকৃষ্ণ ও সখীগণের নৃত্য-গীত, রত্নমন্দিরে শয়ন ; অষ্টম বা রাত্রান্তকালে—কুঞ্জভঙ্গ।

৪। ভক্তি উদ্দীপন ঃ

বন্দনা, গুরুমহিমা, গুরুপ্রসাদে চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুরের উদ্ভব, কায়বাক্যে নহে মানসিকে কৃষ্ণ প্রাপ্তি, হরিনাম তত্ত্ব, কৃষ্ণ রাম নামের মহত্ত্ব, অহৈতুকী ভক্তি, সাধন ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তিতে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি, রাগানুগা ভক্তি, গোপী-প্রেম আত্মকামহীন, সাধারণী সামজসা সামর্থা রতি, গোপী অনুগত বা রাগানুগা ভজনে কুঞ্জসেবা লাভ, গ্রন্থকারের দৈন্য।

৫। প্রেমভক্তিচিন্তামণি :

গুরুমহিমা, ব্রজেন্দ্রনন্দনই আরাধ্য, সখী-অনুগতে যুগলসেবা, শচীর নন্দনই ব্রজেন্দ্রনন্দন, যোগী-কর্মী-জ্ঞানী-ন্যাসী পরিহার, ছয়রিপু দমন, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, হরিনাম গ্রহণের মহিমা, গ্রন্থকারের দৈন্য, রাধার রূপ, মানস সিদ্ধদেহে সখি অনুগতে সেবা, ব্রজপ্রেমের নির্মলত্ব, বৃন্দাবনের শোভা, কৃষ্ণের রূপ, যুগলসেবাই সাধ্য সাধন, কলিযুগে গোবিন্দ নিস্তারকর্তা, জ্ঞানী কর্মীর নিকট হরিভক্তি দুর্লভ, হলাদিনী শক্তিসার শ্রীরাধা শুক-নারদাদির আরাধ্য, জাতি-কুল অভিমান ছাড়িয়া বৈষ্ণবসঙ্গ সদা কাম্য, কপট বৈষ্ণব, কুঞ্জসেবা।

৬। গুরুভক্তিচিন্তামণি :

চৈতন্যনিত্যানন্দ প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে গুরু কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা।

৭। নামচিন্তামণি :

শ্রীচৈতন্য প্রভু ও ভক্তগণের বন্দনা, নীলাচলে মহাপ্রভু কর্তৃক হরিদাসকে কলিযুগে জীবের মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা, হরিদাসের দৈন্য, কলিযুগে হরিনাম সার, নাম-নামীতে অভেদ, কৃষ্ণনামে কালাকালের বিচার নাই, নাম উচ্চারণে সকল পাপের ক্ষয়, নাম গ্রহণই জীব মুক্তির উপায়, মহাপ্রভু কর্তৃক হরিদাসকে কোন যুগে অবতারের কোন বর্ণ তৎসংক্রান্ত প্রশ্ন ও হরিদাস কর্তৃক উত্তর দান, কলিযুগে অবতীর্ণ ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ, হরিদাস কর্তৃক শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলিয়া সংস্থাপন, নিত্যানন্দাদির অবতার বর্ণন, চৈতন্য কর্তৃক স্বীয় ভগবত্তা অস্বীকার, হরিদাসের চৈতন্য-ভগবানের লক্ষণ পুনঃ বর্ণন, শ্রীচৈতন্যের পরাভব স্বীকার, হরিদাসকে কৃপা, নামচিন্তামণি শ্রবণের মহিমা।

৮। গুরুশিষ্যসংবাদ :

শিষ্য কর্তৃক গুরুকে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকৃত স্বনিয়মদশক বা সাধন নির্ণয় জিজ্ঞাসা ও গুরুর উত্তর, রাধাকৃষ্ণ উজ্জ্বল প্রেম সাধ্য-সাধন সার, রাধিকার প্রাণপ্রিয় নন্দঘোষ-পুত্রই উপাস্য, শ্রীরাধার অষ্টসখীর পরিচয়, প্রাণসখী ও নর্মসখী গণনা, ব্রজে রাধাকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি অভীষ্ট, অষ্টসখীর কুঞ্জ বর্ণনা, বৃন্দাবন কৃষ্ণের অপরিত্যাজ্য, দৈবকী উদরে কৃষ্ণ জন্মের রহস্য।

৯। উপাসনাতত্ত্ব সার :

গুরুবন্দনা, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দাদির মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য লীলা (১ম অধ্যায়)। গুরুরতি নিত্যানন্দ, বৈষ্ণবরতি অদ্বৈতাচার্য এবং কৃষ্ণরতি শ্রীচৈতন্য, গুরু হইতে কৃষ্ণরতির উদ্ভব, সাধক শ্রীরাধিকা-কিংকর, তিনবাঞ্ছা পূরণার্থ গৌরহরির আবির্ভাব, মহাপ্রভুর তিন দশার বর্ণনা (২য়)। সখিগণের যূথ গণনা, মঞ্জরী, গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, রাধা-

কৃষ্ণ লীলার মাধুর্য, ব্রজের নিত্যলীলা (৩য়)। নিত্যানন্দের রূপগুণ (৪র্থ)। জ্ঞান পরিহার পূর্বক ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজন, মানসসিদ্ধদেহে প্রকৃতিরূপা হইয়া রাধাকৃষ্ণ সেবা, সাধনরহস্যের গোপনীয়তা (৫ম)। কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণপ্রেম-রসলীলা অনুভববেদ্য (৬ষ্ঠ)। ভক্তবিয়োগে বিলাপ, গ্রন্থকারের দৈন্য (৭ম ও শেষ অধ্যায়)।

১০। স্মরণমঙ্গল ঃ

গুর্বাদি এবং বৃন্দাবন বর্ণনা, সখীঅনুগতে সেবা। রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা ঃ প্রথমকালের আখ্যান—কুঞ্জবিলাস ও কুঞ্জভঙ্গ। দ্বিতীয়কাল—পৌর্ণমাসীর বৃন্দাবনে আগমন, কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা, জাবটে পৌর্ণমাসীর আগমন, রাধার বস্ত্র পরিবর্তনের রহস্য, সখিগণসঙ্গে রাধিকার নন্দালয়ে রন্ধন। তৃতীয়কাল—রাধার জাবটে প্রত্যাবর্তন এবং জটিলার আদেশে সূর্যপূজায় গমন। চতুর্থ-কাল—পুষ্পচয়ন ছলে রাধাকৃষ্ণ মিলন, ভোজনলীলা, মদনবিলাস, সূর্যালয়ে পুনরাগমন, ব্রহ্মচারীবেশে কৃষ্ণের সূর্যপূজা, সকলের বিদায় গ্রহণ। পঞ্চমকাল—উত্তর গোষ্ঠ। ষষ্ঠকাল—নন্দালয়ে মিষ্টান্ন প্রেরণছলে মিলন সংকেত জ্ঞাপন। সপ্তমকাল—কৃষ্ণের ভোজন এবং শয্যাগ্রহণ, রাত্রি দশদণ্ডের সময় কৃষ্ণের অভিসার ও রাধাসহ মিলন। অষ্টমকাল—রাধাকৃষ্ণবিলাস ও সখি-গণের সেবা।

ইহার সহিত সাধনচন্দ্রিকার কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে সাধন চন্দ্রিকায় সখীগণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ সেবার বিস্তৃত বিবরণ, এখানে কেবল রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনের নানা বর্ণনা।

১১। বৈষ্ণবামৃত ঃ

বৈষ্ণবের মহিমা, বৈষ্ণব নিন্দনের ও বৈষ্ণব সেবনের ফল।

১২। রাগমালা ঃ

গুর্বাদি বর্ণন, কৃষ্ণের পঞ্চগুণ, পূর্বরাগ-বিপ্রলম্ভ, চৌষট্টি নায়িকার উদ্ভব, সখী-মঞ্জরীর বিবরণ, গোস্বামিগণের মঞ্জরী-নির্ণয়, গ্রন্থলেখার ইতিহাস, মঞ্জরী-গণের গুণের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, রাগানুগা-কামানুগা উপাসনা, প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধের কথা, রাধিকার বারোমাসের গতাগতি।

১৩। কুঞ্জবর্ণন ঃ

বন্দনা, শ্রীকুণ্ড ও অষ্টসখীর কুঞ্জ বর্ণনা।

নরোত্তম রূপদক্ষ কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভাবতন্ময় সাধক। তাঁহার কাব্যে ভাষার কারুকার্য তত চোখে পড়ে না, যত পড়ে ভাবের রস রূপায়ণ।

বিদ্যাপতির অপূর্ব-নির্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা ছিল নরোত্তমের আয়ত্তের বাহিরে। গোবিন্দদাসের মণ্ডন-কুশলতাও তাঁহার কবিস্বভাবের অনুকূল নহে। রাজসভার বিদগ্ধ কবি বিদ্যাপতি। আকণ্ঠ রসপিপাসার সঙ্গে মননের অনস্বীকার্য অঙ্গীকার ঘটিয়াছে তাঁহার কাব্যে। অন্যদিকে শিল্প সচেতন গোবিন্দদাসের রূপকর্মের মূলে রহিয়াছে আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য বোধ। নরোত্তম সাধন-নিষ্ঠ ভক্তিসর্বস্বপ্রাণ সাধক কবি। তাঁহার কাব্য-নির্মিতিতে সাধকপ্রেরণা কবিপ্রেরণা অপেক্ষা অধিকতর ক্রিয়াশীল। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কাব্যে তাই ভাষার যে ঐশ্বর্য ও অলংকৃতি, ছন্দের যে বিত্ত ও নৃত্য, নরোত্তমে তাহা অনুপস্থিত। কাব্যরূপনির্মাণে তিনি বরং চণ্ডীদাস, নরহরি সরকার ও জ্ঞানদাসের অধিকতর সমীপবর্তী। চণ্ডীদাসের অতি গভীর অনুভূতির অতি সরল এবং অনলঙ্কৃত মাহাত্ম্য নরোত্তম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের মতো নরোত্তমের কাব্যের ভাষাও তাই সরল, ছন্দ সাধারণ এবং অলঙ্করণ স্বল্প।

সংস্কৃত-ব্রজবুলী-বাংলা—তিন ভাষাতেই নরোত্তমের রচনা পাওয়া গিয়াছে। তবে, বাংলা রচনার দিকে তাঁহার আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। নরোত্তমের সংস্কৃত রচনার একমাত্র নিদর্শন 'শ্রীনিবাসস্তোত্র'। ব্রজবুলীতে তাঁহার ভণিতায় মাত্র ছাব্বিশটি পদ মিলিয়াছে। সাতটি পদের ভাষা বাংলা ব্রজবুলী মিশ্র। অন্য সমুদয় রচনা বাংলা। এখানে নরোত্তমের কবিস্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলিবে। ব্রজবুলী কৃত্রিম কাব্যভাষা। সচেতন রূপশিল্পীরাই ইহার আশ্রয় লইয়া থাকেন। গোবিন্দদাস কদাচিৎ ব্রজবুলী ছাড়িয়া বাংলায় পদ লিখিয়াছেন। শিক্ষানবিশী পর্বে জ্ঞানদাস ব্রজবুলীর চর্চা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ পদগুলির ভাষা বাংলা। চণ্ডীদাসের তো কোন ব্রজবুলী পদই নাই। নরোত্তমের কবি-প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ যেখানে সেই প্রার্থনার পদ এবং প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার ভাষা তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে বাংলা। অবশ্য ব্রজবুলীতে যে নরোত্তম ব্যর্থ হইয়াছেন এমন কথা নহে। 'নাগর পরম প্রেম হেরি সুন্দরী' (সংকলনের ৯১ সং পদ), 'বলি বলি যাত ললিতা আলি' (১১৩), 'মাধব হমারি বিদায় পায়ে তোর' (১১৮), 'আনন্দে সুবদনি কছু নাহি জান' (১১৯), 'নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুন পুন' (১২০), 'শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ' (১২৪) ইত্যাদি পদ নরোত্তমের সার্থক ব্রজবুলী রচনার উদাহরণ।

কিন্তু ব্রজবুলী ভাষাটিই কাব্যের প্রসাধনবিশেষ। রূপলোক নির্মাণের একটি সচেতন প্রয়াস ব্রজবুলী ভাষা ব্যবহারের মধ্যে নিহিত আছে। আর একটি কথা, অলৌকিক রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবি সম্ভোগকে বিসর্জন দেন নাই। সম্ভোগ বর্ণনার পার্থিবতা কাটাইতে বৈষ্ণব কবিকে ভাষার সাহায্যে অপার্থিব

মায়ালোক সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। অভিপ্রেত পরিবেশ রচনায় বাংলা ব্রজবুলীর মতো শক্তিমান নহে। নরোত্তমও যে ব্রজবুলীর আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার অন্যতম কারণ সম্ভোগের অপার্থিব পরিবেশ রচনার প্রয়োজনে। কিন্তু হৃদয়ের গভীর অনুভবকে রূপ দিতে গিয়া তিনি ব্রজবুলীর প্রসাধনও পরিহার করিয়াছেন। নরোত্তমের প্রতিনিধি স্থানীয় শ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণলীলার পদগুলি হইল—

ক। কি ক্ষণে হইল দেখা (৮৭)
খ। কিবা সে তোমার প্রেম (১১৭)
গ। বন্ধুরে লইয়া কোরে (১২২)
ঘ। নবঘনশ্যাম অহে প্রাণ (১২৯)
ঙ। কমলদল আঁখিরে (১৩০)
চ। শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী (১৩১)

ইত্যাদি। সবগুলিই বাংলা পদ। ইহাদের ভাব সুগভীর, ভাষা অনলংকৃত। রাধার আক্ষেপ ও অনুরাগ, বিরহ ও বেদনা এই সকল পদে গভীর সুরে উচ্চারিত হইয়াছে।

বাক্‌সংযম নরোত্তমের কাব্যের অন্যতম গুণ। অল্পকথায় তিনি মনোভাব প্রকাশে দক্ষ। মিলনের বিচিত্র রসাবেশ বর্ণনায় এই সংযম বেশী করিয়া লক্ষিত হয়। যেমন—

প্রেম জলধি মাঝে ডুবল দুহুঁ জন
মনমথ পড়ি গেল ফান্দে।
—পদাবলী ৯৭

কিংবা

দুহু ভুজ দুহু জন কণ্ঠহি নেল।
মনমথ তূণ শূন ভই গেল।
—পদাবলী ১০৪

অধিক বাগ্‌ বিস্তার নাই, কিন্তু কামের দেবতাকে পরাজিত করে যে মিলনলীলা তাহাকে বুঝিতেও পাঠকের বেগ পাইতে হয় না। আবার, নরোত্তমের রাধিকা যখন বলেন,—'কিবা সে তোমার প্রেম, কত লক্ষ কোটি হেম, নিরবধি জাগিছে অন্তরে', সেখানেও দেখি কৃষ্ণপ্রেমকে রাধিকা কেবল 'কত লক্ষ কোটি হেম' বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু এই কয়টি শব্দের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে অতলান্ত প্রেমের গভীর ব্যঞ্জনা। তাহাই নিরবধি রাধিকার অন্তরে জাগিতেছে।

রূপসাধক নহেন বলিয়া ছন্দের ক্ষেত্রে নরোত্তমের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রচলিত দশাক্ষরী একাবলী, চৌদ্দ অক্ষরী পয়ার, কুড়ি অক্ষরের লঘু ত্রিপদী এবং ছাব্বিশ অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদীই তাঁহার কাব্য-শরীর গঠন করিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

১। দশাক্ষরী একাবলী—

কি কহব দুহুঁ দুরন্তান।
না হেরসি দুহুঁ পরিণাম॥
অবহ চলহ মঝু সাথ।
ওহ করুণা রাখব হাত॥

—পদাবলী ১০০

মাত্র দুটি পদ এই ছন্দে লিখিত হইয়াছে। (৩১ সং ও ১০০ সং)।

২। চৌদ্দ অক্ষরী পয়ার—

চলিলা নাগর রাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণ যুগ আরতি বিথারে॥

অধিকাংশ পদই এই ছন্দে রচিত।

৩। কুড়ি অক্ষরে লঘু ত্রিপদী—(৬+৬+৮=২০)

নিতাই রঙ্গিয়া, ঢুলিয়া ঢুলিয়া,
নগরে বাজারে ফিরে।
গৌরাঙ্গ বলিতে, করুণ নয়ানে,
পয়োধি বারিদ ঝরে॥

—পদাবলী ১৪৩

অনুরূপ ছন্দের পদ দুটি তিনটি মাত্র।

৪। ছাব্বিশ অক্ষরের দীর্ঘ ত্রিপদী—(৮+৮+১০=২৬)

কদম্বতরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল,
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥

—পদাবলী ৯৪

বেশীর ভাগ ত্রিপদীর ছন্দ ইহাই।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পদও কিছু আছে। তবে বেশী নহে।

৫। আঠাশ মাত্রার ত্রিপদী—

নাগর পরম প্রেম হেরি সুন্দরি
উছলিত নয়নক লোর।
মৃদুতর বচনে প্রবোধই নাহক
যতনই লেই করু কোর॥

—পদাবলী ৯১

পদাবলী ছাড়া নরোত্তমের অন্য রচনার ছন্দ চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার। এই পয়ারের প্রধান গুণ স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশক্ষমতা। তাঁহার পয়ার কোথাও পঙ্গু হয় নাই, অন্ত্যমিলের আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টাও কোথাও চোখে পড়ে না।

নরোত্তমের পয়ার প্রায়শঃই গদ্য লক্ষণাক্রান্ত। অন্ত্যমিলের আচ্ছাদনটুকু সরাইয়া দিলে, তাহা যে গদ্যের ঋজুতা লইয়া দেখা দিতে পারে, তেমন উদাহরণ বিরল নহে। কয়েকটি নীচে দেওয়া গেল।

(১) সুবল মধুমঙ্গল সঙ্গে মিলন হইল।
প্রেমরস সমুদ্রে দোঁহে ভাসিতে লাগিল॥
তার মধ্যে পুষ্পশয্যা নির্মাণ করিঞা।
দোহাকার হস্ত ধরি বসাইল নিঞা॥
সুবাসিত জলে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
নিজ কেশে সখিগণে জল উঠাইল॥

—সাধনচন্দ্রিকা

(২) নিশাভাগে শ্রীবাসের পুত্র মরি গেল।
শক্তিবলে যেহোঁ তাহে পুন জিয়াইল॥
মৃত পুত্র মুখে করি তত্ত্ব পরকাশ।
গোষ্ঠীসহ শ্রীবাসের দুঃখ কৈল নাশ॥
প্রতাপরুদ্রের পুন এই লীলাছলে।
ষড়্‌ভুজ দেখায় যেহোঁ নিজ মায়াবলে॥
তেহোঁ যে ঈশ্বর হবে ইথে কি বিস্ময়।
সূর্য্য উদিলে হাতে ঢাকা নাহি যায়॥

—নামচিন্তামণি

অনুরূপ বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

অলংকার-রিক্ত সারল্যই নরোত্তমের কাব্যের গৌরব। রবীন্দ্রনাথের মতো

নরোত্তমও বলিতে পারেন, 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'। তবে একেবারে যে কোন অলঙ্কারই নরোত্তমের পদাবলীতে নাই, এমন বলা চলে না। এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট অলঙ্কারের যথেচ্ছ উদাহরণ দেওয়া গেল। —

(১) চরণ নখর মণি, জনু চান্দের গাঁথুনি।

—পদাবলী ৮৬

(২) মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোহে দোহাঁ পায়ল পরশমণি॥

—পদাবলী ৮৯

(৩) কিবা রূপ লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি।

—পদাবলী ৯৪

(৪) দুহু কর উপরে দুহু শির রাখি।
কনয়া জ্যোতি আধ মরকত কাঁতি।

—পদাবলী ১০২

(৫) শ্যাম নাসার নিশ্বাসে রাইয়ের মতি দোলে।
জাহ্নবীর জলে যেন কনকমালা খেলে॥

—পদাবলী ১১২

(৬) কমলদল আঁখিরে কমলদল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদমুখ দেখি॥

—পদাবলী ১৩০

(৭) অন্নজল-বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই।

—পদাবলী ১৪৬

(৮) দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ দিঠি ঝরঝর
শাওন জলদ সামন।

—পদাবলী ১১৮

পদাবলী সাহিত্যের কবি নরোত্তমের পরিচয় দেওয়া গেল। এবার তত্ত্ব ও উপদেশমূলক রচনার ক্ষেত্র। এখানে কবিত্বের অবকাশ এমনিতেই খুব সীমিত। তদুপরি, কবিত্ব করাও নরোত্তমের অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। সে সময়ে গদ্যরীতির প্রচলন থাকিলে, নরোত্তম বোধ করি তাহাই অবলম্বন করিতেন। তবুও, সাধক ও প্রচারক নরোত্তমের মধ্যে যে কবিত্বভাব ছিল তাহা স্থানে স্থানে, বিশেষ করিয়া প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়, আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে একটি মাত্র উদাহরণ তুলিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গের উপর উপসংহার টানিব। —

কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তাই,
দরপ-দরপ করু চুর।
নটবর শিখরিনী, নটিনীর শিরোমণি,
দুহুঁ গুণে দুহুঁ মন ঝুর ॥
শ্রীমুখসুন্দরবর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাবভূষণ করু শোভা।
নীল পীত বাস ধর, গোরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুহুঁ লোভা ॥

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

উদ্ধৃতিটি শব্দালঙ্কারের একটি সার্থক উদাহরণ মাত্র নহে, যুগলকিশোর রাধা-মাধবের অনুরূপ শব্দচিত্র সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে বিরল।

দ্বিতীয় ভাগ : রচনা সংগ্রহ

দ্বিতীয় ভাগ
রচনা সংগ্রহ

নরোত্তম দাসের প্রামাণিক পদাবলী ও তত্ত্বোপদেশমূলক রচনাগুলি বিভিন্ন সূত্র হইতে সংকলিত করিয়া দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করা হইল। ইতিপূর্বে নরোত্তমের সমুদয় রচনা একত্রে সংকলিত হয় নাই। সকল রকম পদ মিলাইয়া নরোত্তমের মোট ১৬০টি পদ ও ১৩টি তত্ত্বোপদেশমূলক রচনা পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কাল পর্যন্ত কোনও সংকলন গ্রন্থে নরোত্তম ভণিতায় ৭৫টির অধিক পদ স্থান পায় নাই। তত্ত্বোপদেশমূলক রচনাগুলির মধ্যে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও রাগমালা ছাড়া আর কোনও রচনা এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। অথচ শ্রীচৈতন্যমতবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ঠাকুর নরোত্তমের ভাবজীবনের সম্যক পরিচয় জানিতে হইলে তাঁহার সমুদয় রচনার সহিতও পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন অনুভব করিয়া নরোত্তমের রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। ইহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রথমভাগের পঞ্চম অধ্যায়ে করা গিয়াছে।

আদর্শ পাঠ ঃ

আদর্শ পাঠ গ্রহণের সময় আকরের প্রাচীনত্বের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পদাবলীর আকর হিসাবে সকল সময় পুথির উপর নির্ভর করা যায় নাই। প্রার্থনা ছাড়া নরোত্তমের অন্য পদাবলীর কোন পুথি মেলে না। অন্যান্য পদ-কর্তার সহিত নরোত্তমের পদের যে পুথি মিলে তাহার অধিকাংশ খণ্ডিত ও তারিখহীন। প্রাচীন ও আধুনিক সংকলন গ্রন্থগুলিতেই কেবল নরোত্তমের পদাবলী উদ্ধৃত দেখা যায়। তারিখহীন খণ্ডিত পুথি অপেক্ষা তারিখযুক্ত সংকলন গ্রন্থের গুরুত্ব অধিক বিবেচনা করিয়া সংকলনগুলির পাঠ স্থানবিশেষে প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অনেকগুলি পদ কেবলমাত্র আধুনিক সংকলন গ্রন্থগুলিতেই মিলিয়াছে। সেই কারণে, সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে যেটি রচনাকালের দিক দিয়া প্রাচীন, তাহারই পাঠ আদর্শরূপে ধৃত হইয়াছে।

তত্ত্বোপদেশমূলক সকল রচনারই আকর হইল পুথি এবং প্রাপ্ত পুথির মধ্যে লিপিকালের দিক দিয়া প্রাচীন পুথিরই পাঠ আদর্শরূপে গৃহীত।

পাঠান্তর ঃ

নরোত্তমের বিভিন্ন রচনার বহুসংখ্যক পুথি মিলে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই খণ্ডিত, তারিখহীন এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অনুলিখিত। লিপিকার-প্রমাদ-বহুল এই সকল পুথিতে উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর কিছুই নাই। সকল পুথির পাঠান্তর লওয়া সেই কারণে একরূপ অপ্রয়োজনীয়। আদর্শ পুথির লিপিকালের নিকটবর্তী সময়ে অনুলিখিত তারিখযুক্ত অখণ্ড, কোথাও বা খণ্ডিত, উল্লেখযোগ্য পুথি হইতেই কেবল পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে।

পদসংকলন গ্রন্থপরিচয়

যে সকল পদসংকলন গ্রন্থ হইতে পদাবলীর আদর্শ পাঠ ও পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করিয়া তাহাদের পরিচয় নিচে দেওয়া হইল। সেই সঙ্গে উহাতে নরোত্তমের মোট পদসংখ্যা, কোন পর্যায়ের কতগুলি পদ, কতগুলি আদর্শরূপে গৃহীত এবং কতগুলির বা পাঠান্তর ধৃত হইয়াছে, তাহাও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখিত হইল।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থগুলির প্রায় প্রত্যেকটির প্রামাণ্য মুদ্রিত সংস্করণ আছে। বর্তমান সংকলনে সেই সকল মুদ্রিত সংস্করণের উপর নির্ভর করা গিয়াছে।

১। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক আনুমানিক ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত। আলোচিত মুদ্রিত গ্রন্থ—রাধিকানাথ গোস্বামী-শিষ্য কর্তৃক সম্পাদিত ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রকাশিত বৃন্দাবন সংস্করণ।

ইহাতে নরোত্তমের ৩টি প্রার্থনা ও ৩টি লীলাবিষয়ক—মোট ৬টি পদ আছে। প্রার্থনার ১টি পদের পাঠ আদর্শরূপে ও অন্য ২টির পাঠান্তর গৃহীত। লীলাবিষয়ক ৩টি পদই আদর্শরূপে গৃহীত।

২। পদামৃতসমুদ্র

আঃ ১৭২৫-৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাধামোহন ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত। আলোচিত মুদ্রিত গ্রন্থ—বহরমপুর হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও রামদেব মিশ্র প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

নরোত্তমের মোট পদ ১৮। ইহাদের মধ্যে ৮টি প্রার্থনার ও ১০টি লীলাবিষয়ক। প্রার্থনার ১টি পদের পাঠ আদর্শরূপে ও অন্যগুলির পাঠান্তর এবং লীলাবিষয়ক ৭টি পদের পাঠ আদর্শ ও অন্য ৩টির পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে।

৩। কীর্তনানন্দ

গৌরসুন্দর দাস কর্তৃক ১৬৮৮ শক, ইং ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত। আলোচিত পুথি—গ. গ. ম. ২৬৫৪। পত্রসংখ্যা ২৩৩, সম্পূর্ণ পুথি। লিপিকাল ১২০৭ সাল, ইং ১৮০০ খ্রীঃ।

নরোত্তম ভণিতায় নয়টি প্রার্থনার এবং উনিশটি লীলার—মোট ২৮টি পদ আছে। প্রার্থনা পদগুলির পাঠান্তর এবং লীলার পদগুলির মধ্যে ১১টির পাঠ আদর্শ এবং ৮টির পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে।

৪। পদকল্পতরু

আনুমানিক ১৭৫৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব দাস ইহা সংকলন করেন। আলোচিত মুদ্রিত গ্রন্থ—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।

নরোত্তমের পদ মোট ৬৪টি। ইহাদের মধ্যে ৩৫টি প্রার্থনার, ১টি প্রার্থনা-জাতীয় এবং ২৮টি লীলার পদ। ইহা হইতে প্রার্থনার ২টি, প্রার্থনাজাতীয় ১টি এবং লীলার ১৫টি পদ আদর্শরূপে এবং অন্যান্যগুলির পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে।

৫। সংকীর্তনামৃত

১৬৯৩ শক অর্থাৎ ইং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু দাস কর্তৃক সংকলিত। আলোচিত মুদ্রিত গ্রন্থ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ।

১টি প্রার্থনার ও ২টি লীলার—মোট ৩টি পদ নরোত্তমের নামে আছে। পাঠান্তর গৃহীত।

৬। গৌরপদতরঙ্গিণী

১৩১০ সাল, ইং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। মৃণালকান্তি ঘোষ কর্তৃক ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪১ সাল, ইং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সব রকমের পদ লইয়া নরোত্তমের মোট ৪৭টি পদ আছে। ইহাতে 'হাটবন্দন' নামে রচনাটি নরোত্তমের ভণিতায় দৃষ্ট হয়। মাত্র ৩টি পদ আদর্শরূপে গৃহীত, 'নামসংকীর্তন' ছাড়া অন্য কোন পদের পাঠান্তর লওয়া হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে সংকলিত সকল সংগ্রহ পুস্তকের পাঠান্তর বর্জিত হইয়াছে।

৭। বৈষ্ণবপদলহরী

১৩১২ সাল, ইং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক প্রকাশিত।

ইহাতে ৭৫টি পদ নরোত্তমের ভণিতায় দৃষ্ট হইলেও কোন নূতন পদ পাওয়া যায় না।

৮। বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি

দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ কর্তৃক ১৩৩১ সালে (ইং ১৯২৪ খ্রীঃ) সম্পাদিত প্রথম রঞ্জন সংস্করণ।

নরোত্তমের ২২টি পদ আছে। ইহার মধ্যে লীলার ১টি পদ নূতন, পদটি গৃহীত হইল।

৯। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী

বিভিন্ন পদসংকলন পুথি হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া সতীশচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত।

নরোত্তমের ভণিতায় ৩০টি পদ আছে। ইহাদের সকল কয়টি পদই খাঁটি নরোত্তমের নহে। (৭টি পদ স্পষ্টতঃই সহজিয়া)। মাত্র ৬টি পদের পাঠ আদর্শরূপে এবং কয়েকটি পদের পাঠান্তর গৃহীত।

১০। পদামৃতমাধুরী

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও চারি খণ্ডে প্রকাশিত।

মোট ৪৫টি পদের মধ্যে লীলা বর্ণনার ৭টি নূতন পদ আছে। পদগুলি গৃহীত হইয়াছে।

১১। বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার

রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত বৈষ্ণব রচনা সংকলন। নরোত্তমের প্রার্থনা পদাবলীতে সংগৃহীত একটি পদ প্রার্থনাজাতীয় পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছে।

১২। বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। নরোত্তমের পদসংখ্যা ৬৫। ইহার মধ্যে লীলার ২টি নূতন পদ আছে। পদ দুইটি গৃহীত হইল।

১৩। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও শ্রীশ্রীপ্রার্থনা

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। বিভিন্ন পুথির পাঠ মিলাইয়া প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার ও প্রার্থনার পাঠ নির্ধারণের ইহাই প্রথম প্রয়াস। সেই কারণে বর্তমান সংকলনের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনার আদর্শ পাঠের সহিত ইহার পাঠান্তর দেখান গিয়াছে। রাজশাহী অঞ্চলে নরোত্তমের

আবাসভূমির নিকট হইতে সংগৃহীত দুইটি প্রার্থনার পুথি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পুথিশালায় আছে (ঐ সমিতির ১৪৫ ও ৬১৫ সং পুথি)। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ উক্ত দুইটি পুথি হইতে যে পাঠান্তর ধরিয়াছেন, বর্তমান সংকলনের প্রার্থনা পদাবলীর সহিত সেই পাঠান্তরও দেখান হইল।

পুথি পরিচয়

সংকেত ব্যাখ্যা

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি

সা. প.—সাহিত্য পরিষদের পুথি

এ. সো.—এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি

গ. গ. ম.—গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, বরানগর পাঠবাড়ীর পুথি

বি.—বিশ্বভারতীর পুথি

স.—সম্পূর্ণ পুথি

খ.—খণ্ডিত পুথি

লিপিকাল ইত্যাদির উল্লেখ না থাকিলে বুঝিতে হইবে পুথিতে উহা নাই।

ক। প্রার্থনা পদাবলীর পুথি

(১) ক. বি. ৪১৩২। পত্র ১২। সম্পূর্ণ। লিপিকাল—'ইতি সন ১০৮৪ সাল (ইং ১৬৭৭ খ্রীঃ), ২৯ কাতিক।' লিপিকার লিপিস্থানের উল্লেখ নাই।

পদসংখ্যা ২৯। প্রত্যেকটি পদ আদর্শরূপে গৃহীত।

(২) সা. প. ১৩৫৭। পত্র ১১। সম্পূর্ণ। লিপিকাল—'সন ১১১০ সাল (ইং ১৭০৩ খ্রীঃ) বিতারিখ ২৮ বৈশাখ শুক্রবার'। লিপিকার লিপিস্থানের উল্লেখ নাই। পদ ৩২।

'কাঞ্চন দরপণ' ইত্যাদি গৌররূপ বর্ণনার পদটি ইহাতে প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পুথিটির ১২টি পদকে আদর্শরূপে এবং অন্যগুলির পাঠান্তর লওয়া হইয়াছে।

(৩) সা. প. ৪৯৬। পত্র ১১। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি—'সন ১১৯৮ সাল (ইং ১৭৯১ খ্রীঃ) মাহ ৩ পৌষ দস্তখত শ্রীশুকদেব দাস সাং হুগলী ঘোলঘাট।'

পদ ৩২ ('কাঞ্চন দরপণ' ইত্যাদি পদটি ধরিয়া)। পাঠান্তর গৃহীত।

(৪) সা. প. ৪৯৮। পত্র ১-১১, ১৩। খণ্ডিত। লিপিকাল ইত্যাদি নাই। পদ ৪৭। ইহাদের মধ্যে ৯টি পদ নূতন। পদগুলি গৃহীত হইয়াছে। তারিখহীন পুথি বলিয়া পাঠান্তর লওয়া হয় নাই।

প্রার্থনার মোট ৫৪টি পদের আদর্শ পাঠ ও পাঠান্তর পূর্বোক্ত সংকলন গ্রন্থাদি এবং এই চারিটি পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে। নরোত্তমের প্রার্থনার পুথিসংখ্যা বহু। কোন উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর অবশিষ্ট পুথিগুলিতে দৃষ্ট হয় না। পুথিগুলির বিবরণ এইরূপ ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) ক.বি. ১২৫৭। পত্র ৩, ৭-৯। খ। লিপিকাল ১২১১ সাল, ইং ১৮০৪ খ্রীঃ। পদ ঃ ১২টি সম্পূর্ণ, ৩টি খণ্ডিত।

(৬) „ ১২৬২। পত্র ১-৭। খ। পদ ২৮।

(৭) „ ১২৯০। পত্র ৯। স। লিপিকাল ১২৬৬ সাল, ইং ১৮৫৯ খ্রীঃ। পদ ৪৭।

(৮) „ ১৪৫৩। পত্র ৮। স। লিপিকাল ১২২১ সাল, (ইং ১৮১৪ খ্রীঃ)। পদ ৩০। ইহাদের মধ্যে ৩টি লীলাবিষয়ক নূতন পদ আদর্শরূপে গৃহীত।

(৯) „ ১৬২৫। পত্র ৬। স। পদ ৩৬।

(১০) „ ১৮০৩। পত্র ৮। স। পদ ২৯। লীলার ১টি নূতন পদ আদর্শরূপে গৃহীত।

(১১) „ ১৮০৬। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮৫৬ খ্রীঃ। পদ ৩৩।

(১২) " ২৪৪৪। পত্র ১০। স। পদ ২৮।

(১৩) " ২৮২৫। পত্র ২-৬। প্রথম পত্র ছাড়া পুথি সম্পূর্ণ। পদ ১২।

(১৪) " ৩৯৫৯। পত্র ৫। স। লিপিকাল সন ১২৪২ সাল (ইং ১৮৩৫ খ্রীঃ)। পদ ৩০।

(১৫) " ৪১৮৪। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮১৫ খ্রীঃ। পদ ৩২।

(১৬) " ৪২৮৪। পত্র ১৭। স। পদ ৩২।

(১৭) " ৪২৮৫। পত্র ১-৬। খ। পদ ৩২। ইহাদের মধ্যে একটি 'মুরারি' ও একটি 'তরুণীরমণ' ভণিতায় পদ আছে।

(১৮) " ৪৩০০। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৮৭১ খ্রীঃ। পদ ৩১।

(১৯) " ৪৬৭০। পত্র ২-৪। খ। পদ ২৩।

(২০) " ৪৯১৫। পত্র ৪। স। পদ ১৭।

(২১) " ৬২০৯। পত্র ১০। স। পদ ৩২।

(২২) " ৬২৩৫। পত্র ১০। স। লিপিকাল সন ১২৬২ সাল (ইং ১৮৫৫ খ্রীঃ) পদ ৩৩। ইহাদের মধ্যে ১টি প্রার্থনাজাতীয় পদের আদর্শরূপে গৃহীত।

(২৩) ক.বি. ৬৩৮৮। পত্র ১৫। খ। পদ ২৬।
(২৪) " ৬৩৯৮। পত্র ১২। খ। পদ ৩০।

বরানগর পাটবাড়ী

পুথি সংখ্যার পূর্বে 'প' পদাবলী ও 'বি' বিবিধ পুথি নির্দেশক। গ. গ. ম. প. ৪০ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত পদাবলী পুথির ৪০ সংখ্যক পুথি এবং গ. গ. ম. বি. ১৫৬ অর্থাৎ বিবিধ পুথির ১৫৬ সংখ্যক পুথি বুঝিতে হইবে।

(২৫) গ. গ. ম. প. ৪০। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৮০৪ খ্রীঃ। পদ ৩২। 'কাঞ্চন দরপণ' ইত্যাদি পদটি প্রার্থনার অন্তর্গত ধরা হইয়াছে।
(২৬) " প ৪১। পত্র ৭। স। পদ ১৩। সুরদাস ভণিতায় 'শরদ ইন্দু মুখারবিন্দ' ইত্যাদি পদটি আছে।
(২৭) " প ৪২। পত্র ১১। স। পদ ৩১ ('কাঞ্চন দরপণ' ইত্যাদি পদটি ধরিয়া)।
(২৮) " প ৪৩। পত্র ৮। স। পদ ৩২ ('কাঞ্চন দরপণ' ইত্যাদি পদটি লইয়া)। পুথিটির লিপি দেবনাগরী।
(২৯) " প ৪৫। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮৫৮ খ্রীঃ। পদ ৩০।
(৩০) " প ৪৬। পত্র ৮। স। পদ ২২।
(৩১) " প ৪৮। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৫। পদ ৩৫। ইহাদের মধ্যে ১টি প্রার্থনাজাতীয় পদের আদর্শরূপে গৃহীত।
(৩২) " প ৪৯। পত্র ২৪। স। দেবনাগরী লিপি।
(৩৩) " প ৫০। পত্র ১। খ।
(৩৪) " প ৫১। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮২৫। পদ ৩৪ (বসন্ত ভণিতার ১টি পদ ধরিয়া)।
(৩৫) " প ৫২। পত্র ৭-৯। খ।
(৩৬) " প ৫৩। পত্র ১-২। খ।
(৩৭) " বি ৫৬। পত্র ১২। স। লিপিকাল ইং ১৮২৩ খ্রীঃ। পদ ৩৬ (লীলাবিষয়ক ২টি পদ ধরিয়া)।

সাহিত্য পরিষদ

(৩৮) সা. প. ৪৯৫। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৩ খ্রীঃ। পদ ৩০। ইহাদের মধ্যে ১টি প্রার্থনাজাতীয় রূপে গৃহীত।
(৩৯) " ৪৯৭। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৮১৫ খ্রীঃ। পদ ৩০।

(৪০) সা. প. ১৩৬০। পত্র ১৪। স। লিপিকাল ইং ১৭৯৫ খ্রীঃ। পদ ৩০ ('কাঞ্চন দরপণ' ইত্যাদি পদটি লইয়া)।

(৪১) " ২০২৬। পত্র ৮। স। পদ ২৪।

(৪২) " ২১১৪। পত্র ১-৪, ৬। খ। পদ ১৭।

বিশ্বভারতী

(৪৩) বি ৯৭। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৮২৩ খ্রীঃ। পদ ৩৫ (রাধা-বল্লভ ভণিতায় ১টি পদ ধরিয়া)।

(৪৪) " ২৫২। পত্র ৭। খ। পদ ২৪।

(৪৫) " ৫০৬। পত্র ৭। স। পদ ৩০।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(৪৬) এ. সো. A_8। পত্র ৬। স। পদ ২৮।

(৪৭) এ. সো. ৫৪০৬। পত্র ৭। খ। অত্যন্ত জীর্ণ ও লেখা অস্পষ্ট।

খ। প্রার্থনাজাতীয় পদাবলীর পুথি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(১) ক.বি. ২৮৭০। প্রার্থনা ও অন্যান্য পদ। পত্র ১৬। সম্পূর্ণ। লিপিকাল 'সন ১২৫৭ (ইং ১৮৫০ খ্রীঃ) তারিখ ২৬ শ্রাবণ রোজ বৃহস্পতিবার।' প্রার্থনা ও অন্যান্য পদ লইয়া মোট পদ সংখ্যা ৮০। কিছু কিছু পদ অন্যান্য ভণিতায়ও আছে। ইহার ৯টি পদ প্রার্থনাজাতীয় পদের আদর্শরূপে গৃহীত।

(২) " ১৬৫৮। পদাবলী। পুথির আদ্যন্ত কিছুই নাই, তারিখও নাই। একটিমাত্র পত্রে ৩টি পদ আছে। ১টি পদ প্রার্থনাজাতীয় রূপে গৃহীত।

(৩) " ৪২১০। পদাবলী। পত্র ৪০। স। লিপিকাল ইং ১৮৬৬ খ্রীঃ। অন্যান্য পদকর্তার সহিত নরোত্তমেরও পদ রহিয়াছে। ইহার ১টি পদ প্রার্থনা জাতীয়রূপে গৃহীত।

(৪) " ৪৫১৯। পদাবলী। পত্র ১-৮। খ। পদ ২৫। অধিকাংশই নরোত্তমের প্রার্থনার পদ। ২টি প্রার্থনাজাতীয় পদরূপে গৃহীত।

(৫) " ৪৫৭২। পদাবলী। পত্র ৫৭-৬০। খ। নরোত্তমের পদ ১০টি, ইহাদের মধ্যে ৯টি প্রার্থনার ও অন্যটি প্রার্থনাজাতীয়। পদটি গৃহীত হইল।

(৬) " ৪৮৪৬। পদাবলী। পত্র ১-১৫। খ। পদ ৬৭। সহজিয়া পদ সংগ্রহ।

ক.বি.—নরোত্তম, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, নরহরি, বাসুঘোষ, লোচন, রায়শেখর ইত্যাদি। ১টি পদ গৃহীত হইয়াছে।

(৭) ক.বি. ৫৩২২। পদাবলী। পত্র ১৭। খ। নরোত্তম ভণিতায় ১টি পদ গৃহীত।

(৮) " ৫৭৯৬। মনোহর দাসের কল্পতরুলতিকা। পত্র ৫। স। লিপিকাল ইং ১৮৫৯ খ্রীঃ। পুথিটি.ত নরোত্তম ভণিতায় ১টি নূতন পদ মিলিয়াছে।

বরানগর পাটবাড়ী (প—পদাবলী)

(৯) গ. গ. ম.—প. ৪৭। প্রার্থনা। পত্র ১৮। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি নাই। পদ ৬৪। অধিকাংশ প্রার্থনার, কিছু লীলাবিষয়ক ও অন্যান্য পদ। প্রার্থনাজাতীয় পদ ৬টি, ইহাদের মধ্যে ৩টি আদর্শরূপে গৃহীত।

প্রার্থনাজাতীয় পদ মোট ২৮টি। ইহাদের মধ্যে ২৩টি পদ এই সকল পুথি হইতে এবং বাকী ৫টি পদ পদকল্পতরু (২), অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (১), গৌরপদ-তরঙ্গিণী (১) এবং বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার (১) হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গ। লীলাবিষয়ক পদাবলীর পুথি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(১) ক. বি. ১৪৫৩। পূর্বে আলোচিত। ৩টি পদ।

(২) ,, ১৮০৩। পূর্বে আলোচিত। ১টি পদ।

(৩) ,, ২৩৯০। পদাবলী। ২টি মাত্র পত্র আছে, খণ্ডিত পুথি। লিপিকাল নাই। পদ ৮। ৩টি পদ গৃহীত।

(৪) ,, ২৮৭০। পূর্বে আলোচিত। লীলাবিসয়ক ৬টি পদের মধ্যে ৪টির পাঠ আদশরূপে গৃহীত।

(৫) ,, ৪২১০। পূর্বে আলোচিত। লীলার ৩টি নূতন পদ গৃহীত।

(৬) ,, ৫৮৭৭। বসন্তবিভাস। পত্র ৭। সম্পূর্ণ। লিপিকাল সন ১২২২ সাল (ইং ১৮১৫ খ্রীঃ)।

বংশীদাসের পদ সংগ্রহ। নরোত্তম ভণিতায় ২টি নূতন পদ মিলে। পদ ২টি গৃহীত।

বরানগর পাটবাড়ী (প—পদাবলী)

(৭) গ. গ. ম.—প ৪৭। পূর্বে আলোচিত।

নরোত্তম ভণিতায় ৫টি লীলার পদের মধ্যে ২টি নূতন পদ আছে। পদ ২টি গৃহীত।

(৮) গ. গ. ম.—প ২৫। নবদ্বীপ ব্রজবাসীর পদ সংগ্রহ। বই আকারে বাঁধাই। জীর্ণকীটদষ্ট। লিপিকাল ইত্যাদি নাই।

১টি নূতন পদ গৃহীত।

(৯) গ. গ. ম.—প ৩১ (পুরাতন সংখ্যা ৬ ক)। পত্র ২৬। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি নাই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ।

নরোত্তমের ২টি নূতন পদ আছে। পদ ২টি গৃহীত।

অন্যান্য পুথি

(১০) সজনীকান্ত দাসের পুথি। সা. প. ২৮৭৯। পত্র ১—১৮৬। অসম্পূর্ণ। লিপিকাল সন ১০৬১-৬২ সাল (ইং ১৬৫৪-৫৫ খ্রীঃ)।

লীলাবিষয়ক ২টি পদ আদর্শরূপে গৃহীত।

(১১) পণ্ডিত বাবাজীর রাধাকুণ্ডের পুথি। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার পুথিটি হইতে ১টি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

(১২) নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পুথি। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁহার ব্যক্তিগত পুথি সংগ্রহ হইতে নরোত্তম ভণিতায় ১টি পদ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

লীলাবিষয়ক মোট ৭৮টি পদের মধ্যে ২৫টি উক্ত পুথিসমূহ এবং বাকী ৫৩টি ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (৩), পদামৃতসমুদ্র (৭), কীর্তনানন্দ পুথি (১১), পদকল্পতরু (১৫), অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (৫), গৌরপদতরঙ্গিণী (২), বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি (১), পদামৃতমাধুরী (৭) এবং বৈষ্ণবপদাবলী (২) হইতে সংকলিত।

ঘ। তত্ত্বোপদেশমূলক রচনার পুথি

১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

(১) সা. প. ২৩০৪। পত্র ১৯। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১০০৯ সাল (ইং ১৬০২ খ্রীঃ) মাহ ২১ মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার তিথৌ কৃষ্ণাদশমী।'

আদর্শ পুথি।

(২) সা. প. ২৩৩৫। পত্র ৭। সম্পূর্ণ। লিপিকাল 'ইতি ১০৪০ সাল (ইং ১৬৩৩ খ্রীঃ) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।' পাঠান্তর গৃহীত।

(৩) সা. প. ১৩৭২। পত্র ৭। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি: 'ইতি প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সম্পূর্ণ। লিপিরিয়ং ভিখারী দাস। ···ইতি সন ১০৫৭ সাল (ইং ১৬৫০ খ্রীঃ) তারিখ ২০ চৈত্র রোজ মঙ্গলবার।' পাঠান্তর গৃহীত।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকারও বহু পুথি আছে। উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়া পাঠান্তর গৃহীত হইল না। পুথিগুলির বিবরণ এই—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ক. বি. ১১২১ । পত্র ৭-৮ । খ । লিপিকাল ইং ১৬৫৮ খ্রীঃ ।
(৫) " ১১২৫ । শেষ পত্রটি আছে । খ । লিপিকাল ইং ১৬৭১ খ্রীঃ ।
(৬) " ১১৩১ । পত্র ১,৫-৬ । খ । লিপিকাল ইং ১৬৮৯ খ্রীঃ ।
(৭) " ১১৪৭ । পত্র ৩-৮ । খ । লিপিকাল ইং ১৬৮৬ খ্রীঃ ।
(৮) " ১১৬৩ । পত্র ৬ । স ।
(৯) " ১১৬৬ । পত্র ১০ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৬৭ খ্রীঃ ।
(১০) " ১১৬৯ । পত্র ১৩ । স ।
(১১) " ১১৭১ । পত্র ৭ । স ।
(১২) " ১১৭৫ । পত্র ১০ । স ।
(১৩) " ১১৭৯ । পত্র ১, ৩-৮ । খ ।
(১৪) " ১১৯১ । পত্র ৮ । স । লিপিকাল ইং ১৮০৮ খ্রীঃ ।
(১৫) " ১২১০ । পত্র ৪ । স । লিপিকাল ইং ১৭৭২ খ্রীঃ ।
(১৬) " ১২২৬ । পত্র ৮ । স ।
(১৭) ,, ১২৪৫ । পত্র ১-২, ৪-৬, ৯ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৬০ খ্রীঃ ।
(১৮) ,, ১২৪৯ । পত্র ৮ । স । লিপিকাল ইং ১৬৯৭ খ্রীঃ ।
(১৯) ,, ১২৬৯ । পত্র ১০ । স । লিপিকাল ইং ১৭৯৭ খ্রীঃ ।
(২০) ,, ১২৭০ । পত্র ৫-৮ । খ ।
(২১) ,, ১২৭১ । পত্র ৬ । স । লিপিকাল সন ১০২৭ (মল্লাব্দ ?) ইং ১৭১০ ।
(২২) ,, ১২৭২ । পত্র ১০ । স । লিপিকাল ইং ১৮৩৮ খ্রীঃ ।
(২৩) ,, ১২৭৩ । পত্র ১-৯ । খ ।
(২৪) ,, ১২৯৪ । পত্র ৭ । স । লিপিকাল ইং ১৮৪৮ খ্রীঃ ।
(২৫) ,, ১৩০৭ । পত্র ১-৭ । খ ।
(২৬) ,, ১৩২৫ । পত্র ২-৭ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৫৩ খ্রীঃ ।
(২৭) ,, ১৩৩০ । পত্র ৭ । স । লিপিকাল ইং ১৮৩৩ খ্রীঃ ।
(২৮) ,, ১৩৩১ । পত্র ৫ । স ।
(২৯) ,, ১৪১১ । পত্র ৭ । স । লিপিকাল ইং ১৬৬৫ খ্রীঃ ।
(৩০) ,, ১৪৫৮ । পত্র ১১ । স । লিপিকাল ইং ১৮৫৬ খ্রীঃ ।
(৩১) " ১৪৫৯ । পত্র ৭ । স ।
(৩২) " ১৪৬০ । পত্র ৮ । স ।
(৩৩) " ১৪৬৩ । পত্র ৮ । স ।
(৩৪) " ১৪৬৪ । পত্র ৮ । স ।

(৩৫) ক. বি. ১৪৬৫। পত্র ৬। স।
(৩৬) „ ১৪৬৬। পত্র ১,৩-৯। খ। লিপিকাল ইং ১৮৫১ খ্রীঃ।
(৩৭) „ ১৪৬৭। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৭৮২ খ্রীঃ।
(৩৮) „ ১৪৬৮। পত্র ৮। স।
(৩৯) „ ১৬৩১। পত্র ১-৫। খ।
(৪০) „ ১৬৩৪। পত্র ১-৬। খ।
(৪১) „ ১৬৪০। পত্র ১২। স।
(৪২) „ ১৬৫৪। পত্র ১-৬। খ।
(৪৩) „ ১৬৫৫। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৮৪০ খ্রীঃ।
(৪৪) „ ১৬৫৬। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৮৪৯ খ্রীঃ।
(৪৫) „ ১৬৫৯। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৭৯৬ খ্রীঃ।
(৪৬) „ ১৬৬১। পত্র ১-৬। খ।
(৪৭) „ ১৮০৪। পত্র ১৯। স।
(৪৮) „ ১৮৩৩। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮৫৭ খ্রীঃ।
(৪৯) „ ১৯২৪। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৬৯৮ খ্রীঃ।
(৫০) „ ১৯৯৩। পত্র ৭-১১। খ। লিপিকাল ইং ১৮১২ খ্রীঃ।
(৫১) „ ২০৯৯। পত্র ৮। স।
(৫২) „ ২৩৪৭। পত্র ৫। স। লিপিকাল ইং ১৬৫৯ খ্রীঃ।
(৫৩) „ ২৩৬৫। পত্র ১০। স।
(৫৪) „ ২৪৪৩। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮৪০ খ্রীঃ।
(৫৫) „ ২৫৪১। পত্র ৬-১১। খ।
(৫৬) „ ২৭২১। পত্র ১০। খ। লিপিকাল ইং ১৬৭২ খ্রীঃ।
(৫৭) „ ২৮০৩। পত্র ১টি। খ। লিপিকাল ইং ১৬৭৮ খ্রীঃ।
(৫৮) „ ২৯২৮। পত্র ১, ৯। খ। লিপিকাল ইং ১৮০০ খ্রীঃ।
(৫৯) „ ৩১৫৩। পত্র ২, ৪-৯। খ।
(৬০) „ ৩১৭২। পত্র ১১। স। লিপিকাল ইং ১৮৬১ খ্রীঃ।
(৬১) „ ৩১৮৫। পত্র ১১। স। লিপিকাল ইং ১৮৪৮ খ্রীঃ।
(৬২) „ ৩২৫২। পত্র ৩-৬। খ।
(৬৩) „ ৩৪২০। পত্র ৭। স।
(৬৪) „ ৩৪২৫। পত্র ১-৪। খ।
(৬৫) „ ৩৬৬৪। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৬৬৭ খ্রীঃ।
(৬৬) „ ৩৭০৯। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮৫৩ খ্রীঃ।

(৬৭) ক. বি. ২৭১০। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮৪৫ খ্রীঃ।
(৬৮) „ ৩৭৫৯। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮২৭ খ্রীঃ।
(৬৯) „ ৩৮৬০। পত্র ৭। স।
(৭০) „ ৩৮৬৭। পত্র ১৪। স।
(৭১) „ ৩৯৯৯। পত্র ৭। স।
(৭২) „ ৪০৬০। পত্র ৪। স। লিপিকাল ইং ১৭৭৩ খ্রীঃ।
(৭৩) „ ৪১৭৩। পত্র ৭। স।
(৭৪) „ ৪২৭৯। পত্র ২-১৮। খ। লিপিকাল ইং ১৮৩৮ খ্রীঃ।
(৭৫) „ ৪২৮২। পত্র ৬। স।
(৭৬) „ ৪৩৮০। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৬৬৬ খ্রীঃ।
(৭৭) „ ৪৬৭৩। পত্র ১২। স।
(৭৮) „ ৪৭৬০। পত্র ৯। স।
(৭৯) „ ৪৭৯১। পত্র ২-৩, ৫-৬। খ। লিপিকাল ইং ১৬৬৬ খ্রীঃ।
(৮০) „ ৪৮১৫। পত্র ২-৭। খ। লিপিকাল ইং ১৭৬৬ খ্রীঃ।
(৮১) „ ৪৯২৩। পত্র ৫। স। লিপিকাল ইং ১৮৪৯ খ্রীঃ।
(৮২) „ ৪৯৩৪। পত্র ১-৪। খ।
(৮৩) „ ৪৯৩৭। পত্র ১-৭। খ।
(৮৪) „ ৪৯৯০। পত্র ২-৪। খ।
(৮৫) „ ৫০৮৬। পত্র ১৪। স।
(৮৬) „ ৫১৮৬। পত্র ১২। স। লিপিকাল ইং ১৮৪৫ খ্রীঃ।
(৮৭) „ ৫৩৬৩। পত্র ৭। স।
(৮৮) „ ৫৪৯১। পত্র ৪। স।
(৮৯) „ ৫৯৪০। পত্র ২-৯। খ।
(৯০) „ ৫৯৪২। পত্র ৭। স।
(৯১) „ ৬২১৫। পত্র ১-৫, ৭-১০। খ।
(৯২) „ ৬২৫৪। পত্র ২-৯। খ।
(৯৩) „ ৬২৭৬। পত্র ১, ৩-৯। খ। লিপিকাল ইং ১৮৩৪ খ্রীঃ।
(৯৪) „ ৬২৯৭। পত্র ১-৪, ৬-১১। খ।
(৯৫) „ ৬২৯৯। পত্র ১, ৩-৮। খ।
(৯৬) „ ৬৩১৯। পত্র ১১। খ।
(৯৭) „ ৬৩২৩। পত্র ১০। খ।

বরানগর পাটবাড়ী (প—পদাবলী, বি—বিবিধ)

(৯৮) প. গ. ম. প ৬০। পত্র ৮। স।
(৯৯) „ প ৬১। পত্র ৮। স।
(১০০) „ প ৬২। পত্র ৮। স।
(১০১) „ বি ১০৭। পত্র ১-৬। খ।
(১০২) „ বি ১৪৯। পত্র ১৩। স।
(১০৩) „ বি ১৫০। পত্র ৮। স।
(১০৪) „ বি ১৫১। পত্র ৮। স।
(১০৫) „ বি ১৫২। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮২৭ খ্রীঃ।
(১০৬) „ বি ১৫৪। পত্র ৭। স।
(১০৭) „ বি ১৫৫। পত্র ১১। স।
(১০৮) „ বি ১৫৭। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮১৯ খ্রীঃ।
(১০৯) „ বি ১৫৮। পত্র ১১। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৬ খ্রীঃ।
(১১০) „ বি ১৬০। পত্র ১১। স।
(১১১) „ বি ১৬১। পত্র ২-৪, ৬-৮। খ।
(১১২) „ বি ১৬২। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৫ খ্রীঃ।
(১১৩) „ বি ১৬৩। পত্র ১০। স।
(১১৪) „ বি ১৬৪। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮৫০ খ্রীঃ।
(১১৫) „ বি ১৬৫। পত্র ৭। স।
(১১৬) „ বি ১৬৬। পত্র ২-১১। খ।
(১১৭) „ বি ১৬৭। পত্র ২-১৬। খ।
(১১৮) „ বি ১৬৮। পত্র ১৭। স।

সাহিত্য পরিষদ

(১১৯) সা. প. ৪৭৮। পত্র ১২। স।
(১২০) „ ৪৭৯। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮০৫ খ্রীঃ।
(১২১) „ ৪৮০। পত্র ২-১২। খ। লিপিকাল ইং ১৮১১ খ্রীঃ।
(১২২) „ ৪৮১। পত্র ১০। স।
(১২৩) „ ৪৮২। পত্র ১০। স।
(১২৪) „ ৪৮৩। পত্র ৭। স।
(১২৫) „ ৪৮৪। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৮০১ খ্রীঃ।
(১২৬) „ ৪৮৫। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮৫৪ খ্রীঃ।

(১২৭) সা.প. ৪৮৬ । পত্র ৭ । স ।

(১২৮) „ ৪৮৭ । পত্র ৯ । স । লিপিকাল ইং ১৮১৩ খ্রীঃ ।

(১২৯) „ ৪৮৮ । পত্র ১, ৩-৬ । খ ।

(১৩০) „ ৪৮৯ । পত্র ২-৭ । খ । লিপিকাল ইং ১৮৩৮ খ্রীঃ ।

(১৩১) „ ৪৯০ । পত্র ১-৮, ১০-১৩ । খ । লিপিকাল ইং ১৮৮৩ খ্রীঃ

(১৩২) „ ৪৯১ । পত্র ৫ । খ ।

(১৩৩) „ ৪৯২ । পত্র ২-৭ । খ ।

(১৩৪) „ ৪৯৩ । পত্র ১-৭ । খ ।

(১৩৫) „ ৪৯৪ । পত্র ৫ ।

(১৩৬) „ ৫০৯ । পত্র ১-৬, ৮-১১ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৬৯ খ্রীঃ ।

(১৩৭) „ ১৩৭৩ । পত্র ৯ । স । লিপিকাল ইং ১৭৫৮ খ্রীঃ ।

(১৩৮) „ ১৩৭৪ । পত্র ১-৬, ৮-৯ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৭৯ খ্রীঃ ।

(১৩৯) „ ১৩৭৫ । পত্র ১২ । স । লিপিকাল ইং ১৮১৫ খ্রী ।

(১৪০) „ ১৩৭৬ । পত্র ১০ । স । লিপিকাল ইং ১৮৪১ খ্রীঃ ।

(১৪১) „ ১৩৭৭ । পত্র ৬ । স । লিপিকাল ইং ১৮৫৩ খ্রীঃ ।

(১৪২) „ ১৩৭৮ । পত্র ১২ । স ।

(১৪৩) „ ১৩৭৯ । পত্র ১২ । স ।

(১৪৪) „ ১৩৮০ । পত্র ১-৬ । খ ।

(১৪৫) „ ১৩৮১ । পত্র ১-৬ । খ ।

(১৪৬) „ ১৩৮২ । পত্র ৫-১৫ । খ ।

(১৪৭) „ ১৩৮৩ । পত্র ২-৭ । খ ।

(১৪৮) „ ১৬৬৩ । পত্র ১, ৩-৭ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৭৬ খ্রী ।

(১৪৯) „ ১৮১২ । পত্র ১৩ । স ।

(১৫০) „ ২০২৬ । পত্র ১২ । স ।

(১৫১) „ ২০৩০ । পত্র ৭ । স । লিপিকাল ইং ১৮২৪ খ্রীঃ ।

(১৫২) „ ২০৩১ । পত্র ১০ । স । লিপিকাল ইং ১৬৯৬ খ্রীঃ ।

(১৫৩) „ ২৪৮৫ । পত্র ৭ । স ।

(১৫৪) „ ২৫৫০ । পত্র ৮ । স । লিপিকাল ইং ১৮১৭ খ্রীঃ ।

(১৫৫) „ ২৭২৩ । পত্র ৬ । স ।

(১৫৬) „ ২৭৭৩ । পত্র ৯ । স ।

(১৫৭) „ ২৮৪২ । পত্র ৮ । স ।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(১৫৮) এ. সো. ৩৬১৭। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৮২৪ খ্রীঃ।

(১৫৯) „ ৩৬১৬। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৬০৯ খ্রীঃ।

এই প্রাচীন পুথিটি বহু অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। কর্তৃপক্ষ বলেন, পুথিটি সম্ভবতঃ হারাইয়া গিয়াছে।

(১৬০) এ. সো. ৩৫৮৬। পত্র ৭। লিপিকাল ইং ১৭০৪ খ্রীঃ।

বিশ্বভারতী

(১৬১) বিশ্বভারতী ২৬২। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৭৫২ খ্রীঃ।

(১৬২) „ ৩০৬। পত্র ৯। স।

(১৬৩) „ ৫০০। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৭৫০ খ্রীঃ।

মোহনমাধুরী দাস কৃত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার' টীকার পুথি

(১) ক. বি. ৩২০৮। পত্র ৪৪। স। লিপিকাল ইং ১৮৪১ খ্রীঃ।

(২) ক. বি. ৪৩৬১। পত্র ৩১। স। লিপিকাল ইং ১৮৬০ খ্রীঃ।

(৩) গ. গ. ম. বি ১৫৩। পত্র ১-৩৪। খ। জীর্ণ পুথি।

(৪) এ. সো. ৪৮৬৮। পত্র ১৫। খ।

(৫) সা. প. ৩৭২। পত্র ৬২। স।

২। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা

(১) ক. বি. ২০৩৪। প্রেমসাধ্যচন্দ্রিকা। পত্র ৬। সম্পূর্ণ। লিপিকাল 'সন ১০৬৯ (ইং ১৬৬২ খ্রীঃ) মাহ আষাঢ়।' লিপিকার-লিপিস্থানের উল্লেখ নাই। আদর্শ পুথি।

(২) সা. প. ২০২৫। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা। পত্র ২-৭। প্রথম পত্রটি ছাড়া পুথি সম্পূর্ণ। লিপিকার ইত্যাদি 'স্বাক্ষর শ্রীরামচন্দ্র দাস ইতি। বিতারিখ ৭ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার ইতি সন ১১৭৪ সাল (ইং ১৭৬৭ খ্রীঃ)।' পাঠান্তর গৃহীত।

(৩) ক. বি. ৫৮৫। সাধ্যপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। পত্র ৮। লিপিকাল সন ১১৮৩ সাল (ইঃ ১৭৭৬ খ্রীঃ)। পাঠান্তর গৃহীত।

পুথির বিভিন্ন নামের জন্য পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অন্যান্য পুথির বিবরণ নিম্নরূপ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ক. বি. ৪৫১৬। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা। পত্র ৬-৯। প্রথম ৫টি পত্র নাই, খণ্ডিত। লিপিকাল 'সন ১০৯২ (ইং ১৬৬৫ খ্রীঃ) তাং ২৮ ফাল্গুন'। লিপিকার ইত্যাদির উল্লেখ নাই।

ইহা সম্ভবতঃ একটি ভিন্ন রচনার পুথি। বিশেষ আলোচনার জন্য পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৫) ক.বি. ১১৭৭। পত্র ৫-৭। খ।

(৬) „ ১১৭৮। পত্র ৮। স।

(৭) „ ১২২৭। পত্র ৬। স।

(৮) „ ১৬০৩। পত্র ৬-১২। খ। লিপিকাল ইং ১৮৬২ খ্রীঃ।

(৯) „ ২১২৫। পত্র ৭। স।

(১০) „ ২৮৪৫। পত্র ১০। স।

(১১) „ ৪৩৫৯। পত্র ৬। স। লিপিকাল ইং ১৭৯৪ খ্রীঃ।

(১২) „ ৪৭৮৯। পত্র ১-৩। খ।

(১৩) „ ৫৭২৩। পত্র ২-৪, ৯। খ।

(১৪) গ.প.ম. বি ৩২৩। পত্র ৭। স।

(১৫) ক. বি. ৩৯৩৪। সাধ্যভাবচন্দ্রিকা। পত্র ২-৫। খ। লিপিকাল ইং ১৮৩১ খ্রীঃ।

(১৬) সা. প. ২২৪৩। সাধ্যভাবচন্দ্রিকা। পত্র ১-৩, ৫-১৬। খ।

(১৭) ক. বি. ৬৩৯৬। সাধ্যপ্রেমভাবচন্দ্রিকা। পত্র ১-২, ৪-৫। খ।

(১৮) ক. বি. ১১৬০। সাধ্যপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। পত্র ২-৮। খ।

(১৯) বি ৮২। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা। পত্র ৬। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৩ খ্রীঃ।

৩। সাধনচন্দ্রিকা

সা. প. ৫১৩। পত্র ১৭। সম্পূর্ণ।

ভণিতাশেষে রচনার নাম ও তারিখ অংশটুকু পড়া যায় না। সাহিত্য পরিষদের পুথি বিবরণে প্রদত্ত তারিখ ১৬২৭ শকাব্দা (ইং ১৭০৫ খ্রীঃ)। দ্রঃ পঞ্চম অধ্যায়। আদর্শ পুথি। একটিই মাত্র পুথি মিলে।

৪। ভক্তিউদ্দীপন

(১) সা. প. ৪৭৭। পত্র ৮। সম্পূর্ণ। লিপিকাল 'সন ১০৮১ সাল (ইং ১৬৭৪ খ্রীঃ) মাহ আষাঢ়।' লিপিকার লিপিস্থানের উল্লেখ নাই।

আদর্শ পুথি।

(২) সা. প. ২৩৪০। পত্র ২-৫। প্রথম পত্রটি ছাড়া পুথি সম্পূর্ণ। লিপিকাল 'সন ১০৮৫ সাল (ইং ১৬৭৮ খ্রীঃ) ২৫ই ভাদ্র রোজ শনিবার' লিপিকার হৃদয়রাম কর্মকার। পাঠান্তর গৃহীত।

(১৩) ক.বি. ৫২৬৮ । পত্র ১-৬, ১২-১৩ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৬৩ খ্রীঃ ।
(১৪) „ ৬৫২৫ । পত্র ১-৫, ৭-১৩ । খ ।

সাহিত্য পরিষদ

(১৫) সা.প. ৫০৬ । পত্র ৭ । স । লিপিকাল ইং ১৭৯৬ খ্রীঃ ।
(১৬) „ ১৩৬৩ । পত্র ৬ । স । লিপিকাল ইং ১৮৩৫ খ্রীঃ ।
(১৭) „ ২০৩৫ । পত্র ৬ । স ।
(১৮) „ ২৪৭৯ । পত্র ৮ । স । লিপিকাল ইং ১৮১৭ খ্রীঃ ।
(১৯) „ ২৭২৯ । পত্র ৩-৮ । খ ।
(২০) „ ২৭৫৫ । পত্র ১০ । স ।

৯ । উপাসনাতত্ত্বসার

(১) সা. প. ১৩৫৮ । পত্র ৯ । সম্পূর্ণ । লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১০৮৯ সাল (ইং ১৬৮২ খ্রীঃ) তারিখ ২ মাঘ মালিক শ্রীযুক্ত নয়ানচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং ।' আদর্শ পুথি ।

(২) ক. বি. ৫৫৭ । পত্র ৮ । সম্পূর্ণ । লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১০৬৯ সাল (মল্লাব্দ—ইং ১৭৬২ খ্রীঃ) তারিখ ২১ বৈশাখ লিখিতং শ্রীনারায়ণ দাস বৈষ্ণব সাং পরমানন্দপুর পাঠক শ্রীনারায়ণ দাস বৈষ্ণব সাং বাগনাপাড়া ।' পাঠান্তর গৃহীত । অন্যান্য পুথি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ক. বি. ৪৩২৩ । পত্র ৮ । স । লিপিকাল ইং ১৮০৯ খ্রীঃ ।
(৪) ক. বি. ৪৭১৪ । পত্র ২-৯ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৮২ খ্রীঃ ।

সাহিত্য পরিষদ

(৫) সা. প. ২০৩৩ । পত্র ৮ । স । লিপিকাল ইং ১৭৯৯ খ্রীঃ ।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(৬) এ. সো. ৩৫৯১ । পত্র ১২ । স । লিপিকাল ইং ১৮৫২ খ্রীঃ ।

১০ । স্মরণমঙ্গল

(১) এ. সো. ৩৭৩০ । পত্র ১৬ । সম্পূর্ণ । লিপিকাল 'ইতি সন ১০১২ সাল (ইং ১৬০৫ খ্রীঃ) ১২ আষাঢ় ।' লিপিকার-লিপিস্থানের উল্লেখ নাই । আদর্শ পুথি ।

(২) ক. বি. ৩৬৭২। পত্র ১৭। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'পাঠক শ্রীপঞ্চানন্দ চরণ। সন ১০৭৩ সাল (ইং ১৬৬৬ খ্রীঃ) তারিখ ২৯ কার্তিক।' পাঠান্তর গৃহীত। অন্যান্য পুথির বিবরণ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ক. বি. ১১৬২। পত্র ১৭। স।
(৪) ,, ১১৭৪। পত্র ১১। স।
(৫) ,, ১১৭৬। পত্র ১০। স।
(৬) ,, ১২০১। পত্র ৭। স। লিপিকাল ইং ১৮২২ খ্রীঃ।
(৭) ,, ১২৭৫। পত্র ১১। স। লিপিকাল ইং ১৭৯৬ খ্রীঃ।
(৮) ,, ১২৯৫। পত্র ১৩। স। লিপিকাল ইং ১৮৬১ খ্রীঃ।
(৯) ,, ১৪৪৯। পত্র ২-১০। খ।
(১০) ,, ১৬৬০। পত্র ১৪। স।
(১১) ,, ২০৯৭। পত্র ১, ৪, ১৩। খ। লিপিকাল ইং ১৭৯২ খ্রীঃ।
(১২) ,, ২৫৯৫। পত্র ৮। স।
(১৩) ,, ৩২৩৭। পত্র ১৪। স।
(১৪) ,, ৪০৬১। পত্র ২-৯। খ।
(১৫) ,, ৪২৮০। পত্র ১৩। স।
(১৬) ,, ৪২৮১। পত্র ১-৯। খ।
(১৭) ,, ৪৩২৭। পত্র ১৫। স। লিপিকাল ইং ১৮০৭ খ্রীঃ।
(১৮) ,, ৪৮৬৬। পত্র ১-৮, ১০-১২। খ।
(১৯) ,, ৪৯৬৮। পত্র ১-১০। খ।
(২০) ,, ৪৯৮১। পত্র ১১। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৩ খ্রীঃ।
(২১) ,, ৪৯৯৭। পত্র ৪-২১। খ।
(২২) ,, ৫১৩৫। পত্র ২-১৬। খ। লিপিকাল ইং ১৬৯২ খ্রীঃ।
(২৩) ,, ৫৩৭৯। পত্র ১৪। স।
(২৪) ,, ৬৩৫৬। পত্র ৬। স।
(২৫) ,, ৬৩৯৯। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮০৬ খ্রীঃ।

সাহিত্য পরিষদ

(২৬) সা.প. ৪৯৯। পত্র ১৮। স।
(২৭) ,, ৫০০। পত্র ১৫। স।

(২৮) সা. প. ৫০১ । পত্র ১৬ । স ।
(২৯) ,, ৫০২ । পত্র ১৪ । স ।
(৩০) ,, ৫০৩ । পত্র ১১ । স । লিপিকাল ইং ১৮৭০ খ্রীঃ ।
(৩১) ,, ৫০৪ । পত্র ১-৮ । খ ।
(৩২) ,, ৫১০ । পত্র ১১ । স । লিপিকাল ইং ১৭৫০ খ্রীঃ ।
(৩৩) ,, ৫১১ । পত্র ২-১৫ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৭৫ খ্রীঃ ।
(৩৪) ,, ১৩৮৪ । পত্র ১৫ । স । লিপিকাল ইং ১৮৩৭ খ্রীঃ ।
(৩৫) ,, ১৩৮৫ । পত্র ১৮ । স ।
(৩৬) ,, ১৩৮৬ । পত্র ১৭ । স ।
(৩৭) ,, ১৩৮৭ । পত্র ১০ । স ।
(৩৮) ,, ১৩৮৮ । পত্র ১১ । স ।
(৩৯) ,, ১৩৮৯ । পত্র ১-৬, ৮-২১ । খ ।
(৪০) ,, ১৬৬৫ । পত্র ১০ । স । লিপিকাল ইং ১৭৭৯ খ্রীঃ ।

বরানগর পাটবাড়ী (বি—বিবিধ)

(৪১) গ.গ.ম. বি ৩৪১ । পত্র ৩, ৫-১২ । খ । লিপিকাল ইং ১৮৪১ খ্রীঃ ।
(৪২) ,, বি ৩৪২ । পত্র ১০ । স । লিপিকাল ইং ১৮১৯ খ্রীঃ ।
(৪৩) ,, বি ৩৪৪ । পত্র ১৩ । স ।
(৪৪) ,, বি ৩৪৫ । পত্র ১১ । স ।
(৪৫) ,, বি ৩৪৬ । পত্র ১৪ । স ।
(৪৬) ,, বি ৩৪৭ । পত্র ১৫ । স ।
(৪৭) ,, বি ৩৪৮ । পত্র ১৪ । স ।
(৪৮) ,, বি ৩৪৯ । পত্র ১৪ । স ।
(৪৯) ,, বি ৩৫০ । পত্র ১৯ । স ।
(৫০) ,, বি ৩৫১ । পত্র ১-১৬ । খ ।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(৫১) এ.সো. A_8 । পত্র ২১ । স ।

বিশ্বভারতী

(৫২) বি ২০ । পত্র ১২ । স । লিপিকাল ইং ১৭৭৭ খ্রীঃ ।

১১ । বৈষ্ণবামৃত

(১) সা.প. ৫০৮ । পত্র ৪ । সম্পূর্ণ । লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১০৭৩ সাল

(ইং ১৬৬৬ খ্রীঃ) ২ আশ্বিন···শ্রীসুরতমালের ইতি। নিবাস গড়তলা মাধপুর। লিখিতং শ্রীকন্দর্পমল্ল খাওয়াস।' আদর্শ পুথি।

(২) গ.গ.ম. বি ২২২। পত্র ৫। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'লিখিতং শ্রীমুকুন্দরাম পাল দাস পঠনার্থে শ্রীবৃন্দাবন দাস নিবাস ময়নাপুর ইতি সন ১০৮৭ সাল (ইং ১৬৮০ খ্রীঃ) তারিখ ৮ জ্যৈষ্ঠ। মোকাম হাকন্ত চৌপাঠিতে এ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ইতি।' পাঠান্তর গৃহীত হইল।

অন্যান্য পুথি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ক.বি. ১১৯০। পত্র ৪। স। লিপিকাল ইং ১৮০০ খ্রীঃ।

(৪) „ ১৩০১। পত্র ২-৪। খ।

(৫) „ ১৪৫১। পত্র ৫। স। লিপিকাল ইং ১৮৭৫ খ্রীঃ।

(৬) „ ১৬৩৭। পত্র ১-২, ৪-৭। খ।

(৭) „ ৪৪৬৩। পত্র শেষ পত্র। খ। লিপিকাল ইং ১৬৫৫ খ্রীঃ।

(৮) „ ৪৫০৮। পত্র ৮। স।

(৯) „ ৪৯৮২। পত্র ৬। স।

(১০) „ ৬২৬৯। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৭৭৩ খ্রীঃ।

(১১) „ ৬৩১৮। পত্র ৪। খ।

সাহিত্য পরিষদ

(১২) সা.প. ১৫০৬। পত্র ৫। স।

(১৩) „ ২০৩৪। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৭৫৩ খ্রীঃ।

(১৪) „ ২৪০৮। পত্র ৫। স।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(১৫) এ.সো. ৪৯৮৯ A। পত্র ৪। স।

বিশ্বভারতী

(১৬) বি ৫৭। পত্র ৫। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৫ খ্রীঃ।

(১৭) বি ১৭৮। পত্র ৪। স। লিপিকাল ইং ১৭৮৪ খ্রীঃ।

১২। রাগমালা

(১) ক. বি. ৫৬৫। পত্র ৮। সম্পর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১১৪৩ সাল

(ইং ১৭৩৬ খ্রীঃ) তারিখ ২৯ পৌষ। মোকাম ভোলতা পরগণে ফতে সিং লিখিতং নন্দদুলাল দাস আদরস শ্রীআনন্দরাম সিং মোকাম ভোলতা।'

আদর্শ পুথি।

(২) সা. প. ২৫৯১। পত্র ৭। সম্পূর্ণ। লিপিকাল 'সন ১১৭৮ সাল (ইং ১৭৭১ খ্রীঃ) ২০ মাঘ।' পাঠান্তর গৃহীত।

অন্যান্য পুথি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ক. বি. ৪০৩২। পত্র ৪। স। লিপিকাল ইং ১৮৩১ খ্রীঃ।

(৪) „ ৪৯১৭। পত্র ৫-৮। খ। লিপিকাল ইং ১৮২৪ খ্রীঃ।

(৫) „ ৬২৭৩। পত্র ১৩। স। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাসের রচনাসহ।

বরানগর পাটবাড়ী (বি—বিবিধ)

(৬) গ.গ.ম. বি ২৭৯। পত্র ৩-৬। খ। লিপিকাল ইং ১৭৭২ খ্রীঃ।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(৭) এ.সো. ৫৩৮৫। পত্র ৪। স।

১৩। কুঞ্জবর্ণন

ক.বি. ১১৫০। পত্র ৮। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদির উল্লেখ নাই। পুথি এই একটিই, ইহার পাঠ আদর্শ লওয়া হইয়াছে।

ঙ। সংস্কৃত রচনার পুথি

নরোত্তম-কৃত 'শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যাষ্টকম্' স্তোত্রটি গোবিন্দকুণ্ডের ২৩৭ সং পুথি হইতে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

চ। সন্দিগ্ধ তত্ত্বোপদেশমূলক রচনার পুথি

১। চমৎকারচন্দ্রিকা

(১) গ.গ.ম. বি ৬১। পত্র ১৪। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১১০৫ সাল (ইং ১৬৯৮ খ্রীঃ) লিপিরিয়ং শ্রীরামকানাঞি দাস···সাং নিত্যানন্দপুর। এ পুস্তক শ্রীজাফর দাস তাতি সাং রামনারায়ণপুর।' আদর্শ পুথি।

অন্যান্য পুথি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ক.বি. ১২৪৮ । পত্র ১-৫, ৭-১৫ । খ । লিপিকাল ইং ১৮৩০ খ্রীঃ ।

(৩) " ১৩৯৪ । পত্র ২-৮ । খ । লিপিকাল ইং ১৮৫২ খ্রীঃ ।

(৪) ,, ২৯০১ । পত্র ১ । খ ।

(৫) " ৩০৯৮ । পত্র ৬ । স ।

(৬) " ৪৬৯০ । পত্র ১ । খ । লিপিকাল ইং ১৮০১ খ্রীঃ ।

(৭) " ৬২২৬ । পত্র ৭ । স ।

(৮) " ৬৩৩৬ । পত্র ৭ । স ।

(৯) " ৬৩৭৫ । পত্র ৭ । স ।

(১০) " ৬৪৬৫ । মুকুন্দ দাস ভণিতা । পত্র ৫ । স । লিপিকাল ইং ১৮৫৫ খ্রীঃ ।

(১১) " ২৮৪১ । বৃন্দাবন দাস । পত্র ১-৪, ১৫ । খ । লিপিকাল ইং ১৭৭৭ খ্রীঃ ।

(১২) " ৩১১৩ । মুকুন্দ দাস ভণিতা । পত্র ৪ । স ।

(১৩) " ৩৫০৪ । পুরাণ দাস । পত্র ৩০ । স ।

(১৪) " ৩৫১১ । মুকুন্দ দাস । পত্র ৯ । স ।

(১৫) " ৩৯২৫ । মুকুন্দ দাস । পত্র ১-৬ । খ । লিপিকাল ইং ১৮৩২ খ্রীঃ ।

(১৬) " ৬২৭৯ । মুকুন্দ দাস । পত্র ১-৬, ৮-১১ । খ ।

সাহিত্য পরিষদ

(১৭) সা.প. ১৩৭০ । পত্র ১২ । স । প্রথম ৬ পত্র নরোত্তম ভণিতায় 'চমৎকার-চন্দ্রিকা', অবশিষ্ট পত্রগুলি মুকুন্দদাস ভণিতায় 'সহজরসামৃত' ।

(১৮) ,, ১৩৭১ । পত্র ১-১২, ১৪, ১৭ । খ ।

(১৯) " ২০৩২ । পত্র ১-৩, ৫-৭ । খ । লিপিকাল ইং ১৮০৬ খ্রীঃ ।

(২০) " ২৪৪২ । পত্র ৩-৮ । খ ।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(২১) এ.সো. ৩৬১৪ । কৃষ্ণদাস ভণিতা । পত্র ৫ । স । লিপিকাল ইং ১৮৩৬ খ্রীঃ ।

(২২) ,, ৫৩৬৩ । কৃষ্ণদাস । পত্র ৭ । স । লিপিকাল ইং ১৮৪১ খ্রীঃ ।

বরানগর পাটবাড়ী (বি—বিবিধ)

(২৩) গ.গ.ম. বি ৭০ । পত্র ১-৫, ৮-১৫ । খ । লিপিকাল ইং ১৮৬১ খ্রীঃ ।

২ । রসভক্তিচন্দ্রিকা

(১) ক.বি. ১১৬৮ । পত্র ১-৫, ৭-৮ । ৬ সংখ্যক পত্রটি ছাড়া পুথি সম্পূর্ণ । লিপিকাল ইত্যাদি নাই । আদর্শ পুথি ।

(২) সা.প. ১৩৬৬। পত্র ২-১০। ১ম পত্রটি ছাড়া পুথি সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি নাই। আদর্শ পুথির হ্রাত পত্রটির পাঠ এই পুথি হইতে গৃহীত।
অন্যান্য পুথি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ক.বি. ২৩৬৬। পত্র ৫। স। লিপিকাল ইং ১৮৪৫ খ্রীঃ।

(৪) " ৩৩৬২। পত্র ৪। স।

(৫) " ২৯২৬। পত্র ১। ভণিতা নাই। খ।

সাহিত্য পরিষদ

(৬) সা.প. ১৪৫২। কৃষ্ণদাস ভণিতা। পত্র ৬। স। লিপিকাল ইং ১৭৬৪ খ্রীঃ।
বরানগর পাটবাড়ী (বি—বিবিধ)

(৭) গ.গ.ম. বি ২৭১। ভণিতা নাই। পত্র ৫। স।

৩। সাধনভক্তিচন্দ্রিকা

(১) সা.প. ২১১৬। পত্র ৭। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১২৪১ সাল (ইং ১৬৩৪ খ্রীঃ) বাঙ্গালা মাহে ১৩ কাতিক···নিজগ্রন্থ শ্রীমাণিকরাম দাস···।' আদর্শ পুথি।

৪। উপাসনাপটল

ক. বি. ৫৬৩। পত্র ৮। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'সন ১০৮৭ সাল (ইং ১৬৮০ খ্রীঃ) তাঃ ১০ কাতিক রোজ বুধবার···লিখিতং শ্রীনারায়ণ দাস বৈষ্ণব সাং বাগনাপাড়া তং বুজিন পং বিষ্ণুপুর সরকার মলভূম।" আদর্শ পুথি।
অন্যান্য পুথি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ক.বি. ৫৯৯। পত্র ১৫। স। লিপিকাল ইং ১৮১৬ খ্রীঃ।

(৩) „ ১১৭২। পত্র ৯। স।

(৪) „ ১২৬০। পত্র ৮। স। লিপিকাল ইং ১৮১৫ খ্রীঃ।

(৫) ,, ১২৬১। পত্র ১০। স।

(৬) „ ১২৮৩। পত্র ১০। স। লিপিকাল ইং ১৮৩৯ খ্রীঃ।

(৭) „ ৩৪৫২। পত্র ১১। স।

(৮) „ ৩৫২৭। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৭৮৩ খ্রীঃ।

(৯) ক.বি. ৪৮২৪। পত্র ১-৬। খ।

(১০) ,, ৬৩৪৩। পত্র ১৩। স।

বরানগর পাটবাড়ী (বি—বিবিধ)

(১১) গ.গ.ম. বি. ৩৮। পত্র ১১। স।

এসিয়াটিক সোসাইটি

(১২) এ.সো. ৫৪৪৩। পত্র ৯। স। লিপিকাল ইং ১৮২২ খ্রীঃ।

৫। ভক্তিলতাবলী

(১) এ.সো. ৩৫৮৮। পত্র ১৮। সম্পূর্ণ। লিপিকাল 'সন ১১১১ সাল (ইং ১৭০৪ খ্রীঃ) তারিখ ২৭ আষাঢ়।' আদর্শ পুথি।

অন্যান্য পুথি—

(২) এ. সো. ৫৪৩৫। পত্র ১৫। স।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ক. বি. ৪৮৫৭। পত্র ২-১২। খ। লিপিকাল ইং ১৮২৯ খ্রীঃ।

(৪) ,, ৫৯৯৬। পত্র ১৮। স।

সাহিত্য পরিষদ

(৫) সা.প. ২৪৯৬। পত্র ২-৯। খ।

(৬) ,, ২৬৬৬। পত্র ২-১৫। খ।

৬। শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা

(১) ক.বি. ৬২৩। পত্র ১২। সম্পূর্ণ। লিপিকাল সন ১২৭৬ সাল, ইং ১৮৬৯ খ্রীঃ। আদর্শ পুথি।

অন্যান্য পুথি—

(২) ক. বি. ৪৯৩৫। পত্র ২-৪। খ।

(৩) ,, ৫০৯৬। পত্র ১১। স। ভণিতায় 'শিক্ষার্থদীপিকা' নাম থাকিলেও আদর্শ পুথির সহিত বিষয়গত ঐক্য সর্বত্র বিদ্যমান।

৭। ভজননির্দেশ

এ. সো. ৩৭২১। পত্র ১৩। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'তারিখ ১২ মাঘ দ্বাদশী তিথি শুক্রবার, সন ১২২৯ সাল (ইং ১৮২২ খ্রীঃ)। লিখিতং শ্রীহীরাচাঁদ দাসস্য সাং জলসরা।'

একটিই পুথি এবং আদর্শ পুথি।

৮। প্রেমমদামৃত

ক.বি. ১২১২। পত্র ৪। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ইত্যাদি 'পুস্তক শ্রীধর্মদাস কর্মকার, সাং সোনামুখী, সন ১২৩৭ সাল (ইং ১৮৩০ খ্রীঃ)।'

একটিই এবং আদর্শ পুথি।

আকরনির্দেশ

প্রত্যেকটি পদের নিচে আকর পুথি বা গ্রন্থের সাংকেতিক নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একাধিক নির্দেশ থাকিলে প্রথমটিকেই আদর্শ পাঠের আকর বলিয়া জানিতে হইবে।

তত্ত্বোপদেশমূলক রচনার ক্ষেত্রেও সর্বশেষে আকর পুথির উল্লেখ করা গিয়াছে।

অতিরিক্ত সংকেত ব্যাখ্যা

১। সাধারণ

ক্ষণদা = ক্ষণদাগীতচিন্তামণি
সমুদ্র = পদামৃতসমুদ্র
কী = কীর্তনানন্দ
তরু = পদকল্পতরু
সংকী = সংকীর্তনামৃত
তরঙ্গিণী = গৌরপদতরঙ্গিণী
লহরী = বৈষ্ণবপদলহরী
বৈ. গী. = বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি
অ.প.র. = অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী
মাধুরী = পদামৃতমাধুরী
বৈ. প. = বৈষ্ণব পদাবলী

২। কেবলমাত্র প্রার্থনাপদে ব্যবহৃত

ক = ক্ষণদাগীতচিন্তামণি
খ = সাহিত্য পরিষদের ১৩৫৯ সং পুথি
গ = পদামৃতসমুদ্র
ঘ = কীর্তনানন্দ পুথি
ঙ = পদকল্পতরু
চ = সংকীর্তনামৃত
ছ = বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ১৪৫ সং পুথি
জ = ,, ৬১৫ সং পুথি
ঝ = সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপ্রার্থনা'
ঞ = সাহিত্য পরিষদের ৪৯৬ সং পুথি
ট = ,, ৪৯৮ সং পুথি

সংস্কৃত রচনা

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যাষ্টকম্

নির্মল-কাঞ্চন-বর গৌর দেহং
আলম্বিতে ভাণ্ড ভুজঙ্গম গেহং
সুকুঞ্চিত কোমল কুন্তলপাশং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ১

ডগমগ লোচন খঞ্জনযুগং
চলতল প্রেম অবধি অনুগং ।
নাসা শিখরোজ্জিত তিল কুসুমং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ২

কবিরাজ জিনি অতি মধ্য শোভিতং
শ্রুতিঅবতংসে চম্পকভূষিতং ।
করতলে অরুণ কিরণোজ্জিতং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ৩

কম্বুকণ্ঠে হেমহার সুললিতং
কনকলতা সম ভুজশোভিতং ।
লোম লতাবলীযুত নাভিদেশং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ৪

গজরাজ জিনি সুন্দর চলনং
চঞ্চল চারু চরণাতিরুচিরং ।
দামিনী দমকিত স্তং মৃদুহাসং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ৫

আজানুলম্বিত সুন্দর দেহং
বিলসিত মধুর ভাববিদেহং ।

অলকাবিমণ্ডিত গণ্ডসুসারং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ৬

জগদুদ্ধারণ ভকতবিহারং
গোরাচাঁদ হেন গুণাতিসুধীরং ।
ব্রজবল্লবীকান্ত সঙ্গে বিলাসং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ৭

নিরবধি কৃত্য রাধাকৃষ্ণ প্রকাশং
সঙ্গে সহচরী বৃন্দাবনে বাসং ।
জীবদয়ামগ্ন করুণাবগাহং
তং প্রণমামি শ্রীশ্রীনিবাসদেবম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীমৎ নরোত্তম ঠক্কুর বিরচিতং
শ্রীশ্রীনিবাসাষ্টকং সম্পূর্ণং ॥
—গোবিন্দকুণ্ডের পুথি ২৩৭

পদাবলী

প্রার্থনা

১

গৌরাঙ্গ বলিতে [১]কবে হব[১] পুলক শরীর ।
হরি হরি বলিতে নয়ানে বহে[২] নীর ॥
[৩]আর কবে নিতাইচান্দের করুণা হইবে[৩] ।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে[৪] ॥
বিষয়[৫] ছাড়িয়া[৬] কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
শ্রীরূপ[৭] রঘুনাথ[৮] বলি[৯] হইবে[১০] আকুতি ।
কবে হাম বুঝব যুগল পিরিতি ॥*
[১১]কবে সে হইব রূপের দাস অনুদাস[১১] ।
[১২]প্রার্থনা করএ সদা নরোত্তম দাস[১২] ॥

—ক.বি. ৪১৩২

[১-১]কবে (খ, ঘ), হবে (ঙ, ঝ), কবে হবে (ছ) [২]ববে (খ, ঙ)

[৩-৩]কবে বা নিতাইচান্দের করুণা হইবে (খ),
কবে বা নিতাইচান্দ করুণা করিবে (ঘ),
কবে মোরে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে (ঙ),
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে (ছ, ঝ)

[৪]দূরে যাবে (খ) [৫]সংসার (ঘ) [৬]তেজিএ্যা (ঘ, ছ) [৭]রূপ (ঘ, ঙ)
[৮]সনাতন (ঘ) [৯]পদে (খ, জ), বলিতে (ঘ)

[১০]হইব (খ), কবে হইবে (ঘ)

*অতিরিক্ত—কবে বা শ্রীমতীর পায় হইব আশ্রয় ।
রূপরঘুনাথ বলি ডাকিব হৃদয় ॥ (খ)

[১১-১১]রূপ রঘুনাথ পদে রহ মোর আশ (খ),
রূপ রঘুনাথ দাসের অনুদাস (ঘ),
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে রহ আশ (ঙ)

[১২-১২]নরোত্তম দাস মনে এই অভিলাষ (ঙ)

২

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জন[১] ভকত[২] রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর[৩] লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়[৪]
তারে মুক্তি যাও বলিহারি।
[৫]গৌরাঙ্গের গুণে ঝুরে[৫] নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভজনে[৬] অধিকারী ॥
চৈতন্যের[৭] সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি জানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
[৮]শ্রীব্রজমণ্ডল ভূমি[৮] [৯]যে জানয়ে[৯] চিন্তামণি
তার হয় ব্রজপুরে[১০] বাস ॥
গৌরাঙ্গের[১১] রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহেতে বা বনেতে থাকে [১২]হা চৈতন্য বলি[১২] ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

—সা.প. ১৩৫৬

৩

আরে[১৩] ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মরৌঁ[১৪] দুঃখে মজিয়া[১৫] সংসার কূপে[১৬]
দগ্ধ কৈল এ পাপ[১৭] জীবন[১৮] ॥*

[১]জানে (ঙ, ঝ) [২]ভক্তি (ঙ, ঝ) [৩]গৌরাঙ্গ চান্দের (জ) [৪]ভাগ্যোদয় (জ)
[৫-৫]গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে (ঙ, ঝ), যে গৌরাঙ্গের নামে ঝুরে (ছ) [৬]ভজন (ঙ, জ), ভকতি (ঝ) [৭]গৌরাঙ্গের (ঙ, ঝ) [৮-৮]শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি (ঙ, ঝ)
[৯-৯]যেবা জানে (ঙ, ঝ) [১০]ব্রজভূমে (ঙ, ঝ) [১১]গৌর প্রেম (ঙ, ঝ), গৌর লীলা (জ) [১২-১২]হা গৌরাঙ্গ বলি (ঙ, ঝ) গৌরাঙ্গ বলিয়া (জ)
[১৩]ওরে (জ) [১৪]মৈনু (ঝ) [১৫]ডুবিলা (জ), ডুবি (ঝ)
[১৬]গৃহ বিষ কূপে (ঝ) [১৭]পাঁচ (জ, ঝ) [১৮]পরাণ (ঝ)

*অতঃপর আছে—
তাপত্রয় বিষানলে, অহনিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ হয় সদা অচেতন। (ছ, জ, ঝ)

[১]রিপুনিচয়ের বশ হৈঞা[১] গোরাপদ পাসরিয়া[২]
বিমুখ হইল হেনধন ।**
পামর দুর্গত[৩] ছিল তাহে[৪] গোরা প্রেম দিল
তারা হৈল[৫] ভাগবত সম[৫] ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে বান্ধহ হৃদয় মাঝে
কি করিব সংসার-বিষম[৬] ।
নরোত্তম দাস কয়[৭] [৮]গোরা বড় দয়াময়[৮]
না ভজিতে[৯] দেয় প্রেমধন ॥

—সা.প. ১৩৫৯

৪

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
তোমা বিনে [১০]কেহ নাঞি[১০]এ [১১]ভব সংসারে[১১] ॥
[১২]অধম তারণ[১২] হেতু তোমার[১৩] অবতার ।
[১৪]মো হেন অধমে দয়া নহিল তোমার[১৪] ॥*
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই ।
দয়া কর সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি ॥**
হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ।
ভট্ট যুগ শ্রীজীব [১৫]প্রভু মোর[১৫] লোকনাথ ॥

[১-১]রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল (ঝ) [২]পাসরিল (ঝ)
**অতঃপর আছে—

গোরা বড় দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ । (জ, ঝ)

[৩]দুর্মতি (জ, ঝ) [৪]সভে (জ. ঝ), সভায় (ছ) [৫-৫]ভাগবতোত্তম (জ), পতিতপাবন (ঝ) [৬]শমন (ঝ) [৭]কহে (ঝ) [৮-৮]গোরা সম কেহ নহে (ঝ) [৯]ভজিলে (জ) [১০-১০]কে দয়ালু (ঝ) [১১-১১]জগৎ সংসারে (ঝ), সংসার ভিতরে (ছ) [১২-১২]পতিতপাবন (ঝ) [১৩]তব (জ, ঝ)
[১৪-১৪]মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর (ঝ)

*অতিরিক্ত—

'হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী । (ঝ)

**'দয়া কর···অদ্বৈত গোসাঞি'* চরণটি
'তব কৃপা···নিতাই' ইত্যাদির পূর্বে দৃষ্ট হয় (ছ, জ, ঝ) [১৫-১৫]মোর প্রভু (ছ, জ), হা প্রভু (ঝ)

দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র [১]সঙ্গে কহে[১] নরোত্তম দাস॥

—সা.প. ১৩৫৭

৫

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি সবে মিলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব সেবা না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

—সা.প. ৪৯৮

৬

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল[২] গদাধর মোর[৩] কুল
নরহরি বিলসই[৪] মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিঞ[৫] মনে ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥

[১]-[১]সঙ্গ মাগে (ঝ) [২]মূল (খ) [৩]জাতি (খ) [৪]বিলাসহি (ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৫]করিয়া (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনের চৌতরা[১] তাহে মোর মন গেলা[২]
[৩]কহে দীন[৩] নরোত্তম দাস ॥

—ক.বি. ৪১৩২

৭

নিতাই-পদ-কমল কোটি-চন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাহি
দঢ়াইয়া[৪] ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার [৫]যাউ সেই ছারে খার[৫]
[৬]বিদ্যা কুলে কি করিব[৬] তার।
মজিয়া সংসার কূপে[৭] নিতাই না বলিল মুখে*
সেই[৮] পশু বড় দুরাচার[৮] ॥
অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যকে সত্য করি মানি[৯]।
[১০]ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে চৈতন্য করুণা হবে
ভজ নিতাই-চরণ দুখানি[১০] ॥

[১]চবুতারা (খ, ছ, জ, ঝ) [২]ভোরা (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৩-৩]এই আশা (খ), আশা করে (ছ) [৪]দৃঢ় করি (ঙ, ঝ)
[৫-৫]বৃথাই জন্ম তার (ঙ)
বৃথা জন্ম গেল তার (ঝ)
বৃথা জন্ম হইল তার (ছ, জ)
[৬-৬]কি করিবে বিদ্যাকুলে (ঙ) [৭]সুখে (ঙ)
*'নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে' (ঝ)
[৮-৮]পাপী অধম সভার (ঙ) [৯]মানে (ঙ)
[১০-১০]এ ভব সংসার মাঝে, নিতাইচাঁদ যেনা ভজে,
তার জন্ম হৈল অকারণে। (ঙ)
—নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ নিতাই-এর চরণ দুখানি। (ঝ)

[১]নিতাই-চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য
তাহে মন সদা কর আশ[১] ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নাথ[২] মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥

—সা.প. ১৩৫৭

৮

হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্বন্দ্বে ।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হও পূর্ণতৃষ্ণ ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর ।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই ।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাও রাত্রদিনে ।
নরোত্তম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥

—সা.প. ৪১৮

৯

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥
তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে ।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহো তাঁহার চরণে ।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ ॥

[১-১]নিতাইচাঁদের দয়া হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
কর রাঙ্গা চরণের আশ । (ভ)

[২]নিতাই (ভ)

শ্রীরূপ মঞ্জরী সখি কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥

—সা.প. ৪৬৮

১০

যে আনিল[১] প্রেমরস[২] করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপরূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা মোর[৩] রঘুনাথ পতিত পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা[৪] গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পসিব।
সে হেন[৫] গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব রসিক[৬] সঙ্গে না[৭] হৈল বিলাস।
[৮]প্রার্থনা করএ সদা[৮] নরোত্তম দাস॥

—সা.প. ১৩৫৯

১১

শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর অভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি*
নিরবধি[৯] এ দুই নয়ানে।
সেরূপ মাধুরী দেখি[১০] [১১]প্রাণ কি করয়ে সখি[১১]
প্রফুল্লিত হব[১২] নিশিদিনে॥

[১]আনিলা (ঞ) [২]প্রেমধন (ঝ, ঞ) [৩]দাস (ঝ, ঞ) [৪]কাঁহা (ঞ) [৫]গৌরাঙ্গ (ঝ, ঞ) [৬]সঙ্গীর (ঞ) [৭]যে (ঝ, ঞ) [৮-৮]সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে (ঝ, ঞ)
*ইহার পর অতিরিক্ত—

সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই জপ (তপ), সেই মোর সিদ্ধিযোগ (মন্ত্রজপ),
সেই মোর ধরম করম॥
অনকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি, (ও, ঝ)

[৯]নিরখিব (ও, ঝ) [১০]শশী (ও) [১১-১১]প্রাণ কুবলয়-রাশি (ও), প্রাণ-কুবলয়-সখী (ঝ) [১২]হবে (ও, ঝ)

[১]তুয়া দরশন বহি[১] গরলে জারল দেহি
চিরদিনে[২] তাপিত জীবন।
স্বরূপ রূপ[৩] কর দয়া দেহ মোরে[৪] পদ ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

—সা.প. ১৩৫৯

১২

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

—সা.প. ৪৭৮

১৩

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সম্পদ[৫]
শুন ভাই হঞা একমন[৬]।
আশ্রয় হইঞা সেবে[৭] তারে[৮] কৃষ্ণ [৯]ভক্তি লভে[৯]
আর সব[১০] মরে অকারণ[১১]॥

[১-১]তুয়া অদর্শন অহি (ভ, ঝ) [২]চিরদিন (ভ, ঝ)
[৩]হাহা মোরে (ভ) [৪]তুয়া (ভ) [৫]সম্পদ (ঝ)
[৬]একমনে (ভ) [৭]ভজে (ঝ) [৮]সেই (ভ)
[৯-৯]নাহি ত্যজে (ঝ) [১০]সভে (ভ) [১১]অকারণে (ভ)

বৈষ্ণবের[1] চরণ রেণু [2]ভূষণ করিয়া তনু[2]
আর নাহি ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণব চরণ জল কৃষ্ণ[3] ভক্তি দিতে বল
আর [4]নাহি কেহো[4] বলবন্ত* ॥
তীর্থজল ত্রিভুবনে[5] লিখিয়াছে পুরাণে
সে সকল[6] ভক্তি[7] প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক [8]শমন ঠেলিতে সব[8]
যাতে ভক্তি[9] বাঞ্ছিত পূরণ ॥
[10]বৈষ্ণবের অধরামৃত তাতে রহু মোর চিত
ভরসা মোর বৈষ্ণব-চরণে।
নরোত্তম দাসে কয় মনে বড় পাঞা ভয়
তনুমন সঁপিনু চরণে[10] ॥

—ক.বি. ৪১৩২

১৪

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ [11]করো এই[11] নিবেদন
মো বড়[12] অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি[13] তাহে ডুবাইল বিধি[14]
চুলে[15] ধরি মোরে কর পার ॥

[1]বৈষ্ণব (ঙ, ঝ) [2-2]মস্তকে ভূষণ বিনু (ঙ, ঝ) [3]প্রেম (ঙ, ঝ)
[4-4]কেহো নাহি (ঙ), কেহ নহে (ঝ)
*'বৈষ্ণব চরণ জল···বলবন্ত'—এই অংশটি 'বৈষ্ণব চরণ রেণু···অন্ত' ইহার পূর্বে আছে (ঙ)
[5]পবিত্র গুণে (ঙ, ঝ) [6]সেহ সব (ঙ), সে সব (ঝ) [7]ভক্তির (ঝ)
[8-8]সম নহে এই সব (ঙ, ঝ) [9]হয় (ঝ)

[10-10]—'নরোত্তম দাস কয়, শুন শুন মহাশয়,
বিষম সংসারে মোর বাস।
না দেখোঁ তারণ পথ, অসতে মজিল চিত,
এইবার তরাইয়া লেহ পাশ' ॥ (ঙ)
—'বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে হিয়া ধৈর্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ' ॥ (ঝ)

[11-11]এই মোর (জ), করো মুক্তি (ছ) [12]অতি (খ, ছ), বড়ি (গ) [13]ঘোরে (খ)
[14]মোরে (খ) [15]কেশে (খ, ছ, ঝ)

বিধি বড় বলবান না শুনে ধরম জ্ঞান
সদাই করম ফাঁসে বান্ধে ।
না দেখি[১] তারণ লেশ যত দেখি[২] সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঞি[৩] কান্দে ॥
কাম ক্রোধ[৪] মদ যত নিজ[৫] অভিমান তত[৬]
আপন আপন স্থানে টানে ।
[৭]ঐছন আমার[৭] মন ফিরে যেন অন্ধজন
পথ[৮] বিপথ নাহি[৯] মানে[১০] ॥
না লইনু সত মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়[১১] না করিল আশ ।
নরোত্তম দাসে কয় দেখ্যা শুন্যা লাগে ভয়
[১২]এইবার তরাঞা লেহ পাশ[১২] ॥*
—ক.বি. ৪১৩২

১৫

এবার[১৩] করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি ।
পতিত পাবন [১৪]নাম তুমা বিনু[১৪] নাঞি ॥
যাঁহার [১৫]নিকটে অশেষ[১৫] পাপ দূরে যায় ।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥

[১]দেখোঁ (গ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [২]দেখোঁ (গ, ঙ. ছ, জ, ঝ) [৩]পড়ি (খ, ছ, জ)
[৪-৪]লোভ মোহ (গ, ঙ, ঝ) [৫]লোভ (খ, ছ); মদ (গ, ঙ, ঝ) [৬]যত (গ), সহ (ঝ) [৭-৭]আমার পাপিয়া (খ, ছ, জ); আমার ঐছন (গ, ঙ, ঝ)
[৮]সুপথ (খ, গ, ঙ, ছ ঝ) [৯]করি (খ) [১০]জানে (গ, ঝ)
[১১]পায়ে (ঙ, ছ, ঝ)
[১২-১২]কৃপা করি কর নিজ দাস (খ, ছ, জ, ঝ)
*'না লইনু...লেহ পাশ' স্থলে পদামৃতসমুদ্রে আছে—
'এ দাস লোচনে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
বিষম সংসারে মোর বাস ।
না দেখোঁ তারণ পথ, অসতে মজিল চিত,
এ ভব তরাঞা লেহ পাশ' ॥

[১৩]এইবার (ঝ) [১৪-১৪]তোমা বিনে কেহ (ঝ) [১৫-১৫]দর্শনে সব (ঝ)

গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দরশনে পবিত্র কর [১]এ তুয়া[১] গুণ ॥
[২]হরি ঠামে[২] অপরাধে তাহে[৩] হরিনাম।
[৪]তুয়া ঠামে[৪] অপরাধে নাহি পরিত্রাণ ॥
[৫]তোমা সভার হৃদএ হয়[৫] গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর[৬] বৈষ্ণব প্রাণ[৭] ॥
প্রতি জন্মে জন্মে[৮] আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥

—ক.বি. ৪১৩২

১৬

হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু[৯]।
মনুষ্য জনম হঞা[১০] রাধাকৃষ্ণ না ভজিঞা
জানিঞা শুনিঞা বিষ খানু[১১] ॥
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন
রতি না জন্মিল[১২] কেনে তায়।
সংসার বিষয়ানলে[১৩] দিবানিশি[১৪] হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে নাহিক[১৫] উপায় ॥
ব্রজেন্দ্র[১৬]-নন্দন যে[১৭] [১৮]শচীসুত হঞাছে[১৮]
বলরাম হঞাছে[১৯] নিতাই।
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাখি[২০] জগাই মাধাই ॥

[১-১]এই তোমার (ঝ) [২-২]হরি স্থানে (ঝ) [৩]তারে (ঝ) [৪-৪]তোমা স্থানে (ঝ)
[৫-৫]তোমার হৃদয়ে সদা (ঝ) [৬]মম (ঝ) [৭]পরাণ (ঝ) [৮]করি (ঝ)
[৯]গোয়াইলুঁ (ও) [১০]পাঞা (ও), পাইয়া (ঝ) [১১]খাইলুঁ (ও, ছ) খাইনু (ঝ)
[১২]হইল (ও, ছ) [১৩]দাবানলে (ও), বিষানলে (ঝ) [১৪]নিরবধি (ও)
[১৫]না কৈলুঁ (ও), না কৈল (ছ); না কৈনু (ঝ) [১৬]নন্দের (ও)
[১৭]যেই (ঝ) [১৮-১৮]শচীর নন্দন সে (ও); শচীসুত হৈল সেই (ঝ)
[১৯]আপনে (ও), হইল (ছ, ঝ) [২০]সাক্ষী (ও, ছ, ঝ)

হাহা প্রভু নন্দসুত বৃষভানু-সুতাযুত
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তম দাসে কয় না ঠেলিহ রাঙা পায়
তুয়া[১] বিনে[২] কে আছে আমার ॥
—ক.বি. ৪১৩২

১৭

হরি হরি কি মোর করম গতি[৩] মন্দ ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না সেবিলুঁ[৪] তিল আধ
না বুঝিলুঁ[৫] রাগের সম্বন্ধ ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভুগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ ।
ইহা সভার পাদপদ্ম না সেবিলুঁ তিল আধ
[৬]আর বা কি পূরিবেক[৬] সাধ ॥
গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলএ শিলা
[৭]তাহাতে না হলা মোর[৭] চিত ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেহঁ কৈলা চৈতন্য-চরিত ॥*

[১]তোমা (ঙ, ঝ) [২]বিনু (ছ)
[৩]অতি (খ, ছ, জ) [৪]ভজিলুঁ (ঙ), সেবিলাও (ছ), সেবিলাম (জ), ভজিনু (ঝ)
[৫]বুঝিলাও (ছ), বুঝিলাম (জ), বুঝিনু (ঝ)
[৬-৬]কেমনে পূরিব মোর (খ)
আর কিসে পূরিবেক (ঙ, জ) ;
কিসে মোর পূরিবেক (ছ, ঝ)
[৭-৭]তাথে মোর না ভুবিল (খ)
*'গৌর গোবিন্দ লীলা···মোর চিত'
চরণ দুটি 'কৃষ্ণদাস···চরিত' এর পরে দৃষ্ট হয় (খ, ঙ, ছ, ঝ)

এসব[১] ভকত সঙ্গ [২]যার সঙ্গে রসরঙ্গ[২]

তার সঙ্গে [৩]নৈল কেনে বাস[৩] ।

[৪]কি মোর দুঃখের কথা[৪] [৫]জনম গোঙালু বৃথা[৫]

ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥

—ক.বি. ৪১৩২

১৮

হরি হরি[৬] বড় [৭]দুঃখ রহিল মরমে[৭] ।

পাইয়া মানব তনু[৮] [৯]শ্রীগুরু-বৈষ্ণব[৯] বিনু

[১০]এই জন্ম গেল অকারণে[১০] ॥

নন্দের[১১] নন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি

জগত ভরিয়া প্রেম দিল ।

[১২]আমি সে অধম অতি বৈষ্ণবে না হল্য রতি[১২]

[১৩]তে কারণে[১৩] করুণা নহিল ॥

[১]তাঁহার (খ, জ)

[২]যাঁর সঙ্গে তাঁর সঙ্গ (খ) ;
যে করিল তাঁর সঙ্গ (ঙ, ঝ) ;
তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ (জ)

[৩-৩]না রহিল আশ (খ) ;
কেনে নৈল বাস (ঙ) ;
নহিল মোর বাস (ছ)

[৪-৪]বৃথাই জনম গেল (খ) ;
কি মোর দুঃখের দশা (ছ) ;
কি মোর দুর্দৈব দশা (জ)

[৫-৫]আশা মোর না পুরিল (খ) ;
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা (জ)

[৬]'হরি হরি' নাই (ঙ)

[৭-৭]শেল মরমে রহিল (ঙ, ঝ)

[৮]দুর্লভ তনু (ঙ, ঝ) :
বৈষ্ণব তনু (ছ)

[৯-৯]শ্রীগুরু সেবন (ঙ) ;
শ্রীকৃষ্ণ ভজন (ঝ)

[১০-১০]জন্ম মোর বিফল হইল (ঙ, ঝ)

[১১]ব্রজেন্দ্র (ঙ, ঝ)

[১২-১২]'মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,' (ঙ, ঝ)

[১৩-১৩]তেঞি মোরে (ঙ, ঝ)

স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
তাহাতে না হল্য[১] [২]রতিমতি[২] ।
[৩]বৃন্দাবন রম্যস্থান[৩] [৪]দিব্য চিন্তামণি ধাম[৪]
[৫]হেন স্থানে নহিল বসতি[৫] ॥
[৬]ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পাইয়াছে কেবা[৬]
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে ।
নরোত্তম দাস কহে জীবার উচিত নহে
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥
—সা.প. ১৩৫৭

১৭

হরি হরি কি মোর করম অনুরত ।
বিষয়ে কুটিল মতি সৎসঙ্গে না হৈল রতি
কিসে আর তরিবার পথ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর ।
শুনিতাম সে-সব কথা ঘুচিত মনের ব্যথা
তবে ভাল হইত অন্তর ॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
নদীয়া নগরে অবতার ।
তখন না হৈল জন্ম এবে দেহে কিবা কর্ম
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥
হরিদাস-আদি বুলে মহোৎসব-আদি করে
না হেরিনু সে সুখ বিলাস ।
কি মোর দুঃখের কথা জন্ম গোঙানু বৃথা
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥
—সা.প. ৪৭৮

[১]নহিল (ঙ, জ) ; না হৈল (চ, ঝ) [২-২]মোর মতি (ঙ, ঝ)
[৩-৩]বৃন্দাবন রসধাম (ঙ) ; [৪-৪]চিন্তামণি যার নাম (ঙ) ;
দিব্য চিন্তামণি ধাম (ঝ) ; বৃন্দাবন যার ধাম (জ) ;
চিন্তামণি যার নাম (জ) বৃন্দাবন হেন স্থান (ঝ)
[৫-৫]সেই ধামে না কৈলুঁ বসতি (ঙ, ঝ)
[৬-৬]'বিশেষে বিষয়ে রতি (মতি) ; নহিল বৈষ্ণবে মতি (রতি)' (ঙ, ঝ)

২০

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল ।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল ॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি ।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিশাচী ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।
সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায় ॥
অদোষ-দরশি প্রভু পতিত উদ্ধার ।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥

—সা. প. ৪৯৮

২১

[১]মোর প্রভু মদনগোপাল গোপীনাথ জিউ দয়া কর মোরে[১] ।
সংসার সাগর ঘোরে[২] পড়িঞা রঞাছি নাথ
[৩]প্রেম ডোরে[৩] [৪]বান্ধি লেহ[৪] মোরে ॥
অধম ছ্চার[৫] আমি দয়ার ঠাকুর[৬] তুমি
শুনিঞাছি বৈষ্ণবের মুখে ।
এই[৭] বড় ভরসা মনে ফেল লঞা বৃন্দাবনে
বংশীবট দেখি যেন সুখে ॥
কৃপা কর[৮] মাধুকরি[৯] দেহ[১০] মোরে[১১] চুলে ধরি
যমুনা[১২] দেহ[১৩] পদ ছায়া ।
অনেক দিবসের আশ নহে যেন নৈরাশ
দয়া কর না করিহ মায়া ॥

[১-১]প্রভু মোর মদন গোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ,
দয়া কর মুঞি অধমেরে (ভ, ঝ)
[২]মাঝে (ভ, ঝ) [৩-৩]কৃপা ডোরে (ভ) [৪-৪]বান্ধিলে যে (ঝ)
[৫]চণ্ডাল (ভ, ঝ) [৬]সাগর (ঝ) [৭]এ (ঝ) [৮]করি (ঝ)
[৯]মধুপুরী (ভ, ঝ) [১০]লেহ (ভ, ঝ) [১১]মোর (ভ)
[১২]শ্রীযমুনা (ভ) [১৩]সেউক (ঝ)

অনিত্য [১]এই দেহ[১] ধরি [২]মিছা আপন আপন করি[২]

পিছে[৩] আছে শমনের ভয়।

নরোত্তম দাসের* মনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে

পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

—ক.বি. ৪১৩২

২২

হরি হরি কি[৪] মোর করম অভাগি[৫]।

বিফলে[৬] জনম[৭] গেল হৃদএ রহল শেল

না[৮] ভেল হরি অনুরাগী[৯] ॥

যজ্ঞ দান তীর্থ স্নানে[১০] [১১]পুণ্য ধর্ম কর্ম জ্ঞানে[১১]

অকারণে[১২]সব ভেল মোহে।

[১৩]বুঝিনু মোর[১৩] মনে হেন [১৪]উপহাস নহে[১৪] যেন

বসনহীন[১৫] অভরণ দেহে ॥

সাধুমুখে কথামৃত শুনিঞা বিমল চিত

না[১৬] ভেল অপরাধ কারণে।

সতত অসৎ সঙ্গ সকল[১৭] হইল ভঙ্গ

কি করিব[১৮] আইল[১৯] শমনে ॥**

[১-১]এ দেহ (ঙ) ; শরীর (ঝ) [২-২]আপন আপন করি মরি (ঙ) [৩]পাছে (ঙ, ঝ)
*আদর্শ পুথির পাঠ 'গোবিন্দদাসের'। কিন্তু গোবিন্দদাসের কোনও পদ-সংকলন গ্রন্থে পদটি নাই। ১৮টি পুথিতে এবং সমুদয় মুদ্রিত গ্রন্থে নরোত্তম দাস ভণিতা দৃষ্ট হয়। গৃহীত পাঠ পদকল্পতরুর।

[৪]কিয়ে (খ, ঙ), কি যে (ছ, জ) [৫]অভাগ (ঘ, ঙ, ঝ) [৬]মিছাই (ঘ)
[৭]জীবন (ছ, জ, ঝ) [৮]নাহি (ঝ) [৯]অনুরাগ (ঘ, ঙ, ঝ)
[১০]স্নান (খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [১১-১১]পুণ্য কথা ধর্ম জ্ঞান (খ) ; পুণ্য কর্ম ধর্ম জ্ঞান (ঘ, ঙ, ছ, জ) পুণ্য কর্ম জপ ধ্যান (ঝ) [১২]অকারণ (খ, ঘ, ঙ) [১৩-১৩]বুঝিলাম (খ, ঙ, ঝ), বুঝিনু মুঞি (ঘ)
[১৪-১৪]উপহাস্য হয় (ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [১৫]বস্ত্রহীন (খ, ঝ)
[১৬]নাহি (ঙ, ছ, জ, ঝ) [১৭]সকলি (ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[১৮]কহিব (খ) [১৯]আইলে (ঙ, ছ, জ, ঝ)

**'সাধুমুখে···শমনে' এই অংশটি কীর্তনানন্দে "শ্রুতি স্মৃতি সদারবে···রূপ ভাবন' চরণ দুইটির পরে আছে।

[১]শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে শুনিয়াছি এই সবে[১]
হরিপদ অভয় শরণ[২] ।
জনম লভিত্রা সুখে [৩]রাধাকৃষ্ণ বল[৩] মুখে
[৪]চিতে কর উঁ[৪] রূপ ভাবন[৫] ॥
রাধাকৃষ্ণ[৬] পদ ছায়[৬] তনু মন রহ তায়
আর দূরে [৭]যাউ দুর্বাসনা[৭] ।
নরোত্তম দাসে কয় [৮]আর মোর নাহি ভয়[৮]
তনু মন সঁপিনু আপনা ॥*

—ক.বি. ৪১৩২

২৩

তুয়া [৯]প্রেম পদ[৯] সেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু[১০] করুণার নিধি ।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে[১১] পরশ[১২] রস
[১৩]কবে কিবা কাজ হবে[১৩] সিদ্ধি ॥**

[১-১]শুনিত্রাছি এই সবে, শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে (ঘ) ; স্তুতি নুতি করি সদা, শুনিয়াছি এই কথা (জ) [২]শরণে (খ), সাধন (ঘ) [৩-৩]হরি না বলিলে (খ) ; কৃষ্ণ না বলিলাম (ঙ) [৪-৪]না করিলে সে (ঙ)
[৫]ভাবনে (খ), স্মরণ (ঘ) [৬-৬]দুহ পায় (ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৭-৭]যাউক বাসনা (ঘ, ছ, জ, ঝ), রহুক বাসনা (ঙ)
[৮-৮]কিবা মোর লাজ ভয় (ঘ)
*'রাধাকৃষ্ণ পদছায়···আপনা' ইত্যাদি স্থানে আছে—
অন্যব্রত অন্য দান নাহি করোঁ বস্তু জ্ঞান
সদা কর অনন্য ভজন ।
নরোত্তম দাস ভণে মোরে দয়া নৈল কেনে
মুক্তি অতি ভজন বিহীন ॥
—খ. জ

[৯-৯]প্রিয় পদ (ঙ), পাদপদ্ম (ছ, ঝ) [১০]নাথ (ঝ) [১১]শ্রবণ (ঙ)
[১২]পরম (ঝ) [১৩-১৩]কার কিবা কাজ নহে (ঙ, ছ, ঝ)
**'তুয়া প্রেম···হবে সিদ্ধি' চরণ চারটি
'প্রাণনাথ...দেহ ধরে' ইহার পরে দৃষ্ট হয় (ঙ, ছ, ঝ)

[১]প্রাণনাথ নিবেদি এ চরণ কমলে[১]।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ
গোপিকুল প্রিয় [২]দেহ ধরে[২] ॥
দারুণ সংসার গতি [৩]বিষয় লুবুধ[৩] মতি
তুয়া বিসরণ[৪] শেল বুকে।
জর জর তনুমন অচৈতন্য[৫] অনুক্ষণ
জিয়ন্তে মরণ ভেল সুখে[৬] ॥
মো বড়[৭] অধম জনে[৮] কর কৃপা নিরক্ষণে[৯]
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পহুঁ[১০] মোর গৌর ধাম
নরোত্তম লইল শরণে ॥

—ক.বি. ৪১৩২

২৪

রাধাকৃষ্ণ[১১] নিবেদন এই জন করে।
[১২]দুহে দুহাঁ[১২] রসময় সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র গোপিজনবল্লভ
হে কৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি।
হেমগৌরি শ্যামগাত্র[১৩] শ্রবণে পরশ পায়[১৪]
গান[১৫] শুনি জুড়ায় পরাণি ॥

১-১প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে (ঙ, ঝ), প্রাণেশ্বর নিবেদন চরণকমলে (ছ)
২-২দেহ হরে (ঙ) ; দেহ মোরে (ছ) ; দেখ মোরে (ঝ)
৩-৩বিষম বিষয় (ঙ, ছ, ঝ) ৪বিস্মরণ (ছ, ঝ) ৫অচেতন (ঙ, ছ, ঝ)
৬দুঃখে (ঙ, ছ, ঝ) ৭হেন (ঝ) ৮জন (ছ)
৯অনুক্ষণ (ছ), নিরীক্ষণে (ঝ) ১০প্রভু (ছ, ঝ) ১১প্রাণনাথ (ঘ)
১২-১২দুহু অতি (ক, ঙ) ; দুহে দুহু (ঘ) ; দোহ অতি (ঝ)
১৩শ্যামগাত্র (ক, ঘ, ঙ) ; শ্যামরায় (ছ)
১৪মাত্র (ক, ঘ, ঙ) ১৫গুণ (ক, ঘ, ঙ, ছ, ঝ)

অধম দুর্গতি[১] জনে কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশ খিয়াতি[২] ।
শুনিঞা সাধুর মুখে শরণ লইল সুখে
উপেখিলে [৩]নাহি মোর[৩] গতি ॥
[৪]জয় রাধে জয় কৃষ্ণ[৪] [৫]জয় রাধে জয় কৃষ্ণ[৫]
[৬]কৃষ্ণ কৃষ্ণ (জয়) রাধে রাধে[৬] ।
[৭]অঞ্জলি মস্তকে করি[৭] নরোত্তম [৮]দাসে হেরি[৮]
[৯]এইবার পুরাহ মনের সাধে[৯] ॥
—ক. বি. ৪১৩২

২৫

(হে)[১০] [১১]গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজ পথে[১১] ।
কাম ক্রোধ ছয় গুণে[১২] লৈঞা ফিরে নানা[১৩] স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥
হইঞা মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ[১৪] গেল দূরে ।
অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণববেশে
ভ্রমিয়া ফিরিএ[১৫] ঘরে ঘরে ॥

[১]দুর্গত (ক, ঘ, ঙ, ছ, ঝ) [২]খেয়াতি (ক, ঙ, ছ, ঝ)
[৩-৩]মোর নাহি (ক) [৪-৪]জয় কৃষ্ণ জয় রাধে (ক)
[৫-৫]জয় কৃষ্ণ জয় রাধে (ক) ; জয় সখী সতৃষ্ণ (ঘ) ; জয় জয় রাধে কৃষ্ণ (ঙ, ছ ঝ)
[৬-৬]জয় কৃষ্ণ জয় রাধে রাধে (ক) ;
জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে (ঘ) ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে (ঙ, ছ, ঝ)
[৭-৭]পাদাম্বুজ শিরে ধরি (ঘ) [৮-৮]ভুমে পড়ি (ক, ঘ, ঙ, ছ, ঝ)
[৯-৯]কহে পহু পুর মোর সাধে (ক) ; শুন প্রভু এই পুর সাধে (ঘ) ; দোঁহে পুরাও মোর মনসাধে (ঙ) ; কহে দোঁহে পুরাও মনঃ সাধে (ছ, ঝ)
[১০]হে (ঙ), শ্রী (ছ, জ, ঝ)
[১১-১১]গোবিন্দ গোপীনাথ, কর মোরে আত্মসাথ, কৃপা করি রাখ নিজ সাথে (খ, ছ)
[১২]জনে (ঝ) [১৩]স্থানে (খ) [১৪]ভজন (জ) [১৫]বুলিয়ে (খ, ঙ, ছ, ঝ)

অনেক দুঃখের[1] পরে নিঞাছিলে[2] ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলাএ[3] বান্ধিঞা ।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইঞা সেই ডোরে
ভবকূপে [4]দিয়াছে ডারিঞা[4] ॥
পুন যদি কৃপা করি [5]এই জনের[5] কেশে ধরি
টানিঞা তোলহ ব্রজধামে[6] ।
তবে সে দেখিএ ভাল [7]নতুবা সে বোল গেল[7]
কহে দীন নরোত্তম দাসে[8] ॥

—ক. বি. ৪১৩২

২৬

[9]কবে আর কবে মোর হব[9] শুভদিন ।
ভজিব রাধিকাকৃষ্ণ[10] হঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাইব[11] [12]সুরস সুতান[12] ।
আনন্দে করিব[13] দোহার রূপলীলা গান ॥
রাধিকা[14] গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চস্বরে[15] ।
ভিজিব[16] সকল অঙ্গ নয়ানের জলে[17] ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন ।
রঘুনাথ দাস আর শ্রীজীব[18] জীবন ॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা ।
দাস্যভাবে[19] মোর প্রভু সুবলাদি সখা ।

[1]দিবস (জ) [2]লৈয়াছিলে (ঙ, জ) [3]গলাতে (খ)
[4-4]দিলেহে ডারিয়া (খ) ; দিলে ফেলাইয়া (ঙ) ; দিলেক ডারিয়া (ছ, জ, ঝ)
[5-5]এ জনার (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [6]ব্রজভূমে (খ, ঙ, ছ) ; ব্রজমাঝে (জ)
[7-7]নতুবা ফুরালা বোল (খ, ছ, জ) ; নহে বোল ফুরাইল (ঙ) ; নতুবা পরা গেল (ঝ) [8]দাস নরোত্তমে (খ, ঙ, ছ, ঝ)
[9-9]হরি হরি আর কবে হবে (ছ, জ) [10]শ্রীরাধাকৃষ্ণ (ছ, ঝ) [11]গাব (ছ, ঝ)
[12-12]সুমধুর তান (ছ, ঝ) [13]গাইব (ছ, ঝ) [14]রাধা (ছ)
[15]উচ্চৈঃস্বরে (ছ, ঝ) [16]ভিজিবে (ছ, ঝ) [17]নীরে (ছ, ঝ)
[18]জীবের (ছ) [19]সখ্যভাবে (ছ, ঝ)

সঙ্গে মিলি কর দয়া পুরুক মনের[১] আশ।
প্রার্থনা করএ সদা নরোত্তম দাস ॥

—ক.বি. ৪১৩২

২৭

[২]হরি হরি আর কি[২] এমন দশা হব।
এ ভব[৩] সংসার তেজি [৪]পরম আনন্দে[৪] মজি
[৫]আর কবে[৫] ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
[৬]সে ধুলি মাখিব কবে গায়[৬]।
প্রেমে গদগদ হঞা রাধাকৃষ্ণ নাম[৭] লঞা
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায় ॥*
নিভৃত নিকুঞ্জে গিয়া[৮] অষ্টাঙ্গ[৯] প্রণাম হঞা
[১০]ডাকিব কি রাধানাথ বলি[১০]।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
[১১]কবে খাব করপুটে তুলি[১১] ॥

[১]মোর (ছ, ঝ) [২-২]প্রাণের হরি হরি কবে আর (চ) [৩]ঘোর (গ)
[৪-৪]আনন্দ সায়রে (খ) [৫-৫]কবে হাম (খ),
[৬-৬]গড়াগড়ি দিব কবে তায় (গ, চ), কবে আর (চ)
কবে গড়াগড়ি দিব তায় (ঘ) [৭]গুণ (ঘ)
*'প্রেমে গদগদ···উচ্চ রায়' স্থানে আছে—
'কবে বা এমন হব, শ্রীরাস মণ্ডলী যাব,
সে ধুলি মাখিব কবে গায়।' (চ)
[৮]যাঞা (খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৯]অষ্টাঙ্গে (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[১০-১০]ডাকিব হা নাথ নাথ বলি (গ, চ, জ);
কবে ডাকিব হা নাথ বলিয়া (ঘ);
ডাকিব হা প্রাণনাথ বলি (ঙ);
কান্দিব হা নাথ নাথ বলি (ছ)
[১১-১১]কবে করে খাইব তুলিয়া (ঘ)

[১]আর কি এমন হব[১] [২]শ্রীরাস মণ্ডলে যাব[২]
[৩]কবে গড়াগড়ি দিব তায়[৩] ।*
বংশীবট ছায়া পাঞা [৪]পরম আনন্দ[৪] হঞা
পড়িয়া রহিব[৫] কবে তায় ॥
কবে গোবর্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি
রাধাকুণ্ডে[৬] [৭]করিব প্রণাম[৭] ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
[৮]এই আশা করে নরোত্তম[৮] ॥
—ক. বি. ৪১৩২

২৮

হরি হরি [৯]কবে আর[৯] পালটিব[১০] দশা ।
এ সব করিঞা বামে যাব বৃন্দাবন ধামে
এই মনে [১১]করি আছি আশা[১১] ॥
[১২]ধনজন পুত্র দারে[১২] এসব করিঞা দূরে
একান্ত করিঞা[১৩] কবে যাব ।
সব দুঃখ পরিহরি ব্রজপুরে[১৪] বাস করি
মাধুকরি মাগিঞা খাইব ॥

[১-১]হেন দশা কবে হব (খ, ঘ, ছ, জ, ঝ), শ্রীরাস মণ্ডলে যাব (গ)
[২-২]পরিক্রমা তাহে হব (গ) [৩-৩]গড়াগড়ি কবে দিব তায় (খ),
সে ধূলি মাখিব কবে গায় (গ, ঘ)
*'আর কি এমন হব···দিব তায়' স্থানে আছে—
'ব্রজভূমে কুলি কুলি, বাউল হঞা হাথ তুলি,
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চরায়' । (চ)
[৪-৪]মনে সুশীতল (খ) [৫]থাকিব (ঘ) [৬]শ্রীকুণ্ডে (ঘ)
[৭-৭]কবে হবে বাস (গ, ঙ, জ, ঝ) [৮-৮]কহে দীন দাস নরোত্তম (খ),
আশা করে নরোত্তম দাস (গ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৯-৯]আর কবে (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [১০]পালটিবে (খ, ঙ, জ, ঝ)
[১১-১১]কর্য়াছি ভরসা (ঙ) [১২-১২]ধন পুত্র পরিবারে (খ, ছ),
ধন জন পরিবারে (ঝ) [১৩]হইয়া (ঝ) [১৪]বৃন্দাবনে (ঙ)

যমুনার জল যেন অমৃত সমান হেন
কবে খাব[১] উদর পুরিয়া।
[২]রাধাকুণ্ড জলে স্নান[২] [৩]কবে কুতূহলে নাম[৩]
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িঞা ॥*
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে [৪]রসকেলি যে যে[৪] স্থানে
[৫]প্রেমে গড়াগড়ি তাহে[৫] দিঞা।
শুধাইব জনে জনে ব্রজবাসীগণ[৬] স্থানে
নিবেদিব চরণে[৭] ধরিঞা ॥**
ভোজনের স্থান[৮] কবে [৯]লোচন গোচর[৯] হবে
আর কত[১০] আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন নরোত্তম দাসের মন
আশা করে যুগল চরণ ॥

—ক. বি, ৪১৩২

২৯

করঙ্গ কৌপীন লঞা ছিড়া কাঁথা গাএ[১১] দিঞা
তেয়াগিব সকল বিষয়।
হরি অনুরাগি[১২] হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইঞা করিব নিজালয় ॥

[১]পিব (ঝ) [২-২]রাধাকুণ্ডে করি স্নান (ছ, ঝ) ; কবে রাধাকুণ্ড জলে (ঝ)
[৩-৩]করি কুতূহলে নাম (ঙ) ; লই কুতূহলে নাম (ছ, জ) ; স্নান করি কুতূহলে (ঝ)
[৪-৪]রাসকেলি যেই (ঙ), রাস কৈলা যেই (জ)
*'রাধাকুণ্ড···পড়িঞা' চরণটি নাই (খ)
[৫-৫]প্রেমাবেশে গড়াগড়ি (ঙ, ঝ) [৬]ব্রজবাসি জন (ছ, জ) [৭]চরণ (ঝ)
**'শুধাইব···ধরিঞা' চরণটি নাই (খ)। [৮]স্থল (খ, ছ)
[৯-৯]লোচনে দর্শন (খ, ছ, জ) ; নয়নে দর্শন (ঙ), নয়ন গোচর (ঝ)
[১০]যত (ঙ, ছ, জ, ঝ) [১১]গলে (খ, ছ) [১২]অনুরাগ (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)

হরি হরি কবে মোর [১]হবে শুভদিন[১]।
ফলমূল বৃন্দাবনে খাঞা দিবা[২] অবসানে
[৩]ভ্রমিঞা হইব[৩] উদাসীন ॥
শীতল যমুনা জলে স্নান করি কুতূহলে
প্রেমাবেশে আনন্দ[৪] হইঞা।
[৫]বাহু দুই উর্দ্ধ করি[৫] বৃন্দাবনের কুলি কুলি
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিঞা ॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান অভাবে[৬] তাপিত প্রাণ
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাহাঁ রাধা প্রাণেশ্বরি কাহাঁ [৭]গোবর্ধন গিরি[৭]
কাহাঁ নাথ বলিঞা কান্দিব[৮] ॥
মাধবী কুঞ্জের পরি [৯]সুখে বৈসে[৯] শুকসারী
[১০]গাইব শ্রীরাধাকৃষ্ণ রস[১০]।
তরুতলে[১১] বসিয়া[১২] শুনি পাসরিব[১৩] হিয়া[১৪]
কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস [১৫]করে দুর্লভ অভিলাষ[১৫]
এমতি[১৬] হইব[১৭] কতদিনে ॥

—ক. বি. ৪১৩২

[১]হইব সুদিন (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [২]দিন (খ, ছ, জ, ঝ)
[৩-৩]ভ্রমিব হইয়া (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [৪]আনন্দিত (ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৫-৫]বাহুর উপর বাহু তুলি (ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৬]জুড়াবে (ঙ, ছ, জ, ঝ) [৭]গিরিবরধারী (ঙ, ঝ)
[৮]ডাকিব (ঙ, ঝ) [৯-৯]তাথে বসি (খ, ছ, জ); সুখে বসি (ঙ, ঝ)
[১০-১০]গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস (ঙ) [১১]তরুমূলে (ঙ)
[১২]রহি তাহা (খ, ছ), বসি ইহা (ঙ)
[১৩]জুড়াইবে (ঙ) [১৪]দেহা (খ, ছ, জ, ঝ)
[১৫-১৫]করে মনে অভিলাষ (খ), করয়ে দুর্লভ আশ (ঙ, ঝ); করে এই অভিলাষ (ছ, জ) [১৬]এমন (খ, ছ, জ) [১৭]হইবে (ঙ, ছ, জ, ঝ)

৩০

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাসী।
নিরখিব [১]নয়নে যুগল[১] রূপ রাশি॥
তেজিব[২] শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজে[৩] ধূলাএ ধূসর হবে অঙ্গ॥*
[৪]ষড়রস মধুর ভোজন[৪] পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিঞা খাইব মাধুকরি॥
কনক[৫] ঝারির জল [৬]পান করি দূরে[৬]।
[৭]কবে যমুনার জলে খাব কর পূরে[৭]॥
পরিক্রমা[৮] করিয়া ফিরিব[৯] বনে বনে।
[১০]বিশ্রাম করিব গিয়া[১০] যমুনা পুলিনে॥
তাপ দূর করিব[১১] শীতল বংশীবটে।
কবে কুঞ্জে[১২] বৈঠব[১৩] বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তম [১৪]দাস কহে করো পরিহার[১৪]।
[১৫]এমন দশা কবে আর হইবে আমার[১৫]॥**

—ক. বি. ৪১৩২

[১-১]নয়ান যুগলে (খ) [২]ছাড়িয়া (গ), ত্যজিয়া (ঙ, ছ, জ, ঝ) [৩]ব্রজের (গ, ঙ, ছ, জ, ঝ) *'কবে ব্রজে···অঙ্গ' স্থানে 'কবে ধূলায় ধূসর হইব মোর অঙ্গ' (ঘ)
[৪-৪]ষড়রস ভোজন দূরে (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ); ষড়রস মধুর ভোজন (গ); সুখ বিলাস সব ভোজন (ঘ) [৫]রতন (ঘ) [৬-৬]দূরে পরিহরি (ঙ)
[৭-৭]কবে বা কালিন্দীর জল তুলি খাব করে (গ); কবে যমুনার জল খাব কর পুরি (ঙ) [৮]পরিক্রমা (ঙ) [৯]বেড়াব (খ, ঙ), ভ্রমিব (জ, ঝ)
[১০-১০]কবে উত্তরিব গিয়া (খ, ছ, জ, ঝ), কৃষ্ণের বিহার স্থান (গ) [১১]করিব কবে (গ, ছ, জ, ঝ); [১২]ব্রজে (খ, ঙ, জ) [১৩]নিবসিব (খ); বসিব (ঙ, জ); প্রবেশিব (গ) [১৪-১৪]দাস কহে মনের লালসা (খ, ছ, জ); দাসে কহে করি পরিহার (গ, ঙ, ঝ)
[১৫-১৫]অনুক্ষণ যুগল চরণে রহু আশা (খ);
জন্মে জন্মে যুগল চরণে রহু আশা (ছ, জ);
কবে বা এমন দশা হইবে আমার (গ, ঙ, ঝ)
**'নরোত্তম দাস···আমার' স্থানে আছে—
'হেন কি হইবে দিন না দেখি উপায়
ভূমিতে পড়িয়া কান্দি নরোত্তম গায়।' (ঘ)

৩১

আর [১]কবে হেন[১] দশা হব ।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে[২] যাব ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস লীলা ।
যেখানে যেখানে সে করিলা ॥
[৩]আর কবে[৩] গোবর্ধন গিরি ।
দেখিব নয়ান যুগ ভরি ॥
আর কবে নয়ানে দেখিব ।
বনে বনে ভ্রমণ করিব ॥
[৪]আর কবে এমন দশা হব ।
ব্রজের ধূলায় ধূসর হইব[৪] ॥
আর কবে শ্রীরাস মণ্ডলে ।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান ।
করি কবে [৫]জুড়াইব প্রাণ[৫] ॥
আর কবে যমুনার জলে ।
[৬]মার্জন করিব কুতূহলে[৬] ॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস ।
নরোত্তম [৭]দাসের অভিলাষ[৭] ॥

—ক. বি. ৪১৩২

৩২

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে ।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥
[৮]আজ্ঞা করিবেন দাসী শীঘ্র হেথা আয়[৮] ।
সেবার সুসজ্জা কার্য করহ ত্বরায় ॥

১-১কি এমন (ও, ঋ)
২বৃন্দাবন (ও)
৩-৩কবে আর (ও)
৪-৪চরণ দুইটি নাই (ও, ঋ)
৫-৫জুড়াব পরাণ (ও, ঋ)
৬-৬মজ্জনে হইব নিরমলে (ও, ঋ)
৭-৭দাস মনে আশ (ও), দাস করে আশ (ঋ)
৮-৮শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয় (ঋ)

আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য করিব তৎকালে॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ-ঝারিতে পুরিয়া॥
দোঁহার সম্মুখে নিয়া দিব শীঘ্র গতি।
নরোত্তম-দশা কবে হইবে এমতি।

—সা. প. ৪৬৮

৩৩

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রব ভীত হৈঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয়-হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবা-কার্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

—সা. প. ৪৬৮

৩৪

হাহা প্রভু কর দয়া করুণা[১] তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দগধে[২] আমার॥
কবে হেন দশা হব[৩] সখি সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল তুলি দোঁহারে পরাব॥
সম্মুখে বসাইঞা[৪] কবে চামর ঢুলাব।
অগোর চন্দন [৫]গন্ধ দোঁহার অঙ্গে দিব[৫]॥

[১]এহিমা (খ, ছ, জ, ঝ) [২]দহএ (খ, ছ) [৩]হবে (খ, জ, ঝ) [৪]দাঁড়াঞা (খ, ঝ) [৫-৫]দুহার অঙ্গেতে লেপিব (খ, ছ)

[১]এমন দশা কবে হব[১] তাম্বুল যোগাব।
সিন্দুর তিলক কবে দোহাঁরে পরাব ॥*
[২]দোহার বিলাস কৌতুক[২] দেখিব নয়নে।
নিরখিঞা[৩] চান্দমুখ বৈসাব[৪] সিংহাসনে ॥
[৫]সদা সাধ করি দেখি দোহাঁর বিলাসে[৫]।
[৬]কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে[৬] ॥

—ক.বি. ৪১৩২

৩৫

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা [৭]পূর্ণ কর[৭] যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মিলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
দয়া করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥

—সা.প. ৪৯৮

[১-১]এমন হইবে কবে (জ), সখীর আজ্ঞায় কবে (ঝ)
*'এমন দশা ··· পরাব' চরণ দুইটি নাই (খ)
[২-২]বিলাস কৌতুক কেলি (ঝ) [৩]নিরখিব (খ, ছ, জ, ঝ) [৪]বসাঞা (খ, ছ, জ, ঝ)
[৫-৫]সদা সঙ্গ করি দেখি দোঁহার বিলাস (খ, ছ, জ);
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে (ঝ)
[৬-৬]প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস (খ, ছ),
কতদিনে হবে দয়া কহে নরোত্তম দাস (জ);
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে (ঝ)
[৭-৭]এ করি আমি (ঝ)

৩৬

হরি হরি হেন দশা[১] হইব আমার।
[২]দুহু মুখ নিরখিব দুহু অঙ্গ পরশিব[২]
সেবন করিব দোহাঁকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি[৩]
যোগাইব [৪]বদন যুগলে[৪] ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন[৫] সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় [৬]পতিত পাবন[৬] দেহ মোরে এই ধন
তোমা[৭] বিনে অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

—ক.বি. ৪১৩২

৩৭

হরি হরি কবে[৮] নাকি হেন দশা হব[৯]।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
আপনা বলিয়া আজ্ঞা দিব[১০] ॥
বৃষভানু কিশোরী গোরী[১১] তার প্রিয় সহচরী
সেই সুখে হইব গণন।
নিকুঞ্জ কুটীর বনে[১২] মিলাইব দুইজনে
প্রেমানন্দে করিব সেবন ॥

[১]দিন (ও) [২-২]দুহু অঙ্গ পরশিব, দুহু অঙ্গ নিরখিব (ও) [৩]ভরি (খ, ছ, জ, ঝ) [৪-৪]অধর কমলে (খ, ছ, জ, ঝ), অধর যুগলে (ও) [৫]শ্রীচরণ (খ, ছ, ঝ) [৬-৬]রূপসনাতন (খ, ছ, জ, ঝ) [৭]ইহা (খ, ছ, জ, ঝ) [৮]আর (জ) [৯]হবে (ঝ) [১০]দিবে (ঝ) [১১]'গোরী' শব্দটি নাই (ঝ) [১২]কোনে (ছ)

শ্রীমণিমঞ্জরী[১] কবে সেবায় যুকতি দিবে
সময় বুঝিয়া অনুমানে ।
লীলা পরিশ্রম জানি অগোর চন্দন আনি
লেপন করিব দুইজনে ॥
মালা গাঁথি নানাফুলে পরাইব দুহাগলে
সদা করি চামর ব্যজনে ।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব দুহার বদনে ॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত মোর প্রভু লোকনাথ
যদি দাস করে রাঙ্গা পায় ।
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস রামচন্দ্র তার দাস
নরোত্তম সঙ্গে সেবা চায় ॥

—সা.প. ১৩৫৯

৩৮

হরি হরি কতদিনে হেন দশা হব ।
শ্রীমণিমঞ্জরী[২] সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরী[৩] রঙ্গে
[৪]রূপের অনুগা নাকি পাব[৪] ॥
সুশীতল বৃন্দাবনে[৫] রত্নবেদী[৬] সিংহাসনে[৭]
তাহে মণিময় সিংহাসনে[৮] ।
হেমনীল কান্তিধর রাইকানু সুন্দর
তাহাতে বসাব দুইজনে[৯] ॥
সখীর আদেশ হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বূল খাওয়াব[১০] চান্দমুখে ।
আনন্দিত হব সদা ভগমসি[১১] প্রেমকথা
দোহার পিরিতি রস সুখে ॥

[১]শ্রীরূপমঞ্জরী (ঝ) [২]শ্রীরসমঞ্জরী (ঝ) [৩]শ্রীমণিমঞ্জরী (ঝ), শ্রীরসমঞ্জরী (ছ, জ) [৪-৪]শ্রীরূপের অনুগা হইব (ঝ) [৫]বৃন্দাবন (ঝ) [৬]কবে পাব (জ) [৭]দরশন (জ), সুশোভন (ঝ) [৮]সিংহাসন (ঝ) [৯]দুইজন (ঝ) [১০]যোগাব (ঝ) [১১]সখীসঙ্গে (জ), শুদ্ধ ভাবে (ঝ)

মল্লিকা মালতী যুথী নানাফুলে[১] মালা গাঁথি
পরাইব দুহার গলায় ।
রসের আলসকালে বসিব[২] চরণ তলে
সেবন করিব দুহাঁকায়[৩] ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি জীবনে মরণে গতি
ইহা বিনে অন্য[৪] নাস্তি মনে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ স্বরূপরূপ সনাতন
নরোত্তম এই নিবেদনে ॥

—সা.প. ১৩৫৬

৩৯

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ।
জীবনে মরণে [৫]আর গতি[৫] নাহি মোর ॥
কালিন্দীর[৬] তীরে[৭] কেলি কদম্বের বন ।
রতন বেদীর পর বৈসে[৮] দুইজন ॥*
শ্যামগৌরি অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ ।
চামর ঢুলাব [৯]কবে হেরি[৯] মুখচন্দ ॥
[১০]গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহাঁর[১০] গলে[১১] ।
অধরে তুলিয়া দিব [১২]কর্পূর তাম্বুলে[১২] ॥

[১]মনোহর (জ) [২]বসিয়া (ঝ) [৩]দুঁহা পায়ে (ঝ) [৪]আর (ঝ)
[৫-৫]গতি আর (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [৬]যমুনার (ক, ঘ), যমুনা (গ)
[৭]কূলে (খ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ), পুলিন (গ) [৮]বসাব (ক, খ, গ, ছ, ঝ) বৈসাব (ঘ, ঙ), বৈঠাব (জ)
*অতিরিক্ত—'ললিতা বিশাখা আদি সব সখী বৃন্দে
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে ।' (ক, গ, ঘ)
এই চরণ দুইটি পদকল্পতরু ও সুন্দরানন্দ সংস্করণে—
'গাঁথিয়া···তাম্বুলে' ইত্যাদির পরে আছে ।
[৯-৯]কবে হেরব (ক, খ, ঘ), কবে হেরিব (গ), সে হেরব (ঙ)
[১০-১০]মালতী ফুলের মালা গাঁথি দিব (ক, গ)
গাঁথিয়া মালতী মালা দিব দুহু (ঘ)
[১১]উরে (ক, ঘ) [১২-১২]তাম্বুল কর্পূরে (ক), পানস কর্পূরে (ঘ)

[১]কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাস[১] অনুদাস।
[২]নরোত্তম দাস মাগে সেবা অভিলাষ[২] ॥
—ক.বি. ৪১৩২

৪০

রাধাকৃষ্ণ সেবঁ[৩] মুক্রি[৪] জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান[৫] তাঁর লীলা স্মরঁ[৬] রাত্রিদিনে ॥
যেখানে[৭] যে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা[৮] তাহে হব[৯] ভোর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম [১০]মোর মন্ত্র ঔষধি[১০]।
শ্রীরূপমঞ্জরী[১১] সখি[১২] মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ মোরে[১৩] পাদপদ্ম ছায়া ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী[১৪] দেবি কর অবধান।
অনুক্ষণ করোঁ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য[১৫] যুগল[১৬] বিলাস।
[১৭]সেই সেবা মাগে নিত্য[১৭] নরোত্তম দাস ॥
—ক.বি. ৪১৩২

[১-১]শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের (ক, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[২-২]নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ (ক, গ, ঙ, ছ, জ);
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস (খ);
নরোত্তম দাস করে এই প্রতি আশ (ঘ);
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস (ঝ)
[৩]ভজ (খ, ছ) [৪]মন (ঙ) [৫]স্থানে (ছ) [৬]দেখোঁ (ঝ) [৭]যে বনে (খ, জ); যখন (ঙ); যে স্থানে (ঝ) [৮]হও (ঙ) [৯]হঞা (ঙ), হও (ছ, জ, ঝ)
[১০-১০]গন্ধ মোর মহৌষধি (গ, ছ);
মোর মন্ত্র মহৌষধি (ঙ, ঝ);
মোর পরম ঔষধি (জ)
[১১]শ্রীরতিমঞ্জরী (ঝ) [১২]দেবি (ঙ, জ, ঝ) [১৩]তুয়া (ঙ, ছ, জ, ঝ)
[১৪]শ্রীরূপমঞ্জরী (খ, ছ, জ) [১৫]লীলা (ছ), সেবা (জ, ঝ) [১৬]দুঁহার (খ)
[১৭-১৭]প্রার্থনা করয়ে সদা (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)

৪১

[১]কবে মোর হব শুভদিনে[১]

কেলি কৌতুক রঙ্গে[২] করিব সেবনে[৩] ।

[৪]ললিতা বিশাখা সঙ্গে যত সখিগণে

সকলে আপন করি লেহ এই জনে ।

মণ্ডলী করিয়া তনু মেলি[৪] ।*

রাইকানু করে[৫] ধরি নৃত্য করি[৬] ফিরি ফিরি

নিরখি গোঙাব[৭] কুতূহলী[৮] ॥**

[৯]আলয় বিশ্রাম ঘর[৯] গোবর্ধন গিরিবর[১০]

রাইকানু করাব[১১] শয়ন[১২] ।

নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়

অনুক্ষণ [১৩]চরণে সেবন[১৩] ॥

—ক.বি. ৪১৩২

[১-১]হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ) [২]করি (খ)

[৩]নরশনে (খ)

[৪-৪]'ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণে ।

মণ্ডলী করিব কবে শ্রীবৃন্দাবনে ॥' (খ, জ)

—'ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে,

মণ্ডলী করিব দুহুঁ মেলি ।' (ঙ, ঝ)

—'ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণে ।

মণ্ডলী করি বসিয়াছেন শ্রীবৃন্দাবনে ॥' (ছ)

*অতিরিক্ত—কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বনে ।

রাধাকৃষ্ণ লীলা করে আনন্দিত মনে ॥' (জ)

[৫]দুহুঁ (ঙ) [৬]করে (ঙ, ছ, ঝ) [৭]ফিরিবে (ছ) [৮]কুতূহলে (খ, ছ)

**অতিরিক্ত—

'রতন বেদীর পর, সেবি দুহাঁর কলেবর,

আনন্দেতে হইয়া বিভলে ।' (খ)

'রতন বেদীর পর, বসিলেন কলেবর,

আনন্দে হইয়া বিভোলে ।' (ছ, জ)

[৯-৯]অলস-আশ্রয় ঘর (খ, ছ, ঝ) অলস-বিশ্রাম ঘরে (ঝ)

[১০]গিরিবরে (ঝ) [১১]করিবে (জ, ঝ) [১২]শয়নে (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)

[১৩-১৩]চরণ সেবনে (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)

৪২

[১]হরি হরি কবে মোর হইব শুভদিন[১]।
গোবর্ধন গিরিবর কেবল[২] নির্জন[৩] স্থল
রাইকানু [৪]করিব সেবন[৪] ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
[৫]সুখময় রাতুল[৫] চরণে।
কনক[৬] সম্পুট করি [৭]কর্পূর তাম্বুল[৭] ভরি[৮]
যোগাইব [৯]কমল বদনে[৯] ॥*
সুগন্ধি চন্দন খুরি[১০] কনক [১১]কটোরা পুরি[১১]
কবে দিব দোহাঁর যে[১২] গায়।
মল্লিকা মালতী যূথি নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোহাঁর গলায় ॥**

[১-১]হরি হরি আর কবে হইব সুদিনে (খ);
হরি হরি কবে মোর হইবে শুভদিনে (গ);
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন (ছ, জ)
—পদকল্পতরুতে এই চরণটি নাই।
[২]পরম (গ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[৩]নিভৃত (গ, ছ, জ, ঝ)
[৪-৪]করাব শয়নে (খ, গ, ছ, ঝ) করাব বিশ্রামে (ঙ) করিব সেবনে (জ)
[৫-৫]সুকোমল কমল (খ, গ, ছ, ঝ) [৬]সুবর্ণ (গ, ছ, জ, ঝ)
[৭-৭]তাম্বুল কর্পূর (গ, ছ, জ, ঝ) [৮]পূরি (ঙ)
[৯-৯]দোহার বদনে (খ), বদন কমলে (ঙ)
যুগল বদনে (গ, ছ, ঝ), কমল বদনে (জ)
*অতিরিক্ত—
'মণিময় কিঙ্কিনী রতন নূপুর আনি
পরাইব চরণ যুগলে।' (ঙ, ছ, জ)
[১০]গুড়ি (ঝ) [১১-১১]সম্পুট ভরি (খ) সোনার কটুকী করি; কর্পূর চন্দন
ভরি (গ) [১২]দুহাকার (খ, গ, ঝ)
**'সুগন্ধি চন্দন···গলায়' এই চরণগুলি পদামৃতসমুদ্রে 'সুনির্মল ঝারি ··· করিব' ইত্যাদির পরে দৃষ্ট হয়।

[১]সুনির্মল ঝারি[১] করি রাধাকুণ্ডের[২] জল পুরি
[৩]দোঁহাকার অঙ্গেতে ঢালিব[৩] ।*
গুরুরূপা সখী বামে[৪] ত্রিভঙ্গ হইঞা ঠামে[৫]
চামরের[৬] বাতাস করিব ॥
দোহাঁর অরুণ[৭] আঁখি পুলক হইঞা[৮] দেখি
দোহাঁ পদ পরশিব কবে ।
শ্রীচৈতন্যদাসের[৯] দাস [১০]মনে করি[১০] অভিলাষ
নরোত্তম [১১]মনে এত[১১] স্ফুরে ॥**
—ক.বি. ৪১৩২

৪৩

হরি হরি কবে মোর হইব[১২] সুদিনে ।
গোবর্ধন গিরিবর পরম নিভৃত স্থল[১৩]
রাইকানু করাব শয়নে ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব
মোছাইব আপন চিকুরে ।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি[১৪]
যোগাইব [১৫]বদন কমলে[১৫] ॥

[১-১]সুবর্ণ ঝারিতে (খ) কাঞ্চন ঝারিতে (গ) সুবর্ণের ঝারি (ঝ)
[২]রাধাকুণ্ড (গ) [৩-৩]রাই কানু আগে লঞা দিব (গ)
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব (ঝ)
*'সুগন্ধি চন্দন…অঙ্গেতে ঢালিব' স্থানে পদকল্পতরুতে আছে—
'কনক কটোরা ভরি, সুগন্ধি চন্দন খুরি,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব ।'
[৪]ঠামে (খ, ছ) [৫]বামে (খ, ছ) ; প্রেমে (গ, ঝ) [৬]সুচামরে (জ)
[৭]কমল (ঙ) [৮]হইবে (ঙ) [৯]চৈতন্যদাসের (ঙ, ছ, জ, ঝ) [১০-১০]সদা
এই (খ, জ) ; মনে মাত্র (ঙ, ঝ) ; সেবা করে (ছ) [১১-১১]মনে এই
(খ, ছ, জ) ; দাসে সদা (ঙ, ঝ)
**পদামৃতসমুদ্রে 'দোঁহার অরুণ…এত স্ফুরে' ইত্যাদির স্থানে আছে—
'কবে বা এমন হব, দুহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ শয়নে ।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলিকৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিব সেবনে ॥'
[১২]হইবে (ঙ) [১৩]ঘর (ঙ, ঝ) [১৪]পুরি (ঙ) [১৫-১৫]দুহুঁক অধরে (ঙ, ঝ)

প্রিয় সখিগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমল দিঠি কৌতুকে হেরব
দুহু অঙ্গ পুলক অঙ্কুরে ॥
কনক মালতী ফুলে মালা গাঁথি কুতূহলে
পরাইব দোঁহার উপরে।
চৈতন্য চাঁদের দাস এই মনে অভিলাষ
নরোত্তম মনোরথ ধরে ॥*
—সমুদ্র পৃ ৪৬৬

৪৪

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে[১] বৃকভানুপুরে[২] আহির[৩] গোপের ঘরে
তনয়া হইঞা জনমিব ॥
[৪]জাবটে আমার[৪] কবে এ পাণি গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখির পরম শ্রেষ্ঠ [৫]যে তার হইব[৫] শ্রেষ্ঠ[৬]
সেবন করিব তার পায় ॥

*'কনক মালতী···মনোরথ ধরে' ইত্যাদি স্থানে পদকল্পতরু ও সুন্দরানন্দ সংস্করণে আছে—

'মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে হার গাঁথি,
কবে দিব দোহাঁর গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোহাঁকার গায় ॥
কবে বা এমন হব, দুহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম শুনিবে শ্রবণে (করিব সেবনে) ॥'

[১]ব্রজে (খ, ছ, জ, ঝ) [২]বৃষভানুপুরে (ঙ, ছ, জ, ঝ) [৩]আহিরী (ঝ)
[৪-৪]জাবট নগরে (ঙ) [৫-৫]তাহার যে হয় (খ); যে হয় তাহার (ঙ)
যে তাহার হয় (ঝ) [৬]প্রেষ্ঠ (ঝ)

তিহোঁ কৃপাবান হঞা যুগল[১] চরণে লঞা
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা [২]মনের পুরিবে[২] আশা
[৩]সেবি দোহাঁর[৩] যুগল[৪] চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দিগে সখিগণ
সেবন করিব [৫]তবে শেষে[৫]।
সখিগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লঞা হাতে
[৬]রহিব মনের অভিলাষে[৬] ॥*
দুহুঁ চান্দমুখ দেখি যুড়াব[৭] তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে অশ্রুধার[৮]।
বৃন্দার [৯]আদেশ পাঞা পরম আনন্দ হঞা[৯]
[১০]কবে হেন[১০] হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখি মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয় নর্ম সখিগণে
[১১]সমর্পণ করিবে আমায়[১১] ॥

—ক.বি, ৪১৩২

৪৫

হরি হরি আর [১২]কবে হেন[১২] দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ [১৩]কবে প্রকৃতি দেহ[১৩] হব
দোহাঁ অঙ্গে চন্দন পরাব[১৪] ॥**

[১]রাতুল (খ, ঙ, ঝ) [২-২]পুরিবে মনের (খ, ঙ, ঝ) [৩-৩]সেবোঁ দোঁহার (খ); সম্বাহিব (ঙ) [৪]রাতুল (খ, ছ, জ, ঝ) [৫-৫]অভিলাষে (খ, ছ, জ, ঝ). অবশেষে (ঙ) [৬-৬]সেবা করে মনের হরিষে (ঝ)

*'সখিগণ চারিভিতে···অভিলাষে' স্থানে আছে—
'সফল হইব আশা, ঘুচিব দুর্দৈব দশা,
নিরখিব সে রস বিলাসে।' (খ)

[৭]জুড়াবে (ঙ, ঝ) [৮]প্রেমধার (ঙ)
[৯-৯]নির্দেশ পাব, দোহার নিকটে যাব (ঙ, ঝ) [১০-১০]হেন দিন (ঙ)
[১১-১১]কবে দাসী করিব আমায় (খ, ঝ) আমারে গণিয়া লবে তায় (ঙ)
[১২-১২]কি এমন (খ, ঙ, ঝ) [১৩-১৩]কবে বা প্রকৃতি (ঝ) [১৪]মাখাব (খ)

**'ছাড়িয়া পুরুষ···পরাব' স্থানে
পদকল্পতরুতে আছে—'ছাড়িয়া পুরুষ দেহ প্রকৃতি হইব।'

টানিঞা বান্ধিব চুড়া নবগুঞ্জা তাহে বেড়া
নানাফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে পরাইব সখি সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুহুঁ রূপ মনোহারি দেখিব নয়ান ভরি*
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদএ নরোত্তম দাস॥

—ক.বি. ৪১৩২

৪৬

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এই জন নিবেদন করে॥ ধ্রু॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
[১]তুয়া প্রিয় ললিতা আদেশে[১]।
তুয়া প্রিয় নিজ সখা দয়া করি মোরে দিবা
করি যেন মনের হরিষে॥
প্রিয় গিরিধর সঙ্গে অনঙ্গ-খেলন রঙ্গে
ভঙ্গ বেশ করাইতে সাজে।**
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদ পঙ্কজে
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥

*অতঃপর আছে—
'নীলাম্বরে তাঁরে (রাই) সাজাইয়া।
রতন রঞ্জিত (নবরত্ন-জাদ, জরি, রতনের জাদ) আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
কাঞ্চনেতে মালতী বান্ধিয়া (তাহে ফুল মালতী গাথিয়া)।
সেনা (হেন, দুহ) রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ান ভরি,' (খ, ঙ, ছ, জ, ঝ)
[১-১]অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে (ঝ)
**'তুয়া প্রিয়···সাজে' অংশটি নাই (ঝ)

সুগন্ধিত চন্দন মণিময় অভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার দাসী যেন হও তার
অনুক্ষণ থাকোঁ তার সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি রতন ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূর-বাসিত গুয়া পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ মালতী মালা
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপাম ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে এ সব আনিব কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে ॥
—তরু

৪৭

অরুণ কমল দলে শেজ বিছাওব
বৈঠব[১] কিশোর কিশোরী।
[২]স্নের-মধুর[২]-মুখ পঙ্কজ-মনোহর[৩]
মরকত [৪]মণি হেম গোরী[৪] ॥*
প্রাণেশ্বরি[৫] কবে মোরে হবে শুভদিঠি[৬]।
আজ্ঞায় লইব[৭] কবে [৮]চম্পক-কুসুমবর[৮]
শুনব বচন আধ[৯] মিঠি ॥ ধ্রু ॥

[১]বৈসাব (ঘ, ঙ), বসাইব (ঝ) [২-২]অলকাবৃত (ঘ, ঙ, ঝ) [৩]মনোরম (ঘ)
[৪-৪]হেম মণি জোরি (ঘ) শ্যাম হেম গোরি (ঙ, ঝ)
*'অরুণ কমল...গোরী' চরণ দুইটি পদামৃতসমুদ্র ও সুন্দরানন্দ সংস্করণে 'প্রাণেশ্বরি...আধ মিঠি' ইত্যাদির পরে আছে।
[৫]প্রাণনাথ (গ) [৬]কৃপাদিঠি (গ, ঘ, ঙ, ঝ) [৭]আনব (গ, ঘ), আনিব (ঙ); আনিয়া (ঝ) [৮-৮]কুসুম সুচম্পক (ঘ), বিবিধ ফুলবর (ঝ) [৯]দুই (ঝ)

মৃগমদ সিন্দুরে[১] তিলক[২] বনাওব
বিলেপন[৩] চন্দন[৪] গন্ধে।
গাথিয়া মালতী ফুল মালা[৫] পহিরাওব
ভুলব[৬] মধুকর বৃন্দে ॥*
ললিতা [৭]আমার করে দেওব বীজন[৭]
বীজব মারুত হাম[৮] মন্দে।
শ্রমজল সকল [৯]মেটব তুহু[৯] কলেবর
হেরব পরম আনন্দে ॥
[১০]নরোত্তম দাস আশ দুহু পদ পঙ্কজ
সেবন মাধুরী রস পানে[১০]।
[১১]এমন হইবে দিন না হের কিছুই চিন
রাধাকৃষ্ণ নাম হও মনে[১১] ॥

—ক্ষণদা ২০।১৪

[১]তিলক (ঘ, ঙ, ঝ) [২]সিন্দুর (ঘ), সুসিন্দুর (ঙ, ঝ) [৩]বিলেপব (গ), লেপব (ঘ, ঙ, ঝ) [৪]মৃগমদ (গ) [৫]হার (ঙ, ঝ) [৬]ধাওব (ঙ, ঝ)

*'মৃগমদ···বৃন্দে' এই অংশটি কীর্তনানন্দে 'ললিতা আমার···আনন্দে' ইত্যাদির পরে আছে।

[৭-৭]কবে মোরে বীজন দেওব (ঙ, ঝ) [৮]হিম (গ, ঘ), শব্দটি নাই (ঙ, ঝ)

[৯-৯]মিটব দুহুঁ (ঙ, ঝ)

[১০-১০]'এমন হইবে দিন, না হেরোঁ কিছুই চিহ্ন,
রাধাকৃষ্ণ নাম হবে মনে।' (গ)
—'কহে নরোত্তম দাস, পদপঙ্কজ আশ,
শ্রবণ মাধুরী রসপানে।' (ঘ)
—'নরোত্তম দাস আশ পদ পঙ্কজ সেবন মাধুরী পানে।' (ঙ, ঝ)

[১১-১১]'নরোত্তম দাস আশ, দুহু পদপঙ্কজ,
সেবন মাধুরী রস পানে।' (গ)
—'এমন হইব দিন কিছুই না দেখি চিন
রাধাকৃষ্ণ নাম রহু মনে।' (ঘ)
—"হোয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কিছু চিহ্ন,
দুহুঁ জন হেরব নয়ানে ॥' (ঙ, ঝ)

৪৮

কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে গাইয়া যাইবে রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে ॥
হরি হরি মনোরথ ফলিব আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি কৌতুকে হেরব অতি
অঙ্গ ভরি পুলক অঙ্কুরে ॥
চৌদিগে সখীর মধ্যে রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরণি লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আঁচরিব
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥
মৃগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপব
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ সুধাকর।
নীল পটাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়ায়ব
মাজব[১] আপন চিকুরে ॥
[২]কুসুমক নব দলে[২] শেজ বিছায়ব
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি মৃদু মৃদু বীজব
ছরমিত দুহুঁক শরীরে ॥
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে তাম্বুল সুরসে[৩]
ভুঞ্জব[৪] অধিক যতনে ॥

[১]মুছব (ঝ) [২-২]কুসুম কমল দলে (ঝ) [৩]সুবাসে (ঝ) [৪]ভোখব (ঝ)

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয় নর্ম সখীগণ
নরোত্তম মাগে এই দান ॥
—তরু

৪৯

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য[১] চিন্তামণি ধাম
রতন মন্দির মনোহর।
সুগন্ধি[২] কালিন্দী জলে[৩] রাজহংস কেলি করে
কনক কমল উৎপল[৪] ॥
তার মধ্যে রম্যস্থানে[৫] [৬]বসিয়াছে দুইজনে[৬]
[৭]শ্যামগোরী[৭] সুন্দরী রাধিকা।*
তার মধ্যে অষ্ট শ্রেষ্ট[৮] অষ্ট দলে[৯] বেষ্টিত
অষ্ট সখী[১০] প্রধান নায়িকা ॥
সেরূপ[১১] লাবণ্য রাশি অমিয়া পড়িছে খসি
[১২]সহাস মধুর[১২] সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যানন্দ রসময়[১৩]
[১৪]অনুগত রাখিহ চরণে[১৪] ॥
—সা.প. ১৩৫৯

[১]কোটি (ত) [২]আনন্দে (ত) [৩]নীরে (ঝ) [৪]উপরে (ত) শতদল (হ, ঝ)
[৫]রত্নাসন (ত), রত্নাসনে (ঝ) [৬-৬]বসিলেন দুইজন (ত)
[৭-৭]শ্যাম সঙ্গে (ঝ)
*'তার মধ্যে রম্যস্থানে ···রাধিকা' চরণ দুইটি পদকল্পতরু ও সুন্দরানন্দ সংস্করণে 'তার মধ্যে অষ্ট শ্রেষ্ঠ···নায়িকা' ইত্যাদির পরে আছে।
[৮]হেমপীঠ (ত, ঝ) [৯]অষ্টদিগে (জ, ঝ) [১০]অষ্ট দলে (ঝ)
[১১]ওরূপ (ত, ঝ) [১২-১২]হাস পরিহাস (ত) [১৩]সুখময় (ত)
[১৪-১৪]সদাই স্ফুরুক মোর মনে (ত, ঝ)

৫০

[১]কবে কৃষ্ণধন[১] পাব হিয়ার মাঝারে থোব
যুড়াইব এ পাঁচ[২] পরাণ[৩] ।*
সাজাইয়া দিব হিয়া [৪]বৈস.ইব প্রাণ প্রিয়া[৪]
নিরখিব সুচান্দ[৫] বয়ান ॥**
সজনি[৬] কবে মোর [৭]হবে শুভদিন[৭] ।
[৮]সো প্রাণনাথের[৮] সঙ্গে কবে বা[৯] ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনা পুলিন ॥
ললিতা বিশাখা লঞা তাহারে ভেটিব যাঞা
সাজাইঞা নানা উপহার ।
[১০]এমন হইব[১০] বিধি মিলায়ব গুণনিধি
হেন দশা[১১] হইব আমার ॥
দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিলে প্রেমের হাট
লেশমাত্র না রাখিল তারে ।
কহে নরোত্তম দাস কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি গেলা ব্রজেন্দ্র কুমারে ॥***
—ক.বি. ৪১৩২

[১-১]কোথা গেলে কৃষ্ণ (খ, ছ) ; কোথা কৃষ্ণধন (ঘ, জ, ঝ) [২]পাপ (জ)
[৩]পরাণে (খ)
* যুড়াইব…পরাণ' স্থানে কীর্ত্তনানন্দে আছে 'নিরখিব সে চান্দ বদন ।'
[৪-৪]তাহাতে বসাব প্রিয়া (ঘ) ; বসাইয়া প্রাণ প্রিয়া (ঝ) [৫]সে চাঁদ (ঝ)
**'নিরখিব · বয়ান' স্থানে কীর্ত্তনানন্দে 'জুড়াইবে এ পাঁচ পরাণ ।'
[৬]প্রাণের হরি হরি (খ, ছ, জ) ; হরি হরি (ঘ) হে সজনি (ঝ)
[৭-৭]হইব সুদিনে (খ) ; হইবে সুদিন (ঘ, ঝ) [৮-৮]পরাণ নাথের (ঘ),
সে প্রাণ নাথের (ঝ) [৯]কৌতুকে (ঘ) [১০-১০]সদয় হইয়া (ঝ) [১১]ভাগ্য (ঝ)
***'সো প্রাণনাথের…ব্রজেন্দ্রকুমারে' স্থানে 'খ' পুথিতে আছে—
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুকোমল কমল চরণে ।।
বৃষভানু সুতা লঞা, তাহারে মিলাব যাঞা,
সাজাইব নানা উপহারে ।
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
লেশমাত্র না রাখিল তারে ॥

৫১

[১]এইবার হইলে দেখা[১] রাঙ্গা[২] চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুঞা যুড়াব পরাণি ॥*
তোমা[৩] না দেখিঞা শ্যাম[৪] মনে বড় তাপ।
আনলে [৫]পশিএ কিম্বা[৫] [৬]জলে দিয়ে[৬] ঝাঁপ ॥

মোরে কৈল দীনহীন, তারে কৈল উদাসীন,
বল দেখি কিবা হবে মোর।
কহে নরোত্তম দাস, আর কি জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র-কিশোর ॥' (থ)

***'এমন হইব···ব্রজেন্দ্র কুমারে' স্থানে ঘ, ছ, জ পুথিতে আছে—
'এমন বিধির নাট, ভাঙ্গিলে প্রেমের হাট,
লেশমাত্র না রখিল তার ॥
মোরে কৈলে দীনহীন, তারে কৈলে উদাসীন,
বল সখী কি হবে উপায়।
শুখাইল সুখসিন্ধু, না রাখিল একবিন্দু,
শয়নে স্বপনে মন ধায় ॥
ছটফট করে হিয়া, নিবারিব কিবা দিয়া,
বল সখি কি হবে আমার।
নরোত্তম দাসে কহে, সদাই পরাণ দহে,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র কুমার ॥' (ঘ, ছ, জ)

দ্রঃ—পদটি রাধাবিরহের হইবে বলিয়া ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তৎসম্পাদিত প্রার্থনা গ্রন্থে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কিন্তু পাঠান্তর সহ পাঠ করিলে ('ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুকোমল কমল চরণে। বৃষভানুসুতা লঞা, তাহারে মিলাব যাঞা, সাজাইব নানা উপহারে'—সা.প. ১৩৫৯)। ইহাতে পদকর্তার সেবাভিলাষই ব্যক্ত দেখা যায়। আমরা ৩৭টি প্রার্থনার পুথিতে পদটি পাইয়াছি। এখানেও প্রার্থনা পদরূপে ইহা গৃহীত হইল।

[১-১]এবার পাইলে (গ, ঘ, ঝ) [২]লাগি (ঘ), দেখা (ঝ)

*'এইবার···পরাণি' চরণ দুইটি পদামৃতসমুদ্র ও কীর্তনানন্দে ও সুন্দরানন্দ সংস্করণে—'তোমা না দেখিয়া · ঝাঁপ' চরণের পরে আছে।

[৩]তাঁরে (ঝ) [৪]মোর (ঝ) [৫-৫]পশিব কিবা (গ, ঝ), পশিমু কি (ঘ)

[৬-৬]যমুনায় দিব (গ, ঘ)

মুখের মুছাইব ঘাম খাওাইব পান গুয়া ।
শ্রমেতে[১] বাতাস দিব [২]চন্দন আর[২] চুয়া ॥*
বৃন্দাবনের[৩] ফুলের গাঁথিয়া দিব হার ।
বিনাইঞা[৪] বান্ধিব চূড়া কুন্তলের[৫] ভার ॥
কপালে তিলক[৬] দিব চন্দনের[৭] চাঁদ ।
নরোত্তম দাস কহে পিরিতের ফাঁদ ॥

—ক.বি. ৪১৩২

৫২

[৮]প্রাণের হরি হরি[৮] এইবার করহ করুণা ।
যুগল চরণ দেখি সফল হইব[৯] আঁখি
এই মোর[১০] মনের বাসনা[১১] ॥
নিজ পদ সেবা দিবে[১২] নাহি মোরে উপেখিবে[১৩]
দুহুঁ[১৪] পহু করুণা সাগর ।
দুহুঁ বিনু নাহি জানু এই [১৫]দড় মনে[১৫] মানু
মুঞি অতি[১৬] পতিত পামর ॥
[১৭]দুহুঁ প্রভু কৃপাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
নিবেদন করহ চরণে ।
এইবার পুরাহ আশ দুঃখ মোর যাউ নাশ
দেখো যেন জীবনে মরণে[১৭] ॥

[১]ঘামেতে (ঝ) [২-২]এ চন্দন (গ), চন্দনাদি (ঝ)

*'মুখের···চুয়া' চরণ দুইটি কীর্তনানন্দে 'বৃন্দাবনের···ভার' ইত্যাদির পরে আছে ।

[৩]মালতী (গ) [৪]বনাইয়া (গ, ঘ) [৫]কুন্তল (গ, ঘ) [৬]চন্দন (গ)
[৭]তিলক (গ)

[৮-৮]প্রভু হে (ঙ.ছ) [৯]করিব (ঙ,ঝ) [১০]বড় (ঙ) [১১]কামনা (ঝ)
[১২]দিবা (ঙ.ঝ) [১৩]উপেখিবা (ঙ. ঝ) [১৪]তুহুঁ (ঙ) [১৫-১৫]বড় ভাগ্য (ঙ, ঝ) [১৬]বড় (ঙ, ঝ)

[১৭-১৭]'ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয় সখী সঙ্গে হর্ষ মনে ।
দুহুঁ দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে' । (ঙ, ঝ)

পাব রাধাকৃষ্ণ কৃপা[১] ঘুচিব[২] মনের বেথা[৩]
দূরে যাবে এসব বিকলে[৪]।
নরোত্তম দাসে কয় এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়
[৫]তবে মুক্তি হইব সফলে[৫]।
—ক.বি. ৪১৩২

৫৩

হেদেরে পামর মন [৬]করো এই নিবেদন[৬]
সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈআ।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
নিতাই চৈতন্য গুণ গায়্যা ॥*
মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেই ফেলাইআ।
মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
[৭]ফিরে মাত্র[৭] লোক দেখাইআ ॥**
নরোত্তম দাস বলে পড়িনু অসত ভোলে
মোর হবে কেমন উপায়।
[৮]গুরুতে নহিল রতি[৮] বৈষ্ণবে না হৈল মতি[৯]
মোর জন্ম হইল বৃথায় ॥
—সা. প. ১৩৫৭

[১]পা (ভ, ঋ) [২]ঘুচিবে (ভ, ঋ) [৩]ঘা (ভ, ঋ) [৪]বিকল (ভ, ঋ)
[৫-৫]দেহ প্রাণ সকল সফল (ভ, ঋ) [৬-৬]করো···নিবেদন' অংশটি নাই (ক্র)
*অতিরিক্ত—
'লক্ষ চৌরাশি জন্ম, ভ্রমণ করিয়া ভ্রম,
ভুল্যাছে দুর্লভ জন্ম পায়্যা।
মহান্তের দায় লিয়া, ভক্তিপথে না চিনিয়া
বৃথায় জন্ম গেল বৈয়া ॥' (ক্র)
[৭-৭]ফিরি মুক্তি (ক্র)
**অতিরিক্ত—
'চন্দন তরুর পাশে, যত বৃক্ষলতা বৈসে,
মন মোহে বাতাস লাগিয়া।
মাধবী মালতী সার, তার মধ্যে মুক্তি ছার,
বড়ই কুটিল মোর হিয়া ॥' (ক্র)
[৮-৮]গুরুপদে নাহি মতি (ক্র) [৯]রতি (ক্র)
দ্র :—কোনো মুদ্রিত পুস্তকে পদটি নাই। তেরটি প্রার্থনার পুথিতে মিলিয়াছে বলিয়া পদটিকে প্রার্থনার বলিয়া গৃহীত হইল।

৫৪

পরহ কৌপীন হও উদাসীন

ছাড়হ[১] সংসার মায়া।

শ্রীনন্দনন্দন করহ ভাবন

অবশ্য করিব দয়া ॥

শ্রীগুরুচরণ করহ ভাবন

[২]শ্যামকুণ্ডে বসি[২] থাক।

দিবস রজনী বল ঐ বাণী

রাধে রাধে বল্যা ডাক ॥

জগাই মাধাই তারা দুটি ভাই

বড়ই পাতকী ছিল।

জপি হরিনাম পাইল মহাজ্ঞান

মহাভাগবত হৈল ॥

মোর মোর করি [৩]দিবানিশি ফিরি[৩]

ভুলিয়া রহিনু ধনে।

যখন শমন করিব দমন

জানিবে ত পরিণামে ॥

নরোত্তম দাস বলে গুরুর[৪] চরণে

হরি বিনে ধন নাঞি [৫]এ তিন ভুবনে[৫] ॥

—সা.প. ১৩৫৯

পদাবলী—প্রার্থনাজাতীয়

৫৫

শ্রীগুরুচরণে রতি মতি কর সার।

তবে সে হইবে ভাই ভবসিন্ধু পার ॥

ভজনের ক্রম তবে হবে উদ্দীপন।

দিনে দিনে মতি ফিরে শুদ্ধ হয় মন ॥

[১]তেজহ (ঞ) [২-২]শ্যামকুণ্ড তটে (ঞ) [৩-৩]রাত্রি দিন মরি (ঞ)

[৪]শ্রীগুরু (ঞ) [৫-৫]ত্রিভুবনে (ঞ)

দ্রঃ—মুদ্রিত পুস্তকে নাই। তেরটি প্রার্থনার পুথিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া পদটিকে প্রার্থনার বলিয়া গৃহীত হইল।

দৃঢ় করি সাধু পদ হৃদে কর সার।
মনের অভীষ্ট জান শচীর কুমার॥
নিরবধি তার পদ হৃদয়ে ভাবনা।
ভাবিতে ভাবিতে হবে অবশ্য করুণা॥
নরোত্তম দাস সদা কান্দে রাত্রি দিনে।
শ্রীগুরুপদে রতি নাহি তরিব কেমনে॥

—ক.বি. ২৮৭০

৫৬

না ভজিলাম হরে কৃষ্ণ না ভজিলাম গুরু।
না করিলাম সাধুসঙ্গ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
মিছা কাজে দিন যায় রজনী যায় ঘুমে।
জনম নিষ্ফলে যায় মনের ভরমে॥
বিষম সংসার মায়া মত্ত কারাগার।
ভবসিন্ধু তরিতে উপায় নাহি আর॥
বিধির বন্ধনে কার কত ধার ধারি।
হঞাছি খাঁচার পাখি পালাইতে নারি॥
না ভজিনু তীর্থগুরু সাধু দরশনে।
না শুনিনু ভাগবত এ পাপ শ্রবণে॥
নয়ানে শ্রবণে তুলি চিত্ত অন্ধ তমে।
না শুনিলাম গোরাগুণ কহে নরোত্তমে॥

—ক.বি. ৪৫১৯

৫৭

সংসার মধুপানে রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে
ভুলিলে গৌরাঙ্গ হেন পতি।
গুরু দিল মন্ত্র কানে সে মন্ত্র জপহ ধ্যানে
তবে সে তো ব্রজে হবে গতি॥
মন হইল গজমত্তা নাহি শুনে কৃষ্ণ কথা
পাপ কথা যেখানে সেখানে।
কর্মসূত্র বন্ধনে দশদিক ধরি টানে
না জানি ডুবায় কোন স্থানে॥

সংসার বেড়াজাল তাহাতে যৌবন কাল
তরঙ্গে তরণী যায় ভেসে।
দিনে দিনে কমে যাও সাধু সঙ্গ নাহি পাও
রবি-সুত-দূতে দেখে বসে॥
নরোত্তম দাসে কয় এই মোর মনে ভয়
কেমনে তরিব ভব নদী।
বৃথা জন্ম গেল হেলে সাধুসঙ্গ নাহি মিলে
অতএব বঞ্চিত মোরে বিধি॥

—ক.বি. ৫৩২২

৫৮

এইবার করুণা কর লোকনাথ গোঁসাই।
দীনহীনের তুমি বিনে আর কেহ নাই॥
তোমার চরণে আমার এই নিবেদন।
সদাকাল থাকে যেন চরণে শরণ॥
কি করিব কোথা যাব করি অনুবাদ।
দীনহীন জানি প্রভু ক্ষেম অপরাধ॥
আমি অতি মূঢ় মতি না জানি ভকতি।
কি গতি হইবে মোর বোল প্রাণপতি॥
নিকটে যাইতে নারি আমি দুরাচার।
কৃপা কর নিজ গুণে মহিমা অপার॥
অপার মহিমা তোমার বুঝিতে না পারি।
কৃপা করি পার কর অনাথের কাণ্ডারী॥
নরোত্তম দাসে বোলে মিনতি আমার।
কৃপা করি কর দয়া করুণা সাগর॥

—ক.বি. ৬২৩৫

৫৯

অধমেরে কর দয়া চৈতনা গোসাঞি।
তোমা বিনা প্রেমদাতা আর কেহ নাঞি॥
সংসারে রহিল আমি যাব কোথা কারে।
দরিদ্র (স্বভাব) মোর কেবা হোঁবে মোরে॥

যদি মোরে রূপের করুণা লেশ হয় ।
ঘোচয়ে দারিদ্র্য দশা সর্বস্বাদী হয় ॥
শ্রীরূপ করুণা সিন্ধু দাতা শিরোমণি ।
যাহা মাগোঁ তাহা পাও অমৃতের খনি ॥
(সে রত্ন কণা) যদি পড়ে মোর (দ্বারে) ।
ভিক্ষা মাগি তবে হাম ফিরোঁ ঘরে ঘরে ॥
ভিক্ষায় পুরিব দেহ পরিপূর্ণ হব ।
চৈতন্য গোসাঞি পদ দেখিবারে পাব ॥
নরোত্তম বলে আমি সংসারের হীন ।
এত দুঃখে এত কষ্টে রব কত দিন ॥

—গ.গ.ম. ৪৭

৬০

ভবসিন্ধু কর পার চৈতন্য গোঁসাই ।
তোমা বিনা ভক্তিদাতা আর কেহ নাই ॥
কেবা জানে রসরঙ্গ কর কার সনে ।
কেন নাহি গেল প্রাণ শ্রীনিবাস সনে ॥
কর্ণামৃত গ্রন্থ আর শ্রীগীতগোবিন্দ ।
আর কার মুখে (শুনিব) রাত্রিদিন ॥
প্রেমের সায়র প্রভু করুণা প্রচুর ।
আর কি হেরব রে আচার্য্য ঠাকুর ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভু যারে সমর্পণ কৈল ।
হেন প্রভু শ্রীনিবাস আগে পলাইল ॥
কেবল ভরসা আছে শ্রীনিবাস নাম ।
শ্রীনিবাস নাম করি যাউক পরাণ ॥
তবে সে পাইব আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
নরোত্তম দাস তবে হইবে সুধন্য ॥

—গ.গ.ম. ৪৭

৬১

অধমেরে দয়া কর আচার্য্য ঠাকুর ।
যে আনিলা প্রেমধন করুণা প্রচুর ॥

করুণার সিন্ধু মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
চরণের সুধা কিরণ বচন মধুর॥
কে আছে রসিক জন রব কার সনে।
কেন নাই গেল প্রাণ শ্রীনিবাস সনে॥
ভক্তি রস গ্রন্থ সব রহিল পড়িয়ে।
রাধাকৃষ্ণ বলি কেবা উঠিব কান্দিয়ে॥
কর্ণামৃত গ্রন্থ আর শ্রীগীতগোবিন্দ।
আর কার মুখেতে শুনিব দিন রাত্র॥
লোকনাথ প্রভু মোরে যারে সঁপি দিলা।
হেন প্রভু শ্রীনিবাস কোথাকারে গেলা॥
না দেখিয়া শ্রীনিবাস বিদরিছে হিয়া।
নরোত্তম দাস কান্দে দূরে ফুকরিয়া॥

—ক.বি. ৪২১০

৬২

হেন যে চৈতন্যের গুণে না কান্দিল মন।
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম গেল অকারণ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিলাম।
আপনার কর্মদোষে আপনি ডুবিলাম॥
সাধুসঙ্গ ছাড়ি কৈলাম অসৎ প্রত্যাশ।
তে কারণে মোর গলে লাগি গেল ফাঁস॥
বিষম বিষয় রসে সদাই ডুবিলাম।
হরিনাম সংকীর্তনে মগন না হইলাম॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম যায়রে বহিয়া॥
নরোত্তম দাস বলে কি হইল কি হইল।
রাধাকৃষ্ণ না ভজিঞা বৃথা জন্ম গেল॥

—ক.বি. ১৬৫৮

৬৩

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
মো সম পতিত নাই ভুবন ভিতরে॥

যদি বল নাম ভেলা দিঞাছি সভারে।
দুর্দ্দৈব তরঙ্গে পড়ি না পাই সাঁতারে ॥
লোভ রূপ কচ্ছপ তাহে বড়ই প্রবল।
... ... ॥
মদন মকর তাহে বড় ভয়ংকর।
ক্রোধ রিপু দাবাগ্নিতে দগ্ধ কলেবর ॥
মদ রিপু বন্ধনেতে বাঁধিঞাছে মোরে।
মাৎসর্য্য ঘুর্ণিপাকে ঘুরাইল মোরে ॥
নরোত্তম দাস বলে মোর কিনা হৈল।
না ভজিঞা গোরাপদ বৃথা দিন গেল ॥

—ক.বি. ২৮৭০

৬৪

মুঞিত পাপিষ্ঠ অতি মতি দুরাচার।
ভালমন্দ নাহি জানি শাস্ত্রের বিচার ॥
অহে মহাপ্রভু মোর কি গতি হইবে।
কেমনে গোবিন্দ ভজে পুরুষার্থ লভিবে ॥
মিছা কাজে গেল কাল আয়ু ভেল ক্ষীণ।
সাধুসঙ্গ না করিলুঁ না গেল কুদিন ॥
নরোত্তম দাসে কয় দন্তে তৃণ করি।
এইবার করুণা কর কমলাক্ষ হরি ॥

—ক.বি. ৪৫৬২, গ.গ.ম. ৪৭

৬৫

শচীসুত গৌরহরি হাসি কন্দে বিহরি
সদা স্ফূর্তি করহ আমারে।
** ** **
পর্বত কন্দর মাঝে রবি মৃগে মত্ত গজে
নিজাজয় করি তার গণে।
ঐছে আমার হৃদয় কামক্রোধ বিলসয়
গৌরসিংহ করয়ে তাড়নে ॥

অনর্পিত পীত ভাল চরিং চিরাৎ চিরকাল
পূর্বে ব্যাপক অবতার।
ইহ কলি যুগ সার করুণার অবতার
নিস্তারিল জগৎ সংসারে ॥
স্বভক্তি শ্রীঅঙ্গ যেই রাধিকার কান্তি সেই
পুরট সুন্দর জিনি তনু।
দ্যুতি কান্তি মনোহর কদম্ব জিনি কলেবর
স্ফুটিক পুলক রম্ভা জনু ॥
অধর্ম করিতে নাশ কৈল ভক্তি পরকাশ
স্থাপন করিল নিজ ধর্ম।
নিজমন শুদ্ধি পীত আপনার মনোনীত
আস্বাদিল আপনার মর্ম ॥
পুরট সুন্দর দ্যুতি দগ্ধ হেম সম কান্তি
করুণা বারিধি মহাশয়।
সে সিন্ধুর এক কণ না হইল পরসন
নরোত্তম ফুকারিয়া কয় ॥

—ক.বি. ৪২১০

৬৬

শ্রীরূপ সাধন বিনে অন্য নাহি জানি।
শ্রীরূপের করুণা হইলে জুড়াবে পরাণি ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ কৃপা কর মোরে।
দয়া করি দেহ মোরে যুগল চরণে ॥
দেহ মোরে নন্দসুত শ্রীরূপ গোসাঞি।
তোমা বিনে পদ দিতে আর কেহ নাঞি ॥
বড় আশে তুয়া পদে লৈঞাছি শরণ।
অধম জনার কর বাঞ্ছিত পুরণ ॥
নরোত্তম দাসে কহে মনেতে ভাবিঞা।
পাঞাছি রূপের পদ না দিব ছাড়িঞা ॥

—ক.বি. ২৮৭০, গ.গ.ম. ৪৭

৬৭

রূপের অনুগা হৈয়া রাধাকৃষ্ণ ভজ যায় ॥
ছাড় অন্য কার্য্য অভিলাষ ॥
লক্ষ চৌরাশি যোনি ভ্রমণ কৈরাছ তুমি
এবার পায়্যাছ ভাল দেহ ।
নহে কর ধর্মাধর্ম নহে যেন পুন জন্ম
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজি লেহ ॥
রাধাকৃষ্ণ কর আশ ছাড় অন্য অভিলাষ
··· ··· কর আগে ।
তবে থাকে পঞ্চ প্রাণ কৃষ্ণ পদে কর দান
গোবিন্দ ভজহ অনুরাগে ॥
তবে যে প্রকট কায় জানি ··· প্রায়
তার মাঝে যতদিন থাক ।
প্রথম যুবক নারী তাহা নিরীক্ষণ করি
সেই রূপ আপনাকে দেখ ॥
ভাবিতে ভাবিতে যবে সেইরূপ হবে তবে
বিধির লিখন হবে বৃথা ।
সর্পের খোলস প্রায় খসিয়া পড়িবে কায়
অলখিতে যাবে নিত্য যথা ॥
তাহা এক সহচরী নিয়া যাবে হাতে ধরি
শ্রীরূপের পদে সমর্পিবে ।
কহে নরোত্তম দাস পূরিবে মনের আশ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে তবে ॥

—প.প.ম. ৪৭

৬৮

দয়া কর ললিতা গো শ্রীরূপমঞ্জরী ।
তোমার কৃপাতে পায় কিশোর কিশোরী ॥
তোমার দয়া হলে পায় নন্দের কুমার ।
ধর্ম বিধর্ম বেদ মর্ম নাহি কুপাচার ॥
(ধর্ম অধর্ম) দুই আমি কিছুই না জানি ।
ব্রজে উজ্জ্বল প্রেম করি টানাটানি ॥

নিত্য সঙ্গ দেহ মোরে কর অনুচরী।
এইবার করুণা কর শ্রীরূপমঞ্জরী॥
নব সখিগণ মোর বিনয় বচন।
কৃপা করি দেহ মোরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রিয় সখী ললিতা বিশাখা সুন্দরী।
করুণা করিয়া দেখাও চরণ মাধুরী॥
সুচিত্রা চম্পকলতা রঙ্গ সুদেবিকা।
মানুষ শরীরে পায় তোমা সবার দেখা॥
তোমা সবার করুণা আর হবে কতদিনে।
কবে রাধাকৃষ্ণ চন্দ্র দেখিব নয়নে॥
কবে অনুগত হবো সখি সঙ্গে স্থিতি।
আনন্দ মনে কবে হব স্বরূপ আকৃতি॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী সঙ্গে বিলাসমঞ্জরী॥
গিরি গোবর্ধন আর রাধাকুণ্ড তীর।
প্রেম সুধাপানে সবে হৈলা অস্থির॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোসাঞি।
পতিত পাবন প্রভু তোমা বিনে নাই॥
প্রাণের স্বরূপ মোর রামানন্দ রায়।
দাস রঘুনাথ রাধাকুণ্ডের সহায়॥
বিষয় বাসনা মোর নাহি গেল কভু।
নিত্য বাস ব্রজে দিয়া কৃপা কর প্রভু॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

—ক.বি. ২৮৭০

৬৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিদিত অবনীমাঝ
গোসাঞি পদবী মনোহর।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থ যার কৃত
সেই প্রভু প্রেম কলেবর॥

আরে মোর কবিরাজ গোসাঞ্রি।
জগতের শিক্ষাগুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
তোমা বিনে আর কেহ নাঞ্রি ॥
কিবা সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বেদান্ত মহাবল
মীমাংসক ষড়্‌শাস্ত্র গণে।
গীতা সংহিতা যত পঞ্চরাত্র ভাগবত
যাতে কহে তত্ত্ব নিরূপণে ॥
এ সবার চরণ (প্রান্ত) গোসাঞ্রির পড়িল গ্রন্থ
ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠ ··· আগে।
নারায়ণ নিরাকার পৃথক পৃথক বিচার
স্বয়ংরূপ হৃদয়েতে জাগে ॥
কায়মনে কর ব্রত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
কর সভে স্মরণ পঠন।
ঘুচিবে মনের দুঃখ পাইবে পরম সুখ
নরোত্তম দাসের নিবেদন ॥
—ক.বি. ৫৭৯৬, কল্পতরুলতিকা, মনোহর দাসের পুথিতে উদ্ধৃত

৭০

বৈষ্ণব গোঁসাঞ্রি সভে দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে ॥
শ্রীগুরুচরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পাদপদ্ম রেণু দিয়া মোরে কর ধন্য ॥
তোমা সভার করুণা বিনে প্রাপ্তি কভু নয়।
বিশেষ অযোগ্য মুঞ্রি কহিলুঁ নিশ্চয় ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি করুণা সাগর।
এই ত ভরসা মুঞ্রি ধরিয়ে অন্তর ॥
গুণলেশ নাহি অপরাধের নাহি সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা ॥
নাম সঙ্কীর্তনে রুচি আর প্রেমধন।
নরোত্তম দাসে দেহ হইয়া করুণ ॥
—পদরত্নাকর পুথি

৭১

সকলের সার হয়ে বৈষ্ণব গোঁসাই।
ভবনিধি তরাইতে আর কেহ নাই॥
যাহারে করেন কৃপা বৈষ্ণব গোঁসাই।
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পায়ে ইথে অন্য নাই॥
এমন বৈষ্ণব পদ যেই নাহি ভজে।
জপতপ কৈলে সেহো নরকেতে মজে॥
এমন বৈষ্ণব সদা কৃপা কর মোরে।
নরোত্তম কহে মোরে তার' ভবঘোরে॥

—সা.প. ৪৬৫

৭২

বৈষ্ণব গোসাঞি বিনে আর কেহ নাই।
চৌদ্দ ভুবনের সার বৈষ্ণব গোঁসাঞি॥
তাহা বিনে কে তরিবে এ পতিত জনে।
পতিতেরে কর দয়া হইয়ে করুণে॥
আমি তো পামর মতি অতি দুরাচার।
মো অধমে দয়া যদি কর একবার॥
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে প্রাণ গেল।
হাহা প্রভু দয়া (ময়) কি গতি হইল॥
কেনে মহাপ্রভু মোরে হৈল নৈরাশ।
উচ্চস্বরে কান্দে সদা নরোত্তম দাস॥

—ক.বি. ২৮৭০, গ.গ.ম. ৪৭

৭৩

ঈশ্বর মানুষ হয়্যা বিহরে রতন লয়্যা
পুরুষ প্রকৃতি দুই রূপ।
সকল রসের সার রসরাজ শৃঙ্গার
শ্রীরাধা রসের স্বরূপ॥

হেন রস আস্বাদিতে বিধাতা বাদিত তাথে
মায়াতে মোহিত মোর মন।
হইয়া কামের বশ পাতিয়া সংসার ফাঁস
না ভজিল সে নীলরতন॥
সত্ত্ব রজ তম তিনে সদাই অন্তরে টানে
শুদ্ধ সেবনে না হৈল প্রকাশ।
এমন মায়িকের ধর্ম (মায়িকে না বুঝে মর্ম)
যাতে হৈতে হয় সর্বনাশ॥
কি কহিব হায় হায় বৃথা কাল বয়্যা যায়
কি ঘটিল করমের দোষে।
দশনে করিয়া খড় রসিক চরণে পড়
নরোত্তমের এই অভিলাষে॥
—গ.গ.ম. ৪৮, ক.বি. ৪৮৪৬

৭৪

দোহঁ কুঞ্জভবনে।
রাধা বিলসই শ্যামবন্ধুর সনে॥
বৃন্দার বাঞ্ছিত স্থান রত্ন সিংহাসনে।
রাই কানু দোঁহ তনু আনন্দ মগনে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণে।
তার আজ্ঞায় সেবা চামর ব্যজনে॥
ধিক ধিক রহু (মোর) এ ছার জীবনে।
এমন হইব দশা দেখিব নয়ানে॥
নরোত্তম দাস সদা কান্দে রাত্রিদিনে।
কৃপা করি কর দয়া মঞ্জরীর গণে॥
—ক. বি. ২৮৭০

৭৫

সেই সব কুঞ্জবনে গড়াগড়ি দিয়া।
আনন্দে মগন হব পুলকিত হঞা॥
কুঞ্জেতে বৈষ্ণব সব প্রেমাবিষ্ট হঞা।
গাইব শ্রীকৃষ্ণলীলা মগন হইয়া॥

নাচিব সে ঘুরি ফিরি ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
দেখিয়া শীতল হব এ তাপিত হিয়া ॥
আর যত পক্ষিগণ বৃক্ষ ডালে বসি ।
গাইবে মধুর স্বরে প্রেমানন্দে ভাসি ॥
এমন কি হইবে দশা দেখিব সে সব ।
দেখি নরোত্তম হৃদের ব্যথা যাবে সব ॥

—ক.বি. ২৮৭০

৭৬

যমুনা দেখিয়া মনে আনন্দ বাড়িবে ।
তাহাতে করিয়া স্নান হিয়া জুড়াইবে ॥
মাধুকরী মাঙ্গি খাবো যমুনার নীর ।
খাইয়া তাপিত হিয়া হইবে সুস্থির ।
লীলাস্থান দেখিয়া আনন্দ হবে মন ।
প্রেমেতে মগন হইয়া করিব রোদন ॥
উচ্চৈস্বরে ডাকিব হা রাধাকৃষ্ণ বাণী ।
প্রেমে গদগদ সদা লোটাই ধরণী ॥
রাধাকৃষ্ণ পদ সেবা মনে এই আশ ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

—ক.বি. ২৮৭০

৭৭

হরি হরি কবে হব জনম সফল ।
রাধাকৃষ্ণ মুখ হেরি বদনে তাম্বুল পুরি
জোগাইয়া হইব বিহ্বল ॥
সুবাসিত জল করি রতন ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূর বাসিত গুয়াপান ।
এ সব সাজিয়া ডালা লবঙ্গ মালতীর মালা
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপান ॥

আমারে ইঙ্গিত হবে এ সব জানিব তবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
এই সব সেবা আদি করি যদি নিরবধি
তবে ধন্য নরোত্তম দাসে ॥
—ক.বি. ৪৫১৯

৭৮

হরি হরি কি শেল মরমে রহিল।
মায়াতে ভুলিয়া রৈনু তোমা পাসরিল ॥
এখনে কি গতি হবে কহ সে উপায়।
আমারে তরাও প্রভু শুন দয়াময় ॥
অধম বলিয়া যদি তুমি না তরাবে।
পতিত পাবন নাম কে তবে বলিবে ॥
এত জানি দয়া কর করুণা সাগর।
কাতর হইয়া বলি মো অতি পামর ॥
জগতে ঘোষয়ে প্রভু মহিমা তোমার।
কৃপা করি নরোত্তমে করহ উদ্ধার ॥
— ক. বি. ২৮৭০

৭৯

অরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি তার মুখে দুগ্ধ পুরি
ঐছে দেখ সকলি বিটাল ॥
ভক্তের ভেক ধরে সাধুপথ নিন্দা করে
গুরুদ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরুপদে যার মতি খাট করায় তার রতি
অপরাধী নহে গুরুনিষ্ঠ ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ তাহা দোষে অবিরত
করে দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে কূপজল যেন বন্দে
সেই পাপী অধম সভার ॥

যার মন নিরমল তারে করে টলমল
অবিশ্বাসী ভক্ত পাষণ্ড ।
হেতু সে খলের সঙ্গ মৃদু মতি করে অঙ্গ
তার মুণ্ডে পড়ু যমদণ্ড ॥
কালক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায় ।
নরোত্তম দাস কহে এ জনার ভাল নহে
এরূপে বঞ্চিল বিধি তায় ।।

—পদকল্পতরু ৩০৩৯

৮০

হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো ।
এইরূপে ব্রজের পথে চলব গো ।। ধ্রু ॥
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হব গো গোপিকার নূপুর
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো ।
বিপিনে বিনোদখেলা সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁদের চরণের ধুলা মাখব গো ।।
রাধাকৃষ্ণের রূপ মাধুরী হেরব দুনয়ন ভরি
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রইব গো ।
ব্রজবাসী ! তোমরা সবে এই অভিলাষ পুরাও এবে
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনব গো ॥
এই দেহ অন্তিম কালে রাখব শ্রীযমুনার জলে
জয় রাধা গোবিন্দ বলে ভাসব গো ।
কহে নরোত্তম দাস না পূরিল অভিলাষ
আর কবে ব্রজবাস করব গো ।।

—রাধাকৃষ্ণ কাবাসীর 'বৃহৎ ভক্তিতত্ত্বসারে' উদ্ধৃত নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা পদের ৫৫ নং পদ পৃ. ২১৭—১৮)

৮১

ক কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার ।
খ খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল ॥

গ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্তনে।
ঘ ঘরে ঘরে হরি নাম দেন সর্বজনে॥
ঙ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ চেতন করান জীবে কৃষ্ণ নাম দিয়া॥
ছ ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ জগৎ পবিত্র কৈল্প গৌর কলেবরে॥
ঝ ঝলমল মুখ যেন পূর্ণ শশধর।
ঞ এমত ত দেখি নাই দয়ার সাগর॥
ট টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল।
ঠ ঠমকে ঠমকে চলে বলে হরিবোল॥
ড ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে।
ঢ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধর ক্রোড়ে॥
ণ আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত তান মান গান রসে মজাইয়া মনে॥
থ থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল॥
ধ ধোয়াইয়া পুরব পিরিতি পরসঙ্গ।
ন না জানি কাহার ভাবে হইল ত্রিভঙ্গ॥
প প্রেমরসে ভাসাইয়া অখিল সংসার।
ফ ফুটল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধার॥
ব ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ।
ভ ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্র লোচন॥
ম মত্ত মাতঙ্গ গতি মধুর মৃদু হাস।
য যশোমতী মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ॥
র রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল লীলা লাবণ্য যার অতি অনুপম॥
ব বসুদেব সুত সেই শ্রীনন্দ নন্দন।
শ শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন॥
ষ ষড়্ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স সাবধান প্রাণনাথ গোরা রসময়॥

হ হরি হরি বল ভাই করি মহাযজ্ঞ।
ক্ষ ক্ষিতি তলে জন্মি কেহ না হৈয়্য অবিজ্ঞ ॥
এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ ॥
—তরঙ্গিনী পৃ ৩৬৩

৮২

নামসংকীর্তন*

জয় জয় গুরু [১]গোসাঞিের শ্রীচরণ সার[১]।
যাহা হৈতে হব পার এ ভব সংসার ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পায়ে মজাইয়া মন ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞিের করি[২] চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
জয় রস নাগরী জয় নন্দ লাল।
জয় জয় [৩]মোহন মদন গোপাল[৩]।
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাহার করুণা বলে গোরা গুণ গাই ॥
জয় জয় শ্রীনিবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর ॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের [৪]স্বরূপ ॥

*দ্রঃ গৌরপদতরঙ্গিনীতে পদটি তিনটি স্তবকে আছে (৩৪০-৪২)। তরঙ্গিনীর পাঠান্তর এখানে দেওয়া হইল।—

[১-১]গোসাঞি চরণ কর সার [২]করুম [৩-৩]মদনমোহন শ্রীগোপাল
[৪]প্রেমের

জয় গৌরভক্তবৃন্দ দয়া কর মোরে।
সভার চরণ রেণু[১] ধরি নিজ শিরে ॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে দয়া করি কর আত্মসাথ ॥
জয় [২]সাক্ষীগোপাল দেব[২] ভকতবৎসল।
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল ॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞির লাগি যার নাম খির-চোর* ॥
জয় জয় মদন গোপাল বংশীধারী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ঠাম চরণ মাধুরী ॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্তি মনোহর।
কোটিচন্দ্র জিনি যার বদন[৩] সুন্দর ॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল-শ্যামল-অঙ্গ পীন বক্ষঃস্থল ॥
জয় জয় মথুরা মণ্ডল কৃষ্ণধাম।
জয় জয় গোকুল গোলোক আখ্যান ॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণ লীলাস্থান।
শ্রীবন লোহ ভদ্র ভাণ্ডীর বন নাম ॥
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজবাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি ॥
জয় জয় তালবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ কাম্য বনে কৃষ্ণ লীলা ॥
জয় জয় মধুবন মধু পান স্থান।
যাহা মধুপানে মত্ত হৈল বলরাম ॥
জয় জয় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
দেবের অগোচর স্থান কন্দর্প মোহন ॥

[১]ধুলি [২-২]জয় গোপাল দেব [৩]বরণ

*অতঃপর—'শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস ॥'
প্রথম স্তবক এখানে শেষ।

জয় জয় ললিতা কুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্ধন।
জয় জয় দান ঘাট লীলা সর্বোত্তম ॥
জয় জয় নন্দ ঘাট জয় অক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট ॥
জয় জয় কেশিঘাট পরম মোহন।
জয় বংশীবট রাধাকৃষ্ণ মনোরম ॥
জয় জয় রাসঘাট পরম নির্জন।
যাহাঁ রাসলীলা কৈলা রোহিনী নন্দন ॥
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন সরোবর ॥
জয় জয় যাবট ঘাট অভিমন্যালয়।
সখীসঙ্গে রাই যাহাঁ সদা বিরাজয় ॥
জয় জয় বৃষভানপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় সংকেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান[১] ॥
জয় জয় ব্রজপুর[২] শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপীমাঝ ॥
জয় জয় রোহিণী নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥
জয় জয় রাধা সখী ললিতা সুন্দরী।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রূপের মাধুরী ॥
জয় জয় বিশাখিকা[৩] চম্পক লতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা[৪] ॥
জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গমঞ্জরী।
ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী ॥

[১]অতঃপর—
'শ্রীগুরু···নরোত্তম দাস' ইত্যাদি
কলি দিয়া দ্বিতীয় স্তবক শেষ।

[২]ব্রজবাসী [৩]শ্রীবিশাখা [৪]ইন্দুরেখা

জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করান মায়া[১] আচ্ছাদিয়া ॥
জয় জয় বৃন্দাদেবী কৃষ্ণ প্রিয়তমা।
জয় জয় বীরা সখী সর্ব মনোরমা ॥
জয় জয় রত্ন মণ্ডল রত্ন সিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ ॥
শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করহ ভাবনা ॥
ছাড়ি অন্য কর্ম [২]অসত সঙ্গ[২] আলাপনে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণচন্দ্রে করহ ভজনে[৩] ॥
এই সব লীলাস্থানে যে করে স্মরণ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

—পদকল্পতরু ২৯৫৮

পদাবলী—রাধাকৃষ্ণলীলা

৮৩

বনে চলে রামকানু উড়য়ে গোক্ষুর রেণু
হাম্বারবে শিঙ্গা বিষাণ বাজে।
বলরাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম
ব্রজ বালক সব বলে।
উঠিল গগনে ধ্বনি এই মাত্রে সবে শুনি
আনন্দময় গোকুলে ॥
রামের সুন্দর তনু সব দেব চন্দ্র জনু
নীলবাস কটিতে আটনি।
অভিনব নীলমণি কানুর চরণ জিনি
পীতবাস শরীরে আটনি ॥

[১]ঝিনি [২-২]অসৎ [৩]ভাবনে

দুই ভাই চলি যায় দেবলোক রূপ চায়
মণিময় আভরণ অঙ্গে।
সৌরভে আকুল হয়ে মধুকর চলে ধেয়ে
গলার মালার সঙ্গে সঙ্গে ॥
ত্রিভঙ্গ খেণে রহে ভুবনের মন মোহে
খেনে খেনে মন্দ গতি যায়।
চরণে নূপুর বাজে ... ...
নরোত্তমের হৃদয় জুড়ায় ॥
—ক. বি. ২৮৭০

৮৪

এক ব্রজ নারী কাখে কুম্ভ করি
দেখিনু যমুনা যাত্যে।
তার রূপ সীমা কি দিব উপমা
বিজুরী পড়িছে পথে।
মাঝা অতি ক্ষীণ ঈষত হিলন
নূপুর শোভিছে পায়।
আমা পানে চায়্যা ঈষত হাসিয়া
পড়িল সখীর গায় ॥
সেই হৈতে মন নহে সম্বরণ
কি জানি কি কৈল মোরে।
ভুরু-কাম-ধনু দিয়া প্রেমগুণ
বিন্ধিল নয়ন-শরে ॥
যাহ যাহ দূতি যথা রসবতী
বিলম্ব না সহে তোরে।
শুনল সুন্দরি নবীন কিশোরী
আনিয়া মিলাহ মোরে ॥
আমার বচনে ধরিবা চরণে
লইয়া আমার নাম।
কহিতে কহিতে রাই উঠি চিতে
অমনি পড়িল শ্যাম ॥

শ্যামের আরতি নৈয়া গেলা দূতী
বসিলা রঙ্গিনী পাশ।
সে সব বচন করে নিবেদন
কহে নরোত্তম দাস॥

—অ-প-র ৩২৬

৮৫

কালা কলেবর কাম-কুসুম-শর
হানিয়াছে মরম-সন্ধানে।
কিবা মোহনী দিয়া কিরূপে বান্ধল হিয়া
সেই হৈতে আন না লয় মনে॥
কিবা সে চূড়ায় ছাঁদ উপরে উদিত চাঁদ
একই কালে কত চাঁদ সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হিয়া মাঝে॥
ঘরে মোর গুরুজন সদা বলে কুবচন
আর দুখ না যায় সহনে।
দো-কুলে কলঙ্ক হয় আর কত প্রাণে সয়
মরিব এহি সে অনুমানে॥
নরোত্তম দাসের বাণী শুন ভানু-নন্দিনী
তাহে তুমি না ভাবিহ আন।
প্রেমের পসরা নৈয়া কালা কানু ভেট গিয়া
পূরব মনোরথ-কাম॥

—অ-প-র ৩২৭

৮৬

ওহে নাগরবর শুনহে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর মণি জনু চান্দের গাঁথুনি
ভাল শোভে আমার গলায়॥

শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে যখন তুমি যাওহে রঙ্গে
তখন আমি আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা।
মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রইল তুয়া পথ চাঞা॥
যখন তোমায় পড়ে মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
আল্যাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বন্ধুর গুণ গাই
ধুমার ছলায় বসি কান্দি॥
মণি নও মানিক্য নও হিয়ার মাঝারে ধরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
অগোর চন্দন হইতাম শ্যামাঙ্গ লেপিয়া রৈতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামনের চান্দে হাত
বিহি কিয়ে পুরাবে আমায়॥
নরোত্তম দাসে কয় তোমার বিচিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যেদিন তোমার ভাবে আমার এ প্রাণ যাবে
সেই দিন দিহ পদছায়া॥

—বৈ. প. পৃ. ৫৫৫, বৈ. গী.

৮৭

কি ক্ষণে হইল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুঃখ পরাণে তা জানে॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী আগি।
নয়ন মুদিলে বলে কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই॥

কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পিয়াসে॥
—বৈ.প. পৃ ৫৫৫, লহরী, বৈ. গী

৮৮

আজু কেন প্রাণ সখি মন উদাসীন রে।
হরি লাগি প্রাণ মোর কী যে সাল্লাদিন রে॥ ধুয়া
বৃন্দাবনে সখি সনে বিনোদিনী রাই।
আনন্দে বিভোর হই সখি মুখ চাই॥
হেনক্রি সময় ঋতু বসন্ত উদয়।
মদন ভূপতি রঙ্গে চাপনা খেলায়॥
কামধনু সণ্ট রিপু মলয়া হিলনে।
পবন গমন তাহে দ্বিগুণ তাড়নে॥
ভ্রমরা কোকিলা পাখী মউর মউরী।
কুহ কুহ কংকারয়ে মুখে বলে হরি॥
মউরি মউরের মুখ হেরে ফিরি ফিরি।
(পুনঃ পুনঃ) আলিঙ্গন দোহা দোহে করি॥
বৃকভানু সুতা কহে সহচরী মায়।
যাবহ কুঞ্জে আমি যাহাঁ রসরাজ॥
এই দিন কোন বিধি করিল সৃজন।
অলসে অবশ অঙ্গ বিনে নারায়ণ॥
কাহাঁ মেরা নটবর কোন কুঞ্জে বৈঠে।
বিনোদ বংশারি হাতে বিনোদিয়া বেশে॥
ঘেরি ঘেরি মোরে বেড়ি রহ সহচরি।
উড়ু উড়ু প্রাণ করে দেখাও মোরে হরি॥
ললিতা বিশাখা আদি আর চম্পকলতা।
কুঞ্জবনে কানু সনে মিলায় রাজসুতা॥
নটবর মুখ হেরি কমলিনী কয়।
নবীন নীরদ রূপ হেরি শ্যামরায়॥
নবীন নেহারি কুঞ্জ নবীন পাতা।
নবীন মালতী পুষ্প নব ফলে গাথা॥

নব নব বৃক্ষ হেরি মুঞ্জরয়ে ভালো।
বিকশিত ফুল ফলে কুঞ্জবন আলো॥
নবীন কোকিলগণ মধুর মধুর স্বরে।
রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গান করে॥
নরোত্তম দাসের আশা পুরাও মুরারি।
অন্তকালে হই যেন তব সহচরী॥

—ক.বি. ৫৮৭৭

৮৯

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোহে দোহাঁ পায়ল পরশমণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন তরঙ্গ॥
সহচরিগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥

—পদকল্পতরু ১০২১

৯০

দুহু মুখ হেরইতে[১] দুহু ভেল ভোর
দুহুক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহু অঙ্গ[২] পুলকিত গদগদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু ল: হাস॥*

[১]দরশনে (তরু) [২]তনু (কী, তরু)

* —তরুতে অতিরিক্ত—
অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥

ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণ।
[১]আনন্দে মগন ভেল[১] দেখি দুহু জন ॥*
[২]নিকুঞ্জের মাঝে[২] রাধাকানুর[৩] বিলাস।
দূরহি [৪]দূরে রহু[৪] নরোত্তম দাস ॥

—সমুদ্র পৃ ৩৮৪, কী পত্র ৭৮ক,
তরু ৫৮৪, সংকী ৩৩০

৬১

নাগর-পরম-প্রেম হেরি সুন্দরি
উছলিত নয়নক লোর।
মৃদুতর বচনে প্রবোধই নাহক
যতনহি লেই করু কোর ॥
কি কহব আনন্দ ওর।
রাইক পরশে ভেল তহিঁ চেতন
মীলিত লোচন-জোর ॥ ধ্রু
ধনি-মুখ হেরি তাপ সব মীটল
বাঢ়ল রসক তরঙ্গ।
দুহুঁ দোহাঁ বদন হেরি করু চুম্বন
মাতল মনসিজ রঙ্গ ॥
দোহেঁ দোহাঁ একমন নিবিড় আলিঙ্গন
জনু মণি-কাঞ্চন জোর।
আনন্দ লোচনে দাস নরোত্তম
হেরত যুগলকিশোর ॥

—কী পত্র ১২৯ ক

[১-১]আনন্দিত ভেল সভে (কী)
* —কীর্তনানন্দে অতিরিক্ত—
সারি সুক দুহু রূপ সখিকে শুনায়।
শুনিঞা হাসি সখিগণ উলসিত গায় ॥
[২-২]নিকুঞ্জ মন্দিরে (কী) [৩]দুহু কেলি (কী, তরু)
[৪-৪]নেহারত (তরু)

৯২

শুন শুন গুণবতী রসময়ি রাধা।
কৈছে তেজলি গৃহ বহুবিধ বাধা॥
গগনে সঘনে ঘন গরজন জারি।
কুলিশ পতন ভেল মরম বিদরি॥
দশ দিশ দামিনী দহন তরঙ্গ।
ন চলহি কোই উঠ কাঁপই অঙ্গ॥
তিমির ছাপই রহু কতহু ভুজঙ্গ।
কৈছে বাঢ়াওলি পদ আওলি কুঞ্জ॥
পঙ্কহি বাট ভেল কণ্টক মেলি।
কোমল চরণ বহি আয়লি চলি॥
কত দুখ পায়লি নাহি পরিমাণ।
নরোত্তম দাসে কহে সব সুখ জান॥

—বৈ.গী. ৬৬৩ নং পদ, পৃ ২৯৫

৯৩

মধুর বৃন্দাবনে প্রেমে উলসিত।
তরু সব প্রফুল্লিত পুষ্প বিকশিত॥
ভ্রমরা ভ্রমরী প্রেমে উচ্চরোল দী
মধুলোভে মাতিয়া করে তো কল্লোল॥
ময়ূর ময়ূরী কত নাচত রঙ্গে।
কোকিল কুহরে বহি প্রেম তরঙ্গে॥
রতন সিংহাসনে কিশোর কিশোরী।
শুকসারী করে গান আনন্দে বিভোরি॥
... ...
নরোত্তম দাস রহু দূরহি দূরে॥

—ক.বি. ২৮৭০

৯৪

কদম্ব তরুর ডাল [১]ভূমে নামিয়াছে ডাল[১]
[২]ফুটিয়াছে ফুল[২] সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাইকানু বিলসই রঙ্গে।
[৩]কিবা রূপ[৩] লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥ ধ্রু।
[৪]রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়[৪]॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্রকরে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাইকানু[৫] কর জোড়ি[৬] [৭] নৃত্য করে[৭] ফিরি ফিরি
পরশে পুলকে[৮] তনু[৯] ভরে॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা করে[১০] মুখ ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥

[১-১] নামিয়াছে ভূমি ডাল (সমুদ্র),
নামিয়াছে ভূমিতল (কী)
[২-২] ফুল ফুটিয়াছে (সমুদ্র, কী, তরু)
[৩-৩] কিয়ে দুহু (সমুদ্র, তরু)
'কিবারূপ লাবণি' ইত্যাদির কীর্তনানন্দে ধৃত পাঠ :
'নৃত্যাবেশে বৈদগধি, ধনি ধনি সুবদনী, আভরণ বাজে
অঙ্গে অঙ্গে।'
[৪-৪] 'রাইর দক্ষিণ কর···চামর ঢুলায়' ইত্যাদি আরম্ভ দিয়া
কীর্তনানন্দে একটি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে।

[৫]দুহু করে (কী) [৬]ধরি (তরু) [৭-৭]গতিচিত্র (কী)
[৮]পুলক (সমুদ্র, কী, তরু) [৯]অঙ্গ (সমুদ্র, তরু) [১০]রাই (সমুদ্র, তরু)

[১]হাস বিলাস রস- কলা মধুর ভাষ
নরোত্তম মনোরথ তরু।
দুহক বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচনে মোহন লীলা ধরু[১] ॥
—ক্ষণদা ৩০।৭, সমুদ্র পৃ ২২৪-২৫,
কী পত্র ৭৭খ, তরু ১০৭৪

৯৫

রাইএর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয়[২] গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখিগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখি চামর ঢুলায় ॥
দেখ সখি যুগল কিশোর।
কুসুমিত[৩] বৃন্দাবন কল্পতরুর গণ
সুশীতল জোতি উজোর ॥ ধ্রু।
দুহু অঙ্গ চিত্র বেশ কুসুম বিচিত্র[৪] কেশ
সৌরভে ভরল অলিকুল।
রতন[৫] খচিত বেশ[৫] হেম মঞ্জির শিঞ্জিত
নরোত্তম দাস মন পুর।
—কী পত্র ৭৭খ, সংকীর্তনামৃত ৪৮

৯৬

রাই-কানু-পিরিতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন ক্ষণে মুখ চুম্বন
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি ॥

[১-১]'হাস বিলাস রস ··লীলা ধরু' ইত্যাদির স্থলে-সমুদ্র ও-তরু ধৃত পাঠ এইরূপ—
কুসুমিত বৃন্দাবন কল্পতরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম মনোরথ পুর ॥
[২]পহ (সংকী) [৩]সুখময় (সংকী) [৪]রচিত (সংকী) [৫-৫]রচিত (সংকী)

আউলায়্যা চাঁচর কেশ করে বহুবিধ বেশ
সিন্দুর চন্দন দেই ভালে ।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন অঞ্চলে ॥
দাসীগণ-কর হৈতে চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায় ।
দেখি রাই-মুখ-শশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরি নাগর অনিমিখে চায় ॥
ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে ।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি দুহুঁ চুম্বে মুখ শশী
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে ॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে শুতল কুসুম-শেজে
দোহেঁ দোঁহা বান্ধি ভুজপাশে ।
আর যত সখীগণ সভে করে নিরীক্ষণ
দূরে রহ নরোত্তম দাসে ॥

—পদকল্পতরু ৬৫৩

৬৭

কুসুম-আসন হেরি বামে কিশোরী গোরি
বৈঠল কুঞ্জ-কুটীরে ।
চিবুকে দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মুখ নি নিছিয়া লেই শিরে ॥
দেখ সখি অপরূপ ছান্দে ।
প্রেম জলধি মাঝে ডুবল দুহুঁ জন
মনমথ পড়ি গেল ফান্দে ॥
রতন পালঙ্ক পর শেজ বিরাজিত
শুতল যুগল কিশোর ।
সুন্দর মধুর মুখ পঙ্কজ মনোহর
মরকত কাঞ্চন জোর ॥

প্রিয় নর্ম সহচরি বীজন করে ধরি
বীজই মরুত মন্দ।
শ্রমজল সকল কলেবর মীটল
হেরই পরম আনন্দ॥
নরোত্তম দাস আশ পদপঙ্কজ
সেবন-মধুরিম-পানে।
নিজ নিজ কুঞ্জে নিন্দ গেও সখিগণ
প্রিয়জন সেবই বিধানে॥

—পদকল্পতরু ১২৭৫

৭৮

রাসবিলাস মুগধ নটরাজ।
সুখহি সুখ রমণীগণ মাঝ॥
দুহুঁ দুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি।
হেরি সখীগণ আনন্দ ভেলি॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জ মাঝারে দোঁহার কেলি বিলাস।
দূরে রহি নিরখত নরোত্তম দাস॥

—মাধুরী, ৩য়, পৃ ৬৩১

৭৯

কেলি সমাধি উঠল দুহুঁ তীরহি
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন মন্দির মাহা বৈঠল নাগর
করু বন-ভোজন রঙ্গ॥
আনন্দে কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই খীর বহু বনফল
ভুঞ্জই নন্দ কিশোর॥ ধ্রু।

নাগর-শেষ লেই সব রঙ্গিনি
ভোজন করু রসপুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বুল সঙ্গে খাওল
শুতলি নিজ নিজ কুঞ্জে ॥
ললিতানন্দ কুঞ্জ যমুনা তট
শুতল যুগলকিশোর।
দাস নরোত্তম করতহি সেবন
অলস নয়ান হেরি ভোর ॥
—পদকল্পতরু ১২৭৪

১০০

কি কহব দুহুঁ- দুরভান।
না হেরসি দুহুঁ পরিণাম ॥
অবহুঁ চলহ মঝু সাথ।
[1]ওহ করুণা[1] রাধব বাত ॥
শুনি দুহুঁ আনন্দিত ভেল।
নাসা পরশি [2]সঙ্গে চলি[2] গেল ॥
খাড়ি রহল রাই-পাশে।
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাসে ॥
হিয়ে ধরি চুম্বল কান।
পাওল দুহুঁ জিউ-দান ॥
মদন কলহ [3]দুহুঁ ভাষ।
দুরে রহ নরোত্তম দাস ॥
—কী পত্র ১৮৫খ, অ.প.র ৩৩৪

১০১

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু ॥

[1-1]উহল্ক না (অ-প-র) [2-2]চলি (অ-প-র)
[3]কহল (অ-প-র)

ভাঙ্গল মান রোদনহিঁ ভোর।
কানু কমলকরে মোছই লোর॥
মান জনিত দুখ সব দূর গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোঁহার কেলি বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহ নরোত্তম দাস॥

—পদকল্পতরু ৪৬১

১০২

রতি রণ পণ্ডিত নাগর কাণ।
রতি রণে পরাভব করু[1] পাঁচবাণ॥
অলসে[2] সুতি রহ কুসুম শয়ান।
[3]দুহু উরে উরে রহ[3] বয়ানে বয়ান॥
[4]দুহু কর উপরে দুহু শির রাখি[4]।
কনয়া জ্যোতি আধ মরকত কাঁতি॥*
[5]দুহুকর স্বেদ বিন্দু বিন্দু গায়[5]।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায়॥

—সমুদ্র, পৃ. ৪৬৩, কী পত্র ৮৫ খ.

[1]ভেল (কী) [2]আলসে (কী) [3-3]উর পর উর দেই (কী)
[4-4]কোরে অগোরল দুহু ভুজ জাতি (কী)

*কীর্তনানন্দে অতিরিক্ত—
এক শিয়র পর দুহু শির রাখি
আলসে নিচল দুহুকর আঁখি।
অধরে অধর ধরু বিদগধ রাজ
পুন ফিরি মদন সাজল নব সাজ।
[5-5]স্বেদ বিন্দু বিন্দু দুহুক ঝায় (কী)
পদকল্পতরুতে পদটি অন্যভাবে আছে। যেমন,
আলসে শুতল দোহে মদন-শয়ানে
উরে উর দোহে দোহার বয়ানে বয়ানে।

১০৩

সুরত সমাপি রাই ঘন-শ্যাম ।
রসভরে দেখে দুহুঁ দুহুঁক বয়ান ॥
অলসে বিঘূর্ণিত লোচন তার ।
দুহু মুখ দুহু চুম্বই পুনবার ॥
প্রেমভরে আকুল দুহুঁক শরীর ।
নিন্দহ আলসে নহি রহ থীর ॥
উর পর নাগরি শুতায়ল নাহ ।
কো কহ দুহুঁজন-রস-নিরবাহ ॥
রতন-শেজ পর শুতলি রাই ।
শুতল নাগর ধনি-মুখ চাই ॥
পল-এক ঘুমল যুগলকিশোর ।
হেরি নরোত্তম আনন্দে ভোর ॥

—কী পত্র ৮৫ ক

১০৪

নিধুবন-সমরে অবশ দুহুঁ অঙ্গ ।
শুতল দুহুঁ-জন রতন-পালঙ্ক ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখিগণ সঙ্গে ।
নিজ নিজ সেবন করতহি রঙ্গে ॥

দুহুক উপরে দোঁহে দুহু শির রাখি
কনয়া জড়িত যেন মরকত কাঁতি ।
রতিরসে পণ্ডিত নাগর কান
রতিরণে পরাভব ভেল পাঁচবাণ ।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়
নরোত্তম দাস করু চামরের বায় ॥'

—তরু ১০৮৪

প্রেমভরে অলসল লোচন-জোর।
ঘুমল রাই কানু করি কোর॥
দুহুঁ-ভুজ দুহুঁজন কণ্ঠহিঁ নেব।
মনমথ-তূণ শুন ভই গেল॥
সবহুঁ সখীগণ শয়নহি কেল।
হেরি নরোত্তম আনন্দ ভেল॥

—কী পত্র ৮৫ খ

১০৫

কিশলয় শয়নে শুতলি ধনি গোরি।
নাগর-শেখর শুতল ধনি-কোরি॥
চন্দন চরচিত দহুঁজন অঙ্গ।
দুহুঁ গলে ফুলহার লম্বিত জঙ্ঘ॥
বদনে বদন দোঁহার চরণে চরণ।
প্রিয় নর্মসখীগণে করয়ে সেবন॥
পূরল দুহুঁ জন মন-অভিলাষ।
দুহুঁ গান গাওত নরোত্তম দাস॥

—পদকল্পতরু ৩২৪

১০৬

আরে দুহুঁ কুঞ্জ ভবনে।
সৌদামিনী অঙ্গ সঁপিল নবঘনে॥
হেমবরণি রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে জনু মিলল ভ্রমর॥
নব গোরোচনা গোরী শ্যাম ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কাচ বেড়া কাঞ্চন রে কাঞ্চন বেড়া কাচে।
রাই কানু দুহুঁ তনু একই হইয়াছে॥
রাই সে প্রেমের নদী তরঙ্গ অপার।
রসময় নাগর তাতে দিতেছে সাঁতার॥
নিকুঞ্জের ঘর বেড়ি গুঞ্জরিছে অলি।
তার মাঝে রাই কানু সুখে করে কেলি॥

ললিতা বিশাখা আদি চামর ঢুলায় ।
নরোত্তম দাস দোঁহার বলিহারি যায় ॥

—মাধুরী, ১ম, পৃ. ৫২৯

১০৭

আজু কি শোভা হইল মধুর বৃন্দাবনে ।
চাঁদের উপরে চাঁদ বদনে বদনে ॥
চাঁদের উপরে চাঁদ বদন পরে শশী ।
হেরি অপরূপ দেখ চাঁদে মেশামিশি ॥
অধরে গলিছে কিবা রসের দিপিকা ।
তমাল জড়িয়া রইল কনক লতিকা ॥
কাজর মিশিল যেন নব গোরচনা ।
কানু রাধা শোভা হইল যেন কাঁচা সোনা ॥
রাই তো রসের নদী দুকূল পাথার ।
বিদগধ রসরাজ খেলয়ে সাঁতার ॥
কালিন্দীর জলে শোভা জবা ফুল ।
দোহাকার কিবা রূপ করি সমতুল ॥
নরোত্তম দাস বলে চরণ কমলে ।
দাসী করি রাখ মোরে অই পদতলে ॥

—ক.বি. ৫৮৭৭

১০৮

নব রে নব রে নব দোঁহাকার প্রেম ।
দোঁহার পিরীতি খানি অতি অনুপাম ॥
রাধাকুণ্ড তীরে আজু দোঁহার মিলন ।
হেরি হেরি সখীগণ আনন্দে মগন ॥
সখী সঙ্গে দুহুঁ জনে হেরিয়া বিভোর ।
(প্রেমে) ডুবল নরোত্তম না পাইল ওর ॥

—মাধুরী, ২য়, পৃ. ৫৫৬

১০৯

রাই কানু বিলসই নিকুঞ্জ মাঝারে।
সখীগণ ভাসল আনন্দ পাথারে ॥
নয়নে নয়ন দোঁহার বয়ানে বয়ানে।
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁক বদনে ॥
দুখ সঙ্গে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোঁহার কেলি বিলাস।
রহি নেহারত নরোত্তম দাস ॥

মাধুরী, ৩য়, পৃ. ৫৫৪

১১০

দোহেঁ সুন্দর বরণা।
কানু মরকতমণি রাই কাঁচাসোনা ॥ ধ্রু
কাজর মিশান কিয়ে নব গোরোচনা।
নীলমণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোনা ॥
কনকের বেদী ভেদি কালিন্দী বহিল।
হেমলতা ভুজদণ্ডে কানুরে বেড়িল ॥
আন্ধারে জ্বলয়ে কিবা রতন দীপিকা।
তমালে বেড়িল যেন কনক লতিকা ॥
রাই সে রসের সিন্ধু অমিয়া পাথার।
রসময় কানু তাহে দিতেছে সাঁতার ॥
রাই সে রসের সিন্ধু তরঙ্গ অপার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥

—অ-প-র ৩৩৭

১১১

রাধামাধব বিহরই বনে।
নিমগন দুহুঁ জন সুরত রণে ॥

দুহুঁ উঠি বৈঠি কতয়ে করু কেলি।
বহুবিধ খেলন সহচরি মেলি ॥
নিভৃত কুঞ্জগৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহুঁ রূপ নরোত্তম দাস ॥

—পদকল্পতরু ২৭৬

১১২

এতক্ষণে রাই ঘুমাওল
দুই বাহু রাহু যেন চাঁদে গরাসল।
কনক লতিকা যেন তমালে বেড়িল ॥
চাঁদ বদন বদন চাঁদ ইন্দু বদন শশী।
দুই চাঁদে এক যেন চাঁদে মিশামিশি ॥
শ্যাম-নাসা নিশ্বাসে রাইয়ের মোতি দোলে।
জাহ্নবীর জলে যেন কনক মালা খেলে ॥
দুরহু দূরে গেও যত সখিগণ।
নরোত্তম দাস কহে শয়ন-মিলন ॥

—মাধুরী, ৩য়, পৃ. ৫৭৯

১১৩

বলি বলি যাত[১] ললিতা আলি।
শ্যামগৌরী মুখ মণ্ডল ঝলকই
ছবি উঠত অতি ভালি ॥ ধ্রু।
কুসুমিত কুঞ্জ- কুটীর মনমোহন
কুসুম [২]শেযে দুহু[২] নওল কিশোর।
কোকিল মধুকর মঙ্গল[৩] গায়ত[৪]
বন[৫] বৃন্দাবন[৬] আনন্দে[৭] হিলোল ॥

দ্রঃ কীর্তনানন্দে পদটির আরম্ভ—
'কুসুমিত কুঞ্জ কুটীর···আনন্দ হিলোল।'
অতঃপর 'বলি বলি যাত ললিতা···অতি ভালি' এই পংক্তিগুলি।

[১]যাওয়ে (কী) [২-২]শেজ পর (তরু) [৩]পঞ্চম (কী, তরু)
[৪]গাবই (কী) [৫]নব (তরু) [৬]বৃন্দাবনে (কী)
[৭]আনন্দ (কী, তরু)

রজনীক শেষে জাগি শ্যাম সুন্দরী
বৈঠলি সখিগণ সঙ্গ।
শ্যামবয়নে[১] ধনি করহি আগোরল
কহইতে রজনীক রঙ্গ॥
হেরি ললিতা তব মৃদু মৃদু হাসত
পুলকে রহলি[২] তনু ভোরি।
[৩]নীল বসনে তনু ঝাঁপলি[৩] সুন্দর
লাজে রহল মুখ মোড়ি॥
[৪]যব মুখ মোড়ি রহল তঁহি নাগরী[৪]
কানু[৫] করল পুন[৫] কোড়।
আনন্দ হিলোলে[৬] দাস নরোত্তম
হেরত যুগল কিশোর॥
—সমগ্র পৃ. ২৩১, কী পত্র ৮৭খ, তরু ২৪৯১

১১৪

বিনোদিনী! আমি তোমার পদরেণু হব।
তোমার লাগিয়া মোর স্থলে সদা বৃন্দাবনে
তুয়া নাম সতত ঘুষিব॥
তুমি শিক্ষা তুমি গুরু তুমি হও কল্পতরু
তুমি হও মন্ত্রের প্রধান।
তুমি শুদ্ধ প্রেমজল তুমি সে ধরণীতল
অহনিশি তুয়া গুণগান॥
তুমি তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান তুমি মায়া যোগ জ্ঞান
আমি সে তোমার শিষ্য নট।
তুমি প্রেমের গুরু অন্তরে অন্তরু
সেই প্রায় নাচাও উদ্ভট॥

[১]বয়ান (কী, তরু) [২]রহল (কী, তরু) [৩-৩]পীত বসনে ঝাঁপি মুখ (কী)
[৪-৪]মুখহি মোড়ি রহত যব সুন্দরী (কী) [৫-৫]করত তব (কী)
[৬]লোচনে (কী)

তুমি ধ্বনি তুমি গান তুমি মোর নিজ প্রাণ
তেঞি সে তোমার গুণ গাই।
কহে দীন নরোত্তম দয়াহীন দীন জন
পদরেণু তেঞি হইতে চাই॥
—সজনীকান্ত দাসের পুথি, পৃ. ১২০

১১৫

ধনি! মোর বোলে কর অবধান।
বুঝলু মনের সনে তুয়া বিনে ত্রিভুবনে
জুড়াইতে নাহি মোর স্থান॥
তোহারি সে নামগুণ জানি আমি পনপুন
তুয়া রূপ সদাই ধেয়াই।
প্রাণের অধিক তুমি তোমার অধীন আমি
ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
চিরদিনে মুখ তোর নিরখিয়া চিত্ত মোর
না জানি উপজে কত সুখ।
পালটিতে নারি আঁখি যবে তোমা নাহি দেখি
বিদরিতে চাহে মোর বুক॥
সাধিয়া হয়্যাছি সিধি তাই তোমা গুণনিধি
পুন বিধি করিল মিলন।
নরোত্তম দাসে কয় শুন পহ মহাশয়
রসবতী তোহারি জীবন॥
—সজনীকান্ত দাসের পুথি, পৃ. ১১৫

১১৬

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি ত আমার বন্ধু সকলি তোমার।
আমার ধন তোমায় দিব কি আছে আমার॥
এ সব দুঃখের কথা কাহারে কহিব।
তোমার ধন তোমায় দিয়া দাসী হৈয়া রব॥

নরোত্তম দাসে কহে শুন গুণমণি।
তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি ॥

—তরঙ্গিণী পৃ. ৩৪৬, ক. বি. ২৮৭০, গ.গ.ম. ৪৭

১১৭

কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ-কাটি হেম
নিরবধি জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি তেক্রি পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে ॥
কালিয়া বরণ খানি আমার মাথার বেণি
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চাঁদমুখে মুখ পরিব মনের সুখ
যে বলে সে বলুক পাপলোকে ॥
মণি নও মুকুতা নও গলায় গাঁথিয়া লব
ফুল নও কেশে করি বেশ।
নারি না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতুঁ দেশে-দেশ ॥
নরোত্তম দাসে কয় তোমার চরিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিনে তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে
সেইদিন দিহ পদছায়া ॥

—কী পত্র ১২৭ খ.

১১৮

মাধব হমারি বিদায় পায়ে তোর।
তুহারি প্রেম লাগি পুন চলি আওব
তব দরশন লাগি মোর ॥ ধ্রু।
কহইতে রাই বচন ভেল গদগদ
শুনইতে আকুল কান।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ দিঠি ঝরঝর
শাওন জলদ সমান ॥

এত বলি সুন্দরি পাওল নিজ মন্দির
নীচলে রহ অতি ভোর।
দাস নরোত্তম হেরই অপরূপ
পীত নিচোলে তনু জোর ॥

—অ-প-র ৩৩২

১১৯

আনন্দে সুবদনি কছু নাহি জান।
বেশ বনায়ত নাগর কান ॥
সিন্দুর দেয়ল সীঁথি সভারি।
ভালহি মৃগমদ পত্রক সারি ॥
চিকুরে বনাওল বেণি ললীত।
কুঙ্কুম কুচযুগে করল রচিত ॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জিবন নিছাই লেওল তছু শরণে ॥
তাম্বুল সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল ॥
কোরে অগোরি রাখল হিয়া মাঝ।
কো কহ তাকর মরমক কাজ ॥
চির পরিপুরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস ॥

—পদকল্পতরু ২০১৪

১২০

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুন পুন
দুহুঁ মুখচন্দ্র নিহারি।
অন্তরে উথলল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে পুরল ঘন বারি ॥

রাই কণ্ঠ ধরি গদ গদ বোলত
দুহুঁ তনু [১]প্রেমে বিভোর[১]।
দুহক বিচ্ছেদ দুহু সহই না পারই
[২]দুহু দুহু করতহি কোর[২] ॥
[৩]বিগলিত কুন্তলে মুকুতা দাম দোলে
লোল অলকাবলি শোভা।
লহু লহু হাস বিলাস লোলিত
মুখ দুহু মানস লোভা[৩] ॥
গদ গদ কণ্ঠ কহই নাহি পারই
ধরই না পারই অঙ্গ।
নরোত্তম-সহচরী সহই না পারই
দুহুক দুলহ রসভঙ্গ ॥

—কী পত্র ৮৭খ, ৮৮ক

১২১

সজনি[৪] বড়ই বিদগধ[৫] কাণ।
কহিল নহে সে যে পিরিতি[৬] আরতি
কষিল হেম দশবাণ ॥ ধ্রু।
সমুখে রাখি[৭] মুখ আঁচরে মোছই
অলক-তিলক বনাই।
মদন রসভরে বদন হেরি হেরি
অধরে অধর লাগাই ॥

[১-১] প্রেম-বিভোরি (অ-প-র) [২-২] দুহু দুহু আলস-ভোরি (অ-প-র)
[৩-৩]অ-প-র-এ পংক্তিগুলি নাই। [৪]সখিহে (কী) [৫]বিনদিয়া (কী)
[৬]প্রেম (কী, তরু) [৭]রাখিয়া (তরু)

কোরে আগোরি রাখই হিয়াপর
পালঙ্কে[১] পাশ [২]না পাই[২]।
[৩]ও সুখসাগরে মদন রসভরে[৩]
জাগিয়া রজনী পোহাই[৪]।
কেবল রসময় মধুর মুরতি
পিরিতিময় প্রতি অঙ্গ।
কহই নরোত্তম যাহার অনুভব
[৫]সে জানে ও রসরঙ্গ[৫]॥
—সমুদ্র পৃ. ৪০৪, কী পত্র ১০৩ক, তরু ৬৬৭, সংকী ২৭৮

১২২

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনি গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে পেলিয়া দিগান্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আসি এ বেশ বনাইলুঁ গো
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥
গগন উপরে চাঁদ কিরণ উজোর গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনি আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথি॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পুরিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব।
এ নব মালতী মালা বৃথাই গাথিলুঁ গো
কেমনে রজনি গোঙাইব॥

[১]শয়ন (কী) [২-২]নাহি পায় (কী)
[৩-৩]'নবীন প্রেম ভরে, ও সুখ সাগরে' (কী)
[৪]পোহায় (কী), গোঙাই (তরু)
[৫-৫]সেই বুঝে এহি রঙ্গ (কী)

এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥
—পদকল্পতরু ৩৬৩

১২৩

সখি হে অব কিয়ে করব উপায়।
সুখে থাকিতে বিহি না দিলে আমায়॥
হাম আয়লুঁ সখি কানু আশোয়াসে।
ধিক ধিক অব ভেল জীবন শেষে॥
সো চঞ্চল হরি শঠ-অধিরাজ।
পহিলহি না জানি কৈলুঁ হেন কাজ॥
কারে দোষ দিব সখি আপন কুমতি।
আপন খাইয়া মুতি করিলুঁ পিরিতি॥
পরিণামে হেন হবে ইহা নাহি জানি।
তবে কেনে এ আগুণে ডারিব পরাণি॥
পর পুরুষের সনে পিরিতির সাধ।
নরোত্তম দাস কহে বড় পরমাদ॥
—কী পত্র ১৫৪ খ. ১৫৫ ক.

১২৪

শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ।
ধনি যদি দেখবি না সহে[১] বেয়াজ॥
[২]নব কিশলয় দলে সুতলি[২] [৩]বর নারি[৩]।
বিষম কুসুম শর সহই না পারি॥

[১]কর (সমুদ্র), সহ (কী) [২-২]শীতল নিকুঞ্জবনে শুতল (কী)
[৩-৩]নারি (সমুদ্র, তরু)

হিম কর চন্দন পবন ভেল আগি ।
[১]জীউ ধরয়ে তুয়া দরশন[১] লাগি ॥
কতহু[২] যতনে কহে আখর আধ ।
না জানিয়ে আজু কি[৩] ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তম দাস-পহুঁ নাগর কান ।
রসিক কলাগুরু [৪]তুহুঁ সব[৪] জান ॥

—ক্ষণদা ১২।৫, সমুদ্র পৃ. ১৬১, কী পত্র ২১০ ক.
তরু ৩২১

১২৫

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায় ।
না দেখিয়া চান্দমুখ কান্দে উভরায় ॥
কাহাঁ দিব্যাঞ্জন মোর নয়ন অভিরাম ।
কোটীন্দু শীতল কাঁহা নব ঘন শ্যাম ॥
অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন ।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাঁহা মুরলী বদন ॥
দূরে ত তমাল তরু করি দরশন ।
উনমতি হৈয়া ধায় চায় আলিঙ্গন ॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ ।
হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর ।
নরোত্তম দাসক দুঃখ নাহি ওর ॥

—সমুদ্র পৃ. ৩৫২-৫০, তরু ১৯৪৫

[১-১]জীবন ধরস এ তুয়া দরশক (সমুদ্র),
জীউ রহত তুয়া দরশন (কী)
[২]অনেক (সমুদ্র তরু), কতেক (কী) [৩]অব কিয়ে (সমুদ্র, কী, তরু)
[৪-৪]সব রস (কী)

১২৬

চলিলা রসিক-রাজ[১] ধনী ভেটিবারে[২]।
অথির চরণ যুগ আরতি অপারে[৩]।
সঙরিতে প্রেম[৪] অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে উথলল[৫] মদন তরঙ্গ।।*
[৬]শীতল নিকুঞ্জবনে[৬] সুতি আছে রাধে।
ধনী[৭] মুখ নিরখিতে পহু ভেল[৭] সাধে।।
অধর কপোল আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
[৮]ঘন ঘন[৮] চুম্বই বিদগধ-রাজ।।
অচেতনী[৯] রাই[১০] সচেতন ভেল।
মদন[১১] জনিত তাপ[১২] সব দূরে গেল।।
নরোত্তম দাস-পহু আনন্দে বিভোর[১৩]।
[১৪]দুহু দুহু মিলনে সুখের নাহি[১৪] ওর।।

—ক্ষণদা ১২।৬, সমুদ্র পৃ ১৬১-২,
কী পত্র ২১০ক, তরু ৩২২

[১]নাগররাজ (সমুদ্র, তরু) [২]দেখিবারে (সমুদ্র, কী, তরু)
[৩]বিথারে (সমুদ্র, তরু) [৪]সো প্রেম (সমুদ্র, তরু)
[৫]বাঢ়ল (সমুদ্র, তরু)
*'সঙরিতে প্রেম···মদন তরঙ্গ' পংক্তিদ্বয়
কীর্ত্তনানন্দে নাই।
[৬-৬] সুশীতল কুঞ্জবনে (সমুদ্র, তরু),
নব কিশলয় দলে (কী)
[৭-৭] মুখচাঁদ হেরই পহু (সমুদ্র),
মুখচাঁদ হেরই পুন (তরু),
মুখচাঁদ হেরই পিয়া (কী)
[৮-৮] পুন পুন (সমুদ্র, তরু) [৯]অচেতন (সমুদ্র, কী, তরু)
[১০] রাই মোর (কী), ছিলা রাই (তরু) [১১]বিরহ (কী)
[১২] দুখ (সমুদ্র, কী, তরু) [১৩]ভোর (সমুদ্র)
[১৪-১৪] দুহু রসে মাতল নাহি সুখ
(সমুদ্র, কী, তরু)

১২৭

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনিক বিরহ তরঙ্গ॥
যৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছন অমিয়া-সাগরে অবগাই॥
দুহু মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দে বিভোর॥
বিকসিত সুকুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল ঝলমল কুঞ্জ কুটীর॥
বিহরয়ে রাধামাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥

—পদকল্পতরু ৩২৩

১২৮

মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি মধুপুরে যাবে জানি
তবে আমি তেজিব জীবন॥
নহেত আনল খাব কিবা বনে প্রবেশিব
এই আমি দড়ায়্যাছি চিতে।
লইয়া তোমার নাম গলায় গাথিয়া শ্যাম
প্রবেশ করিব যমুনাতে॥
কুলবতী হৈয়া যেন কেহ ত না করে প্রেম
পিরীতি করয়ে এই রীতে।
যে জন চতুর হয় প্রেমবশ কভু নয়
বশ হৈলে হয় বিপরীতে॥
বুঝিনু ঐছন কাজ তুমি সে নাগর রাজ
যুবতী জনার প্রাণ নিতে।
নরোত্তম দাস কয় না জানি কি জানি হয়
নিশ্চয় কহিলাঙ প্রাণনাথে॥

—কী পত্র ১৮৯ খ.

১২৯

[১]নব ঘন শ্যাম[১] অহে প্রাণ[২]
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদনশশী অমিঞা মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি।
তোমার নামের আদি[৩] হৃদয়ে লিখিত[৪] যদি
তবে তোমা দেখিত[৫] সদাই।*
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইলে বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমত বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিল তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহব কহন না যায়॥
এবে সে বুঝিল সখি জীবন[৬] সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা [৭]করিলে বাদ[৭]
নরোত্তম জীবন আপায়॥

—সমুদ্র পৃ. ২৮৭, কী পত্র ২০৭ ক. তরু ১৬৫৪

[১-১]ঘনশ্যাম (কী) [২]প্রাণ বন্ধুয়া (তরু) [৩]আকৃতি (তরু)
[৪]লেখিতু (কী), লিখিতাম (তরু) [৫]দেখিতু (কী), দেখিতাম (তরু)
*অতঃপর এই পদটির সহিত কীর্তনানন্দের কিছু অমিল আছে। ইহার পাঠ এইরূপ—
'কেন বুকে ন লেখিনু ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু
তেঞি তোমা দেখিতে না পাই॥
পরম গুণের নিধি হরিয়া নিলেক বিধি
কি করিব কি হবে উপায়।
এমন বেথিত হয় পিয়ারে মিলায়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়॥
পরম বেদনী তুমি তোমারে কহিল আমি
মনে মোর কিছুই না ভায়'।
[৬]পরাণ (তরু) [৭-৭]পড়িলে বাজ (তরু)

১৩০

[১]কমলদল আঁখিরে কমলদল আঁখি[১]।
বারেক বাহুড় তোমার চান্দ মুখ দেখি ॥
যে সব করিলা কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙরিতে [২]দুঃখ উঠে[২] কি করি উপায় ॥
আঁখির নিমিখে [৩]তুমি হারাও[৩] হেন বাস।
এমন পিরিতি ছাড়ি রহিলা[৪] দূর দেশ ॥
প্রাণ [৫]করে ছটফট[৫] নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম দাস পহু[৬] কঠিন চরিত ॥

—কী পত্র ২০৭ খ, তরু ১৮৬৬

১৩১

শ্যামবন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি ॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুঃখে দুখী নও ইহা গেল জানা ॥
দাব-দগধি ধিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ ॥
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এদিন সকল ॥
এ বড় শেল আমার হৃদয়ে রহিল।
মরণ সময়ে তাঁরে দেখিতে না পাইল ॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাঙ মরি ॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যামসুধা না মিলিলে সবার সেই গতি ॥

—সমুদ্র পৃ. ৩৫৮-৫৯, তরু ১৯৫৫

[১-১]আরে কমলদল আঁখি (তরু) [২-২]প্রাণ কান্দে (তরু) [৩-৩]মোরে হারা (তরু)
[৪]গেলা (তরু) [৫-৫]ছটফট করে (তরু) [৬]কহে (তরু)

১৩২

ওহে রাধাকান্ত বারেক আইস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
না দেখিয়া চাঁদমুখ সদাই বিদরে বুক
বুঝাইলে না বুঝে দুই আঁখি ॥
চান্দ মুখ নিরখিয়ে কর্পূর তাম্বুল দিয়ে
যোগাইতে বড় হয় সাধে।
তুমি গুণনিধি ময় তবে কেন দয়া নয়
মোর ভাগ্যে বিধি হৈল বাদে ॥
সে মুখ সুন্দর কান্তি চিত্র ভূষণ ভাঁতি
পশি গেল হিয়ার মাঝারে।
আহা আহা মরি মরি পাসরিতে নাহি পারি
বড় শেল রহল অন্তরে ॥
হরি হরি বিফলে আছয়ে মোর প্রাণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি নাহি মোর অন্য গতি
নরোত্তম এই পরিণাম ॥

—ক.বি. ২৮৭০, গ.গ.ম. ৫১

১৩৩

কিবা শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাইকানু বসিয়াছে রত্ন সিংহাসনে ॥
রতনে নির্মিত বেদী মাণিকের গাঁথনি।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী ॥
এক এক তরুর মূলে এক এক অবলা।
নীলগিরি বেড়ি যেন কনকের মালা ॥
হেম বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোনার কমলে যেন মিলল ভ্রমর ॥
নব-গোরোচনা গোরী শ্যাম ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥
কাচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাচে।
রাই কানু দোহঁ-তনু একই হৈয়াছে ॥

ললিতা বিশাখা দোহেঁ চামর ঢুলায়।
নরোত্তম দাসে দোহাঁর বলিহারি যায় ॥

—অ-প-র ৩৩৬, মাধুরী ২য়, পৃ. ১৫,
বৈ. গী. পৃ. ১৭২

পদাবলী—গৌরনিত্যানন্দ ও নবদ্বীপলীলা

১৩৪

রাই অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশদিশ
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জ বন
রাইরূপে চৌদিকে পাথার ॥
গৌর ভেল শুকসারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফলফুলে ॥
গৌর যমুনাজল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চান্দ তার সাখী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাইরূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপময়
দুহুঁ তনু একই মিলিত ॥

—পদকল্পতরু ৬৫১

১৩৫

... ...
... ... ।
অবনীতে অবতরি শ্রীচৈতন্য নাম ধরি
... ... ॥
পুরবে কালিয়া ছিল এবে গৌর (অঙ্গ) হইল
জপিয়া রাধার নিজ নাম।
রাধা রাধা বলি গোরা নয়নে পড়য়ে ধারা
অন্তরে বরণখানি শ্যাম ॥

কিবা সে দেবের পুরে চারিবেদ অগোচরে
আছিলা রাধিকা ঠাকুরাণী ।
গোলোকের পতি শ্যাম জপিয়া রাধার নাম
গৌর হইল বরণ খানি ॥
নব গোরোচনা জিনি গৌরাঙ্গের বরণ খানি
কাঞ্চন সহিতে যেন মিশে ।
নরোত্তম দাস বলে রাখ রাঙ্গা পদতলে
রেণু হইতে যেন করি আশে ॥

—ক.বি. ২৮৭০

১৩৬

গোরা রসময় দেহ প্রেমাম্বু চৈতন্য নেহ
ঘন অতি অমৃতের সার ।
চৈতন্য সুহৃদ যেই প্রেম কল্পদ্রুম হই
কাহা কতি করল সঞ্চার ॥
সেই সে চৈতন্য প্রেমা দর্প গর্ব্বময় সীমা
স্বতঃসিদ্ধ অসীম গরিমা ।
ভাবি ভব বিরিঞ্চাদি যোগ ধ্যানে নিরবধি
কোটি কল্পে না পায়েন সীমা ॥
ভক্তিতনে সম্ভধন (?) নাহিক যাহার সম
বেদশাস্ত্রে অগোচর বিধি ।
মুক্তি ভক্তি মতাচারি রতিরস প্রেমাধুরি
সাধি সিদ্ধ কৈছে ভাববিধি ॥
যুগাক্ষরে বর্ণ বীজ কৃষ্ণ এই গৌরাঙ্গ নিজ
চৈতন্য প্রকট পরকাশ ।
স্বরূপ রূপ সনাতন সপ্রেয়সী সহগণ
সঙ্গে আস্বাদিলা শ্রীনিবাস ॥
সে দয়া হৃদয়ানন্দে মো দীন দুর্দৈব অন্ধে
দেখ হৈলা প্রেমরসপুর ।
রামচন্দ্র ভাগ্যবান আস্বাদি কৈল সমাধান
শেষে নরোত্তম সদা ঝুর ॥

—নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পুথি পৃ. ৬৩

১৩৭

কাঞ্চন দরপণ বরণ সুগোরা রে
বর-বিধু জিনিয়া বয়ান।
দুটি আঁখি নিমিখ মুরুখ বড় বিধি রে
নাহি দিল অধিক নয়ান॥
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর।
কনক মুকুর জিনি গোরা অঙ্গ সুবলনী
হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর॥ ধ্রু।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা বিরাজিত
মালতী কুসুম সুরঙ্গ।
হেরি গোরা মুরতি কত শত কুলবতী
হালত মদন তরঙ্গ॥
অনুখণ প্রেম-ভরে ও রাঙ্গা নয়ন ঝরে
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন না ভজিনুঁ সে চরণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
নদীয়া নগরী সেহেন ভেল ব্রজপুরী
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গীকরু বাঞ্ছা কল্পতরু
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

—পদকল্পতরু ২১৬৫

১৩৮

সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ বিনোদ রঙ্গে
বিহরই সুরধুনী তীরে।
ক্ষেণে নাচে ক্ষেণে গায় প্রেমধারা বহি যায়
ক্ষেণে মালশাট মারি ফিরে॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
দেখি তরুগণ রঙ্গে প্রিয় গদাধর সঙ্গে
কৌতুকে করয়ে কত খেলা॥ ধ্রু।

অঙ্গে পুলকের ঘটা কদম্ব কুসুম ছটা
সুদর্শন মুকুতার পাঁতি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি বরিখে অমিয়া শশী
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি ॥
সদা নিজ প্রেমে মত্ত গায় কৃষ্ণ লীলামৃত
মধুর ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইলুঁ অন্ধ না ভজিলুঁ গৌরচন্দ্র
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

—পদকল্পতরু ২৮৫৩

১৩৯

সকল ভকত লৈয়া ফাগুয়া খেলায়।
নদীয়ার মাঝে গোরা নাচিয়া বেড়ায় ॥
নিত্যানন্দ গদাধর নাচে দুই পাশে।
নরহরি নাচে কিবা [১]গোরা অভিলাষে[১] ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে[২] গৌরীদাস নাচে রঙ্গে।
শ্রীবাস স্বরূপ[৩] নাচে গদাধর সঙ্গে ॥
গোরা মুখ হেরি নাচে অদ্বৈত রায়।
অবনী[৪] ভাসায়ল প্রেমের বন্যায় ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু তিন ভাই গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায় ॥*

পাঁচথুপির রামগোপাল আচার্যের পুথিতে ১৪০৯ পদের পাঠান্তর—

[১-১] গৌর আবেশে [২] পাশে
[৩] স্বরূপ দামোদর [৪] নদীয়া

* অতিরিক্ত— ঝনর ঝনর বাজে খোল করতাল
আবিরে গৌরাঙ্গ আমার লালহি লাল।
অরুণ অঙ্গেতে কিবা চরণ খেলায়
বুক মাঝে সুরধুনী ধারা বহি যায়।

নদীয়া নাগরী সব গোরা মুখ চায়।
নয়ানের কোণে সভার পরাণ দোলায়॥
নরোত্তম দাসে কহে ভাল নাচে গোরা।
প্রেমে অঙ্গ গরগর দু নয়নে ধারা॥

—পণ্ডিত বাবাজীর রাধাকুণ্ডের পুথি, ১৩৪ পদ

১৪০

আরে মোর রাম কানাই।
কলিতে হইল দোঁহে চৈতন্য নিতাই॥
পঞ্চরসে মাতাইল অখিল ভুবন।
সে কৃপা নহিল ইহা জানিবে কোন জন॥
যে জন ডুবয়ে এই প্রেম রসে।
তার পদধূলি মাগে নরোত্তম দাসে॥

—মাধুরী, ৩য়, পৃ. ৪২৭

১৪১

কঞ্জ নয়নে বহে সুরধুনি ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
নাচত পহুঁ মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পুরব বিলসিত সঙ্গে সব রঙ্গিয়া॥
বাজত দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ সুনাদ।
দ্রিমি দ্রিমি উনমত সঙ্গে উন্মাদ॥
শিরপর পাগড়ী বান্ধয়ে নট পটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া॥
আবেশে অবশ অঙ্গ চলন ধীরে ধীরে।
ভাইয়ার ভাবে গদগদ আঁখি নাহি মেলে॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর শুণ্ডে।
কনক খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ডে॥
তুমি তো দয়াল নিতাই অবনী পরকাশ।
শুনি আনন্দিত ভেল নরোত্তম দাস॥

—কী পত্র ৩৪ ক

১৪২

আওত অবধূত করুণাসিন্ধু।

প্রেমে গরগর মন করি হরি সংকীর্ত্তন

পতিত-পরম-প্রিয় বন্ধু॥ ধ্রু

হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে

পদভরে মহী টলমল।

মত্ত সিংহরাজ জিনি কম্পমান মেদিনী

পাষণ্ডীরা দেখিয়া বিকল॥

ভাবভরে গরগর সঙ্গে যত অনুচর

প্রেমে ভাসে অমর সমাজ।

সব সহচর সঙ্গে কীর্ত্তন কৌতুক রঙ্গে

অলখিত করে সব কাজ॥

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতরি নারায়ণ

যার অংশে কলায় গণন।

কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্ত্তা

সেই রাম রোহিণীনন্দন॥

পূর্ব্বে কৈলা অবতারে অনুজ হইঞা করে

এবে প্রভু হঞা বড় ভাই।

স্বতন্ত্র করিয়া মত লওয়াইল ভক্তি পথ

প্রেমানন্দে জগত ভাসাই॥

ব্রজের বৈদগধি সার যত যত লীলা আর

পাইবারে যদি কর মন।

নরোত্তম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয়

ভজ লোক শ্রীপাদ চরণ॥

—গ.গ.ম. ৬ক, ২২ পত্র

১৪৩

নিতাই রঙ্গিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া

নগরে বাজারে ফিরে।

গৌরাঙ্গ বলিতে করুণ নয়ানে

পয়োধি বারিদ ঝরে॥

খঞ্জন নয়ান সতত ঘূর্ণিত
গুপ্ত উজ্জ্বল প্রেম।
কেতকী কনক নিছনি কতেক
বদন শরদ হেম॥
কুটিল কুন্তল গন্ধ মনোহর
চামর গরব নাশে।
অমিয়া মাধুরী পিরীতি চাতুরী
নাগরী মোহন বেশে॥
(উদ্ধত) কেশরী গর্জন সঘন
গমন কুঞ্জর জিতি।
নিতাই দেখিয়া আদর করয়ে
(পহু লছমীর) পতি॥
কত রস সুখে মগন হইল
বাড়ল আনন্দ কন্দ।
দোহক আবেশে দুহু ভাবাবেশে
সভাই হেরিয়া ধন্দ॥
সুখের সায়র নিতাই (ঠাকুর)
গৌর পিরিতি নদী।
দুহু এক অঙ্গ প্রেমের তরঙ্গ
(উতল) রসের দধি॥
অবনী মাঝারে বিনোদ বিহারে
নবীন নাগরী সাজ।
রসরাজ রূপ রসের স্বরূপ
সাধিতে (আপন) কাজ॥
মহাভাবরূপ ভাবিত হইয়া
কেবল ভাবিনী পারা।
নীলরতন দামিনী মিলন
ঐছন রূপের পারা॥
নাগরীর প্রেম পরশ করিয়া
করিলে আপন পারা।
এই সে কারণে বুঝিতে বিষম
সদাই যাহাতে ভোরা॥

ভাবের আবেশে যেবা ছিল শেষে
ভিতরে রসের লতা।
নিতাই তাহাতে কুসুম বিকাশে
নবীন (মুকুল) পাতা ॥
নবীন তমাল কনকে মণ্ডিত
আনন্দ রসের ফল।
বিহগ অরুণ চাহত সঘনে
অমিয়া রসের জল ॥
নিতাই কারণ যতেক মরম
কেবল গোপত ফল।
কহে নরোত্তম এই সে তরঙ্গ
বুঝিতে নাহিক বল ॥

—গ.গ.ম. ৪৭

১৪৪

আচার্য শ্রীশ্রীবাস গৌর গুণ গায়।
মিলিয়া মুকুন্দ বাসু রামানন্দ রায় ॥
সার্বভৌম প্রতাপরুদ্র বাণী কাশীনাথ।
গোবিন্দের কান্ধে হাত প্রিয় বামপাশ ॥
চৌদিকে ভকতগণ গৌর গুণ গায়।
মাঝেতে কনকগিরি ধূলায় লুটায় ॥
সিংহদ্বার ছাড়িয়া সমুদ্র পথে ধায়।
কোথা রাধা কোথা কৃষ্ণ সঘনে শুধায় ॥
নরোত্তম দাসের প্রভু জগৎ উপায়।
কৃপা করি দেহ মোরে চরণের ছায় ॥

—ক,বি. ১৮০৩, ক,বি. ৩৪১৬, গ.গ.ম. ৪৭

১৪৫

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ।
উছলি বহিছে নদী কভু নহে ভঙ্গ ॥

অভিরাম সারঙ্গ তট দুই খানি।
প্রিয় অচ্যুতানন্দ তাহে হঞাছে মুরনি ॥
প্রেমে তরতর তাহে অদ্বৈত চন্দ্র।
ডুবারু কাণ্ডারী তাহে প্রভু নিত্যানন্দ ॥
তাহে ভেলা হঞাছেন প্রিয় গদাধর।
রূপ সনাতন তাহে হঞাছেন মগর ॥
যে ডুবিল এই প্রেমসিন্ধুর মাঝারে।
সে তরিয়া গেল ভাই এ ভব-সাগরে ॥
আছুক ডুবিবার দায় পরশ না পাঞা।
নরোত্তম দাস কান্দে দূরে ফুকরিঞা ॥

—গ.গ,ম. ৬ক, পত্র ২৩

১৪৬

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবাসাদি[১] গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
[২]সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ হরিদাস প্রেমকন্দ
দামোদর পরমানন্দ পুরী[২] ॥
[৩]যে সব করিলা[৩] লীলা শুনিয়ে[৪] গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পাইলুঁ দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম [৫]এবে কেন ভব বন্ধ[৫]
[৬]সে না শেল রহি গেল চিতে ॥
প্রভু সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি যে সব করিলা কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥

নরোত্তমবিলাসে পাঠান্তর—

১ শ্রীনিবাস
২-২ স্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর, এ সব প্রেমের অধিকারী
৩-৩ করিলা যে সব ৪ শুনিতে
৫-৫ না বুঝিনু সে না মর্ম ৬ এ

সভে[১] হৈলা অদর্শন শূন্য হৈল[২] ত্রিভুবন
[৩]অন্ধ হৈল সভাকার[৩] আঁখি।
কাহারে কহিব দুখ না দেখাও ছার মুখ
আছি যেন মরা[৪] পশু পাখী॥
শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস আছিলুঁ যাহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেহোঁ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের বেথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥
—পদকল্পতরু ২৯৭৯, নরোত্তমবিলাস পৃ. ১৭৯.
—বহরমপুর ২য় সং

১৪৭

পতি বিনে সতী কান্দে শিরে দিয়া হাত।
সেই দশা কৈল মোরে স্বামী লোকনাথ॥
পড়িনু অগাধ জলে কূল রহু দূর।
কেশে ধরি তুলি লহ আচার্য ঠাকুর॥
দশরাত্রি সঙ্গে রাখি বহু কৃপা কৈলা।
রামচন্দ্র কবিরাজের হাতে সঁপি দিলা॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর লাগি কয়।
হেন কৈর নরোত্তমের যেন কিছু হয়॥
রামচন্দ্র কবিরাজের হাতেতে সঁপিয়া।
শ্রীনিবাস গুণনিধি গেলেন ছাড়িয়া॥
হায়রে দারুণ বিধি কিনা দুঃখ দিলি।
শ্রীনিবাস গুণনিধি কাড়িয়া লইলি॥

নরোত্তমবিলাসে পাঠান্তর—
[১] সব [২] ভেল [৩-৩] আঁধল হইল এ না
[৪] মোরা

কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাস।
আমা ছাড়ি কোথা গেলা প্রভু শ্রীনিবাস ॥

—ক.বি. ১৪৫৩, ক.বি. ২৮৭০, গ.গ.ম. ৫১,
গ.গ.ম. বি ১৫৬

১৪৮

অগোচর প্রেমনিধি যাচি দিল গুণনিধি
প্রেম লইয়া আইলা গৌড়মাঝ।
প্রেম করি পরকাশ গুণনিধি শ্রীনিবাস
সঙ্গে ছয় চক্রবর্তী আট কবিরাজ ॥
বিধি মোরে কি করিল প্রাণের প্রভু কোথা গেল
কেন প্রাণ রহে দেহ মাঝে।
প্রভু গেল যেই পথে প্রাণ জাকু তার সাথে
যে পথে গিয়াছে কবিরাজে ॥
যদি প্রাণ দেহে থাকো কবিরাজ বলি ডাকো
যায় প্রাণ সেই মোর ভাল।
আর নাকি হেন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব
ভাবিতে ভাবিতে তনু গেল ॥
আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
জুড়াইতে আর নাহি ঠাঁই।
নরোত্তম দাসে বোলে পড়িনু অসৎ ভোলে
বুঝিলাম কিছু হৈল নাই ॥

—ক.বি. ১৪৫৩

১৪৯

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হৃদি[১] মাঝে দিয়া দারুণ বেথা।
গুণের[২] রামচন্দ্র ছিলা সেহো সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥

নরোত্তমবিলাসে পাঠান্তর—
১ হিয়া ২ গুণে

পুন কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব
[১]এ জনম[১] মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাও[২] সেই ভাল ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য শ্রীশ্রীনিবাস রামচন্দ্র যার দাস
পুন নাকি মিলিবে[৩] আমারে ॥
[৪]আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাসে বলে পড়িলুঁ অসৎ ভোলে
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই[৪] ॥

—পদকল্পতরু ২৯৮০, নরোত্তমবিলাস, পৃ. ১৮৬
বহরমপুর ২য় সং

১৫০

লোকনাথ প্রভু মোরে বহু কৃপা কৈলা।
শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গ করি দিলা ॥
সেই সঙ্গ হইতে পাইনু কবিরাজ সঙ্গ।
যাঁহার হৃদয়ে বহে প্রেমের তরঙ্গ ॥
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর।
সে সঙ্গ হইতে পাই যুগল কিশোর।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক নাশ।
আক্ষেপ করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

—ক.বি. ১৪৫৩, গ.গ.ম. ৪৭

নরোত্তমবিলাসে পাঠান্তর—

১-১ এই জনম ২ যাও ৩ মিলিব

৪-৪ না দেখিয়া সে না মুখ বিদরিয়া যায় বুক
বিষশরে কুরঙ্গিনী যেন।
আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
নরোত্তমের হেন দশা কেন ॥

১৫১

শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান।
ভোজন মন্দিরে পহুঁ করহ পয়ান ॥
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসন।
সুবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বসেন চৈতন্য গোসাঞী ॥
চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ ॥
শাক সুকুতা অম্ল লাফ্‌ড়া ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতমধু নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীরকুমার ॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিল সুবাসিত বারি ॥
জলপান করি প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খরুকা দিয়া দন্ত ধাবন ॥
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বুল সেবনে ॥
তাম্বুল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন।
সীতা ঠাকুরাণী করে চরণ সেবন ॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের পালঙ্কে ফুলের চাঁদোয়া মশারি ॥
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস।
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস ॥
ফুলের পাঁপড়ি যত উড়ি পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
অদ্বৈত গৃহিণী আর শান্তিপুর-নারী।
হুলু হুলু জয় দেয় প্রভু মুখ হেরি ॥

ভোজনের অবশেষ ভকতের আশ।
চামর বীজন করে নরোত্তম দাস ॥

—তরঙ্গিনী, ৫ম তরঙ্গ, ২য় উচ্ছ্বাস,
২৯ পদ; লহরী

১৫২

জয় জয় গৌরচন্দ্র নিতাই আনন্দ কন্দ
অদ্বৈত আদি প্রিয় ভক্তবৃন্দ।
প্রার্থনা করিয়ে সদা মহোৎসব হউক হেথা
শিরে বন্দি তুয়া পদদ্বন্দ্ব ॥
দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে চৌষট্টি মহান্ত রঙ্গে
প্রকাশ হইল নবদ্বীপে।
আপন করুণা আশে নিজ সংকীর্তন রসে
সিঞ্চিত করিল সব জীবে ॥
ভাব সংকীর্তনানন্দ গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দ
নিজগুণে সভার আনন্দ।
আহেরী (?) বৈষ্ণবগণে দিয়ে মালা চন্দনে
আজি হইল মহোৎসবের গন্ধ ॥
প্রেমে তা খৈয়া খৈয়া পূরিল সভার হিয়া
ভিন্ন ভিন্ন কিছুই না বাছে।
হেন মহোৎসবে রতি না হৈল আমার মতি
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥

—ক.বি. ৪২১০

১৫৩

অদ্বৈতের ভবনে সকল ভক্তগণে
মহাসুখে করিলা ভোজন।
ভোজন করিয়া সভে আচমন কৈল তবে
সভাকার আনন্দিত মন ॥
মুকুন্দেরে আজ্ঞা দিল কীর্তন আরম্ভ কৈল
চতুর্দিকে বলে হরিবোল।
আসি শান্তিপুর-রাজে নাচে সংকীর্তন মাঝে
আজু বড় আনন্দ হিল্লোল ॥

জয় হরিবোল বলি নাচে সভে বাহু তুলি
অদ্বৈত নাচেন নিজ রঙ্গে।
মুকুন্দ করেন গান নরহরি ধরে তান
নিতাই বাউল তার সঙ্গে॥
দুহাঁর বদন চাই কহে অদ্বৈত গোসাঞি
দুটি ভাই রহুক মোর ঘরে।
নরোত্তম দাসে গায় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
অধম দেখি কৃপা কর মোরে॥

—ক.বি. ২৩৯০

১৫৪

ভোজনের অবশেষে দিয়ে আচমনি
সুবর্ণ খড়িকা দিল দন্ত ধাবনি॥
আচমন করি প্রভু বসিলা আসনে।
কর্পূর তাম্বুল দিল ও চাঁদ বদনে॥
সুগন্ধি চন্দনে (পূর্ণ) কৈল কলেবর।
দিব্যমালা পরাইল হৃদয় উপর॥
তাম্বুল খাইয়া প্রভু করিলা শয়ন।
পদসেবা করে কেহ করয়ে ব্যজন॥
নরোত্তম দাসের মনে এইত লালসা।
জন্মে জন্মে প্রভুর চরণে রহু আশা॥

—ক.বি. ৪২১০

১৫৫

অদ্বৈত ভবনে বিন বন্দনে
সকল ভকত সঙ্গে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর রায় নিত্যানন্দ বাউল তায়
ভোজন করয়ে নানা রঙ্গে॥
তিনদিন রাঢ় দেশে করিলেন উপবাসে
মনে ছিল পারণ করিব।
এই অন্ন দিলে মোরে ইহাতে কি পেট ভরে
তোমার ঘরে ভিক্ষা নাহি লব॥

অদ্বৈত বলেন শুন আমি দুঃখী ব্রাহ্মণ
ছাড় তুমি আপন বাউল পণা।
নরোত্তম দাসে গায় হাসে নিত্যানন্দ রায়
তবে এক কৈল বিড়ম্বনা ॥

—ক.বি. ২৩৯০

১৫৬

এক মুষ্টি অন্ন ভূমে ফেলে আছাড়িয়ে।
এক অন্ন অদ্বৈতের গায়ে লাগিল আসিয়ে ।।
হাসিয়ে কহিল অদ্বৈত করি উপহাস।
কি করিলে অবধূত কৈলে জাতি নাশ ॥
পবিত্র হইলাম আমি অদ্বৈত ভবনে।
অবধূত প্রসাদ পাইলাম এতদিনে ॥
এতেক শুনিয়া নাচে গৌর গুণমণি।
অদ্বৈত ভবনেতে উঠিল হরিধ্বনি ॥
অদ্বৈতের গৃহে প্রভুর বাড়িল উল্লাস।
আনন্দ সায়রে ভাসে নরোত্তম দাস ॥

—ক.বি. ২৩৯০

১৫৭

অদ্বৈতের প্রেম দেখি দেব নর পশু পাখী
সবে বলে আইল ঈশ্বর।
অঙ্গ অনঙ্গ জিনি সোনার বরণ খানি
দেখি যেন গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
ললাটে তিলক সাজে পারিষদ হরি (গাজে)
(গায়ে) উড়ে পাণ্ডুর বরণ।
রাধার স্বভাব ধরে প্রেমধারা বহে উরে
প্রেমভরে না যায় ধরণ ॥
আচণ্ডালে দিলা প্রেম জাম্বুনদ যেন হেম
হেন প্রেম দিল দুরাচারে।
মুক্রিত অধম ছার না হইল উদ্ধার
নরোত্তম বড়ই পামরে ॥

—গ.গ.ম. ৪৭

১৫৮

*　*　*　*

চির পুণ্যফলে　　বিহি আনি মিলায়ল
অম্বিকা নগরে পূর্ণ ইন্দু ॥
অদ্বৈত তপস্যা বলে　　আসিলেন ভূমণ্ডলে
গোলোক হইতে রাধানাথ।
রাধাভাব অঙ্গিকরী　　আপনে কৃষ্ণ অবতরি
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ সাথ ॥
অনর্পিত প্রেমধন　　কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন
গৌরীদাস ভাণ্ডারে ভরিল।
গৌর নিতাই আজ্ঞাবলে　　উদ্ধারিল ভূমণ্ডলে
দুই ভাই প্রকট রাখিল ॥
উচ্চনীচ যত ছিল　　প্রেম জলে ভাসাইল
গৌরীদাস প্রেমের ভাণ্ডারী।
নরোত্তম বড় দুখী　　গৌরীদাস কর সুখী
নিজগুণে অঙ্গীকার করি ॥

—গ.গ.ম ২৫

১৫৯

গৌরীদাসের নিমন্ত্রণে　　যতেক মহান্ত গণে
আইল সবে অম্বিকা নগরে।
মহা মহোৎসব ধ্বনি　　হরিনাম গর্জন শুনি
নাচে গৌরীদাসের মন্দিরে ॥
গৌরীদাস হাসি হাসি　　প্রভুর নিকটে আসি
কহে কিছু মধুর বচন।
যদি কৃপা করি মোরে,　　এসেছ আমার ঘরে
তবে কিছু করহ ভোজন ॥
করি এ ··· সাদ　　দ্বাদশ গোপাল মাঝ
বসিলেন মহান্তের গণ।
বামেতে অদ্বৈত করি　　বসিলেন গৌর হরি
দক্ষিণেতে পদ্মার নন্দন ॥

প্রভু লহ লহ ভাষে আন বলে গৌরীদাসে
গৌরীদাস দিছেন প্রচুর।
দুই চারি গ্রাস খায় মনেতে আহ্লাদ পায়
হরিধ্বনি করয়ে মধুর॥
ক্রমে সে ভোজন সারি উঠি আচমন করি
গৌরীদাস দিলেন আসন।
গণ সহ গৌরহরি বসিলা আসন পরি
গৌরী করে চামর ব্যজন॥
তাম্বুলের সাজ করি কনক থালাতে পূরি
গৌরীদাস দিলে সভাকারে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
লইলেন পরম সাদরে॥
মাল্যচন্দন করি হাতে কহিছেন সীতানাথে
অর্পণ করিব আগে কারে।
মহাপ্রভু দিলে সায় আগে নিত্যানন্দ রায়
পিছে দেহ আর সভাকারে॥
প্রভু বাক্যে গৌরীদাসে মাল্যচন্দন লয়ে হর্ষে
একে একে সবাকারে দিলা।
প্রেমাবেশে গৌরহরি নাচে গায় ফিরি ফিরি
নরোত্তম আনন্দে ভাসিলা॥

—ক.বি. ২৩৯০

১৬০

প্রভু কহে গৌরীদাস করহ রন্ধন।
চারিমূর্ত্তি একত্রেতে করিব ভোজন॥
এত শুনি গৌরীদাসের আনন্দিত মন।
স্নান করি (তারপর) করিল রন্ধন॥
রন্ধন করিয়ে চারি ভোগ সাজাইল।
আচম্বিতে চারিমূর্ত্তি দুয়ারে দেখিল॥
আনন্দেতে চারিজন করয়ে ভোজন।
তা দেখিতে গৌরীদাসের আনন্দিত মন॥

প্রভু পাঠাইল তারে ভোজন করিতে ।
ভোজন করিয়ে আইল প্রভুর সাক্ষাতে ॥
প্রভু কহে গৌরীদাস শুনহ বচন ।
বান্ধিয়ে রাখহ তোমার যায়ে লয় মন ॥
এত শুনি গৌরীদাসের আনন্দ উল্লাস ।
আনন্দ সায়রে ভাসে নরোত্তম দাস ॥

—ক.বি. ৪২১০

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ঠং স্থাপিতং যে ভূতলে।
সোহং রূপ কদাম্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥*

(১)

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দো মুঞি সাবধান মনে ।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিঞা যাই
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হএ যাহা হনে ॥

পাঠান্তরের সংকেত

১. ক = সা.প. ২৩৩৫ পুথি
২. খ = সা.প. ১৩৭২ পুথি
৩. গ = শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত সংস্করণ

* 'শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ঠং' ইত্যাদির পূর্বে ও পরে একটি করিয়া শ্লোক দৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী শ্লোক—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ (ক, খ, গ)

পরবর্তী শ্লোক—

অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ ।
কলিত শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান বিধুর্জয়তি ॥ (গ)

গুরু মুখ পদ্ম বাক্য হৃদে করি মহা সক্ক[১]
আর না করিহ[২] মনে আশা।
শ্রীগুরু চরণে রতি এই[৩] সে উত্তম গতি
[৪]প্রসাদে পূরিব সব আশা[৪] ॥
চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম ভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এ[৫] যশ ঘুসুক[৬] ত্রিভুবন ॥
বৈষ্ণব চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
[৭]মার্জনাতে ভব জন[৭] সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥
জয় সনাতন রূপ প্রেম [৮]ভকতির কুপ[৮]
যুগল উজ্জ্বলময়[৯] তনু।
যাহার[১০] প্রসাদে লোক পাসরিল সব[১১] শোক
প্রকট কল্পতরু জনু ॥
প্রেমভক্তি বলি[১২] যত নিজ গ্রন্থে [১৩]কব কত[১৩]
লিখিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ[১৪] হৈতে [১৫]পরানন্দ হয় চিতে[১৫]
যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥

[১]মহাশঙ্কা (গ) [২]করিব (খ) [৩]সেই (খ)
[৪-৪]সে প্রসাদে পুরে আশা (ক, খ, গ) [৫]এবে (ক, খ, গ)
[৬]ঘুষু (ক) [৭-৭]মার্জনা হয়ে (হয়) ভজন (ক, খ), মার্জন হয় ভজন (গ)
[৮-৮]ভক্তিরস-ভূপ (খ), ভক্তিরস-কূপ (গ) [৯]উজ্জ্বলরস (গ) [১০]যুঁহার (গ)
[১১]সব (গ) [১২]রীত (ক, খ), রীতি (গ) [১৩-১৩]বেকত (ক, খ) সুব্যকত (গ)
[১৪]স্মরণ (খ) [১৫-১৫]পরমানন্দ পাই চিতে (ক)

যুগলকিশোর[১] প্রেম লক্ষ বাণ জেন[২] হেম
হেন ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই[৩] ধন
সে রতন মোর গলে হারা ॥
শ্রীভাগবত[৪] শাস্ত্র মর্ম নববিধি[৫] ভক্তি ধর্ম
সদাই করিব সুসেবনে[৬]।
অন্য দেবাশ্রয় নাঞি তোমারে কহিল[৭] ভাই
এই তত্ত্ব[৮] পরম যতনে[৯] ॥
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য [১০]করিয়া চিত্তেতে সক্ষ[১০]
সদত ভাবিব [১১]হৃদি[১১] মাঝে।
কর্মীজ্ঞানী ভক্তিহীন [১২]তাহাকে করিহ ভিন্ন[১২]
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥*

(২)

অন্য অভিলাষ করি[১৩] [১৪]জ্ঞান কর্ম[১৪] পরিহরি
কায়মনে করিহ[১৫] যতন[১৬]।
সাধু সঙ্গে[১৭] কৃষ্ণসেবা না পূজিহ[১৮] দেবী দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
মহাজন[১৯] যেই পথ[২০] তাহে[২১] হব অনুরত[২২]
পূর্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়মনে করিয়া সুসার ॥

[১] মধুর (খ) [২]জিনি (গ) [৩]সেই (খ,গ) [৪]ভাগবত (খ,গ), [৫]নববিধ (গ)
[৬] সুসেবন (গ) [৭]কহিলাও (খ), কহিনু (গ) [৮]ভক্তি (গ) [৯]ভজনে (খ), ভজন(গ)
[১০-১০]করিয়া চিত্তেতে ঐক্য (ক,খ), চিত্তেতে করিয়া ঐক্য (গ)
[১১-১১]ভাসিব প্রেম (ক,খ,গ) [১২-১২]ইহাকে করিব ভিন (ক,খ,গ)
*অতঃপর অতিরিক্ত—
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (গ)
[১৩]ছাড়ি (খ) [১৪-১৪]কর্মীজ্ঞানী (খ) [১৫]করিব (ক,খ,গ) [১৬]ভজন (ক,গ)
[১৭]সাধুসঙ্গ (ক) [১৮]পূজিব (ক,খ,গ) [১৯]মহাজনে (খ,গ) [২০]পথে (ক)
[২১]তাতে (খ) [২২]অনুরতে (ক)

[১]অসত সঙ্গতি সদা ত্যাগ কর অন্য গীতা
আর কর্ম পরিহরি দূরে[১] ॥
কেবল ভকত সঙ্গে[২] প্রেমভক্তি রঙ্গে[৩]
[৪]তত্ত্ব কথা কহিল তোমারে[৪] ॥
[৫]যোগী সন্ন্যাসী জ্ঞানী অন্য দেবে পূজ কেনি[৫]
ইহলোক[৬] দূরে পরিহরি ।
[৭]ধর্ম কর্ম দুঃখ সুখ[৭] যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের শ্রম
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ ভজনে[৮] ।
[৯]সুদৃঢ় হৃদয় করি[৯] মদ মাৎসর্য পরিহরি
সদা কর [১০]চৈতন্য ভজনে[১০] ॥
কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে[১১] করি কৃষ্ণ ভক্তি[১২] অঙ্গে হেরি
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্তন ।
অর্চন স্মরণ ধ্যান নববিধি[১৩] মহাজ্ঞান
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
[১৪]হৃদে গোবিন্দের[১৪] সেবা না পূজিহ[১৫] দেবীদেবা
এইত অনন্য ভক্তি কথা ।
আর যত উপালম্ভ বিশেষে সকলি দম্ভ
দেখিতে[১৬] লাগএ মনে ব্যথা ॥

[১-১]অসত সঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ, কর্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে । (খ,গ) [২]সঙ্গ (ক,খ,গ) [৩]রঙ্গ (ক,খ) রসরঙ্গ (গ)
[৪-৪]লীলাকথা ব্রজরসপুরে ক,খ,গ)
[৫-৫]যোগী ন্যাসি কর্মজ্ঞানী, অন্যদেবপূজকধ্যানী (ক,খ,গ)
[৬]এহ লোক (খ) [৭-৭]কর্ম ধর্ম দুঃখ শোক (ক,খ,গ)
[৮]চরণে (ক,খ,) চরণ (গ) [৯-৯]দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে করি (ক,খ,গ)
[১০-১০]অনন্য ভজনে (ক,খ), অনন্য ভজন (গ) [১১]সঙ্গ (ক,খ,গ)
[১২]ভক্ত (গ) [১৩]ভক্তি (ক,খ,গ)
[১৪-১৪]হৃষিকেশ গোবিন্দ (ক,খ), হৃষীকে গোবিন্দ (গ)
[১৫]পূজিব (ক,খ,গ) [১৬]দেখিলে (খ)

দেহে বৈসে রিপুগণ[১]　　যতেক ইন্দ্রিয় জন[২]
　　কেহো কার বাধ্য নাহি হয় ।
শুনিলে না শুনে কানে[৩]　　জানিলে না জানে প্রাণে[৪]
　　দড়াইতে না পারে[৫] নিশ্চয় ॥
কামক্রোধ লোভ মোহ　　মদ মাৎসর্য দম্ভ সহ
　　স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব ।
আনন্দ করি হৃদয়　　রিপু করি পরাজয়
　　অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
কৃষ্ণসেবা কর্মার্পণে[৬]　　ক্রোধ ভক্ত দ্বেষী জনে
　　লোভে[৭] সাধুসঙ্গে হরি কথা ।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে　　মদ কৃষ্ণ গুণগানে
　　নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥
অনা(থা) স্বতন্ত্র কাম　　অনর্থাদি যার ধাম
　　ভক্তি পথে সদা দেই ভঙ্গ ।
কিবা সে[৮] করিতে পারে　　কামক্রোধ সাধকেরে
　　[৯]যদি হএ সাধু জন সঙ্গ[৯] ॥
ক্রোধ[১০] বা না করে কিবা,　　ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা
　　লোভ মোহ এ সব[১১] কথন ।
ছয় রিপু সদাহীন　　করিহ[১২] মনের ধীন[১৩]
　　কৃষ্ণচন্দ্রে[১৪] করিয়া স্মরণ ।

[১]রিপুজন (ক,খ)　[২]গণ (ক,খ,গ)　[৩]কান (গ)
[৪]প্রাণ (গ)　[৫]পারি (ক,খ,গ)
[৬]কামার্পণে (গ)　[৭]লোভ (ক,খ,গ)
[৮] বা (ক)　[৯-৯]সাধুজনার যদি হয় সঙ্গ (ক,খ)
[১০]ক্রোধে (ক,গ), ক্রোধেতে (খ)　[১১]এই ত (ক, খ, গ)　[১২]করিব (ক, খ, গ)
[১৩]অধীন (গ)　[১৪]কৃষ্ণচন্দ্র (ক, খ, গ)

আপনি পালাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ রব
সিংহনাদে[১] যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে[২] মহানন্দ সুখ পাবে[৩]
প্রেমভক্তি পরম কারণ[৪] ॥
[৫]সদত হাদএ কুটি[৫] ছাড় অন্য পরিপাটি
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে পিরিতি সবাই[৬] টানে
ভক্তি পথে পড়এ বিগতি ॥
আপন ভজন পথ তাহে[৭] হবে অনুরত
ইষ্টদেব স্থানে লীলাগান[৮]।
নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিল ভাই
হনুমান তাহাতে প্রমাণ[৯] ॥*
দেবলোক পিতৃলোক পায় তারা মহাসুখ
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণি[১০]।
যুগল ভজল[১১] যারা প্রেমানন্দে ভাসে তারা
[১২]ত্রিভুবন তাহার নিছনি[১২] ॥

[১]রবে (ক, খ, গ) [২]যায় (ক, গ) [৩]পায় (ক, গ)

[৪]প্রেমভক্তি পরম কারণ চরণটির স্থানে ক, খ, গ-তে আছে 'যার হয় একান্ত ভজন' অতঃপর চারটি অতিরিক্ত চরণ, যথা—

'না করিহ অসৎচেষ্টা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ।
সকল বিপত্তি যাব (যায়, যাবে)
মহানন্দ সুখ পাব (পায়, পাবে)
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥' (ক, খ, গ)

[৫-৫]অসৎক্রিয়া কুটিনাটি (ক, খ, গ) [৬]সভার (গ)

[৭]তাথে (খ) [৮]গানে (ক, খ) [৯]প্রমাণে (ক, খ)

*অতঃপর অতিরিক্ত—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ। —(গ)

[১০]অনুক্ষণ (গ) [১১]ভজয়ে (গ) [১২-১২]তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন (গ)

পৃথক আয়াস[১] যোগ দুঃখময় বিষ ভোগ
ব্রজবাস গোবিন্দ সেবনে[২]।
[৩](কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম সত্য সত্য রসধাম
ভক্তগণ সঙ্গে অনুক্ষণে[৩] ॥)
সদা সেব[৪] অভিলাষ [৫]করি মনে বিশ্বাস[৫]
সর্বথা(য়) হইয়া[৬] নির্ভয়।
নরোত্তম দাস বলে পড়িনু বিষয়[৭] ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥

(৩)

তুমি ত দয়ার সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসত ভোলে কাম তিমিঙ্গিল[৮] জালে[৯]
অহে নাথ [১০]মোরে কর ত্রাণ[১০] ॥
যাবত জনম মোর অপরাধে হনু[১১] ভোর
নিকপটে[১২] না ভজিনু তোমা।
তথাপি তোমায়[১৩] গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
মোর[১৪] সম নাহিক অধমা ॥
পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই[১৫] অপরাধী [১৬]তথাপি তোমায়[১৬] গতি
সত্য সত্য যেন পতি সতি ॥

[১] আবাস (গ) [২]ভজনে (ক), সেবন (গ)
[৩-৩]'কৃষ্ণকথা...অনুক্ষণে' অংশটি ক ও খ পুথি হইতে গৃহীত। আদর্শ পুথিতে লিপিকরের অনবধানতা-বশতঃ ইহা বাদ পড়িয়া গিয়াছে।
[৪] সেবা (ক, খ, গ) [৫-৫]মনেতে করি বিশ্বাস (গ) [৬] হইব (খ)
[৭] অসৎ (খ, গ) [৮]তিমিঙ্গিলে (ক, গ) [৯]গিলে (ক, খ, গ)
[১০-১০]কর পরিত্রাণ (গ) [১১]হৈনু (ক, খ, গ) [১২]নিষ্কপটে (খ, গ)
[১৩]তোমাতে (খ), তুমি (গ) [১৪]মুক্রি (ক), মো (খ), আমা (গ)
[১৫]হও (ক, খ, গ) [১৬-১৬]তথাপিহ তুমি (ক, খ, গ)

তুমি ত পরম দেবা নাহি মোরে উপেখিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥
কামে মোর হতচিত নাহি [১]শুনে নিজ হিত[১]
মনের না ঘুচে দুর্বাসনা।
মোহে[২] নাথ অঙ্গিকুরু বাঞ্ছা-কল্পতরু
করুণা দেখুক সর্বজনা ॥
মো সম পাতকি[৩] নাঞি ত্রিভুবনে দেখি[৪] চাই
নরোত্তম [৫]বড়ই পামর[৫]।
ঘুষুক সংসারে নাম পতিত উদ্ধার শ্যাম
নিজদাস কর গিরিধর ॥
নরোত্তম বড় দুঃখী নাথ মোরে কর সুখী
তোমার ভজন সংকীর্তনে।
অন্তরায় [৬]নহে যাহে[৬] এই ত পরম ভএ[৭]
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে ॥

(৪)

অন্য[৮] কথা অন্য[৯] বেথা নাহি[১০] যেন যাও তথা
তোমার চরণস্মৃতি মাজে।
অবিরত অবিরল[১১] তুয়া গুণে কলকল
গাই[১২] সতের সমাঝে।

[১-১]মানে হিতাহিত (ক) [২]মারে (খ, গ) [৩]পতিত (ক, খ, গ)
[৪]দেখ (ক, খ, গ) [৫-৫]পাবন নাম ধর (ক, খ, গ)
[৬-৬]নাহি যায় (গ) [৭]ভয় (গ) [৮]আন (ক, খ, গ)
[৯]আন (ক, খ, গ) [১০]নহে (ক, খ) [১১]অবিকল (ক, খ, গ)
[১২]গাও (ক, খ) গ)

অন্যব্রত অন্যদান নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান
অন্য সেবা অন্য দেব পূজা।
[১]হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি[১] বেড়াও আনন্দ করি
মো[২] জনে নহে আর দুজা॥
[৩]মরণে জীবনে[৩] গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি
দুহাঁর পিরিতি রস সুখে।
যুগল [৪]সঙ্গতি যার[৪] মোর প্রাণ গলে হার[৫]
[৬]এ কথা রহক[৬] মোর বুকে॥
যুগল চরণ সেবা যুগল চরণ ধ্যেবা
যুগলের[৭] মনের পিরিতি।
যুগল-কিশোর-রূপ কামরতি গণে[৮] ভূপ
মনে রহ ও লীলা কিরিতি॥
দশনেতে তৃণ ধরি হাহা কিশোর কিশোরী
চরণাম্বুজে[৯] নিবেদন করি।
ব্রজরাজকুমার শ্যাম বৃকভানুকুমারী নাম
শ্রীরাধিকা[১০] মনোহারি॥
কনক কেতকী রাই শ্যাম মরকত তাই[১১]
দরপ-দরপ করু চুর।
নটবর শিখরিনী নটিনীর শিরোমণি
দুহুঁ গুণে দুহুঁ মন ঝুর॥
শ্রীমুখ সুন্দর বর হেম নীল কান্তি ধর
ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল পীত বাসধর গোরি শ্যাম মনোহর
অন্তরের ভাবে দুহুঁ[১২] লোভা॥

[১-১]হাহা কৃষ্ণ বলি বলি (ক, খ, গ)
[২-২]মনে আর নহে যেন দুজা (ক, খ, গ) [৩-৩]জীবনে মরণে (খ, গ)
[৪-৪]সঙ্গতি যাঁরা (ক, গ), ভজন যারা (খ) [৫]হারা (ক, খ, গ)
[৬-৬]এ কথা রহ (ক, খ, গ) [৭]যুগলেতে (গ)
[৮]গণ (ক, খ, গ) [৯]চরণাব্জে (ক, খ, গ)
[১০]শ্রীরাধিকার নাম (ক), শ্রীরাধিকারমণ (খ), শ্রীরাধিকারামা (গ)
[১১]কায় (ক, খ), কাঁই (গ) [১২]ভোরা (ক)

অভরণ মণিময় [১]প্রতি অতি অঙ্গে ময়[১]
[২]কহে তাহা[২] নরোত্তম দাসে।
নিশি দিশি গুণ গাও [৩]পরম আনন্দ[৩] পাও
মনে মোর এই অভিলাষে ॥

(৫)

রাগের ভজন পথ কহি এবে অভিমত
লোক বেদ সার এই বাণী।
সখির অনুগা হৈয়া [৪]ব্রজ সিদ্ধি দেহ পায়্যা[৪]
সেই ভাবি [৫] জুড়াব[৬] পরাণি ॥
রাধিকার সখি যত তাহা না কহিব কত
মুখ্য সখি করিএ গণন।
ললিতা বিশাখা তথা সুচিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা [৭]অষ্টজন এক সখা[৭]
[৮]আর কহি শুন সখি(গ)ণ[৮]।
[৯]ললিতার মন্দ গতি সদাই কৃষ্ণতে মতি
তাঁর সম কাহার গণন[৯] ॥

[১-১]প্রতি অঙ্গে অভিনয় (ক, গ), অঙ্গে অঙ্গে অভিনয় (খ)
[২-২]তছুপদে (ক, খ), কহে দীন (গ) [৩-৩]মহানন্দ সুখ (খ)
[৪-৪]ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাঞা (ক, খ, গ) [৫]ভাবে (খ, গ) [৬]জুড়াবে (গ)
[৭-৭]অষ্টজন এই লেখা (ক, খ) ; এই অষ্ট সখী লেখা (গ)
[৮-৮]এবে কহি নর্ম সখিগণ (ক, খ, গ) [৯-৯]'ললিতার···গণণ' ইত্যাদি স্থানে—
কহি তার বিবরণ শুন সবে একমন
যেই যে রূপের নিজগণ।"—(খ)
ইহোঁ সেবা-সহচরী প্রিয়প্রেষ্ট নাম ধরি
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ ॥—(গ)
অতঃপর গ-তে অতিরিক্ত—
সমস্নেহা বিষম স্নেহা না করিহ দুই লেহা
কহিমাত্র অধিকস্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে
নর্মসখী এই সবজন ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী সার[১] শ্রীরতিমঞ্জরী আর[২]
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে কস্তু(রি)কা আদি রঙ্গে
প্রেম সেবা করে কুতুহলী॥
এ সব[৩] অনুগা হৈয়া প্রেমসেবা নিব চায়্যা
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে[৪]।
রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখি মাঝে[৫]॥
বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দিকে[৬] সখিগণ
সময় রসবর[৭] সুখে।
সখির ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব তবে[৮]
তাম্বুল [৯]যোগাব সখি[৯] মুখে॥
যুগল চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ দেহে পাই[১০] তাহা
রাগ পথের এই সে উপায়॥
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধ দেহে তাহা পাই
[১১]পক্ব অপক্ব মাত্র[১১] বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্বে সাধন কতি[১২]
ভকতি লক্ষণ তত্ত্ব সার॥

[১]সার (ক খ, গ) [২]সার (ক, খ, গ) [৩]এ সভার (গ)
[৪]কাজ (গ) [৫]মাঝ (গ) [৬]চারিদিকে (গ)
[৭]করিব রস (ক), বস্যাব রস (খ), সেবা রস (গ) [৮]কবে (ক, খ, গ)
[৯-৯]খাওয়াব চাঁদ (ক, খ), যোগাব চাঁদ (গ) [১০]পাব (খ, গ)
[১১-১১]পক্কাপক্ব মাত্র এই (ক), পক্কাপক্ব এ মাত্র (খ), পক্কাপক্ব মাত্র সে (গ)
[১২]কহি (ক, খ), খ্যাতি (গ)

নরোত্তম দাস কয় এই যেন মোরে[১] হয়
[২]ব্রজপুর অনুরাগ বাসে[২] ।
সখিগণ গণনাতে আমারে লিখিহ[৩] তাতে
[৪]তবহি পুরব অভিলাষে[৪] ॥
সখিনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানাং বাসনাময়ীম্ ।
আজ্ঞা সেবা পরাং তত্ত্ব কৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
কৃষ্ণস্মরণ্ জনঞ্চাস্য নিজপ্রেষ্ঠ ময়ি স্থিতম্ ।
তত্ত্ব-কথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

(৬)

যুগল চরণ প্রীতি পরম আনন্দ তথি
রতি প্রেম হউ[৫] পরবন্ধে ।
কৃষ্ণ নাম রাধানাম উপাসক[৬] রস ধাম
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥
মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম[৭]
[৮]বিলাস যুগল[৮] স্মৃতি সার ।
সাধ্য সাধন এই ইহা বিনে[৯] আর নাহি
এই তত্ত্ব সর্ব্ব-রতি[১০] সার ॥
জলদ সুন্দর কান্তি মধুর মধুর ভাঁতি
বৈদগধি অবধি সুবেশে[১১] ।
পীত বসন ধর অভরণ মণিবর
[১২]মোর চন্দ্র করু কেশে[১২] ॥

[১]মোর (ক, খ, গ) [২-২]ব্রজপুরে অনুরাগ বাসে (খ), ব্রজপুরে অনুরাগে বাস (গ)
[৩]লেখিবে (ক), গণিবে (গ) [৪-৪]তবহুঁ পূরিব অভিলাষ (গ)
[৫]ময় (গ) [৬]উপাসনা (গ) [৭]নাম (গ)
[৮-৮]যুগলবিলাস (গ) [৯]বই (খ, গ)
[১০]এই বিধি (ক), সর্ববিধি (খ, গ) [১১]সুবেশ (ক, খ, গ)
[১২-১২]ময়ূর-চন্দ্রিকা করু কেশ (খ, গ)

মৃগমদ চন্দন কুমকুম পরিলেপন[১]
মোহন মুরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলি শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি
মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ ॥
ঈষৎ মধুর স্মিত বৈদগধি লীলামৃত
লুব্ধল ব্রজবধূ বৃন্দে।
চরণ কমল পর মণিময় নূপুর
নখমণি ঝলমল[২] চন্দ্রে ॥
নূপুর মরালধ্বনি [৩]শুনি রাধা ঠাকুরাণী[৩]
শুনিঞা রহিতে নারে ঘরে।
হাসএ বাজয়ে[৪] রতি যেন মনে[৫] পতি সতী
কুলের ধরম যায় দূরে ॥
গোবিন্দ শরীর[৬] সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
বৃন্দাবন-ভূমি তেজময়।
শীতল করুণা[৭]কর কল্পতরু গুণধর
[৮]তরুণ···সে নাচয়[৮] ॥*

[১]বিলেপন (ক, খ, গ) [২]জনু বালা (ক, খ), জিনি বাল (গ)
[৩-৩]কুলবধূ মরালিনী (ক, খ, গ) [৪]বাড়ল (ক), বাড়য়ে (খ, গ)
[৫]মিলে (ক, খ, গ) [৬]চরণ (গ) [৭]কিরণ (ক, খ, গ)
[৮-৮]তরুলতা ষড়ঋতু সেবয় (ক, খ)
তরুলতা ষড়ঋতু রয় (গ)

*অতঃপর গ-তে অতিরিক্ত—
পূর্ণচন্দ্র সম জ্যোতি চিদানন্দময় মূর্তি
মহানন্দ দরশন-লোভা।

গোবিন্দ আনন্দময় নিকটে বনিতাচয়
বিহরে মধুর অতি শোভা।
[1]ব্রজপুর বনিতার চরণ আশ্রয় সার
মনেতে হইয়া অতি লোভা[1] ॥
[2]একত্র সকল সখি মনে হৈয়া কৌতুকী
করু মন একান্ত করিয়া[2]।
অনাবোল গণ্ডগোল [3]নাহি শুনি[3] উতরোল
রাখ প্রেম হৃদএ ধরিয়া[4] ॥*
পাপপুণ্যময় দেহী সকল অনিত্য এহি
[5]কাজ না সহিব মিছা সব[5]।
মরিলে যাইবে কোথা [6]না পাই ইহাতে[6] ব্যথা
নিতি কর তবু[7] কার্য্য মন্দ ॥

[1-1]'ব্রজপুর বণিতার…লোভা' ইত্যাদি স্থানে—
ব্রজবধূ বিনু কভু অন্যরস নয় প্রভু
ব্রজবধূজনের অতি শোভা।—(ক)
—দুহরূপে ডগমগি দুহুঁ দোহুঁ অনুরাগী
দুহুঁরূপে দুহুঁ মনলোভা ॥—(খ)
—ব্রজপুর বণিতার চরণ আশ্রয় সার
কর মন একান্ত করিয়া।—(গ)
[2-2]'একত্র সকল…করিয়া' ইত্যাদি স্থানে—
ব্রজপুর বণিতার চরণ আশ্রয় সার
ভাব (কর) মন একান্ত করিয়া। (ক, খ)
গ-তে এই অংশটি নাই।
[3-3]না শুনিহ (ক, খ), নাহি শুন (গ) [4]ভরিয়া (ক, গ), ভাবিয়া (খ)
*অতঃপর গ-তে অতিরিক্ত—
কৃষ্ণ প্রভু একবার করিবেন অঙ্গীকার
ভোল মন এ সত্য বচন।
ধন্যলীলা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ
ধন্য সখী মঞ্জরীর গণ ॥
[5-5]ধন জন মিছা সব বন্ধ (ক), ধনজন সব মিছা ধন্দ (খ, গ)
[6-6]ইহাতে না চাও (ক), না পাও ইহাতে (খ, গ) [7]তব (ক), ভব (খ)

রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয় ।
হেন মায়া করে যেই পরম ঈশ্বর সেই
তারে মন সদা কর ভয় ॥
পাপে না করিহ মন অধম যে পাপিজন
তারে মন দূরে পরিহর[১] ।
পুণ্য যে সুখের ধাম তার না লইহ নাম
পুণ্য মুক্তি দূরে[২] ত্যাগ কর[৩] ॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি তাহে[৪] ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষার নিধি প্রায় ।
নিরন্তর সুখ পাবে সকল সন্তাপ যাবে
সব[৫] তত্ত্ব কহিল উপায় ॥
অন্য[৬] পরশ যেন নহে কদাচিত হেন
ইহাতে হইবে[৭] সাবধান ।
রাধাকৃষ্ণ গুণ[৮] গান এই সে পরম ধ্যান
আর না করিহ পরিণাম[৯] ॥
কর্মজ্ঞানী মিছা ভক্ত না হবে[১০] তাহে[১১] অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনে কর[১২] মন ।
[১৩]ব্রজজন যেনা[১৩] রীত [১৪]তাহে হবে[১৪] অনুরত
এই সে পরম তত্ত্ব ধন ॥
প্রার্থনা করিহ[১৫] সদা শুদ্ধভাবে প্রেমকথা
নামমন্ত্রে করিয়া অভেদ ।
আস্তিক করিয়া মন ভজ রাঙা দুচরণ[১৬]
পানে[১৭] (?) পাপ হবে পরিচ্ছেদ ॥

[১]পরিহরি (গ) [২]দুই (ক, খ, গ)
[৩]করি (গ) [৪]তাথে (ক, খ) [৫]পরম (ক, খ), পর (গ)
[৬]অনোর (ক, খ, গ) [৭]হইব (ক) [৮]নাম (ক, খ, গ)
[৯]পরমাণ (ক, খ, গ) [১০]হব (খ) [১১]তাথে (ক,খ), তায় (গ)
[১২]করি (ক) [১৩-১৩]ব্রজজন যেন (ক), ব্রজজনের যেই (খ,গ)
[১৪-১৪]তাথে হব (ক,খ) [১৫]করিব (ক,খ,গ) [১৬]শ্রীচরণ (ক,খ,গ) [১৭]গ্রন্থি (ক,খ,গ)

[১]রাধাকৃষ্ণ চরণ কমলে বলি যাও[১] ।

[২]তোমা নাম শুভ[২] শুনি ভক্তমুখে পুনি পুনি

পরম আনন্দ সুখ পাও ॥

[৩]হেমতনু গোরী[৩] রাই দেখি[৪] দরশন চাই

রোদন করিত[৫] অভিলাষে ।

জলনিধি[৬] চল চল[৭] অঙ্গ অতি মনোহর[৮]

রূপে ভুবন পরকাশে ॥

সখিগণ চারি পাশে সেবা করে অভিলাষে

[৯]পরশে সভার[৯] সুখ ধরে ।

এই [১০]মন প্রাণ[১০] মোর [১১]হইব সে রসে[১১] ভোর

নরোত্তম সদাই বিহরে ॥

(৭)

রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান স্বপনে না বলো আন

প্রেম বিনু আন নাহি চাও ।

যুগল কিশোর[১২] প্রেম [১৩]লোকমাঝে যেন[১৩] হেম

আরতি পিরিতি রসে ধাও[১৪] ॥

জল বিনু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ুহীন

প্রেম বিনু এই মত ভক্ত ।

চাতক জলদ গতি এমত[১৫] একান্ত রতি[১৬]

জানি[১৭] সেই যেই অনুরক্ত ॥

১-১'রাধাকৃষ্ণ'''যাও' ইত্যাদি স্থলে গ-তে আছে—

রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ সেই মোর স্মরণ

শীতল কমল বরি যাঁউ ।

২-২তোমা নাম শুনি (ক), তোমার যে গুণ (খ), দুহুঁ নাম শুনি (গ)

৩-৩হেমগৌরী তনু (খ,গ) [৪]আঁখি (ক,খ,গ) [৫]করয়ে (ক,খ), করিব (গ)

[৬]জলধর (ক,খ,গ) [৭]চরচর (গ) [৮]নিরমল (খ)

৯-৯পরম সে শোভা (ক,খ,গ) ১০-১০তনে মনে (ক,খ,গ)

১১-১১এই রসে মন (ক,খ), ঐছে রসে হঞা (গ) [১২]মধুর (খ)

১৩-১৩লোহামাকে যেন (ক), যেন লক্ষবান (গ) [১৪]ধাঁউ (গ)

[১৫]এমতি (ক,গ) [১৬]মতি (ক), রীতি (গ) [১৭]জানে (খ,গ,)

মরন্দ ভ্রমরা যেন 	চকোর চন্দ্রিকা তেন
পতিব্রতা জনে যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন 	যেন দরিদ্রের হেম[১]
এই মত প্রেমভক্তি রতি[২] ॥
বিষয় গরল ময় 	[৩]তাহে মানে[৩] সুখচয়
সে না সুখ দুঃখ করি মান।
গোবিন্দ-বিষয়-রস 	[৪]সঙ্গে করি[৪] তার দাস
প্রেমভক্তি সত্য করি মান[৫] ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট 	[৬]দৃষ্ট করি হবে[৬] রুষ্ট
গুণ[৭] বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ বিমুখ জন[৮] 	স্ফূর্তি নহিলে[৯] ধন[১০]
লৌকিক করিয়া সে[১১] জানে ॥
[১২]অজ্ঞানী বিমুগ্ধ[১২] যত 	নাহি লয় সত মত
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন 	জগমাঝে সেই দীন
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥
আর সব পরিহরি 	পরম ঈশ্বর হরি
সেব মনে[১৩] প্রেম করি আশা।
এক ব্রজরাজেশ্বর[১৪] 	গোবিন্দ রসিকবর[১৫]
করহ সদাই অভিলাষা ॥
নরোত্তম দাস কহে 	[১৬]মোর প্রাণ সদা[১৬] দহে
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর 	মিছাতে[১৭] হইনু ভোর
[১৮]দুঃখ রুহু অন্তরে জাগিয়া[১৮] ॥

[১]ধন (ক, খ, গ) 	[২]রীতি (ক,খ,গ)
[৩-৩]তাথে মান (ক,খ,গ) 	[৪-৪]সঙ্গ কর (গ) 	[৫]জান (খ,গ)
[৬]দৃষ্টি করি হয় (খ,গ) 	[৭]গুণহি (গ) 	[৮]জনে (গ)
[৯]নহে হেন (ক,খ,গ) 	[১০]ধনে (গ) 	[১১]সব (খ,গ)
[১২-১২]অজ্ঞান বিশুদ্ধ (ক,খ), অজ্ঞান বিমুখ (গ) 	[১৩]মন (ক,খ,গ)
[১৪]ব্রজরাজপুরে (গ) 	[১৫]রসিকবরে (গ) 	[১৬-১৬]সদা মোর প্রাণ (ক,খ,গ)
[১৭]মিছাই (ক), মিথ্যাতে (খ), মিছায় (গ), 	[১৮-১৮]দুঃখে রহু অন্তর জানিঞা (ক)

(৮)

বচনের অগোচর বৃন্দাবন [১]স্থান যার[১]

সুপ্রকাশ[২] প্রেমানন্দ ঘন।

যাহাতে প্রকট সুখ নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ

কৃষ্ণ লীলা-রস অনুক্ষণ॥

রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ প্রেম [৩]শতধারা যেন[৩] হেম

যাহার হিল্লোল[৪] রসসিন্ধু।

চকোর-নয়ন প্রেম[৫] কামরতি করে ধ্যান

পিরিতি সুখের[৬] দুহুঁ বন্ধু॥

রাধিকা প্রেয়সীবরা বামদিগে মনোহরা

কনক-কেশর-কান্তিধরে।

অনুরাগে রক্ত শাড়ি নীলপট্ট মনোহারী

অঙ্গে ভাল[৭] অভরন বরে[৮]॥

করত্র লোচন প্রাণ[৯] রূপলীলা [১০]দুহু পান[১০]

আনন্দে মগন সহচরী।

বেদবিদ্যা[১১] অগোচর রতন বেদীর পর

সেবোঁ নিতি[১২] কিশোর কিশোরী॥

দুর্লভ ভজন হেন [১৩]নাহি ভজ[১৩] হরি কেন

কি [১৪]লাগি মরহ[১৪] ভববন্ধে।

ছাড় অন্য ক্রিয়াকর্ম নাহি দেখ বেদ ধর্ম্ম

ভক্তি কর কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্বে॥

১-১যার স্থল (ক.খ), লীলাস্থল (গ) ২স্বপ্রকাশ (ক.গ)
৩-৩শতবাণ (ক.গ.), যেন জাম্বুনদ (খ) ৪হিল্লোলে (খ)
৫যেন (খ) ৬রসের (ক), সুখের (খ.গ)
৭অঙ্গে (খ.গ) ৮পরে (ক.গ) ৯পান (খ.গ)
১০-১০রহ প্রাণ (ক), দুহুঁ প্রাণ (খ), দুহুঁ গান (গ) ১১বিধি (ক.খ.গ)
১২মন (ক) ১৩-১৩না ভজিলে (খ) ১৪-১৪লাগিয়া মর (গ)

[১]বিষয় বিষম[১] গতি নাহি ভজ ব্রজপতি
(শ্রী) নন্দ নন্দন সুখ সার[২] ।
স্বর্গ আর অপবর্গ সংসার নরক ভোগ
[৩]সর্ব্বনাশা সে জন ধিঃকার[৩] ॥
[৪]দেহেতে না করি[৪] আস্থা মন্দ রীতে যম শাস্তা
দুঃখের[৫] সমুদ্র কর্ম্ম[৬] গতি ।
দেখিঞা শুনিঞা ভজ সাধু শাস্ত্র মত[৭] জজ
যুগল চরণে কর গতি[৮] ॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া কেনে[৯] খায় ।
নানা যোনি ফিরি ফিরি[১০] কদর্য্য ভক্ষণ করি[১১]
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি অন্য জনে[১২] বলে পতি
প্রেমভকতি নাহি জানে ।
নাহি ভক্তি[১৩] সন্ধান ভরমে করএ ধ্যান
বৃথা তার সে ছার জীবনে ॥
জ্ঞান কর্ম[১৪] কহে[১৫] লোক নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানামতে [১৬]হইয়া অজ্ঞান[১৬] ।
তার কথা[১৭] নাহি শুনি পরমার্থ তত্ত্ব জানি
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥
জগৎ ব্যাপক হরি অজ ভব আজ্ঞাকারী
মধুর মুরতি লীলাকথা ।
এই[১৮] তত্ত্ব জানে যেই পরম ঈশ্বর[১৯] সেই
তার সঙ্গ করিহ[২০] সর্বথা ॥

[১-১]বিষম বিষয় (ক), বিষম বিষয়ী (খ) [২]চরণ সুসার (ক)
[৩-৩]সর্বনাশ জনম বিকার (ক, খ, গ) [৪-৪]দেহে না করিহ (ক, গ)
[৫]দুঃখ (ক) [৬]হেন (খ) [৭]মত (ক, খ, গ) [৮]রতি (খ, গ)
[৯]যেবা (গ) [১০]সদা ফিরে (ক, খ, গ) [১১]করে (ক, খ, গ) [১২]দেবে (খ)
[১৩]ভক্তির (ক, গ) [১৪]কাণ্ড (খ) [১৫]করে (ক, গ)
[১৬-১৬]হঞা অগেয়ান (ক, খ, গ) [১৭]বাক্য (খ)
[১৮]হেন (খ) [১৯]উত্তম (ক, খ, গ) [২০]করিব (ক, খ, গ)

পরম নাগর কৃষ্ণ [১]তাহে হয় সতৃষ্ণ[১]
ভজ তাঁরে ব্রজ ভাব লঞা ।
রসিক ভকত সঙ্গে রহিব পিরিতি রঙ্গে
ব্রজপুরে বসতি করিয়া[২] ॥
শ্রীগুরু ভকত জন তাহার চরণে মন
আরোপিয়া কথা অনুসারে ।
সখির সর্বথা মত [৩]হৈয়া তাঁর অনুযুত[৩]
সদা[৪] বিহর[৫] ব্রজপুরে ॥
লীলারস সদা গান যুগল কিশোর প্রাণ
প্রার্থনা করিব অভিলাষে ।
জীবনে মরণে এই আর [৬]কথা কিছু নাঞি[৬]
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥

(৯)

অন্য[৭] কথা না শুনিব [৮]অন্য কথা[৮] না বলিব
সকলি করিব পরমার্থ ।
প্রার্থনা করিব সদা লালসা অভীষ্ট কথা
ইহা বিনু সকলি অনর্থ ।

[১-১]তাহে হও অতিতৃষ্ণ (ক, গ), তাহে হও সদা তৃষ্ণ (খ)

[২]অতঃপর গ-তে অতিরিক্তঃ—

দিবানিশি ভাব ভরে মনেতে ভাবনা করে
নন্দব্রজে রহিবে সদাই ।
এই বাক্য সত্য জান কভু ইথে নাহি আন
পরমাণ শ্রীজীব গোসাঁই ॥

[৩-৩]হইঞা তাঁহা যূথ (ক, খ, গ) [৪]সদাই (খ, গ) [৫]বিহরে (গ)

[৬-৬]কিছু নাহি চাই (ক, খ, গ) [৭]আর (ক), আন (খ, গ)

[৮-৮]আর কথা (ক), আন বোল (খ), আন কথা (গ)

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত তাহা না[1] কহিব কত
অনন্ত অপার কে বা জানে।
ব্রজেশ্বর[2] প্রেম নিত্য এই সে পরম সত্য
ভজ ভজ অনুরাগ মনে ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র সত্যরূপ মকরন্দ[3]
পরিবার গোপগোপী সঙ্গে ॥
নন্দীশ্বর যাঁর ধাম গিরিধারী[4] যাঁর নাম
সঙ্গে সখি[5] তাঁরে ভজ রঙ্গে।
প্রেমভক্তি তত্ত্ব[6] এই তোমারে কহিনু ভাই
আর দুর্বাসনা পরিহর[7]।
শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই [8]এ ভব তরিয়া যাই[8]
প্রেমভক্তি সখি অনুচর[9] ॥
সার্থক ভজন পথ সাধুসঙ্গে[10] অবিরত
[11]স্মরণ-ভজন[11]-কৃষ্ণ কথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি তবে হয় মন সিদ্ধি[12]
[13]তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা[13] ॥
বিষয় বিপত্তি জান [14]নিশির স্বপন যেন[14]
নরতনু[15] ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা প্রেমভাবে[16] লীলাকথা
আর যত হৃদয়ের শূল ॥

[1]বা (ক, খ, গ) [2]ব্রজপুরে (ক, গ)
[3]রসকন্দ (ক), সুখকন্দ (খ), সুখকন্দ (গ) [4]গিরিবর (খ)
[5]সখী সঙ্গে (খ, গ) [6]রীতি (খ) [7]পরিহরি (খ, গ)
[8-8]এ সব ভজন পাই (ক, খ, গ) [9]অনুচরি (খ, গ)
[10]সাধুসঙ্গ (ক, গ) [11-11]কৃষ্ণস্মরণ (ক) [12]শুদ্ধি (খ, গ)
[13-13]আর যত হৃদয়ের কথা (ক) [14-14]সংসার স্বপন মান (ক, খ, গ)
[15]জড় তত্ত্ব (ক) [16]প্রেমভক্তি (ক)

রাধিকা-[১] চরণরেণু ভূষণ করিয়া[২] তনু
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকাচরণাশ্রয় [৩]করে হবে[৩] মহাশয়
তারে মুঞি[৪] যাই[৫] বলিহারী॥
জয় জয় রাধা নাম বৃন্দাবন[৬] যাঁর ধাম
কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ-গান না শুনিল মোর কান
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তার ভক্ত-সঙ্গ[৭] সদা রসলীলা প্রেম কথা
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নাই
নাহি শুনি যেন তার নাম॥
[৮]কৃষ্ণ নামে জান পাই[৮] রাধিকা চরণ তাই[৯]
রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্য কথা ধন্দ[১০]॥
অহঙ্কার অভিমান অসৎসঙ্গ অসৎ জ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরু-পাদ-পদ্ম।
কর আত্ম নিবেদন দেহ গৃহ[১১] পরিজন
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ দেব[১২] রতি মতি তাঁরে সেব
প্রেম-কল্পতরু দাতা।
ব্রজরাজ নন্দন রাধিকা হৃদয়-ধন[১৩]
অপরূপ এই সব কথা॥

[১]রাধার (খ) [২]করহ (ক), হউক (খ)
[৩-৩]করে যেই (ক, গ) যে করে সে (খ) [৪]আমি (খ)
[৫]যাও (ক, খ), যাঁউ (গ) [৬]বৃন্দাবনে (ক) [৭]সঙ্গে (ক)
[৮-৮]কৃষ্ণ নাম গানে ভাই (ক, খ, গ) [৯]পাই (ক, খ, গ)
[১০]দ্বন্দ্ব (ক, খ, গ) [১১]গেহ (ক, খ' গ) [১২]শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (ক, খ, গ)
[১৩]প্রাণধন

নবদ্বীপে অবতরি রাধা ভাব অঙ্গে হেরি[১]
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তীর্থ-যাত্রা[২] অভিলা(ষি) শচীগর্ভে পরকাশি
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥
গৌরহরি অবতরি প্রেমের বাদল[৩] করি
সাধিল মনের[৪] সব কাজে[৫]।
রাধিকার প্রাণপতি [৬]কি ভাবে কান্দেন[৬] নিতি
ইহা বুঝ[৭] ভক্ত সমাজে[৮] ॥
গোপেতে [৯]রাখিহ রতি[৯] সাধন নবধা ভক্তি
প্রার্থনা [১০]করিহ দাস্য[১০] সদা।
করি হরিসংকীর্তন [১১]আনন্দিত মোর মন[১১]
ইষ্টদেব[১২] বিনু সব বাধা।
সংসার বাঁটোয়ারে কাম ফাঁসে[১৩] বান্ধি মারে
[১৪]ফুকুৎকার কর[১৪] হরিদাসা[১৫]।
করিহ[১৬] ভক্তসঙ্গ প্রেমকথা নানারঙ্গ[১৭]
[১৮]ভাবহ এ[১৮] বিপদ বিনাশা[১৯] ॥
স্ত্রী-পুত্র[২০] বালক[২১] যত[২২] মরি যাইছে[২৩] শত শত
আপনাকে হয়[২৪] সাবধান।
মুক্তি সে বিষয়-হত[২৫] না ভজিনু হরিপদ
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥

[১]অঙ্গীকরি (ক, খ, গ) [২]তিন বাঞ্ছা (ক, খ, গ)
[৩]বাদর (খ, গ) [৪]নিজ (খ, গ) [৫]কাজ (ক, খ, গ)
[৬-৬]কিবা ভাবে কান্দে (খ, গ) [৭]বুঝে (খ, গ) [৮]সমাজ (ক, খ, গ)
[৯-৯]সাধিব সিদ্ধি (ক, গ), সাধন সিদ্ধি (খ)
[১০-১০]করিব দৈন্য (ক, গ), করিব দৈন্যো (খ)
[১১-১১]সদাই বিমল মন (ক, খ, গ) [১২]ইষ্ট লাভ (ক, খ, গ)
[১৩]কামফান্দে (ক) [১৪-১৪]ফুকার করহ (ক, গ), ফুকার করয়ে (খ)
[১৫]হরিদাস (গ) [১৬]করহ (খ, গ) [১৭]রসরঙ্গ (গ)
[১৮-১৮]তবে হয় (ক, খ, গ) [১৯]বিনাশ (গ) [২০]পুরুষ (খ)
[২১]বান্ধব (গ) [২২]কত (ক) [২৩]যায় (গ)
[২৪]হও (ক, খ, গ) [২৫]রত (গ)

রামচন্দ্র কবিরাজ সেইসঙ্গে মোর কাজ

তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।

যদি হয় জন্ম পুন তাঁর সঙ্গ পাই[১] যেন

[২]নরোত্তম তবে হয়[২] ধন্য ॥

আপন ভজন কথা না কহিবে[৩] যথা তথা

ইহাতে হইবে[৪] সাবধান[৫]।

না করিহ কেহ রোষ না লইহ মোর[৬] দোষ

প্রণমহ ভক্তের চরণে ॥

[৭]গৌরাঙ্গ বোলান যেই বাণী[৭]।

তাহা বই[৮] ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥

[৯]লোকনাথ প্রভুপদ[৯] হৃদয়ে বিলাস।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।

(সা.প. ২৩০৪ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

[১]হয় (ক, খ, গ) [২-২]তবে হয় নরোত্তম (ক, গ)

[৩]কহিব (ক, গ) [৪]হইব (ক, গ) [৫]সাবধানে (খ, গ) [৬]কেহ (ক, খ, গ)

[৭-৭]শ্রীগৌরাঙ্গ বোলান যেই বাণী—(ক),

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে যে বোলান বাণী—(খ),

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে যে বলান বাণী—(গ)

[৮]বলি (ক), কহোঁ (খ), কহি (গ)

[৯-৯]শ্রীলোকনাথ প্রভুপদ (ক), শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পদ (খ)

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার পাঠান্তর

সম্পূর্ণ

সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপাদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥*
[১]শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি জীবনে মরণে গতি ।
শ্রীগুরু হইতে তাই পাই সর্বজনে ।
স্থির হঞা ভজ তাই গুরুর চরণে[১] ॥
এমন দয়ার সিন্ধু শ্রীগুরু গোসাঞি ।
যাহার [২]কৃপায় দেখ[২] হেন ধন পাই ॥
প্রথমে মন্ত্র কৃপায় কুল উদ্ধারিলা ।
অন্ধকার ঘুচাইয়া[৩] মাণিক বসাইলা ॥
[৪]কর্মনাশ বন্ধন যে[৪] বিস্তার করিয়া ।
বর্ণাশ্রম কৈল দূর দাস আখ্যা দিয়া ॥
[৫]সাধক পাইল তবে[৫] দাস নাম ধরি ।
তৎপরে থুইল নাম সিদ্ধ মঞ্জরী ॥

পাঠান্তরের সংকেত—

১. ক = সা.প. ২০২৫ পুথি
২. খ = ক.বি. ৫৮৫ পুথি

পাঠান্তর—

* 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং' ইত্যাদি স্থানে
'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য' ইত্যাদি শ্লোক ।—(খ)

১-১ 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ ··· চরণে' ইত্যাদির পরিবর্তে—
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
শ্রীগুরু প্রসাদে তাই পাই হেন ধন ।
কায়মন বাক্যে ভজ শ্রীচরণ ॥—(খ)

২-২ প্রসাদে তাই (খ) ৩ দূর করি (খ)
৪-৪ ধর্ম কর্ম নাম (খ) ৫-৫ সাধন করিল তবে (খ)

[১]সাধ্যের সিদ্ধের যত কারণ করুণা[১]।
সংক্ষেপে কহিব কথা শুন সর্বজনা[২] ॥
আদৌ অনন্য মন [৩]নিষ্ঠা নিরূপণ[৩]।
নিরপেক্ষ সদা গতি নিষ্ঠাতে ভজন ॥
বৈধি ত্যাগ করি বৈষ্ণব সঙ্গ চাই।
হরিনাম সাধন করিব সদাই ॥
শ্রীগুরু স্মরণ করি[৪] বৈষ্ণব আরাধন[৫]।
ভক্তি গ্রন্থ অনুসন্ধান পরমার্থে মন[৬] ॥
ব্রজমণ্ডলে কর বাস পরকীয়া স্বাদন।
তরু হইতে সাধ্যতা[৭] অমনি জীবন ॥
[৮]এই মতো শ্রবণে ভক্তি প্রবল।
তার সাধন করিতে ভাই পাইবে সকল[৮] ॥
সাধনের নাম শুন প্রাপ্তি মঞ্জরী।
করিব সাধন সেবা ব্রজ অনুসারী ॥*
আপন স্বভাব জানি করিব সাধন।
উপাসনা জান ভাই পরম কারণ ॥
উপাসনা ঠিক হইলে শুদ্ধ দেহ হয়।
সর্ব বর্ণ দূর করি কাঞ্চনে মিশায় ॥

[১-১]সাধ্য সিদ্ধের এই করণ কারণ। (খ) [২]বন্ধুগণ (খ)
[৩-৩]দৃষ্টি নিবেদন (খ) [৪]কর (খ) [৫]আচার (খ)
[৬]ভার (খ) [৭]সহিষ্ণুতা (খ)
[৮-৮]'এই মতো···সকল' স্থানে আছে—

এই মত শ্রবণ করিতে হয় ভক্তি।
সাধন করিএ তবে প্রাপ্তি হয় নিতি ॥—(খ)

* ইহার পর অতিরিক্ত—

পিপাসা চাতকে যত্ন তত্ন পিপাসা সদা।
ইন্দ্রিয়ানুকূলাং সেবনং কুর্যাৎ ব্রজানুসারত ॥—(খ)

উপাসনা [১]মনে ভাই[১] কল্পনা করিয়া।
[২]যথা পূর্ণকুম্ভ লয়[২] শিরেতে ধরিয়া ॥*
রাগানুগা ভক্তি এই সাধ্য সাধন।
সদা কাল করিবেক আরোপেতে মন ॥
নিদ্রাতে পড়িয়া যেন বাহ্য স্মৃতি নাই।
[৩]এই মত আরোপেতে থাকিব[৩] সদাই ॥
উপাসনা আরোপেতে একত্র[৪] করিয়া।
[৫]তবেত সাধন হয় দেখত ভাবিয়া[৫] ॥
[৬]এমন ভাবেতে সদা করিব মনেতে।
সদা সেবা নইলে না হয় পাইতে[৬] ॥
সাধনের মূল আরোপণ উপাসনা।
পক্বতার মূল সদা সেবা ভাবনা ॥
সদা সেবা সদা প্রাপ্তি বুঝহ মরমে[৭]।
[৮]মিথ্যা তার[৮] ভজন ক্রিয়া সদা[৯] সেবা বিনে ॥

তথাহি—
সদা সেবা পরিভ্রষ্টাঃ নিরর্থকং ক্রিয়া যথা।
যস্য চিত্তে সদা সেবা তস্যাপি সিদ্ধিরুত্তমা ॥

[১-১]কায়মন (খ) 	[২-২]যেন মতে পূর্ণকুম্ভ (খ)

* অতিরিক্ত—
সাধিষ্ঠে সহজ প্রীতি সিদ্ধানমবলম্বনম্
বর্ততে যত্র মনসি কথ্যতে তদুপাসনা ॥ (খ)

[৩-৩]এমন নিষ্ঠারতি করিবেক (খ) 	[৪]একতা

[৫-৫]তবে সে ভজন সিদ্ধ দেখ বিচারিয়া। (খ)

[৬-৬]'এমন ভাবেতে···হয় পাইতে' ইত্যাদি স্থানে—
এমত ভাবে সদা সেবা করিব মনেতে।
সদা সেবা নইলে নহেত পক্বতে ॥—(ক)
এই ভাবে সদা সেবা মনেতে করিতে।
সদা সেবা নহিলে নাই অপ্রাকৃতে ॥—(খ)

[৭]কারণ (খ) 	[৮-৮]মিছাই (খ) 	[৯]ভজন (ক)

[১]সদা সেবা থাকিলে প্রেমে হয় কৃষ্ণ সঙ্গ[১]।
মধু [২]আস্বাদিতে যেন চলে[২] মত্ত ভৃঙ্গ ॥
[৩]প্রেমভাব ভক্তিরস তার উদয় হয়।
সেবকে মরম তবে কিছুই জানয়[৩] ॥

রাগ সুহই সিন্ধুড়া

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বের তলা।
রতন বেদীর পর বসাইব দুইজনা ॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব আর হেরিব মুখচন্দ্র ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত ভক্তবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীচৈতন্য প্রভুর হইব দাসের দাস।
গ য় নরোত্তম দাস সেবা অভিলাষ ॥

সদা এই অনুসারে ভাবনা করিয়া।
সরসচা[৪] তুরী আর আত্ম নিবেদিয়া ॥
তোমারে[৫] ভজনা করে সেই লাভ হয়।
তাহারে তোমার কিছু শুভদৃষ্টি হয় ॥
যাহারে দেখিলে চমৎকার সেই মরে।
ইহার বিশেষ কথা কহিব তোমারে ॥

[১-১]সদাসেবা ভজন কৃপা প্রেমে কৃষ্ণ সঙ্গ।—(ক)
—প্রেমে কৃষ্ণ সদা সেবা সহচরী সঙ্গ।—(খ)
[২-২]আস্বাদন করে যৈছে (ক, খ)
[৩-৩]প্রেমভক্তি ভাব যাহার উদয় হয়।
সেবার মরম কিছু তবে সে জানয় ॥—(ক)
—প্রেমভক্তি ভাব যার হয়ত উদয়।
সেবার মরম কিছু সেহি সে বুঝয় ॥—(খ)
[৪]পরশ (ক) [৫]সেভাবে (ক)

ইহার প্রমাণ দেখ আছে[১] কুমারিয়া।
[২]মাটি ঘরে কিড়া মারি[২] রাখএ মুদিয়া॥
পূর্ব জন্ম ছাড়ি চমৎকার জন্ম হয়।
যেহি মত ভাবে সেহি ত মিলয়॥
 এতেক জানিয়া ভাই ভজনে কর মন।
ভজনে সকল সিদ্ধি জানিবা কারণ॥
[৩]ত্রিধামত ভজন কর দ্বিবিধা[৩] মত দৃষ্টি।
আপন [৪]প্রভাব লইয়া একমত[৪] প্রাপ্তি॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনেতে সাধিব।
তিনে একতা হইলে[৫] এক আত্মা হইব॥
আর কোনো [৬]দেহে না পাইব[৬] কৃষ্ণরে।
আত্মা [৭]সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মিলেন[৭] তাহারে॥
[৮]কৃষ্ণ সঙ্গে গুরু জানিবা[৮] কারণ।
[৯]গুরু আর কৃষ্ণ[৯] করহ ভাবন॥
[১০]আত্মা ছাড়িয়া জীব জীবা কেমনে।
শরীর নহিলে আত্মা রহিব কেমনে[১০]॥
অতএব এই তিন সাধনের গতি।
[১১]পঙ্ক হইতে নীর যেন পদ্ম পত্রে স্থিতি[১১]॥

[১]কীট (ক) [২-২]গর্তে আনি মৃত কীট (ক) [৩-৩]একান্ত ভজন কর একান্ত (ক)
[৪-৪]স্বভাবমত হইবেক (ক), স্বভাব লইয়া একতা কর (খ)
[৫]করিলে (ক) [৬-৬]যুগে ভাই না পাই (খ)
[৭-৭]আরোপিলে কৃষ্ণ মিলিব তাহারে (খ) [৮-৮]কৃষ্ণ অঙ্গ গুরু অঙ্গ (ক, খ)
[৯-৯]গুরু আত্মা বৈষ্ণব (ক, খ)
[১০-১০]আত্মা ছাড়িয়া শরীর থাকিব কেমনে।
 এহি মত গুরু বৈষ্ণব করহ ভাবনে॥—(ক)
 —আত্মা না থাকিলে শরীর থাকিব কেমনে।
 শরীর ছাড়িলে আত্মা থাকিবে কোন স্থানে॥—(খ)
[১১-১১]পঙ্ক নিবারণে পদ্ম বাড়ে নিতি নিতি।—(ক)
 —পঙ্ক নীর বনে পদ্ম বাড়ে নিতি নিতি।—(খ)

এহি সব দ্বারে [১]যখন সাধন করিব[১] ।
উপাসনা [২]আরোপেতে বসতা হইব[২] ॥
[৩]যেমত ভাব তেমত[৩] লাভ না জানিহ অন্য ।
ব্রজ অনুসারে ভাব [৪]জানহ কারণ[৪] ॥
উপাসনা আরোপেতে যেমন মিশ্রতা[৫] ।
তথাকার ভাব [৬]দেখ কি কব একথা[৬] ॥
সাধুসঙ্গ [৭]যখন আসিয়া মিলিব[৭] ।
তথাকার ভাব লঞা [৮]সাধুরে লইব[৮] ॥
কৃষ্ণভক্ত ধর্ম কর্ম সব ত্যাগ করে ।
বিহরএ প্রেমানন্দে আনন্দ সাগরে[৯] ॥
দিবানিশি [১০]গণনা করিব মনে মনে[১০] ।
[১১]যখন যে দৃষ্টি তাহা করিবেক গানে[১১] ॥
নাটেতে করিব নৃত্য[১২] গায়নে গায়ন ।
রসেতে করিব[১৩] রস শয়নে শয়ন ॥
সেবাতে করিব সেবা আজ্ঞা অনুসারি ।
এমত করিলে ভক্ত নাম হয় তারি ॥
এমন সঙ্গে থাকিতে যদি করে মন ।
সেই ভক্ত নাম ধরে অকথ্য কথন[১৪] ॥
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করি সাধু সঙ্গ ধর ।
অন্য অভিলাষ ছাড়ি মন দৃঢ়[১৫] কর ॥

[১-১]এই সাধন করিব (খ)
[২-২]বশে তখন বড় সুখ হবে (ক), আরোপেতে বসতি করিবে (খ)
[৩-৩]যে যা ভাবে সেই (খ) [৪-৪]যেন যেহ ধন্য (খ) [৫]মিলিতা (ক)
[৬-৬]এথা করিবে একতা (ক, খ) [৭-৭]আসি ভাই যখনি মিলিবে (খ)
[৮-৮]সাধুকে সেবিবে (ক), সাধকে সেবিবে (খ) [৯]অন্তরে (ক)
[১০-১০]গণনা করিবে কেমনে (ক), নানাগান করিবেক মনে (খ)
[১১-১১]যখনেতে দৃষ্টি পড়ে করিবে স্মরণে ।—(ক)
—যখন যে হবে দৃষ্টি করিবেক গানে ।—(খ)
[১২]নাট (ক, খ) [১৩]ভাবিবে (ক) [১৪]সাধন (খ) [১৫]স্থির (খ)

[১]বিশেষে ভাই সব[১] ভক্তে কর ভক্তি।
ভক্তি অনুসারে দেখ পূর্ণ হবে মতি[২] ॥

প্রাণের হরি হরি কি ভেল সংসার বিষয়।
শুনিলে না শুনে কান জানিলে না জানে প্রাণ
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয় ॥
স্ত্রীপুত্র কুটুম্ব জন[৩] [৪]অবিদ্যা সম্বন্ধ মন[৪]
কৃষ্ণ সুখে না করি আরতি।
সাধুসঙ্গ নাঞি করে মিথ্যা সুখে সদা ফেরে
[৫]তার সার না দেখিএ গতি[৫] ॥
[৬]গোপীজন দুর্লভ দাস[৬] মনে আর নাহি আশ
রাধাকৃষ্ণ সদাই ধেয়ান।
নাহি কর জ্ঞান কর্ম নানাবিধ বেদধর্ম
রাধাকৃষ্ণ পরাণের পরান ॥

মঙ্গলমঞ্জরী রাম

প্রাণের হরি হরি হেন দিন হইব আমার।
দুহু মুখ নিরখিব দুহু অঙ্গ হেরিব
সেবন করিব দুহুঁা কার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
[৭]কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব বদন কমলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর জীবন
প্রণতি করিব তার পায়।
জয় রূপ সনাতন সেই মোর প্রাণধন
তাহা বিনু অন্য নাহি ভায়[৭] ॥

[১-১]বিশ্বাস করিয়া ভাই (খ) [২]প্রাপ্তি (খ) [৩]যত (খ) [৪-৪]ইহাতেই মত রত (খ)
[৫-৫]তার নাহি দেখি ভাল মতি (খ) [৬-৬]গোপির বহর দাস (খ)
[৭-৭]'কনক সম্পুট করি···নাহি ভায়' ইত্যাদি স্থানে আছে—
চন্দন কর্পূর ভার শ্রীঅঙ্গে অর্পিব তার
পুন মালা পরাইব গলে ॥
কনক সম্পুট লই মোর প্রাণধন সেই
সেই মোর জীবন উপায়।

শ্রীগুরুকরুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন ।
গণসঙ্গে কর দয়া [১]দেহ মোরে পদছায়া[১]
নরোত্তম লইল শরণ ॥

অতএব সাধুসঙ্গ ভজনের মূল ।
সাধুসঙ্গ হইলে মিলয়ে সকল ॥
অন্য অভিলাষ ভাই সব কর দূর ।
ভক্তিভাবে সেবা কর যুগল কিশোর ॥
ভক্তিতে সাধনে হয় প্রেমভক্তি ।
সদাই আনন্দ তার প্রেমের পিরিতি ॥**
সদা নাম গুণ গান করহ ভাবেতে ।
গুরুমন্ত্র [২]আপ্ত মন্ত্র জপহ জিহ্বাতে[২] ॥
সেই সব অনুষঙ্গ মনে ঘটাইয়া ।
এ সব[৩] প্রেমের কথায় বেড়াব[৪] কান্দিয়া ॥
সভারে করিব ভাই প্রেম দিয়া বন্দী ।
[৫]ভক্ত রাখ আপনা দিয়া প্রেমভক্তি[৫] ॥

জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
তাহা বিনু আর নাহি ভায় ॥
দেহ রাঙ্গা শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায় ।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
আর কারো নাহি থাকে দায় ॥—(খ)

**'সেবাতে করিব সেবা আজ্ঞা অনুসারি' হইতে 'সদাই আনন্দ তার প্রেমের পিরিতি' পর্যন্ত ৪০টি চরণ ক-পুথিতে নাই ।

[১-১]আর না করিহ মায়া (খ) [২-২]সিদ্ধ তন্ত্র থাকিহ জপেতে (ক)

[৩]ও রস (ক) [৪]ফিরিব (ক)

[৫-৫]প্রেমানুসন্ধানে কর সাধুজন বন্দী (ক),
ভক্তকে আপনা দিয়া করিবে প্রেমভক্তি (খ)

শুনরে [1]সবুদ্ধি ভাই ভক্ত সঙ্গ গুণ[1]
কতেক উদয় হয় [2]না হয় বিগুণ[2] ॥
সার চন্দন আছিল যেই ঠাঁই ।
শেওড়া নামেতে বৃক্ষ আছিল তথাই ॥
সঙ্গগুণ সৌরভ সুগন্ধি ধরিল ।
এইমত সাধুসঙ্গ জানিহ সকল ॥
যেই সঙ্গ যে করে সেই সঙ্গ[3] ধরে ।
অন্যথা নহে ভাই দেখহ বিচারে ॥
[4]ভক্ত সব বিনু আর[4] সঙ্গ নাঞি ।
শ্লোকার্থে[5] বিচারিয়া বুঝহ সভাই ॥
সাধুসঙ্গে বসি সদা কহ কৃষ্ণ কথা ।
আপন স্বভাব উপস্থিত হবে তথা ॥
জাহাঁ জাহাঁ থাক ভাই [6]সে বল লঞা[6] ।
তবে ত পাইবে [7]নিত্য সখী সঙ্গ যাঞা[7]
লীলা আস্বাদন [8]নিত্য নিত্য[8] কর গতি ।
ব্রজমণ্ডলে কর বাস নিকুঞ্জেতে স্থিতি ॥
চারিদ্বারে চারি ঘাট তাহার[9] দরশন ।
চারি ঘাটে চারি নাম [10]শুনহ লিখন[10] ॥
পশ্চিম ঘাটের নাম সখিবিলাস ।
(মণিকর্ণিকা ঘাট পূর্ব্বেত প্রকাশ)॥
উত্তর ঘাটের নাম সিদ্ধচন্দ্রিকা হয় ।
দক্ষিণ ঘাটের নাম সারদ নিশ্চয় ॥
পশ্চিমদ্বারে জল পরশিলে ভক্তি হয় ।
পূর্ব্বদ্বারে জল পরশিলে [11]গুরু প্রাপ্তি হয়[11] ॥

[1-1]রসিক ভাই ভকত অতুল (ক) [2-2]নাহি তার মূল (ক) [3]মত (ক, খ)
[4-4]ভক্ত সঙ্গ বিনে ভাই আর (ক), সাধক সঙ্গ বিনে ভাই আর (খ)
[5]শাস্ত্রার্থ (ক) [6-6]সেই ভাব লহ (ক), এই ভাব লঞা (খ)
[7-7]কুঞ্জে সখী অনুচর (ক) [8-8]করি নিত্যে (ক)
[9]কর (ক), হব (খ) [10-10]শুন বিবরণ (ক, খ)
[11-11]গুরুতে আস্থা হয় (ক), গুরুতে আশ্রয় (খ)

উত্তর দ্বারের[১] জলে অঙ্গ নির্মল হয়।
দক্ষিণ দ্বারের জলে দিব্য চক্ষু হয় ॥
[২]এইমত সদাই সব নির্মল হয়।
ইহা বই সাধনের নাহিক উপায়[২] ॥

হরি হরি আর ক এমন দশা হব।
এ ভব সংসার তেজি পরম আনন্দে মজি
কবে আর ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
গড়াগড়ি কবে দিব তায়।
প্রেমে গদগদ হঞা রাধাকৃষ্ণ গুণ গাঞা
কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥
নিভৃতে কুঞ্জেতে যাঞা অষ্টাঙ্গ প্রণাম হঞা
কবে ডাকিব অনাথের নাথ বলি।
যাইয়া যমুনা তীরে পরশ করিব নীরে
কবে করপুটে খাব তুলি ॥
হেন দিন কবে হব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব
সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা পরম আনন্দ হঞা
পড়িয়া থাকিব কবে তায় ॥
কবে গোবর্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি
শ্রীকুণ্ডে করিব প্রণাম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
এই আশা করে নরোত্তম ॥

অতএব জান [৩]সার সদা[৩] দৈন্য ভাব।
সদাই করিহ মন প্রেমের প্রভাব[৪] ॥

[১]ঘাটের (ক)
[২-২]এহি ভাবে সদা কর স্মরণ মনন।
ইহা পরে সাধকের নাহিক ভাবন ॥—(ক, খ)
[৩-৩]দশা যার (ক) [৪]স্বভাব (খ)

প্রেমভাব ভক্তি বিনে নাহিক সুসার।
[১]এই মন আস্বাদিতে সাধক সিদ্ধ তার[১] ॥
[২]প্রেমকথা মধু জান মধুবৈরি কোপে[২]।
[৩]মধু পাইলে সব[৩] জেন পিপীলিকা নাশে ॥
[৪]ভক্তি জানিবা পাঞা ঐরি তারে ডাকে।
অমনি নাশে ভক্তি কটু উক্তি হইলে ॥
প্রবল ধন জেন ভাবের অভিপ্রায়।
অলক্ষীর প্রভাবে লক্ষী ছাড়ি যায়[৪] ॥
এমতি [৫]নাশয়ে ভাব কামে মত্ত[৫] হইলে।
[৬]তিন আস্বাদন পড়ে প্রভাবে পড়িলে[৬] ॥
[৭]প্রভাবে থাকিয়া ভাব যবে[৭] হয়।
সেই সে উত্তম[৮] সাধু জানিহ নিশ্চয় ॥
প্রকট প্রকৃতি দুই[৯] জন করে বাস।
[১০]প্রকট হই প্রকট নাঞি ছাড়ে বাস[১০] ॥

[১-১]এহি তিন আস্বাদিলে সাধন সিদ্ধ তার। (ক, খ)
[২-২]কৃষ্ণ কথা মধুকর বৈরি হন দোষে। (খ)
[৩-৩]মধু ভাণ্ড পাইলে (খ)
[৪-৪]'ভক্তি জানিবা...ছাড়ি যায়' ইত্যাদি স্থানে আছে—

কৃষ্ণ কথায় রত যেন মধু ভ্রমরে হরে।
মিষ্ট দ্রব্য পাইলে যেন পিপীলিকায় বেড়ে।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি পায় পাষণ্ডীর রীতে।
কটুতা স্বভাব নহে ভক্ত জনের চিতে।
ভক্তি বিনে অন্য ধন মনে নাহি ভায়।
অলক্ষীর দৃষ্টি যেন লক্ষী ছাড়ি যায় ॥—(ক)

[৫-৫]না হয় ভক্তি মন বর্ত (ক),
নাশয়ে ভক্তে মনে মর্ত (খ)
[৬-৬]ভিন্ন আস্বাদনে পড়ে স্বভাবে থাকিলে। (ক, খ)
[৭-৭]স্বভাবে থাকিলে ভাব উদয় যার (ক, খ) [৮]পরম (খ)
[৯]দেহে (ক) [১০-১০]সুপ্রকৃতি হইতে তবে প্রকট হয় নাশ (ক, খ)

আপনার স্বভাব [১]প্রকৃতি তেমতি জানিবা[১] ।
[২]তিন বইআ স্বভাব হইলে ঐমতি পাইবা[২] ॥
[৩]সাধন করিবে[৩] যারে প্রাপ্তি সেই হয় ।
[৪]সাধিয়া করিলে ভক্তি সাধক সেই হয়[৪] ॥
[৫]সাধকের নাম[৫] প্রাপ্তি দেখহ বিচারে ।
[৬]ধন সাধ্য করিলে জেন নানা ভোগ করে[৬] ॥
[৭]এমতি সাধক ভাই করিতে পারিলে[৭] ।
[৮]প্রেমভাব ভক্তি সাধন স্বভাব করিলে[৮] ॥
সেই পাএ [৯]কেবল কৃষ্ণ[৯] জানিহ নিশ্চয় ।
এমতি সাধন করে[১০] হইয়া নির্ভয় ॥

হরি হরি [১১]হেন দয়া আর কবে হবে[১১] ।
[১২]শ্রীরাধাকৃষ্ণের পায় মন কবে রবে ॥
ছাড়িয়া প্রকট দেহ হইব আর কবে ।
প্রকৃতি দুহাঁর অঙ্গে চন্দন দিব কবে[১২] ॥

১-১ভাই প্রকৃতি জানিবে (খ)
২-২তিনে একতা হইলে যেমতি পাইবে ।—(ক)
—ব্রজলোক অনুসারে সেবা সে পাইবে ।—(খ)
৩-৩সাধক কহিয়ে (খ)
৪-৪সাধন করিলে ভক্তি সাধকের হয় ।—(ক)
—সাধন করিলে ভক্তি সাধক নিশ্চয় । (খ)
৫-৫সাধন করিলে (ক)
৬-৬ধনের সাধ্য যেন নানা দ্রব্য মেলে ।—(ক, খ)
৭-৭এহি মত সাধন করিতে যে জন পারিল ।—(ক)
এই মত হইঞা সাধন যে জন করিল ।—(খ)
৮-৮প্রেমভক্তি ফল (ধন) সেহি জন পাইল ।—(ক, খ)
৯-৯রাধাকৃষ্ণ (ক, খ) ১০কর (ক, খ)
১১-১১আর কবে এমন দশা হইব (ক)
১২-১২ছাড়িয়া প্রকট নিতি (দেহি), কবে হব প্রকৃতি,
দোঁহ অঙ্গে চন্দন পরাইব (দিব কবে) ।—(ক, খ)

টানিয়া বান্ধিব চূড়া নব গুঞ্জা তাহে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথিয়া দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে পরাইব সখি সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর[1] ॥
তাঁহার[2] রূপ মনোহারী দেখিব নয়ান ভরি
নীলাম্বরে তাহাঁরে সাজাইয়া।
রতনের রজ্জু[3] আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
[4]দিব্য কাঁচুলী মনেতে করিয়া[4] ॥
হেন রূপ লাবণ্য[5] [6]সদাই দেখিব দন্য[6]
[7]এই করহ মনে আশ[7]।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদএ নরোত্তম দাস ॥

অতএব জ্ঞান ভাই সাধিলে[8] সেই পাই।
ভক্তিরূপে জ্ঞান ভক্ত আর মত নাস্তি ॥
কালাকাল দোষ বেদের প্রমাণ।
দুঃখসুখ অন্যগীতা না কর সন্ধান[9] ॥
এসব করিয়া নাশ মন কর ভাল।
সাধুর স্মরণ লেহ এহ দিন গেল ॥
তথাহি —
ক্ষান্তিরব্যর্থ কালর্থং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচি ॥
[10]এই শ্লোকার্থ ভাই[10] বিচার করিয়া।
ব্রজ অনুসারে হয় আপনা দেখিয়া[11] ॥
ধনজন কোথা রবে পাপিষ্ঠ সংসার।
সাধন ভজন [12]পরে গতি নাহি আর[12] ॥

[1]তার (খ) [2]দোঁহ (ক) [3]জাদ (ক, খ)
[4-4]কাঞ্চলীতে মালতী বান্ধিয়া (ক),
—দিব্য কাঁচুলী মালতী বান্ধিয়া (খ)
[5]মাধুরী (ক) [6-6]দেখিব নঞান ভরি (ক)
[7-7]এহি মোর মনে অভিলাষ (ক, খ) [8]সাধনে (ক) [9]সম্মান (ক)
[10-10]মনে বুঝ এহি শ্লোক (ক, খ) [11]বুঝিয়া (খ)
[12-12]বিনে নাহিক সুসার (খ)

সুজনের সঙ্গ কৈলে মতি হয় ভাল।
কায়মন বাক্যে ভাই সাধুসঙ্গ চল[১] ॥
অমূল্য রতন এই সাধন ভজন।
পিরিতি করিয়া থাকে[২] বৈষ্ণবের গণ ॥
উত্তমের দোষ ভাই না করিবা মনে।
কদর্য হইতে রত্ন তুলি আনে[৩] ॥
যে জন যেমত ভাবে সেই তার সার।
ইহা জানি মনে কিছু না ভাবিহ আর ॥
ভ্রমরা পড়িয়া পুষ্পে মধু করে পান।
কিসেতে [৪]কেমন মধু নাহি করে জ্ঞান[৪] ॥
[৫]শ্রীকৃষ্ণের কথা শুন শ্রবণ[৫] ভরিয়া।
দেখিলে [৬]বৈষ্ণব ঠাকুর আনিহ[৬] ডাকিয়া ॥
বৈষ্ণব দেখিলে হয় কৃষ্ণ প্রেম[৭] কথা।
ঘুচএ [৮]সকল তাপ[৮] দূর যায় ব্যথা ॥
[৯]এমতি করিতে কার্য সাধনের সাধন।
সেই এই করিবেক মনেতে সাধন [৯]॥

[১]ইহার পর অতিরিক্ত —

গতং জন্ম গতং জন্ম গতং জন্ম নিরর্থকম্।
যমস্য করুণা নাস্তি কর্তব্যং হরি কীর্তনম্ ॥
(কৃষ্ণপাদপদদ্বন্দ্ব ভজনং ভাবনং বিনা ॥)—(ক, খ)

[২]বান্ধ (ক)

[৩]ইহার পর অতিরিক্ত —

মক্ষিকা মলমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি দুর্জনাঃ।
ভ্রমরা পুষ্পমিচ্ছন্তি গুণামিচ্ছন্তি সজ্জনাঃ ॥—(ক, খ)

[৪-৪]জন্মিল পুষ্প না করে সন্ধান (ক, খ)

[৫-৫]যাহা কৃষ্ণ কথা শুন শ্রবণ (ক), সদা কৃষ্ণ কথা কহ বদন (খ)

[৬-৬]সাধু মহাজন আনিবে (ক) [৭]গুণ (ক, খ) [৮-৮]সংসার পাপ (ক)

[৯-৯]এমতি করিলে কার্য সাধকের সাধন।
সাধ্যবস্তু করিবেক মনেতে ভাবন ॥—(ক)
—এমতি করিলে হয় সাধকের মন।
সদাকাল করিবেক মনেতে ভাবন ॥—(খ)

খুঁজিয়া করিব কৃষ্ণ কথা আলাপন।
নাহিক তাহার বিধ[১] অকথ্য সাধন॥
[২]কহিনু এ সব কথা শুন সর্ব জন।
হরি গুরু বৈষ্ণব পায় দড় কর মন[২]॥
[৩]কর্ম হইতে পার এই দেখিব বিচারে[৩]।
[৪]শ্রীবৃন্দাবন দয়া করিবেন ইহারে[৪]॥
[৫]সদা কৃষ্ণ গুণ গাথা[৫] যাহার বদনে।
[৬]গীতি বাদ্য নাট সদা যার হয় মনে[৬]॥
জানিব উত্তম সেই থাকিব তার সঙ্গে।
অমৃত পুরিয়া ভাই আছে তার অঙ্গে॥
সদা করিব তাঁর সঙ্গে সাধ্য সাধন।
না ছাড়িব তাঁরে কর প্রেমের বন্ধন॥
অসৎ ক্রিয়া কুটিনাটি সকল ছাড়িয়া।
করিব বৈষ্ণব সঙ্গ কায়মন বাক্য হঞা[৭]॥
[৮]উত্তমের রীত বুঝিবে[৮] বিদ্যমান।
এমত রীত[৯] হইলে যায় নিত্যস্থান॥
এই মত কর মন ভজন ভাবনা।
তবে সে রাধাকৃষ্ণ করিবেন করুণা॥
রাগানুগা কর ভক্তি প্রেমের সিঞ্চন।
হেথা গুরু বৈষ্ণব তথা দুইজন॥

[১] বিয় (ক, খ)
[২-২]কর্মে থাকি নাহি পাবে দেখহ বিচারে।
কর্মবন্ধ হঞা জীব মর্তলোকে ফেরে॥—(খ)
[৩-৩]কর্ম হইতে না পাইবা দেখহ বিচারে।—(ক)
—কর্ম ত্যাগ করি যেবা ভজিব কৃষ্ণেরে।—(খ)
[৪-৪]বৃন্দাবন প্রাপ্তি নহে কর্ম অনুসারে। (ক)
[৫-৫]রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় (ক) [৬-৬]নৃত্যগীত বাদ্য সদা হয় তার মনে। (ক)
[৭]ইহার পর অতিরিক্ত —
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥—(ক)
[৮-৮]এসব ভ্রমর রীত দেখ (ক) [৯]পিরিতি (ক)

[১]সাধক সিদ্ধক (হয়) এই দুইজন।
তিনেতে একতা করি করহ ভজন[১] ॥
[২]বৈষ্ণবে দ্বেষী যে কৃষ্ণেতে আস্থা নাহি।
না করি তাহার সঙ্গ মুখ নাহি চাহি[২] ॥
পতিতপাবন মোর গৌর অবতার।
এবার করুণা করি কর অঙ্গীকার ॥

হাহা প্রভু কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দগধে আমার ॥
কবে হবে এমন দশা সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে হার গাঁথি দুহাঁরে পরাব ॥
সমুখে দাণ্ডাইয়া কবে চামর করিব।
অগোর চন্দন দুহাঁর অঙ্গেতে লেপিব ॥
এমনি দুহাঁরে তাম্বুল যোগাইব।
সিন্দুর তিলক আর দুহাঁরে পরাইব ॥
দুহাঁর বিলাস কৌতুক দেখিব নয়ানে।
নিরখিব চাঁদমুখ বসাইয়া সিংহাসনে ॥
সদা করে সাধ দেখি দুহাঁর বিলাসে।
[৩]কতদিনে হবে দয়া[৩] নরোত্তম দাসে ॥

(অতএব দেখ ভাই প্রেমের কথন।
আসিয়া বৈষ্ণবগণ করয়ে আসন ॥)
যেই পুষ্পে থাকে মধু [৪]তাহে ভ্রমরের[৪] গতি।
এই মত জানিবা বৈষ্ণব ভ্রমর আকৃতি ॥
যাহার আলয়ে বৈষ্ণব করে গতাগতি।
সেই সে উত্তম হয় নিত্য হয় স্থিতি ॥
বৈষ্ণবের অন্নবুদ্ধি আর অপরাধ।
কহন না যায় ভাই বড় পরমাদ ॥

১-১সাধক সিদ্ধাসিদ্ধ এহি (সিদ্ধ যেন বিবরণ) দুই কথা।
সাধনের বলে সিদ্ধ পাইবা সর্বথা ॥—(ক, খ)
২-২বৈষ্ণব দেখিলে হয় কৃষ্ণ গুণ কথা।
ঘুচয়ে মনের বন্ধ দূরে যায় ব্যথা ॥—(খ)
৩-৩চরণে শরণ মাগে (ক) ৪-৪ভ্রমর করে (ক, খ)

বৈষ্ণব চরণ রেণু ভূষণ করিয়া।
সেই সব ভাবখানি মনেতে আনিয়া ॥
এই সব কথা ভাই রাখিহ মনেতে[১]।
কদাচিৎ প্রকাশ না করিহ অজ্ঞানেতে ॥
কারো বোলে না ভুলিবে সদাই ধেয়ান।
রাধাকৃষ্ণ জান ভাই পরাণের পরান ॥
গম্ভীর শীতল হঞা করহ ভজন।
আপন স্বভাবে[২] কর সাধ্য[৩] সাধন ॥
প্রেমের [৪]করুক দয়া রতি ভক্তি[৪] দিয়া।
[৫]ভাবে কর সদা কাল না দিব[৫] ছাড়িয়া ॥
স্মরণ মনন এই জান[৬] দঢ় চিতে।
[৭]গোপন ভাবেতে সদা রাখিহ মনেতে[৭] ॥
[৮]শ্রীগুরু পাদপদ্ম মনে[৮] করি আশ।
সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা[৯] কহে নরোত্তম দাস ॥
—ইতি সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা সমাপ্ত।
(ক.বি. ২০৩৪ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

[১]হিয়াতে (ক) [২]ভজন (খ) [৩]সেব্য (ক)
[৪-৪]করহ ফান্দ ভক্তি যোগ (আর ভক্তি) (ক, খ)
[৫-৫]স্বভাবেতে (ভাবেতে) কর (করিহ) মন (সেবা) না দিহ (ক, খ)
[৬]যার (ক) [৭-৭]বুঝিয়া এমন ভাব রাখিহ হিয়াতে। (ক, খ)
[৮-৮]শ্রীগুরুগোস্বামী পাদদ্বন্দ্ব (ক)
[৯]প্রেমসাধ্যচন্দ্রিকা (আদর্শ পুথি, দ্রঃ রচনা বিচার)

সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকার পাঠান্তর
সম্পূর্ণ ॥

———

সাধনচন্দ্রিকা

শ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যঃ নমঃ।
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জয় জয় শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ।
যার কৃপাঞ্জনে ঘুচে ভব কূপ অন্ধ॥
সংস্কার দীক্ষা নিয়া মন্ত্র দিয়া শেষে।
ভবসিন্ধু পারাইতে করেন উপদেশে॥
এমন শ্রীগুরু পদে অনন্ত প্রণাম।
যাহার কৃপায় প্রাপ্তি হয় কৃষ্ণধাম॥
জয় জয় বৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাবন।
যার উপদেশে জানি ভজন সাধন॥
বৈষ্ণব সঙ্গ বিনা চিত্তের মলা নাহি যায়।
গুরুকৃষ্ণ তত্ত্ব জানি যাহার কৃপায়॥
অনন্ত বৈষ্ণব গুণ অনন্ত আশয়।
বৈষ্ণব হৃদয়ে কৃষ্ণ বসতি সর্বদায়॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ জগতের আর্য্য।
অনন্ত আদি দেবগণে করে শিরোধার্য্য॥
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র মূল বৃক্ষ হয়।
শিব আদি চতুর্মুখে যাহারে ভজয়॥
জয় জয় ঈশ্বরের অবতারগণ।
জয় জয় প্রকাশ আদি করিল বন্দন॥
জয় জয় শক্তিগণ করিব বন্দন।
অনন্ত কৃষ্ণের শক্তি না যায় বর্ণন॥

তার মধ্যে তিন শক্তি সভার প্রধান।
সভার পূজিত হয় কহিল বিধান ॥
জয় জয় সরস্বতী যাহার আখ্যান।
তুণ্ডাগ্রে থাকিয়া দেবী করেন ব্যাখ্যান ॥
বন্দিব বৈকুণ্ঠপতি লক্ষ্মীর সহিত।
লক্ষ্মী আশ্রয় হৈয়ে হয় জগতে পূজিত ॥
জয় জয় যোগমায়া ব্রজের পূজিত।
বিরা বৃন্দা দুই শিষ্য যাহার নিশ্চিত ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীজীব রঘুনাথ করিল বন্দন ॥
জয় জয় শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো করি শিরোধার্য ॥
জয় জয় গোপাল ভট্ট পতিত পাবন।
ভক্তি করি বন্দিল আমি তাঁহার চরণ ॥
জয় জয় লোকনাথ ভূগর্ভ ঠাকুর।
জীব নিস্তারিতে যার করুণা প্রচুর ॥
বৃন্দাবনবাসী যত গৌড়ের ভক্তগণ।
অনন্ত প্রণতি করি সভার চরণ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞি।
এমন কবীন্দ্র দয়াল আর হবে নাই ॥
যার কবি গ্রন্থ শুনি আনন্দ হানিপুর।
অজ্ঞজন বিজ্ঞ হয় সিদ্ধান্তে হয় শূর ॥
জয় জয় প্রভু মোর লোকনাথ গোসাঞি।
তোমার মহিমা গুণ কহিতে অন্ত নাই ॥
গৌড়ে উৎকলে যত আর বৃন্দাবন।
স্থানে স্থানে করি তোমার মহিমা বর্ণন ॥
পরম দয়াল তুমি পতিত পাবন।
জগত ব্যাপিয়া আছে মহিমা ঘোষণ ॥
করুণায় জগৎ ত্রাণ করিলা গোসাঞি।
এমন দয়াল ঠাকুর আর হবে নাঞি ॥
আমি হেন দুষ্ট মতি (দর্শন) করিলা।
পতিত পাবন নাম জগতে রাখিলা ॥

মুঞি অতি দুষ্ট মতি দুর্গত পামর।
এমন পাপিষ্ঠ নাহি পৃথিবী ভিতর॥
কামী ক্রোধী লোভী বড় দুরন্ত আশয়।
ছয় রাগের বশ চিত্ত কেবল নিশ্চয়॥
তাতে নীচ নীচাচার ক্রিয়া বিবর্জিত।
দুষ্কৃত অধম অতি পামর চকিত॥
বেদবিধি শাস্ত্রমত তাতে অনাচারি।
ত্রিতাপে তাপিত সদা বুঝিতে না পারি॥
শরীরের মধ্যে মোর যত দোষ হয়।
তাহা বা কহিব কত করিয়া নির্ণয়॥
কলি মধ্যে পাপীর (সংজ্ঞা) জগাই মাধাই হয়।
তাহা হৈতে সহস্রগুণ মুঞি দুরাশয়॥
এক লব কৃষ্ণ প্রেম নাহি মোর অঙ্গে।
স দা কাল ডুবিলু মুঞি বিষয় তরঙ্গে॥
এ মন আমার নষ্ট দুষ্ট অতি।
পাপের তাপে মায়াজালে স্থির নহে মতি॥
এ সব আশয় আমার চরিত্র দেখিয়া।
লোকনাথ গোসাঞি মোরে দিল পদছায়া॥
গোমূত্রে পূরিত কুম্ভ আছে ভাল মতে।
তার মধ্যে দুগ্ধের ঠাঞি হয় কোনমতে॥
তথাপি করুণা করি কৈল কৃপার্জন।
অন্ধকার ঘরে দীপ করিল সিঞ্চন॥
ভগ্ন ঘরে দীপ যেন স্থির নাহি হয়।
তেমতি আমার (অন্তরে) ভক্তি স্থির নয়॥
তথাপি মহৎগুণ সিঞ্চনের বলে।
ভগ্ন ঘরে দীপ যেন কিন্তু কিছু জ্বলে॥
আপনার যত দোষ যতেক বিষয়।
তার অন্ত নাহি বলি শুন মহাশয়॥
সাধুসঙ্গ নাহি তাথে নাহি ভক্তি লেশ।
শাস্ত্র শব্দার্থে কিছু নাহিক প্রবেশ॥
তবে যে বচন কহি প্রভু (র) কৃপায়।
পঙ্গু হইয়া গিরি যেন লঙ্ঘিবারে চায়॥

সেই কথা সত্য হয় শুন মহাজন।
প্রভু কৃপাঞ্জনে অন্ধে দেখে তারাগণ ॥

তথাহি —

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

এবে আরম্ভ করি গ্রন্থ বিবরণ।
দোষাভাস ক্ষেমা দিবে শুন শ্রোতাগণ ॥
শ্রোতা পদতলে মোর এহি নিবেদন।
দোষ ক্ষেমি রসগুণ করিবে গ্রহণ ॥
এবে আরম্ভ করি ভজন প্রয়োজন।
যাহারে শুনিলে পাবে যুগল চরণ ॥
শ্রীগুরু চরণ আশ্রয় করিব দড় করি।
সংস্কার দীক্ষা মন্ত্র বুঝিব বিচারি ॥
হরিনাম কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয় করিব।
নামমন্ত্র অর্থতত্ত্ব ভেদিয়া বুঝিব ॥
যদি তাতে সন্দেহ হয় বুঝিতে না পারে।
সেই জন মুক্ত নহে কহিল বিচারে ॥

তথাহি পাদ্মে —

তন্দ্রূক্ত হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতম্ ।
সন্দিগ্ধহি হতো মন্ত্র ব্যগ্রচিত্তে হতং জপঃ ॥

তটস্থ রূপে জপ্য দৃঢ় ভাব করি।
চিত্ত নির্মল কর এসব আচরি ॥
তারপরে অন্তর্গত ভক্তি কর সার।
চতুঃষষ্ঠী অঙ্গ ভক্তি করিবা বিচার ॥
তার মধ্যে নবধা ভক্তি মুখ্য অঙ্গ গণি।
শ্রবণাদি করি হয় কহিলা বাখানি ॥

তথাহি —

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

তার মধ্যে পঞ্চবিধা সর্ব মুখ্য হয়।
অল্প করিলে ভক্তি প্রেমের উদয় ॥

সাধুসঙ্গ নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
তথাহি —
ন সাধয়তি মাং যোগেন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যয়ন্তু যথা ভক্তি মামাজিত ॥
তটস্থ রূপে বাহ্য দশায় এসব আচরণ।
দৃঢ়মতি হৈঞা ইহাঁ করিব সাধন ॥
কিন্তু ইহাঁ মর্য্যাদ মার্গে করিব স্মরণ।
সাধন অঙ্গে করিলে অন্য ধামেতে গমন ॥
সাধুসঙ্গে ইহাঁর বিচার দড় করি সার।
সাধক সিদ্ধির ভাব বুঝিব বিচার ॥
শ্রীগুরুচরণারবিন্দে ভাবনা অনুসার।
সাধনচন্দ্রিকা লক্ষণ করিব বিচার ॥
স্থানে স্থানে এসব বিচার সর্ব গ্রন্থে হয়।
কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিছে নির্ণয় ॥
পুনরপি সেই কথার নাহি প্রয়োজন।
গ্রন্থ বাঢ়ে পুন তাহা করিলে বর্ণন ॥
এবে শুন অন্তর্দশায় যে রূপে সাধিব।
তাহার লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে কহিব ॥
দেশকালপাত্র মনে বিচার করিয়া।
সাধকরূপে অন্তদশায় উপস্থিত হৈঞা ॥
দেশ শ্রীবৃন্দাবন কাল দিব্য দ্বাপর।
পাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ জানিব অন্তর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর আজ্ঞায় করিব সেবন।
সিদ্ধের স্বভাব হৈঞা উল্লসিত মন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী মোরে কর দয়া।
চরণে স্মরণ লৈলু দেও পদছায়া ॥
শ্রীরূপ (৫ক) মঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাশ ॥
কাতর হইঞা নরোত্তমে কিছু বুলি।
কৃপা করি পদছায়া দেও মঞ্জালি ॥

অষ্টকাল সময় বুঝি করিব নিরূপণ ।
সখিগণ সঙ্গে সেবা যখনে যেমন ॥
প্রাতঃকাল অবধি সেবা শুন মন দিয়া ।
যেরূপে করিব সেবা সাধক রূপ হৈঞা ॥
প্রাতঃকালে বস্ত্র অলংকার মার্জনা করিব ।
পাত্র আদি তাম্বুল জল সংস্কার করিব ॥
চন্দন কুঙ্কুম পিষি করিব সঞ্চন ।
দন্ত কাষ্ঠ শ্রীমতিকে করিব সমর্পণ ॥
তার পরে ডাবর দিব মুখ প্রক্ষালিতে ।
আম্রপল্লব পট্টি দিব কর্পূর সহিতে ॥
উদ্বর্তন সয্য তবে নির্মাণ করিব ।
কাপড়ে ছানিয়া মএদা কর্পূর তাহে দিব ॥
তার সঙ্গে কস্তুরি দিব মিশাল করিয়া ।
উদ্বর্তন সয্য এই কহিল বিবরিয়া ॥
তারপরে চতুসম করিব নিয়োজন ।
তাহার লক্ষণ কহি করিয়া বর্ণন ॥
চন্দন চারিভাগ দিব কুঙ্কুম তিন ভাগ ।
কস্তুরি দুই ভাগ দিব কর্পূর এক ভাগ ॥
এই চারি দ্রব্য পিষি একত্রে মিশন ।
চতুসম সয্য এহি কহিল লক্ষণ ॥
তারপরে বর্ণক দিব নির্মাণ করিয়া ।
যে যে দ্রব্য লাগে তাহে শুন মন দিয়া ॥
রক্ত চন্দন সাদা চন্দন সুপারি কসায়ন ।
কুঙ্কুম কস্তুরি খএর প্রথেক নিয়োজন ॥
হরিতাল সিন্দুর আ(র) কজ্জল করিব ।
নব প্রকার বর্ণক হয় বিধানে বুঝিব ॥
নারায়ণ সুগন্ধি তৈলে করিব মর্দন ।
তৈল সেবা করি অঙ্গে করিব চিক্কণ ॥
উদ্বর্তন দিয়া অঙ্গে মার্জন করিব ।
মার্জন করিয়া অঙ্গের তৈল উঠাইব ॥
তার পরে শ্রীমতীর স্না(ন) সয্য করি ।
অমলকির কল্কা দিয়া মাজিব কেশোপরি ॥

অমলকির কল্‌কা হয় শুন বিবরণ।
সান্দা সিথি মিনা তৈল একত্র মিলন ।।
তাহা দিয়া শ্রীমতীকে স্নান করাইব।
চীন বস্ত্রে অঙ্গের কেশের জল উঠাইব ।।
বস্ত্র আনি তারপরে করিব সমর্পণ।
নীল যোড়ন পট্ট সাড়ি করিব সাজন ।।
ইহা পরে আউস্তাতে করি অগ্নি জ্বালাইব।
তার মধ্যে আগোর চন্দনাদি দিব ।।
কেশ সংস্কার করি বেণী বন্ধ করিব।
তারপরে বেশভূষা শ্রীমতীর করিব ।।
বেশ আদি যে যে দ্রব্য শুন দিয়া মন।
নূপুর পঞ্চম পদে যাবক রঞ্জন ।।
জুড়ি রাঙ্গা নীল শাড়ি সোনার বুটা তায়।
সোনার কিনারি নীল উড়ানি দিব গায় ।।
ক্ষুদ্র ... ... মোতি মুকুরাদি দিব।
ছাপ কলি মোহন মালা অঙ্গে পরাইব ।।
চন্দ্রহার কন্তর মণি ধুকধুকি দিয়া।
হিরাজোর বেষ্টিত নীল চুড়ি পরাইয়া ।।
খামিয়া কঙ্কন পঠি আসি মুদ্রার ক্ষটনি।
সোনার জিজীরা গজ মুক্তার নখনি ।।
সিথি সিরিমী ফুল মোতি করকা দিব।
বিনিমূলে পট্ট ডোরে বন্ধন করিব ।।
কপালে সিন্দুর মধ্যে স্তীকা চন্দন বেষ্টিত।
ঝলকে কোটি চন্দ্র সূর্য দেখিতে শোভিত ।।
সংক্ষেপ কহিল শোন (শৃঙ্গার ?) নির্ণয়।
কার শক্তি আছে তাহা বিস্তারিয়া কয় ।।
এহি রূপে কৃষ্ণচন্দ্রের রূপবেশ নিরক্ষিব।
যে কিছু বেশ হয় তাহা সংক্ষেপে কহিব ।।
নবজলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
রক্তোৎপল জিনি তাঁর দুখানি চরণ ।।
দুই পদে দশ চন্দ্র ঝলমল করে।
দেখিতে নয়নে সুখ আনন্দ বিহরে ।।

দুই হস্তে দশ চন্দ্র অতি শোভা তায়।
গণ্ডস্থলে দুই চন্দ্র ঝলকে সদায় ॥
দুই চক্ষে দুই চন্দ্র দেখিতে সুন্দর।
ললাটে অর্দ্ধ চন্দ্র তাঁর করে ঝলমল ॥
সার্দ্ধ চতুর্বিংশতি চন্দ্র কৃষ্ণ শোভা সনে।
সে রূপ দেখিয়া গোপীর বিদরে পরাণে ॥
পীতাম্বরধর কৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গে (বিহরে)।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম বংশী দুই করে ॥
মস্তকেতে চূড়া তাঁর বামেত টালনি।
ময়ূরের পুচ্ছ তার চূড়ার সাজনি ॥
নবগুঞ্জা মালা তাতে করিয়া বেষ্টিত।
বৈজয়ন্তী মালা গলে দেখিতে শোভিত ॥
চরণে নূপুর পরে চন্দ্রহার গলে।
সোনার তোড়ন মোহন মালা কণ্ঠে দোলে ॥
ক্ষুদ্র ... ... কিঙ্কিনী মণিহার।
কস্তুব মনি ধুক ধুকি অতি শোভা যার ॥
কর্ণে লাল কুণ্ডল দুই ঝলমল করে।
দেখিয়া রমণী মন অন্তর বিদরে ॥
এহিরূপে কৃষ্ণ রূপ করিব নিরক্ষণ।
এবে কহি সময় অনুরূপ সেবা যখনে যেমন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি আশ।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

বেশভূষার পরে সূর্য পূজার সজ্জা করিব।
শ্রীমতীর আজ্ঞায় বিস্মৃত মুক্তামালা আনি দিব ॥
তারপরে নন্দীশ্বরে পাকের কারণ।
তাম্বুল পাত্র আনি সঙ্গে করিব গমন ॥
নন্দীশ্বরে যাইয়া যদি হৈব উপস্থিত।
লঘুপাক গুরুপাক যে সব হএ বিহিত ॥
লঘুপাক ক্ষিরাদি (রন্ধন) করিয়া।
ভোজন মাত্র এ দ্রব্য যায় ভস্ম হৈঞা ॥
গুরুপাক লুচি পুরি মলুকা কচুরি।
পিঠা পলো নাড়ু আদি যত কহি বিবরি ॥

যে যেই কার্যের সন্ধান জানে সখিগণ।
সেইরূপে কার্য করে হৈঞা সাবধান ॥
সাতদণ্ড বেলা যা(ই)তে রসুই হইল।
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ ভোজনে বসিল ॥
রোহিণী দেবী পরিবেশে শ্রীমতী দেয় আগুসারি।
ভোজন কালে যত সুখ কহিতে না পারি ॥
ভোজন (কৌতুক ?) সখি করে দরশন।
শ্বেত চামরে শ্রীমতীকে করেন বিজন ॥
ভোজন করি কৃষ্ণচন্দ্র আচমনে যায়।
শ্রীকৃষ্ণ অবশেষ পাত্রে শ্রীমতী বসি খায় ॥
পটোলাদি বাসিত জল তাতে লবঙ্গ ঘর্ষণ।
শ্রীমতীর আগে সখী করে সমর্পণ ॥
ভোজন পরে আচমন পাত্র আনিয়া।
দন্তকাষ্ঠ দেয় তবে সাবধান হৈঞা ॥
আসনে আসিঞা যদি হয় উপস্থিত।
তাম্বুলের পাত্র আনি করে বিদিত ॥
তাম্বুলের বাটীকাতে যে যে দ্রব্য হয়।
তাহার বিধান কহি শুনহ আসয় ॥
কাপড় কানা মওদা তাতে কর্পূর মিশাইব।
সুপারি দুগ্ধের মধ্যে প্রক্ষালন করিব ॥
খদির কেঞা পত্রে শুখাব দড় করি।
তাম্বুলের শিরা ফেলি লবঙ্গাদি ভরি ॥
কর্পূরাদি তার মধ্যে বিটিকা বন্দন।
এহি রূপে তাম্বুল সয্য করিব সখিগণ ॥
রাত্রিশেষে দোহঁ বস্ত্র পরিবর্তাইঞা থাকেন।
সেই বস্ত্র সুবলের দ্বারায় সখি দেন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল প্রথম কালের আখ্যান ॥
শ্রীমঞ্জলালি পাদপদ্ম করি আশ।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥
দশ দণ্ড বেলা যা(ই)তে পূর্বাহ্নের কালে।
গোচারণ ছলে কৃষ্ণ বিপিনেতে চলে ॥

সেই কালে শ্রীমতী যায় পথ আগুয়ান।
ঠারাঠারি দোঁহজন নয়ানে সন্ধান ॥
তবে যাবট গ্রামে করিলা গমন।
তাম্বুল পাত্র জল পাত্র সঙ্গে সখিগণ ॥
পথে যাইতে কৃষ্ণচন্দ্র করে দরশন।
ভঙ্গি হাস্য কথা কহে যত সখিগণ ॥
তাহা দেখি রাধাকৃষ্ণ আনন্দ হইলা।
সখিগণ সঙ্গে রাই জাবটে আসিলা ॥
উপস্থিত মাত্র তবে জটিলা তখন।
সূর্য পূজার হেতু তুমি করহ গমন ॥
কহিতে লাগিলা তবে সব বিবরণ।
বৃদ্ধ লোক সঙ্গে যাও সূর্যের পূজন ॥
বৃদ্ধ বাল্যা সখী তুমি সঙ্গে করি যাবে।
সূর্য পূজা করি তুমি শীঘ্র গৃহে আসিবে ॥
পুনর্বার পাত্রাদি সঙ্গে যত সখিগণ।
সূর্য পূজা করিবারে করিলা গমন ॥
সূর্যপূজার যত দ্রব্য শুন দিয়া মন।
নারিকেল তণ্ডুল যাব আদি যত হয়েন ॥
ধান্য তিল ধূপ দীপ মধু আদি যত।
সূর্য পূজার সামগ্রী কে বলিবে কত ॥
এহি (সব) সামগ্রী সয্য করিয়া।
সূর্যালয় গেলা সব সখিগণ নিঞা ॥
দশদণ্ড বেলা (যাইতে) উপস্থিত হৈলা।
সূর্যের মণ্ডপে সবে তখনে মিলিলা ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল পূর্বাহ্ন কালের আখ্যান ॥
শ্রীমঞ্জলালী সখী কর মোরে দয়া।
চরণে স্মরণ নিজাও দেও পদছায়া ॥
এবে কহি শুন মধ্যাহ্ন কালের বিবরণ।
শুনিতে শ্রবণ সুখ কর্ণে রসায়ন ॥
বৃদ্ধলোক সূর্যস্থলে করিয়া বঞ্চন।
পুষ্প তুলিবার ছলে যায় সখিগণ ॥

গোবর্ধন সখাগণে বঞ্চনা করিঞা ।
জল খাবার ছলে কৃষ্ণ আসিল চলিয়া ॥
সুবল মধুমঙ্গল সঙ্গে মিলন হইল ।
প্রেমরস সমুদ্রে দোহে ভাসিতে লাগিল ॥
তার মধ্যে পুষ্পশয্যা নির্মাণ করিঞা ।
দোহাকার হস্তে ধরি বসাইল নিঞা ॥
সুবাসিত জলে দোহার পাদ প্রক্ষালিল ।
নিজ কেশে সখিগণে জল উঠাইল ॥
স্বর্ণদণ্ড পাখা আর শ্বেত চামর নিঞা ।
দোহাকে বিজন করে হরষিত হৈঞা ॥
তারপরে মধু আনি সংস্কার করি ।
চসমার পাত্রে পূর্ণ সম্মুখে দিল ধরি ॥
তবে কর্পূরাদি তাম্বুল করিল সমর্পণ ।
তাম্বুল চবিত প্রসাদ সখি আস্বাদন ॥
রসপ্রেম দোঁহাকার উদয় হইল ।
মন্দির হইতে সখিগণ বাহিরে আসিল ॥
মন্দির ভিতরে দুঁহার রস যুদ্ধ হৈল ।
বাহিরে থাকিয়া সখিগণ শুনিতে লাগিল ॥
চরণে নূপুর বাজে হস্তের কঙ্কণ ।
যে আনন্দ হইল তাহা না যায় বর্ণন ॥
তারপরে বিপরীত শৃঙ্গার আরম্ভন ।
ধ্বজ বজ্র গোষ্যা আদি করে নিরক্ষণ ॥
সম্ভোগের পরে কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া ।
পা(দ) সম্বাহন কৈল সখিগণ যাঞা ॥
পটোলাদি বাসিত জল কৈল সমর্পণ ।
তারপরে চিত্র করিতে হৈল আরম্ভন ॥
বাহুতে গণ্ডদেশে কপালে চিত্র করে ।
দোহাকার চিত্র করে আনন্দ বিহরে ॥
তারপর তিলক দোহারে করিল নির্মাণ ।
কামচন্দ্র শ্রীমতীর তিলক হৈল মূর্তিমান।
শ্রীকৃষ্ণের তিলক হইল মকর আকৃতি ।
যাহা দেখি যুবতীর স্থির নহে মতি ॥

তারপর চতুসম দেহে অঙ্গে দিলা।
(পুষ্প) হার আনি সখী গাথিতে লাগিলা॥
কোন সখী পুষ্প আনি করিল সঞ্চন।
বৈজয়ন্তী মালা যাতে করিল গুম্ফন॥
হার মালা পুষ্প মালা গুম্ফন করিয়া।
কৌতুকে দোহার হস্তে সখি দিল গিয়া॥
তবে দোঁহে উভয় মালা দোঁহ গলে দিল।
প্রেমরসে দোহ জন মগন হইল॥
স্বর্ণ কাঁকুই দিঞা কেশ সংস্কার কৈল।
চিবুকে কস্তুরি বিন্দু নির্মাণ করিল॥
দোঁহ দোঁহ রূপ দেখি বাহ্য পসারিল।
রস আস্বাদন লাগি সুস্থির হইল॥
তারপরে পঞ্চামৃত বটিকা সমর্পণ।
বটিকার কথা কহি শুন বিবরণ॥
কদল কুণ্ডল মাষ নারিকেল আদি শস্য।
গোল মরিচ ঘন দুগ্ধ করিব অবশ্য॥
লবঙ্গ এলাইচ জাতিফল কর্পূর।
ঘৃত ভাজা খণ্ড পক্ক করিব প্রচুর॥
এহি দশ দ্রব্য একত্র করিয়া।
অমৃতা কলি বটিকা বান্ধে আনন্দিত হৈঞা॥
সামিক্ষ শনি চূর্ণ ছেনা দধি মরিচ।
সিতা মিশ্র নারিকেল শস্য তাহাতে পূরিত॥
জাতিফল এলাইচ লবঙ্গ তাতে দিঞা।
অমৃত কলা মুগ্ধ ফেণী ঘৃত পক্ক করিয়া॥
এই সব সামগ্রী মধুতে ভিজাইব।
ঘন দুগ্ধ করি তার মধ্যেত রাখিব॥
এহি পঞ্চদশ দ্রব্য কর্পূরা কলি নাম।
এবে কহি পীযুষ গ্রন্থি করিঞা বিধান॥
কর্পূরা কলির সর্ব দ্রব্য একত্র করিব।
গ্রন্থির বটিকা পঞ্চামৃতে ভিজাইব॥
এহি বিংশতি দ্রব্যে পীযুষ গ্রন্থি হৈল।
অনঙ্গ গুটিকা এবে কহিতে লাগিল॥

ক্ষীর সরে কর্পূর তণ্ডুল চূর্ণ করিব।
নারিকেল জাতিফল লবঙ্গ তাতে দিব॥
গোল মরিচ সিতা মিশ্রি রম্ভা তাতে দিব।
এলাইচ আর এ সব দ্রব্য ঘৃতেতে ভাজিব॥
এহি একাদশ দ্রব্য অনঙ্গগুটিকা নাম।
সিধু বিলাসের এবে কহি এ বিধান॥
ঘন দুগ্ধ গোল মরিচ কদল কুণ্ডল।
খণ্ড গোধূম তাতে দিব ভুরি জাতি ফল॥
নব প্রকার মধু তাথে যত কিছু হয়।
সিধু বিলাসবটিকা এহি কহিল নিশ্চয়॥
এহি পঞ্চামৃত বটিকা কহিল বিবরণ।
যাহার শ্রবণে হয় কর্ণ রসায়ন॥

তারপরে মনোহর নাড়ু শীতল জল দিল।
কোন সখী যাইঞা মধফল উঠাইল॥
সংস্কার করি জল করিল সমর্পণ।
আনন্দে ভোজন তাঁহা করিল দুইজন॥
কখন সুদেবীর কুঞ্জে পাক সেবা হয়।
পরস্পর দুই জন হাস্য কথা কয়॥

বনবিহারে দুইজন করিল গমন।
তার মাঝে বসন্তলীলা হিন্দোলা দোলন॥
জল ক্রীড়া করে তাথে পাসা আনি খেলা।
বীণা যন্ত্র সঙ্গে করি সখিগণ গেলা॥
সেই স্থানে দোহার পদ কৈল প্রক্ষালন।
নিজ কেশে দোহার পদ মোছে সখিগণ॥

তারপরে পুষ্প দিয়া যন্ত্র সাজাইল।
শ্রীমতীর হস্তে আনি সখী সমর্পিল॥
হিন্দোলাতে রাধাকৃষ্ণ দোলিতে লাগিল।
যন্ত্র বাদ্য করি দোঁহ গান আরম্ভিল॥
এই মতে কতক্ষণ রসবেশ কৈল।
তারপর শ্রীকুণ্ডে আসি উপস্থিত হৈল॥
তার আগে কোন সখী বস্ত্র অলঙ্কার নিঞা।
কুণ্ড তীরে আসি তিহোঁ থাকেন বসিঞা॥

তারপরে পাসা খেলা করিতে লাগিল।
হাস্যরসে দুই জনে বাক্য পণ কৈল।।
শ্রীমতী করেন পণ আমি যদি হারি।
মৃগী ময়ূরী হংসী কঙ্কণাদি করি।।
গলের গজমোতি হার দিবেক তোমারে।
তুমি হারিলে কি কি দিবে কহত আমারে।।
কৃষ্ণচন্দ্র বলে আমি যদি পরাভব হব।
মৃগী ময়ূর কিঙ্কিণী বংশী বেণু দিব।।
তারপরে দোহ জন খেলিতে লাগিল।
খেলিতেই কৃষ্ণচন্দ্র পরাভব হৈল।।
শ্রীমতীর ইঙ্গিত পাঞা যত সখিগণ।
হরিণ ময়ূর আনি করিলা বন্ধন।।
কেহ নিল বংশী কেহ নিল বেণী।
স্তব্ধ হৈল কৃষ্ণচন্দ্র পরাভব মানি।।
অনেক প্রণতিএ কৃষ্ণ সব ছাড়াইল।
দেখি শুনি সখিগণ আনন্দে ভাসিল।।
তারপরে সূর্যালয় করিল গমন।
পুষ্প তুলসী আনি পূজার সয্যা যত হন।।
সর্ব দ্রব্য লৈঞা তবে সূর্যালয় আইলা।
ব্রহ্মচারী আসি পূজার বিধান করিলা।।
সর্ব দ্রব্য আনি দিল যত সখিগণ।
পূজার আরম্ভ তবে করিল ব্রাহ্মণ।।
সূর্য পূজার পরিপাটি করিল ব্রহ্মচারী।
শীঘ্র পূজা সম্ভবিল বিলম্ব না করি।।
সেইকালে চব্বিশ দণ্ড বেলা পরিমাণ।
ব্রহ্মচারী সূর্য পূজা কৈল সমাধান।।
মোরে যদি দয়া করে শ্রীমঞ্জলালি।
তবে সে দেখিতে শক্তি দোহাঁ রস কেলি।।
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল তৃতীয় কালের আখ্যান।।
তারপর সখি সঙ্গে শ্রীমতী চলি গেল।
দিন অবসানে তবে জাবটে আসিল।।

পক্কান্ন মিষ্টান্ন সজ্জ করিতে লাগিল ।
যার যেই অনুরূপ সেই কার্য্যে গেল ॥
ত্রিশ দণ্ড পরে তবে শ্রীমতী আপনে ।
কৃষ্ণ লাগি মালা গাথে আনন্দিত মনে ॥
তারপরে কৈল রাই স্নান আচরণ ।
কিঞ্চিৎ পরে মিঠাই করিল ভক্ষণ ॥
তারপরে বেশভূষা কৈল সখিগণ ।
পূর্ব্ববৎ বেশ কৈল যেখানে যেমন ॥
শ্রীমঞ্জলালি সখী মোরে কর দয়া ।
চরণে শরণ লইল দেও পদছায়া ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদ পদ্ম করি ধ্যান ।
সংক্ষেপে কহিল অপরাহ্ন কালের আখ্যান ॥
সন্ধ্যাকালে মিষ্টান্ন পক্কান্ন পুষ্পমালা ।
তাম্বুল বিটিকা লৈঞা নন্দালয়ে গেলা ॥
শ্রীরতিমঞ্জরী গেলা দ্রব্য আহরণে ।
শ্রীকস্তুরী সঙ্গে করি করিল গমনে ॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন মালা তাম্বুলাদি করি ।
সুবল দ্বারায় দিল শ্রীরতিমঞ্জরী ॥
সুবলের দ্বারা তবে সংকেত কথা হৈল ।
কৃষ্ণ অবশেষ প্রসাদ সঙ্গে করি লৈল ॥
জাবটে আসিয়া তবে শ্রীরতিমঞ্জরী ।
প্রসাদ বাটিয়া দিল সমস্ত বিবরি ॥
তারপরে আউস্তের (?) ধামের সাজন ।
পটোলাদি শীতল জল কৈল সমর্পণ ॥
আচমনাদি পাত্র তবে দিল সখিগণ ।
কর্পূর তাম্বুল বিটিকা জল করিল সমর্পণ ॥
তারপরে শ্রীমতীর প্রসাদ যত সখিগণ ।
খাইল সমস্ত সখি করিয়া বণ্টন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
সংক্ষেপে কহি অন্যকালের (?) আখ্যান ॥
তারপরে সময়ানুরূপ বেশভূষা করিব ।
বস্ত্র অলঙ্কার পরি যত বৃন্দাবনে যাব ॥

সময়ানুরূপ বেশ তাহা শুন বিবরণ।
শুক্ল পক্ষে শুক্ল বস্ত্র করয়ে ধারণ॥
গলে গজমোতি হার দেয় সর্বজন।
শুক্ল ঘাঘরা পরে প্রতি জনে জন॥
গজ দন্তে চুড়ি হস্তে চন্দন চর্চ্চিত।
শুক্ল পক্ষের বেশ এই জানিবে নিশ্চিত॥
কৃষ্ণ পক্ষে নীল চুড়ি নীলবস্ত্র পরিয়া।
কস্তুরির চর্চা তবে সভার অঙ্গে দিয়া॥
নীলমণি হার গলে জনে জন।
কৃষ্ণপক্ষের বেশ এহি কহিল নিরূপণ॥
এহি রূপে বেশভূষা করি সখিগণ।
দশ দণ্ড রাত্রি পরে যায় বৃন্দাবন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল নক্ত কালের আখ্যান॥
রাত্রিকালে বৃন্দাবনে করিল গমন।
শ্রীমতীকে সঙ্গে করি যত সখিগণ॥
নিভৃত নিকুঞ্জবনে করিল প্রবেশন।
সেই স্থানে রাধা কৃষ্ণের হইল মিলন॥
মিলন সময় যত আনন্দ হইল।
আনন্দ সাগরে সব ভাসিতে লাগিল॥
বাহু বাহু দুইজনে করিল মিলন।
হাস্য রস করি কৃষ্ণ করেন চুম্বন॥
কখন বক্ষেতে রাখে ক্ষেপে উরুপর।
অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি হএ একত্তর॥
অঙ্গে অঙ্গে হাতে হাত হয় মুখে মুখ।
এইরূপে কতক্ষণ করি(লে) কৌতুক॥
যন্ত্রাদি লইয়া কুঞ্জ হইতে বাহিরিল।
নিধুবনে রাসস্থলে প্রবেশ করিল॥
রাসস্থানে গিঞা রাই নৃত্য আরম্ভিল।
চরণে নূপুর পঞ্চম বাজিতে লাগিল॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাল বাদ্য বাজান আপনে।
সেই বাদ্যে শ্রীরাধিকা করেন নর্তনে॥

তথাহি তালবাদ্যং —

তথথৈ তথথৈ থৈ থৈ তথৈঞা তথৈঞ।

ধাঁ ধাঁ নুক নুক চণ্ড চণ্ড ততু কতুং তুং ॥

গুড়ু গুড়ু গুড়ু দ্রাং ধৈক ধৈক থি থি নটতি।

ঝননং ঝাঁ ঝঁ দুগতাং দুগতাং তাং তাং তি।

ধিকতাং ধিকতাং ধিং ধিং ধী ॥

এহি রূপে কৃষ্ণচন্দ্র করে বাদ্য তান।

সেই বাদ্যে শ্রীমতী নাচে করিঞা সুঠান ॥

তারপরে শ্রীমতী তাল আ(ক্ষো)প ধরিল।

সেই বাদ্যে কৃষ্ণচন্দ্র নাচিতে লাগিল ॥

তথাহি —

বিতাতাং বিতাতাং তাং তাং তা।

রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ধিকতাং ধা।

দ্রা দ্রা থৈ থৈ দুগতাং দুগতাং তা বিং বিং ॥

দ্রীং দ্রীং থৈ থৈয়া থৈ থিয়া থা ॥

এহি মতে শ্রীমতী তাল বাদ্য করিল।

সেই বাদ্যে কৃষ্ণচন্দ্র নর্ত্তন করিল ॥

বংশীতে গান করে তবে তালের সহিত।

তাহা শুনি শ্রীমতীর চিত্ত হইল স্থগিত ॥

তারপরে শ্রীমতীর হাতে যন্ত্র দিল।

যন্ত্র বাদ্য শুনি কৃষ্ণ মোহিত হইল ॥

এহিরূপে দোহ দোহার হইল নর্ত্তন।

তারপরে আজ্ঞা দিল যত সখিগণ ॥

সখিগণ নর্ত্তন গান করে সর্বজন।

শ্রীরূপমঞ্জরিকার তাম্বুলা সেবন ॥

তবে স্বর্ণ দণ্ড পাংখা চামর বিজন।

ভক্ষ দ্রব্য আদি কুল দেয় সখিগণ ॥

পুরী ক্ষীর আর পিঠাপানা।

পানস খর্জুর আম মিষ্ট ফল নানা ॥

রাধাকৃষ্ণ একস্থানে করিল ভোজন।

সখিগণ দোহার প্রসাদ করিল ভক্ষণ ॥

রত্ন মন্দিরে কৈল শয্যার রচন।
শ্রীরূপমঞ্জরিকার তাম্বুল সেবন ॥
বিশ দণ্ড রাত্রি যখন হৈল পরিমাণ।
রত্ন মন্দিরে দোহ করিল শয়ন ॥
যার যেই কুঞ্জ তবে গেলা সখিগণ।
তবে দোহ সম্ভোগ রস কৈল প্রকটন ॥
যার যত মনের বাঞ্ছা হইল পুরণ।
দুঃখ সুখ কথা তাহাঁ কহে দুইজন ॥
এহিরূ(পে) চারি দণ্ড রসপুষ্টি হইল।
চব্বিশ দণ্ড পরে দোহে নিদ্রায় পড়িল ॥
মোরে যদি কৃপা করে শ্রীমঞ্জলালি।
তবে সে দেখিতে শক্তি দোহা রসকেলি ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল নিশাকালের আখ্যান ॥
দুই দণ্ড নিদ্রা পরে আল্য সখিগণ।
শ্রমালসে পড়ি নিদ্রা যায় দুই জন ॥
বক্ষে বক্ষে উরু উরু অধরে অধর।
নীল অঙ্গে গৌর অঙ্গে দেখিতে সুন্দর ॥
নীল পর্বত যেন কনকে বেষ্টিত।
দুইজন জড়াজড়ি দেখিতে (শোভিত) ॥
বৃন্দা দেবী পক্ষীগণে (তবে) আজ্ঞা দিল।
দোঁহা জন জাগাইল করি কোলাহল ॥
জাগিলেন দোহজন আলসে পুনিত।
নিদ্রায় আকুল তনু হঞাছে ঘুর্ণিত ॥
তবে দোহ আরম্ভ কৈল বেশ করিতে।
দোহার বস্ত্রে মুখ লাগিলা মুছিতে ॥
সখিগণ তুলি বর্ণক দিল আগুসারি।
দোহ দোহার চিত্র কৈল অতি শীঘ্র করি॥
মঙ্গল আরতি করে যত সখিগণ।
কাতর বচনে কহে শ্রীমতী (তখন) ॥
শাশুড়ী দুর্জন (বড়) ননদী কুটীল।
বাক্য কথা কটু বাণী দুষ্ট হাসিল ॥

এত বলি হাতাহাতি বাহিরে আসিল।
দোঁহা বস্ত্র পরিবর্তন কেহ না জানিল ॥
স্বর্ণহার মুক্তাহার ছিণ্ডাইঞা ছিল।
বস্ত্রের অঞ্চলে বান্ধি সখিগণ দিল ॥
তাম্বুল চর্বিত দোঁহার বণ্টন করিল।
তাম্বুল পাত্র জলপাত্র সঙ্গে করি নিল ॥
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণচন্দ্র করিল গমন।
যাবটে মন্দিরে প্রবেশিলা সখিগণ ॥
রত্ন সিংহাসনোপর করিল শয়ন।
নিশ্চিন্ত হইঞা নিদ্রা যায় সর্বজন ॥
শ্রীমঞ্জুলালি সখী মোরে কর দয়া।
চরণে শরণ লইলাও দেও পদছায়া ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল রাত্রান্ত কালের আখ্যান ॥

এহি রূপে অষ্ট কাল স্মরণ মনন।
সাধক রূপে কর সেবা যখনে যেমন ॥
সিদ্ধের স্বভাব হৈঞা করিব মনন।
অন্তর্দশায় উপস্থিত হবে বৃন্দাবন ॥
এরূপ ভাবে না উদয় যে রূপে হইব।
তাহার লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে কহিব ॥
তালযন্ত্র বৈনীক চিত্তে করে সঞ্চয়ন।
ক্রমে ক্রমে লাগে বাদ্য হএত পূরণ ॥
এহি রূপে সাধকে করে সিদ্ধের সংজ্ঞাশ্রয়।
দেশকাল পাত্র ভেদ মনেতে ভাবয় ॥
বিনিকের চিত্তে গান থাকে অনুক্ষণ।
তেমতি সাধকরূপে করিব ভাবন ॥
যদবধি বীণা যন্ত্রে ভেদ নাহি হয়।
তদবধি গান যন্ত্রে সুখ না জন্ময় ॥
দাসের অন্তর্ভূতে যদি সাধক না বাসিব।
সেই জন ব্রজের ভাব কোথা হৈতে পাব ॥
বিনিকের অন্তর্ভূতে সদা থাকে গান।
যন্ত্র বাদ্য নাহি হয় কখন বাজান ॥

তেমতি সাধকে করিব (একান্ত) ভাবন ।
ক্রমে ক্রমে (লাঘব কৈলে) পাবে প্রেমধন ॥
সদা কাল লাঘব কর সাধন ভজন ।
(অবশেষে হবে) প্রাপ্তি শ্রীবৃন্দাবন ॥
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পাদপদ্ম আশ ।
(সাধন চন্দ্রিকা কহে) নরোত্তম দাস ॥

ইতি শ্রীসাধনচন্দ্রিকা সমাপ্ত ।

(সা.প. ৫১৩ হইতে গৃহীত পাঠ)

———————

ভক্তি উদ্দীপন

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

প্রথমে বন্দিব [১]শ্রীশচীর নন্দন[১]।
যাহার কৃপায় জীব পাইল প্রেমধন ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বন্দো অবধৌত বেশে।
পাষণ্ডদলন যার নাম সর্বদেশে ॥
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দো সাবধান মনে।
যাহার কৃপায় পাইল চৈতন্য চরণে ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির চরণের[২] রেণু।
জীবনে মরণে আর নাহি তুয়া[৩] বিনু ॥
গঙ্গার চরণপদ্ম করি শিরোপরি।
শ্রীগুরু চরণ ধুলি[৪] ভরসা আমারি ॥
বন্দিব সে গুরুদেব আনন্দিত হঞা।
চক্ষুদান দিল মোরে অন্ধক দেখিয়া ॥
কৃষ্ণ বিজ নাম মন্ত্র শ্রবণেতে দিল।
নামমন্ত্র[৫] চন্দ্র সূর্য [৬]হৃদয়ে পশিল[৬] ॥
[৭]অজ্ঞান উত্তম[৭] যত অন্ধকার ছিল।
নামমন্ত্র চন্দ্র সূর্যে সব নাশ কৈল ॥

পাঠান্তরের সংকেত—

১. ক—সা.প. ২৩৪০ পুথি
২. খ—বি ৫২০ পুথি
৩. গ—ক.বি. ১২৫৬ পুথি

পাঠান্তর—

[১-১]শ্রীগুরুর চরণ (খ), শ্রীযুত গুরুর চরণ (গ) [২]পদকমলের (গ)
[৩]এহা (গ) [৪]পদ্ম (গ) [৫]দিয়া (গ) [৬-৬]হৃদে প্রকাশিল ,(গ)
[৭-৭]অজ্ঞানাদি তম (খ), অজ্ঞান তম (গ)

[১]সর্ব বস্তু সম্পূর্ণ[১] ধন গুরুর চরণ।
যাহার আজ্ঞাতে পাই বৈষ্ণব রত্ন ধন ॥
সাবধান [২]মনে বন্দো[২] বৈষ্ণব গোসাঞি।
জীবনে মরণে তুয়া[৩] আর[৪] কেহো নাই ॥
　এক নিবেদন করি শুন ভক্তগণ।
যেমতে পাইবে শ্রীকৃষ্ণ[৫] প্রেমধন ॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা হয়ে[৬] বহুদূর।
প্রাপ্তির উপায় তাহা নিবেদি[৭] প্রচুর ॥
বালক কালে স্বপ্নে সাধু আজ্ঞা পাঞা।
মন মধ্যে সিদ্ধ[৮] হইল[৯] কৃষ্ণ গুণ গাঞা ॥
এবে ত[১০] পৌগণ্ড আসি উপসন্ন হয়।
আচম্বিতে অন্য কথায় কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
অন্যান্য বালক সঙ্গে হস্তে তালি দিয়া।
কৃষ্ণ গুণ গায় সবে[১১] নাচিয়া নাচিয়া ॥
এবে ত[১২] কৈশোর আসি হয় উপস্থিত।
নানা দুর্দৈব তবে[১৩] পড়ে আচম্বিত ॥
মাতা পিতা স্থানে তবে[১৪] (দৃঢ়) আজ্ঞা লয়্যা।
বৈষ্ণব গুরু করে দূর পথে যাঞা ॥
যদি তারে আজ্ঞা নাঞি দেই মাতাপিতা।
মনমধ্যে সাধু আজ্ঞা স্মরে [১৫]স্বপ্ন কথা[১৫] ॥
মাতাপিতা আজ্ঞা তবে কিছুই না মানে।
[১৬]ক্রোধে উপবাস করি রহে[১৬]প্রিয় স্থানে ॥
　এই মত কতোদিন বিবাদ[১৭] করিঞা।
উপাসনা করে মাতা পিতাকে ছাড়িঞা ॥

[১-১]সরবস পূর্ণ (খ), সর্ববস্তু সম্পুট (ব) 　 [২-২]বন্দ মুঞি (গ)
[৩]মার (খ) 　 [৪]বিনু (গ) 　 [৫]ভক্ত কৃষ্ণ (গ)
[৬]শুন (গ) 　 [৭]লিখি এ (গ) 　 [৮]সিদ্ধি (খ), সুখ (গ) 　 [৯]হয়ে (খ)
[১০]তবে সে (গ) 　 [১১]তবে (খ) 　 [১২]তবে ত (গ)
[১৩]জীব (গ) 　 [১৪]সেহ (গ) 　 [১৫]সর্বথা (গ)
[১৬-১৬]ক্রোধ করি উপবাসে থাকে (গ) 　 [১৭]বিমাদ (খ)

সাধুসঙ্গ হইতে তবে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়।
[১]শ্রদ্ধা নইলে তবে সাধুসঙ্গ নয়[১] ॥
এই [২]গুপ্ত কথা বুঝিব ভক্ত ঠাক্রি[২]।
শ্রীগুরু প্রসাদে এই সব ধন পাই ॥
তবে তার দেহে কৃষ্ণ বীজাঙ্কুর হয়।
উপশাখা যত হয় তারে করে ক্ষয় ॥
উপশাখার অর্থ (কহি) শুন সর্বজন।
জীবহিংসা কুটিনাটি নিষিদ্ধ[৩] আচরণ ॥
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি সকলি ছাড়িয়া।
মনের সহিতে কায় বাক্য ঘুচাইঞা ॥
রিপু ভয় দেবাদেবী পূজা করে মনে।
গুরুকৃষ্ণ ভক্তি[৪] তারে ছাড়ে সেই ক্ষণে ॥
আপনার মন মধ্যে ছাড়ি এই সব।
[৫]তবে তার মন যদি হয়েত[৫] বৈষ্ণব ॥
কৃষ্ণগুণ তার দেহে তিন ত প্রকার।
সত্ত্বগুণ রজগুণ তমোগুণ আর ॥
সত্ত্বগুণ হইলে[৬] তবে কৃষ্ণ প্রেম পাই।
রজ তমে স্বর্গ পাইলে তাহা নাহি চাই ॥
সেই সত্ত্বগুণ হয় তিন ত প্রকার।
কায়িক বাচিক (এই) মানসিক আর ॥
মানসিকে কৃষ্ণ পাই কায় বাক্যে নাই।
সেই মানসিক গুণ প্রকারেতে দুই ॥
দুই মত মানসিক [৭]সমান নিবন্ধ[৭]।
নির্মলেতে কৃষ্ণ পাই না ছুই সম্বন্ধ[৮] ॥

[১-১]শ্রদ্ধা হৈলে তবে সাধুসঙ্গ সে করয় (খ),
শ্রদ্ধা ভক্তি হৈলে তবে সাধুলোকে কয় (গ)
[২-২]সব কথা বুঝি ভকতের ঠাক্রি (ক)
[৩]বিশুদ্ধ (খ)
[৪]ভক্ত (ক), বৈষ্ণব (গ)
[৫-৫]তবে ত তাহার নাম হইবে (গ)
[৬]হইতে
[৭-৭]সমল নির্মল (ক, গ), নির্মল নির্বন্ধ (খ)
[৮]সমল (ক, গ), নির্বন্ধ (খ)

সেই নির্মল হয় দুই ত প্রকার।
সদন্ত বুঝি এক নির্দন্ত (সে) আর ॥
নির্দন্তে কৃষ্ণ পাই সদন্তে অতি দূর।
[১]তবে হৃদয়ের মধ্যে[১] আগে[২] প্রেমাঙ্কুর ॥
তবে ত জানিতে চাহি হরি নামের তত্ত্ব।
কিবা বস্তু বটে সেই কেমন মহত্ত্ব ॥
বত্রিশ অক্ষরে (যে) হইল ষোল নাম।
বত্রিশ অক্ষর আর[৩] হরে কৃষ্ণ নাম[৪] ॥
না জানিয়া [৫]নাম লইলে স্বর্গ বাস হয়[৫]।
কৃষ্ণের নিকটে সেই যাইতে না পায় ॥
সেই হরিনামের অর্থ শুন সর্বজন[৬]।
[৭]যে জানিলে পাই[৭] শ্রীকৃষ্ণ[৮] প্রেমধন ॥
[৯]বাদার্থ করিঞা[৯] পুছে জানিবার তরে।
শুনিঞা [১০]ভক্তের মুখে[১০] সাধয়ে অন্তরে ॥
হরে কৃষ্ণ নাম[১১] হইল প্রকারে ত তিন।
যেই তিন ভাব কৈলে প্রেম গন্ধ হীন ॥
[১২]হরি নাম বুঝিব[১২] (এ) শিব অভিধানে।
সাবধানে শুনিতে[১৩] চাই ইহার প্রমাণে ॥
তবে সাধু কহে [১৪]ভক্ত ইহ[১৪] বাক্য নয়।
হরের্নাম শ্রীরাধিকা দৃঢ় নাম কয় ॥
কৃষ্ণ হরি রাধা(র) হরে নাম হইল।
তবে কহে মহাশয় সমাধান পাইল ॥
তবে পুছে আরবার শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ রাম নামের কিবা ফল হয় ॥

[১-১]তবে ত তাহার হৃদে (গ) [২]জন্মে (ক, খ), হয় (গ) [৩]তবে (খ)
[৪]রাম (খ) [৫-৫]লইলে সে স্বর্গবাসে যায় (গ) [৬]ভক্তগণ (ক, গ)
[৭-৭]যে জানিল সে পাইল (গ) [৮]রাধাকৃষ্ণ (খ)
[৯-৯]বাদার্থাদি করি (খ) [১০-১০]ভজয়ে সুখে (খ) [১১]রাম (খ)
[১২-১২]হরে নামে বুঝি যেই (ক), হরে শব্দে বুঝি এই (গ)
[১৩]বুঝিতে (গ) [১৪-১৪]এই ভক্ত (গ)

তবে সাধু কহে শুন(হ) ভক্ত জন।
কৃষ্ণ নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
তবে কহে [১]সেই রাম[১] তিন মত হয়।
বলরাম ভৃগুরাম শ্রীরাম কহয় ॥
সাধু কহে তিন রামের কোন রাম নয়।
রাম শব্দে রমণ [২]মনে এই[২] হয় ॥
রাধাকৃষ্ণের রমণ এই ত সাধন।
এমত জানিলে পাই [৩]কৃষ্ণের চরণ[৩] ॥
এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য তিন[৪] পুরুষার্থ ॥
অহৈতুক বলি তবে তার নাম কয়।
অহৈতুক ভক্তি হৈলে শুদ্ধ ভক্তি হয় ॥
ভক্তি মুক্তি (আদি) বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না[৫] হয় ॥

তথাহি—ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিচাসি হৃদি বর্ত্তেত।
তাবৎ ভক্তি সুখ সাধ্য কথো সুখদয়ো ভবেৎ ॥

সাধন ভক্তি হইতে রতি উপজয়।
রতি গাঢ় হইলে তবে প্রেম নাম কয় ॥
[৬]প্রেম রিপু ক্রমে ক্রমে সেহ প্রলয়।
রাগানুগার ভাব মহাভাব কয়[৬] ॥
যৈছে [৭]ইক্ষু বীজ[৭] রস গুড় খণ্ড সার।
সর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর ॥*

[১-১]রাম নাম (খ) [২-২]রাধিকা মন্ত্র (খ) [৩-৩]কৃষ্ণপ্রেমধন (গ)
[৪]চারি (খ, গ) [৫]'না' শব্দটি ক-পুথিতে নাই।
[৬-৬]প্রেমে রিপু ক্রমে ক্ষয় স্নেহাদি বাড়য়ে।
রাগানুদিক ভাব মহাভাব হয়ে ॥—(খ)
[৭-৭]বীজ ইক্ষু (ক, গ)

* ইহার পর অতিরিক্ত—
এই সব কৃষ্ণ ভক্তি রসে স্থাই ভাব।
স্থাই ভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥—(ক)
এই সব সিদ্ধান্ত ভক্তি রসের স্থাই ভাব।
স্থাই ভাবে মিলে যদি ভাব অনুভাব ॥—(গ)

সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ ভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥
যৈছে দধি [১]সিতা ঘৃতে[১] মরিচী কর্পূর।
মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর ॥
আলম্বন উদ্দীপন[২] দুই ভাব করি।
রাগ বৈধি ভাব ইবে[৩] কহিব বিচারি[৪] ॥
রাগাত্মিকা হইলে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন।
সাধন ভক্তিতে পাই [৫]কৃষ্ণ প্রেমধন[৫] ॥
সাধন হয়েন যৈছে দুই ত প্রকার।
এক বিধি ভক্তি হয়ে রাগানুগা আর ॥
বৈধি বলিয়ে যার রাগ দেহে নাই।
বৈধি বলিয়ে তারে সর্ব শাস্ত্রে গাই ॥
এই [৬]বৈধি রাগে ভক্তি[৬] কিছু নাহি হয়।
রাগানুগা ভক্তি বলি সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম[৭] সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি [৮]শুদ্ধ চিত্তে[৮] করয়ে উদয় ॥
গুরু পাদাশ্রয় শিক্ষা[৯] গুরুর সেবন।
চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি আগে করিব[১০] সাধন ॥
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধ পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বু রিসি আদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥
বিধি ধর্ম ছাড়ি ভজ কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানে (তে) যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রাশ্চিত্ত ॥

[১-১]ঘৃত মধু (ক) [২]স্থায়ী (ক, খ) [৩]সব (ক, গ)
[৪]বিবরি (খ) [৫-৫]কৃষ্ণের চরণ (ক, খ, গ)
[৬-৬]বৈধি ভক্তিরাগে (ক) [৭]ভক্তি (গ)
[৮-৮]সুখ তাতে (ক) [৯]দীক্ষা (ক) [১০]করয়ে (ক)

অহিংস(ক) অমানিনে বুলে ভক্ত সঙ্গে।
জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তের কভু নহে অঙ্গে[১] ॥
বিধি ভক্তি সাধনের কৈল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তের শুনহ লক্ষণ ॥
রাগাত্মিকা ভক্তের মুখ্য ব্রজবাসি জন।
তার অনুগত ভক্ত রাগানুগা নাম ॥
ইষ্টে গাঢ় [২]নিষ্ঠা এই স্বরূপ লক্ষণ[২]।
ইষ্টে [৩]আবিষ্টতা এই তটস্থা লক্ষণ[৩] ॥
অতঃপর কহি রাগ [৪]ভক্তের কথন[৪]।
দীপ্তরূপে [৫]সর্বথা আছেন ব্রজজন[৫] ॥
রাগাত্মিকা ভক্তের[৬] সম নাহি লেখি।
রাগানুগা কহি তার অনুগত দেখি ॥
অনুগত বিনে কার্য সিদ্ধ নাহি হয়।
অতএব রাগাত্মিকা করিঞা[৭] আশ্রয় ॥
রাগাত্মিকা [৮]ভক্তি বিনে[৮] ব্রজপ্রাপ্তি নাঞি।
এই সব গ্রন্থে লেখে শ্রীরূপ গোসাঞি ॥
নিত্য সিদ্ধা পরিবার রাগাত্মিকা কহি[৯]।
শ্রুতি মুনি রাগানুগা কহিব[১০] বিচারি ॥
কামরূপা [১১]আর সম্বন্ধ রূপা[১১] হয়।
গোপিকার প্রেম তার[১২] কাম নাম কয় ॥
কামরূপা কহি তার স্বরূপ[১৩] লক্ষণ।
সম্ভোগের প্রায় মাত্র করয়ে ভজন ॥
আপ্ত[১৪] কাম গন্ধ হীন কাম কৃষ্ণ সুখে।
রাগানুগাকে কামী বলে না জানে মূঢ় লোকে ॥

[১]অঙ্গ (ক,গ) [২-২]তৃষ্ণা যেই সেই ত সাধন (খ) [৩-৩]আবিষ্ট ভাব তটস্থ কথন (ক)
[৪-৪]ভজনের কথা (ক, গ) [৫-৫]ব্রজজন আছয়ে সর্বথা (ক, গ)
[৬]ভক্তি যার (ক, গ) [৭]কহিয়ে (ক, খ)
[৮-৮]ভজন বই (ক, গ), বিনে ভাই (খ) [৯]করি (ক, গ)
[১০]জানিবে (গ) [১১-১১]সম্বন্ধ এই দুই (খ) [১২]রস (খ)
[১৩]সামান্য (খ) [১৪]প্রাপ্তি (গ)

[১]কাম গায়ত্রী দীক্ষা (এ) কাম রস হয়[১] ।
সেই কাম রতি তবে তিন মত কয় ॥
সামর্থা সাধারণী সমঞ্জসা তিন ।
সামর্থা কহি (এ) কৃষ্ণ সুখেতে প্রবীণ ॥
গোপী নিত্য সিদ্ধা সামর্থা সদা দীপ্ত করে ।
[২]তার ভাব প্রেম চেষ্টা[২] কে কহিতে পারে ॥
অপূর্ব মাধুরী প্রাপ্তি গোপিকার প্রেম ।
নির্মল উজ্জ্বল রস যেন দগ্ধ হেম ॥
সাধারণী সমঞ্জসা আত্ম কামে সুখী।
নায়কের সুখ গন্ধ কিছুই না দেখি ॥*
কামানুগা আর [৩]সম্বন্ধানুগা হয়[৩] ।
এই দুই [৪]রাগানুগা প্রেমের আশ্রয়[৪] ॥
রাগাত্মিকা ভজনের সম্বন্ধ অধিকারী ।
তার অনুগত হব সে রূপ[৫] আচরি ॥
তবে তার কামানুগা সম্বন্ধ নিশ্চয় ।
গোপী অনুগত বিনে ঐছে ভাব নয় ॥
গোপীদের প্রেম কথা ভজন আচরি ।
ভাব শুদ্ধ[৬] হইবে পায় ব্রজলোকপুরী ॥

[১-১]কামগায়ত্রি কৃষ্ণের দীক্ষা কাম রস হয় (ক).
কামগায়ত্রি কৃষ্ণের স্বকামে রহয় (গ)

[২-২]তা সভার প্রেমচেষ্টা (ক). তা সভার চেষ্টা আর (গ)

*ইহার পর অতিরিক্ত—

কাম সম্বন্ধ দুই প্রেমের স্বরূপ ।
নিত্যসিদ্ধা স্থাই সদা হয়ে নিত্যরূপ ॥—(ক)
কামগন্ধ দুই প্রেমের স্বরূপ ।
নিত্য সিদ্ধ শ্রেয় সদা হয় নিত্যরূপ ॥—(গ)

[৩-৩]সম্বন্ধ অনুগা (ক, গ) [৪-৪]রাগাত্মিকা প্রেমের সানুগা (ক, গ)

[৫]ভাব (ক) [৬]সিদ্ধ (ক, খ, গ)

প্রেমসেবা পরিপাটি [১]করে নিজ[১] সুখে।
রাধাকৃষ্ণলীলাকথা শুনে সখী মুখে ॥*
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লোভ সদা চিত্তে আশা।
শাস্ত্র যুক্তি নাঞি মানে না করে জিজ্ঞাসা ॥
রাগাত্মিকা ব্রজবাসী দ্বিবিধ প্রকার।
কামরূপা এক (সে) সম্বন্ধ রূপা আর ॥
কামরূপা গোপীগণ প্রেমরূপা কহে।
এমন করিলে মাত্র ব্রজ প্রাপ্তি হয়ে ॥
রাগাত্মিকার অনুগা হইব[২] অনুরাগে।
অন্য অভিলাষ কথা চিত্তে নাহি লাগে ॥
[৩]অপিক্ষার কর্ম যাতে ভক্তি হয়[৩] হানি।
শাস্ত্রবিধি বাক্য তাহে শত্রু প্রায় জানি ॥
রাগ ভক্তি [৪]নিরন্তর শুনি[৪] যার স্থানে।
শিক্ষাগুরু বলিঞা বলিব সেই জনে ॥
শাস্ত্রবিধি বাক্যাদি শুনিল[৫] বিস্তর।
কিছু নাঞি মানে চিত্তে রাগেতে তৎপর ॥
অন্যকথা স্বাদ নাঞি লাগে রাগ বিনে।
রাগ[৬] ভক্ত জনারে দুর্লভ করি মানে ॥
শ্রুতিগণ গোপিকার অনুগত হঞা।
বৃন্দাবনে ক্রীড়া কৈল গোপীদেহ পাঞা ॥
মুনিগণ সাধন করিল এই মতে।
বৃন্দাবনে বিহরিলা শ্রীকৃষ্ণ সহিতে ॥
গোপীকার অনুগত ছাড়িঞা ভজন।
ঐছে ভাব বিনে[৭] না মিলে বৃন্দাবন ॥

[১-১]করি নানা (ক, গ)

*ইহার পর অতিরিক্ত—

বৃন্দাবনে কুঞ্জসেবা অত্যন্ত দুর্গম।
অন্যভাবে নাহি তার প্রাপ্তির কারণ ॥—(গ)

[২]হইলে (গ)
[৩-৩]অপিক্ষার কর্ম নহে যাতে ভক্তি (খ)
[৪-৪]বিচার শুনিব (গ)
[৫]শুনিয়ে (খ)
[৬]রাগী (খ, গ)
[৭]করিলে (ক, খ, গ)

অনুগত ছাড়িঞা [১](যে) শাস্ত্রা(দি) আচরে[১] ।
গোপিকার [২]প্রসাদ না পায়[২] কোন কালে ॥
অন্যের কি কথা লক্ষ্মী করিলা ভজন ।
ঐছে ভাবে [৩]না পাইল[৩] ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥
রাগানুগা ভজনে মিলয়ে কুঞ্জসেবা ।
দেখিব দুঁহার রূপ[৪] ভরি রাত্রি দিবা ॥
সর্ব বাঞ্ছা পূর্ণ হব সখির সহিতে ।
গান বিচার কথা শুনিব[৫] ভালমতে ॥
[৬]সাধুগণ (করে) রাধাকৃষ্ণ গুণ গান[৬] ।
তদ্ভাবে ভাবিত তবে [৭]করি এক[৭] মন ॥
যে রসে হইব গান সেই রসে মন ।
সেই [৮]আরোপিয়া আমি[৮] করিব ক্রন্দন ॥
অভিসার গান যদি হয় রাধিকার ।
তার সঙ্গে থাকিব আশ্রয় হঞা তার ॥
কুঞ্জে অভিসার যদি কৃষ্ণ করেন রঙ্গে ।
রঙ্গে[৯] থাকিতে চাহি রাধিকার সঙ্গে ॥
তুরিত মিলন হৈলে করিব দর্শন ।
বিলম্ব হইলে তার করিব অন্বেষণ ॥
বাসক শয্যায় যদি শুনিয়ে শ্রবণে ।
কুঞ্জে থাকিতে চাহি রাধিকার সনে ॥
কৃষ্ণ না আইলে কহি উৎকণ্ঠিতা বচন ।
উৎকণ্ঠিতায়ে[১০] তার সঙ্গে করিয়ে ক্রন্দন ॥
সংকেত স্থানে (তে) কেহো করয়ে গমন ।
[১১]এক ব্যক্তি না আইলে[১১] বিপ্রলব্ধায় মন ॥
খণ্ডিতা বলিয়ে যদি নায়কের অঙ্গে চিহ্ন ।
নায়ক দেখিলে তারে করে ভিন্ন ভিন্ন ॥

[১-১]স্বতন্ত্র আচরিলে (ক, গ) [২-২]ধাম না মিলয়ে (গ)
[৩-৩]না মিলিল (ক) [৪]মুখ (গ) [৫]হবে শুন (গ)
[৬-৬]সাধু যদি করে রাধাকৃষ্ণের গুণ (ক) [৭-৭]করিবেক (গ)
[৮-৮]রস দরশিয়া (ক, গ) [৯]কুঞ্জে (ক, গ) [১০]উৎকণ্ঠায় (খ)
[১১-১১]একতর না পাইলে (খ)

কলহান্তরিতা কহি কলহ হইলে ।
দেখা শুনা আছে সঙ্গ হয়ে মান গেলে ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহি সুদূর গমন ।
[১]স্বাধীন ভর্ত্তৃকায়ে করে নায়িকা সেবন[১] ॥
[২]আস্ত রস গনে যদি[২] হয় উপস্থিত ।
তত্তাবে ভাবিত তবে করিবেক চিত্ত ॥
আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কহি যে ।
সাধুশাস্ত্র গ্রন্থ এই তিন মত হয়ে ।
বিশেষ সামান্য দুই শুনহ বচন ।
সামান্য আশ্রয় গুরু বৈষ্ণব আলম্বন ॥
রাধাকৃষ্ণ উদ্দীপন সামান্য বিচার ।
আশ্রয় হইব [৩]বিষয় চরণ রাধার[৩] ॥
আলম্বন কৃষ্ণ কথা গ্রন্থ সরশন ।
বংশীধ্বনি পুষ্পোঘ্রাণ দর্শন উদ্দীপন ॥
শিখিপুচ্ছ গহন মেঘাদি দর্শনে ।
দেখিলে শুনিলে মাত্র হয়[৪] উদ্দীপনে ॥
শুন শুন আরে ভক্ত করি নিবেদন ।
অপরাধ না লইবে কিছু করিল বর্ণন ॥
এই সব সাধনে পাই শ্রীবৃন্দাবন[৫] ।
এমন করিলে সখি মধ্যে একজন ॥
পূর্বাপর [৬]যদি হয়ে সব[৬] মন্দ ।
তথাপিহ এই গ্রন্থে বৈষ্ণব আনন্দ ॥*

[১-১]স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়ক নায়িকা সেবন (ক)
[২-২]অষ্টরস গানে যেই (ক, গ)
[৩-৩]সে সুচরণ রাধিকার (ক)
[৪]কহি (ক), কহে (খ), করি (গ)
[৫]সেই কুঞ্জবন (ক)
[৬-৬]বিচারিয়ে যদি (ক, গ)

*ইহার পর অতিরিক্ত—

বৈষ্ণব কৃপাতে হেন সাধন করিলে ।
অবশ্য অবশ্য তারে রাধাকৃষ্ণ মিলে ॥—(খ)

শ্রীলোকনাথ প্রভুর[1] পদধূলি[2] আশ।
ভক্তি উদ্দীপন কহে নরোত্তম দাস ॥

॥ ইতি ভক্তি উদ্দীপন গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥

(সা.প. ৪৭৭ হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

[1]গোস্বামীর (ক, গ) [2]পদরেণু (গ)

ভক্তি উদ্দীপনের পাঠান্তর সম্পূর্ণ ॥

প্রেমভক্তিচিন্তামণি

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥
দান্তো রমাদি শব্দশ্চ যস্যাভা কথ্যতে বুধে।
সা দেবি কৃপয়া মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥

১

শ্রীগুরুচরণপদ্ম বন্দো সাবধানে।
প্রেমভক্তি রত্ন ধন [১]পাইবে যার স্থানে[১] ॥
সংসার তরণ হেতু যে পদ আশ্রয়।
কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি অজ্ঞান পরাজয় ॥
এ হেন গুরুর বাক্য হৃদএ করিয়া।
বিশ্বাস করিয়া যাই এ ভব তরিয়া ॥
বুঝিয়া করিব গুরু পরম সাদরে।
[২]না পূজিব না নিন্দিব[২] সকল দেবেরে ॥
গুরুতে করিয়া[৩] ভক্তি আনন্দিত মনে।
যাহা বই গতি নাই জীবনে মরণে ॥
(চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য জ্ঞান হৃদি প্রকাশিত।)
ইহলোকে পরলোকে কিবা দুঃখে কিবা সুখে
সো চরণে রহু মোর চিত ॥

পাঠান্তর এ.সো. ৫৩৫৬ পুথি হইতে প্রদত্ত।

দ্রঃ—( ) বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার অনুরূপ।

[১-১]পাই যাহা হনে [২-২]না পূজি না নিন্দি [৩]করিব

(শ্রীগুরুকরুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া
যশ শুনি যুযু ত্রিভুবন ॥)
ভক্ত পাদপদ্মরেণু ভূষণ হউক[১] তন
যাহাতে অভীষ্ট পূর্ণ হয়।
স্বজাতীয় ভক্ত সঙ্গ [২]প্রেমসুখ লীলা রঙ্গ[২]
ক্লেশাদি অবিদ্যা পরাজয় ॥
(জয় সনাতন রূপ প্রেমভক্তি-রস-কূপ[৩]
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।)
চতুর্দশ লোক মাঝে তোমার মহিমা রাজে[৪]
প্রকট কলপতরু জনু ॥
গণ সহে কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া
তুমি নাথ করুণার নিধি।
তোমার চরণ বলে এ ভব তরিয়ে[৫] হেলে
মনের বাসনা হয় সিদ্ধি ॥
ব্রজবাসী যত জন বন্দো সবার চরণ
গৌর প্রেম পরিবার যত।
দশনে ধরিয়া তৃণ করো এই নিবেদন
দয়া কর মোরে অভিমত ॥
অধম পতিত কত নিস্তারিলে শত শত
পতিত পাবন জয় বানা।
কহে নরোত্তম দাস পুরাহ মনের আশ
তনু মন নিছনি[৬] আপনা ॥

২

শ্রীভাগবত অভিমত শুন সর্ব্বজন।
কায়মন বাক্য করি কৃষ্ণের ভজন ॥

[১]করিয়া [২-২]প্রেমকথা নানারঙ্গ [৩]ভূপ
[৪]গাজে [৫]তরিব [৬]সঁপিনু

ভক্তি অঙ্গ বহু মত অশেষ প্রকার।
সংক্ষেপে করিএ[১] কিছু তাহার বিচার॥
কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্ত্তন লীলাগুণ।
[২]পূজন করিব তাথে করিব সেবন[২]॥
পূজন[৩] করিব সদা সিদ্ধ দেহ পাইয়া।
প্রার্থনা করিব পদে প্রণতি হইয়া[৪]॥
মানসে করিব চিন্তা সিদ্ধ[৫] নিরবধি।
আত্ম নিবেদন করি সাধিব ভকতি॥
সাধুসঙ্গ সর্ব্বদায় মথুরায় স্থিতি।
ভাগবত শ্রবণ জিজ্ঞাসা [৬]নিতি নিতি[৬]॥
প্রকট বিগ্রহ সেবা নাম সংকীর্ত্তন।
হৃদএ লালসা এই হব অনুক্ষণ॥
বৈরাগ্য করিব মনে[৭] সংসার হইতে।
তৃণ হইতে নীচ মানিব আপনাতে॥
তরু হইতে সহিষ্ণুতা অমানী হইব।
জীব মাত্রে আদর সম্মান সদা দিব॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিন্দা না করিব।
কোন দেব ভজন পূজন না করিব॥
কায় মন বাক্যে কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন।
তার স্থান তার দাস তার নাম গুণ॥
ঈশ্বরের অনন্ত অবতার লীলাস্থান।
জীব কীট জানে কিবা তাহার আখ্যান॥
সাধ মুখে শুনি করি সভার বন্দন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন মাত্র করি আরাধন॥
সখির অনুগা এই যুগল সেবন।
... ...॥

সেই পন্থ কলিকালে গৌড়ে অবতরি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কীর্ত্তন বিহারী॥

[১]কহিএ [২-২]চরণটি আদর্শ পুথিতে নাই [৩]শ্রবণ
[৪]করিয়া [৫]সঙ্গ [৬-৬]নিরবধি [৭]সদা

প্রেমের নাগর সদা প্রেম আস্বাদিল।
অনুষঙ্গে ত্রিজগতের লোক নিস্তারিল॥
তাহার ভজন করে সেই ভাগ্যবান[১]।
শুনিতে গৌরাঙ্গ লীলা বিদরে পরাণ॥
প্রেম কল্পতরু সম তাহার পরিবার।
না যাচিতে দেয় প্রেম বড় চমৎকার॥
অদ্বৈত অবধৌত আদি গৌর পরিবার।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দো চরণ সভার॥

যোগী কর্মী জ্ঞানী সন্ন্যাসী বিরোধী।
অন্য দেব পূজক ধ্যান বিড়ম্বিল বিধি॥
কামক্রোধ লোভ মোহ হৈয়া সাবধান।
সরল হৃদয় করি সাধি নিজ কাম॥
ধর্মাধর্ম না কহিব বেদের বিধান।
অনন্য ভকতি করি ভজি ভগবান॥
অসৎ বার্তা অসৎ সঙ্গ দূরে পরিহরি।
সাধুসঙ্গে সদা ফিরি ভজি গিরিধারী॥
কপট কুটিনাটি ছাড়ি জীব হিংসন।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ করি আরাধন॥

হরিনাম গ্রহণ সদাই যেবা করে।
তারে কামক্রোধ আদি কি করিতে পারে॥
সিংহ রবে মৃগী যেন করে পলায়ন।
গরুড় স্মরণে যেন ভাগে ফণীগণ॥
সকল বিপত্তি যায় শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে।
প্রেম করি ভজ তাই তাহার চরণে॥
কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তন কৃষ্ণ নাম।
অবশ্য করিবে দয়া করুণানিধান॥
নরোত্তম দাস বলে হইয়া কাতর।
কৃপা কর একবার প্রভু[২] গিরিধর॥

[১]পুণ্যবান [২]প্রিয়া

৩

(যাবত জনম মোর অপরাধে হৈলুঁ ভোর
নিষ্কপটে না ভজিল তোমা।
তথাপি তোমায় গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
মোর সম নাহিক অধমা॥
পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হও অপরাধী তথাপি তোমায় গতি
সত্য সত্য যেন [১]সতি পতি[১]॥
তুমি ত পরম দেবা নিজ প্রিয় সেবা দিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
কৃপা করি কর অনুচর॥
কামে মোর হতচিত নাহি শুণে নিজ হিত
মনের না ঘুচে দুর্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকরু বাঞ্ছাকল্পতরু
করুণা দেখুক সর্বজনা॥
মুঞি সম অধম নাহি ত্রিভুবনে দেখ চাহি
নরোত্তমপাবন নাম ধর।
নরোত্তম বড় দুঃখী নাথ মোরে কর সুখী)
এইবার কর দয়া প্রিয় গিরিধর॥

৪

মোর মনে এই হয় তোমার পদ আশ্রয়
তোমার ভজন সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় যেন নয় এইত পরম ভয়
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে।
(আন কথা আন বাথা নহে যেন যাও তথা
তোমার চরণ স্মৃতি লাজে।
অবিরত অবিকল তুয়া গুণে কলকল
গাও যেন সতে সমাজে॥

[১-১]পতি সতী

অন্য ব্রত অন্য দান নাহি করোঁ বস্তু জ্ঞান
অন্য সেবা অন্য দেব পূজা।
হাহা হরি বোলি বোলি বেড়াও আনন্দ করি
মনে যেন নহে আর দুজা॥
মরণে জীবনে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি
রহুমন দুহু লীলা সুখে।)
দোঁহ প্রেম সুধানিধি বাঞ্ছা মোর কর সিদ্ধি
দোঁহ রূপ রহু মোর বুকে॥
(যুগল চরণ সেবা যুগল চরণ ধ্যেবা
যুগল সঙ্গতি হই সদা।)
যুগল পিরিতি রসে মন যেই অভিলাষে
যুগল সঙ্গতি বিনু বাধা॥
দশনেতে তৃণ ধরি বৃষভানু কুমারী
চরণে করিএ নিবেদন।
রূপ কোটি রমা জিনি গুণ লীলা রস খনি
ব্রজপতি পরাণের পরাণ॥
গোরোচনা অঙ্গ কাঁতি কনক কেতকি ভাতি
তাহে শোভে নীল নিচোল।
(অভরণ মণিময় অঙ্গে অঙ্গে অভিনয়)
অমিয়া বরিখে মিঠ বোল॥
কিত্তিকা যাহার মাতা বৃষভানু যার পিতা
শ্রীদাম হয়েন জ্যেষ্ঠ ভাই।
শাশুড়ী জটিলা খ্যাতি ননদী কুটিল অতি
অভিমন্যু পতি সভে গাই॥
ললিতা বিশাখা বরা চিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গদেবী সুদেবিকা আর।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা এই অষ্ট সখী লেখা
আর আছে কতেক প্রকার॥
জাবট শ্বশুর গ্রাম বৃন্দাবন লীলাধাম
গোবিন্দ প্রেয়সী শিরোমণি।
যে মতে তাহাকে পায় কহি তার উপায়
সাধুসঙ্গ হৈতে সব জানি॥

ব্রজে নিত্য দেহ পাইয়া সখীর সঙ্গিনী হইয়া
বস্ত্র অলঙ্কার বিভূষিত।
ডগমগি হব সদা নিরবধি প্রেমকথা
ব্রজজন ভাব যুত চিত ॥
মানসে সাধিয়া যাহা সিদ্ধ হইলে পাই তাহা
অপরূপ প্রেম ভজন।
নিশি দিশি রসময় যখন যে লীলা হয়
মনে মনে করিব চিন্তন ॥
পরম যে গুহ্য কথা না কহিব[১] যথা তথা
স্বজাতীয় সঙ্গ হৈতে জানি।
ব্রজের নির্ম্মল প্রেম শতবাণ যেন হেম
যাহা বাঞ্ছে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
উদ্ধব নারদ শুক শিব আদি চতুর্ম্মুখ
যে প্রেম চিন্তয়ে অনুক্ষণ।
শ্রুতিকন্যা মুনিকন্যা ব্রজ প্রেমে হৈলা ধন্যা
লোকাতীত ব্রজের ভজন ॥
পরম সুন্দর শ্যাম বৃন্দাবন যার ধাম
ভূমি চিন্তামণি রসময়।
বংশী গান যাহা দুতি গমন নিত্যর ভাঁতি
কল্পবৃক্ষ সব বনময় ॥
ছয় ঋতু মূর্ত্তিমান সেবে যাহা অবিশ্রাম
[২]ব্রজপুর আনন্দ পূরিত[২]।
শুক সারি করু গান কোকিল পঞ্চম তান
ভ্রমর ঝঙ্কারে হরে চিত ॥
পুচ্ছের মণ্ডন করি শিখি নাচে ফিরি ফিরি
যূথে যূথে হরিণের মেলা।
তরু সব বেদী বান্ধা কত ভাঁতি মণি গাঁথা
মধ্যে মধ্যে ক্রীড়া রত্নশালা ॥

[১]কহিয় [২-২]নানা ফল ফুলে প্রপূরিত

কদম্বের সারি সারি　　চৌদিগে মণ্ডন[1] করি
কত শত পুষ্প বিকশিত।
মেওআ ফল কত কত　　তরুলতা অদভুত
স্বর্ণলতা তমালে বেষ্টিত ॥
গোবর্ধন গিরিরাজ　　বৃন্দাবনে সুবিরাজ
কুণ্ড যুগল তহি[2] শোভা।
অষ্ট সখীর অষ্ট কুঞ্জ　　রসময় প্রেম পুঞ্জ
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনলোভা ॥
সেবা করে বনচারি　　শত শত সুকুমারী
বৃন্দার আজ্ঞাতে নিরবধি।
যেখানে যে লীলা করে　　রাধাকৃষ্ণ নিরন্তরে
বৃন্দাদেবী করে সব সিদ্ধি ॥
ব্রহ্মা শিব রমা আদি　　অগোচর প্রেম নিধি
যাহা হিল্লোলয়ে নিরন্তর।
সিদ্ধ পীঠ তার মাঝে　　রতন বেদী তাথে সাজে
বরাসন তাহার উপর ॥
তদুপরি শ্রীগোবিন্দ　　ত্রিভঙ্গ আনন্দ কন্দ
ময়ূর পুচ্ছের চূড়া মনোহর।
কলাপী কুসুম কাঁতি　　জিনিয়া অঙ্গের দ্যুতি
মুখ শোভা কোটি শশধর ॥
কপালে চন্দন চান্দ　　মুরতি মরম ফান্দ
মদন ধনুক ভুরু[3] শোভা।
আরক্ত সুন্দর আঁখি　　যেন মত্ত অলি দেখি
ঈষৎ চাহনি মনলোভা ॥
গণ্ড মুকুর কোলে　　মকর কুণ্ডল দোলে
অধর বাঁধুলি ফুল জিনি।
দ্বিরদ করভ কর　　জিনি শোভা বাহবর
আভরণ রতন গাঁথুনি ॥

[1]মণ্ডলী　　[2]কথি　　[3]শ্রী

হৃদয় অম্বর মাঝে কৌস্তুভ অরুণ সাজে
উজহার মুকুতার মালা।
গজ ঐরি কটি জিনি সুপীত বসন বনি
রতন বসনা তহি মেলা॥
মরকত স্তম্ভ জিনি উরুযুগ সুবলনী
অপরূপ চরণারবিন্দ।
চান্দের সাধকগণ নখমণি সুশোভন
রতন মঞ্জীর তহি বন্দ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম রূপ জিনি কোটি কাম
অধরে মুরলী বিরাজিত।
নবীন যৌবন তায় বেশ নটবর রায়
রূপ হেরি উনমত চিত॥
রাধিকা সুন্দরী বামে অর্বুদ নটিনী ঠামে
নব গোরোচনা কাঁতি অঙ্গ।
কেশ বেশ অহি ফণি তাহি বিরাজিত মণি
ভালে অরুণ বিধু সঙ্গ॥
কনক মধুর[১] জিনি শ্রীমুখ মাধুরী বনি
অপরূপ অধর সুরঙ্গ।
শুক চঞ্চু নাসা হলে নবীন মুকুতা লোলে
ললিত অলক অলি ভঙ্গ॥
ভুরু জিনি কামধনু নয়ান বিশিখ জনু
চঞ্চল চাহনি পুরে বাণ।
ঈষৎ মধুর হাসি অমিয়া বরিখে রাশি
ব্রজ বধূ পরাণের পরাণ॥
(অভরণ মণিময় অঙ্গে অঙ্গে অভিনয়
তনু সোহে নীল নিচোল।
গজ ঐরি কটি জিনি শোভিত কিঙ্কিনী মুনি
চরণে মণি মঞ্জীর উজর॥

[১]মুকুর

দোঁহ প্রেম উগমগি দুহুঁ অতি সগবগি
দোহা রূপ দোঁহ করু পান।
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ দুহুঁ রস প্রেমপুঞ্জ
নয়ানে অধরে দেই দান ॥
দুহুঁ রূপ নিরখই রতি কাম মুরছই
পিরিতি মুরতি পরতেক।
সখিগণ চারি পাশে সেবা করে অভিলাষে
লোচনে করএ অভিষেক ॥
(মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর কাম[১]
বিলাস যুগল স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই ইহা বই আর নাই
এই তত্ত্বে[২] স্মরণ বিচার ॥)
মানসে করিব সেবা মনেতে স্ফুরয়ে[৩] যেবা
পাদ্য অর্ঘ্য স্নানাদি সেবন।
গন্ধমাল্য সচন্দন দুহু অঙ্গে বিলেপন
বস্ত্র অলঙ্কার সমর্পণ ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মনের আরতি নিতি নিতি।
জীবনে মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি
নরোত্তম মনের আকৃতি ॥

৫

(ব্রজপুর বনিতার চরণ আশ্রয় সার
কান্থ[৪] মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল না শুনহ উতরোল
রাখ মন[৫] হৃদএ ভরিয়া ॥
অন্যের পরশ যেন নহে কদাচিৎ হেন
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নামগান এইত পরম ধ্যান
আর না করিহ পরমান ॥

[১]ধাম [২]মত [৩]করয়ে [৪]করু [৫]মণ

মিছা ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান ইহাতে হইবে সাবধান
শুদ্ধ ভজনে কর মন।
ব্রজজন যেন রীত তাহাতে ডুবাহ চিত
এইত পরম রঙ্গ[১] ধন ॥
প্রার্থনা করিব সদা শুদ্ধভাবে প্রেম কথা
নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
আস্তিক করিয়া মন ভজ যুগল চরণ
গ্রন্থি পাপ হরে পরিচ্ছেদ ॥

রাধাকৃষ্ণ চরণ কমল বলি জাও।
ভক্ত মুখে পুনি পুনি তুয়া নাম শুনি শুনি
পরম আনন্দ সুখ পাও ॥
রাধাকৃষ্ণ বল ধ্যান স্বপনে না বোল আন
প্রেম বিনু আন নাহি চাও।
যুগল কিশোর প্রেম লাখ বান জেন হেম
আরতি পিরিতি রসে ধাও ॥
জল বিনু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ু হীন
এই মত প্রেম বিনু কথা।
চাতক জলদ গতি এমত প্রেমের রীতি
প্রেমী সঙ্গ[২] করিব সর্বথা ॥
বিষয় আবেশ মন কেনে হও অচেতন
সেও সুখ দুঃখ করি মান।
গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ কর তার দাস
প্রেমভক্তি সত্য করি জ্ঞান ॥
গোবিন্দ বিমুখ জন স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধন
লৌকিক করিয়া সব মানে[৩]।
প্রেমী জনা রহে যেথা জন্ম মোর হউ তথা
প্রেম কথা সদা শুনে কানে ॥

[১]তত্ত্ব [২]সিদ্ধি [৩]জানে

অজ্ঞান মোহিত যত নাহি লয় সত মত
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানে ভক্তিহীন জগমাঝে সেই দীন
বৃথা জন্ম পাইল সেই জনা ॥
আর সব পরিহরি ভজ ভজ শ্যাম গৌরী
এক প্রেমভক্তি কর আশা।
গোবিন্দ রসিক বর স্থান তার ব্রজপুর
করহ সদাই অভিলাষা ॥
নরোত্তম দাসে কহে সদা মোর প্রাণ দহে
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর অসতে হইল ভোর
দুঃখ রহ অন্তরে জাগিয়া ॥

৬

হরি হরি কিবা হইল করমের গতি।
যুগল চরণ রতি না হৈল প্রেমভক্তি ॥
প্রেমী জনার না হইল[১] সঙ্গতি ॥
সদাই বিদরে বুক কারে বা কহিব দুঃখ
না করিল একান্ত ভজনে।
কলিযুগ কাল ভয় সদাই আপদময়
মোর গতি হইবে কেমনে ॥
শরীর আপদময় রবিসুত নিরদয়
আপনার দেখো সর্বনাশ।
ভব কূপে পড়োঁ দেখি জ্ঞানহীন অন্ধ আঁখি
বিষয়েতে করে অভিলাষ ॥
বিষয় অমৃত বন্দ ইহাতে আবেশ মন্দ
সুধাময় কৃষ্ণভক্তি তেজি।
সদা করি বিষ পান অচেতন অগেয়ান
বেদবিরুদ্ধ কর্ম ভজি ॥

[১]পাঠ

ত্রাহি ত্রাহি নিত্য বপু করুণাময় কংসরিপু
ত্রাণ কর লইনুঁ স্মরণ।
কলিকাল কাল সাপে গ্রাস কৈল মহাপাপে
মহাভয় দারুণ মরণ ॥
হেন জন আর নাই নিস্তারে গোবিন্দ বই
বড়ই ব্যাকুল হৈল নাথ।
কৃপা কটাক্ষে চাহ জগতের তুমি নাথ
রক্ষ রক্ষ হৈল মোর পাত ॥
হেন কৃষ্ণ গোকুল নাথ শ্যামল কোমল গাত্র
মুরলী মিলিত মুখচন্দ্র।
অরুণ কমল আঁখি মোহন সুন্দর দেখি
মুরতি পরমানন্দ কন্দ ॥
ভকত বৎসল যশ জানে লোক চতুর্দ্দশ
কাতর হইয়া বোল পায়।
নরোত্তম দাসে কয় কাঁপে মন দেখি ভয়
দাস করি কর মোরে দায় ॥

৭

অশেষ করম গতি না হইল অনন্য ভক্তি
সুদারুণ কুসঙ্গ আপরে।
ধিক ধিক জীবন ধিক রহু এ জনম
ধিক ধিক বিষয় সুখ ছারে ॥
কি করিব কোথা যাম কোথা গেলে তোমা পাম
মোরে কে না করে উপদেশ।
সাধুজন পদরেণু হেলাএ না কৈল তনু
এনা দুঃখ আছএ বিশেষ ॥
হরি হরি বৃথা মোর হইল জনমে।
পাইয়া অমূল্য নিধি বঞ্চিত করিল বিধি
না জানিএ কি আছে করমে ॥
শুন শুন ওরে ভায় বৃথাই জনম যায়
কি লাগি করহ ভববন্ধে।
জ্ঞান হইতে ভক্তি[১] হয় কর্ম্মে ধর্ম্মে পুণ্যময়
পাপপুণ্যে না রয় ভক্তি গন্ধে ॥

[১] মুক্তি

জ্ঞানী কর্ম্ম নিরবধি কোটি কল্প সাধে যদি
হরি ভক্তি পরম দুর্ল্লভ।
পুন পুন জন্ম হয় অশেষ জনম ফিরয়
রৌরবে পড়িয়া মরে সদা।
তোমারে কহিল ভাই ইহা বই আর নাই
হরি ভক্তি বিনা বড় বাধা॥
গোবিন্দে না করে রতি অন্য দেবে বলে পতি
মূঢ় সেই জগতের মাঝে।
সুখ দুঃখ দেখ যত কর্ম্ম ফল সুবেকত
হেন জন্ম পাইল কোন কাজে॥
অন্য ধর্ম্ম কহে লোক নাহি জানে ভক্তি যোগ
নানা মনে করে অবধান।
তার কথা নাহি শুনি পরমার্থ তবে জানি
মহাজন পথ পরমাণ॥
রতি সতি গৌরী রমা জিনি রূপ অনুপামা
গান্ধর্ব্বিকা বেদ পরাৎপর॥
শুকদেব নারদাদি বাঞ্ছা করে নিরবধি
যার পদ্মচরণের রেণু।
(হেন শ্রীরাধিকাশ্রয় যে করে সে মহাশয়
দীন হীন কল্পতরু জনু॥)
আহলাদিনী শক্তি সার প্রেমময়ী অবতার
গোবিন্দমোহিনী শুকবাসী।
শৃঙ্গার রসের সার সঙ্গে নিত্য পরিবার
শ্রীবৃন্দাবিপিনবিলাসী।
ভজরে ভজরে লোক সংসার জনি(ত)শোক
দূরে যাবে পাইবে আনন্দ।
হেন তত্ত্ব জানে যেই উত্তম ভকত সেই
তার পদরেণু করি আশ।
রাধাকৃষ্ণ ভজ সদা স্বপনে না জান দুজা
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

৮

যুগল কিশোর প্রাণ   নানা[১] রস সদা গান
প্রার্থনা লালসাময়ী সদা।
রাধানাম গানে ভাই   কৃষ্ণের চরণ পাই
কৃষ্ণনাম গানে পাই রাধা ॥
রাধিকা চরণাশ্রয়   করে যেই মহাশয়
ভাসে সেই লীলারস সুখে।
যুগল চরণ বিনা   ভজে যেবা অন্য জনা
রসলীলা কি করিব[২] তাথে ॥
জাতি কুল অভিমান   ছাড়িয়া সকল আন
বৈষ্ণব সঙ্গতি করি সদা।
লীলারস করি গান   যুগল মুরতি ধ্যান
অনুগা হইয়া পাই রাধা ॥
কিবা স্ত্রী পুরুষ বালা   শাস্তিকর্তা আছে কাল
বেশ বয়স নাহি মানে।
ব্রহ্ম আদি কীট যত   কর্মফলে সুবেকত
ভোগ পূর্ণ হইলে মরণে ॥
(কৃষ্ণ বড় দয়াময়   ভজিলে সর্বত্র জয়
নিন্দী সিদ্ধি হয় আজ্ঞাকারী।)
শত্রু মিত্র জীব যত   সব হয় অনুরক্ত
যারে কৃপা করে গিরিধারী ॥
(পিতৃলোক দেবলোক   পায় তারা মহা সুখ
ধন্য ধন্য করে সর্বক্ষণে।)
হৃদয়ে আনন্দ বাড়ে   মিত্রভাবে সবাকারে
অপরূপ গোবিন্দ ভজনে ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব বাক্য রুচি যার হয়।
এ হেন অপূর্ব ভক্তি সেই সে করয় ॥
শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ করিতে মন হয়।
সাধুমুখে প্রেমভক্তি তবে সে জানয় ॥

[১]লীলা   [২]বলিব

প্রেমভক্তিচিন্তামণির পাঠান্তর সম্পূর্ণ

কপট করিয়া ভজে গোবিন্দ চরণ।
খাই দাই সুখে থাকি স্ত্রী পুত্র ভরণ॥
চাতুরী প্রবন্ধে করে লোক কে বুঝায়।
রাক্ষসের মায়া করি নাচে কান্দে গায়॥
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা চিন্তয়ে অনুক্ষণ।
অহঙ্কার করি করে বৈষ্ণব নিন্দন॥
যে সব জনের যেন না দেখিএ মুখ।
কহে নরোত্তম দাস তবে বড় সুখ॥

৯

রাধাকৃষ্ণ সদা ভজ জীবনে মরণে।
তার গুণ তার লীলা ভাব অনুক্ষণে॥
তার সেবকের সেবক হও দাসের দাস।
শ্রীব্রজমণ্ডলে কর তার সঙ্গে বাস॥
যখন যে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হৈয়া তাথে করোঁ ভোর॥
কখন চরণ সেবোঁ তাম্বুল জোগাও।
কখন মালতি মালা গাথিয়া পরাও॥
কখন দোহার রূপ করোঁ নিরীক্ষণ।
চামর ঢুলাও করোঁ মখ দরসন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে থাক নিরবধি।
তার পাদপদ্মরেণু মোর মন্ত্রৌষধি॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দেবী কর মোরে দয়া।
জন্মে জন্মে দেহ মোরে পাদপদ্ম ছায়া॥
শ্রীরসমঞ্জরী মোরে কর অবধান।
জীবনে মরণে মোর তুয়া পদ ধ্যান॥
ভক্তি চিন্তামণি কিছু সংক্ষেপে কহিল।
মনে কিছু নাহি স্ফুরে অন্তরে রহিল॥
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যুগল বিলাসে।
প্রার্থনা করএ সদা নরোত্তম দাসে॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচিন্তামণি সম্পূর্ণ

(ক.বি. ৩৯২৮ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

গুরুভক্তিচিন্তামণি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যা নমঃ।
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ইত্যাদি শ্লোক।
প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ[১] চরণ।
কৃপা করি জ্ঞান অঞ্জন দিলা যেই জন॥
হেন [২](সব সেবনেতে)[২] ভেদ না রাখিল[৩]।
জাতি কুল প্রাণধন সব নিবেদিল[৪]॥
শ্রীগুরুচরণে যার [৫]ভক্তি না জন্মিল[৫]।
সেই অপরাধী লোক তোমারে কহিল॥
[৬]কৃষ্ণসেবা হইতে[৬] ভাই গুরুসেবা মূল।
সেবা বিনু কোন বস্তু নহে সমতুল॥
আর [৭]এক নিবেদন শুন ভক্তগণ[৭]।
[৮]সব নিবেদিনু ইবে (;তোমার চরণ॥)[৮]
(সাদৃশ আদৃশ) আর যত ভক্তগণ।
[৯]একবারে বন্দো[৯] মুঞি সবার চরণ॥
মুঞি হীন মূঢ়মতি বন্দনা কি জানি।
গুরুকৃষ্ণ কৃপা করি যে কহায়[১০] বাণী॥
শুন শুন সর্ব্বলোক হয়্যা একমন।
(কি[১১] ভাব করিবে) পাই শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

তথাহি—

সর্ব্ব স্বামী পরে কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ স্বামী পরে গুরু।
গুরু স্বামী পতিব্রতা ভজনং দৃঢ় নিশ্চয়ং যথা॥

অস্যার্থ—

গুরুকে করিঞা কৃষ্ণ করহ ভজন[১২]।
তবে সে [১৩]পাইবে ব্রজে[১৩] ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

পাঠান্তর শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুথি হইতে—

[১]দেবের [২-২]জনের সেবাতে [৩]রাখিব [৪]নিবেদিব
[৫-৫]কৃষ্ণ না পাইল [৬-৬]কৃষ্ণের সাধন [৭-৭]নিবেদন করোঁ রসিক ভক্তগণে
[৮-৮]কৃপা করি মো অধমে রাখিবে চরণে [৯-৯]একু করে বলোঁ
[১০]কহিল [১১]সে [১২]সাধন [১৩-১৩]করিবা দয়া

গুরুসেবা ছাড়ি যেবা অন্য দেবে পুজে।
বিধাতার [১]ভালে যেন[১] সিন্দূর না সাজে॥
গুরুসেবা ছাড়ি কৃষ্ণে ভজে যেই নরে।
নিজ স্বামী ছাড়ি কেন অন্য স্বামী করে॥
গুরুসেবা হইতে[২] ভাই কৃষ্ণ সেবা হয়।
গুরু তুষ্টে[৩] কৃষ্ণ তুষ্ট[৪] জানিহ নিশ্চয়॥
যেই জন [৫]গুরুদেব দৃঢ় করি[৫] জানে।
জগত নিছনি দিব তাহার চরণে॥
মুঞি মূঢ়মতি গুরুসেবা না জানিনু।
সংসার বিষয় রসে ডুবিয়া[৬] রহিনু॥
গুরুদেবে ভক্তি করি ভজ কৃষ্ণ রাধা।
সংসার [৭]তরিবে কোন কালে নাহি[৭] বাধা॥
সংসার আপদ বড়[৮] শুন সর্বজন।
তৎকাল করিয়া কর শ্রীকৃষ্ণ সাধন॥
তথাহি—
জীবনং কৃষ্ণ ভজস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন চ কল্প সহস্রানি ভক্তিহীনস্চ কেশব॥
অস্যার্থ—
[৯]শত বৎসর[৯] জিয়ে যদি কৃষ্ণ সেবা[১০] নাহি জানে।
সে জন জীয়ন্তে মরা শাস্ত্রের বিধানে[১১]॥
পঞ্চরাত্রি জিয়ে যদি কৃষ্ণ সেবা[১২] করে।
ভাগ্যবান বলি তারে সংসার ভিতরে॥
নানাদেবে সেবা করে কৃষ্ণে নাঞি রতি।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপিষ্ঠ[১৩] মূঢ়মতি॥
নানা আভরণ যদি অঙ্গেতে পরয়ে।
বস্ত্র নাহি পরে যেন উপহাস্য হয়ে॥

[১-১]কপালে যৈছে [২]হইলে [৩]রুস্টে [৪]রুস্ট
[৫-৫]দৃঢ় করি গুরু সেবা [৬]মজিয়া [৭-৭]তরিতে কোন না হইব
[৮]যত [৯-৯]কোটি কল্প [১০]সাধন [১১]বচনে
[১২]সাধন [১৩]পাপ

একজন যদি কৃষ্ণ ভজিবারে চায়[১] ।
[২]সংসারের লোকে[২] তারে টানিঞা ফেলায় ॥
বলে ওরে ওরে ভাই না কর সাধন ।
[৩]দেবের উচ্ছিষ্ট সেহ না করা[৩] ভক্ষণ ॥
দেবের উচ্ছিষ্ট খায়্যা [৪]সুখেতে থাকিবে[৪] ।
[৫]ইহাত করিলে কূপে[৫] পড়ে অন্ত কালে ॥
বৈষ্ণবের সঙ্গ হইলে[৬] অঙ্কুর বাড়য় ।
[৭]সাংসারিক লোক তারে টানিয়া[৭] ফেলায় ।
পূর্ব জন্মে যদি তার পিপাসা থাকয় ।
সেই (···) জনার তবে উদয় করায় ॥
জন্ম জন্মান্তরে যার না থাকে বাসনা ।
কখন না পারে সে করিতে সাধনা ॥
তথাহি—
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্য চারিবর্ণ ।
কৃষ্ণ ভক্তি সম্বন্ধে ন (···) ॥
যেই জন কৃষ্ণ ভজে কি দিব তুলনা[৮] ।
ব্রহ্মাদি দেবগণ দিতে নারে সীমা ॥
তাহারে করিল[৯] রক্ষা প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র ।
সংসারে বিহরে সেই হইয়া আনন্দ ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যদি করয়ে পীড়ন ।
কৃষ্ণকথা শুনে[১০] তার স্থির নহে মন ॥
যত কথা কহে সেই[১১] কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ।
কহিতে কহিতে সে[১২] পুলক হয় অঙ্গ ॥
রসিক যে জন তার কৃষ্ণকথায় মন ।
সংসারী[১৩] অজ্ঞান লোক না করে সাধন ॥
অন্য[১৪] কথায় মন দিয়া থাকে অনুক্ষণ ।
শূকর কুকুর[১৫] যেন করয়ে ভক্ষণ ॥

[১]যায় [২-২]সাংসারিক লোক [৩-৩]দেবতা উচ্ছিষ্ট সবে করিব
[৪-৪]সুখে থাক বলে [৫-৫]ইহা নাঞ্জি বুঝে নর [৬]কৈলে
[৭-৭]তাহা অজ্ঞানী লোক ভাঙ্গিয়া [৮]উপমা [৯]করেন [১০]বিনে
[১১]সব [১২]তার [১৩]সংসারে [১৪]কু [১৫]অভক্ষ্য

তথাহি। সুরদাস কি বাক্যং—

সাকটজনা দুহঁরি ভক্তি নাহি কৃষ্ণকথায় স্বহায়।

মেখিকো চন্দন নাহিঁ জাহাঁ ... তাহাঁ ধায়॥

অস্যার্থ—

বৈষ্ণব জন যদি কহে কৃষ্ণকথা।

[১]অন্য কথা প্রসঙ্গেতে[১] তাহে দেই ব্যথা॥

[২]সেজনার কি হব[২] শুন সর্ব্ব জন।

অমৃত ছাড়িয়া বিষ করয়ে ভক্ষণ॥

মন দিয়া কর সবে[৩] কৃষ্ণের সাধন।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম না হবে এখন॥

তথাহি—

নলিনী দলগত জলবৎ তরলম্ তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলম্
ইত্যাদি।

চিরকাল[৪] নহে ভাই মনুষ্য সকল।

টলমল করে যেন পদ্ম পত্রের জল॥

এমন মনুষ্য ([৫]খেনে কে ভুরুভঙ্গ[৫])।

মন দিয়া [৬]শুন তবে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ[৬]॥

রসিক জনের সঙ্গ কর অনুক্ষণ।

সমর্পণ কর যদি[৭] কুল প্রাণ ধন॥

অবিশ্বাস না করিহ শুনহ সর্ব্বথা।

[৮]ঠাকুর বৈষ্ণব তবে[৮] যে কহেন কথা।

বৈষ্ণব গোস্বামী আজ্ঞা হয় বলবান।

পাষণ্ড যে জন সেহ আজ্ঞা করে আন॥*

[১-১]কৃকথা প্রসঙ্গ করি [২-২]সে জন নারকী বড় [৩]ভাই

[৪]চিরদিন [৫-৫]দেহ ক্ষেণেকে ভঙ্গুর [৬-৬]কৃষ্ণভক্তি করহ অঙ্কুর

[৭]জাতি [৮-৮]বৈষ্ণব গোসাঞি তবে

*ইহার পর অতিরিক্ত—

বৈষ্ণব গুরু কৃষ্ণ এক দেহ হয়।

অধম যে জন সেই দুই বিচারয়॥

বৈষ্ণব বিমুখ হৈলে কৃষ্ণেতে বঞ্চিত।

সংসার বিমুখ তারে বিধি বিড়ম্বিত॥"

তথাহি—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বদনস্য অনাদেবমুপাশ্রিতা।
বিপচারি মমাং গঙ্গোদকে সুরা যথা॥
এক কলসীতে যদি থাকে গঙ্গাজল।
একবিন্দু সুরাস্পর্শে নষ্ট (ত) সকল॥
তিলে আধ না করিহ পাষণ্ডের সঙ্গ।
যে কিছু ভক্তি থাকে সব করে[১] ভঙ্গ॥
রসিকের সঙ্গ হইজে[২] আনন্দ বাড়য়[৩]।
সুবর্ণ দাহনে যেন মলা করে ক্ষয়॥
[৪]বৈষ্ণব পরশে ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
স্পর্শমণির স্পর্শে যৈছে লৌহ স্বর্ণ হয়॥
ইহা বুঝি করে যেই রসিকের সঙ্গ।
দিনে দিনে বাড়ে তার প্রেমের তরঙ্গ॥
সে জন কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
রাধাকৃষ্ণ দুইজন করুণা করয়[৪]॥
তাহারে আপন করি দেন পদচিহ্ন।
[৫]সখীর সঙ্গিনী হয়্যা থাকে সর্ব্বক্ষণ[৫]॥
মুঞি মূঢ়মতি [৬]হেলাতে হারাইনু[৬]।
মিছা মায়াবন্ধে পড়ি জন্ম গুঙাইনু॥
সতত হইল মোর পাষণ্ডের সঙ্গ।
যে কিছু ভক্তি ছিল সব হইল ভঙ্গ॥
মো বড় অধম মোরে দয়া[৭] কর গুরু।
[৮]পুরাণে শুন্যাছি নাম[৮] বাঞ্ছাকল্পতরু॥
[৯]রাখ রাখ মহাপ্রভু জোড় করি হাত।
লক্ষ লক্ষ তোমার চরণে প্রণিপাত[৯]॥

[১]হয় [২]কৈলে [৩]হৃদয়
[৪-৪]বৈষ্ণব পরশে···করুণা করয়' চরণগুলি নাই
[৫-৫]সখী সঙ্গে স্থিতি হয় আত্মা নহে ভিন্ন [৬-৬]হেন সঙ্গ না করিনু
[৭]কৃপা [৮-৮]চরণেতে রাখ মোরে
[৯-৯]রাখ রাখ প্রভু মোর দেহ হইল পাত।
দন্তে তৃণ ধরোঁ আর জোড় করোঁ হাথ॥

যদি করোঁ অপরাধ আমি সে অজ্ঞান।
তুমি মোর জাতি কুল তুমি মোর প্রাণ ॥
সব নিবেদিনু ইবে[১] তোমার চরণে।
সত্য সত্য [২]ইহ বাক্য তোমার চরণে[২] ॥
তুমি মোর ধাতা কর্তা শাস্ত্রের বচন।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি মনে ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি তুমি পতিত পাবন।
মো সম পতিত প্রভু [৩]নাহিক ভুবন[৩] ॥
যদি না করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিতপাবন[৪] বলাইবে কেমন করিয়া ॥
বিদ্যা শাস্ত্র নাক্রি জানি (মন্ত্র মূল হিন)।
(সেবা) সাধন নাহিঁ সংসারের দিন ॥
আপনার দোষে প্রভু (ডুবিলাম) জলে।
না জানি সাঁতার প্রভু রাখ লইয়া কূলে ॥
বহুত অসার মুক্রি[৫] করহ তারণ।
আমারে তারিলে[৬] প্রভু না হবে দোষণ ॥
মোর অপরাধ যত শুন সর্বজন।
জন্মাবধি লেখি যদি না যায় লিখন ॥
সংক্ষেপ[৭] করিয়া কিছু করিনু বিচার।
সংসারের মধ্যে বুঝি মোর নাহি পার ॥
পাতকের ভরে আমি উঠিতে না পারি।
কৃপা করি মোরে পার কর গৌরহরি[৭] ॥
(দু)কর যুড়িয়া কহি শুন সাধুজন।
[৮]আমার যতেক পাপ করিনু[৮] নিবেদন ॥

[১]আমি [২-২]ইহ বোল অন্য নাহি মনে [৩-৩]নাক্রি ত্রিভবন
[৪]বাঞ্ছাকল্পতরু [৫]মোর [৬]তারিতে
[৭-৭]'সংক্ষেপ করিয়া ...... গৌরহরি' ইত্যাদির পরিবর্তে আছে—
সংক্ষেপ করিয়া কিছু কহিনু বিচারি।
পাতকের ভরে মুক্রি চলিতে না পারি ॥
[৮-৮]মোর অপরাধ যত কৈনু

পায় পায় অপরাধ মোরে[১] কর ক্ষেমা।
দীন হীন মুঞি কিছু না জানি মহিমা॥
মোরে কৃপা করহ রসিক ভক্তগণ।
আর কৃপা কর মোরে রূপ সনাতন॥
গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস দুইজন।
কেবল ভরসা (মোর) তোমার চরণ॥
রঘুনাথ ভট্ট (আর) কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
শ্রীজীব গোসাঞি রাখ হৃদয়ের মাঝ॥
[২]লোকনাথ গোসাঞির চরণ কমল।
জীবনে মরণে মোর ভরসা কেবল॥
হৃদে মুঞি রাখি সদা জীবনে মরণে।
তুহুঁ পাদপদ্ম ভজন জনমে জনমে॥
তোমা সভা কৃপা কর সদয় হইয়া।
জীবনে মরণে যাও নিছিয়া নিছিয়া[২]॥
তোমা সবার কৃপা দৃষ্টে করিনু বিচার।
যে কহিজে[৩] তাহা লিখি করুণা[৪] তোমার॥
শুদ্ধ অশুদ্ধ [৫]যেই না জানি মেলানি[৫]।
লাজ বিজ খায়্যা তবু করি টানাটানি॥
নিবেদন করি এই[৬] চরণ কমলে।
যে কিছু [৭]লিখন হইল রূপের[৭] কৃপা বলে॥
[৮]শ্রীআচার্য পদতলে করি অভিলাষ[৮]।
যে কিছু [৯]কহিল এই[৯] বালকের ভাষ॥

[১]দোষ [২-২]'লোকনাথ ...... নিছিয়া' ইত্যাদির পরিবর্তে আছে—
আমার আচার্য প্রভু চরণ কমলে।
হৃদয় তুষিয়া রাখ মনের সাদরে॥
তোমরা সভে কৃপা কর হইয়া সদয়।
তোমা সবা বিনে আর নাঞি দয়াময়॥
[৩]লিখায় [৪]কৃপায় [৫-৫]ভালমন্দ কিছুই না জানি
[৬]কিছু [৭-৭]লিখিনু এই গুরু
[৮-৮]শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞির পদতলে করি আশ [৯-৯]লিখিনু যেন

দোষ না লইবে [১]সবে মোর[১] নমস্কার।
[২]তোমার কৃপাবলে লেখি ভরসা তোমার[২] ॥
জানি বা না জানি তবু [৩]লিখি কৃষ্ণ নাম[৩]।
[৪]নিত্য যেই শুনে ইহা সেই ভাগ্যবান[৪] ॥
[৫]যেই জন শুনে[৫] ইহা বিশ্বাস করিয়া।
তারে কৃষ্ণ কৃপা করেন সদয় হইয়া ॥
[৬]শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
গুরুভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস[৬] ॥

ইতি গুরুভক্তি-চিন্তামণি সম্পূর্ণ।

(ক.বি. ১৬৬৫ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

১-১প্রভু করৌ   ২-২তোমা কৃপালেশে লিখি ভাগবত বিচার   ৩-৩কৃষ্ণপদে আশ
৪-৪যেই পড়ে শুনে তার সদা ব্রজে বাস   ৫-৫যে জন শুনিব
৬-৬শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পদতলে করি আশ।
শ্রীগুরুভক্তিচিন্তামণি কহে নরোত্তম দাস ॥
গুরুভক্তিচিন্তামণির পাঠান্তর সম্পূর্ণ।

———————

নামচিন্তামণি

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গত হরেকৃষ্ণেতিদ্বিবর্ণকা।
মজ্জয়ন্তো জগত প্রেম্নিবিজয়ন্তাং ... ॥ ১
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২
চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ॥
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥ ৩
কৃষ্ণবর্ণংত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৪
শ্রীমদ্গুরুপাদাম্ভোজং হৃদি মে স্ফুরতাং সদা।
তন্মাধুমত্তকৃদ্ভৃঙ্গৈর্জনৈঃ সঙ্গোস্তমেহানিসং ॥ ৫

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরধাম।
জগত তরিল যিহোঁ দিয়া হরিনাম ॥
আপনে লইয়া নাম জগতে শিখায়।
ঈশ্বর হইয়া কর্ম সাধকের প্রায় ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ অবধূত রায়।
প্রেমভক্তি পায় লোক যাহার কৃপায় ॥
প্রেমবানে নিতাইচান্দ বিশ্ব ডুবাইল।
উত্তম অধম সব সমান করিল ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
হুহুঙ্কারে যে আনিল চৈতন্য নিতাই ॥
ভক্তির ভাণ্ডারী হয় আচার্য গোসাঞি।
যারে দেন সেই পায় ভেদাভেদ নাই ॥
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস।
মুকুন্দ মুরারি জয় নরহরি দাস ॥
জয় জয় রামানন্দ স্বরূপ গোসাঞি।
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই ॥

জয় হরিদাস হরিনামের ভাজন।
তিনলক্ষ নাম নিত্য যাহার গ্রহণ ॥
নামের প্রভাবে বেশ্যা নারী উদ্ধারিল।
মায়া ভগবতী যারে মোহিতে নারিল ॥
হরিদাস ঠাকুরের হেন কৃষ্ণ ভক্তি।
মায়া পরাভব যারে কৈল স্তুতি ॥
জয় সনাতন রূপ ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞি ব্রজে করিল নিবাস।
যুগল উজ্জ্বল রস কৈল পরকাশ ॥
জয় গৌরভক্তগণ অনন্ত অপার।
সভার প্রকট জীব করিতে উদ্ধার ॥
জয় জয় সংকীর্তন জয় হরিনাম।
শ্রীগৌড়মণ্ডল জয় নবদ্বীপ ধাম ॥

জয় গুরু গোসাঞির চরণ কমল।
যাহার স্মরণে চিত্ত হয় সুনির্মল ॥
যে পদ আশ্রয় মাত্র বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥
অজ্ঞান নাশিল যে দিব্যজ্ঞান দিয়া।
কৈতবাদি তম যেহ পেলিল ধুনিয়া ॥
তার পাদপদ্মমধু পানে যারা মত্ত।
সে সব মধুপ সঙ্গ হউক সতত ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি জয় করুণার সিন্ধু।
তাপতমো নাশ করে যৈছে পূর্ণ ইন্দু ॥
গুণগ্রাহি দোষ ক্ষমা করে সর্ব্বক্ষণ।
তাহার চরণ মোর একান্ত শরণ।

জয় জয় শ্রোতাগণ কর অবধান।
প্রভুর হরিদাসের প্রশ্নোত্তর অনুপাম ॥
প্রভু নিয়ম প্রতিদিন একবার।
হরিদাসে মিলি করেন তাহার সৎকার ॥
প্রতি দিন ইষ্ট গোষ্ঠী করি তার সনে।
সিন্ধু স্নান করি তবে যান বাসা স্থানে ॥

এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
তাতে যত লীলা শাস্ত্র আছে পরকাশ ॥
একদিন ইষ্টগোষ্ঠী করি তার সনে।
শেষে মহাপ্রভু পুছে সভঙ্গি বচনে ॥
হরিদাস কলিযুগ বড় দুরাচার।
জীবের স্বধর্ম্ম নাশে করি অনাচার ॥
কলির প্রভাবে জীব পাপ কর্ম্ম করে।
তপ যজ্ঞ দান পুণ্য দূরে পরিহরে ॥
বেদ অধ্যয়ন নাহি তীর্থ পর্যটন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নাহি একজন ॥
যদি বল পাপ পুণ্য হয় কি প্রকারে।
তাহার কারণ কহিয়ে তোমারে ॥
চারিবেদ চৌদ্দশাস্ত্র আঠার পুরাণ।
জীবের উদ্ধার হেতু কৈল ভগবান ॥
তার মধ্যে বিধি আর নিষেধ বর্ণন।
বিধি আচরণে হয় পুণ্য উপার্জন ॥
শাস্ত্রেতে নিষেধ আছে যে সকল কর্ম।
নিষিদ্ধ আচরণে হয় পাপ উৎপন্ন ॥
সেই পাপ বহুবিধ নাহি তার পার।
তথি মধ্যে প্রধান পাপ পঞ্চ প্রকার ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার।
এই ছয় দ্বারে হয় পাপের সঞ্চার ॥
মনেন্দ্রিয় হরে জীবে পাপকর্ম করে।
যম পাশে বন্দি হঞা রৌরবেতে পড়ে ॥
এ সকল জীবে কৈছে হইবে উদ্ধার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার ॥
কহ হরিদাস কলি জীবের মোচন।
হরিদাস কহে বন্দি প্রভুর চরণ ॥
সর্বতত্ত্ববেত্তা তুমি ধর্ম সনাতন।
তোমার নিঃশ্বাসে হৈল বেদ প্রবর্তন ॥
অতএব ভালমন্দ তোমার গোচরে।
তথাপিহ ভঙ্গি করি জিজ্ঞাস আমারে ॥

আমি ক্ষুদ্র জীব না জানিয়ে ধর্মাধর্ম ।
কোন বলে বাখানিব এসকল কর্ম ॥
না জানি কি অপরাধ কৈলুঁ জন্মান্তরে ।
সেই ফলে জন্ম হৈল যবনের ঘরে ॥
আমারে ছুইলে স্নান করিতে জুয়ায় ।
আমারে দেখিলে তার পুণ্য হয় ক্ষয় ॥
এ হেন অধমে যাতে কৈলে অঙ্গিকার ।
ইহাতেই জানি প্রভু মহিমা তোমার ॥
রামানন্দ স্বরূপ সার্বভৌম ভট্টাচার্য ।
এসব মহান্ত হয় মোর শিরোধার্য ॥
পাণ্ডিত্য গাম্ভীর্য আর সর্বতত্ত্ব-বেত্তা ।
তা সভার স্থানে প্রশ্ন কর এই কথা ॥
শুনিতে পাইবে প্রভু তা সভার মুখে ।
আমিহ শুনিব যদি ভাগ্যে মোর থাকে ॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ ।
শুনিয়া তোমার দৈন্য ফাটে মোর মন ॥
আপনে না জান তুমি আপনার তত্ত্ব ।
বেদে ভাগবতে গায় তোমার মহত্ত্ব ॥
ঈশ্বরের ভঙ্গি কিছু বুঝন না যায় ।
কারো দ্বারে কোন কার্য্য ঈশ্বর করায় ॥
পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের গর্ব্ব খণ্ডাইতে ।
নীচকুলে জন্ম তোমার লয় মোর চিত্তে ॥
প্রহ্লাদে অসুর যৈছে কপি হনুমান ।
তৈছে নীচকুলে তোমার হৈল অধিষ্ঠান ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি কুলাদি বিচার ।
যেই ভজে তারে কৃষ্ণ করে অঙ্গিকার ॥
কৃষ্ণ চরণারবিন্দ বিমুখ ব্রাহ্মণ ।
ভক্ত স শ্বপচ তাহা হইতে উত্তম ॥
তথাহি শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে—
বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং ।
মন্যেতদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ ॥ ৬

অতএব দৈন্যাদি নির্বেদ ছাড় তুমি ।
জীবের উদ্ধার হেতু কহ কিছু শুনি ॥
হরিদাস কহে আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি ।
কহিবার সাধ্য নহে কি উপায় করি ॥
তাতে শ্রীচরণ প্রভু মোরে মাথে দিয়া ।
আশীর্ব্বাদ কর নিজ শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
তবে সে কহিতে পারি মোর মনে লয় ।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মাথায় ॥
হরিদাস প্রভুর চরণ ধূলি লৈয়া ।
মস্তকে ধারণ কৈল ভক্ষণ করিয়া ॥
পুনর্বার দণ্ডবৎ করি শ্রীচরণে ।
জীবের উদ্ধার কহে বিনয় বচনে ।
সর্ব্বকাল জীব প্রতি করুণা তোমার ।
আমা হেন পাপিষ্ঠেরে করিলে উদ্ধার ॥
পতিতপাবন তুমি মোর মনে লয় ।
কলির প্রভাব দেখি না করিহ ভয় ॥
জীবোদ্ধার হেতু পুর্ব্বে করিয়াছ তুমি ।
শাস্ত্রে আছে অদ্যাবধি সাধুমুখে শুনি ॥
দোষের সমুদ্র কলি যুগ ভয়ঙ্কর ।
কামাদি গ্রাহক তাতে ফিরে নিরন্তর ॥
পাপ সমুচ্চয়ে তাতে তরঙ্গের প্রায় ।
তাহাতে পতিত জীব নানা দুঃখ পায় ॥
করুণা অবধি কৃষ্ণ জীবে দয়া করি ।
নাম নৌকা গুরুরূপে হইলা কাণ্ডারী ॥
সাধুরূপে পবন হইলা পুনর্বার ।
কলি সিন্ধু হৈতে জীব করেন উদ্ধার ।
দ্বাদশে তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ শ্লোক—
কলের্দোষনিধে রাজন্ নাস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৭
অতএব হরিনাম হরিনাম সার ।
হরিনাম বিনে কলৌ গতি নাহি আর ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা ॥ ৮

কৃষ্ণ যৈছে চিন্তামণি সর্ব্বফলদাতা ।

নামচিন্তামণি তৈছে জানিহ সর্ব্বথা ॥

চেতন স্বরূপ কৃষ্ণ তৈছে মায়াতীত ।

তৈছে কৃষ্ণ নাম করে জগতের হিত ॥

রসের বিগ্রহ কৃষ্ণ সর্ব্ব রস ধরে ।

গৌণ মুখ্য রস গণ কৃষ্ণেতে বিহরে ॥

তৈছে কৃষ্ণ নাম হয় সর্ব্ব রসময় ।

শান্তাদি মধর রস নামে উপজয় ॥

কৃষ্ণ যৈছে পূর্ণরূপে স্বয়ং ভগবান ।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর যাহা বহি নাহি আন ॥

কৃষ্ণ নাম তৈছে হয় না করে বিচার ।

আপনে স্বতন্ত্র হইয়া তারয়ে সংসার ॥

কৃষ্ণ যৈছে শুচি হয় পাবন চরিত ।

বিশুদ্ধ কপট হীন দোষ বিবর্জিত ॥

তৈছে কৃষ্ণ নাম হয় পতিত পাবন ।

পাপ তাপ নাশ করে শুদ্ধ করে মন ॥

প্রকটাপ্রকটি কৃষ্ণ নিত্য অবস্থিতি ।

মায়াবন্ধ শূন্য তাথে মুক্ত দশা প্রাপ্তি ॥

তৈছে কৃষ্ণনাম নিত্য মায়া বন্ধ হরে ।

মুক্ত দশা প্রাপ্তি দিয়া আনন্দে বিহরে ॥

এই হেতু নাম নামী অভিন্ন বাখানে ।

নাম নাম্নী সমশক্তি শাস্ত্র পরমাণে ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্মোত্তরবচনং—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ৯

হেন কৃষ্ণ নাম সদা যে করে গ্রহণ ।

সে যদি চণ্ডাল হয় তথাপি উত্তম ॥

সর্ব্বতপ যজ্ঞ তার হয় ক্ষণে ক্ষণে ।

সর্ব্বতীর্থ স্নান চারি বেদ অধ্যয়নে ॥

এতাদৃশ কৃষ্ণ নামের অদ্ভুত চরিত্র।
জিহ্বা উচ্চারিতে মাত্র করয়ে পবিত্র ॥
তথাহি তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবপ্রতি দেবহূতি বচনং—
অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্।
যদ্‌জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং ॥
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা।
ব্রহ্মানুচু নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১০
সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম্ম ত্রেতা যুগে যজ্ঞ।
দ্বাপরে অর্চ্চন করে যেই হয় বিজ্ঞ ॥
তিন যুগে তিন ধর্ম্ম যত ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে তত ফল পায় ॥
তথাহি দ্বাদশস্কন্ধে—
কৃতে যদ্‌ধ্যায়তে বিষ্ণুংত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ। ১১
তথাহি বিষ্ণুপুরাণে চ—
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥ ১২
কলিযুগে যজ্ঞ ব্রত তপস্যাদি করে।
বৃথা পরিশ্রম তাতে ফল নাহি ধরে ॥
তাতে শাস্ত্র বিচারজ্ঞ যেই জন হয়।
নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধয় ॥
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।
সর্ব্বানর্থ নাশ হয় ভব বিমোচন।
তথাহি একাদশে—
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ ॥ ১৩
গ্রহণে গো কোটি দান যদি করে কাশি।
মাঘ মাসে প্রাগে যদি হয় কল্পবাসি ॥
সুমেরু সমান যদি স্বর্ণ করে দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান ॥
কোটি অশ্বমেধ কহে নামের সমান।
যমদণ্ড পায় তার নাহি পরিত্রাণ ॥

তথাহি পাণ্ডবগীতায়াং গৌতমোবাচ—

গো-কোটি-দানং গ্রহণেষু কাশী-
প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
নহি তুল্যং গোবিন্দনামম্ ॥ ১৪

নামের সম কৃষ্ণ কৃষ্ণ সম নাম।
তত্ত্বত এক শক্তি একই সমান ॥
তথাপি নামে কৃষ্ণে কৃপা অনুসারে।
অসমতা হয় শাস্ত্রে আছয়ে প্রচারে ॥
ভক্তিবস কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি লুকাইয়া।
ভক্তি মুক্তি দেয় ভক্তে বঞ্চনা করিয়া ॥

তথাহি পঞ্চম স্কন্ধে শ্রীশুকবাক্যং—

রাজন্ পতির্গুরুবলং ভবতাং যদুনাং
দৈবংপ্রিয়ঃ কুলপতিঃ কৃচকিঙ্করোবঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্মনভক্তিযোগং ॥ ১৫

কৃষ্ণের কর্তব্য এই শাস্ত্র অনুসার।
কৃষ্ণ নামে নাহি করে এতেক বিচার ॥
নাম সংকীর্তনে হয় ভব বিমোচন।
চিত্তের মলিন মুচে শুদ্ধ হয় মন ॥
ভক্তি প্রেমানন্দসিন্ধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
পদে পদে কৃষ্ণ প্রেমামৃত আস্বাদনে ॥
কৃষ্ণের অভয়পদ প্রাপ্তির কারণ।
সেবামৃত সমুদ্রেতে করায় মজ্জন ॥
এই হেতু কৃষ্ণ হইতে নাম বলবান।
কৃষ্ণ তার তুল্য নহে কেবা আছে আন ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ধৃতানন্দাচার্য কৃত শ্লোক—

চেতোদর্পনমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণংবিদ্যাবধূজীবনম্ ॥
আনন্দম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং ॥ ১৬

হেন কৃষ্ণ নাম যেবা করয়ে গ্রহণ।
তার যত চেষ্টা রূপ করিল বর্ণন ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডা বলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং
কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥ ১৭

এতাদৃশ চেষ্টা তায় লালসাদি আর।
সদারুচি নামগানে বহে অশ্রুধার ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরিকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥১৮

তত্রৈব—

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যান্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা ॥১৯

শুনিঞা প্রভুর প্রেমাবিষ্ট হৈল মন।
তুষ্ট হইয়া হরিদাসে কৈলা আলিঙ্গন ॥
পান করাইলা মোরে কৃষ্ণ নামামৃত।
আজি শুভদিন মোর হইল কৃতার্থ ॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল মোর ভব রোগ নাশ।
আজি হৈতে হইলাম শুদ্ধ কৃষ্ণদাস ॥
তোমার মুখে জলধর বর্ষে নামামৃত।
মোর কর্ণ চাতকের স্নিগ্ধ হয় চিত্ত ॥
অতএব পুন কহ নামের মহত্ত্ব।
শুনিতেই শ্রদ্ধা বাড়ে ধৈর্য্য নহে চিত্ত ॥
দেশকালপাত্র নামের কহ বিবরিয়া।
শৌচাচার বিধি কহ বিচার করিয়া ॥
শাস্ত্রজ্ঞান ক্রিয়াহীন নাহি সদাচার।
অধম পামর আদি যত দুরাচার ॥
এ সকল লোকে যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
হবে কি না হবে তা সভার পরিত্রাণ ॥

হরিদাস কহে তুমি পতিতপাবন।
তোমার প্রকট জীব উদ্ধার কারণ ॥
তথাপিহ নানা দৈন্যে কর প্রতারণা।
তোমার মায়ায় স্থির হবে কোন জনা ॥
আমি ক্ষুদ্র জীব হই নীচ নীচাচার।
আপনে জানিয়া মোরে পুছ বারেবার ॥
আজ্ঞা হইলে মোর সর্বনাশ হয়।
তে কারণে কহি কিছু তেজি লাজ ভয় ॥
স্থানাস্থান অপেক্ষা না করে কৃষ্ণ নামে।
গ্রহণ করিব মাত্র যেখানে সেখানে ॥
কৃষ্ণনামে নাহি কালাকালের বিচার।
পাত্রাপাত্র ভেদ নাহি অধম চণ্ডাল ॥
দিক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি নিষেধ না মানে।
শুচি বা অশুচি ক্রিয়া নাহি কৃষ্ণ নামে ॥
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র হেন বল ধরে।
একবার জিহ্বা স্পর্শে সভারে উদ্ধারে ॥
আনুসঙ্গ ফলে পাপ সংসারের নাশ।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপদে দাস ॥
আচণ্ডালাবধি প্রেমভক্তি করে দান।
হেন প্রভু ধন্য হেন ধন্য প্রভু নাম ॥

তথাহি শ্রীধরস্বামীকৃত শ্লোক—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহাতামুচ্চাটনং চাংহসাম্
আচণ্ডালমমূকলোকসুলভোবস্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষ্যতে
মন্ত্রেহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ২০

নিগমন তার ফল কৃষ্ণ হেন নাম।
রসে পরিপূর্ণ সদা চিদানন্দ ধাম ॥
আস্বাদনে সুমধুর মঙ্গল প্রকাশে।
অসৎক্রিয়া কুটিনাটি অবিদ্যা বিনাশে ॥
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি।
শ্রদ্ধা রুচি নিষ্ঠা ন্যাহি নাহিক আসক্তি ॥

হেলায় শ্রদ্ধায় যদি তেহ একবার।
নাম উচ্চারিতে মাত্র তরয়ে সংসার॥

তথাহি—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গল মঙ্গলানাং সকল
নিগমবল্লি সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সহৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুধর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ ২১

নামে রতি নাহি কিবা শ্রদ্ধাহীন জন।
যৈছে তৈছে একবার করে উচ্চারণ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণ ব্যবহিত নাহি মানে।
নামের স্বভাব (সতত) তারে সর্বজনে॥

তথাহি পদ্মপুরাণে নামপরাধনিরস স্তোত্রে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যম্॥ ২২

সংকেতে বা পরিহাসো লয় কৃষ্ণ নাম।
হেলা করিয়া লয় কিবা করি অবিজ্ঞান॥
তা সভার যত পাপ সর্ব হয় নাশ।
কৃপা করি ভাগবতে কহে বেদব্যাস॥

তথাহি—

সাঙ্কেতং পরিহাসাং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণমশেষাঘৈ হরং বিদুঃ॥ ২৩

মঙ্গল স্বরূপ হয় কৃষ্ণ ইতি নাম।
যাহার জিহ্বায় বর্ত্তে সেই ভাগ্যবান॥
কোটি মহাপাপ নাশি তারে সর্ব্বজনা।
তুলারাশি দহে যৈছে অগ্নি এককণা॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলংনাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটয়ঃ॥ ২৪

অথবা শ্রীকৃষ্ণ নাম পরম পাবন।
একবার যদি কেহ করে উচ্চারণ॥
তা সভার পাপতম বিনাশে সকলি।
সূর্য্যোদয়ে ভাজে যৈছে অন্ধকারাবলি॥

তথাহি শ্রীধরস্বামীকৃত শ্লোক—

অহং সংহরদখিলং সকৃদুদায়াদেব সকললোকস্য।

তরণিরিব তিমিরজলধের্জয়তি জগন্মঙ্গল হরের্নাম ॥ ২৫

চোরে চুরি করে সব বাহিরের ধন।

সেহো যদি অচেতন থাকে গৃহীজন ॥

কৃষ্ণনাম মহা চোর চেতন থাকিতে।

কর্ণদ্বারে লবা মাত্র প্রবেশিয়া চিত্তে ॥

বহ জন্মার্জিত জীবের পাপ ধন যত।

হরণ করিয়া লয় মূলের সহিত ॥

তথাহি পাণ্ডবগীতায়াং ইন্দ্রোবাচ—

নারায়ণনামলবো নরাণাং প্রসিদ্ধ চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাং।

অনেকজন্মার্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্ব শেষং শ্রুতিমাত্র কেবলম্ ॥ ২৬

কৃষ্ণ নামে পাপক্ষয় ভব বিমোচন।

এহো ফল নহে নামের কহিয়ে কারণ ॥

সূর্যোদয়ারম্ভে যৈছে তাহার আভাসে।

চৌর প্রেত তমোরাশি ভাজয়ে তরাসে ॥

ঐছে কৃষ্ণনামভানু জীবের অন্তরে।

উদয় আভাসে সর্ব পাপ তমো হরে ॥

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীবিদুরোপদেশ—

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং

শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিম্।

প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-

রাভাসোঽপিক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ২৭

রাম কৃষ্ণ হরে তিন নামের আভাসে।

পাপক্ষয় মুক্তি লভ্য হয় অনায়াসে ॥

তার সাক্ষী অজামিল ব্রাহ্মণ কুমার।

নানা পাপ কৈল কত কৈল অনাচার ॥

অন্তকালে যমদূতে আসিয়া বান্ধিল।

দণ্ড পরহার কত করিতে লাগিল ॥

কণ্ঠ ঘর্ঘর করে ভয় পাইল মনে।

পুত্র নামে নারায়ণ কৈল উচ্চাচণে ॥

হেন কালে বিষ্ণুদূত আসিয়া মিলিল।
যমদূত দূর করি বন্ধ খসাইল॥
নামের আভাসে তার শুদ্ধ হৈল মন।
মুক্ত হইয়া বিষ্ণুধামে করিল গমন॥

তথাহি ষষ্ঠস্কন্ধে শুকবাক্যং—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধামকিমুত শ্রদ্ধায়া গৃণন্॥ ২৮

আর যত মহাপাপী গোবধি যবন।
তাহারাও নামাভাসে পাইবে মোচন॥
তার সাক্ষী এক ম্লেচ্ছ কার্য্যানুসন্ধানে।
একেশ্বর প্রবেশিল ঘোরতর বনে॥
সেই বনে ছিল বন শূকর প্রচণ্ড।
দন্তের প্রহারে তারে কৈল খণ্ড খণ্ড॥
হারাম হারাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিল।
নামাভাসে মুক্তি পাই বৈকুণ্ঠকে গেল॥

তথাহি নৃসিংহ পুরাণে—

দংষ্ট্রিদংষ্টাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ২৯

অতএব নামাভাসে জীবের মোচন।
হইবেক প্রভু তুমি, না কর চিন্তন॥
না জানিয়া করে যৈছে ঔষধি ভক্ষণ।
তাহা হৈতে হয় সর্ব রোগ নিবারণ॥
ঐছে কৃষ্ণ নাম কেহ জানে বা না জানে।
সর্ব পাপ হরে মুক্তি শ্রবণে গ্রহণে॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি শ্রদ্ধা করি লয়।
তার কিবা গতি তাহা কহনে না যায়॥
তথাপিহ শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ নামের ফল।
কৃষ্ণপদে প্রেম জন্মায় এই তার বল॥

তথাহি একাদশে—

এবংব্রতঃস্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথেরোদিতিরৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৩০

এতাদৃশ শুনি প্রভু নামের মহিমা।
হরিদাসে শ্লাঘা কৈল নাহি তার সীমা॥
হরিদাস তুমি হও পতিতপাবন।
তোমার প্রকট জীব উদ্ধার কারণ॥
কত কত জীব তুমি করিলা পবিত্র।
কেবা বুঝিবারে পারে তোমার চরিত্র॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম করিয়া শ্রবণ।
পবিত্র হইনু মোর সফল জীবন॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কিছু ধন।
সবে মাত্র দেহ আছে কৈল সমর্পণ॥
এত বলি আলিঙ্গিতে যান হরিদাসে।
হরিদাস পাছে ভাজে পরম তরাসে॥
মহাপ্রভু বলাৎকারে কৈল আলিঙ্গন।
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন॥
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
দৈন্য নির্বেদ ভাবে কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণ নাম কল্পতরু সর্ব ফল ধরে।
যেবা যে বাঞ্ছয়ে তার বাঞ্ছা সিদ্ধ করে॥
নিজ সর্বশক্তি কৃষ্ণ দিল নিজ নামে।
স্মরণে নাহিক দেশ কালাদি নিয়মে॥
খাইতে শুইতে কিবা যথায় তথায়।
নাম উচ্চারিলে মাত্র সর্ব সিদ্ধ হয়॥
অহে কৃষ্ণচন্দ্র হেন করুণা তোমার।
তব নামে নাহি পাত্রাপাত্রের বিচার।
আমার দুর্দৈব হেন নামে নাহি রতি॥
পরকালে না জনি কি হবে মোর গতি।
এত কহি মহাপ্রভু কহে পুনর্বার।
হেন ভাগ্য কবে আর হইবে আমার॥
বদনে তোমার নাম করিতে গ্রহণ।
প্রেমে কণ্ঠ রুদ্ধ হবে গদ্গদ বচন॥
অঙ্গ পুলকিত হবে নেত্রে অশ্রুধার।
স্বেদ কম্প হবে নানা ভাবের বিকার।

এত বলি মহাপ্রভু আপনার কৃত।
দুই শ্লোক উচ্চারিয়া হইলা অসম্বিত ॥

তথাহি প্রভুকৃত শ্লোকদ্বয়ং—

নাম্নামকারি বহুধানিজসর্বশক্তিস্তত্রাপিতা নিয়মিতঃস্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ ॥ ৩১

তত্রৈব—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়াগিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৩২

হরিদাস ঠাকুর হরিনাম শুনাইয়া।
প্রভুকে চেতন কৈল চমৎকার হইয়া ॥
চেতন পাইয়া প্রভু স্থির কৈলা মন।
হরিদাসে কহে পুন সভঙ্গি বচন ॥
হরিদাস তুমি হও সর্বতত্ত্ববেত্তা।
আর এক আমাকে কহিবে মর্ম কথা ॥
যুগে যুগে অবতার হয় ভগবান।
পাষণ্ড সংহারি সাধু করে পরিত্রাণ ॥
প্রতি যুগে যুগে করে ধর্ম সংস্থাপন।
অধর্ম সংহারি করে জীবাদি রক্ষণ ॥

তথাহি গীতায়াং শ্রীভগবদ্বাক্যং—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়শ্চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৩৩

অতএব কোন যুগে কোন বর্ণ ধরে।
কোন নাম কোন যুগে ধরেন ঈশ্বরে ॥
কোন যুগে কোন ধর্ম করেন স্থাপন।
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিয়া কহ বিবরণ ॥
হরিদাস কহে চারি যুগে চারি বর্ণ।
বর্ণ অনুরূপে নাম ধরে নারায়ণ ॥
সত্যযুগে শুক্ল বর্ণ ধরে শুক্ল নাম।
ধ্যান ধর্ম স্থাপি করে লোক পরিত্রাণ ॥
ত্রেতা যুগে রক্ত বর্ণ রক্ত নাম ধরে।
আপনে করিয়া যজ্ঞ শিখান সভারে ॥

দ্বাপর যুগেতে শ্যামবর্ণ ভগবান।
শ্যামশব্দে কৃষ্ণ বর্ণ ধরে কৃষ্ণনাম॥
আপনে অর্চ্চন করি পরিচর্য্যা ধর্ম্ম।
জগতে লওয়ায় সেবা করে সর্ব্বজন॥
কলিযুগে পীতবর্ণ ধরে ভগবান।
পীত শব্দে গৌরবর্ণ গৌরচন্দ্র নাম॥
অঙ্গ উপাঙ্গ পারিষদ গণ সঙ্গে।
পাষণ্ড দলন করে নাম গুণ রঙ্গে॥
নাম সংকীর্ত্তন যুগধর্ম্ম প্রকাশিঞা।
আপনে কীর্ত্তন করে ভক্ত গণ লইয়া॥
আপনি আচরি শিখায়েন জগজ্জনে।
কলিযুগে গতি নাহি হরিনাম বিনে॥
এই মত চারি যুগে চারি বর্ণ ধরে।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম পরচার করে॥
চারি যুগে যত জীব করে পরিত্রাণ।
পুরাণ শ্রীভাগবত ইহাতে প্রমাণ॥

তথাহি দশমে নন্দপ্রতি গর্গমুনি বাক্যং—

আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়োহাস্য গৃহ্নতোনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৩৪

একাদশে শ্রীশুকবাক্যং—

কৃতে শুক্ল চতুর্ব্বাহু জটিলঃ বল্কলাম্বর।
কৃষ্ণাজিনোপবিতশ্চ বেত্রদণ্ড কমণ্ডলু॥ ৩৫

তত্রৈব—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ব্বাহু স্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রর্য্যাত্মা স্রুকস্রু বাদ্যপ লক্ষিত॥ ৩৬

তত্রৈব—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৩৭
ইতি দ্বাপরে উর্ব্বীশ স্তবন্তি মধুসূদনং
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ৩৮

তত্রৈব—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃসংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩৯

দ্বাদশস্কন্ধে—

কৃতে যজ্জায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪০

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ । ৪১

তথাহি একাদশে শ্রীশুকবাক্যং—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাগুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোপিলভ্যতে ॥ ৪২

প্রভু কহে তুমি হও কৃষ্ণ কৃপাপাত্র ।
তোমার গোচর সব ভক্তি যোগ তত্ত্ব ॥
অতএব যে সকল কহিয়াছ তুমি ।
শাস্ত্র পরমাণ সত্য মানিলাম আমি ॥
কলিযুগে যেই ভগবান অবতরে ।
পীতবর্ণ ধরি নাম করে পরচারে ॥
হইয়াছে কি হবে কহ তার অবতার ।
তেহো প্রয়োজন বস্তু আমা সভাকার ॥
হরিদাস কহে তিহ প্রকট হইয়া ।
জগৎ তারিল নিজ নাম প্রচারিয়া ॥
অদ্যাবধি ভক্ত সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ।
মর্ত্য লীলাচ্ছলে গুপ্ত ঈশ্বর লক্ষণ ॥
আপনাকে লুকাইতে নানা যত্ন করে ।
তথাপি তাহার ভক্ত জানএ তাহারে ॥

তথাহি যামুনাচার্য্য স্তোত্রে—

উংলঙ্ঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনঃ তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্ ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৪৩

প্রভু কহে কহ তার স্বরূপ লক্ষণ।
আশ্রম আচার আদি যত বিবরণ॥
ঈশ্বর মায়ায় যদি মর্ত্ত্য দেহ ধরে।
মানুষের মত যদি লীলাখেলা করে॥
তবে তারে কিরূপে জানিবে সর্বলোকে।
ক্রমে বিস্তারিয়া সব কহিবে আমাকে॥
হরিদাস কহে যদি কোন কার্য্যান্তরে।
ঈশ্বর প্রকট হয় মানুষ ভিতরে॥
অলৌকিক কার্য্য তার বীর্য্য পরাক্রম।
তাহাতে বেকত হয় ঈশ্বর লক্ষণ॥

তথাহি শ্রীদশমে যমলার্জুনবাক্যং—

তৈস্তৈর তুল্যাতি শৌর্য্যৈ বীর্য্যৈ দেহিস্বসঙ্গতৈঃ॥ ৪৪

যদি বা লৌকিক লীলা করেন ঈশ্বরে।
তথাপিহ বিজ্ঞলোক জানয়ে তাহারে॥
শাস্ত্রে নিরূপণ করে ঈশ্বর লক্ষণ।
বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ ভূষণ॥

তথাহি শামুদ্রকে—

পঞ্চসূক্ষ্ম পঞ্চদীর্ঘ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নত
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশ লক্ষণো মহান্॥ ৪৫

এসব লক্ষণ তার সন্ন্যাসী স্বরূপ।
তপ্ত হেম কান্তি জিনি শ্রীঅঙ্গের রূপ॥
উদয় অরুণ জিনি বসনের কাঁতি।
দন্তাবলী শোভা যেন মুকুতার পাঁতি॥
বদনে চান্দের শোভা কহিতে না পারি।
করপদনখে বিশ চন্দ্র যায় গড়ি॥
আকর্ণ লোচন যেন ভুরু কামধনু।
ননীর পুতলি যৈছে রস মাখা তনু॥
আজানুলম্বিত দুই ভুজ উঠাইয়া।
নানাভাবে নৃত্য করে হরিগুণ গাঞা॥
নানাভাবে আকুল নাহি তার পার।
অশ্রুধারা বহে গঙ্গাযমুনার ধার॥

ভাবাবেশে যবে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ চন্দন বিরাজে।
চন্দনের অঙ্গদ বলয়া দুই ভুজে॥
নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ শান্ত কলেবর।
জগতে সমান ভাব নাহি নিজ পর॥

তথাহি মহাভারতে—

সুবর্ণ হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃশান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৪৬

সিন্ধুসুতা সেবিত চরণ দুইখানি।
ঊনবিংশ চিহ্ন তাতে সুন্দর বলনি॥
মত্তগজরাজ জিনি গমন মন্থর।
পদভরে সসাগর মহী টলমল॥
ভূমি পরে যথা পড়ে চরণ যুগল।
পদাঙ্কেতে বসুমতী করে ঝলমল॥
কোনস্থানে অর্ধচন্দ্র কলস ত্রিকোণ।
ইন্দ্রধনু অম্বর গোষ্পদ সুশোভন॥
মীন শঙ্খ চক্র অষ্ট কোন ছত্র ধ্বজ।
কোনস্থানে জবাঙ্কুশ উর্দ্ধরেখাম্বুজ॥
জম্বুফল স্বস্তিকাদি কোন কোন স্থানে।
সৌভাগ্যেতে কেহ কেহ পায় দরশনে॥
তাতে নিরূপণ করি ঈশ্বর লক্ষণ।
শাস্ত্র অনুসারে বিজ্ঞ করেন বর্ণন॥

যথা রূপচিন্তামনৌ স্তবরাজে—

চন্দ্রার্ধং কলসং ত্রিকোণ ধুনষীঃ খং গোষ্পদং প্রেষ্ঠিকাম।
শঙ্খং সব্যপদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্॥
চক্রং ছত্রং জবাঙ্কুশং ধ্বজপবীজম্বুঙ্গ রেখাম্বুজম্।
বিভানং হরিমনুবিংশৰ্হালক্ষ্মাচিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥ ৪৭

যথা পদ্মপুরাণে নারদং প্রতি শ্রীব্রহ্মোবাচ—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাদযোশ্চিহ্ন লক্ষণং ভগবৎ
কৃষ্ণরূপস্চ হ্যানৈকঘনস্যচ।
ষোড়সৈবতু চিহ্নানি ময়াদৃষ্টানি তৎপদো
দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি উত্তরে সপ্তএষচ॥ ৪৮

ধ্বজপদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশোযবএবচ।
স্বস্তিকঞ্চো উর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈবচ ॥ ৪৯
সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম।
ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দ্ধ চন্দ্রকম্ ॥ ৫০
অম্বরং মৎসচিহ্নঞ্চ গোস্পদং সপ্তমং স্মৃতম ॥ ৫১
অঙ্কান্যেতানিভোবিদ্বন্ দৃশ্যন্তেতুয়াদাকদা।
কৃষ্ণাখ্যাত্তপরং ব্রহ্মভুরিজাতং ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
দ্বয়ংবাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারঃ পঞ্চৈবচ
দৃশ্যন্তে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন ॥ ৫৩
ষোড়শঞ্চ তথাচিহ্নং শৃণু দেবর্ষি সত্তম।
জম্বুফলসমাকারং দৃশ্যন্তে যত্র কুত্রাচিৎ ॥ ৫৪

এ সকল চিহ্ন তার ঈশ্বর লক্ষণ।
এবে কহি যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন ॥
নাম সংকীর্ত্তন ধ্বনি জগত মোহন।
পৃথিবীর নারিগণ করে আকর্ষণ ॥
সে সকল দূরে রহু যতেক ঈশ্বরী।
মধুকন্ঠস্বরে তারা কাঁপে থরথরি ॥
স্তকিত হইল সূর্য্য কীর্ত্তনের নাদে।
নাচনে রথের ঘোড়া পড়িল প্রমাদে ॥
ভাবাবেশে অচেতন স্থির নহে মন।
জড় প্রায় হইলেন কশ্যপ নন্দন ॥
পবন স্তম্ভিত করে যার কন্ঠস্বরে।
প্রেমে গরগর বায়ু চলিতে না পারে ॥
যার কন্ঠধ্বনি শুনি দেব পুরন্দর।
সহস্র নয়নে ধারা বহে নিরন্তর ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনি সপ্ত ঋষিগণে।
শুনিতে না পাইয়া পুন খেদ করে মনে ॥
উত্থানপাদের কথা কহনে না যায়।
কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনি নাচে আর গায় ॥
পরম উল্লাসে দেহ গেহ পাসরিল।
মনুর নন্দন যেন পাগল হইল ॥

ধ্যানযোগে ছিল ব্রহ্মা বাহ্য নাহি জানে।
হেনকালে হরিধ্বনি প্রবেশিল কানে ॥
চিত্ত আকর্ষণ করি ধ্যান কৈল ভঙ্গ।
স্থির হৈতে নারে হৈল প্রেমের তরঙ্গ ॥
অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহয়ে নয়নে।
চমৎকার হইয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে ॥
এ হেন মধুর শব্দ কোথা হৈতে আইল।
কর্ণে প্রবেশিয়া মোরে উন্মাদ করিল ॥
পুরুবে শুনিল যৈছে মুরলীর নাদ।
তৈছে এই ধ্বনি মোর ধ্যান কৈল বাদ ॥
এতেক চিন্তিয়া ব্রহ্মা হইলা নিশবদ।
দেহ গেহ আদি পাসরিলা ব্রহ্মপদ ॥

যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

ক্ষোভং ক্ষৌণী মৃগাক্ষ্যাঃ স্থগনমিবরবেঃ কম্পমীশা।
বধূনাং স্তম্ভবাতস্য কুর্ব্বন্নহমরপরি রূঢ়স্যাহশ্রুমক্ষ্মাং সহস্রে ॥
খেদং সপ্তর্ষি গোষ্ঠ্যাঃ পরমরসমল্লাসমৌত্তানপাদে।
ধ্যানধ্বংসং বিরিঞ্চেঃ সজয়তি ভগবতকীর্ত্তনানন্দনাদঃ ॥ ৫৫

অতএব এতাদৃশ কীর্ত্তনের ধ্বনি।
কর্ণে প্রবেশিয়া মোহে দেব ঋষি মুনি ॥
ব্রহ্মা আদি নরনারী লক্ষ্মী আদি যত।
যাহার কীর্ত্তনে মোহে সেই ভগবত ॥
প্রভু কহে পীতবর্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
জীব পরিত্রাণ আর সন্ন্যাস আশ্রম ॥
এ চারি লক্ষণ কলি যুগে অবতারে।
কৈছে হয় কহ মোরে শাস্ত্র অনুসারে ॥
হরিদাস কহে যাতে এ চারি লক্ষণ
সেই ভগবান শাস্ত্রে করে নিরূপণ ॥
ভূতভব্য বর্ত্তমান মুনিগণে জানে।
তাতে তারা নিরূপিয়া পুরাণে বাখানে ॥
কলিযুগে গৌরবর্ণ হবে ভগবান।
নাম প্রচারিয়া জীব করিবেক ত্রাণ ॥

সন্ন্যাস আশ্রম আর করিবে গ্রহণ।
এইমত করে মুনি ভবিষ্য বর্ণন ॥

তথাহি গরুড় পুরাণে—

মুর্ত্তোগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতাতীর সম্ভবঃ।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥ ৫৬

তথাচ কৌর্ম্মে—

কলিনাদহ্যমানানা মরন্দায় তনুভৃতাম্।
জন্ম প্রথম সন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু ।। ৫৭

তথাচ দেবীপুরাণে শিবনারদ সংবাদে—

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং ভগবানঃ ভূত ভাবনঃ।
দ্বিজাতিনাং কুলে জন্ম শন্তানো পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৮

তথাচ ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুকলারোম হর্ষ পূর্ণ তপোধনম্।
সর্ব্বেমামেব দৃক্ষ্যন্তি কলৌসন্ন্যাসরূপিনম্ ॥ ৫৯

তথাচ উপপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

অহমেবকচিৎব্রহ্মণ সন্ন্যাসামমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ।। ৬০

প্রভু কহে ন্যাসি ভগবান কহ যারে।
তিহো এবে কোথা আছে দেখাহ আমারে ॥
হরিদাস কহে তার নীলাচলে স্থিতি।
দারুব্রহ্ম সমীপেতে আছেন সম্প্রতি ॥
প্রভু কহে কোন শাস্ত্রে করে নিরূপণ।
হরিদাস কহে আছে পুরাণ বচন ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্ত ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥ ৬১

প্রভু কহে তার জন্ম কোন স্থান।
কাহার নন্দন তিহো কিবা তার নাম ॥
হরিদাস কহে তাহা জগতে বিদিত।
কহিয়া কি প্রয়োজন চিত্ত সশঙ্কিত ॥
প্রভু কহে হরিদাস কেন কর ভয়।
হরিকথা হরিনাম জীবের আশ্রয়॥

যুগে যুগে ভগবান যে যে লীলা করে।
তাহার শ্রবণে জীব ভবসিন্ধু তরে॥
সাধুর স্বভাব মাত্র শ্রবণ কীর্ত্তন।
শ্রবণ কীর্ত্তনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন॥
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে ভুঞ্জে সেবানন্দ সুখ।
ভবরোগ ছুটে যায় অনর্থাদি দুঃখ॥
অতএব কহ ভয় লাজ পরিহর।
কলিযুগে কোথা অবতীর্ণ গদাধর॥
হরিদাস কহে প্রভু না করিহ রোষ।
প্রভু কহে কৃষ্ণ কথায় সবারি সন্তোষ॥
হরিদাস কহে সেই কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনে।
কৃষ্ণ কথা নাহি সরে জীবের বদনে॥
অতএব কৃষ্ণের ইচ্ছায় কহি আমি।
অপরাধ ক্ষমা প্রভু করিবে আপনি॥
প্রভু কহে কহ তোমার নাহি অপরাধ।
হরিদাস কহে পাই প্রভুর প্রসাদ॥
কলিযুগে অবতার নদীয়া নগরে।
জগনাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে॥
ফাল্গুনের পৌর্ণমাসী সন্ধ্যা অবসরে
প্রকট হইল প্রভু গ্রহণের কালে॥
চন্দ্র উপরাগ ছলে জগতের লোক।
হরি হরি বলি পাসরিল দুঃখশোক॥
নানা জনে নানাধন ব্রাহ্মণেরে দিল।
নিমাঞি বলিয়া নাম নারীগণে থুইল॥
বিপ্রগণে নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর।
গৌরাঙ্গ রাখিল নাম দেখিয়া সুন্দর॥
চন্দ্র জিনি মুখচন্দ্র তাহার কারণে।
গৌরচন্দ্র নাম রাখিলেন ভক্তগণে॥
কৃষ্ণ নাম দিয়া বিশ্ব চেতন করিল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ভারতী রাখিল॥
শচীগর্ভ জাত তাতে জগতের জন।
শ্রীশচীনন্দন বলি করে উচ্চারণ॥

নবদ্বীপে জন্ম তাতে প্রিয় ভক্তবৃন্দ।
প্রেমাবিষ্ট হইয়া ডাকে নবদ্বীপচন্দ্র॥
এতবলি হরিদাস হইল নিশবদ।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রেমে গদগদ॥
প্রভু বলে কিবা কহ প্রলাপের মত।
বুঝিতে না পারি শুনি লাগে বিপরীত॥
ঈশ্বর স্থাপন কর মানুষ ভিতরে।
তোমার শকতি কেহ বুঝিতে না পারে॥
হরিদাস কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
মানুষ ভিতরে তেহো না হয় গোপন॥
ঈশ্বর বেকত হয় ক্রিয়া অনুসারে।
অতএব কহি কিছু তার ব্যবহারে॥
অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহার ষড়ভুজ দেখি পাইল আনন্দ॥
বরাহ আকার হই মুরারি অঙ্গনে।
দশনে লইয়া বারি যে কৈল ভ্রমণে॥
জগাই মাধাই ছিল পাপী দুরাচার।
সে দোহারে অবহেলে যে কৈল উদ্ধার॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী নাম।
চারি বৎসরের তেহো বালিকা অজ্ঞান॥
কৃষ্ণ বোলাইয়া তারে করাই রোদন।
শ্রীবাসের রাজভয় যে কৈল মোচন॥
নিশাভাগে শ্রীবাসের পুত্র মরি গেল।
শক্তি বলে যেহো তাহে পুনু জিয়াইল॥
মৃতপুত্র মুখে করি তত্ত্ব পরকাশ।
গোষ্ঠীসহ শ্রীবাসের দুঃখ কৈল নাশ॥
প্রতাপরুদ্রের পুন এই লীলাস্থলে।
ষড়ভুজ দেখায় যেহো নিজ মায়াবলে॥
তেহো যে ঈশ্বর হবে ইথে কি বিস্ময়।
সূর্য্য উদিলে হাতে ঢাকা নাহি যায়॥
প্রভু কহে ঈশ্বরের মর্ম্ম না জানিয়া।
একেরে কহিছ আর বিভ্রম হইয়া॥

নিত্যানন্দ অবধূত পরম ঈশ্বর।
অংশ কলা যারে বিশ্ব পানে নিরন্তর॥
কলিযুগে প্রকট হইয়া পুনর্বার।
জগাই মাধাই আদি করিল উদ্ধার॥

তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াং—
সঙ্কর্ষণং কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রামহংশরণং মমাস্তু॥ ৬২

অদ্বৈত আচার্য্য হয় ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
তেহো মোরে প্রকাশিল ষড়্ভুজাকৃতি॥
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে কারণাব্ধিশায়ী।
তার অবতার হয় আচার্য্য গোসাঞি॥
হরি সহ অভিন্নাত্মা ভক্তি করে দান।
ঈশ্বর হইয়া করে ভক্ত অভিমান॥

তত্রৈব—
মহাবিষ্ণুর্জগতকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ ৬৩

তত্রৈব—
অদ্বৈতং হরিনাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ ৬৪

সাক্ষাৎ নারদ হয় পণ্ডিত শ্রীবাস।
ভাগবতে তাহার মহিমা পরকাশ॥
পূর্ব্বে চিত্রকেতু রাজা মৃত পুত্র মুখে।
তত্ত্ব কহাইয়া তারা খণ্ডাইল দুঃখে॥
তৈছে মৃত পুত্র দেহে শক্তি সঞ্চারিয়া।
তত্ত্ব কহাইল সব সন্তোষ লাগিয়া॥
রুদ্র অংশ রামের কিংকর হনুমন্ত।
এবে নাম ধরে তেহো শ্রীমুরারি গুপ্ত॥
তাহার মহিমা কেহ কহিতে না পারে।
বরাহ আকার মোর কৈল শক্তি বলে॥
রঘুনাথের পদে তার একান্ত ভক্তি।
আর কোন দিন মোরে কৈল রামমূর্ত্তি॥

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী নাম।
নিত্যসিদ্ধা হয় তেঁহো ঈশ্বরী সমান॥
স্বভাবিক প্রেম তার কৃষ্ণের চরণে।
অতএব কৃষ্ণ বলি করিল রোদনে॥
শিশুকালে হৈল যৈছে ধ্রুবের ভকতি।
তৈছে নারায়ণীর কৃষ্ণ পদে রতি মতি॥
প্রতাপরুদ্রের শক্তি কহনে না যায়।
দেব পুরন্দর হেন মোর মনে লয়॥
তিহ মোরে প্রকাশিল ষড়্‌ভুজাকার।
দেবমায়া বুকে হেন শক্তি আছে কার॥
এ সকল গূঢ় তত্ত্ব হইলা জানিয়া।
আমাকে ঈশ্বর কহ মায়া মুগ্ধ হইয়া॥
তোমার আনন্দ ইথে মোর সর্ব্বনাশ।
লোকে শুনি করিবেক নিন্দা উপহাস॥
বিজ্ঞ হইয়া অবিচারে কহ হেন বাণী।
লাজে মরি আর তাহে পুণ্য হয় হানি॥
আমি ক্ষুদ্র জীব হই মায়ার কিঙ্কর।
সচ্চিৎ আনন্দ যুক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
হেন ঈশ্বরের সহ তুল্য কর মোরে।
ভয় নাহি কর মোর প্রাণ কাঁপে ডরে॥
তথাহি সন্দর্ভে সর্বজ্ঞ সুক্ত—
হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ। ৬৫
জীবের কা কথা ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতা।
ঈশ্বরের সহ যেই মানয়ে সমতা॥
তাহারে পাষণ্ড করি করে নিরূপণ।
শাস্ত্র আজ্ঞা হয় আছে বিজ্ঞের বচন॥
তথাহি বৈষ্ণব তন্ত্রে—
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবম্॥ ৬৬
অতএব মুখে না আনিহ হেন কথা।
যাতে পরকাল যায় মনে পায় ব্যথা॥

হরিদাস কহে প্রভু কেন কর রোষ।
মহাজনে কহে (ইহা) মোর কিবা দোষ॥
সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেন বৃহস্পতি।
জগদ্গুরু হয় তেহো ধরে সর্ব শক্তি॥
বেদপুরাণাদি ভাগবৎ শাস্ত্র যত।
তাহার গোচর হয় জানে সর্ব তত্ত্ব॥
তেহো তোমা নিরূপিল ঈশ্বর করিয়া।
আমি কহি তা সভার বদনে শুনিয়া॥
তথাহি সার্ব্বভৌমোক্ত—
বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগঃ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীর ধারী কৃপাম্বুধি র্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ৬৭
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ৬৮
তোমার কৃপা পাত্র রূপ সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
রসিক ভক্ত তারে জগতে বাখানে।
নানা শাস্ত্র বাখানিয়া ভক্তি কৈল সার।
তাহার বর্ণন যৈছে সুরধুনী ধার॥
তুমি তারে কৃপা কৈলা শক্তি সঞ্চারিয়া।
তেহো তোমা নিরূপিল ঈশ্বর করিয়া॥
তথাহি বিদগ্ধ মাধবে—
অনর্পিতচরীংচিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্॥
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ৬৯
প্রভু কহে সার্ব্বভৌম রূপ সনাতন।
মুরারি মুকুন্দ আদি যত ভক্তগণ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত কাশীমিশ্র রামানন্দ।
নরহরি গদাধর স্বরূপ গোবিন্দ॥
পণ্ডিত জগদানন্দাচার্য্য গোপীনাথ।
প্রতাপরুদ্র নরপতি আর বাণী নাথ॥
রাঘব পণ্ডিত আর সেন শিবানন্দ।
বাচস্পতি সত্যরাজ বসু রামানন্দ॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত জগদীশাদিক যত।
গণনা না যায় আর আছে কত শত॥
এ সকল কৃষ্ণভক্ত মোরে দয়া করে।
বাৎসল্যাতে নানাজনে নানাকথা বলে॥
ইহা সভার বচনে ঈশ্বর নহি আমি।
পুরাণে কহয়ে যদি তবে আমি মানি॥
হরিদাস কহে শাস্ত্র জগতের আঁখি।
শাস্ত্রদ্বারে কুপথ সুপথ সব দেখি॥
ভালমন্দ বিচার জানিয়ে শাস্ত্র হৈতে।
শাস্ত্র বিনা প্রতীত না হয় কার চিত্তে॥
শাস্ত্রে যদি থাকে সাক্ষাৎ দেখিতে না পায়।
তাথে কারো কারো চিত্তে প্রতীত না যায়॥
আকাশে গ্রহণ যৈছে শাস্ত্রে নিরূপিল।
নরমাত্র যদি কেহ দেখিতে না পাইল॥
তবে তারা শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা করি মানে।
সাক্ষাৎ দেখিলে সত্য মানে সর্বজনে॥
তৈছে শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণ হবে অবতার।
সাক্ষাৎ দেখিলে প্রত্যয় জন্ময়ে সভার॥
কলিযুগে নবদ্বীপে শচীর উদরে।
সাক্ষাৎ প্রকট কৈলা নাম পরচারে॥
জীব পরিত্রাণ হেতু সন্ন্যাস গ্রহণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিল ধারণ॥
অতএব রূপ সার্বভৌম দুইজনে।
তোমাকে ঈশ্বর কহে পুরাণ প্রমাণে॥

তথাহি পাদ্মে বৈশাখ মাহাত্ম্যে—
দিবি জাতুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তিযোগিনঃ।
কলৌ সংকীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ। ৭০

তথাচ বামন পুরাণে—
কলি ঘোর তমচ্ছন্নান্ সর্বনাচারবর্জিতান্।
শচীগর্ভে সম্ভব তারয়িষ্যামি নারদঃ॥ ৭১

তথাচ জৈমিনি ভারতে—
স্বর্ণনদীতীরমাচ্ছায় নবদ্বীপ জনালয়ে
ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানু গ্রহায় চ॥ ৭২

সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্য নামক ॥ ৭৩

তথাচ—

অন্যাবতারাবহবঃ সর্বসাধারণোভ্ভবা।

কলৌ কৃষ্ণাবতারোপি গূঢ় সন্ন্যাসরূপধৃক্ঃ ॥ ৭৪

প্রভু কহে তুমি আর রূপ সার্বভৌম।

উত্তম ভকত মধ্যে তিনের গণন ॥

কৃষ্ণ চরণারবিন্দে গাঢ় প্রেমভক্তি।

স্থাবর জঙ্গম দেখ নিজ ইষ্ট মূর্তি ॥

তে কারণে ঈশ্বর করিয়া কহ মোরে।

তোমাদের বাক্য কেবা লঙ্ঘিবারে পারে ॥

তথাহি একাদশে—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাব আত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মনোষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৭৫

অতএব পরাজয় মানিলাম আমি।

যাহা বলি সুখ পাও সেই কহ বাণী ॥

হরিদাস কহে এই স্বভাব তোমার।

ভক্তস্থানে পরাভব হয়ো সর্ব্বকাল ॥

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখি আপনি হারিলা।

রথের চাকা ধরি তারে মারিবারে গেলা ॥

তথাহি প্রথম স্কন্ধে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যং—

স্বনিগম্মপহায় মৎ প্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।

ধৃতরথচরণোহভ্যায়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তমিভং গতোত্তরীয় ॥ ৭৬

অতএব ভক্ত বৎসল নামধর।

ভক্তের কারণে নানা অবতার কর ॥

সে সকল অবতারে মোর নমস্কার।

গৌর অবতার মোর প্রয়োজন সার ॥

এতবলি দৈনা করি কহে পুনর্বার।

হেনদিন কবে আর হইবে আমার ॥

তোমার চরণ দুই হৃদয়ে ধরিয়া।

নয়নে তোমার চান্দমুখ নিরখিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জিহ্বা উচ্চারিতে।

প্রাণ নিষ্ক্রমন হবে নামের সহিতে ॥

হাহা প্রভু বিশ্বম্ভর শচীর নন্দন।
মোর এই অভিলাষ করিবে পূরণ॥
স্থাবর জঙ্গম মধ্যে যত জীব জাতি।
নিজ কর্ম্ম ফলে যদি হয় গতাগতি॥
সে সকল যোনি মধ্যে জনম লভিয়া।
তোমা না পাসরি যেন মায়ামুগ্ধ হইয়া॥
দৃঢ়ভক্তি হয় যেন তোমার চরণে।
গজেন্দ্রাদি পূর্ব্বে যৈছে শুনিল পুরাণে॥

কুন্ত্যোবাচ—
স্বকর্ম্মফলানি দৃষ্টাঃ যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষিকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তমে॥ ৭৭

প্রভু কহে যৈছে তোমার নাম হরিদাস।
তৈছে তোমার স্তুতি ভক্তি দৈন্য অভিলাষ॥
ভক্তের স্বভাব এই অকথ্য কথন।
বাক্যে স্তুতি করে মনে করেন স্মরণ॥
কায়কী বন্দনা আদি করে নিরন্তর।
তথাপি না হয় তৃপ্তি নেত্রে বহে জল॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—
বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত
স্তুন্বানমন্তোহপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুরেবের সমর্পয়ন্তি॥ ৭৮
কৃষ্ণ অনুরাগে ভক্ত সর্বসুখ তেজে।
সুতদার সুহৃৎ রাজ্য ছাড়ি কৃষ্ণ ভজে॥

তথাহি পঞ্চম স্কন্ধে—
যো দুস্ত্যজান দারসুতান্সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহো যুবৈব মলবদুত্তমো শ্লোক লালসঃ॥ ৭৯
মল প্রায় রাজ সিংহাসন তেয়াগিয়া।
ভাণ্ড হাতে ভিক্ষা মাগে ভিখারী হইয়া॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—
হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণি।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে স্বপাকমপি বন্দতে॥ ৮০

হেন ভক্ত তুমি তোমার মনের বাসনা।
কৃষ্ণ পূর্ণ করিবেন মনের ভাবনা॥
বড় সুখ পাই আমি তোমার দর্শনে।
কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম শ্রবণে কীর্তনে॥
অতএব তোমা স্থানে আসি নিতি নিতি।
ঐছে তোমার প্রেমভক্তি অনুরাগ প্রীতি॥
নামের মহিমা শুনিলাম তোমা হইতে
তোমার প্রকট জানি জগৎ তারিতে॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভ প্রধান।
ভক্তগণ মধ্যে তৈছে তোমার ব্যাখ্যান॥
কৃপা করি কৃষ্ণ দিয়াছেন হেন সঙ্গ।
না জানি কৃষ্ণের ইচ্ছা সঙ্গ করে ভঙ্গ॥
এতবলি প্রভু হরিদাসে আলিঙ্গল।
হরিদাস পদতলে ভূমিষ্ঠ হইল॥
হরিদাসে কৃপা করি গৌর ভগবান।
সিন্ধু স্নান করি যাইলেন বাসাস্থান॥
হরিদাস বসি করে নাম সংকীর্তন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্ষণে করেন রোদন॥
প্রভু হরিদাসে যত প্রশ্নোত্তর হইল।
অতি বিস্তারিত কথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি ইহা যেই করে আস্বাদন।
শ্রবণে পঠনে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
চিত্ত সুনির্ম্মল হয় অমঙ্গল হরে।
সর্ব্ব তীর্থ স্নান ফল মিলয়ে তাহারে॥
চারিবেদ অধ্যয়ন ফল সেই পায়।
নানা বিদ্যা সংত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়॥
সাধুসঙ্গে লোভ তার বাড়ে দিনে দিনে।
কৃষ্ণের চরণ স্মৃতি সদা হয় মনে॥
নামে রুচি হয় তার কৃষ্ণধামে বাস।
নানা ভাব হয় তার চিত্তে পরকাশ॥
চৈতন্য-পাদারবিন্দে হয় রতি মতি।
অন্তকালে হয় ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি॥

লোকনাথ পাদপদ্ম হৃদয় বিলাস।
নাম চিন্তামণি কহে নরোত্তম দাস ॥

—ইতি শ্রীনামচিন্তামণি পুস্তক সংপূর্ণ ॥

(সা.প. ২১১৭ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ)

গুরুশিষ্য-সংবাদ

নির্ণয়সাধ্যং বহুসাধনানি কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞা পরমাদরেণ ।
শ্রীরূপপাদাব্জ রজোভিষেকং ব্রতঞ্চ এতৎ মম সাধনানি ॥
এই মত[1] গুরুশিষ্য [2]একত্র বসিঞা[2] ।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা[3] ॥
শিষ্য নিবেদন করে শ্রীগুরু গোসাঞি ।
সুনিয়ম যে করিল শ্রীদাস গোসাঞি ॥
তাহা যে শুনিতে মোর হরিষ অন্তরে ।
সাধন নির্ণয় সেই কহিবা আমারে ॥
শিষ্যের বচন শুনি গুরু মহাশয় ।
কহিতে লাগিলা কিছু[4] সাধন নির্ণয় ॥
শুন শুন ওহে[5] শিষ্য আমার বচন ।
সাধ্য সাধন কহি করহ শ্রবণ ॥
যে বস্তু সাধন কহি[6] সেই হয়ে সাধ্য ।
[7]তবে সেই পক্ মাত্র হয়ে সাধ্য বাক্য[7] ॥
অনন্য হঞা [8]করে কৃষ্ণের ভজন[8] ।
প্রেমাঙ্কুরে প্রেমলতা [9]ধরে প্রেমধন[9] ॥
অন্য বৃক্ষে অন্য ফল কভু নাঞি হয় ।
শ্রীদাস গোসাঞির আজ্ঞা জানিহ[10] নিশ্চয় ॥
একদিন [11]শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের[11] সঙ্গে ।
বসিঞা আছেন ভাসি প্রেমের তরঙ্গে ॥

পাঠান্তরের সংকেত—

১. ক = সা.প. ৫১২ পুথি ২. খ = ক.বি. ৫৫৮ পুথি

পাঠান্তর—

[1]মতে (ক) [2-2]দোহে এক ঠাঞি (ক, খ) [3]হই (ক, খ)
[4]সাধ্য (ক, খ) [5]তুমি (ক) [6]করি (ক)
[7-7]পক্বাপক্ এই মাত্র হয় শাস্ত্রবাক্য (ক, খ)
[8-8]যেবা কৃষ্ণ ভজন করে (ক) [9-9]প্রেমফল ধরে (ক)
[10]শুনহ (ক, খ) [11-11]শ্রীদাস গোসাঞি কবিরাজ (খ)

রাধাকুণ্ডের পূর্বে শ্যামকুণ্ডের উত্তরে।
বসতি কুটীর ঘর তাহার ভিতরে॥
হা রাধা হা কৃষ্ণ হা ললিতা বিশাখা।
হা স্বরূপ রূপ সনাতন[১] কহে দৈন্য কথা॥
বৃন্দাবন নন্দীশ্বর জাবট গোবর্ধন।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড বলিয়া ক্রন্দন॥
রাধাকুণ্ড বলি সদা করে হাহাকার।
গোবর্ধন শিলা গুঞ্জা [২]সেবা জানিবার[২]॥
হেনকালে মথুরাদাস নামে মহাশয়।
পরম বৈরাগি[৩] তিহোঁ গৌর প্রেমময়॥
রাধাকুণ্ডে স্নান করি গোসাঞি সন্নিধানে।
[৪]প্রণাম করিয়া পড়ে[৪] হঞা সাবধানে॥
শ্রীদাস গোসাঞি আর কবিরাজ গোসাঞি।
দোহাঁর দরশন তিহোঁ পাঞা[৫] একঠাঞি॥
রাধাকুণ্ডের প্রেমকাষ্ঠা দর্শন পাইঞা।
আনন্দে পুলক-অশ্রু[৬]-ধারা যায় বঞা॥
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে বন্দয়ে চরণ।
ফুকরি ফুকরি বহু [৭]করয়ে ক্রন্দন॥
স্থির করাইঞা তারে দোহেঁ বসাইলা।
তবে তিহোঁ জোড় হাথে কহিতে লাগিলা॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব[৮] কহিবে গোসাঞি।
তোমা বহি আর কেহো কহিবারে নাঞি॥
চৈতন্যের শেষ লীলা প্রেমার তরঙ্গ।
[৯]সে সব লীলায় প্রভু ছিলা তাঁর স [৯]।
[১০]গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু কড়চা অনুসারে।
বুঝিল সকল (লোক) প্রলাপ বিকারে॥

[১]বলি (ক) [২]সেবে অনিবার (ক, খ) [৩]বৈষ্ণব (ক)
[৪]বন্দিলা চরণ দোঁহার (ক) [৫]পাইল (ক) [৬]অঙ্গ (ক)
[৭]করিল (ক) [৮]মোরে (ক) [৯-৯]আপনি স্বরূপের সদা ছিলা সঙ্গ (ক, খ)
[১০]চৈতন্য (ক)

গোবর্ধন শৈল ভ্রমে চটকা [১]গিরি শৈলে।
তেমঙ্গা গাবি মধ্যে নিম্ন গাছের ভিতরে॥
সমুদ্র-পতন-লীলা জলকেলি রঙ্গ।
এসব [২]লীলায় ছিলা স্বরূপ তার [২]সঙ্গ॥
তোমা বিনা চৈতন্যের অন্তরঙ্গ নাঞি।
বিশেষে করিলে শিক্ষা শ্রীরূপ[৩] গোসাঞি॥
[৪]শ্রীরূপের দ্বিতীয় তনু আপনে গোসাঞি।
কৃপা করি কহ মোরে যে কিছু শুধাই[৪]॥
এতেক শুনিঞা তবে শ্রীরঘুনাথ দাস।
হা স্বরূপ [৫]রূপ বলি[৫] ছাড়েন নিশ্বাস॥
কহিব সকল [৬]কথা যাতে[৬] তোমার লোভ।
পশ্চাতে শুনিবে লীলা যত [৭]বস্তুক্ষোভ॥
[৮]সুনিয়ম কথা কহি সাধ্য সাধন।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণ[৮]॥
গুরুপদে কৃষ্ণ নামে অভীষ্ট সরণ।
চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ[৯]॥
স্বরূপ [১০]গোসাঞি আর[১০] গণের সহিতে।
সনাতন গোসাঞি আর গোবর্ধন গিরিতে॥
রাধাকুণ্ড [১১]মথুরা দ্বাদশাধিক[১১] বন।
ব্রজে অন্যগ্রাম আর অন্য ভক্ত জন॥
আর যত ব্রজবাসী বৈসে ব্রজভূমে।
পরম আস্থায় রতি হউ এই সব স্থানে।

[১]কটক (খ) [২-২]লীলাতে ছিলা স্বরূপের (খ) [৩]স্বরূপ (ক)
[৪-৪]'কৃপা করি কহ মোরে যে কিছু শুধাই।
তোমা বিনু ইহা কেহে কহিবারে নাঞি॥' (ক)
[৫-৫]বলি তবে (ক) [৬-৬]যত হয় (ক) [৭]চিত্ত (ক)
[৮-৮]'শুনহ অমৃত কথা সাধ্য সাধন।
মন দিয়া শুন সেই অমৃত কথন॥' (ক)
[৯]জীবন (ক, খ) [১০-১০]রূপগোসাঞি তার (খ)
[১১-১১]মথুরা জীউ আর দ্বাদশ (ক)

কৃষ্ণের অনন্ত স্থান অনন্ত প্রকাশ।
অনন্ত ভক্ত লঞা তাহা করেন বিলাস॥
তথাপি সে সব স্থানে না যাব এক ক্ষণ।
গ্রাম্যবার্ত্তা কহি[১] যদি ব্রজবাসিগণ॥
আপনে তাদিগে সুখ হেতু যে কহিব।
গ্রাম্য-কথা কহিয়াও ব্রজে সে রহিব॥
অন্যক্ষেত্রে কোটি যুগ কৃষ্ণ কথা রসে।
গ্রন্থ আস্বাদন সদা[২] ভক্ত সঙ্গে বৈসে॥
[৩]ব্রজবাসি সঙ্গে যদি রহে[৩] একক্ষণ।
তথাপি দেখিএ কভু নহে তার সম॥
কোন কোন কথা ছলে মাত্র ব্রজে বাস।
উপাসনা ক্রমে প্রাপ্তি কহিল নির্য্যাস॥
রাধাকৃষ্ণ উজ্জ্বল প্রেম অতুল লিখন[৪]।
ব্রজে নানা স্থানে শোভা প্রত্যক্ষ আছেন॥
তাহা [৫]দেখি অন্য স্থানে ক্ষেণার্ধ মতি নয়[৬]।
এই সাধ্য সাধন সার [৭]করিল নিশ্চয়[৭]॥
কেহো বলে কৃষ্ণ গেলা দ্বারকা নগরী।
রুকনী সত্যভামা সহ[৮] মহৈশ্বর্য্য ভরি[৯]।
ব্রজভূমি ছাড়ি আমি তিলার্ধ[১০] না যাব।
[১১]ফুল ফল তৃণ লতায়[১১] পড়িয়া রহিব॥
তার মধ্যে যদি শুনি রাধা ঠাকুরাণী।
কেহো যদি কোন ছলে কহে এই বাণী॥
বৃন্দাবন ছাড়ি গেলা কৃষ্ণের নিকটে।
একবার ইহা যদি শুনি শ্রুতি পুটে॥
মনের অধিক[১২] চলে গরুড় মহামতি।
তাহা হইতে [১৩]উড়িয়া চলিব[১৩] শীঘ্রগতি॥

[১]শুনি (খ) [২]সব (ক, খ)
[৩-৩]ব্রজভূমে ব্রজবাসী সঙ্গে (ক) [৪]সেবন (ক) [৫]তোজি (ক)
[৬]নহে (ক) [৭-৭]কহিল তোমাকে (ক) [৮]সঙ্গে (ক, খ)
[৯]করি (খ) [১০]ক্ষেণার্ধ (ক) [১১-১১]ফলমূল তৃণাসনে (খ)
[১২]সহিত (ক) [১৩-১৩]উড়ি চলি যাব (খ)

নহে এই ব্রজে মোর সাধ্য সাধন।
অবশ্য পাইব রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥
কেহো বলে অনাদি কৃষ্ণ কেহো বলে আদি।
কেহো বলে পটুরতি বিচক্ষণ[১] সাধি ॥
কেহো বলে বড় মৃদু কেহো করুণাময়।
করুণাহীন কেহো [২]কেহো তাহারে কহয়[২] ॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
জীবনে বিকাইনু তার ভৃত্যের হাথ ॥
বলরাম জ্যেষ্ঠ যার সুদাম[৩] বয়ঃসখা।
নন্দ ঘোষ পিতা সুবল প্রিয় নর্ম্মসখা ॥
রাধিকার প্রাণ প্রিয় ঘর নন্দীশ্বর।
শিরে শোভে শিখি পাখা বেশ নটবর ॥
মুরলীর ধ্বনি পিত পট্ট[৪] পরিধান।
এই কৃষ্ণ উপাসনা মোর প্রাণঃ প্রাণ ॥
জন্মে জন্মে এই কৃষ্ণ মোর উপাসন[৫]।
কহিল মনের কথা সাধ্য সাধন ॥
বৃষভানু-কুমারী রাধা সুদাম[৬]-অনুজা।
অনঙ্গমঞ্জরী-জ্যেষ্ঠ কীর্ত্তিকা[৭]-গর্ভজা ॥
পিতামহ মহী ভানু বৃদ্ধ মাতামহ।
মাতামহী মুখরা পিতামহী সুখদা শুনহ ॥
রত্ন ভানু সুভানু যাহার দুই খুড়া।
ভদ্রকীর্ত্তি [৮]চন্দ্রকীর্ত্তি মাতুল মাতুলা[৮] ॥
ললিতা যাহার জ্যেষ্ঠ সখি মধ্যে গণি।
সপ্তবিংশতি দিনে তাহার[৯] জ্যেষ্ঠ জানি ॥
অনুরাধা একনাম দ্বিতীয়[১০] আখ্যান।
বামতা প্রখরা [১১]গুণে সদা অভিমান[১১] ॥

[১]বিলক্ষণ (খ) [২-২]বলে কেহ বলে নয় (ক) [৩]শ্রীদাম (খ) [৪]বস্ত্র (খ)
[৫]প্রাণধন (ক) [৬]শ্রীদাম (খ) [৭]কীর্ত্তিদা (ক)
[৮-৮]মহাকীর্ত্তি চন্দ্রকীর্ত্তি মাতুলা (ক) [৯]তারে (খ) [১০]তাহার (ক)
[১১-১১]সদা নিরভিমান (ক)

গোরোচনা অঙ্গ কান্তি শিখি পীতাম্বর।
সারোদি[১] যাহার মাতা পিতা বিশোকর ॥
কুসুমিতা সপ্তজিতা খুড়া মুরুত।
পরম শ্রেষ্ঠ সখি হয় প্রধান তার যূথ ॥
পতি ভৈরব গোবর্ধন-মল্লের সখা।
রঙ্গ প্রভা[২] রতিকণা মুভদ্রা ভদ্ররেখা ॥
সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসী কলাপিনী।
অনুরাধা সঙ্গে এই অষ্ট সখী জানি[৩] ॥
[৪]রাধিকার সমবয়া[৪] দ্বিতীয় বিশাখা।
যতগুণ রাধিকার [৫]শুন এই[৫] লেখা ॥
বিদ্যুত ছটা জিনি অঙ্গ[৬] মিহির বসন।
মুখরার ভগ্নিপতি[৭] পিতা যে পাবন[৮] ॥
জটিলার ভগ্নিকন্যা নাম যে দক্ষিণা।
বিশাখার মাতা তিহোঁ পতিবাহিকনামা ॥
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী[৯]।
হরিণী চপলা শুভা নানা সহচরী ॥
এই অষ্ট সখী হয় বিশাখার সঙ্গে।
চম্পকলতার [১০]গুণ কহি শুন[১০] রঙ্গে ॥
রাধা হইতে চম্পকলতা ছোট একদিনে।
[১১]গুণেতে রাধিকার (সদৃশ) সানুমানে[১১] ॥
চম্পক পুষ্পের বর্ণ সুন্দর অঙ্গ কান্তি।
চাস পক্ষী সম বস্ত্র তাহে শোভে অতি ॥
কুরঙ্গাক্ষি সুচরিতা [১২]মণিকুন্তলা মণ্ডিনী[১২]।
চন্দ্রিকা [১৩]চন্দ্র লতা কঞ্জরাক্ষি সুন্দরী[১৩] ॥

[১]সারঙ্গী (ক) [২]রঙ্গরেখা (ক), রঙ্গাবলী (খ) [৩]গণি (ক)
[৪-৪]শ্রীরাধিকার সবয়া (খ) [৫-৫]এই তার (ক, খ)
[৬]কান্তি (ক) [৭]ভগ্নিপুত্র (ক) [৮]পবন (খ)
[৯]গুঞ্জরী (খ) [১০-১০]কথা শুনে কহি (খ)
[১১-১১]গুণব্রত রাধিকার সদৃশ অনুমানে' (ক),
'গুণে ব্রতে বিশাখার সদৃশ অনুমানে' (খ)
[১২-১২]মণ্ডলী মণিকুন্তলা (ক) [১৩-১৩]চন্দ্রতিলকা কঞ্জরাক্ষি সমধুরা (ক)

এই অষ্ট সখী রহে চম্পকলতার সঙ্গে।
চতুর্থে চিত্রার কথা শুন কহি রঙ্গে ॥
ছাব্বিশ দিবসের জ্যেষ্ঠা যার মদীশ্বরী।
রাধিকার প্রিয় সখী চিত্রিকা বিহরি ॥
কেসরি[১] জিনিঞা অঙ্গ কাচলি ভাস্বর।
[২]মৃদু চতুরাক্ষির কন্যা পতি পিঠর[২] ॥
মাতা চর্চ্চিকা সহচরীর সালিকা।
ত্রিলোকিনী সৌরসেনী আর সুগন্ধিকা ॥
কামিনা কামিনা আর নাগর নাগরী।
[৩]নাগরিকা আদি এই[৩] অষ্ট সহচরী ॥
তুঙ্গবিদ্যা রাধা হইতে জ্যেষ্ঠা পাঁচদিনে।
কর্পূর ভূষিত চন্দন কুঙ্কুম মিলনে ॥
ঘষিতে যেমন বর্ণ তৈছে অঙ্গ[৪] কান্তি।
চন্দ্রের সমান বস্ত্র[৫] শোভা করে অতি ॥
স্বভাবে দক্ষিণা প্রখরা মাতা তার মেধা।
পিতা পুষ্কর পতি [৬]বানিস সুভদা[৬] ॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা মধুরেখা সুমেধা।
মধুষ্যন্দা[৭] গুণচূড়া বরঙ্গদা তনুমধ্যা ॥
তুঙ্গবিদ্যার অষ্ট সখী করিল গণন।
ষষ্ঠে ইন্দুরেখার কিছু শুনহ বর্ণন ॥
রাধা হৈতে তিনদিনের ছোট[৮] ইন্দুরেখা।
কনক[৯] পুষ্পের বর্ণ অঙ্গে শোভে তথা ॥
হরিতাল ঘৃষ্ট অঙ্গ বেলা যার মাতা।
বামা প্রখরা গুণ সাগর নাম[১০] পিতা ॥
ভর্ত্তা দুর্ব্বলা নাম সখি তুঙ্গভদ্রা।
রঙ্গবাটি চিত্ররেখা বিচিত্রা সুসঙ্গদা ॥

[১]কেশর (ক) [২-২]'স্বভাবে মৃদু চতুরাক্ষের কন্যা পতিচরা' (ক)
[৩-৩]নাগবল্লিকা মনোহরা (ক) [৪]পূর্ণ (খ) [৫]বর্ণ (খ)
[৬-৬]বালিষণ্ড ভদ্রা (খ) [৭]মধুপূর্ণা (খ) [৮]বড় (খ)
[৯]করভ (ক), কোরক (খ) [১০]যার (খ)

মোদনী[১] মদনালসা আর রসতুঙ্গ।
অষ্ট সখীর সঙ্গে ইন্দুরেখার সদা রঙ্গ ॥
সপ্তমে রঙ্গদেবী হয় সপ্তদিনের ছোট।
পদ্ম কিঞ্জল্ক [২]বর্ণ অঙ্গের সদৃশ[২] ॥
জবারাগি বস্ত্র চম্পকলতার সমগুণ।
মাতা করুণা পিতা [৩]রঙ্গ বসন[৩] ॥
পতি তার বক্রক্ষণ ললিতার দেবর।
ভৈরবের ছোট ভাই গুণের সাগর ॥
কলকণ্ঠ শশিকলা[৪] কমলা মধুরা।
কামলতিকা কন্দর্প সুন্দরী ইন্দিরা ॥
প্রেমমঞ্জরী সখী অষ্টমে কহিল।
অষ্টসখী সঙ্গে রঙ্গদেবী প্রকাশিল ॥
রাধিকার অষ্টম সখী সুদেবিকা নাম।
রঙ্গদেবী যমজা ভগ্নী যাহার আখ্যান ॥
রঙ্গদেবীর ভ্রম হয় সুদেবী দেখিতে।
বক্রক্ষণের ছোট ভাই পতি এ বিখ্যাতে ॥
কাবেরী সুকেশী আর চারু কবোরা।
মঞ্জুকেশী কামহারি[৫] আর মহাহিরা ॥
হারাকণ্ঠী মনোহরা এই অষ্ট সখী।
অষ্ট অষ্ট লেখি[৬] এই চতুঃষষ্ঠী সখী ॥
রাধিকার [৭]সঙ্গে হয় এই[৭] যূথেশ্বরী।
এমন কতেক আছে [৮]গণিতে না[৮] পারি ॥
গণোদ্দেশদীপিকায় গোসাঞি লিখিল।
সেই অনুসারে আমি [৯]দশম রচিল[৯] ॥
প্রাণসখী রাধিকার শুন মন করি।
নাসিকা কেলি কদলী আর কাদম্বরী ॥

[১]মানিনী (খ) [২-২]জিনি বর্ণ অতি রূঢ় (ক) [৩-৩]সাগর গুন (ক, খ)
[৪]নধিকণা (খ) [৫]হারহিরা (ক) [৬]করি (খ)
[৭-৭]সখী তেজি হয় (ক) [৮-৮]কি কহিতে (ক)
[৯-৯]প্রকাশ করিল (ক, খ)

[১]শশিকলা চন্দ্ররেখা আর প্রিয়ম্বদা[১] ।
[২]মধুরতি বাসন্তী কালভাসি মদন্মদা ॥
[৩]রত্নাবলী মণি রতি কর্পূর লতিকা ।
বৃন্দাবনেশ্বরী হয় সমান বয়কা ॥
নিত্য সখী কস্তুরিকা মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী ।
[৪]শিন্তরা চন্দ্রাবতী[৪] কৌমুদী সুন্দরী ॥
কলানাদি[৫] গতা সখী বৃন্দা কুন্দলতা ।
ধনিষ্ঠা গুণমালা নন্দের ঘরে স্থিতা ॥
কামদা ধাইর [৬]কন্যার নাম[৬] ধরি ।
শ্রীরাধিকার [৭]নিজ দাসি[৭] শ্রীগুণ মঞ্জরী ॥
প্রিয়নর্ম্ম সখী কহি সেবা পরায়ণি ।
দাসি ভাব [৮]অভিমান সখি মধ্যে গণি[৮] ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী রঙ্গমালা যার নাম ।
রঙ্গবল্লী কহি আর তৃতীয় আখ্যান ॥
লবঙ্গ মঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী ।
শ্রীরসমঞ্জরী আর কস্তুরি মঞ্জরী ॥
রাগলেখা কলাকেলি[৯] তুলসী ভানুমতী ।
নান্দীমুখী মঙ্গলাদী আর বিন্দুমতী ॥
সুহৃৎ পক্ষ সখি খ্যাতি শ্যামলা মঙ্গলা ।
প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলি সতিনী ঈর্ষা ধরা ॥
গন্ধর্ব কন্যাকা নানা [১০]নৃত্য গান রঙ্গে[১০] ।
কলকণ্ঠী [১১]সুকণ্ঠিকা সিদ্ধ কণ্ঠী[১১] সঙ্গে ॥
কলাওত-কন্যা গায় বিশাখার গীত[১২] ।
[১৩]রসোল্লাসা আর সুগন্ধিরার[১৩] সহিত ॥

[১-১]সখী চন্দ্ররেখা আর প্রিয় যে নর্মদা (ক) [২]মধুমতী (খ) [৩]রত্নবেণী (ক)
[৪-৪]সিন্দুরা চন্দনাবতী (ক, খ) [৫]কাননাদি (খ)
[৬-৬]কন্যা সখী ভাব (ক, খ) [৭-৭]প্রিয় সখী (ক)
[৮-৮]ধরে তারা গুণে রত্নখনি (ক) [৯]কলিকলা (ক)
[১০-১০]নিত্যগণ সঙ্গে (খ) [১১-১১]ভাককণ্ঠী পিককণ্ঠী (ক) [১২]সুখ (খ)
[১৩-১৩]রসোল্লাস ভগতুঙ্গী সুন্দরা (ক)

মালিনীর কন্যা নর্মদা কুসুম সেপলা।
সুগন্ধা নলিনী[1] নাম [2]নাপিত-কন্যকা[2] ॥
রজক কিশোরী মঞ্জিষ্ঠা তার নাম।
মানিনী চিত্রানি [3]দুই বণিক[3] আখ্যান ॥
মান্ত্রিকী তান্ত্রিকী নাম[4] দৈবজ্ঞ-বনিতা।
কাত্যায়নী নামে সুতি [5]বৃন্দাবনে স্থিতা[5] ॥
গ্রামের বাহিরে[6] রহে ভিন্ন কন্যাগণ।
ভুজমল্লি মনল্লি পুলিন্দ কন্যাগণ ॥
গাগিমুখী ভৃঙ্গারিকা ব্রাহ্মণের কন্যা।
এই সব [7]সঙ্গে রাধা[7] বৃন্দাবনে ধন্যা ॥
সুবল মধুমঙ্গল অর্জুন রক্তক[8]।
রাধাগণে কৃষ্ণগণে সদাই ব্যাপক ॥
হেন রাধিকার সহ গোবিন্দচরণ।
যেই জন ভজে সেই মহা ভাগ্যবান ॥
তাহার চরণ আমি সদা করি ধ্যান।
তাহার চরণ জল সদা করি পান ॥
[9]তাঁর পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ[9]।
তাঁর ভৃত্য হঞা যেন গোঙাও জনম ॥
হেন রাধা নাঞি ভজে কৃষ্ণে করে ভক্তি।
সে বড়ি কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি ॥
তিলার্ধেক যেন তার সঙ্গে নাঞি হয়।
[10]আপন নিয়ম[10] কথা কহিল নিশ্চয় ॥
এই ব্রজে পাই যেন রাধাকৃষ্ণের[11] চরণ।
সখি সঙ্গে করোঁ [12]যেন চরণ[12] সেবন ॥
ওহে প্রাণেশ্বরী মোরে কর অঙ্গীকার।
ব্রজে বাস দিঞা দূর কর দুঃখভার ॥

[1]মালিনী (খ) [2-2]নাপিতের কন্যা (খ) [3-3]চিত্রকারিণী (ক)
[4]দুই (খ) [5-5]যার আখ্যাতা (ক)
[6]নিকানে (ক, খ) [7-7]রাধার সখী (খ) [8]দাস স্তোক (খ)
[9-9]'সেই চরণরেণু করি অঙ্গের ভূষণ' (ক) [10-10]আপনার নিজ (ক)
[11]রাধিকার (ক) [12-12]রাধিকার (ক)

জন্মে জন্মে হয় যেন ব্রজপুরে স্থিতি।
ব্রজের উজ্জ্বল রসে মোর রতি মতি॥
অমৃত সমান ব্রজে যত দ্রব্য হয়।
তাতে লুব্ধ হউ সদা আমার হৃদয়॥
পরম নিভৃত স্থল গোবর্ধন নিকটে।
[১]সদা বাস করি[১] যেন রাধাকুণ্ড তটে॥
কবিরাজ গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি।
[২]এ সভার অগ্রে[২] যেন মরি এই ঠাঞি॥
[৩]ওহে রাধাকুণ্ড আমি[৩] করো পরিহার।
একবার মো পাপীরে কর অঙ্গীকার॥
নাম সেবা গুঞ্জা মালা প্রভু যবে দিলা।
সাধ্যসাধন মোরে ইঙ্গিতে কহিলা॥
এই ব্রজলীলা মোর সাধ্য সাধন।
এই রাধাকুণ্ডে বাস পরম কারণ॥
এই কথা সদা মোর জাতি প্রাণধন।
রাধাকৃষ্ণ[৪] ধ্যান করি তেজিব জীবন॥
কৃষ্ণের রাসলীলা[৫] বৈকুণ্ঠাদি স্থল।
তার মধ্যে সর্ব্বোত্তম মথুরামণ্ডল॥
তার মধ্যে ব্রজভূমি শ্রীবৃন্দাবন।
তার মধ্যে প্রিয় সদা গিরি গোবর্ধন॥
ময়ূর আকৃতি এই গিরি গোবর্ধন।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড যুগল লোচন॥
গিরিতটে রাধাকুণ্ড পরম কৌতুকী।
করহ সেবন সদা যে জন বিবেকী॥
অষ্ট সখির অষ্ট কুঞ্জ শোভে অষ্ট দিশা।
ললিতা উত্তর দিশা ঈশানে বিশাখা॥
চিত্রা সখির কুঞ্জ শোভে পূর্ব দিশাতে।
দক্ষিণে চম্পকলতার কুঞ্জ [৬]শোভে তাতে[৬]॥

[১-১]স্মরণ করিয়ে (খ) [২-২]এ সব অগ্রেতে (খ)
[৩-৩]ব্রজে রাধাকুণ্ডে মুক্তি (খ) [৪]রাধাকুণ্ড (খ)
[৫]নিবাস সহ (ক), লীলা সব (গ) [৬-৬]সুশোভিত (ক)

রঙ্গদেবীর কুঞ্জ শোভে নৈঋত কোণে।
বায়ব্যে সুদেবী কুঞ্জ অত্যন্ত শোভনে॥
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ অগন্যে ইন্দুরেখা।
অনঙ্গ মঞ্জরীর কুঞ্জ [১]মধ্যকুণ্ডে দেখা[১]॥
সেই[২] কুঞ্জে নিত্য কৃষ্ণ [৩]রাধিকা সহিতে[৩]।
জলে জলকেলি করে [৪]রাস রসেতে[৪]॥
সেই কুঞ্জে একবার যেবা করে স্নান।
তারে রাধাসম প্রেম কৃষ্ণ দেন দান॥
যুগল কিশোর প্রেম সখিগণ সঙ্গে।
কুণ্ডতীরে কুঞ্জমাঝে খেলে নানারঙ্গে॥
[৫]ওহে রাধাকুণ্ড[৫] মোরে কর অবধান।
শ্রীরূপমঞ্জরী [৬]সঙ্গ মোরে দেহ[৬] দান॥
তাহার সঙ্গতি হঞা করোঁ কুঞ্জসেবা।
অবশ্য করুণানিধি এই মোরে দিবা॥
নাহি জানো বেদবিধি সাধ্য সাধন।
এই [৭]রাধাকুণ্ড মোর সাধন ভজন[৭]॥
এই [৮]ব্রজে নিত্যলীলা মোর প্রাণধন[৮]।
কহিল সুনিয়ম[৯] কথা শুন বন্ধুজন॥
গুরুবলে শিষ্য তুমি শুন সাবধানে।
শ্রীদাসগোসাঞির বাক্য[১০] পরম কারণে॥
[১১]শ্রীদাসগোসাঞি[১১] আর রঘুনাথ ভট্ট।
[১২]কবিরাজ গোসাঞি হৈলা তার[১২] অনুগত॥
[১৩]কবিরাজ গোসাঞি[১৩] সব সুখ আস্বাদিলা।
[১৪]শ্রীদাসগোসাঞির সেবা প্রথমেই[১৪] কৈলা॥

[১-১]মধ্যে তার লেখা (ক) [২]এই (খ)
[৩-৩]রাধিকার সঙ্গে (ক) [৪-৪]তীরে রাসরঙ্গে (ক) [৫-৫]হাহা রাধাকৃষ্ণ (ক)
[৬-৬]সঙ্গে দেহ প্রেম (ক) [৭-৭]ব্রজপুরী লীলা মোর প্রাণধন (ক)
[৮-৮]রাধাকুণ্ড মোর সাধন ভজন (ক) [৯]মরম (ক) [১০]কথা (ক)
[১১-১১]রঘুনাথ দাস (ক) [১২-১২]শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তার (ক)
[১৩-১৩]কৃষ্ণদাস কবিরাজ (ক) [১৪-১৪]শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোসাঞির প্রথমে সেবা (ক)

তাঁর [১]সঙ্গে আমি[১] তবে শ্রীরূপচরণে।
গ্রন্থের নির্য্যাস অর্থ শুনিল তাঁর স্থানে ॥
তাঁর অপ্রকটে আসি [২]রাধাকুণ্ড তীরে[২]।
মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা [৩]বুঝিল বিস্তারে[৩] ॥
শ্রীদাসগোসাঞির গ্রন্থস্তব কল্পবৃক্ষ।
পাইঞা তাহার অর্থ[৪] সুধাসার সূক্ষ্ম ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার বর্ণন।
শুদ্ধ রাগে গোবিন্দলীলামৃত কথন ॥
শিষ্য নিবেদন করে চরণে ধরিঞা।
[৫]সেই বৃন্দাবন স্থান চল দেখি যাঞা[৫] ॥
গোলোক কেমন স্থান [৬]চল যাঞা[৬] দেখি।
বাক্যসাধ্য[৭] কিবা হয় শাস্ত্রমাত্র লেখি ॥
বৃন্দাবন ব্রজভূম সাক্ষাতে দেখি এ।
গোলোক হইতে আসি কেবা বিহরয়ে ॥
কেবা বৃন্দাবন হৈতে সব অবতীর্ণ।
এই সব কথামৃতে স্নিগ্ধ কর কর্ণ ॥
গুরু বলে শিষ্য [৮]তুমি শুন[৮] একচিত্তে।
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ না যান কোথাতে ॥
কৃষ্ণহন্যা যদুসম্ভূতঃ যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নর্গচ্ছতি।
যদি [৯]এই শ্লোক দৃঢ় করি জান মনে[৯]।
সর্ব [১০]সংভি হয় তার উপাসনা[১০] ক্রমে ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ প্রকট আছেন সদত।
উপাসনা ক্রমে দেখি সিদ্ধান্ত বিমত ॥
শাস্ত্র [১১]আজ্ঞা কোনো কোনো[১১] বিপাক ক্রমেতে।
গোলোকে সদত বাস লেখে চরিতামৃতে ॥

১-১অপ্রকটে (ক) ২-২বসি রাধাকুণ্ডে (ক) ৩-৩পাইল তার সঙ্গে (ক)
৪সার (ক) ৫-৫এই বৃন্দাবন স্থান কহ বুঝাইয়া (ক)
৬-৬কোথা গেলে (ক, খ) ৭সিদ্ধ (খ) ৮-৮শুন হঞা (খ)
৯-৯'কেহো এই শ্লোক দৃঢ় করি জানে' (ক)
১০-১০'অর্থ স্ফুরে তারে সাধন অনু—' (ক) ১১-১১কি কথা কোন (ক)

বড়ই দুর্গম সেই বুঝনে না যায়।
বড়ই নিগূঢ় যাতে রূপের আশ্রয় ॥
পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোক [১]বৃন্দাবন সহ[১] নিত্য বিহার ॥
ব্রহ্মার একদিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার ॥
ব্রহ্মার একদিনে তিহোঁ প্রকট হইঞা।
বিহার করয়ে ব্রজে ব্রজবাসী লঞা ॥
এই গৌণ অর্থ মুখ্য অর্থ শুন কহি।
মুখ্য কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণত্তম সেহি ॥
পূর্ণত্তমৈশ্বর্য্য লোলোক প্রবেশই।
প্রকটাপ্রকট এই বৃন্দাবনে রই ॥
সূর্য্য আচ্ছাদয়ে যেন দারুণ গ্রহেতে।
বৃন্দাবনে অন্তর্ভূত রহে তেন মতে ॥
বিবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তরে।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তরে ॥
অষ্ট বিংশ চতুর্যুগ দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত [২]হয় কৃষ্ণের প্রকাশে[২] ॥
তবেত ত্রিবিধ লোক [৩]জানয়ে আনন্দে[৩]।
নন্দঘোষ পুত্র কৃষ্ণ[৪] এই অনুবন্ধে ॥
উপাসনা ক্রমে জানি তাঁহার[৫] মহিমা।
অতএব সূর্য্য তার দিয়েত উপামা ॥
শাস্ত্রে বলে পৃথিবীর ভার সহিবারে[৬]।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ বসু নন্দ ঘরে ॥
অতএব বৃন্দাবন সামান্য জ্ঞান করি।
ক্ষিরোদবশায়ী যেই শ্রেষ্ঠ করি ধরি ॥
[৭]ভগবান জন্ম তাথে[৭] লোক ব্যাকুল হঞা।
বৃন্দাবনে লীলা শুনে বিশ্বাস করিঞা ॥

[১-১]ব্রজের সহিত (ক) [২-২]কৃষ্ণ নিত্য পরকাশে (খ)
[৩-৩]জানে নিত্য বন্ধে (খ) [৪]মাত্র (ক) [৫]ঈশ্বর (ক, খ)
[৬]হরিবারে (ক, খ) [৭-৭]ভগবান্ মায়াতে (ক)

সরোবরে নানা পুষ্প পদ্ম উৎপল আদি।
বকের শম্বুক ভক্ষ্য [১]আস্বাদি বিবাদি[১] ।।*
কৃষ্ণের যদ্যপি ইচ্ছা ভক্তি মুক্তি দিঞা।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখে লুকাইঞা ।।
কোনো ভাগ্যে [২]রূপে কৃপা করে রঘুনাথে[২]।
[৩]শ্রীগোপাল লোকনাথ দাস রঘুনাথে[৩]।
শ্রীসনাতন গোসাঞির করুণা হয়ে যারে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যদি কৃপা করে ।।
শ্রী (জীব)[৪] গোসাঞির চরণ মাত্র সার।
তবে পাবে ব্রজলীলা রস বুঝিবার ।।
নহে এক ফের আছে বুঝনে না যায়।
[৫]গোলোকে বৃন্দাবনে[৫] কেহো কেহো পায় ।।
অন্যের কি কথা রাধাকৃষ্ণ ভজন যে করে।
সেহ রাধাকৃষ্ণ দেখে গোলোক ভিতরে ।।
দৈবকীর উদরে (মাত্র) জন্মিলা ভগবান।
বসুদেব লঞা গেল যশো সন্নিধান ।।
রাত্রে যাইতে যমুনার জলে প্রবেশিলা।
বসুদেব ইচ্ছায় শিশু কোলে পুন[৬] আইলা ।।
যশোগর্ভ ধরিয়াছে সর্বলোক মতে।
উদর পুণিত কিবা নাহিক তাহাতে ।।
মায়াদেবী রোদন করে নিদ্রাতে যশোদা।
বসুদেব ঘরে দেখি কন্যাকা প্রমদা ।।
কাহারে রাখিল ইহা কিছুই না জানে।
কন্যা লঞা বসুদেব করিলা গমনে ।।

[১-১]আস্বাদে নিরবধি (খ)

*ইহার পর অতিরিক্ত—

'আর এক কৃষ্ণের আজ্ঞা বড়ই প্রমাদ।
বৃন্দাবন প্রাপ্তি কারো নহে অবসাদ ।।' (ক)

[২-২]কৃপা যদি করে রঘুনাথ (ক)

[৩-৩]শ্রীগোপাল ভট্ট আর ভট্ট রঘুনাথ (ক)

[৪]লোকনাথ (ক) [৫-৫]গোলকে ব্রজের লীলা (ক) [৬]করি (খ)

[১]পূর্ণতম হই তবে তাহে[১] প্রবেশিলা।
সহজ মানুষ [২]যেন দেবী আরোহিলা[২] ॥
ধরা নামে [৩]যশোমতী সর্বলোক কহে[৩]।
[৪]ভাদ্র অষ্টমীতে কৃষ্ণ তাঁর পৃষ্ঠে ছোঁয়ে[৪] ॥
দ্রোণ নামে নন্দ ঘোষ আবির্ভূত হঞা।
এই নন্দ যশোদা সর্বলোকে কহে ॥
গর্ভবাস নাহি করে স্বতন্ত্র ভগবান।
শাস্ত্রের অশেষ[৫] অর্থ লোকের বুঝান ॥
যমের যাতনা দুঃখ [৬]অল্প করি[৬] জানি।
যোনি মূত্র গর্ভবাস ততোধিক মানি ॥
[৭]মহা পুণিত পাপ[৭] জীবে সদা করে।
তে কারণে গর্ভবাস পুনঃ পুনঃ ধরে ॥
হেন গর্ভবাস যদি ধরিব[৮] ঈশ্বর।
এ সিদ্ধান্ত যে করিল সে বড়ি বর্বর ॥
যদি কহে যশো গর্ভে কৃষ্ণ না জন্মিলে।
মাধুর্য্য লীলানুক্রম সিদ্ধান্ত কৈছে বলে।।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর সর্বেশ্বর যে।
তার গর্ভবাস ইহা মনে করে কে ॥
তার সাক্ষ্য শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধে।
[৯]দৈবকী উদরে জন্ম[৯] সেই লাগে বন্ধে ॥
ভূমিষ্ঠ [১০]হইলে রূপ[১০] চতুর্ভুজ হঞা।
বসুদেব দৈবকীরে কহে প্রবোধিয়া।
বসুদেব দৈবকীর সন্দেহ দূরে গেল।
পায়ের শৃঙ্খল[১১] তার খসিঞা পড়িল ॥

[১-১]পূর্ণতর পূর্ণতমে (ক) [২-২]দেহ হইয়া রহিলা (খ)
[৩-৩]ছিলা যশোদা সেই হইলা (ক)
[৪-৪]'ভাদ্রপদাষ্টমীতে কৃষ্ণ তাহা হইলা' (ক)
[৫]অনেক (ক) [৬-৬]স্বপ্ন হেন (ক) [৭-৭]মহা দুঃখিত পাপাদি (ক)
[৮]করেন (ক) [৯-৯]দৈবকীর গর্ভবাস (ক), দৈবকীর গর্ভে জন্ম (খ)
[১০-১০]বালক পড়ি (ক) [১১]নিগড় (খ)

দ্বারী প্রহরী নিদ্রা যায় অচেতন।
পুত্রকোলে বসুদেব করিলা গমন॥
[১]ঘোর অন্ধকার রাত্রি মেঘের দুর্দুর[১]।
যমুনা তরঙ্গ দেখি মনে হৈল ডর[২]॥
শৃগালী রূপে চলে আগে[৩] মহামায়।
ফণা এতে ছত্র ধরি বাসুকী পাছে ধায়॥
প্রসএ সুত (যেই) সে কি নিদ্রা যায়।
যদি কেহে এই বাক্যে প্রতীত না হয়॥
নিদ্রায় আবিষ্ট যশো বসুদেব ঘরে।
পুত্র রাখি কন্যা লঞা গেলা মধুপুরে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত শাস্ত্র পুরাণে ডাকিয়া।
কহিল যে সব শ্লোক শুন মন দিয়া॥
তস্মাৎ ভগবান কৃষ্ণ যশোদা-গর্ভ-সম্ভবঃ।
তস্যাংশ দৈবকীপুত্রো ভবিষ্যতি চতুর্ভূজঃ॥
গর্ভ সম্ভব কৃষ্ণ এই বাক্য[৪] মাত্র।
জন্মিলা উদরে ইহা[৫] কহে কোন পাত্র॥
রক্তমাংস ক্লেশ আদি গর্ভ সংমিলনে।
মহাপাপীর গর্ভবাস শুন বন্ধুগণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [৬]প্রভু স্বয়ং[৬] ভগবান।
সভে কহে শচীগর্ভে [৭]জন্ম তাহান[৭]॥
সন্দেহ ছেদন কৈল কবিরাজ গোসাঞি।
সেই কথা মন দিঞা শুন ভক্ত ভাই॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ পূর্ণ[৮] দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥
এই সব বাক্যামৃতে যার লোভ হয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ [৯]সেই সত্য পায়[৯]॥

১-১'অন্ধকার রজনী মেঘ গর্জন দুর্দুর' (ক) [২]ক্রুর (ক)
[৩]আপনে (খ) [৪]অথ (ক) [৫]তার (ক) ৬-৬শচীসুত (ক)
৭-৭জন্মিলা ভগবান (ক) [৮]শুদ্ধ (ক)
৯-৯সেই সে জানয় (ক), সত্য করি লয় (খ)

ঈশ্বরের অচিন্ত্য[১] শক্তি কে বুঝিতে[২] পারে।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ[৩] তাতে মাধুর্য্য বিহরে॥
শ্রীলোকনাথ-চরণ স্মরণ অভিলাষ।
গুরু শিষ্য সংবাদ কহে নরোত্তম দাস॥
ইতি শ্রীগুরুশিষ্য সংবাদে উপাস্য উপাসনা তত্ত্বনিরূপণং
নাম দশম পট্টল সম্পূর্ণম্॥

(ক. বি. ৩২৬৯ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

[১]অনন্ত (খ) [২]জানিতে (ক) [৩]প্রকাশি (ক)

গুরুশিষ্য সংবাদের পাঠান্তর সম্পূর্ণ

———

উপসনাতত্ত্বসার

নমামি গৌরচন্দ্রং তং নিত্যানন্দং তৎপরং ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাসাং[১] চ গৌরভক্তগণাং স্তথা ।।
প্রণমহ° গুরুদেব শ্রীপাদকমল ।
যার কৃপালেশে হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তি বল ।।
এমন শ্রীগুরু পায় সদা করি ধ্যান ।
কৃপার ইঙ্গিতে খণ্ডে সকল অজ্ঞান ।।
শ্রীগুরু চরণ ধ্যান শ্রীগুরু সেবন ।
শ্রীগুরু চরিত্র নিত্য[২] শ্রবণ কীর্তন ।।
নিজগ্রন্থে শ্রীযুত রূপ মহাশয় ।
প্রথমে শ্রীগুরু ধ্যান লিখিল নিশ্চয় ।।
তত্রৈব শ্রীগুরুধ্যানং—
শ্রীমন্মঞ্জনপাদপঙ্কজ যুগং সৎশাস্ত্রকাসারজং ।
ভ্রজদ্বিক্রমসঙ্করং সুরুচিরং ধূলিপরাস্বিতম্ ।।
সাবল্যাঙ্গুলি পল্লবং হিল্লিতং সাত্বিক্রমেনান্তরং ।
তন্মেমানসভৃঙ্গ শৃঙ্খলমহো বন্দে গুরোঃ শ্রীতনো ।।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
প্রণাম সহস্র আর স্মরণ বন্দন ।।
কলিযুগে অবতরি জীবেরে তারিল ।
ভক্ত সঙ্গে লঞা প্রেমভক্তি প্রচারিল ।।
শ্রীবলরাম[৩] গোসাঞি দ্বিতীয় কলেবর ।
নিত্যানন্দ রূপ যিহোঁ[৪] ভুবন ভিতর ।।
দীনহীন পতিত পামর জনে দয়া ।
সব উদ্ধারিল কিছু না রাখিল[৫] মায়া ।।

পাঠান্তর ক.বি. ৫৫৭ পুথি হইতে প্রদত্ত—

[১]শ্রীবাসাংচ [২]চিতে [৩]শ্রীবলদেব [৪]তিহোঁ [৫]করিল

হেন নিত্যানন্দ পাদদ্বন্দ্বে নমস্কার।
জন্মে জন্মে হও যেন [1]কিংকর তাঁহার[1] ॥
অদ্বৈত গোসাঞির পাদপদ্ম করো ধ্যান।
চৈতন্য অবতারে যিহোঁ নাশিল[2] অজ্ঞান ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মোহান্ত।
বৈষ্ণব [3]গোসাঞি যত[3] কে করিব অন্ত ॥
অনন্ত কৃষ্ণের মূর্তি অনন্ত অবতার।
ঐছন বৈষ্ণব [4]প্রভুর না পাইয়ে[4] পার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর শ্রীনিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীবাস আর গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
তোমা সভার চরিত্র হয়ে অনন্ত অপার।
অনন্ত কহিতে নারে [5]যাহার বিস্তার[5] ॥
মুঞি [6]ক্ষুদ্র মন্দ মতি[6] কিবা পাব পার।
[7]যোগ্য নহি তোমা সভার কৃপা পাইবার[7] ॥
কৃপা যোগ্য নহি কৃপা কি করিবে মোরে।
আপনার গুণে কৃপা করহ কিংকরে ॥
পতিত অধম দুষ্ট কঠিন জীবন।
ইহাতে তারিলে জানি পতিতপাবন ॥
দৈন্যরূপ ভাবভক্তি কিছুই না জানি।
আপনার গুণে দয়া[8] করহ আপনি ॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
সাধ্য সাধনবস্তু না পারি বুঝিতে ॥
যদি কৃপা কর মোরে দেহ ভক্তি বল।
বাঞ্ছা পূর্ণ হয় তবে জনম সফল ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ শক্তি[9] দাতা তুমি।
স্বগুণ চরিত্র কিছু ইবে লিখি[10] আমি ॥

[1-1]দাসের দাস তাঁর [2]তারিল [3-3]গোসাঞির আর
[4-4]গোসাঞি নাহি হয়ে [5-5]চরিত্র যাহার [6-6]মন্দ ক্ষুদ্রজীবী
[7-7]'নিজ নিজ গুণে সভে করহ উদ্ধার।'
[8]কৃপা [9]ভক্ত [10]বলি

আশ্রয় জাতীয় সাধন [১]প্রাপ্তি আমার[১] ।
কেহো কোনরূপে বলে নারি বুঝিবার ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ রাম[২] ।
যোগমায়া মহাবিষ্ণু অদ্বৈত আখ্যান ॥
প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি ।
ব্রজেন্দ্র নন্দন [৩]তিহঁ অন্য মত[৩] নাঞি ॥
তথাহি—
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভাব দাদাঃ গৃহে শ্বনক দুর্লভেঃ ।
গোষ্ঠেঃ মায়য়াসাঙ্গং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ॥
বাসুদেব গৃহে বাসুদেব নাম ধরে ।
সেই দ্বারে কৈল কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥
ঐশ্বর্য মিশ্রিত [৪]ব্রজে যেই লীলা[৪] হয় ।
বাসুদেব দ্বারে সব লীলা সে করয় ॥
ব্রজে শুদ্ধ লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার ।
মায়ার সহিত জন্ম[৫] হয়েত তাহার ॥
লীলা পুরুষোত্তম বলি[৬] বলিয়ে তাহারে ।
ব্রজের মাধুর্য্য লীলা [৭]যিহঁ পরচারে[৭] ॥
ঐশ্বর্য প্রকাশ বাল্য পৌগণ্ডের কর্ম ।
রাধাসহ ব্রজে লীলা কিশোর অতি মর্ম্ম ॥
কিন্তু ব্রজে নিত্যলীলা দ্বিবিধ প্রকার ।
লীলায় প্রকট নিত্য গুপ্ত তাহার[৮] ॥
তাহার প্রকাশলীলা প্রকট হয়েন ।
স্বয়ংরূপ স্বরূপ দুই এতিন কহেন ॥
তথাহি—
যঃ স্বয়ং বশতে নিত্যং ··· বর্ষ্মময়ং জগৎ ।
স্বয়ং রূপঃ স্বরূপৈকঃ কলৌ গৌরো ভবিষ্যতি ॥
শুনহ লক্ষণ কথা ইহার বিস্তার ।
কিন্তু বহু বিবরণ আছয়ে ইহার ॥

[১-১]প্রাপ্তির সার [২]নাম [৩-৩]কৃষ্ণ ইথে অন্য [৪-৪]লীলা জেই ব্রজে
[৫]লীলা [৬]নাম [৭-৭]যার আচারে [৮]বিহার

মথুরাগমন কথা আর নিত্য লীলা[১]।
মাতাপিতা গোপীসঙ্গে গোলোকে আইলা ॥
তথাহি সনাতনোক্তং—
তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদি সহিতাঃ।
বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপ ধরাঃ বিমানরূঢ়া পরম বৈকুণ্ঠ
লোকমবাপুঃ ॥ তদুক্তং ॥ শ্রীরূপচরণে ॥ গোপগোপিকা
সঙ্গে গোলোকং প্রতিগচ্ছতিঃ ইতি।
এই এক অনুসার শুন ভক্তগণ।
আর এক কথা কৃষ্ণের মথুরা গমন ॥
মথুরাগমন বাসুদেব মহাবল।
গোসাঞি লেখিল তার লক্ষণ সকল ॥
তথাহি—
রথেন মথুরাং গত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ।
সপষ্টং পাদ্মে পুরাণেহস্য কৃষ্ণস্যোক্তা ব্রজেগতি ॥
অথ প্রকট রূপেণ কৃষ্ণ যদুপুরিং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজনুমাচ্ছাদ্য স্বয়ং কুঞ্জলতাং গতঃ ॥
মথুরা গমনাদি কৈল মহাশয়।
সেইকালে ব্রজলীলা অপ্রকট হয় ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ মথুরাকে গেলা।
কৃষ্ণ বলরাম দুই অপ্রকট হৈলা ॥
দুষ্ট দলিবারে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
দুষ্ট দলি দোঁহে কৈলা পৃথিবী পালন ॥
দ্বারিকাদি লীলা পূর্ণ[২] করিলা গোসাঞি।
লীলা শেষ হৈল মনে করিল তথাই ॥
সর্ব্ববংশ নাশ অর্থ মনেতে ভাবিল[৩]।
ব্রহ্ম শাপ তথা আসি উপস্থিত হৈল ॥
সেইকালে সঙ্কর্ষণ ধ্যানেতে বসিলা[৪]।
লীলাসম্বরণ বলি তাহাতে পাইলা ॥
নিজস্থানে মহাপুরুষ গমন করিলা।
লীলার কারণে কৃষ্ণ দেহপাত কৈলা ॥

[১]হৈলা [২]চার [৩]করিল [৪]দেখিলা

নীলাচলপুরি[১] আসি আপনে রহিলা।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা হইলা॥
সে সকল সূত্র কথা যে লাগি কহিলা।
সে কথা রহিল কথা বাড়িয়া চলিলা॥
ব্রজে যে বিহার কৈল্য ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবধি রহিল বাঞ্ছা নহিল পূরণ॥
প্রথমে অদ্বৈত মহা বিষ্ণুর উদয়।
অবতীর্ণ হয়্যা [২]বিসময় হৈলা মহাশয়[২]॥
[৩]কৃষ্ণ বলরাম যদি আনি পৃথিবীরে।
তবে সে সকল লোক জানিব আমারে॥
এমত করয়ে ধ্যান অদ্বৈত ঠাকুর।
আনি অবতার কৈল প্রেম প্রচুর[৩]॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি শ্রীবলরাম।
জগত তারিল ধরি নিত্যানন্দ নাম॥
শচীর উদরে প্রভু আপনি জন্মিলা।
বিশ্বভরি প্রেমধন যিহোঁ প্রকাশিলা॥
অকথ্য কথন কিছু বুঝনে না যায়।
উপাসনাতত্ত্বসার নরোত্তম গায়॥

(২)

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব হয় তিন প্রকার।
চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত হয়েন[৪] সার॥
মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ।
এই তিন বিহরে ব্রজে ব্রজলোকসাথ॥
গুরুরতি বৈষ্ণব রতি কৃষ্ণ রতিসার।
তিনে তিন রতি হয় আশ্রয় বিচার॥
আশ্রয় জাতীয় রতি গুরুরূপ ধ্যান।
উদ্দীপন আশ্রয় রতি বৈষ্ণব যার নাম॥

[১]জগন্নাথপুরে [২-২]কৈল প্রেম পরিচয়
[৩-৩]'কৃষ্ণ বলরাম ··· প্রেমপ্রচুর' ইত্যাদি চরণ চারিটি নাই।
[৪]তিন হয়

কৃষ্ণ আলম্বন রতি গাঢ়তা জন্মিলে।
গাঢ়তা হইলে প্রেমাশ্রু হঞা দোলে॥
গুরুরতি নিত্যানন্দ জগতের গুরু।
প্রেম মর্ম্ম দিয়া হৈল বাঞ্ছাকল্পতরু॥
অতএব গুরুরতি নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্বরূপে যেহোঁ করে চৈতন্য সহায়॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার।
অতএব বৈষ্ণবরতি খ্যাতি হৈল যাঁর॥
কৃষ্ণরতি চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
যাহা বই বস্তুতত্ত্ব না দেখি-এ আন॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে তিন রতি।
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত এই তিনে স্থিতি॥
ইবে যাথে যেই রতি শুন বিবরণ।
ক্রমে সে লিখিব যার সম্বন্ধ কারণ॥
গুরুতে আশ্রয় রতি[১] সেবা নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে প্রেমতত্ত্ব করয়ে উদয়॥
গুরুতে নাহিক নিষ্ঠা কৃষ্ণেতে কি হয়।
গুরু ত্যাগি কৃপাযোগ্য কোন কালে নয়॥
কায়মন বাক্যে করে গুরুর সেবন।
তবে যাঞা হয় কৃষ্ণ প্রাপ্তির ভাজন॥
গুরুতে করহ[২] নিষ্ঠা বৈষ্ণবেতে নয়।
বৈষ্ণব নহিলে[৩] কৃষ্ণ কৃপা কি করয়॥
বৈষ্ণবের আলম্বন রতি যার উপজয়।
সঙ্গে রঙ্গে [৪]তবে সেই[৪] শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
ভক্তের নহিলে কৃপা ভক্ত হৈতে নারে।
[৫]বৈষ্ণবের কৃপা হইলে (কৃষ্ণ) কৃপা করে[৫]॥
কৃষ্ণ রতি প্রীতি নিত্য [৬]নূতন যাহার[৬]।
সদা অনুরাগী চিত্ত বহে প্রেমধার॥

[১]ধরে [২]হইব [৩]হইলে [৪-৪]প্রেমেতে সে
[৫-৫]বৈষ্ণব হইলে কৃষ্ণ কৃপা করে তারে। [৬-৬]নব নব যার

কৃষ্ণ প্রাণপতি এই সম্বন্ধ জানিবা ।
এই অনুরূপা ভাব রাধারে ভাবিবা ॥
প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়া প্রাণের দোসর ।
আপনে ভাবিবা সদা রাধার কিংকর ॥
শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখ তার দুঃখে দুঃখ ।
অন্যভাব রহিত সদা শ্রীকৃষ্ণ উন্মুখ ॥
মহাভাব শ্রীরাধার অঙ্গিকার করি ।
নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
সে ভাবে আশ্রয় দায় তাহার সেবন ।
তাহার চরণে সিদ্ধ[১] দেহ সমর্পণ ॥
অনুসার সাধুমার্গ[২] শুন ভক্তগণ ।
অনুসার বিনে নহে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
সম্বন্ধ তত্ত্বের কথা পাছেতে কহিব ।
কথা অনুসারে কথা হেথাই রচিব ॥
বাহ্য অর্দ্ধবাহ্য প্রভুর অন্তর্দশা আর ।
এই তিন মুখ্য অন্য [৩]আনুষঙ্গী আর[৩] ॥
আনুষঙ্গ ভাব প্রভুর আস্বাদন হয় ।
মুখ্য তিন ভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মনোবৃত্তি এক আনুষঙ্গী যত আর ।
লিখিলে বাড়য়ে গ্রন্থ বহুত বিস্তার ॥
সংক্ষেপে লিখি যে কিছু দিগ দরশন ।
বহুত বিস্তার কথা না [৪]হয়ে বর্ণন[৪] ॥
বাহ্য কৃষ্ণকথা কৃষ্ণলীলা আস্বাদন ।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন ॥
হরিনাম জাপ্য পূজা ঈশ্বর দর্শন ।
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
কীর্ত্তন শ্রবণে হয় ভাবের উদয় ।
ভাব হৈলে পুলকাঙ্গ [৫]অশ্রু নেত্রে বয়[৫] ॥
ভাবের স্বরূপ রূপ[৬] হৃদয়ে প্রকাশ ।
লালাস্রাব অস্ট হাস [৭]কিছু নহে[৭] শ্বাস ॥

[১]করো [২]মার্গ ধর্ম [৩-৩]আনুষঙ্গ যার
[৪-৪]যায় লিখন [৫-৫]অশ্রুনেত্র হয় [৬]কৃষ্ণ [৭-৭]ঘূর্ণা হিক্কা

সেই কালে অন্তর্দশা প্রবেশ করয় ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা করে সে লীলা দেখয় ॥
বৃকভানুকিশোরি আর ব্রজেন্দ্রকুমার ।
সখি সহ নিত্য যেহোঁ করয়ে বিহার ॥
হাস্য আলিঙ্গন আর কটাক্ষের ভঙ্গি ।
অধরে অধর দোহাঁ দেখি নানা রঙ্গি ॥
এইরূপে কৃষ্ণলীলা করে দরশন ।
অন্তর্দশা জানি ভক্ত করে সংকীর্ত্তন ॥
সেইকালে মহাপ্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হয় ।
অন্তর্দশা [১]দেখি যেবা[১] প্রকট করয় ॥
এইমত ভাব প্রভুর বুঝিবে সকল ।
বুঝিয়া সাধন চেষ্টা করিবে নির্ম্মল ॥
এই অনুসারে পূর্ব্বাপরের বিচার ।
আশ্রয় জাতীয় কর সম্বন্ধ ব্যবহার ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি [২]সব পুর মোর আশ[২] ।
উপাসনাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

(৩)

কৃষ্ণের সম্বন্ধতত্ত্ব এইরূপে জানি ।
বৈষ্ণবে করহ ভাব এই অনুমানি ॥
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি আর ভক্তগণ ।
নাম সব কত লব সংখ্যায়ে গণন ॥
দ্বাদশ গোপাল আর মহান্ত সকল ।
সেব নিত্য সিদ্ধ সব বৈষ্ণব মণ্ডল ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন প্রভুর যত গণ ।
পূর্বে রাধাকৃষ্ণ সহ যত ভক্তগণ[৩] ॥
সে সব চৈতন্য সঙ্গে হয়ে অবতার ।
কেবা কোন যূথ হয় নারি বুঝিবার ॥
অগম্যে কহিলে কথা দোষ যে সঞ্চারে ।
পর ছাড়ি পূর্ব্ব ইউবে করিয়ে বিচারে ॥

১-১হবে দেখি   ২-২মোর পুর সর্ব আশ   ৩সখিগণ

যৌথিকগণ হয় অযৌথিক আর।
যৌথিক সারাংশ অযৌথিক সারাংশ পার ॥
দেবকন্যা মুনিকন্যা শ্রুতিকন্যাগণ।
যজ্ঞ-পত্নী আদি করি যৌথিকের গণ ॥
যূথ সখিভাবে যারা শ্রীকৃষ্ণ পাইল।
যৌথিক সংজ্ঞার পাঠ এই গোসাঞি লেখিল ॥
[১]অযৌথিক সখি কথা এবে কহি শুন[১]।
শুনিলে ভজন পুষ্ট বাড়য়ে দ্বিগুণ ॥
ললিতা বিশাখা এই নিত্য সিদ্ধগণ।
কৃষ্ণ যৈছে নিত্য সিদ্ধ তৈছে সিদ্ধ হন ॥
কৃষ্ণ সুখ হেতু হয় যত ব্যবহার।
সেই সব কর্ম্ম ইষ্ট তাহা সভাকার ॥
কৃষ্ণে সুখ দিয়া নিজ কোটি সুখ পায়[২]।
কৃষ্ণানন্দময়ী কৃষ্ণ[৩] আনন্দ বাঢ়য় ॥
তথাহি—
আত্মাকোটি গুণাৎ কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দ গুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥

তার অনুরূপা হয় মঞ্জরির গণ।
সখি আজ্ঞাশ্রয় সেবা [৪]তাহার করণ[৪] ॥
প্রাচীনা [৫]এক হয় আর হয়েত[৫] নবীনা।
প্রাচীনা সে সখিগণ মঞ্জরি নবীনা ॥
তথাহি—
প্রাচীনা ললিতাদ্যানং নবীনা মঞ্জুলাদয়ঃ।
প্রাচীনা শুভগাস্রবনিরতাঃ সাধ্যমাশ্রয়াঃ ॥

ক্রমে ক্রমে সাধন করি সিদ্ধ কৈল ভয়।
অযৌথিক বলি তারে জানিহ নিশ্চয় ॥
তাহাতে আশ্রয় যার সাধন অনুরতা।
তার নাম হয়ে ইবে সাধন নিরতা ॥

[১-১]যৌথিকের কথা কহি শুন ভক্তগণ। [২]হয়
[৩]সব [৪-৪]তা সভার মন [৫-৫]হয়েন এক হয়েন

তথাহি—

ক্রমেনৈব প্রপদ্যেত যৌথিকং রসামাশ্রয়া।
অন্যানুগাকৃপাসিদ্ধা সর্ব্বশাস্ত্রমতং যথা॥

যার সেবা পরিচর্য্যা সখিগণ করে।
যারে সুখ দিতে অঙ্গে ভূষণাদি পরে॥
সেই মূর্ত্তি সেই ভাব চৈতন্য গোসাঞি।
আশ্রয় অনুরূপা [১]ভাব সাধকের[১] ঠাঞি॥
শ্রীগুরু পরম গুরু পরাৎপর গুরু।
পরমষ্টী গুরুর গুরু চৈতন্য কল্পতরু॥
গুরু রূপাশ্রয়[২] মন্ত্র ক্রমে সিদ্ধ হয়।
সম্বন্ধ বুঝিবে ভাব[৩] অনুরূপা কয়॥
দীক্ষাকালে করে শিষ্য আত্ম সমর্পণ।
আত্মস্বামী সম্বন্ধ গুরু এই তার মর্ম্ম॥
বৈষ্ণব [৪]সুখের গুরু রসের নিবাস[৪]।
সুখ স্বামী বলি সম্বন্ধ মনে অভিলাষ॥
এসব করণ[৫] কৃষ্ণ প্রাপ্তির কারণ।
প্রাণপতি সম্বন্ধ হন ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধা প্রাণের ঈশ্বরী।
কি প্রকট অপ্রকট তাহার মাধুরী॥
সহজতা ধর্ম্ম মর্ম্ম সহজ মাধুরি।
সহজ রসের সিন্ধু সহজ চাতুরি॥
বিধির মাধুরী সব তাহাতে[৬] নিন্দয়।
অবধি মাধুরী রস সুখ আস্বাদয়॥
বিধির মাধুরী মত[৭] নিন্দন করিয়া।
সহজ মাধুরী পান করে লুব্ধ হঞা॥
সহজ কৈসর বয় সহজ লাবণ্য।
সহজ ললিত রূপ সহজ যৌবন॥
সহজ অঙ্গের ভঙ্গি সহজ রঙ্গিমা।
সহজ ভূষণ অঙ্গে কি দিব উপমা॥

[১-১]যার সিদ্ধ তার [২]পদাশ্রয় [৩]তার [৪-৪]সুখে গুরু রসে রসবিলাস
[৫]সম্বন্ধ [৬]যাহাতে [৭]সব

সহজ নিগূঢ় স্থল অত্যন্ত[১] দুর্লভ ।
সহজ উত্তম বলি এই অনুভব ॥
সহজ সহজ সব রসকেলি মর্ম্ম ।
[২]সহজ চলন সব সহজত ধর্ম্ম[২] ॥
কৃষ্ণ সুখে কামক্রিয়া কৃষ্ণেতে বিলাস ।
কৃষ্ণ সুখ পায় যাতে তাহাতে উল্লাস ॥
এইমত বিলাস করেন তার সঙ্গে ।
হাস্য পরিহাস রাসক্রীড়া[৩] রঙ্গে ॥
এইরূপে নিত্যলীলা সদা বৃদ্ধি হয় ।
চিদানন্দময় লীলা হ্রাস কভু নয় ॥
তাহা হৈতে [৪]নিত্য লীলা প্রকট[৪] প্রকাস ।
সে লীলা রতন তাতে ভক্তগণের আশ ॥
প্রকট বাহুল্য [৫]লীলা না যায় লিখন[৫] ।
অল্পাক্ষরে কিছু করি দিগ দরশন ॥
কৃষ্ণ প্রকট নন্দালয়ে গোকুলে হইলা[৬] ।
চারিরসের ভক্ত সঙ্গে লঞা খেলা কৈলা ॥
মধুর গোপীর সঙ্গে ত্রিবিধ বিহার ।
মহারস লীলা আর[৭] সঙ্গেতে বিহার ॥
তাতে নিত্যগুপ্ত [৮]লীলা আর[৮] সে করিল ।
নিত্যের চরিত্র সব তাতে সঞ্চারিল ॥
বৃকভানুকিশোরী আর যত সখীগণ ।
এই এক লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সংকেতে [৯]পুলিনে আর রাধাকুণ্ড[৯] তীরে ।
প্রকাশ করিলা যেবা করয়ে সুসারে ॥
মহারাস লীলা কৈল সর্ব[১০] আকর্ষণ ।
আর এক লীলা কৈল বস্ত্র হরণ ॥

[১]অনন্ত [২-২]কৃষ্ণ তাৎপর্য বিনে নাক্রি তার কর্ম । [৩]ক্রিয়া করে
[৪-৪]প্রকট লীলার [৫-৫]না যায় তায় কথন [৬]আইলা
[৭]সব [৮-৮]করি লীলা [৯-৯]পূরিল বেণু আর কুণ্ড [১০]পর্বত

এবিধি[১] প্রকারে বহু লীলা প্রকাশিলা।
সে সকল [২]লীলা কিছু[২] লিখিতে নারিলা॥
শ্রীগোবিন্দ মদনগোপাল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর রহে ব্রজজন সাথ॥
এই তিনের পাদপদ্ম সদা করি ধ্যান।
তিনে এক বস্তু হয় ইথে নাহি আন॥
ভিন্ন ভাব[৩] করি মনে কিছু না জানিবা।
[৪]ভিন্ন লঘু জ্ঞান হৈলে অপরাধ পাবা[৫]॥
একথা লিখিতে মনে বড় ছিল আশ।
উপাসনাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস॥

(৪)

কৃপা কর গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
পতিতে করিয়া[১] কৃপা করহ কিংকর॥
মোসম পতিত নাহি ভুবন ভিতর।
স্ফুলিঙ্গ একমন মোর বিষয় বিস্তর॥
কাম ক্রোধ লোভ মোরে কৈল হতজ্ঞান।
তোমা বিনে নিস্তারিতে না দেখি যে আন॥
কেন বা পাপিষ্ঠ জন্ম পৃথিবীতে হৈল।
চৈতন্যের কেলি রঙ্গ দেখিতে না পাইল॥
[৬]সেসব বৈষ্ণব সঙ্গ মোর নাহি হৈল।
অভাগা পাপিষ্ঠ জন্ম কেন বা লভিল॥
নিত্যানন্দ পাদপদ্ম পূজিতে না পাইল।
দুর্লভ মানুষ জন্ম অকারণে গেল[৬]॥
শ্রীনিত্যানন্দ আর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রে।
জীব নিস্তারিলা দুহেঁ দিয়া প্রেমফাঁদে॥

[১]এবং [২-২]কিছু তাহা [৩]তারে
[৪-৫]ভিন্ন তারে জ্ঞান কৈলে অপরাধী হৈবা। [১]করহ
[৬-৬]'সে সব ... অকারণে গেল' ইত্যাদি স্থানে—
দুর্লভ মানুষ জন্ম অকারণে গেল।
মায়ামোহে চিত্ত কিছু বুঝিতে নারিল॥

প্রেমে চল চল অঙ্গ পদ্ম লোচন।
ডগমগ নেত্রে সদা অশ্রু বরিষণ ॥
সুবলিত দীর্ঘ ভুজ প্রকাণ্ড শরীর।
মন্থর গমন তাতে মহামল্ল ধীর ॥
প্রভাত কালের সূর্য্য দেখি অঙ্গ কান্তি।
দিননাথ বলিয়া লোকের হয়[১] ভ্রান্তি ॥
কিবা সে বক্ষের ঠান অতি সুবিস্তার।
সিংহ জিনি মাঝাখিনি দেখিতে যাহার ॥
শ্রীনাভি গভীর যেন ফুল্ল[২] কমল।
শ্রীহরি চন্দন ঐছন সঙ্গ শীতল ॥
রম্ভা জিনি উরু কিবা দেখি মনোহর।
উপামা দিবার নাক্রি সংসার ভিতর ॥
মুখপদ্ম নেত্রপদ্ম হস্তপদ্ম আর।
পাদপদ্ম মনোহর শোভা নাহি তার ॥
শ্রীপাদ উপামা নাহি সংসার ভিতরে।
তবে যে উপমা দিয়ে জানিবার তরে ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ।
জন্মে জন্মে ভর্জ [৩]যেন তুয়া[৩] পদদ্বন্দ্ব ॥
[৪]রাধাকৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে আশ।
নিত্যানন্দ ভজন করু অধিক উল্লাস ॥
নিতাই না জানে করে চৈতন্যতে রতি।
ভাব সিদ্ধ নহে তার চৈতন্যে উন্মতি ॥
অদ্বৈত-বিমুখ জনের মুখ না দেখিয়ে।
চৈতন্য-বিমুখ জনের সঙ্গ না করিয়ে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর শ্রীনিত্যানন্দ।
শরণ লইলু (আর) শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র[৪] ॥
গৌরভক্তগণ কৃপা করহ আমারে।
আর কে করিব দয়া সংসার ভিতরে ॥

[১]হৈল [২]ফুটীল [৩-৩]নিত্যানন্দ
[৪-৪]'রাধাকৃষ্ণ ... শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।' ইত্যাদি চরণ নাই।

স্মরণ লভিনু গুরু বৈষ্ণব চরণে।
যার কৃপালেসে হয় বাঞ্ছার পূরণে ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম আস।
উপাসনাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

(৫)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু ॥
দুর্গম ভজন কথা কহন[১] না যায়।
অনুভবে ভজন তত্ত্ব সংজ্ঞা পাওয়া যায় ॥
ভক্তির আশ্রয় যদি করয়ে সাধন।
তবে সে তাহার[২] হয় মানস পোষণ।
মানস পুষ্ট[৩] হৈলে[৪] হয় প্রেমময়রূপ।
[৫]প্রেম সিদ্ধ হৈলে হয় প্রেমের স্বরূপ[৫] ॥
স্বরূপ বিচার তার যতেক লক্ষণ।
তার পরে নাহি পায়[৬] ভক্তিহীন জন ॥
লৌকিক করিলে[৭] হয় অলৌকিক কর্ম।
লৌকিকতা ত্যাগ করে যার [৮]এক ধর্ম[৮] ॥
অলৌকিক কথা যত ধর্ম ত্যাগ করে।
তথাপিহ [৯]লৌকিক ধর্ম[৯] ছাড়িতে না পারে ॥
লৌকিক করিয়া হয় লোকাতীত পার।
যার ধর্ম প্রেম[১০] ধর্ম করয়ে আচার ॥
অলৌকিক যার ধর্ম লৌকিক ব্যবহার।
[১১]এসব না জানে[১১] জ্ঞান আশ্রয় যাহার ॥
জ্ঞানমার্গ কর্মমার্গ বিভেদ[১২] লক্ষণ।
জ্ঞানে শূন্য ব্রজ[১৩] কর্ম লক্ষ্মীনারায়ণ ॥

[১]বুঝনে [২]সাধন [৩]সিদ্ধ [৪]হৈতে
[৫-৫]স্বরূপ আকার তার দুই এক রূপ। [৬]জানে [৭]হইলে
[৮-৮]এই কর্ম [৯-৯]লৌকিকতা [১০]স্বয়ং
[১১-১১]শরণ জানিয়া [১২]বিবিধ [১৩]ব্রহ্ম

যোগস্থল সূক্ষ্ম এই শাস্ত্রেতে বাখানে ।
শাস্ত্রপারগ যেই সেজন জানে ॥
তারে সব বিধি ত্যাগ করয়ে খণ্ডন ।
স্বধর্ম আচার তার শুন প্রয়োজন ॥
[১]যজ্ঞ জ্ঞান তপদান কর্ম আদি[১] করি ।
এসব ছাড়িলে হয় ভক্তি অধিকারী ॥
সামান্য লৌকিক সব দূরে পরিহরে ।
কৃষ্ণ লৌকিকতা ধর্ম অঙ্গিকার করে ॥
কৃষ্ণ লৌকিকতা যেই সেই অলৌকিক ।
[২]ইহা বহি যত দেখ সামান্য[২] লৌকিক ॥
[৩]ধর্ম কর্ম জ্ঞান কিছু স্বপনে না যজিবে[৩] ।
আনুকূল্যে কৃষ্ণ তত্ত্ব সদাই ভাবিবে ॥
ব্রজলোক ভাব ঘন তৎপর হইয়া ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেব[৪] জ্ঞান খাওাইয়া ॥
কাম রসময় মূর্তি রাধাঠাকুরাণি ।
তাঁহার আশ্রয় মূল প্রয়োজন জানি ॥
নিত্য সিদ্ধগণ আর অনুচরিগণ ।
তা সভার আজ্ঞা যেই সেই সে কারণ ॥
কামরূপা অনুরূপা তার অনুরূপা ।
কামকর্ম্ম কার্য্যাসন অনুভাব স্বরূপা ॥
সকাম আপন চেষ্টা ধরে কাম নাম ।
কৃষ্ণ সুখ কাম সেই ধরে প্রেম নাম ॥
কৃষ্ণ সুখ অর্থে দুঃখ সুখ করি মানে ।
সুখ দুঃখ সম যেই সেই ইহা জানে ॥
কামক্রিয়া কৃষ্ণে রতি সতত আলম্বন ।
কৃষ্ণ প্রীতি নিষ্ঠা হয় সুখে অগেয়ান ॥
কৃষ্ণের নিমিত্ত চেষ্টা প্রকাষ্ঠা অন্তরে ।
কৃষ্ণ সুখের নিমিত্ত দেহ মাত্র ধরে ॥

১-১জপজ্ঞান কর্মজ্ঞান তপজ্ঞানাদি
২-২মুখ্য কর্ম করে যেই সকল
৩-৩ধর্মাধর্ম জ্ঞানাজ্ঞান কিছু না জানিবা ।
৪ভুজ

কামরূপা অনুরূপা এসব আচারে।
তার অনুরূপা যেই সে ধর্ম্ম আচারে॥
যজ্ঞ ধর্ম্ম কুল ক্রিয়া দূরে পরিহরে।
কুটি নাটী পরিপাটী বিনাশ অন্তরে॥
এসব ছাড়িলে হয় রতির[১] উদয়।
তবে প্রেম কিরণ তার হৃদে প্রবেশয়॥
চিত্তের কৈতব জাড্য যাবত না যায়।
তাবত দেহ[২] অভিলাষ [৩]সুখ সেই[৩] চায়॥
প্রমাণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অভিলাষ সব।
যাবত অভিলাষ তাবৎ থাকে কর্ম্ম সব॥
অভিলাষ উত্তম দ্রব্য তাতে মন বাড়ে।
কৃষ্ণের ভজনে মন শিথিলতা পাড়ে॥
উত্তম সদগুণ[৪] কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুরি।
যার গুণে আকর্ষএ লক্ষ্মী আদি করি॥
যার সম ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাহি আর।
কিবা পাটান্তর দিব মহিমা তাহার॥
যার রূপগুণে সব ব্রজবধূগণ।
কুল ক্রিয়া পতি তেজি [৫]করিল সেবন[৫]॥
হেন কৃষ্ণাশ্রয় হয়া না করে ভজন।
অভিলাষ শুষ্ক জ্ঞানে করয়ে বন্ধন॥
মায়াত্যাগ করে পুন মায়ার চরিত।
অনিত্য করয়ে ত্যাগ পুন সেই নিত॥
কি দেখি[৬] সংসার ত্যাগ কি শুনি[৭] করিল।
অভিলাষ মায়া তার পথ ভুলাইল॥
মহাবিজ্ঞ জন যদি রাখে অভিলাষ।
[৮]স্বগুণেতে যায় সদা অভিলাষ পাশ[৮]॥
কৃষ্ণ চিন্তা রহিত করি নিজ[৯] চিন্তা দেই।
যে লাগি রহিত চিন্তা পুন চিন্তা সেই॥

[১]কৃষ্ণের [২]সে [৩-৩]খণ্ডাইতে [৪]মাধুর্য [৫-৫]হইল শরণ
[৬]কিবা শুনি [৭]দেখি [৮-৮]সংসার মায়ায় তারে করে নিজ দাস। [৯]পুন

ধর্ম অনুসারে যেই সেই সে করিব ।
আর সব অভিলাষ দূরে তিয়াগিব ॥
অভিলাষ যত দেখ সব মায়া ময় ।
ধর্ম ছাড়াইয়া মায়া আপন করয় ॥
মায়াতে পড়িয়া মুক্তি সব পাসরিনু ।
যার লাগি সব ছাড়ি তারে তিয়াগিনু ॥
নিজ গ্রন্থে শ্রীযুত শ্রীরূপ মহাশয় ।
মায়াত্যাগ হেতু বহু লিখিল নিশ্চয় ॥
কর্ম ছাড়ি কৃষ্ণ ভজে তারে মায়া নারে ।
কর্ম[১] আবর্তন মায়াগ্রস্ত করে তারে ॥
নিরপেক্ষ হয়া করে কৃষ্ণের ভজন ।
আপন না রহে মায়া পালায় তৎক্ষণ ॥
মায়াতে রহিত সবে তবে নিষ্ঠা হয় ।
নিষ্ঠা হৈলে [২]ভাবসিন্ধু প্রেম উপজয়[২] ॥
[৩]প্রেম ক্রমে মানসে সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয় ।
সিদ্ধ দেহ পাঞা করে কৃষ্ণ সেবা লয়[৩] ॥
তাহার অনুগত শুন মহতের[৪]গণ ।
বুঝিয়া করহ সদা কৃষ্ণের ভজন ॥
[৫]আপন হৃদয়ে ধর[৫] প্রকৃতি স্বরূপা ।
রূপ গুণ বয়ঃ সেবা রাধা অনুরূপা ॥
অঙ্গের মাধুরী বেশ ভূষণাদি করি ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু এই সিদ্ধ দেহে পরি ॥
কৃষ্ণ সুখে কাম[৬] ক্রিয়া রস পরিহাস ।
উল্লাসে অধিক তার বাঢ়য়ে প্রকাশ ॥
নিজ প্রীতি[৭] অর্থে কৃষ্ণ সুখ বাঢ়াইয়া ।
ব্রত অভিলাষ করে কৃষ্ণের লাগিয়া ॥

[১]মায়া [২-২]তার সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয়

[৩-৩]'প্রেম ক্রমে ...... সেবা লয়' ইত্যাদি স্থানে—

সিদ্ধ দেহ পাঞা করে কৃষ্ণ সেবালয় ।
তাহার ভজন কর করিয়া নিশ্চয় ।

[৪]মহাপ্রভুর [৫-৫]আপনে হৃদয় হয় [৬]রস [৭]প্রিয়

নিজ প্রিয় সখি সঙ্গে ঐক্যভাব করি।
বাঢ়য়ে উল্লাস ভাব চাতুরী[১] মাধুরি ॥
শ্রীকৃষ্ণ সেবন[২] চেষ্টা সতত বাঢ়য়।
সাধনাঙ্গ[৩] সেবানিষ্ঠা ততোধিক হয় ॥
নিজ সখিগণ আজ্ঞা পালন করয়।
তবে রাধাকৃষ্ণ সেবা রত্ন যোগ্য হয় ॥
সিদ্ধ দেহে [৪]এই সব সাধক ভাবয়[৪]।
সাধনা সাধক দেহে করয়ে নিশ্চয় ॥
অন্যভাব তেজি ভজ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যেই ইহা করে সেই সাধু মহাজন ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর প্রাণের ঈশ্বর।
তোমা বিনু বন্ধু নাঞি সংসার ভিতর ॥
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ হয়ে সঙ্গোত্তম।
তাঁর সঙ্গ কৃপাবলে এসব নিয়ম[৫] ॥
এসকল কথা সাধু জনের শ্রবণ।
যেন ইহা নাঞি শুনে পাষণ্ডির গণ ॥
বৈষ্ণব নিন্দক আর গুরুদ্রোহী জনে।
গুপ্ত রাখিবে কথা যেন নাহি শুনে ॥
অন্য আশ্রয় জন দেখিতে না পায়।
বৈষ্ণব গোসাঞি ইহা করিহ সহায় ॥
ইহা আস্বাদন কর বৈষ্ণবের গণ।
উপাসনাতত্ত্ব কহে দাস নরোত্তম ॥

(৬)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীনবন্ধু।
জয় প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু ॥
তত্ত্ববস্তু নিরূপণ শাস্ত্রানুরহিত।
অনুভবানন্দ কহে সে সব উচিত ॥
অনুভবে কহে যেই সেই সব সার।
বেদ বিধি নাহি পায় তা সভার পার ॥

[১]চিত্তের [২]ভজন [৩]সাধু সঙ্গে [৪-৪]সাধকের এসব [৫]লিখন

সংখ্যা যোগ কর্ম্ম ধর্ম্ম বিধি বৈধি যত।
বুঝিতে না পারে কৃষ্ণের মর্ম্মোচিত যত॥
অনুভবে কহে সাধক কৃষ্ণের বিশেষ।
অতএব কৃষ্ণ তাকে করে অবশেষ॥
[১]মর্ম ছাড়ি কর্ম বুঝি[১] ভজে কৃষ্ণ পায়।
সাধন পুষ্টা ভক্তি নিষ্ঠা অনুভবে গায়॥
অনুভাবাত্মিকা রূপ যে কারণে হয়।
সে কার্য্য কারণ এবে শুনহ নিশ্চয়॥
গুরু করি কৃষ্ণ মন্ত্রে হয় উপাসন।
মন্ত্ররূপী কৃষ্ণ তার হৃদে প্রবেশন॥
তাতে সাধুসঙ্গ করে ব্রজে গতি নয়।
কৃষ্ণের বিশেষ তার অনুভব হয়॥
অনুভাবানন্দে কহে কৃষ্ণ তত্ত্ব সীমা।
ভক্তমুখে নিজতত্ত্ব জানায়ে মহিমা॥
বেদমার্গে বৈধি বই[২] জানিতে না পারে।
শাস্ত্রে কৃষ্ণ পরমেশ্বর এই [৩]সব সরে[৩]॥
পুরাণে বাখানে কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
চিদানন্দ ষড়ৈশ্বর্য্য যার নাম॥
মিমাংসকে কহে কৃষ্ণ ব্রজরূপী[৪] হয়।
সব সত্য হয় কিন্তু বিশেষত্ব নয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অনন্ত অবতার।
অংশ স্বাংশ রূপে হয় যাহার বিস্তার॥
কলাবিভিন্নাংশ রূপে জীবেতে সঞ্চরে।
এই বোধ শাস্ত্র শক্তি সংসার ভিতরে॥
এই সব গুণ কৃষ্ণের শাস্ত্রেতে বাখানে।
গুণাধিক রসালয় অনুভবে জানে।
তারে উপাসক বলি উপাসনা জানে॥
অনুভবানন্দে গুণ বিশেষ বাখানে॥
বিশেষত্ব লইতে নারে শাস্ত্র উক্ত জন।
শাস্ত্রে যেই কহে সেই তাহার ভাবন॥

[১-১]মর্ম বুঝি কর্ম ছাড়ি [২]যেবা [৩-৩]জ্ঞান করে [৪]ব্রহ্মরূপী

সাধুসঙ্গে বলে আর অনুভব রূপে।
বিশেষত্ব জ্ঞান হয় কৃষ্ণের স্বরূপে ॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণ রসময় মূর্তি।
রসে প্রবেশিলে কৃষ্ণ সদা হয় স্ফূর্তি ॥
অত্যন্ত[1] নির্মল রস লীলাময় যার।
প্রপঞ্চের মধ্যে নহে তাহার বিস্তার ॥
সংজ্ঞা সংখ্যা কহে ঈশ্বর লক্ষণ।
ঈশ্বরের ব্রহ্ম রূপ যার এক সম ॥
ঈশ্বরের [2]ক্রিয়া যত তত শব্দগণে[2]।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান এসব বাখানে ॥
কিন্তু বিশেষত্ব গুণ লইতে না পারে।
মায়াময় শব্দ[3] শাস্ত্র শব্দ[4] প্রচারে ॥
ইহাতে [5]বৈগুণ্য চিত্ত[5] জগতের লোক।
বৈগুণ্য স্বভাবে কৃষ্ণ ভজে একে একে ॥
কারণার্থ মুনিগণ জ্যোতির্ময় ভাষে।
মুনীন্দ্র ব্রহ্ম আত্মা শব্দার্থ[6] প্রকাশে ॥
ন্যাসি পরমাত্মা রূপ সর্বত্র সঞ্চরে।
ব্রহ্মা বিপ্রত্ব জন করয়ে বিচারে[7] ॥
অবধূতগণ পর্যন্ত স্থূলরূপে ভাষে।
সূক্ষ্ম শব্দ ব্যাখ্যা যত পণ্ডিতগণ আসে ॥
কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে ভজে কৃষ্ণ পায়।
বাহ্য অর্থে নয় সূক্ষ্ম দেখিতে না পায় ॥
শব্দে[8] কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য দাতা মাধুর্য্য না জানে।
মধুর চরিত্র কৃষ্ণ ব্রজবধূগণে ॥
ব্রজের বিহার কৃষ্ণ রস পূর্ণ সীমা।
আশ্রয় অনুসারে জানে যাহার মহিমা ॥
[9]ব্রজে যে যে ভাব নিত্য লীলাবিলাসন[9]।
গোলোক বাহল্য ব্রজে নিত্য যুক্ত[10] হন ॥

[1]অনন্ত [2-2]কৃপা যাবত তত সর্বগণে [3]সর্ব [4]সর্ব [5-5]বৈগুণ হয়
[6]সর্বার্থ [7]আচারে [8]শব্দে [9-9]ব্রজে ব্রজে হয় তাঁর নিত্য [10]লীলা

তথাহি—

যস্যা সগোলকে নিত্য রসং সেপরমোব্যয়ঃ
লিলায়া প্রতিবিম্বেন সয়ং নিতাং ব্রজে সদা।

এসকল কথা নহে সিদ্ধান্ত গোচর।
উপাসনা অনুভবে জানয়ে[১] তৎপর ॥
রতিপ্রেম তারতম্য কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ অর্থ তে কারণে ত্যাগি ॥
কৃষ্ণ মর্ম্মরস[২] লীলা অনুভব গোচর।
সাধুসঙ্গে অনুভবে বাঢ়য়ে বিস্তর ॥
ইহা বুঝি সাধু সঙ্গ করহ সর্ব্বথা।
প্রপঞ্চ করহ ত্যাগ শুনি কৃষ্ণ কথা ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর প্রাণসঙ্গ।
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে[৩] যাহার তরঙ্গ ॥
তারসঙ্গ বলে বলি কৃষ্ণের মাধুরী।
যিহঁ রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ প্রাণ কৈল চুরি ॥
সে জনার সঙ্গ সদা করোঁ অভিলাষ।
উপাসনাতত্ত্ব গায়[৪] নরোত্তম দাস ॥

(৭)

জয় জয় গৌরচন্দ্র রসময় সিন্ধু।
[৫]জয় নিত্যানন্দ প্রভু[৫] মোর প্রাণবন্ধু ॥
আরতি করিয়ে সদা মনের হরিষে।
প্রার্থনা করিয়ে [৬]সদা কর[৬] কৃপালেশে ॥
মুঞি অতি দীন[৭] হীন দর্শন না পাঞা।
কাকুতি করিয়া মরোঁ তোমার লাগিয়া ॥
গৌরগুণ গাইবারে মনে[৮] বড় আশা।
কৃপা কর মহাপ্রভু করিয়ে ভরসা ॥
হাহা প্রভু গৌরচন্দ্র প্রাণের দুর্ল্লভ।
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রাণের[৯] বল্লভ ॥

[১]জানিহ [২]প্রেম [৩]গানে [৪]কহে [৫-৫]জয় জয় নিত্যানন্দ
[৬-৬]কর মোরে [৭]জ্ঞানহীন [৮]মোরে [৯]পরম

[১]হা অদ্বৈত প্রভু কোথা[১] কোথা শ্রীনিবাস।
গদাধর পণ্ডিত কাঁহা গদাধর দাস ॥
কোথা নরহরি মোর শ্রীরঘুনন্দন।
গৌরিদাস পণ্ডিত কাঁহা প্রভুর[২] প্রিয়তম ॥
হরিদাস ঠাকুর কাঁহা কাঁহা শিবানন্দ।
ভক্তগণে না দেখিয়া [৩]জন্ম হইল[৩] অন্ধ ॥
কাঁহা রূপসনাতন চৈতন্যের প্রিয়।
কাঁহা ভট্ট রঘুনাথ কৃপাময় হিয়ো ॥
হা দাস[৪] রঘুনাথ দেহ দরশন।
শ্রীজীব দর্শন বিনা বৃথা এ জীবন ॥
কাঁহা শ্রীগোপাল ভট্ট চৈতন্যের দাস।
তোমা সভার পাদপদ্ম মোর অভিলাষ ॥
দন্তে তৃণ করি সভে কর আত্ম[৫] সাথ।
[৬]আমা বই ত্রিভুবনে নাহিক অনাথ[৬] ॥
ব্রহ্মাণ্ডের জীব যত সব নিস্তারিল।
সর্বত্র[৭] সমান কৃষ্ণ ভক্তি আচরিল ॥
অহে কৃষ্ণ প্রাণনাথ [৮]কৃপা কর মোরে।
আর কেহো নাহি মোর সংসার ভিতরে ॥
দেহ প্রাণ ধন জন সব মোর তুমি।
সর্বস্ব লালসা মোর পাদপদ্ম মানি ॥
দুর্ঘটন চিত্ত নিত্য সব স্বেচ্ছাময়।
জন্ম নিত্য প্রয়োগতা অব সেহ নয়[৯] ॥
তথাপি তোমার পাদপদ্ম হৃদি মাঝে।
কৃষ্ণ শ্রীবৎসালঙ্কার সদা বক্ষে সাজে ॥
অনন্য শরণ[১০] বিনে নাহি করি আন।
স্মরণ পূজন স্তব[১১] এই সমাধান ॥

[১-১]অদ্বৈত প্রভু মোর [২]নিত্যানন্দ [৩-৩]জন্মাইলা [৪]দাস
[৫]মোরে [৬-৬]আমার এ ত্রিভুবন মধ্যে নাহি নাথ। [৭]সভাই
[৮]প্রাণবন্ধু [৯]হয় [১০]ভজন [১১]ধ্যান

নাহি ত্যাগি কর্ম যত সব দুষ্টময় ।
কষ্ট কর্ম সব অনুষঙ্গ লব্ধ হয় ॥
জনস্তান্য ক্রিয়া রূপ[১] মন্ত্র[২] করি ।
অকর্ম [৩]বিক্লেশ সব[৩] সতত আচরি ॥
তব পাদপদ্ম বিনে সব [৪]ধন্দ ময়[৪] ।
[৫]নিত্যত্ব জানিয়া সব করি[৫] পরিণয় ॥
[৬]অপ্রসঙ্গ সঙ্গ প্রায়[৬] বধির সমান ।
[৭]আয়ু বিয় করে আর পরশ প্রমাণ[৭] ॥
হেন পাপময়[৮] যদি কৃষ্ণাশ্রয় হয় ।
ইহপর দুই তার পাপ হয় ক্ষয় ॥
তবে যে আমার পাপ মোচন না হয় ।
দুর্দৈব প্রবল তাথে বারণ করয় ॥
তথাপিহ প্রাণপতি[৯] ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
জীবনে মরণে সদা ভাবিয়ে চরণ ॥
বৃন্দাবনে বিহরয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দ ।
নিরন্তর ভাবি তার চরণার বিন্দ ॥
রসময় লীলা প্রভু রসের বিগ্রহ ।
দয়া করি কর মোরে কৃপা অনুগ্রহ ॥
মদনগোপাল মোর[১০] প্রভু গোপীনাথ ।
এই তিন জন্মে জন্মে [১১]মোর প্রাণনাথ[১১] ॥
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি নিত্যানন্দ রায় ।
তোমা কৃপা বিনে মোর অন্য নাহিঁ ভায় ॥
অদ্বৈত আচার্য প্রভু জগতের ভর্তা ।
সংসার তারণে যেহোঁ ধরে শক্তিকর্তা ॥
অবধি আছয়ে[১২] এক নরোত্তম দাস ।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর নিজ আশ ॥

[১]যত [২]বশ [৩-৩]বিক্লেশ সব [৪-৪]অন্ধ হয়
[৫-৫]অনিত্য তত্ত্ব জানি আর সব [৬-৬]অপ্রায় কুসঙ্গ সব
[৭-৭]আর সব দূরে যার করে পরমাণ । [৮]পায় মজ
[৯]প্রাণসাথ [১০]আর [১১]ভক্ত প্রাণনাথ [১২]করয়ে

বৈষ্ণব গোসাঞি কর কৃপা নিরীক্ষণ ।
বিকাইন তব পায় দেহ প্রেমধন ॥
[১]শ্রীরামচন্দ্র করি সঙ্গে মর্মোল্লাস[১] ।
উপাসনাতত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ।
ইতি উপাসনা পট্টল নাম সমাপ্তং

(সা.প. ১৩৫৮ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

[১-১]রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মুখ্যোল্লাস ।

উপাসনাতত্ত্বসারের পাঠান্তর সম্পূর্ণ ।

স্মরণ-মঙ্গল

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥
অন্ধতা ঘুচয়ে যার করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমির নাশ [১]করায় যেই জনে[১] ॥
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব যার নাম।
এ তিন লোকের পূজ্য দয়া গুণধাম[২] ॥
তবে বন্দো ভক্তবৃন্দ রসিক যার হিয়া।
বিকাইনু কিন মোরে পদরেণু দিয়া ॥
অদ্বৈত গোসাঞি বন্দো পূয্য তিনলোকে।
যার করুণায়ে লোক চৈতন্য বলে সুখে ॥
দয়ার ঠাকুর বন্দো নিত্যানন্দ রায়।
যার দয়ায়[৩] চৈতন্য [৪]সুখে গায়[৪] ॥
দামোদর স্বরূপ বন্দো উর্দ্ধ করি কর।
তিঁহো মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর ॥
রায় রামানন্দ বন্দো প্রেমের সাগর।
যাঁর মুখে লীলা শুনিলেন গৌরাঙ্গ নাগর ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি জত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দো সভার চরণ[৫] ॥

পাঠান্তর ক.বি. ৩৬৭২ পুথি হইতে প্রদত্ত—

[১-১]হয় যাহাঁ হনে   [২]অনুপাম   [৩]করুণায়   [৪-৪]পদ পায়

[৫]ইহার পর অতিরিক্ত—

শ্রীরূপ গোসাঞি বন্দো সানন্দিত মনে।
যাঁর আশা করি আমি জীবনে মরণে।

সনাতন গোসাঞ্ি বন্দো জাতি প্রাণধন ।
বন্দিব গোপাল ভট্ট পতিত পাবন ॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দো সানন্দিত মনে ।
শ্রীলোকনাথ গোসাঞ্ি[১] বন্দিব জতনে ॥
[২]কর্ণপূর কবিরাজ বন্দো ভূগর্ভ ঠাকুর[২] ।
শ্রীজীব গোসাঞ্ি বন্দো প্রেম রসপুর ॥
শ্রীরূপ চরণ পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া ।
জীবন মরণে লৈলু ইছিয়া নিছিয়া ॥
শ্রীদাস[৩] গোসাঞ্ির পদ কমলের রেণু ।
জীবনে মরণে আর নাই ইহা বিনু ॥
দন্তে তৃণ করি করো এই নিবেদন ।
করহ করুণা দৃষ্টি লইল সরণ ॥
বাওন হইয়া চাঁদ ধরে সুখে গায় গীত ।
পঙ্গুতে সাগর লঙ্ঘে অঙ্কে করে চিত্র ।
সাধুকৃপা লেশ যাহার প্রতি হয় ।
এই সব সত্য হয় অসম্ভব নয় ॥
তবে বন্দো আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস ।
তার পাদ পদ্ম রেণু মোর [৪]পক্ক গ্রাস[৪] ॥
কবিরাজ গোসাঞ্ি বন্দো জ্ঞাতি কৃষ্ণদাস ।
চৈতন্য চরিতামৃত জাঁহার প্রকাস ॥
[৫]শ্রীঠাকুর মহাশয় বন্দো কবিরাজ ঠাকুর ।
জন্মে জন্মে হও তোর উচ্ছিষ্ট কুকুর[৫] ॥
চৈতন্যের ভক্তবৃন্দ অনন্ত অগাধ ।
লঘু গুরু ক্রম ভঙ্গে ক্ষেম অপরাধ ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি করোঁ এই নিবেদন ।
শরণ লইনু কর বাঞ্ছিত পূরণ ॥

[১]ঠাকুর [২-২]বন্দিব সানন্দে রঘুনাথ দাস ঠাকুরে ।
[৩]দামোদর [৪-৪]মনে আশ
[৫-৫]'শ্রীঠাকুর......কুকুর ।' চরণ দুইটি নাই ।

শ্রীব্রজমণ্ডল বন্দো গ্রাম নন্দীশ্বর।
বৃকভানু পুর বন্দো আর গিরিবর॥
কুণ্ড যুগল বন্দো করিয়া জতন।
রাধাকৃষ্ণ [১]যাহা করেন[১] বিলাসন॥
[২]শ্রীবৃন্দাবন বন্দো সানন্দিত মনে।
যাহা আশা করে লোক জীবনে মরণে[২]॥
যোগমায়া বন্দো ভগবতী পৌর্ণমাসী।
ব্রজের পূজিত[৩] তিঁহো সর্বগুণরাশি॥
যুগল কিশোর লীলা যত ইতি হয়।
তাঁহার ঘটনা সব জানিহ নিশ্চয়॥
[৪]তাঁর দুই শিষ্যা আছে নামে বীরা বৃন্দা।
বীরা ব্রজে থাকে বৃন্দাবনে বৃন্দা॥
সিদ্ধমন্ত্র বৃন্দাকে দিয়াছেন পৌর্ণমাসী।
মন্ত্রবলে বনদেবগণ তাঁর দাসী।
ঐছে দিব্য শক্তি ধরে বৃন্দা ঠাকুরাণী।
দূতী সখী রূপে মিলান কৃষ্ণ আনি[৪]॥
রাধাকৃষ্ণ বিহার যতেক বৃন্দাবনে।
বৃন্দাদেবী যত ইতি করে সমাধানে॥
চিন্তামণি ভূমি[৫] [৬]কল্পবৃক্ষময় বন[৬]
[৭]নিকুঞ্জ কুটীর মধ্যে করে সুশোভন॥
থরে থরে তমাল বৃক্ষ বকুলের শ্রেণী।
রত্নবেদী শোভা করে ত্রিভুবন জিনি[৭]॥

[১-১]করে তথি নিত্য

[২-২]বৃন্দাবন স্থান আর যাবট গ্রাম।
জীবনে মরণে যেন পাই সেই স্থান॥

[৩]স্থাপিত

[৪-৪]তাঁর দুই......কৃষ্ণ আনি' ইত্যাদি ৬টি চরণের স্থানে—
তাঁর সিদ্ধি মন্ত্র দেবী বৃন্দা ঠাকুরাণী।
দূতিরূপে কুঞ্জে দোঁহা মিলায়েন আনি॥

[৫]স্থান

[৬-৬]কল্পবৃক্ষ লতাগণ

[৭-৭]'নিকুঞ্জ কুটীর......জিনি' ইত্যাদি ৩টি চরণের পরিবর্তে—
কত শত শোভা করে জিনি ত্রিভুবন।

ষড়ঋতু মূর্তিমান সেবা করে নিতি।
পক্ষিগণ শব্দ করে [১]মনুষ্যের রীতি[১] ॥
নানা ফুলে ফলে পূর্ণ সর্ব তরুগণ।
যমুনার ঘাট বান্ধা [২]মাণিক রতন[২] ॥
যতেক পুষ্পের শ্রেণী নিব কত নাম।
বৃক্ষমূল বান্ধা সব অতি অনুপাম ॥
ময়ূরে করয়ে নৃত্য ভ্রমর ঝঙ্কার।
শুক শারি কথা কহে মনুষ্য আকার ॥
কপোত ফুৎকার করে কোকিলে রবায়।
বরাগে ধূসর স্থান বহে মন্দ বায় ॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন চিদানন্দ ময়ে।
বৈকুণ্ঠের পরাৎপর সর্বশাস্ত্রে কয়ে ॥
নিরন্তর বৃন্দাদেবী করয়ে সেবন।
বৃন্দার সেবিত তেঞি কহি[৩] বৃন্দাবন ॥
[৪]বৃন্দার কৃপা হইলে বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেম সেবা প্রাপ্তি হয়ে সখি সঙ্গে স্থিতি[৪] ॥
বৃন্দার চরণ পদ্ম করি যারাধন।
তবে সে মঙ্গল হয়ে বাঞ্ছিত পুরণ ॥
পৌর্ণমাসী ভগবতি মোরে কর দয়া।
শরণ লইনু মোরে দেহ পদছায়া[৫] ॥

সখির সঙ্গিনী হয়্যা ব্রজে নিত্য দেহ পায়্যা
বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত।
সখি সঙ্গে সদা স্থিতি অনুরাগে নিতি নিতি
সেবাতে লাগাব সদা চিত ॥

১-১মনুষ্য আকৃতি ২-২পরম শোভন ৩নাম
৪-৪'বৃন্দার কৃপা......সঙ্গে স্থিতি' চরণ ২টি নাই।
৫ইহার পর অতিরিক্ত—
শ্রীলোকনাথ পাদপদ্ম মনে করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস।

উজ্জ্বল পরকিয়া প্রেম শতবান জিনি হেম
সর্ব্ব শাস্ত্রগ্রন্থ তাহে সাক্ষি।
রাধিকার সখিগণ অসংক্ষ তার গণন
প্রিয় মর্ম্ম সখিগণ লিখি ॥
ললিতা বিশাখা তথা চিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গদেবী [১]সুদেবিকা জানি[১]।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা অষ্ট জন এই লেখা
ইবে [২]শুন প্রিয়[২] সখি গণি ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি নাম শ্রীরতিমঞ্জরি প্রাণ
শ্রীরসমঞ্জরি মঞ্জলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী[৩] সঙ্গে লবঙ্গমঞ্জরি রঙ্গে
অনঙ্গমঞ্জরী[৪] কুতুহলি ॥
[৫]কস্তুরিকা আদি[৫] সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
সময় বুঝিয়া অনুসারে।
অনুরাগি হব সদা ডগমগি প্রেম কথা
মনোহর কুঞ্জের মাঝারে ॥
রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ হউক[৬] তনু
তবে সে পাইব কৃষ্ণচন্দ্র।
ব্রহ্মা শিব হলধর লক্ষ্মী আদি অগোচর
যুগল কিশোর প্রেমানন্দ ॥
বেদশাস্ত্র অগোচর তিন লোকে পরাৎপর
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র মনলোভা।
উদ্ধব নারদ আদি [৭]যাহা বাঞ্ছে[৭] নিরবধি
[৮]তাতে কি গণিএ[৮] অন্য দেবা ॥
সখির সঙ্গিনী হই তবে প্রেম সেবা পাই
মনে মনে করিয়া ভাবনা।
সাধন করিব যাহা সিদ্ধ হইলে[৯] পাই তাহা
কহিলাও এই তত্ত্ব সীমা ॥

[১-১]সুদেবী কথন [২-২]কহি নর্ম [৩]অনঙ্গমঞ্জরী
[৪]কস্তুরী মঞ্জরী [৫-৫]এই সব সখী [৬]করিয়া
[৭-৭]যারে বন্দে [৮-৮]তাহাতে কি পান [৯]দেহে

শ্রীরূপমঞ্জরি সখি কৃপাদৃষ্টে চাহ দেখি
তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
[১]দশনে করিয়া তৃণ করোঁ এই নিবেদন[১]
তুয়া পদ লইনু সরণ॥
শ্রীরতিমঞ্জরি প্রাণ তুয়া পাদপদ্ম[২] ধ্যান
দয়া কর লইনু শরণ।
তুয়া কৃপা দৃষ্টি পাই স্মরণ মঙ্গল গাই
কর মোর অভীষ্ট[৩] পূরণ॥
[৪]উর্দ্ধ বাহু করি তোতে যাচো এই অবিরতে
অজ্ঞান মুক্তি ক্ষেম অপরাধ।
সকল সখির গণে হইয়া সদয় মনে
মুই জীবে করহ প্রসাদ[৪]॥

সূত্ররূপে কহিব ইবে স্মরণ মঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া রূপ-চরণ-কমল॥
রাত্রিশেষে বৃন্দাদেবি জাগি সখি সঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ রসালস দেখি নানা রঙ্গে॥
রজনি প্রভাত হৈল মনে শঙ্কা পায়্যা।
বৃন্দাদেবী পক্ষগণে বলেন ডাকিয়া॥
পক্ষগণ আজ্ঞা পায়্যা অঙ্গ প্রফুল্লিত[৫]।
ভ্রমর ঝঙ্কার শুনি [৬]আনন্দিত চিত[৬]॥
শুকসারি কথা কহে মনুষ্য আকার।
কোকিল পঞ্চমগায় কপোত ফুৎকার॥

[১-১]উর্দ্ধবাহু করি তোতে, চিত্তে জাগে অবিরতে
[২]পদ করি [৩]বাঞ্ছিত
[৪-৪]'উর্দ্ধবাহু......প্রসাদ' ইত্যাদির স্থানে—
সকল সখির সনে, সদয় হইয়া মনে
মো জীবেরে করহ প্রসাদ।
সখিপদ প্রতি আশ, কহে নরোত্তম দাস
অজ্ঞানের ক্ষেম অপরাধ॥
[৫]পুলকিত [৬-৬]অতি সুললিত

ময়ূরের শব্দ শুনি আনন্দিত হিয়া।
[১]নানা পক্ষী শব্দ করে প্রেমে মত্ত হইয়া[১] ॥
অনেক যতনে জাগি বৈসে দুইজন।
বৃন্দা সঙ্গে নিকটে আইলা সখিগণ ॥
কতেক রসের কথা [২]উথলিল তথি[২]।
[৩]বেশ বনাইল কত করিয়া আরতি[৩] ॥
কক্ষটি বানরি কহে বৃক্ষডালে বসি।
জটিলা আইল হেন অনুমানে বাসি ॥
নন্দের মন্দিরে বড় কোলাহল শুনি।
আজি কিবা পরমাদ হয় হেন জানি ॥
একথা শুনিয়া সভে শঙ্কিত[৪] হৈল।
[৫]আশঙ্কায় দোহার বস্ত্র পরিবর্ত্ত করিল[৫] ॥
দোহার হৃদয়ে দোহে আকুল হৈল।
[৬]দোহার বিচ্ছেদে[৬] দোহে গমন করিলা ॥
বস্ত্র অলঙ্কার জত সামিগ্র আছিল।
এক এক করি সব সখিগণ নিল ॥
হিয়হার কেহ (নিল) আঁচলে বান্ধিয়া।
কেহ আনবাটি নিল আনন্দিত হয়্যা ॥
[৭]কেহো স্বর্ণঝারি কেহো তাম্বুল সম্পুট।
স্বর্ণ পিঞ্জর কেহো নিল পুষ্প ঝুটি[৭] ॥
এই মত সব দ্রব্য সখিগণ লয়্যা।
কুঞ্জের বাহির সভে মেলিল আসিয়া ॥
বিচ্ছেদে আকুল দোহে নেত্রে জলধার।
দুহে দোহা আলিঙ্গন করে কত বার ॥

১-১পক্ষিগণ ধ্বনি করে কল্লোল করিয়া ২-২কহিতে লাগিল
৩-৩আরতি করিয়া কত বেশ বনাইল। ৪সঙ্কোচিত
৫-৫আতঙ্কে দোহার বস্ত্র দোহেতে পরিল। ৬-৬হস্ত ধরাধরি
৭-৭'কেহো স্বর্ণঝারি......পুষ্প ঝুটি' ইত্যাদি স্থানে—
সুবর্ণ ঝঝরি কেহ কেহ পুষ্পগুচ্ছ।
নুপুর কিংকিনী কেহ কেহ ধেনুপুচ্ছ ॥

কালোচিত কার্য্য তবে কৈল দুইজন।
দুই পথে দুইজন করিল গমন॥
সচকিত নয়নে মন্দিরে দোহে গেলা।
[১]আলসে পালঙ্ক পরি শয়ন করিলা॥
সখিগণ আসি তবে শয়ন করিল[১]।
এই মত এই রূপে প্রাতকাল হৈলা॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এক কালের আক্ষান॥

পৌর্ণমাসী ভগবতী প্রাতঃক্রিয়া করি।
নন্দীশ্বরে নন্দালয়ে আইলা শীঘ্র করি॥
ব্রজেশ্বরী দেবী কৈল চরণ বন্দন।
রাণিরে আশিষ করি আনন্দিত মন॥
[২]কৃষ্ণের দর্শন লাগি দুহুঁ উৎকণ্ঠিত মন।
কৃষ্ণের শয়ন স্থানে করিল গমন॥
কপাট ঘুচাইয়া দুঁহে কৃষ্ণে জাগাইলা।
পৌর্ণমাসী প্রতি রাণী কহিতে লাগিলা॥
দেখ রামের নীল বসন কেমনে পরিলা।
কপালে গৈঁড়ুর দাগ কেবা লাগাইলা[২]॥
স্নেহেতে আকুল রাণি গদগদ বাণি।
দুগ্ধস্রবে বস্ত্রভিজে নেত্রে বহে পানি॥
সাতপাচ নাহি মোর আঁখনার নড়ি।
বনে বনে ফিরে সদা কি উপায় করি॥
বচন না মানে মোর কি করোঁ উপায়।
দারুণ কংসের চর ফিরয়ে সদায়॥

[১-১]চরণ দুইটি নাই।

[২-২]'কৃষ্ণের দর্শন......কেবা লাগাইলা' প্রভৃতি ৬টি চরণের পরিবর্তে—

কৃষ্ণ দরশনে দোহে ঘরে প্রবেশিলা।
পৌর্ণমাসী প্রতি দেবী কহিতে লাগিলা॥
দেখি......রামের বস্ত্র কেমতে পাইলা।
কপালে গিরির দাগ কেমতে লাগিলা॥

জাগহ গোকুল চান্দ প্রাতঃকাল হৈল।
সঙ্গের বালক সব আঙ্গিনা ভরিল ॥
শুনিয়া নাগরাজ জাগিয়া উঠিলা।
ভগবতী প্রণাম করি বাহিরে চলিলা ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল উজ্জ্বল।
বসন্ত কোকিলার্জ্জুন শ্রীমধুমঙ্গল ॥
স্তোক কৃষ্ণ ভদ্রাসন আদি জত সখা।
মেলিয়া চলিলা গোঠে তাহার নাক্তি লেখা ॥
এথা জাবট গ্রামে বৃন্দাবনেশ্বরী।
যেমতে জাগিলা তাহা [১]কহিয়ে বিবরি[১] ॥
রাধার মাতার নাম কিত্তিকা ভাগ্যবতী।
[২]তাঁর মাতা মুখরা নামে সুস্নিগ্ধ যুবতী[২] ॥
বৃকভানু রাজার তিহো হয়েন সাসুড়ি।
রাধার মাতামহি যারে কহি বড়াই বুড়ি ॥
অভিমন্যালয়ে আসি দিল দরশন।
নাতিনির দরশন লাগি উৎকণ্ঠিতা মন ॥
তারে দেখি জটিলা প্রণাম করিল।
আদর করিয়া কিছু কহিতে লাগিল[৩] ॥
বধু দিয়া সূর্য্য পূজা করাহ দ্বাদশ বৎসর।
অসংখ্য হইব ধেনু দিবাকর বরে ॥
যশোদা রাণীর আজ্ঞা মানিহ যতনে।
পুত্রের পরমায়ু বৃদ্ধ হব ততক্ষণে ॥
তথা আমি সূর্য্য পূজা দিয়াছি বধুরে।
[৪]আপন নাতিনে শিক্ষা করাহ সত্বরে[৪] ॥

[১-১]নিবেদন করি [২-২]তাহার মাতার নাম সস্নিগ্ধাবতী।

[৩]ইহার পর অতিরিক্ত—

পৌর্ণমাসীরে আমি কৈল নিবেদন।
পুত্রের পরমায়ু বাড়ে হয় প্রচুর গোধন ॥
তাহা শুনি পৌর্ণমাসী উপদেশ দিল।
হেতু কহিতে তিহো বিরলে বসিল ॥

[৪]তুমিহ যতনে শিক্ষা করাইহ নাতিনীরে।

[১]এত কহি দুহে গেলা শয়ন মন্দিরে।
কপাট ঘুচাঞা দুহে প্রবেশিলা ঘরে[১] ॥
বধুর অঙ্গেতে দেখি পিত বসন।
সসঙ্কিত হয়্যা বলে নিস্ঠুর বচন ॥
আরে আরে বিশাখা কি পরমাদ হৈল।
বধু অঙ্গে পিতবস্ত্র কেমনে আইল ॥
কৃষ্ণের অঙ্গের বস্ত্র বধু অঙ্গে কেনে।
জানে কানাকানি করে হাসে সর্বজনে ॥
আমার পুত্রের গৃহে অগ্নি সে জ্বলিল।
এতবলি থরহরি কাঁপিতে লাগিল ॥
জটিলার বচন শুনি রাধার সখিগণ।
কাষ্ঠ প্রায় হৈল সভে নাহিক চেতন ॥
রাধাপানে দৃষ্টি করি বিশাখা সুন্দরি।
কহিল নয়ানকোনে করিয়া চাতুরি ॥
জটিলারে আড় করি দাণ্ডাইল আসি।
রাই অঙ্গে নিলবস্ত্র পরাইল দাসি ॥
তবে কহে বিশাখা শুন ঠাকুরানি।
বৃদ্ধ হৈলে [২]বুদ্ধি স্বল্প[২] হয় (তাহা) জানি ॥
পিতবস্ত্র কাঁহা তুমি দেখিলে বধু অঙ্গে।
বিচারিয়া নাঞি কহ কুবুদ্ধি তরঙ্গে।
তবেত লজ্জিত হৈলা দেখি নিলাম্বর।
নিঃশব্দ হইয়া তবে গেলা নিজ ঘর ॥
সখি সব সুচতুরা হাসিতে লাগিল।
বৃষভানু সুতা তবে বাহিরে আইল ॥
প্রেম সেবা পরমানন্দে কৈল সখিগণ।
[৩]মুখ প্রক্ষালন কৈল সুগন্ধি উদ্বর্তন[৩] ॥

১-১'এত কহি......ঘরে' ইত্যাদির স্থানে—
কপাট ঘুচাইঞা দোহেঁ প্রবেশিলা ঘরে।
নিদ্রা যায় দেখে বধু পালঙ্ক উপরে ॥

২-২চক্ষে দৃষ্টি অল্প

৩-৩সুগন্ধি সলিলে কৈল মুখ প্রক্ষালন

নানা রস কথা কহি করাইল স্নান ।
বস্ত্র অলঙ্কারে বেস কতেক বন্ধান ॥
তবে ব্রজেশ্বরি কুন্দলতা পাঠাইল ।
বলিহ জটিলা আগে সন্দেশ কহিল ॥
দুর্ব্বাসার বরে রাধার মিষ্ট হস্ত হয় ।
তার হস্ত স্পর্শ খাইলে পরমায়ু বাঢ়য় ॥
আমার বালকের মন্দক্ষুধা দেখি ।
কৃপায়ে কহিল মোরে পৌর্ণমাসি সখি ॥
জটিলার পায়ে মোর করিহ নিবেদন ।
আনহ রাধারে শীঘ্র সঙ্গে সখিগণ ॥
যসোমতি আজ্ঞা পায়্যা আসি কুন্দলতা ।
জটিলায়ে প্রণাম করি নিবেদিল কথা ॥
তার আজ্ঞা পায়্যা রাধা সখিগণ সঙ্গে ।
আইলেন সখি সঙ্গে নানা কথা রঙ্গে ॥
আসিয়া রাণির পায়ে প্রণাম করিল ।
আশীর্ব্বাদ করি রাণি কহিতে লাগিল ॥
রোহিনির সঙ্গে পুত্রী করহ রন্ধনে ।
এতবলি চাঁদমুখে করিল চুম্বনে ॥
ললিতা বিশাখা আদি সব সখিগণ ।
আলিঙ্গন করি রাণী কহিল বচন ॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কর জত সিখিরিনি ।
মনোহরা নাড়ু আদি করে শুভ্রফেনি ॥
নিজক্রিয়া যশোদারানি করিল গমন ।
রন্ধনে চলিল রাই [১]আনন্দিত মন[১] ॥
আপন আপন কর্ম্মে সভেই সত্তর ।
কৃষ্ণ আনাইল রাণি আনন্দ অন্তর ॥
ভৃত্যগণ লাগিল তবে করিতে সেবন ।
স্নান করি পরাইল বস্ত্র বিভূষণ[২] ॥
ভোজন করিতে তবে করিলা গমন ।
দেখি আনন্দিত হৈল সব সখিগণ ॥

১-১সঙ্গে সখিগণ ২আভরণ

রামকৃষ্ণ সখাসনে ভোজনে বসিলা।
যশোদারানি মিষ্টান্ন পক্কান্ব আনাইলা ॥
সুবর্ণ থালেতে করি সভাকারে দিল।
আনন্দ করিয়া তবে সখাগণ খাইল ॥
[১]তবে অন্নব্যঞ্জন আনি দিল রাধা।
নানা মত সুগন্ধিত কি কহিব কথা[১] ॥
তিন শড়শটি ব্যেঞ্জন কতেক প্রকার।
[২]মধুমঙ্গলের হাস্যকৌতুক অপার[২] ॥
ব্যেঞ্জন প্রশংসা করি করিল ভোজন।
আচমন করি কৈল তাম্বুল ভক্ষণ ॥
রতন পালঙ্ক উপরি করিলা শয়ন।
[৩]আনন্দে প্রেম সেবা করে দাসগণ[৩] ॥
তবে ব্রজেশ্বরী বহু আগ্রহ করিয়া।
সখি সঙ্গে রাইকে ভোজন করাইয়া ॥
পুত্রের বিভার লাগি বস্ত্র[৪] অলঙ্কার।
অভিলাষ করে রানি কতেক প্রকার ॥
সেইসব অলঙ্কার অমূল্য বসন[৫]।
রাধিকাকে পরাইল করিয়া যতন ॥
[৬]প্রত্যেকে প্রত্যেকে দিলেন সখিগণে।
সিন্দুর তাম্বুল দিল আনন্দিত মনে[৬] ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল দুই কালের আখ্যান ॥
হেনকালে সিঙ্গা বেণু বাজিতে লাগিল।
উৎকণ্ঠিত[৭] ব্রজবাসি দেখিতে আইল ॥

১-১'তবে অন্ন ব্যঞ্জন......কথা' ইত্যাদির স্থানে—
তবে অন্ন আনি দিল রাধা চন্দ্রমুখী।
নানামত সৌরভ তা দেখি হইল সুখী ॥
২-২দেখি মধুমঙ্গলের আনন্দ অপার।
৩-৩দাসগণ সেবা আনন্দে করিতে লাগিল।
[৪]যত [৫]রতন ৬-৬চরণ দুইটি নাই। [৭]উন্মত্ত

কিবা সে [১]মোহন বেশ[১] ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা ময়ূর পুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
[২]অঙ্গ বিভূষিত কৈল রত্ন অভরণ[২]।
কিঙ্কিনী কটিতে ধটি পীত বসন ॥
চরণে নুপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন।
এই মত বেশ বনাইল সখিগণ ॥
যশোদা আকুল হয়্যা [৩]কাঁদিতে লাগিলা[৩]।
কোলে করি চান্দ মুখে [৪]কোটি চুম্ব দিলা[৪] ॥
বলরামের [৫]হাতে হাতে[৫] কৈল সমর্পণ।
সিঙ্গা বেণু আগে পিছে বাজায় সখাগণ ॥
কৃষ্ণ বলরাম তবে করিল গমন।
এথা ব্রজবাসীগণে উঠিল ক্রন্দন ॥
প্রাণধন বনে গেলা কি কাজ গৃহবাসে।
অন্যোন্যে প্রবোধিয়া লইল[৬] আভাসে ॥
ঘরে আসি ব্রাহ্মণ শতেক বোলাইল।
পুত্রের কল্যাণে দান করিতে লাগিল ॥
বনে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে।
নানা খেলা গোচারণ করে নানা রঙ্গে ॥
স্থানে স্থানে সখাগণে নিযুক্ত করিল।
সুবল মধুমঙ্গলে কহিতে লাগিল ॥
আমরা মাধবী ফুল চল যায়্যা তুলি।
এতবলি কুণ্ডতীরে আইলা কুতূহলী[৭] ॥
রাই দরশন লাগি বিষাদিত মন।
এথা নিজালয়ে রাই করিলা গমন ॥
কুন্দলতার হাথে ধরি [৮]কহিল যশোদা[৮]।
জটিলার আগে মোর নিবেদিবে কথা[৯] ॥

[১-১]অঙ্গের ঠাম [২-২]অঙ্গেরি ভূষণ কৈল রতন ভূষণ। [৩-৩]করেন ক্রন্দন [৪-৪]করিল চুম্বন [৫-৫]হস্ত ধরি [৬]আনিল [৭]বনমালী [৮-৮]কহে যশোরাণী [৯]বাণী

[১]মোর পুত্রেরে যেন করেন আশীর্ব্বাদ।
পুত্রের কল্যাণ হয় তাহার প্রসাদ[১] ॥
[২]রাণী আজ্ঞায় কুন্দলতা জাবট আসিলা।
জটিলার আগে আসি কথা নিবেদিলা[২] ॥
বধুকে সমর্পিলু আমি তোমার হাতে।
শীঘ্র যায়্যা সূর্য্যপূজা করাহ ত্বরিতে ॥
এত কহি জটিলা নিজ কার্য্যে গেলা।
ললিতা তুলসী প্রতি কহিতে লাগিলা ॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি কৃষ্ণ অন্বেষণে।
[৩]আমরা আসিতেছি সূর্য্য পূজা স্থানে[৩] ॥
মালা পান বিড়া তাঁরে করিল সমর্পণে।
মিলন সঙ্কেত কথা জানাবে জতনে ॥
শীঘ্র আসি সমাচার কহিবে আমারে।
রাই লয়্যা জাই যেন সভে[৪] কুঞ্জান্তরে ॥
[৫]তারে পাঠাইঞা রাই সখিগণ সঙ্গে।
সূর্য্যপূজা ছলে রাই চলিলেন রঙ্গে[৫] ॥
মদন কুতুহলি কুঞ্জে[৬] সঙ্কেত করিয়া।
তুলসী মিলিল আসি মালা বিড়া দিয়া ॥

[১-১]'মোর পুত্রেরে......প্রসাদ' ইত্যাদির স্থানে—
আমার পুত্রকে যেন আশীর্ব্বাদ করান।
তা সভার প্রসাদে হয় পুত্রের কল্যাণ ॥
[২-২]'রাণী আজ্ঞায়......নিবেদিলা' ইত্যাদির স্থানে—
রাই সঙ্গে কুন্দলতা গৃহেতে আইলা।
তার হস্তে ধরি জটিলা কহিতে লাগিলা ॥
[৩-৩]আছিয়ে সূর্য্যপূজার বিধানে [৪]সেই
[৫-৫]'তারে পাঠাইয়া......রঙ্গে' ইত্যাদি ২টি চরণের পরিবর্ত্তে আছে—
তার কুঞ্জে পাঠাইয়া লঞা সখিগণে।
নানাবিধ মিষ্টান্ন নিল আনন্দিত মনে ॥
ললিতাদি সব সখী সূর্য্যপূজা ছলে।
রাই লঞা চলি গেলা নানা কুতুহলে ॥ [৬]কুঞ্জে

[১]সতৃষ্ণ হইলা দুহেঁ ক্রীড়ারসে।
নিমগন ভেল দোঁহে মদন বিলাসে[১] ॥
রতন বেদীর[২] পরে জাগিয়া বসিলা।
তবে সখিগণ সেবা করিতে লাগিলা ॥
নানা রস নানা খেলা করে দুই জনে।
বৃন্দাদেবি সেবা করে বিবিধ সেবনে[৩] ॥
সারি সুক কথা কহে বসি বৃক্ষডালে।
সখি সঙ্গে দুই জন শুনে[৪] কুতুহলে ॥
তবে বিদায় হৈয়া রাই গেলা সূর্য্যালয়।
পুরোহিত না পাইলাঙ কুন্দলতা কয় ॥
বৃদ্ধালোক বোলে এত বিলম্ব কেনবা।
ললিতা বলিল তুমি প্রত্যায় না যাবা ॥
পথ হারাইয়া ফিরি[৫] কুঞ্জের মাঝারে।
বড় পুণ্যে আইলাঙ কহিলাঙ তোমারে ॥
ব্রাহ্মণ আইলে হয় পূজার বিধান।
পূজা হৈলে গৃহে যাই [৬]হইল অবসান[৬] ॥
তবে কুন্দলতা কহে কি করি উপায়।
এক ব্রহ্মচারি আছে বিশ্বকর্ম্মা রায় ॥
মাথুর ব্রাহ্মণ সেই গর্গ মুনির শিষ্য।
বৃদ্ধালোক [৭]কহে যাহা তাহার উদ্দেশ্য[৭] ॥
তবে কুন্দলতা গিয়া তাহারে আনিল।
নাগরশেখর কৃষ্ণ ব্রহ্মচারি হৈল ॥
তারে দেখি বৃদ্ধালোক দণ্ডবত কৈল।
ব্রহ্মচারি [৮]বৃদ্ধলোকে কহিতে লাগিল[৮] ॥

[১-১]'সতৃষ্ণ……বিলাসে' ইত্যাদি স্থানে—
সতৃষ্ণ হইয়া রসে নিমগ্ন হইলা।
মদন বিলাস করি দোহে নিদ্রা গেলা ॥

[২]পালঙ্ক [৩]বিধানে [৪]খেলে [৫]বুলি
[৬-৬]হেন সমাধান [৭-৭]বলে তারে আনহ অবশ্য
[৮-৮]সভাকারে আশীর্ব্বাদ দিল

[১]তোমার বধুর নাম কহ দেখি শুনি[১]।
বৃষভানু কুমারী[২] রাধা কহিল বৃদ্ধানি ॥
ব্রহ্মচারি বলে (আমি) আশ্চর্য্য শুনিল।
পতিব্রতা বলি যার ব্রজে খ্যাতি হইল ॥
আমি ব্রহ্মচারি তিঁহো সাধ্বী পতিব্রতা।
মিত্রপূজা করাব শুনাব ধর্ম্মকথা ॥
ব্রহ্মচারি দেখি [৩]বৃদ্ধলোক আনন্দিত[৩]।
ও রূপ[৪] লাবণ্য দেখি হইল বিস্মিত[৫] ॥
পূজা করি ব্রহ্মচারি বাহিরে আইলা।
[৬]সভা উচ্চারি নাম আশীর্ব্বাদ দিলা[৬] ॥
তবে বৃদ্ধালোক বলে শুন মহাশয়।
বধুর হস্তখানি দেখ হইয়া সদয় ॥
এত শুনি [৭]বিষ্ণু স্মরে ব্রহ্মচারী[৭]।
কুশাগ্রে স্ত্রীর স্পর্শ [৮]আমি নাহি করি[৮] ॥
কিন্তু তিঁহো পতিব্রতা মিত্র পূজা রতা[৯]।
[১০]হস্ত পদ্ম দেখি কহি শাস্ত্রমত কথা[১০] ॥
হস্ত দেখি কহে সব বিবরণ কথা।
দেখিয়া কহিল সব আনামত বার্ত্তা ॥
শুনি বৃদ্ধালোক বলে আনন্দিত মনে।
সূর্য্য পূজা করাহ নিতি আসিয়া আপনে ॥
রাধিকাকে জানিহ আপন দাসি করি।
আশির্ব্বাদ করিবেন শুন ব্রহ্মচারি ॥
এত বলি ব্রহ্মচারি বিদায় করিলা।
নৈবেদ্য কথক মধুমঙ্গলে বান্ধিল ॥
কৃষ্ণ গেলা গোবর্দ্ধন গোচারণ স্থানে।
এথা রাই নিজালয়ে করিলা গমনে ॥

[১-১]ব্রহ্মচারী বলে তোমার বধুর নাম শুনি।
[২]নন্দিনী [৩-৩]সভার আনন্দ হৃদয় [৪]ভ্রুভঙ্গ
[৫]বিস্ময় [৬-৬]সভাকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলা।
[৭-৭]বিষ্ণু স্মরে বার বার [৮-৮]নাহিক আমার [৯]ব্রতী
[১০-১০]দেখিব ইহার হস্ত হইয়া পিরিতি।

শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল চারি কালের বিধান॥
 তবে কৃষ্ণ গেলা নিজ সখার সহিতে।
মুরুলিতে গাভিগণ লাগিলা ডাকিতে॥
তৃণমুখে গাভিগণ নিকটে আইলা।
গাভিগণ চারিদিগে কৃষ্ণ মধ্যে রৈলা॥
বলরাম হাসি কহে মধুমঙ্গলেরে।
বস্ত্রে বান্ধা কিবা দেখি দেখাহ আমারে॥
তিঁহো কহে কোন দ্রব্য আছে মোর স্থানে।
তাহা শুনি নিকট আইল সখাগণে॥
লুটিয়া লইল সব সূর্য্যের প্রসাদ।
মধুমঙ্গল পালাইল করি আর্ত্তনাদ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র কাড়ি লৈতে নিষেধিল।
আনন্দ কৌতুকে সভে গৃহেতে চলিল॥
মধুমঙ্গল বলে শাপ দিব সভাকারে।
নহে পেট ভরি দুগ্ধ খাওাহ আমারে॥
বলরাম বলে এই বিটোল ব্রাহ্মণ।
নাহি জানে ক্রিয়াধর্ম্ম উদর পরায়ণ॥
এইমত নানা কৌতুক সখাগণ সঙ্গে।
সিঙ্গাবেণু বাজাইয়া চলে নানা রঙ্গে॥
 এথা রাই সখি সঙ্গে গৃহেতে আসিয়া।
কৃষ্ণ লাগি মালা গাথে আনন্দিত হয়্যা॥
না (না) উপহার কৈল সব সখিগণ।
ময়লাবিড়া মৃগমদ সুগন্ধি চন্দন॥
তবে রাই স্নান কৈল সুগন্ধিত জলে।
বস্ত্র অলঙ্কার সাজে মুক্তাহার গলে॥
একত্র হইল সভে বেশের ভবনে।
কমনিয় বেশ বনাইল সখিগণে॥
কৃষ্ণ অনুরাগে রাই বিশাখার সঙ্গে।
নানা ভাবে পূর্ণ তনু প্রেমের তরঙ্গে॥
 তবে রাই করিলেন অট্টালিকা আরোহণ।
হেনকালে কৃষ্ণ আসি দিল দরশন॥

তবে কৃষ্ণ সখাসনে আনন্দিত মনে।
মনমথ মনমথ রূপে করেন গমনে ॥
[১]সিঙ্গা বাজে বেণু বাজে চলয়ে নিশান।
হাম্বা রব বই কন নাহি শুনি আন[১] ॥
নানারস পরসঙ্গে কথার চাতুরি।
ত্রিভঙ্গ হইয়া খেলে বাজায় মুরুলি ॥
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ রসের সাগর।
গরগর [২]ভাবিনি ভাবেতে[২] অন্তর ॥
মোহন মুখের শোভা দেখিয়া ভাবিনী।
[৩]নাহি জানি কিবা হইল[৩] দিবস রজনী ॥
রাইমুখ হেরি কৃষ্ণ গরগর হিয়া।
[৪]দুহুক অন্তর সুখ লইলু নিছিয়া[৪] ॥
নয়ানের কোলে কত রসের চাতুরি।
প্রফুল্লিত সখিগণ দুহু মুখ হেরি ॥
তবে কৃষ্ণ নন্দীশ্বরে করিলা গমন।
কৃষ্ণ হেরি ব্রজবাসী আনন্দিত মন ॥
নাছে [৫]আনি পুন চিত্র[৫] সুবর্ণ কলসি।
রম্ভ পরি আম্রশাখা দিয়া ব্রজবাসী ॥
কাঞ্চন থালির উপর জ্বালি দীপ শ্রেণী।
বাদ্যভাণ্ড বাজে আনন্দিত যশোরাণী ॥
কৃষ্ণ বলরাম হেরি আনন্দ অন্তর।
কত কত লক্ষ লক্ষ[৬] চুম্ব দিল বদন উপর ॥
মঙ্গল আরতি তবে আনন্দে করিল।
রামকৃষ্ণ রত্ন সিংহাসনে বসাইল ॥

১-১'সিঙ্গা বাজে ...... শুনি আন' ইত্যাদির স্থানে—
শিঙ্গা বেণু বাজায় বাজায় বংশুলি।
বৎস্য হাম্বা রব করে কেহ দেই করতালি ॥
২-২গোপিনীর বিদরে ৩-৩স্থির নাহি বান্ধে হিয়া
৪-৪দোহাঁ দোহাঁ দরশনে কি কহিব ইহা। ৫-৫নাছে আপনার ৬কত কত

[১]উত্তম আসনে বসিলা সখাসনে।
ভৃত্যগণ লাগি গেল বিবিধ সেবনে[১] ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল পঞ্চ কালের আখ্যান ॥
কৃষ্ণ গেল নিজালয়ে সখি সঙ্গে রাই।
যে ক্রিয়া কৈল তাহা সূত্ররূপে[২] গাই ॥
অট্টালিকা হৈতে রাই আইল নিজগৃহে[৩]।
বিশাখার সঙ্গে [৪]কৃষ্ণ অনুরাগ কহে[৪] ॥
অমৃত কোন আদি যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
মালবিড়া চন্দন লাড়ু কতেক বন্ধান ॥
তুলসির হাথে দিয়া ললিতা পাঠাইলা।
ধনিষ্টার হাতে [৫]দিহ তাহারে কহিলা[৫] ॥
[৬]সঙ্কেত তত্ত্ব জানি আসিবে সকালে।
নিজ সখীসনে তিঁহো গেলা কুতুহলে ॥
ধনিষ্ঠার হাতে হাতে সব সমর্পিলা।
গোবিন্দ আনন্দ কুঞ্জে সংকেত জানিলা[৬] ॥
পালঙ্কে বসাইয়া রাই পান খান রঙ্গে।
রসকথা সখি সঙ্গে প্রেমের তরঙ্গে ॥
তবে কৃষ্ণ চন্দ্র মুখ দেখে যশোরানী।
গদগদ কথা কহে নেত্রে বহে পানি ॥
কোন বন গিয়াছিলে [৭]বাপু গুণমণি[৭]।
না দেখিয়া [৮]তোমার মুখ আকুল[৮] পরাণী ॥
যশোদার স্নেহ দেখি পাষাণ বিদরে।
তাহার প্রেমের কথা কে কহিতে পারে ॥

১-১'উত্তমে আসনে ..... সেবনে' ইত্যাদির স্থানে—
আনন্দে বসিল সব সখাগণ সঙ্গে।
তবে ভৃত্যগণ সেবা করে নানা রঙ্গে ॥

[২]বিবরিয়া [৩]নিজালয় [৪-৪]অনুরাগ কথা কয়
[৫-৫]তিহো সমর্পণ কৈলা [৬-৬]চরণ চারিটি নাই
[৭-৭]বাছা যাদুমণি [৮-৮]চাঁদমুখ বিকল

তবে কৃষ্ণ স্নান কৈল সুবাসিত জলে।
বস্ত্র অলঙ্কার পরিলেন[১] কুতুহলে॥
তবে [২]রাণী রামকৃষ্ণ হস্তে ধরি নিলা[২]।
গৃহমধ্যে সিংহাসনে দোহে বসাইলা॥
সখাগণ বসিলেন চৌদিগে বেড়িয়া।
যশোদা খাবার দ্রব্য দিলেন আনিয়া॥
নানা হাস্য পরসঙ্গে ভোজন করিলা।
তাম্বুল ভক্ষণ করি তুরিতে চলিলা॥
গঙ্গা যমুনা গাভি আপনে দুহিলা।
যেই গাভি যেমত তেমত দুহিলা॥
নানারস পরসঙ্গে সখাগণ সঙ্গে মিলি[৩]।
পুনরূপি গৃহে আইলেন কুতুহলী[৪]॥
যত্ন করিয়া রাণী করাল্যা ভোজন।
পালঙ্কে বসিলা তবে সঙ্গে সখাগণ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল ষণ্ট কালের আক্ষান॥

তবে কৃষ্ণ সখাসঙ্গে সানন্দিত মনে।
রাজসভা প্রতি গেলা বলরাম[৫] সনে॥
নন্দ আনন্দিত হৈল দেখি পুত্র মুখ।
সভা সহ পাত্র মিত্র পাইল বড় সুখ॥
কৃষ্ণ রামে নন্দরাজ কোলে বসাইল।
গুণীগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল॥
নানা [৬]যন্ত্র তাল বাজে[৬] শুনিতে মধুর।
ভাটগণ ছন্দ পড়ে [৭]অমৃতের পুর[৭]॥
সেই সুখে নন্দ প্রেম[৮] সমুদ্রে ডুবিলা।
হেনকালে যশোরাণী মনুষ্য পাঠাইলা॥
যশোদার সমাচার সকল কহিল।
যত্ন করি দুই ভাই গৃহে আনাইল॥

[১]পরে নানা [২-২]রামকৃষ্ণ হাথে ধরি লয়া৷ গেলা [৩]সঙ্গে
[৪]নানারঙ্গে [৫]সখাগণ [৬-৬]মত তান গান
[৭-৭]শব্দ যায় দূর [৮]অমৃত

অনেক জতনে করাইল্য ভোজন।
তাম্বুল ভক্ষণ করে সব সখাগণ ॥
[১]আসন করি তবে বসিলা আসনে।
পরিচর্য্যা করিতে লাগিল দাসগণে ॥
রত্ন টুঙ্গি মধ্যে তবে করিল গমন।
ফুল শয্যা পরি তবে করিলা শয়ন ॥
ভৃত্যগণ পরিচর্য্যা করিতে লাগিল[১]।
মধুমঙ্গল শয়ন করিলা বলরাম সঙ্গে।
দুইজন বাক্য যুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গে ॥
তবে রাণী বিদায় দিল দাস দাসীগণে।
[২]নিজালয়ে দাস দাসী[২] করিলা শয়নে ॥
দশদণ্ড রাত্রি শেষে রসিক শেখর।
করিলেন অভিসার কুঞ্জের ভিতর।।
বৃন্দাবনে আসি কৃষ্ণ সঙ্কেত স্থানে।
নানা মনোরথে কৈল শর্য্যার রচনে ॥
প্রেমে আকুল চিত্ত উৎকণ্ঠিতা হয়্যা।
রাই আগমন পথে রহিল বসিয়া ॥
এথা বিনোদিনী রাই সখিগণ সঙ্গে।
সখি সব বেশ বনাইল নানারঙ্গে ॥
জ্যোৎস্না অন্ধকার রাত্রি যখন যে হয়।
সেই অনুরূপ বেশ সখিতে রচয় ॥
ও চান্দ মুখের হাসি কনক দাপুনি।
সুরঙ্গ নয়ান কোনে চঞ্চল চাহনি ॥

[১-১]'আসন করি ...... লাগিল' ইত্যাদি স্থানে—
বিদায় হইয়া গেল যার যে ভবন।
বলরাম আপন গৃহে করিলা শয়ন ॥
রত্নটুঙ্গি মধ্যে কৃষ্ণ করিল শয়ন।
নিকটে আইলা যত দাস দাসিগণ ॥
সুখ শয্যোপরি তবে শয়ন করিলা।
ভৃত্যগণ পদসেবা করিতে লাগিলা ॥
[২-২]আপন আপন গৃহে

অধর সুরঙ্গিম বান্ধুলি ফুল জিনি।
তিল পুষ্প সম নাসা বেষর দুলনি ॥
মৃগমদ বিন্দু চিকুরে গোবিন্দ চিত চোরা।
হেমাব্জ দান যেন অলি সিসু ভোরা ॥
কর্ণ যুগলে মণি অটঙ্গ[১] বিরাজে।
মৃগমদ চিত্র কপালে ভাল সাজে ॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের রেখা।
কালিন্দি কিনারে যেন অর্ক বিন্দু দেখা ॥
চিকুরে বনয়্যা পাটি বেণি ফনা খানি।
ফণা ধরি রহে যেন এ কাল সাপিনী ॥
পিঠে লটকায় বেনী রঙ্গ আধ[২] গাঁথা।
কনক কপালে[৩] যেন নিলমণি বাতা ॥
গলাতে হাঁসুলি [৪]গাছা মণি মনোহর[৪]।
ঝিঁজির পদক আদি কতেক প্রকার ॥
কনক কেশর জিনি তনু বিরাজিত।
নীলমণি শোভে [৫]কত ভূষণে[৫] ভূষিত ॥
গুঞ্জরী ঘুঁমুর বঙ্ক [৬]মল পাতা মলে[৬]।
জাবক বিচিত্র শোভা চরণ কমলে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে ভগমগি নীলপদ্ম হাথে।
কৃষ্ণ-প্রেম-মই রাই কি বলিব তাথে ॥
নবীন যৌবনী ধনি ত্রিভুবন জিনি।
রম্ভা গৌরী শচী রতি[৭] রূপের নিছনি ॥
সঙ্গোপনে সখিসনে চলিলা সুন্দরী।
বৃন্দাবন কুঞ্জমধ্যে যথা গিরিধারী ॥
[৮]নানামত মিষ্টান্ন চন্দন বনমালা।
সুবাসিত জল নিল সুবর্ণ পিঞ্জরা[৮] ॥
রতন ঝাঝরি নিল জত ইতি হয়।
কৃষ্ণ অভিসারে[৯] রাই করিলা বিজয় ॥

[১]তাড়ঙ্ক [২]জাদে [৩]কপাটে
[৪-৪]শোভে মণিময় হার [৫-৫]নানা রতনে [৬-৬]রাজ বাঁকমল
[৭]রতি [৮-৮]চরণ দুইটি নাই [৯]অনুরাগে

দশদণ্ড রাত্রি শেষে উপতে চলিলা।
অনুরাগি হয়্যা বৃন্দাবনে প্রবেসিলা॥
নানা বৃক্ষ বন শোভা তমালের ছায়া।
নিঃশব্দে[১] চলিল রাই বনে প্রবেসিয়া॥
নন্দীশ্বরের পূর্ব্বভাগে বৃন্দাবন স্থান।
আঠার[২] ক্রোশ পথ[৩] তাথে আছে পরমান॥
তথি বৃন্দাবনে হয় আশ্চর্য চরিত।
লীলা অনুসারে হয় স্থান সঙ্কোচিত॥
কতরূপে ফলমূল [৪]দেখিতে সুন্দর[৪]।
[৫]নানা শব্দ পক্ষিগণের শুনিতে মধুর[৫]॥
মধ্যে মধ্যে রত্ন বেদী বিচিত্র বন্ধান।
[৬]কুঞ্জে দাসীগণে সেবা[৬] করে অবিশ্রাম॥
কৃষ্ণ কথা পরসঙ্গে মন্থর গামিনী।
নিকুঞ্জের মাঝে প্রবেশিলা বিনোদিনী॥
কৃষ্ণের দরশন পায়্যা আনন্দিত মন।
পুষ্প বরিসন কৈল জত সখিগণ॥
দুহুঁ মুখ হেরি দোঁহে কৈল আলিঙ্গন।
দরিদ্র পাইল যেন ঘরভরা ধন॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল সপ্ত কালের বিধান॥
দুহুঁ দোঁহা দরশনে নিমগন ভেলি[৭]।
[৮]দরশ পরশ দুহু করু কত কেলি[৮]॥
বদন চাঁদ দুহুঁ নয়ন চকোর।
অধর মধুপ[৯] সুখ কমলিনি ভোর॥
স্তনযুগ [১০]কলস সম জান[১০]।
শ্যাম হৃদয়ে করু চকোর সন্ধান॥

[১]নিঃশব্দে [২]ষোল [৩]বন [৪-৪]দেখি সুশোভন
[৫-৫]নানামত শব্দ করে নানা পক্ষিগণ। [৬-৬]সেই স্থানে সেবা দাসী
[৭]ভেলা [৮-৮]দর্শন স্পর্শনে কত সুখ উপজিলা।
[৯]কোমল [১০-১০]কঠোরি সমান

এইরূপে নানামত মনমথ কেলি।
শ্যাম মরকত[১] রাই চম্পক কলি॥
তবে রত্ন বেদি পর বসিলা দুইজন।
করিতে লাগিলা বৃন্দা বিবিধ[২] সেবন॥
ললিতা বিশাখা আদি জত সখিগণ।
হাস পরিহাস কথা প্রেম আলাপন॥
তবে বন বিহরণ করিলা দুইজন[৩]।
পুষ্প বরিষণ কৈল সব সখিগণ॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি বনমালি।
কুঞ্জে কুঞ্জে উদ্যানে করয়ে নানা কেলি॥
কতেক প্রকার নৃত্য করিলা দুইজন।
বসিয়া দেখেন নৃত্য করে সখিগণ॥
পুনরূপি সখিগণ রাইকে নাচাইলা।
কত জন্ত্রে তান কৃষ্ণ আপনে বাজাইলা॥
শ্রমভরে দুইজন বসিলা আসনে।
নানা সেবা করিতে লাগিলা সখিগণে॥
তাম্বুল জোগায় কেহ চামর ঢুলায়।
দুহুঁরূপ নিরখিয়া কেহ গুন গায়॥
পরম আনন্দে দোহেঁ চরণ পাখালে।
বহু বহু করি সেবা মোছায় অঞ্চলে॥
কমনীয় বসনে করু শ্রীঅঙ্গ মার্জন।
কেহ কেহ মালা দেই সুগন্ধি চন্দন॥
নানা বিধি মিষ্টান্ন পক্কান্ন দিয়া।
আম্র পনস রম্ভা আর দুগ্ধ খোয়া॥
নারিকেল সস্য ছেনা অমৃত মধুর।
কমলা নারেঙ্গ আর মধুর খর্জ্জুর॥
দধি দুগ্ধ মাঠা সিখরিনি আদি করি।
নানারূপে ভোজন করিলা কুতুহলি॥
আচমন করিয়া বসিলা দিব্যাসনে।
অবশেষে ভোজন করিলা সখিগণে॥

[১]তমাল [২]চরণ [৩]কতক্ষণ

তবে কুঞ্জ কুটিরে বসিলা সর্ব্বোপরি।
রসালয়ে তাহাতে বসিলা গিরিধারি ॥
রাইসঙ্গে সখিগণ তাহাই আইলা।
কুটিরের মধ্যে শয্যা বৃন্দাদেবী কৈলা ॥
তাহাতে বসিয়া দোহার কৌতুক বাড়িল।
চারিদিগে সখিগণ আসিয়া রহিল ॥
সখিগণ গবাক্ষে নেত্র আরোপিয়া।
দোহার কৌতুক দেখে আনন্দ করিয়া ॥
মদন আলসে তবে শুতিলা দুইজন।
শ্রীরূপমঞ্জরি করে চরণ সেবন ॥
শ্রীরতি মঞ্জরি করে চামর বাতাস।
উথলিল কত কত মদন বিলাস ॥
বিদগধ নাগর রসময় হাস।
মধুকর মধু পিয়ে কমলিনি পাশ ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বনে দুহুঁ ভেল ভোর।
[1]জনু কাঞ্চন মণি লাগল জোর[1] ॥
দুহুঁ মুখ কমল দুহুঁ করু পান।
দুহুঁ অধর অলি চতুর সুজান ॥
দুহুঁ রূপ পরশে দুহুঁ ভেল ভোর।
নীলমণি কাঞ্চনে লাগিল জোড় ॥
বৃন্দাবনে [2]বনকুঞ্জ নিকুঞ্জ কুটির[2]।
বিলসয়ে রস দোহে [3]রতি রণ ধীর[3] ॥
দুহুঁ তনু ভোর দুহুঁ ধরু ধীর।
ফিরি ফিরি এইমত করএ রস বীর ॥
সখি বিনা এই লীলা নাহ্নি জানে আন।
সখি ভাব যার হয় সেই করে পান ॥
যুগল কিশোর লীলা অমৃতের সিন্ধু।
দুর্দ্দৈব করম দোষে না পাও এক বিন্দু ॥

১-১চন্দ্র অমিয়া যেন পিবয়ে চকোর।
২-২কল্পতরু কুঞ্জ কুটীরে ৩-৩দোহে হউ ধীরে

উদ্দেশ করিয়া মাত্র লীলা[১] অনুসারে ।
[২]নানাবিধ করিএ স্তুতি[২] দয়া কর মোরে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
সংক্ষেপে কহিল অষ্ট কালের আক্ষান ॥
শ্রীরূপ চরণ পদ্ম মনে করি আস ।
স্মরণ মঙ্গল কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি স্মরণমঙ্গল গ্রন্থ সমাপ্ত ।
(এ.সো. ৩৭৩০ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত ।)

[১]সেবা [২-২]লোকনাথ ঠাকুর

স্মরণমঙ্গলের পাঠান্তর সম্পূর্ণ ॥

———

বৈষ্ণবামৃত

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবেভ্যঃ নমো নম ।
আনন্দে বলহ কৃষ্ণ ভজ বৃন্দাবন ।
ঠাকুর বৈষ্ণবের পায়ে মজাইয়া মন ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর বড় করুণার সিন্ধু ।
ইহলোক পরলোক দুই লোকের বন্ধু ॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি ।
কেমনে জানিব মুঞি শিশু অল্প মতি ॥
বৈষ্ণবের গুণ শুনি অপার মহিমা ।
আপনে [১]না পারে প্রভু দিতে যার সীমা[১] ॥
বৈষ্ণব দেবতা মোর বৈষ্ণব ধিআন ।
বৈষ্ণব ঠাকুর [২]মোর বৈষ্ণব মোর[২] জ্ঞান ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি লাগুক মোর গায় ।
সবংশে বিকাইনু বৈষ্ণবের পায় ॥
বৈষ্ণবের প্রেমানন্দ লাগুক মোর অঙ্গে ।
জন্ম যাউক মোর বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥
বৈষ্ণব অধরামৃতে পুরুক মোর দেহ ।
মোর বংশে বৈষ্ণবেরে না নিন্দিয় কেহ ॥
বৈষ্ণব ভজরে ভাই বৈষ্ণব প্রাণধন ।
বৈষ্ণব [৩]বিনে অন্য সঙ্গে নাহি মোর মন[৩] ॥
বৈষ্ণব বিনে কেহো কৃষ্ণ নাহি পারে দিতে ।
বৈষ্ণব বিনে কেহো নারে ভব তরাইতে ॥
বৈষ্ণব [৪]মোর জপতপ বৈষ্ণব ধিআন[৪] ।
বৈষ্ণব বিনে কেহো না চিন্তিহ আন ॥

পাঠান্তর গ.প.ম. বি. ২২২ সং পুথি হইতে গৃহীত—

[১-১]প্রভু যার দিতে নারে
[২-২]হন মোর পরম
[৩-৩]ভজন বিনু নাহি প্রয়োজন
[৪-৪]ভজরে ভাই বৈষ্ণব কর ধ্যান

সংসারে গতি সার বৈষ্ণব ঠাকুর।
বৈষ্ণবের হও মুঞি নাছের কুকুর॥
[১]প্রেমানন্দ হঞা যেবা করএ[১] ক্রন্দন।
জন্মে জন্মে হও তার দাসির নন্দন॥
বৈষ্ণব যাহার আখ্যা কৃষ্ণ তার নাম।
জন্মে জন্মে গাইব[২] তাঁর গুণ গান॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ তিনে এক দেহ।
জীব তরাইতে ভেদ নাহি জানে কেহ॥
সমুখে আছেন গুরু জ্ঞান শক্তি লয়্যা।
সাধকের কৃপা সিদ্ধ [৩]করেত ধরিঞা[৩]॥
চরণ কমলে যত রহ ভক্ত বৃন্দে।
অভয় করুণাসিন্ধু[৪] ধরিয়া আনন্দে॥
নিত্য সিদ্ধি তৎ শক্তি[৫] ধরি ভগবান।
[৬]সিস্টে তর হয় তিন হঞা অধিষ্ঠান॥
আগে গুরু তবে বৈষ্ণব তবে ভগবান।
তিন বস্তু এক হয় না করিহ আন॥
যেই গুরু উপদেশে জানয়ে বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণব জানিলে তবে কৃষ্ণচন্দ্র লভে[৬]॥
এমন বৈষ্ণব কেহো না করিহ হেলা।
কেবল[৭] সংসার সিন্ধু তরিবার ভেলা॥
যুগে যুগে হও মুঞি বৈষ্ণবের দাস।
বৈষ্ণবের উচ্ছিস্টে মোর রহু বিশ্বাস॥
ঠাকুর বৈষ্ণবের বাক্যে রহু মোর মন।
অটল[৮] হঞা হৃদে রহুক বৈষ্ণব চরণ॥
বিনতি[৯] করিঞা মাগোঁ দেহত প্রসাদ।
উদ্ধার করহ মোরে খেম অপরাধ॥

১-১প্রেমেতে আবেশ হয়্যা যে করে [২]গাও আমি
৩-৩একত্র আনিয়া [৪]করুণাময় [৫]সিদ্ধি
৬-৬'সিস্টে তর হয় ... কৃষ্ণচন্দ্র লভে' ইত্যাদির স্থানে—
তিন বস্তু ভেদ নাঞি একুই সমান॥
এই তিন দেখ সেই ত বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণবে চিনিলে তবে কৃষ্ণচন্দ্র পাবে॥
[৭]এসব [৮]অর্চ্চনা [৯]মিনতি

ঠাকুর বৈষ্ণব [১]যারে নেহালে করুণে[১]।
অনন্ত জন্মের কার্য্য [২]হয় সেইক্ষণে[২] ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি শিরে পড়ে যার।
তিন সপ্ত পুরুষ তার হএত উদ্ধার ॥
যার ঘরে জন্মিয়া পুত্র বৈষ্ণব নাম ধরে।
বাহু নাড়া দিয়া পিতৃলোক নৃত্য করে ॥
বৈষ্ণব উপায়[৩] মোর বৈষ্ণব উপায়।
বৈষ্ণবরূপে প্রভু আপনে বেড়ায় ॥
তিলার্দ্ধ পাদরবিন্দে নহে[৪] যার খিয়ান।
কোটি[৫] ইন্দ্র পদ নহে তৃণজ্ঞান ॥
তিলার্দ্ধ বৈষ্ণব সনে হয় উদাসীন।
সেজন ইন্দ্রের বড় পরিআ কৌপীন ॥
বৈষ্ণবের অন্ন ব্যঞ্জন ছিড়া পাতের ভাত।
তাহা খাঞা সুখ বড় পান জগন্নাথ ॥
চারিবেদে লেখে শাস্ত্র ভাগবতে কয়।
বৈষ্ণব চরণোদক[৬] সর্ব্ব তীর্থময়[৭] ॥
ঠাকুর বৈষ্ণবের ভাই অপার মহিমা।
আপনে প্রভু যার দিতে নারে সীমা ॥
বিশেষে বৈষ্ণব যদি হএত ব্রাহ্মণ।
চতুর্ব্বেদী বিপ্র নহে তাহার পদ সম ॥
চণ্ডাল যবন যদি বৈষ্ণব হয়।
অভক্ত সন্ন্যাসী দ্বিজ তার সম নয় ॥
বিশেষে বৈষ্ণব যদি হএত ব্রাহ্মণ।
হিমে বান্ধা যায় যেন গজেন্দ্র দশন ॥
তথাহি—
ইক্ষুদণ্ড ফলং প্রাপ্য চন্দনঃ পুষ্পমেবচ
দুর্ল্লভং বিপ্রভক্তশ্চ দুর্ল্লভো প্রতি দুর্ল্লভম্ ॥
মুনি দ্বিজ শূদ্র ভেদ নাহিক বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণবগণের বাহ্য কৃষ্ণ গোত্র লভে ॥

[১-১]করেন করুণা [২-২]হয়ত তৎক্ষণা [৩]প্রাণধন
[৪]রহে [৫]কোটী কল্পে [৬]চরণামৃত [৭]হয়

তথাহি—

পিতৃগোত্রেন যা কন্যা স্বামীগোত্রেন গোত্রিতা
তথা কৃষ্ণ ভক্ত মাত্রেণ অচ্যুত গোত্র ভবেৎ নৃণাং ॥

[১]তিন লোক হেলাএ পবিত্র করিলে।
হেন বৈষ্ণবের পায় সঁপ জাতিকুলে[১] ॥
বৈষ্ণবের পাদোদক পড়ে যেই স্থানে।
সহস্র যোজন[২] হয় বৈকুণ্ঠ সমানে[৩] ॥
মালা তিলক বালা আগে ধরিয়াছে।
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ফিরে তার পাছে ॥
[৪]যে বালা দেখিলে হয় বৈষ্ণব[৪] শুদ্ধি।
মোর বংশে না করিবে বৈষ্ণবে জাতি[৫] বুদ্ধি ॥
জাতি বুদ্ধি করে যেই ঠাকুর বৈষ্ণবে।
যমের শাসন গিয়া সেই জনা লভে ॥
যে পাপী কর নিন্দা বৈষ্ণবেতে ভেদ।
বিষ্ঠা ক্রিমি হয়্যা জন্মে কহে চারিবেদ ॥

তথাহি স্কান্দে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানং মহাত্মানাং
পতন্তি পিতৃভিঃ সাঙ্গ মহা রৌরব সঙ্গতে ॥*

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা করএ সম্ভাষ[৬]।
(প্রভু বলে) তারে হও মুক্তি নিজ দাস ॥
বৈষ্ণবের অবশেষ যে মূঢ়ে না খায়।
কৃষ্ণ[৭] কোপানলে [৮]পড়ি সেই মূঢ়[৮] যায় ॥

[১-১]'তিনলোক ... জাতিকুলে' ইত্যাদির স্থানে—
নাহি তিনলোকের গতি শ্রীবৈষ্ণব বিনে।
বৈষ্ণবের উপাসক হইলে নাহি জাতি জানে ॥

[২]পুরুষ [৩]গমনে [৪-৪]যে জন বৈষ্ণব দেখে সেই হয় [৫]শূদ্র

* ইহার পর অতিরিক্ত—
মহাঘোর নরকে হয় তাহার নিবাস।
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা না করে বিশ্বাস ॥

[৬]বিশ্বাস [৭]বিষ্ণু [৮-৮]সে মুঢ় ডুব্যা

বৈষ্ণবের [১]পাতের অন্ন খায়[১] উপর পুরিয়া।
যে মূঢ় না খায় তারে যমে যায় লয়্যা॥
যে মূঢ় দেখিয়া নিন্দে মালা তিলকেতে।
প্রভু তারে হয় বাম কহে ভাগবতে॥
ঠাকুর বৈষ্ণব দেখি যেবা জন নিন্দে।
অর্জুনে কহিল কৃষ্ণ তার সর্ব্ব মন্দে॥**
যে মূঢ় বৈষ্ণব দেখি নয়ন ফিরায়।
[২]...খলায় চক্ষু তার ভাঙ্গে যম রায়[২]॥
চণ্ডাল যবন আর নাহিক ব্রাহ্মণ।
যে ভজে সেই হয় [৩]কৃষ্ণের প্রিয়তম[৩]॥
তথাহি শ্রীভাগবতে—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ—যুতাদরবিন্দনাভ—
পাদারবিন্দং—বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ—
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
ভজনের গুণে হয় কৃষ্ণ ভক্তি জানি।
ইহা যে নিন্দএ জন্মে চণ্ডালের যোনি॥
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডাল সমান।
ইহার প্রমাণ দেখ নারদ পুরাণ॥
পদ্ম পুরাণ আর দেখ ভাগবতে।
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরে[৪] নাহি পরশিতে॥
নিগম আগম আর শাস্ত্র প্রমাণে।
অবৈষ্ণব হইলে লেখে চণ্ডাল সমানে॥
মুনি হয় চণ্ডাল সম নারদেতে লেখে।
[৫]বিষ্ণু ভক্ত নহে দ্বিজ চণ্ডাল অধিকে[৫]॥

১-১অবশেষ খায় যে

** ইহার পর অতিরিক্ত—

যে মূঢ় বৈষ্ণব দেখি জাতি শুধায়।
যমের অধিকারে সে উদ্ধার না পায়॥

২-২কাগ শকুনী খায় চক্ষু ঠেকে যম দায়। ৩-৩কৃষ্ণ অন্ন জন

৪দেখ ৫-৫কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল নহে হয় দ্বিজাধিক।

পদ্ম পুরাণে লেখে ভক্ত[১] শূদ্র নহে।
অভক্ত জন হৈলে চণ্ডাল সম কহে॥
তথাহি—
মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যজানন্তি স্থানাদ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
দূরে সাধু দেখি যদি নিকটে না যায়।
দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত কৃষ্ণ নাহি পায়॥
নিয়ম নাক্রি ঐছে মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
[২]যে ইহা না বুঝে সে শৃগাল কুকুর[২]॥
[৩]অতি হীন জাতি যদি সে বৈভব হয়[৩]।
কৃষ্ণের করুণাপাত্র [৪]বলি সভে লয়[৪]॥
বৈষ্ণব হইলে নাহি পাণ্ডিত্য বিচার।
সেবক হইয়া কৃষ্ণ [৫]পাছে ফিরে তার[৫]॥
মহাকুল মুনিশ্রেষ্ঠ অভক্ত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণভক্ত চণ্ডালের হাতে খায় অন্ন॥
অভক্ত জনের অন্ন কুকুরের বিষ্ঠা।
মদিরা সমান জল তার হয় নিষ্ঠা॥
তথাহি—
কৃষ্ণ মন্ত্র বিহীনস্য পাপিষ্ঠস্য দুরাত্মানাং
শ্বানবিষ্ঠা সমচান্ন জলঞ্চ মদিরা সম॥
হয় বা নয় দেখ ভাগবত পুরাণ।
অভক্তের চিহ্ন এই সর্ব্ব শাস্ত্রে গান॥
পরম উত্তম হয় ভক্ত জনের অন্ন।
জল পরশে তার গঙ্গা জল হেন॥

[১]কৃষ্ণভক্ত [২-২]অন্যমত হইলে নর নাহিক নিস্তারে
[৩-৩]অন্য অন্য জাতি যদি বৈষ্ণব হয়
[৪-৪]সর্বশাস্ত্রে কয় [৫-৫]ফিরএ যাহার

……থাকে যদি দেখি অকিঞ্চন।
সাক্ষাৎ জানিবে[১] সেই হয় নারায়ণ॥
হেন বৈষ্ণব সব দাণ্ডাব যার কাছে।
………থাকে তার পাছে॥
তথাহি—
মুহূর্ত্তং মুহূর্ত্তার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ
তত্রস্থানং পরিত্যজ্য নরো যান্তি…॥
দিনে একবার যদি বৈষ্ণব সভা যায়।
আপনে পিয়াদা কৃষ্ণ তার পাছে ধায়॥
বৈষ্ণব যাহার গৃহে ভুঞ্জে একবার।
তার [২]গৃহে নাহি ভাই যমের[২] অধিকার॥
এক বৈষ্ণবের যদি তুষ্ট করে মন।
প্রভু কহে [৩]আমা হেন হয় কোটি গুণ[৩]॥
যত তুষ্ট হই আমি শালগ্রাম পূজায়।
তত তুষ্ট হই আমি বৈষ্ণব সেবায়॥
বৈষ্ণব সেবার ফল চারিবেদে গায়।
জন্মে জন্মে রহ মন বৈষ্ণবের পায়॥
[৪]দেখ ঠাকুর বৈষ্ণব বিনে নাহিক উপায়।
ধনে জনে বিকাইনু বৈষ্ণবের পায়॥
দুঃখে……সর্ব্ব পরিবারে।
বৈষ্ণব চরণ ভজ হইবে উদ্ধারে[৪]॥
বৈষ্ণবের মহিমা গুণ কে পারে বর্ণিতে।
(আপনি শ্রীকৃষ্ণ) কহে বেদ মুখেতে॥
বৈষ্ণব গোসাঞির ভাই[৫] অপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নারে সীমা॥
ইহাতে (যাহার চিত্তে না থাকে) অন্যথা।
[৬]পাণ্ডবের বনবাসে দেখহ[৬] সর্ব্বথা॥

[১]দেখিবে [২-২]উপরে নাক্রি যম [৩-৩]আমি তুষ্ট হই ততক্ষণ
[৪-৪]'দেখ ঠাকুর … উদ্ধারে' ইত্যাদি স্থানে—
স্ত্রীপুত্র ধনজন এসব পরিবার।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর হইবে উদ্ধার॥
[৫]গুণ [৬-৬]পাষণ্ডীর সঙ্গে বাস জানিবে

সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাাছে নিয়মে।
সহস্র (পুণ্য হইলে রাজা করএ ভোজন) ॥
[১]বৈষ্ণব ভোজন আর মন শুধিবারে।
এক বৈষ্ণব না আইল চিন্তিত অন্তরে ॥
হেনকালে ... ... বৈষ্ণব আইল্য।
আনন্দিত হৈঞা তারে ভোজনে বস্যাইল্য ॥
প্রভু দিয়াছে রাজা সংখ্যা পুর্ণ তরে।
সহ ... ... বাজে একবারে ॥
সেই বৈষ্ণব এক গ্রাস করেন ভোজনে।
সঘনে শঙ্খধ্বনি হয় রাজা বিস্ময় মনে ॥
যদ্যপি ... ...।
উপস্থিত হৈলা কৃষ্ণ রাজার উপনিত[১] ॥

[১-১]'বৈষ্ণব ভোজন ... উপনীত' ইত্যাদি স্থানে—
বৈষ্ণব মহিমা প্রভু জানাবার তরে।
মায়া করি কহিলেন কৃষ্ণ রাজার অন্তরে ॥
দ্রৌপদী রন্ধন করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
পথ নিরীক্ষণ করে ভাবিয়া রাজন ॥
অপরাহ্ন কাল গেল কেহো না আইল।
অন্তরে সন্তাপ করি ভাবিতে লাগিল ॥
হেনই সময়ে এক বৈষ্ণব আইলা।
তারে দেখি সম্ভ্রমে সম্মান করিলা ॥
আনন্দিত হঞা তবে বড় শ্রদ্ধা করি।
সন্তে মেলি রহে তবে কর জোড় করি ॥
সেই অকিঞ্চন বৈষ্ণব ভোজনে বসিল।
এক গ্রাস মুখে দিতে জয় ঘন্টা বাজিল।
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির চাহে শঙ্খ পানে।
সেই শঙ্খ পুন পুন বাজে ঘনে ঘনে ॥
দেখিয়া রাজার মনে হইল বিস্ময়।
তাহা দেখি অর্জুন কিছু জোড় হস্তে কয় ॥
যদ্যপি যুধিষ্ঠির ভক্তি হয় ধীর।
তথাপি কৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন গভীর ॥
ভক্তাধীন কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি জানাবার তরে।
উপনীত হইল কৃষ্ণ রাজার গোচরে ॥

—

কৃষ্ণ দেখি সভে মিলি পড়িলা চরণে ;
অনাথের নাথ কৃষ্ণ করোঁ নিবেদনে ॥
তোমার [১]মায়া প্রভু বুঝিতে কে[১] পারে ।
ইহার বিষয় প্রভু কহিবে আমারে ॥
সহস্র ব্রাহ্মণ আসি করএ নিয়ম ।
সহস্র পুর্ণ হইলে আমি করিএ ভোজন ॥
আজি কেনে দেখি প্রভু তোমার বিড়ম্বনা ।
এক ব্রাহ্মণ না আইল (মনেতে যন্ত্রণা) ॥
কৃষ্ণ কহেন রাজা তুমি দুঃখ কেনে মনে ।
আজি তোমার ভাগ্যের সীমা [২]কে করে গণনে[২] ॥
দেখ এক বৈষ্ণব আজি করিল ভোজন ।
শতকোটি বিপ্র নহে বৈষ্ণবের সম ॥
কৃষ্ণের বাক্য শুনি রাজার মন তুষ্ট হৈল ।
বৈষ্ণব মহিমাগুণ গাইতে লাগিল ॥
বৈষ্ণব ভজরে ভাই দেখ বৈষ্ণব মহিমা ।
আপনে প্রভু যার দিতে নারে সীমা ॥
শ্রীযুত আচার্য্য প্রভুর চরণ করি আশ ।
বৈষ্ণবামৃত কহে নরোত্তম দাস ॥
ইতি বৈষ্ণবামৃত সম্পুর্ণ ॥

(সা.প. ৫০৮ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

[১-১]মহিমা প্রভু কে কহিতে [২-২]না যায় কথনে

বৈষ্ণবামৃতের পাঠান্তর সম্পর্ণ।

রাগমালা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য জয় । শ্রীগুরবে নমঃ
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥
মূর্খ নীচ হই আমি অতি অজ্ঞ জন ।
দয়া করি কর মোরে বাঞ্ছিত পূরণ ॥
অজ্ঞ জন করে যদি ঔষধ ভক্ষণ ।
তথাপি হয় তার ব্যাধি বিমোচন ॥
তৈছে মুর্খ মুঞি ইহা কর বড় সাধ ।
তোমরা করুণা করি করহ প্রসাদ ॥
পূর্বাপর ক্রমে জদি নাহি মোর মন ।
তথাপি দয়া মোরে করিবে সাধুজন ॥
বালক যদি মাতার স্থানে করে অপরাধ ।
স্নেহ করি মাতা তবু করেন প্রসাদ ॥
অতএব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণে ।
প্রণাম করিয়া কিছু করিয়ে বচনে ॥
সাধুমুখে যে কিছু করিল শ্রবণ ।
পুন সাধু শাস্ত্রে তাহা করিল দর্শন ॥
আমি মুর্খ তাহা কিছু না পারি বুঝিতে ।
সংস্কার নাহি তাথে নারি প্রবেশিতে ॥
অতএব ভাষারূপ করিএ লিখন ।
যে কিছু স্মরয়ে তাহা করিএ রচন ॥
কৃষ্ণ যবে বৃন্দাবনে করএ ভ্রমণ ।
গন্ধগুণে গোপিকারে[১] করে আকর্ষণ ॥

পাঠান্তর সা.প. ২৫৯৯ পুথি হইতে গৃহীত—

[১]গোপীগণে

শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ আর।
রসস্পর্শ গুণ পঞ্চ পরকার॥
এই পঞ্চগুণ শ্রীরাধিকাতে বৈসে।
তার ক্রম কহি কিছু[১] গুরু কৃপা লেসে॥
শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসিকাতে।
রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরেতে॥
স্পর্শগুণ অঙ্গে লাগে অতি সুশীতল।
যেই গুণ লাগি রাধা হইলা বিকল॥
এই গুণ হইতে পূর্ব্বরাগের উদয়।
পূর্ব্বরাগে[২] এবে করিএ নির্ণয়॥
আগে পূর্ব্বরাগ হয় দুইত প্রকার।
পাছে ছয় মত হয় তাহার প্রচার॥
অকস্মাৎ শ্রবণ আর হটাৎ দর্শন।
এই দুই মূল পূর্ব্বরাগ বিবরণ॥
এবে ছয় মত হয় তাহার আখ্যান।
তিন শ্রবণ আর তিন দরশন॥
বংশী দূতী সখী তিন হয় শ্রবণে।
স্বপ্ন সাক্ষাৎ চিত্রপট দরশনে॥
তার পশ্চাৎ উৎকণ্ঠা পশ্চাৎ দর্শন।
পূর্ব্বরাগ দুগ্ধবত রাগ অন্বেষণ॥
অনুরাগ দধি হয় উৎকণ্ঠা মথন।
পরে সাচ হইতে হয় প্রেম বৃক্ষের লক্ষণ॥
অতএব রাধিকা প্রেমের বৃক্ষ হইলা।
সেই বৃক্ষের দুই দিগে শাখা উপজিলা॥
এক শাখা ভাব আর মহাভাব হয়।
ভাব বামা আনন্দ দর্শন তারে কয়॥
মহাভাব দক্ষিণাকে করএ বিচ্ছেদ।
বামা দক্ষিণা এবে করিয়ে বিভেদ॥
বামা শাখাতে জন্মিলা তার নাম মিলা।
দক্ষিণ শাখাতে হইলা তাঁর নাম অমিলা॥

[১]এবে [২]সর্ব্বরস ক্রমে

মিলা আনন্দ ফল সম্ভোগ আক্ষান।
অমিলা বিচ্ছেদ ফল বিপ্রলম্ভ নাম ॥
সম্ভোগ রসের ফল অমৃত হইল।
বিপ্রলম্ভ রসের ফল বিষ হইল[১] ॥
[২]এবে ফলে[২] চারি নায়িকা নিকষিল।
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভে সমান হইল ॥
অতএব দুই রসে অষ্ট নায়িকা নিকষিল।
এই অষ্ট রসের অষ্ট নায়িকা প্রধান ॥
সম্ভোগের ভোক্তা চারি নায়িকার নাম।
অভিসারিকা বাসক সজ্জা তাহার আক্ষান ॥
খণ্ডিতা স্বাধীনভর্ত্তৃকা চারি হয়।
এবে বিপ্রলম্ভের করিয়ে নির্ণয় ॥
উৎকণ্ঠা কলহন্তরিতা বিপ্রলব্ধা।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয় চারি নায়িকা ॥
একেক নায়িকাতে অষ্ট নায়িকা নিকসিল।
অষ্ট অষ্টে চৌষট্টি নায়িকা হইল ॥
অভিসারিকাতে অষ্ট নায়িকা প্রধান।
বাসকসজ্জাতে আট নায়িকার আক্ষান ॥
এই মতে সব ডালে শাখা নিকষিল।
অষ্ট নায়িকা এই বিবরি কহিল ॥
সেবা কিছু না লিখিল রহিল অবশেষ।
বুঝিবে রসিক জন বুদ্ধির বিশেষ ॥
আমি হীন বুদ্ধি অনুভব না জানি।
শাখাচন্দ্র ন্যায় রূপ করি টানাটানি ॥
শ্রীগুরু[৩] পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু এ সব আক্ষান ॥
এবে কহি শাখা[৪] অঙ্গে যে পল্লব হইল।
[৫]সে সব পল্লবে[৫] বৃক্ষের আনন্দ জন্মাইল ॥

[১]কহিল [২-২]এক্ষে ফলের [৩]শ্রীগুরু বৈষ্ণব [৪]সাক্ষাৎ
[৫-৫]সোসর

বাম শাখা পল্লবের কহিএ বিচার।
অসংখ্য পল্লব তার নাহি লেখার পার ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিএ লিখন।
যেবা কিছু মনে স্মরে দিগ দরসন ॥
প্রথম পল্লব ললিতা বিশাখা মুল অষ্ট।
তাহার মঞ্জরিগণে তারে কৈল পুষ্ট ॥
সে সব মঞ্জরির নাম পশ্চাতে কহিব।
মধ্যম পল্লব আগে ··· করিব ॥
অনেক তাহার গুণ না যায় লিখন।
কিছু মাত্র করি লিখি আপন (শোধন) ॥
মধ্যম পল্লব তার নাম প্রাণসখি।
[১]বাসন্তি আদি করি যত শশিমুখী[১] ॥
পত্র শিল্প কারি সখি সে সব পল্লব।
অন্তরঙ্গা মণিমঞ্জরি আদি এই সব ॥
ইহাকে কহি পত্র পরিচারি করি।
নিত্য সখি রাধিকাকে স্নেহ করে বড়ি ॥
প্রাণসখি রাধিকাকে করে স্নেহ পক্ষ।
সমস্নেহা পরমেষ্ট[২] সখি অষ্ট মুখ্য ॥
যদ্যপি দোহাতে করে প্রতি সমস্নেহা।
তথাপি রাধিকা প্রতি অতি বড় লেহা ॥
এই কহিল কিছু স্নেহের আচরণ।
এবে কহি পল্লবের পত্রের ব্যাখ্যান ॥
অনেক এসব কথা না যায় কথন।
পরম প্রেষ্ঠের গুণ করিএ লিখন ॥
শ্রেষ্ঠ সখি মধ্যে হয় উর্দ্ধ দুই শাখা।
সখি মধ্যে দুই দিগে মঞ্জরির লেখা ॥
অনেক মঞ্জরি তার প্রধান শ্রীরূপ।
রতি অনঙ্গ আদি তাহার স্বরূপ ॥
এসব মঞ্জরি বিগসিক্রা পুষ্প হয়।
পুষ্প হইয়া নিত্য করে বিলাস[৩] সহায় ॥

[১-১]শশিমুখী বাসন্তী আদি করি লিখি [২]পরম প্রেষ্ঠ [৩]লীলার

পুন সে পুষ্প সব নাম ধরে মালা।
রূপমালা লবঙ্গমালা আর রতিমালা॥
অনঙ্গমালা গুণমালা সুরঙ্গ মালিকা।
রঙ্গমালা রাগমালা গন্ধমালিকা॥
স্বর্ণ মালা আদি করি করিএ নির্ণয়।
মধ্যম পল্লব কহি যেবা কিছু হয়॥
প্রধান কন্দর্প মঞ্জরি মধুমঞ্জরি আদি।
সে পল্লবে মঞ্জরি নিকষিল বহুবিধি॥
মঞ্জরি বর্গের গুণ কহা নাহি যায়।
শ্রীমতীর সঙ্গে করে বিলাস[১] সহায়॥
শ্রীমতীর মাধুরি গুণমঞ্জরিতে স্থিতি।
রসরঙ্গ পরিপাটি করয়ে বসতি॥
রূপমাধুরি গুণে লবঙ্গ[২] মঞ্জরি।
অনঙ্গ মাধুরি গুণে অনঙ্গ মঞ্জরি॥
গুণ মাধুরি গুণে গুণ মঞ্জরি।
কাম মাধুরি গুণে কাম মঞ্জরি॥
রতি মাধুরি গুণে রতি মঞ্জরি।
প্রীতি মাধুরি গুণে প্রীতি মঞ্জরি॥
রস মাধুরি গুণে রস মঞ্জরি।
লীলা মাধুরি গুণে লীলা মঞ্জরি॥
প্রেম মাধুরি গুণে প্রেম মঞ্জরি।
বিলাস মাধুরি গুণে বিলাস মঞ্জরি॥
সৌরভ মাধুরি গুণে কোস্তুরি মঞ্জরি।
রাগ মাধুরি গুণে রাগ মঞ্জরি॥
রঙ্গ মাধুরি গুণে রঙ্গ মঞ্জরি।
কেলী মাধুরি গুণে কেলী মঞ্জরী॥
মাধুর্য্য মাধুরি গুনে মাধুর্য্য মঞ্জরি।
বাক্য মাধুর্যগুণে মধু মঞ্জরি॥

[১]লীলার [২]শ্রীরূপ

কান্তি মাধুরি গুণে স্বর্ণ মঞ্জরি।
কপোল মাধুরি গুণে ভানু মঞ্জরি ॥*
সৌন্দর্য্য মাধুরি গুণে কন্দর্প মঞ্জরি।
হস্ত মাধুরি গুণে হরিত মঞ্জরি ॥
পাদপদ্ম মাধুরি গুণে পদ্ম মঞ্জরি।
[1]অনন্ত মাধুরি গুণে আনন্দ মঞ্জরি ॥
অনঙ্গ মাধুরি গুণে হেম মঞ্জরি।
সৌভাগ্য মাধুরি গুণে গন্ধ মঞ্জরি[1] ॥
মঞ্জরিগণের কৈল দিগদরশন।
দক্ষিণ শাখার ক্রম[2] শুন সাধুজন ॥
দক্ষিণ পল্লবে পত্র হইল চারিমত।
যে মতে হইল পত্র শুন তার মত ॥
প্রিয় সখি আদি করি হয় সমস্নেহা।
যদি সমস্নেহা তভু কৃষ্ণে অতি লেহা ॥
কুরঙ্গাক্ষি মদনালসা আদি করি।
এসব কৃষ্ণের পক্ষ কহিল বিচারি ॥
বৃন্দা ধনিষ্ঠা আদি কৃষ্ণে স্নেহাধিকা।
প্রধান চন্দ্রাবলি আদি প্রতি পক্ষা ॥
শ্যামলাদি তটস্থ পক্ষা ভদ্রার যত।
[3]বিশাখা আর[3] তারা-বলি সকলি এমত ॥
চকোরাক্ষি শঙ্করী কুঙ্কুমাদি আর।
উপনয়ন খঞ্জনাক্ষি অষ্ট পরকার ॥
এসব কহিল কিছু করিঞা নির্ণয়।
এবে কিছু কহি সুন করিয়া বিনয় ॥
শ্রীরূপচরণ[4] পদ্ম করিঞা স্মরণ।
ভাষারূপ করি কিছু করিয়ে লিখন ॥

* অতিরিক্ত—
বাক্য মাধুর্য্যগুণে রসমঞ্জরী।

১-১'অনন্ত মাধুরী…গন্ধমঞ্জরী' চরণ কয়টি নাই।
২গুণ ৩-৩বিশারদা ৪শ্রীগুরু

এবে সাধক নাম সিদ্ধ নামের আক্ষান।
আশ্রিত নাম কহি করিঞা প্রণাম ॥
শ্রীচৈতন্য হয়েন ক্লিল মঞ্জরি।
প্রেমমালা[১] নাম অতি মনোহারি ॥
সৌভাগ্যমঞ্জরি নাম দাস গদাধর।
প্রেমানন্দ মালা নাম পরম সুন্দর ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরি হয় শ্রীরূপ গোসাঞি।
রূপমালা সম নাম আর শুনি নাঞি ॥
লবঙ্গ মঞ্জরি নাম গোসাঞি সনাতন।
স্বর্ণ মালা লবঙ্গবর্ণ তাহার আক্ষান ॥
রতিমঞ্জরি শ্রীরঘুনাথ দাস।
রাগমালা নাম বর্ণ সূর্যের আভাষ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি অনঙ্গ মঞ্জরি[২]।
গুণ মালা অঙ্গ বর্ণ অতি মনোহারি ॥
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি রসমঞ্জরি নাম ধরে।
প্রেমমালা[৩] পিতবর্ণ বুলিয়ে তাহারে।
শ্রীলোকনাথ গোস্বামি নাম আনন্দ মঞ্জরি।
রসমালা রঙ্গ বর্ণ নাম বিচারি ॥
এই প্রভু হয়ে মোর কুলের দেবতা।
সে লইতে মোর হয় প্রফুল্লতা ॥
সে প্রভুর চরণে মোর কোটী প্রণাম[৪]।
দয়া করি কর মোরে কৃপা দৃষ্টি দান[৫] ॥
বিলাস মঞ্জরি নাম শ্রীজীব গোসাঞী।
বিদ্যুৎমালা বিলাস বর্ণ সম আর নাঞী ॥
শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামি কস্তুরি মঞ্জরি।
গন্ধমালা রূপবর্ণ সভাতে আগলি ॥
যে কহিলু মুঞি হইঞা মুর্খ জন।
তাহাতে অপরাধ না লবে সাধুজন ॥

[১]প্রেমাঙ্গমালা [২]গুণমঞ্জরী [৩]রসমালা [৪]নমস্কার [৫]কর

পূর্ব্বাপর শুদ্ধাশুদ্ধ নারিএ বুঝিতে।
তেই নিবেদন করি দয়া কর মোতে॥
মো সম পাপি কেবা আছে ত্রিভুবনে।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ ভাবি মনে মনে॥
অতএব দোঁহে মোরে কর কৃপা দান।
তোমরা করিলে দয়া হইবে কল্যাণ॥
আমি লিখি এই সব মোর নাক্রি মনে।
যে লাগি তাহা [১]করি করি[১] নিবেদনে॥
একদিন সহবাস[২] বৈষ্ণবের সঙ্গে।
বসি আছিএ সভে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥
এই কালে এক ঠাকুর করিঞা যতনে।
মোরে বহু কৃপা করি কহিল বচনে॥
শুন শুন কহি মোর হাতেত ধরিঞা।
একখানি গ্রন্থ তুমি লিখহ বসিঞা॥
শ্রীরূপানুগ লক্ষণ কিছু বুঝিতে নারিএ।
তার ক্রম লিখ যদি তবে সুখ পাইএ॥
এত বলি সভে গেলা আমার হইল ভয়।
কেমতে লিখিব তাহা না জানি নিশ্চয়॥
এই কালে মোর মনে হইল অনুভব।
বাঞ্ছা কল্পতরু হয় শ্রীগুরু বৈষ্ণব॥
কামধেনু কল্পতরু তাহার আক্ষান।
কেনে না করিব মোর বাঞ্ছিত পুরণ॥
এ সব ভরোসায় মনে বড় হইল দম্ভ।
সেই ক্ষণে গ্রন্থের করিল আরম্ভ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিঞা স্মরণ।
ভজনের ক্রম এবে করিএ লিখন॥
মঞ্জরিগণের নাম করিল নিশ্চয়।
আর যেবা আছে কিছু করিয়ে নির্ণয়॥
মঞ্জরির গুণ বৈসে শ্রীরূপ মঞ্জরিতে।
এই সব ক্রম বৈসে আর আপনাতে॥

[১-১]লিখি তাহা [২]হয় বাস

এই সব ক্রম কহি যেবা কিছু আইসে ।
সে সব কহিএ ক্রম মনের হরিষে ॥
মনে লবঙ্গ মঞ্জরির গুণ বৈসে ।
বুদ্ধ্যে অনঙ্গ মঞ্জরির গুণ বৈসে ॥
গুণে গুণ মঞ্জরির গুণ বৈসে ।
অন্তরে কাম মঞ্জরির গুণ বৈসে ॥
অঙ্গে স্বর্ণ মঞ্জরির গুণ বৈসে ।
কন্ঠে ভৃঙ্গ মঞ্জরির গুণ বৈসে ॥
জিহ্বাতে রস মঞ্জরির গুণ বৈসে ।
বাক্যে মধুমঞ্জরির গুণ বৈসে ॥
নেত্রে রূপমঞ্জরির গুণ বৈসে ।
নাসাতে কস্তুরি মঞ্জরির গুণ বৈসে ॥
কর্ণে লীলা মঞ্জরির গুণ বৈসে ।
বক্ষে প্রেম মঞ্জরির গুণ বৈসে ॥
হস্তে বিলাস মঞ্জুরির গুণ বৈসে।
এই সব গুণ বৈসে শ্রীরাধিকাতে ।
শ্রীরূপমঞ্জরিতে আর আপনাতে ॥
এই সব গুণ নেত্রে দুই গুনে টানে ।
শ্রীরূপ আশ্রিত হয় এইত সন্ধানে ॥
শ্রীরূপ প্রাপ্তি রূপ সাধ্য সাধন ।
আপনেহ রূপাশ্রিত মনে অনুক্ষণ ॥
রূপের ক্রম হইলে রূপ মিলে সর্ব্বথায় ।
এই হেতু রূপানুগা সর্ব্ব গ্রন্থে কয় ॥
ক্রমরূপে কহি এবে উপাস্য উপাসনা ।
উপাস্য রাগানুগা কামানুগা উপাসনা ॥
কাম গায়ত্রির স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হয় ।
কাম গায়ত্রিতে হয় রাধিকার আশ্রয় ॥
এই ক্রমে[১] শ্রীরাধিকা হয় কামানুগা ।**
শ্রীরাধিকা হয় কামবিজ স্বরূপা ॥

[১]হেতু
** অতিরিক্ত—
তাহার আশ্রয় উপাসনা কামানুগা ।

কৃষ্ণের আশ্রয় তাতে শুন অপরূপ।
এই লাগি কৃষ্ণ প্রেমানুগা হয়।
কৃষ্ণ হএন তেই প্রেমের আশ্রয় ।।
প্রেমের আশ্রয় উপাস্য রাগানুগা।
অতএব রাগবন্ত আপনে রাধিকা ।।
তাহার অনুগত হইলা সখিগণ।
তাহার আশ্রয় উপাস্যের কহি ক্রম ।।
সাধ্য সাধন প্রাপ্তি তাতে সাধন[১] সখী।
সাধন সেবা প্রাপ্তি রাগ এই সব লিখি ।।
সাধক দেহকে কহি সেবার[২] আশ্রয়।
সিদ্ধ দেহকে কহি সেবার[৩] আশ্রয় ।।
আশ্রিত দেহের এবে অনুক্রম লিখি।
রাগের আশ্রয় আপনে সাধক সাধয় সখি ।।
সাধন সেবায় প্রবর্ত্ত দেহের ভজন।
[৪]প্রবর্ত্ত দেহ গুরু আশ্রয় সমন্ধ[৪] ।।
ভজনে বন্ধু সম্বন্ধ সাধনে সখি সমগুণ।
এবে কহিএ সদা স্থিতির লক্ষণ ।।
শ্বশুর বাড়িতে আর মাতাপিতার ঘরে।
সর্ব্বথাতে শ্রীরাধিকা গতাগতি করে ।।
সখির গমনাগমন হয় রাধিকার সঙ্গে।
মঞ্জরির গমন হয় অতি বড় রঙ্গে ।।
মঞ্জরিগণ সর্ব্বক্ষণ থাকে রাধা সঙ্গে।
একক্ষণ সঙ্গ ছাড়া না হয় অনুরাগে ।।
সর্ব্বক্ষণ সেবা করে প্রেমে উনমতা।
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দ রাধিকা ।।
কেহ কেশ বেস করে কেহোত সিন্দুর।
কেহোঁতগাথএ হার দিঞা নানা ফুল ।।
কেহত চন্দন ঘষে কেহো তাম্বুল বীজন।
তাহা দেখি মগ্নসুখী রাধিকার মন ।।

[১]সাধ্য [২]সখির [৩]সখির
[৪-৪]প্রবর্ত্ত দেহের রূপ আশ্রয় সেব্যক সম্বল।

সেবা দিঞা সুখী করে যত সখীগণ।
এবে বারমাসের ক্রম সুন সাধুজন ॥
শ্রীপঞ্চমীর তিন দিবস থাকিতেই যান।
বাপের ঘরে আসি করে হোলির বিধান ॥
মাঘ ফাল্গুন চৈত্র থাকেন বাপের ঘরে।
ফাগু দোল পুষ্প দোল করে কুতূহলে ॥
যতদিন হুলি খেলে নাহি গোচারন।
হুলি খেলা ছলে মধ্যাহ্ন[১] মিলন ॥
পুন বৈশাখ মাসে যান শ্বশুরের ঘরে।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠী আষাঢ়ের সাতাইস দিন পরে ॥
শ্বসুরের ঘর যান তিন দিন থাকিতে।
হিন্দোলা লীলা আর ঝুলনা খেলিতে ॥
শ্রাবণ ভাদ্র আর চব্বিশ আশ্বিন।
পুন শ্বশুর ঘর যান থাকিতে তিন দিন ॥
পঞ্চদিন থাকিতে রাই জাবট আসিঞা।
সখি সঙ্গে লিলা করে গোপনে বসিঞা ॥
কাত্তিক অগ্রাহয়ন আর পৌষ মাসে মাস।
মাঘের শ্রীপঞ্চমীতে পুন মাতার ঘরে বাস ॥
এই তো কহিল বার মাসের নিয়ম।
মাতাপিতার ঘর শ্বশুর ঘর এই অনুক্রম ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তাহার আক্ষান ॥
প্রভু সম্মতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
এ সব আক্ষান কহে নরোত্তম দাস ॥
ইতি রাগমালা সম্পূর্ণ ॥

(ক.বি. ৫৬৫ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

[১]সদা হয়ত

রাগমালার পাঠান্তর সম্পূর্ণ

কুঞ্জবর্ণন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যয়েবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যঃ বৈষ্ণবেভ্যঃ নমঃ নমঃ ॥
বন্দিব শ্রীগুরুদেব আনন্দ করিয়া।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করোঁ ভূমেতে পড়িয়া ॥
যাহার প্রসাদে সর্ব্ব সিদ্ধি অব্যাহতি।
তাহ্যার চরণ বিনু অন্য নাহি গতি ॥
কৃপা করি প্রভু মোরে বৈষ্ণব জানাইলা।
বৈষ্ণব জানিহ বুলি উপদেশ কৈলা ॥
সেই আজ্ঞা বলে লইনু বৈষ্ণব শরণ।
বৈষ্ণব আজ্ঞাতে পাইনু সন্ধান ভজন ॥
পতিত পাবন প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি।
যে না ভজে বৈষ্ণব তার কভু সিদ্ধি নাই ॥
অনন্য হৈয়া করে বৈষ্ণব শরণ।
সব অকারণ বিনা বৈষ্ণব চরণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জানে করে সদা নিত্য গান।
তথাপি তাহাতে কৃষ্ণের নাহি অবধান ॥
কলি প্রতি কহিল প্রভু অনেক বিধানে।
তাহারে বিষয় যাতে কহিল কারণে ॥
আমা ভজে যে না পূজে বৈষ্ণব চরণ।
তাহারে বিষয় কর কহিল কারণ ॥
তথাহি দশম স্কন্ধে—
নৃত্যন্তি গায়ন্তি জপন্তি নিত্যং যদায়মানাং তবনাম গ্রহণ।
তথাপি লোকানু ভজন্তি ভক্ত্যা নস দৈবম(ত্ত) বিষয়ো ভবিষ্যতি ॥
অতএব ভজ ভাই বৈষ্ণব চরণ।
কায় মন বাক্যে লও চরণে শরণ ॥

বিদ্যা ধন জাতি কুল নাহিক যাহার।
বৈষ্ণব হইলে সেই পূজ্য সভাকার॥
আমি অতি হীন দুষ্ট মোরে কৃপা কৈল।
ইহাতেই বৈষ্ণবের মহিমা জানিল॥
বৈষ্ণব গোসাঞি জাতি কুল নাহি চান।
সবেই এক নামাত্র(?) শ্রদ্ধা ভক্তি পান॥
সেই শ্রদ্ধা লক্ষ্যে (?) প্রবিষ্ট হয়েন হৃদয়ে।
প্রবেশিয়া হৃদি মাঝে প্রেম প্রকাশয়ে॥
বর্ষান্তের জল বৃষ্টি সদা সেই স্থানে।
বসিতে না পাই হয় পর্ব্বত প্রমাণে॥
কোন স্থানে নীর যদি এক সন্ধি পায়।
তবহি তাহা ভাঙ্গি সকল ভাসায়॥
এমন বৈষ্ণবের শরণ যে না লয়।
অমৃত তেজিয়া যেন বিষ ভক্ষয়॥
মনুষ্য হইয়া যে বৈষ্ণব না ভজিল।
হেনই দুর্লভ জন্ম বৃথা মাত্র গেল॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করি নিবেদন।
দম্ভ কপট ছাড়ি ভজ বৈষ্ণব চরণ॥
জানি বা না জানি মুই শ্রীগুরু আজ্ঞায়।
সব তেজি লইনু শরণ বৈষ্ণবের পায়॥
শরণ লইনু মাত্র বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা করি দিলা মোরে ভজন সন্ধানে॥
তাহা পাঞা মোর মনে আনন্দ হইল।
বুঝিব পয়ার করি মনে ইচ্ছা হৈল॥
বুঝিতে নারিলে সুখ নাহি হয় মনে।
নিবেদন কৈল তাহা শ্রীগুরুচরণে॥
মোর মাথে পাদ ধরি আপনে কহিলা।
বুঝহ পয়ার করি মোর আজ্ঞা হৈলা॥
বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে বদরি মূলে বসি।
এই আজ্ঞা দিলা মোরে কৃপা দৃষ্টে হাসি॥
শ্রীগুরু আজ্ঞায় মোর এতেক সাহসা।
বৈষ্ণব চরণে তেঞি এতেক ভরসা॥

শ্রীব্রজ মণ্ডল আগে করিব বর্ণন।
স্বয়ং ভগবান যা'তে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
তার মধ্যে বৃন্দাবন করিব বর্ণন।
অনুক্ষণ যাঁহা রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়ন॥
নন্দাদি বন্দিব আগে আর যশোমতি।
সব মতে জানেন যেহোঁ কৃষ্ণের পিরিতি॥
শ্রীকুণ্ড গোবর্ধন বন্দিব একমনে।
নিত্যলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে যেই খানে॥
শ্রীকুণ্ডের মহিমা আমি কি কহিতে জানি।
সেই সব লিখি যাহা সাধু মুখে শুনি॥
শরণ লইনু মুঞি অষ্ট সখীর পায়।
অষ্ট সখীর কুঞ্জ আগে করিব নির্ণয়॥
আগেতে করিব শ্রীকুণ্ডের বর্ণন।
অত্যন্ত প্রেয়সী কৃষ্ণের হয় সেই জন॥
কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় রাধাঠাকুরাণী।
অতএব কুণ্ডের মহিমা শাস্ত্রেতে বাখানি॥
তথাহি—
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীসু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
চারিদিকে রতনের বান্ধা চারি ঘাট।
প্রতি ঘাঠ উপরেতে মণ্ডপ সুঠাট॥
রত্নময় বান্ধা তাহাঁ তাহার উঠান।
ঘাটের দুই পাশে মণি কুটির সুঠান॥
মণ্ডপের পাশে আছে বৃক্ষ শাখাগণ।
নানা পুষ্পে নানা বস্ত্রে হিন্দোলা দোলন॥
দক্ষিণে চম্পক বৃক্ষ রত্ন হিন্দোলা।
রাধাকৃষ্ণ সেই স্থানে করে নানা খেলা॥
পূর্ব্বে অগ্নি কোণে শ্যামকুণ্ড মধ্যে রত্নস্তম্ভ।
মধ্যে সেইত বৃক্ষে আছে অবলম্ব॥
কুঞ্জ বেষ্টিত নানা বৃক্ষ শোভে মনোরম।
প্রতি মূল রত্নে বান্ধা বেদি সর্ব্বোত্তম॥

রাধাকৃষ্ণ সেই রত্ন বেদির উপরে ।
সখিগণ আছে তাহা আনন্দে বিহরে ॥
মানিক কুটির আছে প্রতি বৃক্ষ মূলে ।
রাধাকৃষ্ণ বসি তাহা চারিদিগ ভালে (?) ॥
গলা সম উচ্চ কেহো নাভি প্রমাণ ।
কোন কোন বেদি হয় বুক সমান ॥
আর কোন বেদি হয় জানু প্রমাণ ।
অতি বিলক্ষণ বেদি দেখিতে সুঠান ॥
কুণ্ড চারিকোণে শোভে মাধবীর কুঞ্জ ।
চতুঃশালা বেষ্টিত রাসমণ্ডপ বহ পুঞ্জ ॥
অশোক কেশরাদি করিয়া অনেক ।
লিখিতে না পারি পুষ্প আছয়ে যতেক ॥
তাহা বই কদলি বৃক্ষ কুঞ্জ বেষ্টিত ।
থরে থরে শোভে পাকা কাঁচা ফল সহিত ॥
তাহার বাহিরে আছে বেষ্টিত পুষ্পবন ।
দেখিতে সুন্দর অতি সব উপবন ॥
কুণ্ডের উপরে রত্ন মন্দির আছএ ।
কুণ্ড বনে ছয় ঋতু মূর্তিবন্ত সেবএ ॥
বৃন্দা দেবী শ্রীকুণ্ড সেবা করে সর্ব্বক্ষণ ।
অতি সুগন্ধিত জলে করে সম্মার্জন ।
হিল্লোলাদি পদ্ম মণ্ডপাদি করিঞা ।
সংস্কার করিল বৃন্দা আনন্দিত হঞা ॥
উড়েত ফুল গুচ্ছ পতাকা সহিত ।
অপূর্ব্ব ফুলের ঝারা তাহাতে শোভিত ॥
তার মধ্যে লীলাকুঞ্জ অতি বিলক্ষণ ।
অত্যন্ত সুগন্ধ কুঞ্জ গন্ধে হরে মন ॥
বাসিত সুগন্ধি পুষ্প শয্যা তার মাঝে ।
নীল পীত শ্যাম শ্বেত পুষ্প তাহাঁ সাজে ॥
মধু তাম্বুল পাত্র আদি অনেক আছয় ।
কুঞ্জ দাসী শত শত চরণ সেবয় ॥
পুষ্প তুলি সেবাযোগ্য সামগ্রী করণ ।
যেই আজ্ঞা হয় তাহা আনি শীঘ্র দেন ॥

কুঞ্জবেষ্টিত পুষ্প বাটি বহুত আছয়।
লখিতে না পারি সব চিদানন্দ ময় ॥
আর যত উপবনে সামগ্রীরমূল।
যখন যে চাহি তাহা আছয়ে সকল ॥
সেইখানে বৃন্দা দেবী নিজগণ লঞা।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা করে আনন্দিত হঞা ॥
সেই কুণ্ডের জলে আছে কহলর রক্তোৎপল।
পুণ্ডরীক পদ্ম সুগন্ধি কেসরাদি সকল ॥
তাহাতে কুণ্ডের জল সদা সুগন্ধিত।
নানা বর্ণ ডাহকি হংস তাহাতে শোভিত ॥
সারসের শব্দে আর কোকিলের গানে।
সুললিত শব্দ শুনি জুড়ায় শ্রবণে ॥
বৃক্ষে শুক শারী সব আনন্দিত হঞা।
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় পুলকে পুরিঞা ॥
ময়ূর ময়ূরী কৃষ্ণ কান্তি দেখিঞা।
তারা সব নৃত্য করে আনন্দিত হঞা ॥
পত্রের লহরি কিবা ডাল সুশোভিত।
চাতকাদি পক্ষি শব্দ করে সুললিত ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখ কোটি চন্দ্র শোভা।
চকোর চকোরী তাহে অতি মনলোভা ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল শ্রীকুণ্ডের আখ্যান ॥
শ্রীকুণ্ড বেষ্টিত অপূর্ব্ব কুঞ্জ শোভয়।
অষ্ট দিগে অষ্ট সখীর কুঞ্জ আছয় ॥
মদন সুখদা কুঞ্জ কুণ্ড ঈশানে।
বিশাখা নন্দদা কুঞ্জ তার নামে ॥
বিশাখার শিষ্য এক নাম মঞ্জুমুখী।
কুঞ্জ সংস্কার করে হঞা বড় সুখী ॥
কুঞ্জে নানা বৃক্ষ আছে পুষ্প সুসার।
তাহার সৌরভে অলি করয়ে ঝংকার ॥
আনন্দিত হঞা ভৃঙ্গ করে মধুপানে।
শ্রবণ প্রফুল্ল হয় কোকিলের গানে ॥

নানা মত কুটির তার দ্বার সুন্দর।
দিব্য শয্যা রচন আছে তাহার উপর॥
অতি সে সুন্দর কুঞ্জ শোভে মেঘবর্ণ।
সে কুঞ্জে বিহরে রাধা মদনমোহন॥
আনন্দে লহরি সব বরিখএ পুঞ্জে।
শ্রীবিশাখার নিজ মন্দির সেই কুঞ্জে॥
বিশাখার যত সখী তার করি লেখা।
মাধবী মালতী আর গন্ধ রেখিকা॥
কস্তুরী হরিণী বলি আর যে চপলা।
সুরভি শোচনাদি এই যূথ মেলা॥
কুণ্ডের পূর্ব্ব দিগে কুঞ্জ আছে চিত্র নাম।
শ্রীচিত্রাঠাকুরাণী কুঞ্জ বৈচিত্র নাম॥
চিত্রবর্ণ দেখি সব ভ্রমরের গণ।
চিত্র কুটির চতুঃশালা চিত্র প্রাঙ্গণ॥
চিত্র মণ্ডপ চিত্র হিন্দোলাদি করিঞা।
সকল আছয়ে তাতে আবৃত হইঞা॥
অপূর্ব্ব সে কুঞ্জ দেখি হয় চমৎকার।
নানা বর্ণে একত্র হইলে চিত্রবর্ণ নাম তার॥
চিত্রার যূথ কিবা বলিবারে জানি।
রসালিকা তিলোকনী আর সৌরসেনী॥
সুগন্ধিকা বাসিনী আর কামনাগরী।
নাগরী নাগবেণী এই অষ্ট লেখা করি॥
মনোহর কুঞ্জ আছে কুণ্ডের অগ্নিকোণে।
ইন্দুরেখার সুখদা কুঞ্জ আছে সেই স্থানে॥
চন্দ্র কান্তি কুঞ্জের নাম ফটিক স্তম্ভিত।
ফটিক চৌথর সব দেখিতে শোভিত॥
শ্বেত পদ্ম মল্লিকা কুন্দ কিরণ আদি।
লতা পত্র কোকিল শুক শারি ভ্রমরাদি॥
সে স্থানে যাহার স্থিতি সেই শ্বেতবর্ণ।
পক্ষ পরিজান (?) নিজ শব্দ হয় পূর্ণ॥
পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণ শুক্ল বর্ণ ধরিঞা।
নানা লীলা রস করে সখিগণ লঞা॥

ক্রীড়া কালে যদি কেহ যায় সেই স্থানে।
অনুগা বিহীনে কেহ না পায় দর্শনে॥
শুভ্র কেলি শয্যা তথা দেখিতে মনোরম।
পূর্ণতা তাহে আছে ইন্দুরেখার নাম॥
শ্রীইন্দুরেখার যূথ কহিতে না আঁটি।
তুঙ্গভদ্রা রসতুঙ্গা আর রঙ্গবাটি॥
সুসঙ্গতা চিত্ররেখা আর সুচিত্রাঙ্গী।
মদনী মদনালসা এই সব সঙ্গী॥
চম্পকানন্দদা কুঞ্জ শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে।
চম্পকলতার সুখস্থল হেমকুঞ্জ নামে॥
পাকশালা আছে মধ্যাহ্ন তাহাঁ হয়।
ভোজন বেদিকা এক তাহাতে আছয়॥
নিজ সখি সঙ্গে তেহোঁ করেন গমন।
কদাচিত কোনদিন করেন ভোজন॥
শ্রীরাধিকা নিজসখিগণ লঞা সঙ্গে।
আশ্চর্য্য কুঞ্জের শোভা দেখে নানা রঙ্গে॥
স্থান হেম বৃক্ষলতা হেমের আকার।
হেমবর্ণ শুক শারী কোকিল ভ্রমর॥
মণ্ডপাদি কুটির চত্বর প্রাঙ্গণ।
হেম পার্ষদ সব দেখিতে হেমবর্ণ॥
বস্ত্রভূষা হেম বর্ণ কুঙ্কুম বিলেপনে।
গৌরাঙ্গ বেশ ধরেন শ্রীকৃষ্ণ আপনে॥
প্রেম আলাপন শুনেন আনন্দিত হঞা।
রাধাকৃষ্ণ তাহা একাসনেতে বসিঞা॥
ইহা দেখি চন্দ্রাবলীর প্রিয় সখি সখা।
ঈর্ষা করি জটিলা স্থানে কহে গিয়া কথা॥
আমরা কহিলে তুমি মান মিথ্যা করি।
আইস দেখাব তোমার বধুর চাতুরী॥
আপনে আসিয়া তবে দেখ দুই জনে।
দুই জনে বসিয়াছে এক সিংহাসনে॥
এত শুনি জটিলা অতি ত্বরায় আসিঞা।
দেখেন শ্রীরাধা আছেন একলে বসিঞা॥

গৌরবর্ণ দেখি পদ্মাকে কুটিল জানিঞা।
শ্রীমতীকে আশীর্ব্বাদ যায়েন করিঞা॥
চম্পকলতার শুন কহি যুথ মেলা।
কুরঙ্গাক্ষি সুচরিতা আর মণি কুন্তলা॥
মণ্ডলী চন্দ্রিকা আদি চন্দ্র তিলকা।
কুরঙ্গাক্ষি সুমন্দিরা এই অষ্ট লেখা॥
কুণ্ডের নৈঋতে রঙ্গদেবীর কুঞ্জ শ্যামল।
রাধাকৃষ্ণের সেই কুঞ্জ অতি প্রিয় স্থল॥
তরুলতা বর্ণ সব শ্যামল আকৃতি॥
সুন্দর শোভয়ে লতা শ্যামল আকৃতি॥
শ্যামবর্ণ কুটির কুঞ্জ শ্যাম চৌখর।
ইন্দ্রনীল মণি প্রায় নব নিদকর (?)॥
প্রত্যেক পত্র পুষ্পে মধু স্রবে অনুক্ষণ।
এইমত এই কুঞ্জের অপূর্ব্ব কথন॥
ইন্দ্রনীল পক্ষ লতা ভ্রমরাদি গণ।
অন্তঃপুর কুটির ভূমি চত্বর প্রাঙ্গণ॥
প্রবেশমাত্র রাধাকৃষ্ণ যুগল ভাব হয়।
সকল শোভয় তায় শ্যাম বর্ণ ময়॥
ইথে মধ্যে কাত্তিকা আইসে দেখিতে।
দেখিয়া যায়েন মাত্র না পারে লখিতে॥
কেবল সে শ্রীকৃষ্ণকে একলা দেখিল।
শ্রীমতী কৃষ্ণের সঙ্গে লখিতে নারিল॥
লখিতে না পারে যবে কৃষ্ণের সহিতে।
তাহাতে আনন্দ রাধা ডবিলা রসেতে॥
রঙ্গদেবীর কুঞ্জ কীড়া রসের মহিমা।
নানা সুখে ভোর কৃষ্ণ পাসরে আপনা॥
শ্রীরঙ্গদেবীর কহি যত যুথ মেলা।
কলকণ্ঠি শশিকলা আর যে কমলা॥
মধুরিমা ইন্দিরাদি কন্দর্প মঞ্জরী।
কামলতিকা আর প্রেমমঞ্জরী॥
শ্রীকুণ্ড পশ্চিমে আছে আনন্দের পুঞ্জে।
অনঙ্গাম্বুজ শ্রী তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জে।

অরুণানন্দ কুঞ্জ অরুণ সকলি।
বৃক্ষলতা পত্র অরুণ পুষ্পাবলি॥
পক্ষ ভৃঙ্গ মৃগ আদি সকলি অরুণ।
মণ্ডপ হিন্দোলা কুটির চত্বর প্রাঙ্গণ॥
অরুণ বর্ণ ধরে সভে কুঞ্জ প্রবেশিতে।
অরুণ কান্তি ধরে রাধা কৃষ্ণের সহিতে॥
আপনার যূথ সঙ্গে থাকেন তুঙ্গবিদ্যা।
মঞ্জুমেধা সুমধুরা আর সুমধ্যা॥
মধুরেখা তনুমধ্যাদি মধুস্পন্দা।
গুণচূড়াদি যূথ আর বরাঙ্গদা॥
শ্রীকুণ্ডের বায়ু কোণে সুদেবীর ধাম।
অত্যন্ত সুখদস্থল হরিত কুঞ্জ নাম॥
হরিত পুষ্প লতাবৃক্ষ তরুর সহিত।
পক্ষ ভৃঙ্গ মৃগ আদি সকল হরিত॥
কুটির আভা রার্য্য (?) চত্বর জগত মোহন।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাসা খেলার সেই স্থান॥
সুদেবীর যূথ হয়েন মঞ্জুবেশী।
... ... আর যে সুকেশী॥
মঞ্জুকেশী হারহিরা আর মহানিরি।
হারকন্ঠি মনোহরা অষ্ট সহচরি॥
শ্রীকুণ্ড উত্তরে কুঞ্জ ললিতানন্দদা।
অনঙ্গাম্বুজ নাম ধরেন তেহোঁ যে সর্ব্বদা॥
কিবা সে আশ্চর্য্য কুঞ্জ কন্দর্প জিনি আভা।
শ্রীকুণ্ডের যেমতি তার শোভা॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের যত লীলা হয় সেই স্থানে।
বিশেষিয়া সে সব লীলা না যায় লিখনে॥
সেই কুঞ্জ স্থান হয় কর্ণিকা আকার।
ইহারে বেষ্টিত অষ্ট কুঞ্জ আছে আর॥
তাহার বাহিরে অষ্টদিগে আছে কুঞ্জ।
অপূর্ব্ব সুঠান আছে চৌরাশি কুঞ্জ পুঞ্জ॥
পদ্ম মন্দির শোভে তার নৈঋত কোণে।
অগ্নি কোণে অষ্ট দল হিন্দোলাদি লিখি ক্রমে॥

শ্রীললিতার কুঞ্জ আগে করিব বর্ণন।
যেমত যে কুঞ্জ তার যথা যথা ক্রম॥
শ্রীকুণ্ড হইতে অন্য কুঞ্জ যাইতে।
কিম্বা অন্য কুঞ্জ যাইতে অন্য কুঞ্জ হইতে॥
ভিতরে আছয়ে পথ অন্য কুঞ্জ যাইতে।
অন্যান্য লোক কেহ না পারে লখিতে॥
তার মধ্যে আছে নানা বৃক্ষ সকল।
মণি মরকত বান্ধা যত পথস্থল॥
ফটিক মানিক দুই পাতে দেয়ালের ক্রম।
অন্যোহন্য লোক যাইতে পথ হয় ভ্রম॥
এই ক্রমে ক্রমে স্থান দ্বার আছয়।
আশ্চর্য্য কুঞ্জের কথা কহিল না হয়॥
অনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জ এই করিল বর্ণনা।
সুন্দর চত্বর তার অষ্ট দল তুল্য মনা (?)॥
সুবর্ণ রম্ভা তুল্য প্রায় তাহার কেশর।
অষ্ট দলে অষ্ট কুঞ্জ পশ্চাত বলিব সকল॥
একত্রে লিখিলে ইহা বুঝিতে না পারি।
অতএব কর্ণিকার আগে বর্ণনা করি॥
সুন্দর কুটির তাহে শোভে কর্ণিকায়।
পুষ্পকুটির অষ্ট দল পদ্ম প্রায়॥
রাধাকৃষ্ণ সমুচিত লীলা করএ যখন।
লঘু বিস্তারিত তেহোঁ হএন তখন।
ললিতার শিষ্য তিহোঁ নাম কলাবতী।
এ কুঞ্জ সংস্কার তেহোঁ করে নিতি॥
শ্রীললিতার যূথ যত কহিয়ে বিবরি।
রত্নসুভদ্রা রত্নপ্রভা রতিকলা আদি করি॥
সুভদ্রা সৌর প্রভা আর সুভগা সুমুখী।
কলহংসী কলাপিনী এই যূথ লেখি॥
ছয় পূর্ণ ধাতু সর্ব্ব কেলি ঘন স্থল।
মানিক্য কেজুর (?) সর্ব্বকান্তি অত্যন্ত শীতল॥
সর্ব্বগুণ যুক্ত অতি মাধুর্য্য নির্ম্মল।
তার বাহ্যে প্রবাল বান্ধা আছয়ে মণ্ডল॥

দেব মনুষ্য পক্ষ আছয়ে লিখন।
স্ত্রী পুরুষ ক্রীড়া যুত ··· কারণ ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
অনঙ্গাম্বুজ কুঞ্জ এই করিল বর্ণন ॥

ললিতানন্দদা কুঞ্জের বায়ুকোণে।
আর এক কুঞ্জ আছে বসন্ত সুখদা নামে ॥
আর অষ্ট কুঞ্জ তার হয় আবরণ।
মধ্যে আছয়ে কুঞ্জ কর্ণিকার সম ॥
অলিকুল ভ্রমে পুষ্প মধুপান লোভে।
নানা পক্ষগণ কত থরে থরে শোভে ॥
অষ্ট দলে অষ্ট পদ্ম স্বর্ণ পদ্ম প্রমাণ।
ডাহকাদি হংস সারস ডাক এ সুতান ॥
ময়ূরাদি শুকশারী গায় দোহাঁর গুণ।
রাধাকৃষ্ণ শুনি তাহা অতি সুখ পান ॥

পূর্ব্বে কহিয়াছি পদ্ম মন্দির করিএ বর্ণনে।
ললিতানন্দদা কুঞ্জের নৈঋত কোণে ॥
বিলক্ষণ পদ্ম মন্দির তাহাই শোভিত।
ষোলপত্র পদ্ম তুল্য মণিতে রচিত ॥
চারিদিগে দেয়াল আছে চারি পাট।
চারিদ্বার চারিদিগে দেখিতে সুঠাট ॥
তাহাতে ঝরোকা আছে অতি বিলক্ষণ।
তাহার নিগূঢ় লীলা দেখে সখীগণ ॥
সে মন্দিরের দেয়ালে চিত্র লেখা আছে কত।
পূর্ব্ব রাগের চেষ্টা বিলাসাদি যত ॥
পুতনাদি অসুর কৃষ্ণ যতেক বধিল।
দিয়ালের ভিত্তে চিত্র লেখিয়াছে সকল ॥
রত্নমন্দির মধ্যে অট্টালিকা অতি উচ্চ ঘর।
রত্ন স্তম্ভ পাতি উপরে দেয়ালের থর ॥
স্ফটিক প্রবাল স্তম্ভ আছে সারি সারি।
চালের উপরে আছে মণিরত্ন ভরি ॥
রত্ন স্তম্ভ আদি করি তাহার উপরে।
কোটি সূর্য্য জিনি সেই অতি শোভা করে ॥

দূরবন দেখি সেই মন্দিরে চড়িঞা।
তার তলে ছোট ছোট কুটির বেড়িয়া ॥
চারিদিগে রত্ন উচ্চ গলা সম।
বৃক্ষগণ শোভে তাহা অট্টালি সমান ॥
পুষ্প যুক্ত তরুগণ অতি মনোরম।
নানা কেলি করি সে স্থানে নিরন্তর ॥
এ কুঞ্জ হইতে যান করিবারে লীলা।
ললিতানন্দদা কুঞ্জের অগ্নি কোণেতে হিন্দোলা ॥
রত্ন কুটির তাহা আছয়ে প্রত্যক্ষে।
পশ্চিমে আছয়ে তাহাঁ বকুলের বৃক্ষে ॥
অতি উচ্চ বৃক্ষ পূর্ণ পুষ্প শাখাময়।
মিলিঞা আছয়ে মণি মণ্ডপের প্রায় ॥
তার মাঝে হিল্লোলিকা ডালের গোড়াতে।
পট্ট বস্ত্রে খুরা বান্ধা সুন্দর দেখিতে ॥
মণ্ডপ কুটির যত আছএ প্রমাণ।
এই হিল্লোলিকা উচ্চ নাভি সমান ॥
পদ্মরাগ হিল্লোলিকা প্রাচীর আটপাট।
একহাত উচ্চ প্রবালের লাল পাট ॥
আশ্চর্য্য হিল্লোলা ষোল পত্র পদ্মাকার।
রত্ন সমূহ চিত্র কর্ণিকা আকার ॥
দুই খুরা কাছে এক এক দল প্রায়।
অষ্ট দিগে অষ্ট দ্বার অতি শোভা পায় ॥
দক্ষিণ দিগে দুই দ্বার আছে করিতে আরোহণ।
ছোট ছোট স্তম্ভ আছে পিঠে দিবারে হেলন ॥
তার মধ্যে বসিতে আসন আছয়ে পট্টলি।
উপরে চান্দয়া গাঁথা মুকুতার ঝুরি ॥
অষ্ট কুঞ্জ মাঝে অষ্ট সখী সুশোভন।
শ্রীরাধা সট কোন মধ্যে বিলক্ষণ ॥
ইহা পূর্ব্ব দলের কথা কি কহিতে জানি।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরি যাতে সর্ব্ব সিদ্ধ শিরোমণি ॥
যে জন যে সেবা চান তারে দেন করি কৃপা।
সভার আরাধ্য তেহোঁ হয়ে গুরুরূপা ॥

তাঁর সখিগণ করে আনন্দে দোলনা।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ আনন্দে তাহাঁ খেলেন ঝুলনা ॥
সেখানে অদ্ভুত এক হয় লীলা সার।
সব সখি জানে দুহাঁ সমুখে আমার ॥
কিবা সে স্থানের সুখ মদন দোল নামে।
রাধাকৃষ্ণ দোলে সদা খেলে সেই স্থানে ॥
যুগল সেই রাধাকৃষ্ণ বিহার কারণ।
শ্রীবলরাম দোসর তাহাঁ নাম ধারণ ॥
    ললিতানন্দদা কুঞ্জ তাহার ঈশানে।
আর এক কুঞ্জ আছে অতি মনোরমে ॥
মাধবী কুঞ্জশালা অষ্ট দল প্রায়।
গঠন দেখিতে মন মজি রহু তায় ॥
অষ্ট পত্রে অষ্ট কুঞ্জ মধ্যে কর্ণিকা আছয়।
এই কুঞ্জে নয় কুঞ্জ আবরণ হয় ॥
মূল হৈতে তাহা সর্ব্ব আছে বৃক্ষ লতা।
অগ্নি কোণ মধ্যে এক কর্ণিকা আছে তথা ॥
মাধবানন্দ হয় সেই কুঞ্জের নামে।
রাধাকৃষ্ণের সেই কুঞ্জ অতি প্রিয় স্থানে ॥
কুঞ্জলীলা করে কৃষ্ণ সখিগণ সঙ্গে।
আনন্দে বিহার করেন নানা ক্রীড়া রঙ্গে ॥
    ললিতানন্দদা কুঞ্জ তাহার উত্তরে।
শ্বেত পদ্ম অষ্টকুঞ্জ আছে মনোহরে ॥
মধ্যে কর্ণিকা এক সুবর্ণ আকার।
তাহা বেড়ি অষ্ট কুঞ্জ শ্বেত পদ্মাকার ॥
শ্বেত বর্ণে শোভে তাহা সব তরুবর।
শ্বেত লতা শাখা পুষ্প সকলি সুন্দর ॥
চন্দ্রকান্তি সম আছে তাহার ভিতরে।
প্রদীপের অপেক্ষা তাহা কেহ নাহি করে ॥
নানা বিলাস রাধাকৃষ্ণের হয় সেই কুঞ্জে।
মধ্যে কর্ণিকা আকার হয় সেই পুঞ্জে ॥
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এ সব উক্তি।
এই নব কুঞ্জ অতি শোভাকার যুক্তি ॥

নানা মণি মরকতে ভিতর সুগঠন।
তমালের বৃক্ষ বেড়া অতি সুগঠন ॥
অতি সুগন্ধিত স্বর্ণ পুষ্প তায় শোভা।
তাহাতে ভ্রময়ে ভৃঙ্গ মধুপানে লোভা ॥
উপকুঞ্জ এক নীল পদ্ম দলাকার।
আর এক কুঞ্জ স্বর্ণ কর্ণিকার ॥
এই নয় কুঞ্জের হইল এ গণন।
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন যখন যেমন ॥
যখন যেমন কৃষ্ণ সময় বুঝিয়া।
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন রাজ কুঞ্জে গিয়া ॥
ললিতাভদদা নাম কুঞ্জের দক্ষিণে।
রক্ত পদ্ম প্রায় স্থল অতি বিলক্ষণে ॥
অষ্টদিগে অষ্ট কুঞ্জ মধ্যে কর্ণিকা হয়।
অত্যন্ত অদ্ভুত কুঞ্জ পদ্মরাগ প্রায় ॥
লবঙ্গ লতায় বেড়া অতি মনোরমে।
সুগন্ধি কুসুমে কুঞ্জ পূর্ণ সর্ব্বক্ষণে ॥
মধুপানে মত্ত প্রায় ফিরে ভৃঙ্গগণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রত্যহ তাহা করেন ক্রীড়ন ॥
ললিতানন্দদা নাম কুঞ্জের পশ্চিমে।
আশ্চর্য আছয়ে কুঞ্জ হেমাম্বুজ নামে ॥
তাহা অষ্ট দল বর্ণ আছে পদ্মাকার।
(উপ) কুঞ্জ অষ্ট মধ্যে এক কুঞ্জ কর্ণিকার ॥
স্বর্ণ পদ্ম প্রায় অতি হয় সুশোভন।
... ... বেষ্টিত চারিকোণ ॥
পুষ্প যুক্ত হঞা (আচ্ছাদিত) বৃক্ষ গণ।
শাখা পত্রে বেষ্টিত মণ্ডপ ... আছন ॥
শুকশারী পক্ষ আদি ভ্রমরের গীত।
মৃগ আদি শব্দ করে অতি সুললিত ॥
তাহার ভিতরে দিব্য হয় সুরচনা।
নানা রত্নে বিচিত্র তাহাঁ অষ্টাদি রচনা ॥
এইত মুঞি কহিল কুঞ্জের গণন।
সখি বিনে ইহা নাহি জানে অন্য জন ॥

শ্রীলোকনাথ গোসাঞিঃর পাদ পদ্ম আশ।
কুঞ্জবর্ণন গাহে নরোত্তম দাস॥

ইতি কুঞ্জবর্ণন সমাপ্ত॥

(ক.বি. ১১৫০ পুথি হইতে আদর্শ পাঠ গৃহীত)

———

তৃতীয় ভাগ ঃ পরিশিষ্ট ও প্রমাণপঞ্জী

পরিশিষ্ট ক

অপ্রকাশিত আরোপিত পদাবলী

১

হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ।
করি অতি পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম
না ভজিলাম গৌর পদদ্বন্দ্ব ॥
দেহ সুখ ইন্দ্রিয় ভোগ তাথে জন্মে নানা রোগ
ব্যাধি বাড়ে কুপথ্য ভোজনে।
বায়ু পিত্ত দুষ্ট কফ বিকার হইল সব
এই হেতু মৃত্যুর লক্ষণে ॥
বায়ু জীর্ণ কৈল ভোলা দুষ্ট পিত্ত কামজ্বালা
কফে তেষ্টা বাড়ে অতিশয়।
সন্নিপাত ত্রিদোষ ব্যাধি না পাইনু মহৌষধি
দিনে দিনে আয়ু করে ক্ষয় ॥
কুপথ্যে রুচি বড় সুপথ্যে অরুচি দড়
সাধু বৈদ্যের নাহি চেষ্টা লেশ।
অজ্ঞান অবৈদ্য আনি তিচিনের কর যে মানি
তাহে নহে ব্যাধির বিশেষ ॥
নানারোগে ক্ষীণ হয়ে সাধু বৈদ্য না চিনিয়ে
শক্তি হীন হৈল ক্রমে ক্রমে।
দেহ হইল শয্যাগত বলবুদ্ধি হইল হত
সাধু বৈদ্যে না চিনিলাম ভ্রমে ॥
কিবা ছিলাম কিবা হলাম আপনার দোষে মলাম
কি বোল বলিব সেথা যেয়ে।
নরোত্তম দাসে বলে মৃত্যু হল অবহেলে
সাধু বৈদ্যের ঔষধ না পেয়ে ॥
(ক.বি. ৫৩২২)

২

কি কাজ করিলে মন ভারতে আসিয়া।
আপনি দিয়েছ খত কড়চা করিয়া॥
ইসাদ উত্তম আছে পাসরিলে মনে।
কি বলে জবাব দিবে মহাজনের স্থানে॥
আসলে উশুল নাই কিছু নাই স্থিত।
পরিণামে কেমনে পাইবে পরিমিত॥
ইহকাল গেল ভাই রাখহ আপনা।
ইহকাল হইতে কর ব্যাপার অর্চ্চনা॥
সাধুজনের স্থানে আন গিয়া পুঁজি।
প্রেমরতন ধন আন খুঁজি খুঁজি॥
হস্ত কর তরাজু মন কর সেরে।
হরিনাম অমূল্য ধন তৌল ফেরে ফেরে॥
তৌল মাপ লেখা জোখা সদা কর মনে।
অমূল্য রতন লভ্য হবে দিনে দিনে॥
শ্রীগুরু ভজন করি করহ কিনারা।
তবে সে খালাস পাবে খত যাবে চেরা॥
বাজুকর চাল রে অন্তরে অস্ত্র ধরি।
হরিনামে দামামা দিয়া লোট যমপুরী॥
দোকান ছান্দিয়া কর জিনিষ পত্তন।
নরোত্তম দাস কহে ডুবাইয়া মন॥

(ক.বি. ৫৩২২)

৩

মায়ার আকৃতি জীবের প্রকৃতি
কামরসে উতপতি।
মায়াজাল মাঝে সতত বিরাজে
কেবল মায়ার রীতি॥
বিষম করণ শ্রীকৃষ্ণ ভজন
তাহাতে মাধুর্য্য রস॥
কামিনী লালস সতত ধ্যায়ত
চতুর্থ যুবতী বাস॥

তটস্থ মরণে বিশ্বাস না জানে
দেখিলে না দেখে বাট।
ইথে কি জানিবে উজ্জ্বল মাধুরী
. . . সেই হাট॥
সুরকুলগণে শ্রীকৃষ্ণ চরণে
দাস করিবারে পারে।
ত্রিতাপ গণে কৈল নিবারণে
নাম অধিকারী (ভারে)॥
নামের মরম জানিতে বিষম
প্রেমের শকতি (যায়)।
পাপিয়া পাপিষ্ঠ হয় (যম) দণ্ডী
ঐশ্বর্য কহয়ে তায়॥
নাম নামী এক দেখি পরতেক
সুমাধুর্য্যময় হরি।
স্বরূপে ওরূপে আনন্দ শকতি
(অনন্ত) বসতি তারি॥
পুণ্যমুক্তি পার নাম সারাসার
যে রূপে স্বরূপ গোরা।
... ... গুণে সাধিতে মরম
তৃষিত চকোর পারা॥
নামে রতি মতি পিরিতি ভকতি
অচল হইল যার।
তাহার যে তনু প্রেমায় গড়ল
নরোত্তম কহে সার।

(প.প.ম. ৪৭)

৪

মানুষ রতন করে আচরণ
দুই রূপে বলরাম।
যোগবল বলে ভুলাল্য সকলে
না দেই মানুষ ধাম॥

অনুবাদে কহে মানুষ পাইলাও
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিতে নারে।
মন্ত্রগুরু ছাড়ি মায়াবাদে পড়ি
এ জীবে মানুষ করে॥
সাধনেতে হীন কামেতে প্রবীণ
প্রপঞ্চ বচন দড়।
পঞ্চতত্ত্ব সার না করে বিচার
অর্থবাদে ক(রে) জড়॥
অন্ত সঙ্গতি করে নিরবধি
না করে সতের সঙ্গ।
প্রকৃতি দেখিয়া পাষণ্ড ভুলল
নরোত্তম মন ভঙ্গ॥

(ক.বি. ৪৮৪৬)

৫

মানুষ মানষ বলিয়া যে জন
প্রকাশ করিয়া লয়।
স্বধর্ম্ম আচরে নারায়ণে ভজে
ক্ষিরোদ সাগরে রয়॥
প্রাকৃত যাহার রতি।
মানুষ ভজিলে নরকে যাইবে
ঈশ্বর ভজিলে গতি॥
ব্রজ সুখ নাম সহজানুপাম
ঈশ্বর ভজিয়া ভজ।
ব্রহ্মাণ্ড মানুষ ভজিবারে দেহ
যদি না উপজে রজ॥
কিশোর মানুষ করিল প্রকাশ
তিন বাঞ্ছা ছিল মনে।
মন্ত্রগুরু বিনে মানুষ না মিলে
নরোত্তম ইহা ভণে॥

(ক.বি. ৪৮৪৬)

৬

সহজ মানুষ, বেদবিধি পার, শৃঙ্গার রসেতে রস।
মানুষে মানুষে, সহজ শৃঙ্গার, তাহাতে উঠএ রস ॥
সহজ নাগর, সহজ নাগর, দুহু বিহরএ সদা।
কামরূপী হয়, রমণ করয়, দুহে দুহু প্রাণ আধা ॥
সহজ শৃঙ্গার, মানুষ অন্তরে, সহজ পিরিতি ভোর।
সহজ শৃঙ্গার, পরকীয়া রস, তাহার নাহিক ওর ॥
কহে নরোত্তম, সহজ মানুষ, বুঝিতে বিষম জড়।
সহজ হইয়া, সহজ আচারে, মনেতে করিয়া দড় ॥

(ক.বি. ৫১৭৫)

৭

সামান্য মানুষ কে, সহজে পশেছে যে।
কেমনে সামান্য হয়, সামান্য আচার ময়।
উত্তম সামান্য হয়্যা, সহজে পশিল যায়্যা।
সহজ বুঝিবে কে, আপনা জানিব যে।
আপনা যেজনা জ্ঞানে, সহজে রাখিল প্রাণে।
সহজ মদন রতি, শৃঙ্গার ভাবক নিতি।
শৃঙ্গার বিলাসময়, সদাই আনন্দে রয়।
বুঝিয়া আনন্দ রস, সদাই তাহারি বশ।
কে তাহা কহিতে পারে, পিরিতি লাগিয়া ঝুরে।
নয়ানে নয়ানে রাগ, সেই সে প্রেমের দাগ।
পহিল নয়ানে প্রীত, হিয়ায় হিয়ায় চিত।
প্রিতিয়ে হানিলে বানে, রসিক সুপিল প্রাণে।
চতুর্থে মরমে ভোর, পঞ্চমের শেষে চোর।
শৃঙ্গার রতিতে ভোরা, তিনে শতবার হারা।
দাস নরোত্তমে কয়, শুনহ রসিকময় ॥

(ক.বি. ৫১৭৫)

৮

রসিক মুরতি, শৃঙ্গার আকৃতি, সহজ মানুষ সে।
রমণ শৃঙ্গার, রসিক ভবন, ইহা সে হইব যে ॥

যে জনা হইবে, সে জনা পাইবে, সহজ মানুষ রীত।
অনুরাগ মন, রাগের ভাবন, সদাই সহজ প্রীত॥
মধুর শৃঙ্গার, সদাই ধিয়ান, সহজ মধুর মনে।
সহজ স্বরূপ, সহজ প্রকৃতি, সহজ মরম জানে॥
সহজ ···, সহজ পিরিতি সদাই সহজ মন।
সহজ বিলাস, সহজ বিহার সহজ থাকিব যেন॥
সহজ দেশেতে, সহজ বসতি সহজ মানুষ মনে।
সহজ ঘরেতে, সহজ বসতি, কহে দাস নরোত্তমে॥

(ক.বি. ৫১৭৫)

৯

সহজ বুঝিতে নারি,
সহজ বিষম বড়ি।
যে জন চিনেছে তায়,
সহজ মদন রায়।
কামরূপী হয়া ভজে,
সেই সে সহজে মজে।
সহজ শৃঙ্গার ময়,
সহজ রূপেতে কয়।
কহে নরোত্তম দাস,
সহজ করহ আশ॥

(ক.বি. ৫১৭৫)

১০

কি জানি কি ক্ষণে চিকণ কালিয়া সনে
ভরম শরম কৈল নাশ।
খাইয়া আপন মনে চাহিলাও তাহার পানে
গলে লইলাম পিরিতের ফাঁস॥
পিরিতি মুরতি যেন আপন দেখিল
সে পিরিতি পরাণ কৈল বশ।
পিরিতি রতন ধন ছাড়িতে না লয় মন
গায় গাহক লোকে অপযশ॥

পিরিতি হিয়ায় ধরি ... চুয়াচন্দন
বিম্বে পিরিতি নয়ানের অঞ্জন।
পিরিতি মুরতির তত্ত্ব না বুঝিলাম
পামর মনে না রহে পিরিতি বিনে ॥
... ...
পিরিতে পরাণ ভেল ভোর।
নরোত্তম দাস আশে রহিল পিরিতি আশে
হার করি নন্দকিশোর ॥
(ক.বি. ৩১৫)

১১

প্রেম পিরিতি মধুরস যাহাতে ভুবন সকলি বশ
কে জানে তাহার জনম কথা।
পিরিতি রতনে না জানে যতনে
নিগূঢ় রসের কথা ॥
মধুর রস মধুর রতি ভুবনে দুর্লভ হয় সে অতি
শুনিতে আনন্দ বড় হয়।
মধুর আশ্রয় যেই মধুরস জানয়ে সেই
তাহার অঙ্গে মানুষ রয় ॥
যত সব জনে রতি রসে ভণে
আশ্রয় বলিয়া কহে।
না জানে সন্ধান ভরমে মানুষ জ্ঞান
এ রস মানুষের নহে ॥
একটি মানুষ সদা বিলসই
বেদেতে না পায় মহিমা।
আপনার সম নাহিক জগতে
আনন্দে নাহিক সীমা ॥
ঈশ্বরাদি বস্তু যত তার রসে উনমত
আনন্দ চিন্ময় নাম।
নরোত্তম কহে সার ইহা বহি নাহি আর
কেমনে জানিব জীব ছার ॥
(নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পুথি পৃ. ৫৩)

১২

পিরিতি ঘরেতে, সদাই থাকিব, পিরিতে বান্ধাব চাল।
পিরিতি পাড়ায়, বসতি করিব, পিরিতে গুঙাব কাল॥
পিরিতির মালা, গলায় গাথিয়া, পরিব পিরিতি সনে।
পিরিতি নয়নে, পিরিতি ভজনে, পিরিতি রাখিব কোনে॥
পিরিতি কাঁচলী, হিয়ায় পরিব, পিরিতি গলার হার।
পিরিতি ধরম, পিরিতি করম পিরিতি রসের সার॥
পিরিতি সায়রে, সিনান করিব, পিরিতি ঘাটেতে বসি।
পিরিতি নয়ানে, সদাই দেখিব, পিরিতি মধুর হাসি॥
পিরিতি কটাক্ষে, সদাই হানিব, পিরিতি কটাক্ষ সনে।
সহজ পিরিতি, সেই সে আরতি, কহে দাস নরোত্তমে॥

(ক.বি. ৫১৭৫)

১৩

সখি পিরিতি আখর তিন, জপহ রজনী দিন।
পিরিতি না জানে যারা, কাষ্ঠের পুতলী তারা।
পিরিতি জানিল যে, অমর হইল সে।
পিরিতে জনম যার, কে বুঝে মরম তার।
যে জন পিরিতি জানে, বেদবিধি সে কি মানে।
পিরিতি বেদের পর, হৃদয়ে তাহার ঘর।
পিরিতি ... . সে শৃঙ্গারে উদয় করে।
শুন পিরিতের মর্ম লাবণ্যে তাহার জন্ম।
পিরিতি মাধুরী বিনু, অন্তরে বাজয়ে কানু।
পিরিতি যাহাতে যার সেই সে পরাণ তার।
সে পিরিতি মানুষে হয়, অন্য রসিকেতে নয়।
সেই সে মানুষ কে, পিরিতি জেনেছে যে।
পিরিতি বাজারে থাকে, সদাই পিরিতি দেখে।
এ বড় বিষম কথা, পিরিতি জন্মিল কোথা।
নয়ন যুগলে স্থানা, বসনে হৃদয়ে হানা।
পিরিতি বিষম বীজ, সেই মত্ত মনসিজ।
মস্তকে তাহারি ঘর, পিরিতি পঞ্চম স্বর।
পিরিতি না ছেড় ভাই, পিরিতি সকলি পাই।

পিরিতে জনম যার,	পিরিতে পরান তার।
পিরিতি জানিবে যদি,	থাকিতে না পাবে বিধি।
রতিতে বীর্য্যেতে জন্ম,	শৃঙ্গার তাহার মর্ম্ম।
সেই ঋতু রতি সার,	রূপ রঘুনাথ যার।
ভজন পুজন যত,	পিরিতি বিহনে হত।
পিরিতি করহ আশ,	কহে নরোত্তম দাস॥

(ক.বি. ২৫২০, স্বরূপ কল্পতরু)

১৪

নিতাই কারণ অমিয়া (মাখন)
(বস্তু) পঞ্চদশ গুণে।
পঞ্চরস আর লীলার পসার
নির্ম্মল উজ্জ্বল (জনু)॥
··· মুখ কারণ পুন আগমন
যুগল দ্বিগুণ যে।
সরসে সরস পুলক কারণ
স্বরূপে স্বরূপ সে॥
দেখিল আনন্দ নিবিড় সানন্দ
প্রেমায়ে অখণ্ড রূপ।
নীল পীত শ্বেত অরুণ বরণ
তাহার আলয় কূপ॥
অবতার গুণে সদয় ···
গোপত আরাম ধাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহার লাবণ্য
সাধয়ে বিষয় কাম॥
স্বরূপে স্বরূপে রসরঙ্গ রূপে
মধুর পিরিতি ময়।
সকল লাবণি আনন্দ কামিনী
যে জনা হরিয়া লয়॥
··· গুন বপু পুন পুন
সব আত্মাভীষ্ট কলা।
বারিদ সঞ্চার বরিখে সঘন
নিতাই কণ্ঠহি মালা॥

কিরণ উজ্জ্বল প্রকাশে সকল
(আত্মজ) সব রাখি।
বিরুদ্ধ ধরমে নতুন বিধাতা
সকলি প্লাবিত দেখি॥
(কুসুম) নির্ম্মলে ভ্রমরার গুণে
তাহাতে উন্মাদ মধু।
কমলিনীগণে গরল শোধিতে
অকলঙ্ক সুখ বিধু॥
রাস প্রতি খেলা সেই সব মেলা
(উল্টা) রসের চাঁদে।
(সূর্য্য ধয্য) একে সে গুণ মায়াতে
সকল স্বরূপ বাধে॥
নিরাশ্রয় রূপ হৃদে দিনমণি
কারণ সন্তোষ নাম।
(রমণ)... বল্লভ জীবিত
গৌর রসের ধাম॥
ভকত কুরম সোদর (ভ্রমর)
সতত ধাওল ঠাম।
যতেক নাগরী হৃদয়ে ঝামরী
সে ধাম (ধেয়ান) বাম॥
... ... ভকত (পৃথিবী)
(দ্বিতীয়) সে হয়॥
কহে নরোত্তম পাইবার আশে
ভরসা নিতাইর পায়॥

(গ.গ.ম. ৪৭)

১৫

রূপ সরোবরে রূপ ভরিবারে
রূপের গাগরী কে।
শ্রীরূপমঞ্জরী রূপের লহরী
নয়ান যুগল যে॥

নব অনুরাগী অনঙ্গ মঞ্জরী
নব নব রূপ ধরে।
অনঙ্গের গুণে অনঙ্গ মঞ্জরী
তাহাকে জানিতে পারে॥
বিলাস মঞ্জরী করে নানা কেলি
তাহাকে জানিবে কে।
সকল সেবন করয়ে সাধন
দুকর যুগল যে॥
রতির সঙ্গে বিবিধ রঙ্গে
শ্রীরতিমঞ্জরী রহে।
রসনা সহিতে রস আস্বাদিতে
শ্রীরসমঞ্জরী কহে॥
অঙ্গের সৌরভ সুগন্ধ জানিতে
যে করে সতত আশ।
কস্তুরীমঞ্জরী গন্ধের পেটারি
জানিহ যুগল নাস॥
এ সব তত্ত্ব স্বরূপে বিদিত
গুণ বা আস্বাদে কে।
শ্রীগুণমঞ্জরী রূপের লহরী
শ্রবণ যুগল যে॥
অনুগত বিনে এ সব তত্ত্ব
কাহারে না কহি ভাই।
নরোত্তম কহে মরম জানিলে
তাহারে কহিতে চাই॥

(নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পুথি পৃ. ১৬ ও ৯৩)

১৬

একমন পঞ্চ করি, পঞ্চমন এক পুরি, যাহাতে জন্মিল গোপিগণ।
কায়ামায় দুইজন, হইল আলোক বৃন্দাবন, ভূতদেহ সাকার লক্ষণ॥
আত্মা কৃষ্ণ জন্ম হইল, জীব রাধা কৃষ্ণ কৈল, ছয়রিপু মঞ্জরী ঘটন।
অষ্ট স্থানে অষ্ট সখী, অঙ্গেতে চৌষট্টি লেখি, নবদ্বারে হইল কুঞ্জবন॥

শুতিয়াছে রাধাকৃষ্ণ, সেই রসে মন তৃষ্ণ, নাসার উপরে ভগবান।
হাড়মাংস হইল মাটি, নমগুণ তিনঝাটি, রক্ত হইল পাষাণ সমান॥
শব্দেতে ভগবতি, নাভিমূলে পদ্মাবতী, শিরের উপরে রসরাজ।
কহে নরোত্তম দাস, সিদ্ধ দেহের এই আশ, দৃঢ় কর চৈতন্য চরণ॥
(ক.বি. ৫৯৬৮, সিদ্ধদেহের লক্ষণ)

১৭

বয়স কৈশোর, চাঁচর চিকুর, সুদীর্ঘ হইব অতি।
বঙ্কিম চাহনি, হাস্য সুবদনী, বচন মধুর জিতি॥
কমল চরণ, স্থলপদ্ম যেন, সুকমল শারাশার।
জোবারা কণিকা, জিনি অঙ্গুলিকা, অতি সুশোভন আর॥
প্রেমে পুলকিত, সে দেহে সদত, পিরিতি জানএ সার।
নয়ান বাহিয়া, পুলক হইয়া বহে প্রেমজলধার॥
সুধা মৃদুবানী কহে সুবদনী, অতি সুরোদন মিলে।
সদানন্দময়, সদা বিহরয়, কৃষ্ণ প্রেমহিল্লোলে॥
কিশোরীর ভাব, আর অনুরাগ, সেই সুবদনী ধরে।
নাহি জানে আন, প্রিয় অঙ্গ ধ্যান, সদা বিরহ অন্তরে॥
এই ত নায়িকা, তত্ত্বের অধিকা, সপ্ত গুণাশ্রিত হয়।
কহে নরোত্তম, সে গুরু উত্তম, হইবে সে প্রেমাশ্রয়॥
(ক.বি. ৫১৭৫)

১৮

শৃঙ্গার সাধন, তাহার কারণ, শুনহ রসিক জন।
সক্রিয় রসহ, বাঢ়াইএ লেহ, কর রস আবর্ত্তন॥
ষড়রিতু আগে, সক্রিয়ার রাগে, সুস্থির করিএ মন।
জন্ত্রে জন্ত্র পুরি, গুরুকে সঙরি, কর নামের জাপন॥
হৃদয়ে রাখিবে, হৃদয়ে থাকিবে, স্থিরতা করিয়ে মতি।
গুমরি গুমরি, পক্বতা হইবে, অপক্ব এ দেহে রতি॥
ষড়রিতু পুন, করিবে সাধন, গুরুমন্ত্র আপনেতে।
আপনা ভুলিবে গুরুদেহ লবে, থাকিবে সুস্থির চিতে॥
শুন মহাভাগ, শুন ষড় রাগ, জাপন যে মূলমন্ত্র।
গুরু কৃষ্ণ হবে, সে দেহ পাইবে, স্থকিত চালন যন্ত্র॥

পুন ষড়রিতু,	সাধন করিবে,	কামগায়ত্রি কামবীজে।
তিনে ঐক্য করি,	একত্রে রহিবে,	সে দেহ ধরিয়ে নিজে॥
প্রীতি আপনেতে,	উভয় যন্ত্রেতে,	মন্দন করিবে তাই।
সত্তে এক করি,	সে বস্তু মাধুরী,	পরুতা হইবে তাই॥
সম্ভাব সাঁপিয়ে,	সম্ভাব লইয়ে,	পুন ষড়রিতু রবে।
সুধা মকরন্দ,	বরিষণানন্দ,	গোপনে সিঞ্চন হবে॥
এ নিত্য শৃঙ্গার,	মধুর মধুর,	উজ্জ্বল দুঁহার অঙ্গ।
নরোত্তম কহে,	দুহা একদেহে,	অপার রসের রঙ্গ॥

(ক.বি. ৫১৭৫, সহজ উপাসনা)

———

পরিশিষ্ট খ

সন্দিগ্ধ তত্ত্বোপদেশমূলক রচনাবলী

চমৎকারচন্দ্রিকা

পঙ্গু লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥
দুর্গমে পথিমেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ ।
স্বকৃপাযষ্টি দানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

১

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন ।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সহস্র বৎসর যদি কৃষ্ণ সেবা করে ।
বৃন্দাবন নাহি পায় শ্রম করি মরে ॥
হরিনাম দিন প্রতি করে লক্ষ বার ।
তবু ব্রজলীলার কিছু নাহি পায় পার ॥
নারদ প্রহ্লাদ শুকদেব ব্যাস আদি ।
রাধাকৃষ্ণ সাধন তারা করে নিরবধি ॥
তথাপি ঐশ্বর্য্য ভাব তাহা সভাকার ।
গোপী বিনা ব্রজলীলার নাহি পায় পার ॥
গোপিগণের ভেদ কহি শুন দিয়া মন ।
শ্রুতিকন্যা মুনিকন্যা গোপ কন্যাগণ ॥
শ্রুতিতে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
মুনিগণে সেইভাব জানিহ নিশ্চয় ॥

অপ্রাকৃত প্রেম সেই হয়ে গোপিগণে।
এই হেতু প্রাপ্তি তার ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
নিজ দেহ সমর্পয়ে যত সখিগণে।
রাধাকৃষ্ণ বিলাস বিনে অন্য নাহি মনে ॥
শ্রুতি মুনি অন্যজনে নাহি জানে ভেদ।
অজ ভব বিরিঞ্চাদি সত্তে সেবে বেদ ॥
চন্দ্র ভেদ স্থান কহি শ্রীবৃন্দাবন।
ক্ষেনার্দ্ধ না ছাড়ে কৃষ্ণ এ সব কারণ ॥
অনন্ত শরীরে স্থিতি ব্রহ্মরূপ স্থানে।
তাহাতে কেবল জানি কৃষ্ণ হেম নামে ॥
কৈশোর বয়স তাতে যুগে যুগে ধরে।
শৃঙ্গার বিগ্রহ বিনে অনা নাহি করে ॥
কুটিল কুন্তল আধ ললাটে চন্দন।
কুঙ্কুম কুসুম আদি চূড়ার সাজন ॥
তাহাতে ময়ূর পুচ্ছ করে ঝলমল।
চৌদিগে ঝলমল করে রঙ্গনের মাল ॥
অলকা তিলক ভালে শোভে অলঙ্কারে।
দেখিয়া আনন্দে আঁখি ঝুরে প্রেমভরে ॥
সঘনে হাসিত মুখ চমকে দশন।
সুরঙ্গ অধর ওষ্ঠ নাসিকা মোহন ॥
কর্ণে নব মঞ্জরী বিচিত্র ছান্দে দোলে।
উচ্চ বক্ষে শোভা করে মালতীর মালে ॥
শ্বেতরক্ত নীল পীত শোভে চারি বর্ণ।
বৈজয়ন্তী মালা তাহে শোভে পুন পুন ॥
রাঙ্গা চরণে নূপুর সুবলীত বলে।
অধরে মুরলী ধ্বনি সঙ্কেত স্বর মূলে ॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ বিরাজিত চারু।
নটবর নাগর শেখর রতি গুরু ॥
তাহার প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা প্রাণের বল্লভা।
রসিক মুকুটমণি অধিক দুর্লভা ॥
রসিক নাগরী রতি রভসে রসিকা।
কৃষ্ণ অনুরাগিনী নাম রঙ্গিনী রাধিকা ॥

স্নিগ্ধ হেম জিনি তনু কনক কেতকী ।
কিবা নাগেশ্বর কিবা অধিক আরতী ॥
পরশ নবীন কিবা শিরীষ মালতী ।
অলখিতে রূপ নহে নয়নের গতি ॥
কুঞ্চিত সুবেশ কেশ কপালে সিন্দুর ।
প্রভাতের রবি যেন তম করে দূর ॥
রাধিকার অঙ্গ ছটা সৌদামিনী আভা ।
কনক কেতকী রহে অনুপাম শোভা ॥
অঞ্জনে রঞ্জিত কিবা খঞ্জন নয়ন ।
দাড়িম্ব মুকুতা পাঁতি অধরে দশন ॥
কেশর সম সৌগন্ধ দোঁহাকার অঙ্গ ।
গতি অতি পীরিতি মুরুতি রতিরঙ্গ ॥
ত্রিভঙ্গ দুহাঁর ঠান দোহেঁ বাসি পুরে ।
নৃত্যগীত আমোদে দোহাঁ দোহেঁ ফুরে ॥
রস পরিরম্ভনে আলসে দুনয়ান ।
পুলক দোহার অঙ্গ রতির সন্ধান ॥
কনক কুঞ্চিত স্নিগ্ধ সুন্দর সাজন ।
নির্ম্মল কাঞ্চন জিনি বর্ণ সুশোভন ॥
তথা দুই রূপে বৈসে রভস বিহারে ।
সেখানে জানিঞে মোক্ষ পশ্চিম দুয়ারে ॥
সম্মুখ দুয়ারে আছে শ্রীরূপমঞ্জরী ।
শব্দরূপে মুখ্য রতি ভুঞ্জয়ে আগরি ॥
তার বামে রসমঞ্জরী পরম সুন্দরী ।
ঈশানে কস্তুরী দেবী রূপের মাধুরী ॥
রতিরস বিলাস রূপমঞ্জরী প্রধান ।
রতিরস বিলাস বিনে নাহি জানে আন ॥
রাধার সঙ্গমে সুখ অধিক বাঢ়য় ।
তেকারণে রসময়ী সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
শ্রীরূপ আশ্রয় হঞা যেই জন ভজে ।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥
বৈধি না পরশে তারা রাগে অনুমত ।
নরোত্তম দাস কহে এই রাগ তত্ত্ব ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

২

কহি এক গূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন।
রূপের আশ্রিত ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
নয়নে দেখএ রূপ সেই রূপ নয়।
রসিক হৃদয়ে রূপ সেই রূপ হয়॥
রসিক হৃদয়ে রূপ কেমন প্রকার।
রসবতী রূপ সেই জানিহ নির্দ্ধার॥
রতিতে উপজে রস সেই রস হয়।
শৃঙ্গারে রূপের অন্ত পাইবে নিশ্চয়॥
রমনে অধিক সুখ নায়িকার মন।
সেইকালে রূপ আসি দেয় দরশন॥
শ্রীরূপকে রূপ কহে সেহ রূপ নয়।
অনুবাদ তাহাকে কহি শাস্ত্রের উদয়॥
রসের অন্তর রূপ রাধিকার অঙ্গ।
রতি গাঢ় হৈলে হয় প্রেমের তরঙ্গ॥
দক্ষিণা নারীতে রূপ রস নাহি জানে।
স্বকীয়া ভাবের হেতু নহে বৃন্দাবনে॥
ব্রজের নিগূঢ় রস বামা নায়িকার।
শৃঙ্গারে মগন তারা নাক্রি জানে আর॥
সমরস ভুবন মধ্যে জানে বামাগণ।
এই হেতু প্রাপ্তি তার ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজমধ্যে নিগূঢ় স্থান রত্ন সিংহাসন।
তাহা জানিবারে কেহো নারে অন্যজন॥
রূপ অনুগত হঞা যে করে সাধন।
অনায়াসে পায় সেই নিত্য বৃন্দাবন॥
রসেতে মগন সদা শ্রীরূপমঞ্জরী।
শৃঙ্গারে রসিকা বড় পরম মাধুরী॥
ভুবনের মধ্যে রূপ পূজিত সভার।
রূপ বিনে দেহেতে নিরূপ আছে কার॥

যাহাতে নাস্তিক রতি তাথে রূপ নাস্তি।
রসের আশ্রয় বিনে রূপ নাহি পাই।।
নিত্যরূপ দেহে ধরে আশ্রয় গুরু হৈতে।
গুরুতে করএ রতি প্রাপ্তি হয় তাতে ॥
গুরুতে না করে রতি রূপাশ্রিত কয়।
বাহ্যেতে আশ্রয় কয় পাপে ডুবি রয়।।
নিস্তার নাহিক তার জানিহ নিশ্চয়।
এই কথা ফুকারিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
আশ্রয় আরোপ সিদ্ধ নাস্তি হয় যার।
কর্ম্মবন্ধে সেই জন নাহি পায় পার ॥
বহু জন্ম যায় তার অনেক যোনিতে।
ভ্রমণ করয়ে সদা জন্ম লয় তাতে ॥
যদি কেহ মুক্ত হয় কখন কি জানি।
কৃষ্ণভক্তি নহে তার বস্তু হয় হানি ॥
গুরু নিষ্ঠা হয় যার সেই ভাগ্যবান।
নির্ব্বিকার প্রেম তার নিহেতু সাধন ॥
এই প্রেমের অধিকারী হয় গোপিগণে।
প্রাপ্তি বস্তু তার চিত্তে লাভালাভ জানে ॥
প্রেমানুগা হঞা করে রস আস্বাদন।
কামানুগা নাহি পায় ব্রজে সিদ্ধগণ ॥
কামেতে মজায় চিত্ত কামিনী বলি তারে।
নিষ্কামী হইঞা ভজে গোপী অনুসারে ॥
গোপিকার যত ভাব নাহি জানে কেহ।
রতি নিষ্ঠা হঞা ভজে দিঞা নিজ দেহ ॥
আশ্রয় গুরুতে রতি নিষ্ঠা যেবা করে।
সেই সে পাইবে রূপ ব্রজের ভিতরে ॥
রতি অঙ্গ হঞা করে সহজের ধর্ম্ম।
গাঢ় রতি হয় সেই কহিলাম মর্ম্ম ॥
কিঞ্চিৎ তার মন না চলে গুরু বিনে।
গুরু সঙ্গে রূপ সেবা করে দিনে দিনে ॥
সিদ্ধ দেহ নাহি পায় অনুগত বিনে।
অনুগত না জানে আপনা নাহি চিনে ॥

বায়ু অগ্নি অপ তেজ পৃথ্বী পঞ্চ হয় ।
এই পঞ্চ জন সর্ব্ব শরীরে বৈসয় ॥
আকাশাদির গুণ তার নাহিক আকার ।
অস্থির হইঞা করে স্বতন্ত্র বিহার ॥
এই দেহে পঞ্চ রস করএ বিলাস ।
হিতাহিত না বুঝিয়া হয় সর্ব্বনাশ ॥
অপ তেজ বায়ু পৃথ্বী সৃষ্টির কারণ ।
এই পঞ্চ না থাকিলে জীবের মরণ ॥
জীব পশু মনুষ্য হয়ে তিন জাতি ।
অপ তেজ বায়ু অগ্নি সভার উৎপত্তি ॥
মনুষ্য ত্রিবিধ মত আছএ সংসারে ।
সহজ মানুষ রহে বিরোজার পারে ॥
অযোনি মানুষ সে দেবতা বলি জানি ।
অযোনি মানুষ সব মনেতে বাখানি ॥
শোনিতে শুক্রেতে জন্ম সহজ মানুষ ।
সহজের ধর্ম্ম কভু না বুঝে মুরুখ ॥
সহজ জনার প্রীত মধুরও হয় ।
অযোনি মানুষ প্রেম প্রীত না বুঝয় ॥
সতঃসিদ্ধ জন যদি সহজ কর্ম্ম করে ।
তার মর্ম্ম জানিবারে অন্য জন নারে ॥
অসম্ভব কার্য্য তার বুঝনে না যায় ।
রতি রসে মগ্ন সদা বাউলের প্রায় ॥
নিরন্তর থাকে সেহ রসে মত্ত হঞা ।
নৈষ্ঠিক তাহার ভাব দেখ বিচারিয়া ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

৩

অপর কহিএ কিছু শুন রসিক জন ।
ধাতু নির্ণয় কথা হয় প্রাপ্তি উপাসন ॥
উপাসনা জ্ঞান নহে ধাতু জ্ঞান বিনে ।
ধাতুজ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা কেমনে ॥

কফ বাত পিত্ত তিন ধাতু অনুক্রম।
ধাতু জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা নহে ভ্রম ॥
কফ বাত পিত্তে তিনে শ্লেষ্মা হয় যার।
কি করে ঔষধে তার নাহিক নিস্তার ॥
শত বৈদ্য আনি করে তাহার শুশ্রূষা।
না পারে রাখিতে তারে মিছা করে আশা ॥
বাতিকে পবন বৈসে উৰ্দ্ধ শ্বাস হয়।
কফেতে নিরের ধর্ম্ম করে জনময় ॥
শ্লেষ্মায় শিরঃপীড়া নাহি জানে বৈদ্য।
অসার হৃদয়ে কিছু নাহি পায় নিত্য ॥
সাধুসঙ্গ বিনে ব্যাধি ক্ষয় নাহি পায়।
সাধুবৈদ্য সঙ্গ হৈলে সেই রোগ যায় ॥
বস্তু বিনে বস্তুতত্ত্ব নাহি বস্তু জানে।
বস্তু বিনে বস্তু সাধু কৃপার প্রমাণে ॥
সাধু সঙ্গ হৈলে সর্ব্বতত্ত্ব সেই পায়।
অসাধু পরশে তার বস্তু ক্ষয় যায় ॥
গঙ্গাজলে থাকে যদি দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু স্পর্শে কেহো না করে পরশ ॥
সেইমত সর্ব্ব তত্ত্ব জানিহ অন্তরে।
রসাশ্রয় বিনে কেহো প্রেম দিতে নারে ॥
প্রেমের জনম কিসে কোথা হৈতে হয়।
চক্ষুতে প্রেমের জন্ম জানিহ নিশ্চয় ॥
যখন যে চিত্তেতে করএ আকর্ষণ।
তখনি জানিতে পারে প্রেমের লক্ষণ ॥
রতির জনম কিসে কহি বিবরিয়া।
নয়নে রতির জনম দেখ বিচারিয়া ॥
দুহ দুহাঁ চাহিয়া যখন আঁখি ঠারে।
তখনি ডুবএ দুহেঁ রসের সাগরে ॥
রতিমধ্যে বিভিন্নতে তিন রতি হয়।
সহজ রতি স্থির রতি অস্থির রতি কয় ॥
সহজ রতি গোপিগণ সহজ প্রেম তার।
সহজ প্রেম পাইলে করে প্রেমের বিস্তার ॥

তার মধ্যে শাস্ত্রে কহে পঞ্চরতি নাম।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আখ্যান ॥
মধুরেতে রমে তারে মধুরস্ত কহি।
মধুর না হয় রতি রস প্রেম বহি ॥
ভুঙ্গ রতিয়ে নায়িকার স্থির নাহি হয়।
অস্থির নায়িকা সেই জানিহ নিশ্চয়॥
মধুখন্ড রতি যার সেই রসবতি।
নায়ক পাইলে করে আরতি পিরিতি ॥
নায়ক পাইলে সেই পাশরে আপনা।
শৃঙ্গারে আরোপ সিদ্ধ বিদগ্ধ পনা ॥
সে আরোপ সিদ্ধ হয় জানিহ নিশ্চয়।
ব্রজলীলা প্রাপ্তি তার নাহিক সংশয় ॥
উপাসনা প্রাপ্তি রাগানুগার আশ্রয়।
উপাস্য সাধিয়া ভক্ত প্রাপ্তিনুগা হয় ॥
উপাসক জনের এই কহিলাম কারণ।
এই অনুক্রমে পায় ব্রজে সিদ্ধ জন ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

৪

শুনহ রসিক জন মোর নিবেদন।
চঞ্চল না হবে সত্তে স্থির কর মন॥
নিষ্ঠা রতি গুরু উপাসক কর আরোপন।
যাহা হৈতে হব সব বাঞ্ছিত পূরণ॥
একেতে আরোপ করে আরে দেয় রতি।
আপনা না জানে সেহো হয়ে কোন জাতি ॥
শিক্ষাগুরু প্রাপ্তি হবে সদা কর ধ্যান।
দীক্ষাগুরু বীজরূপ করিবে সম্মান ॥
স্বামী বর্ত্তমানে নারী যেই কর্ম্ম করে।
অকর্ম্ম স্বকর্ম্ম করে সকল আবরে ॥
স্বামীহীন জানি সেই বনিতা বিধবা।
বিধবা নারির রক্ষা আর করে কেবা ॥

বিধবা হইলে নারি ব্যভিচারী হয়।
গণিকা বলিয়া তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
পতি বর্ত্তমানে যদি পরকীয়া করে।
সর্ব্বলোক জানে কেহো কহিবারে নারে॥
এমতি জানিহ সেই মন্ত্র গুরু ধর্ম্ম।
তারপর কহি কিছু শিক্ষা গুরু মর্ম্ম॥
শিক্ষাগুরু ভগবান শিরে শিখি পাখা।
রাধিকার শিক্ষাগুরু যেমন বিশাখা॥
শিক্ষাগুরু প্রাপ্তি হৈলে মঞ্জরী সেবা পায়।
সে সেবা পাইতে আর নাহিক উপায়॥
শিক্ষাগুরু না ভজিয়া অন্য গুরু ভজে।
সেজন অসুর প্রায় রৌরবেতে মজে॥
কতেক জনম সে শূকর যোনি পায়।
যম তারে দণ্ড করি নরকে ভোগায়॥
বহুকাল থাকে সেহ অখাদ্য ভোজন।
হেন পাপে বন্ধ হয় না হয় মোচন॥
আর এক কহি শুন আশ্রয় কথন।
শুনিলে আনন্দ বাড়ে জুড়ায় জীবন॥
সিদ্ধ জনের হয় এই অংশ ব্রহ্ম প্রাপ্তি।
ইহা জানি কৈল এই রাগানুগা ভক্তি॥
ভক্তি বিনে মুক্তি পদে প্রাপ্তি নাহি হয়।
এসব অসত্য নহে সত্য এই কয়॥
যত জীবজন্তু পদ হস্তি পদে প্রবেশে।
হস্তির বাহির পদে কার নাহি লেশে॥
এইমত শিক্ষাগুরু যার পর নাঞি।
ব্রজের নিগূঢ় রস যাহা হৈতে পাই॥
সিদ্ধ বস্তু সাধন এই জানিহ নিশ্চয়।
যার অনুগতে সাধন তাই প্রাপ্তি হয়॥
অনুগত হঞা যেবা অন্য জনে ভজে।
সে জন অসুর প্রায় সংসারের মাঝে॥
চাতকের ধর্ম্ম এই জানিহ নিশ্চয়।
অন্যের পরশ হৈলে বস্তু নাহি রয়॥

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

৫

এইত কহিলাম কিছু পঞ্চবিধা ভক্তি।
আর এক কথা বুঝিতে কার নাহি শক্তি ॥
বড় চমৎকার কথা বুঝিতে বিরল।
কথা শুনি অন্ধলোকে হইবে পাগল ॥
কেবা কার গুরু হয় মন আপন গুরু।
মনে যেহোঁ গুরু তেহোঁ বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
যে জন মনকে লঞা সদত নাচায়।
মন যাহা চলি যায় জীব তাহা যায় ॥
ভূত জীব তিন মনের বশ।
তিনকে বারণ করে সেই সে উৎকর্ষ ॥
জীবের প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত নয়।
এদেহ হইতে নারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
সিদ্ধ দেহে সৎগুরু রসে মগ্ন সদা।
অকর্ম্ম সকর্ম্ম করে তার মন মুদা ॥
তার মন ব্রহ্মাণ্ডে নাহি বিরোজার পার।
তাহারে জানিতে নারে সকল সংসার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই শরীর ভিতরে।
আপনা জানিতে নারে সিদ্ধ দেহ ধরে ॥
অসিদ্ধ দেহেতে নাহি পূজার সন্ধান।
নিজ দেহ নাহি জানে সেই সে অজ্ঞান ॥
নিজ দেহে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন হয়।
হৃদয় শোধন কর কহিনু নিশ্চয় ॥
আপনার তত্ত্ব যেই আপনা না জানে।
ব্যর্থ সেই ভাবনা করএ মনে মনে ॥
সকল বৃক্ষের বড় নারিকেল খাজুর।
বসিবার ছায়া নাহি ফল বহু দূর ॥
গগনে উড়এ বৃক্ষ তার নাহি অন্ত।
সে তৈছে উঠে নিজ সামর্থ্য পর্যন্ত ॥

গুরু বস্তু দু' অক্ষর অপ্রাকৃত হয়।
গুরু বস্তু আগন্তুক রতি এক হয়॥
আগন্তুক রতি হৈলে গুরু বস্তু জানে।
আপনে আপন গুরু বুঝে মনে মনে॥
গুরুতে না করে রতি সেহ গুরু নয়।
স্থির রতি মন গুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
তিন পুরুষে হৈল রতি একা হৈল প্রাণ।
বিষম সমস্যা হৈল নৈল সমাধান॥
কারে না ভজিব আমি কারে না পূজিব।
এক দেহ এক প্রাণ কারে সমর্পিব॥
মন্ত্র গুরু দিল বীজ দেহ শুধিবারে।
বীজ দিয়া না রাখিল সঁপিল সাধুরে॥
সাধুগুরু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ তত্ত্ব জানে।
এসব সিদ্ধান্ত কথা ভরথ মুনি মানে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদ্মপদ্ম করি ধ্যান।
চমৎকার চন্দ্রিকা নরোত্তম দাস গান॥

৬

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু দুইত প্রকার।
কোনগুরু প্রাপ্তি বস্তু কহ নির্দ্ধার॥
মন্ত্রের স্বরূপ কৃষ্ণ বৈকুন্ঠের পতি।
মন্ত্রসিদ্ধ হৈলে হয় সেই ধাম প্রাপ্তি॥
ইহা জানি বস্তুতত্ত্ব সাধহ অন্তরে।
গুরু বস্তু এক হয় ভজহ সাদরে॥
সাধুগুরু সতঃসিদ্ধ বস্তুতত্ত্ব জানে।
বস্তু অনুসারে গুরু বুঝ অনুমানে॥
অনুভব মর্ম্ম ব্যাখ্যা আর ব্যাখ্যা বাহ্য।
অনুভব না জানে বাখানে সর্ব্ব বাহ্য॥
সেই সে জানএ অনুভব আছে যার।
অনুভব নাহি মিছা করএ বিচার॥
শাস্ত্র না জানে শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যা করে।
গর্দ্দভের প্রায় সেই শাস্ত্র বঞা মরে॥

অবৈদ্য চিকিৎসা করে যম সম প্রায়।
ঔষধে না করে কাজ যম ঘরে যায়॥
শাস্ত্রমত ঔষধ যদি রোগীরে খাওয়ায়।
ব্যাধি শান্তি হয় আর শান্তি সেই পায়॥
ধাতু জানে নাড়ি ধরে বৈদ্য বলি তারে।
কোন ধাতে কোন ব্যাধি জানিবারে পারে॥
বত্রিশ নাড়ি হৃদএ বৈসে সাধু বৈদ্য জানে।
মুর্খ বৈদ্য যেই সেই মরে অভিমানে॥
বত্রিশ নাড়ির মধ্যে তিন সে প্রধান।
কফ বায়ু পিত্তে তিনে হয়ে বলবান॥
কফে কাম বায়ু প্রেম পিত্তে জীব হয়।
এই তিন নাড়ি মূল জানিহ নিশ্চয়॥
বিজ্ঞ জন রমএ আপন হিতাহিতে।
(অবিজ্ঞ) রমএ যেই গণিক্রে পশুতে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

৭

এই দেহে সপ্ত দ্বীপ সমুদ্র আছয়।
সপ্ত সমুদ্র শ্রেষ্ঠ তথি ক্ষীর সমুদ্র হয়॥
সেই সমুদ্রের মধ্যে আছে পদ্মবন।
নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্মগণ॥
শ্বেতপদ্মে বিন্দু যখন করএ ধারণ।
তাহাতে জন্মএ যত পুরুষের গণ॥
রক্তপদ্মে বিন্দু যখন ধারণ করয়।
প্রকৃতির গণ যথ তাহাতে উদয়॥
নীলপদ্ম কভু যদি বিকশিত হয়।
তাহাতে পড়িলে বিন্দু নপুংসক হয়॥
মানুষের জন্ম কথা এই বিবরণে।
রসের গঠিত দেহ অতি মনোরমে॥
অপ তেজ বায়ু পৃথ্বী আকাশ আছয়।
কোনস্থানে থাকি তারা করএ উদয়॥

গুহ্যদেশে পৃথ্বী আছে মণ্ডালিকা প্রায় ।
তার উৰ্দ্ধে অগ্নি আছে অতি তেজোময় ॥
জঠর আনলে যদি কাষ্ঠ ওদন পায় ।
ওদন পাইলে অগ্নি গৌণ ভাবে রয় ॥
তার উৰ্দ্ধভাগে অপের বসতি আছয় ।
যাহার লহরে দেহ হয় রসময় ॥
নাসিকাতে বায়ু সদা বহএ সঘনে ।
মস্তকে আকাশ রহে পঞ্চভূতগণে ॥
চৌদ্দ ভুবন নব খণ্ড দেহেতে আছয় ।
কোন কোন স্থানে থাকি করএ উদয় ॥
দুই ভুজে ছয় ভুবন দেখে লেখা করি ।
আর ছয় ভুবন দুই পায়ে দেখহ বিচারি ॥
আর দুই ভুবন পৃষ্ট মস্তকে যে হয় ।
যেই চৌদ্দ ভুবন হয় অতি শোভাময় ॥
চৌদ্দ ভুবন মধ্যে তিন ভুবন প্রধান ।
অধর কুচদ্বয় হয় আর রস স্থান ॥
নব খণ্ড কথা কিছু কহি বিবরণ ।
সব কহা না যায় করি দিগ দরশন ॥
মুখ মধ্যে দুই খণ্ড দেখ বিদ্যমান ।
নেত্র দুইখণ্ড দুই খণ্ড দুই কান ॥
নাসিকাতে দুই খণ্ড দেখ বর্ত্তমানে ।
জিহ্বাতে একখণ্ড যাতে অমৃত করনে ॥
এই নবখণ্ড হয় অতি শোভাময় ।
সৰ্ব্বমেলি খণ্ড অতি রসময় হয় ॥
স্বর্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল এই তিন ভুবন ।
মস্তক স্বৰ্গ হয় বক্ষ্যাদি মৰ্ত্তভুবন ॥
পায়েতে পাতাল সেই কহে বিজ্ঞ জনে ।
অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হয় এইত প্রমাণে ॥
পঞ্চবিংশতি প্রকৃতি সৰ্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
প্রকৃতি শব্দে স্বভাব কহি মুৰ্দ্ধণো আছয় ॥
দশেন্দ্রিয় আছে তাথে অতি শোভাময় ।
হস্তপদ নেত্র কর্ণ গুহ্যাদি কহয় ॥

এই দশেন্দ্রিয় হয় অণ্ডের শোভন।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ অণ্ড অপূর্ব্ব গঠন ॥
সপ্ত সমুদ্র সপ্ত দ্বীপ রহে কোন স্থানে।
তাহার করণ কিছু করি নিবেদনে ॥
বামপক্ষ দক্ষিণপক্ষ দুই পক্ষ হয়।
মধ্যে ক্ষীর সমুদ্র আছে দেখহ অবয় ॥
দুই পক্ষে দুই পার্শ্বে দুই দ্বীপ হয়।
আর দুই দ্বীপ দেখ পৃষ্ঠে বিরাজয় ॥
দুই পিছা দুই দ্বীপ দেখ বর্ত্তমানে।
দুই সমুদ্র বেষ্টিত তাথে আছএ সঘনে ॥
জন্ম স্থানে এক দ্বীপ আছে সমুদ্র মাঝে।
আর দুই সমুদ্র দেখ বক্ষেতে বিরাজে ॥
সপ্ত দ্বী সপ্ত সমুদ্র দেহে বিরাজয়।
রসের নির্ম্মাণ অণ্ড হয় রসময় ॥
বৃক্ষলতা মূল দণ্ড চন্দ্র সূর্য্য গণে।
কোনস্থানে রহি করে কেমন করণে ॥
বৃক্ষের বীজ যখন করএ রোপণ।
যুগল পত্রসহ বৃক্ষ নিকসে তখন ॥
বৃক্ষের আকার দেহ দেখ বর্ত্তমানে।
বৃক্ষ মূল সমস্তক কর্ণ যুগল পত্রসনে ॥
হস্ত পদ দুই বৃক্ষের শাখাদি কহয়।
কর পল্লব বৃক্ষের অতি শোভাময় ॥
বৃক্ষেতে বেষ্টিত লতা যথ লোমগণ।
বৃক্ষময় দেহ হয় অতি সুশোভন ॥
ষাটি পলে দণ্ড হয় শাস্ত্রের গণনে।
একদণ্ড ষাটি পল নেত্রের প্রমাণে ॥
প্রহর বিরাজে সেই বাম নাসা স্থানে।
দ্বিতীয় প্রহরে দুই নাসায় সমানে ॥
এই মতে অষ্ট প্রহর বুঝ মনে মন।
চন্দ্র সূর্য্য নেত্র হয় দেহের করণ ॥
অনন্ত অণ্ডের কথা কে কহিতে পারে।
অতি গুহ্য যোগ কথা বেদ অগোচরে ॥

হৃদি মধ্যে এক দেখ পদ্ম ত আছয় ।
পরমাত্মা হঞা কৃষ্ণ তাহা বিরাজয় ।।
দেহ মধ্যে রহি কৃষ্ণ রসিক শেখর ।
রস আস্বাদন করে হইঞা তৎপর ।।
এসব তত্ত্বের কথা অজ্ঞে নাহি জানে ।
অতি গূঢ় কথা এই বিজ্ঞের কারণে ।।
ছায়ারূপে মায়া আছে দেখ বিদ্যমানে ।
দুহেঁ দুহা স্পর্শ নাক্রি কেহ নাই জানে ।।
কোন কোন মতে কহে এই দেহ নিত্য ।
কোনমতে কহে এই দেহ ত অনিত্য ।।
নরদেহ নৈলে কোন তত্ত্ব নাহি জানে ।
সাধনের মূল হয় নরদেহগণে ।।
অগু তত্ত্ব নিরূপণ শুকদেব জানে ।
যে কথা (শ্রবণ) কৈলা পশুপতি স্থানে ।।
একদিন সদাশিব কৃষ্ণ স্থানে গিয়া ।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় করিয়া ।।
অনাদি অণ্ডের কথা আমি নাহি জানি ।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার কাহিনী ।।
ভগবান কহে এই অতি গুহ্য বাণী ।
আমি বিনে এসব তত্ত্ব নাক্রি জানে প্রাণী ।।
আমার গূঢ় কর্ম্ম এই কেহো নাহি জানে ।
কহিএ তোমারে আমি রাখিবে গোপনে ।।
এসব জানিলে প্রাণী সিদ্ধ দেহ হবে ।
এ তত্ত্ব জানিলে সেই সিদ্ধ তত্ত্ব পাবে ।।
এত কহি ভগবান তাঁহারে কহিলা ।
গোপনে রাখিহ পুনঃ পুনঃ নিষেধিলা ।।
একে সিদ্ধ মহাদেব মহা সিদ্ধ হৈলা ।
প্রেমে মত্ত হঞা দেব নাচিতে লাগিলা ।।
আনন্দে মগন হঞা গৃহকে আইলা ।
আনন্দ দেখিঞা দেবি পুছিতে লাগিলা ।।
আজি প্রভু তুমি কোনস্থানে তত্ত্ব পাইলে ।
কৃপা করি প্রভু কেন মোরে না কহিলে ।।

বিনয় শুনিঞা কহে শুন প্রাণেশ্বরী।
অতি গুহ্য যোগ কথা কহিতে না পারি ॥
অতি নিব্বিরলে তোমায় কহিব গোপনে।
প্রাণীমাত্র একথা যেন কেহ নাহি শুনে ॥
এত কহি দুইজনে গেলা গুহ্য স্থানে।
সুদ্রের মধ্যে দ্বীপ বসিলা সেখানে ॥
বসিলেন মহাদেব পার্ব্বতীর সাথে।
অতি গূঢ় যোগ কথা লাগিলা কহিতে ॥
শুনিতে শুনিতে দুর্গা নিদ্রাতুরা হৈলা।
মীনগর্ত্তে রহি শুক হুঙ্কার করিলা ॥
সম্যক কহিতে বাহুল্য বহু হয়।
অতএব দু এক করি কহিএ নিশ্চয় ॥
অণ্ড নির্ণয় কথা কহিএ গোপনে।
ইতিহাস করি কিছু না করিহ মনে ॥
ভাবতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
সর্ব্বতত্ত্ব অণ্ডে আছে করহ বিচার ॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী করি যত ভাবগণ।
ইহারা সকলে হয় অণ্ডের শোভন ॥
যদি কহ ইহাদের বাস কোনস্থানে।
সর্ব্ব অণ্ডে বিরাজয় বুঝ অনুমানে ॥
মদ মাৎসর্য্য ছয় রিপু মনেতে আছয়।
আগন্তুক হঞা তারা করএ উদয় ॥
সর্ব্বসার বস্তু হয় যতনে জানিবে।
সাধুসঙ্গ বিনে তাহা খুঁজিলে না পাবে ॥
রসিক শরীরে রস আছে কোন স্থানে।
আভাষ করিঞা কিছু কহি বিবরণ ॥
মদন মাদন আর শোষণ স্তম্ভন।
মোহনাদি যত সব রসিক কারণ ॥
মদন মাদন দুই নেত্রে অবস্থিতি।
শোষণ অধরে শৃঙ্গারে স্তম্ভন রতি ॥
গুহ্যাঙ্গে মোহন রহে অতি সে গোপনে।
অতি গূঢ় কথা সেই না যায় কথনে ॥

অস্থিতে আছএ রস রসিকের দেহে ।
প্রেম সম্মিলন হৈলে সর্ব্বক্ষণ বহে ॥
প্রেম পীরিতি সেই রহে কোনস্থানে ।
সব কথা না যায় কহি দিগ দরশনে ॥
প্রকৃতির নেত্রে প্রেম রহে সর্ব্বক্ষণে ।
রসিক পাইলে তার হরএ পরাণে ॥
মুখপদ্ম হৈতে তাতে পিউ উপজিল ।
তাহা দেখি রসিক সব পিব পিব কৈল ॥
হৃদএ জন্মিলা রি অতি মনহরে ।
পদ্মের কলিকা যেন অতি শোভা করে ॥
মোহনে সম্মোহ যাই যখনে মিলিল ।
অতি তৃপ্ত হঞা তাথে তিউ উপজিল ॥
বাউল কহএ ইহা বাউলের প্রতি ।
বাউল হইলে জানে পিরিতি বসতি ॥
দ্বাদশ রসের মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বিবরি কহিএ শুন তাহার কারণ ॥
দ্বাদশ বর্ণের কথা শুন দিয়া মন ।
মনুষ্যের চিহ্ন এই অপূর্ব্ব কথন ॥
শ্বেত ১। চিত্র ২। বারতা ৩। স্বর্ণ ৪।
শ্যাম ৫। পাণ্ডুর ৬। পিঙ্গল ৭। গৌর ৮।
ধূম ৯। রক্ত ১০। কাল ১১। নীল ১২। ক্রমাদপি ॥
এই দ্বাদশ বর্ণ মানুষের দেহে ।
বাহ্যে অন্তরে রহে বিজ্ঞ জনে কহে ॥
পাণ্ডুবর্ণ নীলবর্ণ আছে নেত্র স্থানে ।
কালবর্ণ শ্বেতবর্ণ কেশ নখগণে ॥
গৌরবর্ণ চিত্রবর্ণ বপুসন্ত স্থলে ।
জিহ্বাতে বরুণ বর্ণ অমৃত উথলে ॥
স্বর্ণবর্ণ পিঙ্গলবর্ণ শোনিত মাংস স্থানে ।
রক্তবর্ণ ধূমবর্ণ শুক্র মেধ গণে ॥
শ্যামবর্ণ গৌরবর্ণ বপুর গঠন ।
অন্তরে আছয়ে শ্যাম বাহ্যে গৌরবরণ ॥

এ সব সন্ধান জানে রসিকের গণে।
অবিজ্ঞ করণ নহে বিজ্ঞের করণে॥
নেত্রে নেত্রে সম্মিলন হয় যেই ক্ষেণে।
প্রেমের আবির্ভাব তবে হয় সেই ক্ষেণে॥
আবির্ভাব হৈলে প্রাণ তার গত হয়।
দেহ ছাড়া প্রাণ হৈলে সে জন মরয়॥
প্রাণ ছাড়া হৈলে যেন ছটফট করে।
উঠি বসি করে সেই রহিতে না পারে॥
জল ছাড়া মীন যেন না বাঁচে পরানে।
পুনঃ জল পাইলে তবে জিয়ে সেই ক্ষেণে॥
প্রাণ দেহে আইলে যেন পুনঃ জন্ম হয়।
সংযোগেতে হয় জন্ম বিয়োগে মরয়॥
দৈবাতেতে হয় যদি এক দেহ পাত।
আর দেহ রহে কৈছে ছাড়ি তাঁর সাথ॥
যদি কহ একত্রে তাঁরা না মরিল কেনে।
আগে পিছে হয় সেই কিসের কারণে॥
বিয়োগ সাধন তার হয়ত কারণ।
সাধন নহিলে প্রাপ্তি নহে সেই ধন॥
তাহাতে প্রমাণ দেখ শ্রীগৌর সুন্দর।
শ্রীরাধার বিয়োগ সদা যাহার অন্তর॥
নরোত্তম দাস কহে ভাবি রাত্রিদিনে।
কি সাধনে পাব রসিক যুগলচরণে॥

৮

হৃদয়ে নাশিল ঘোর অন্ধকার তমঃ।
অতএব গুরুগোসাঞি হৃদি চন্দ্র সম॥
সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী হয় হৃদয় ভিতর।
জ্ঞান বস্তু রূপ গুরু হৃদে শশধর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসময় রূপ।
নিত্যানন্দ রায় বন্দো ভাবের স্বরূপ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পুরাও মোর আশ।
তোমার কৃপাতে করি তত্ত্বের প্রকাশ॥

ছোটবড় ভক্তগণ না লবে অপরাধ।
অপরাধ ক্ষেমা করে করহ প্রসাদ ॥
প্রথমে কহিএ গুরু তত্ত্বের বিচার।
যাহার শ্রবণে ভক্ত পায় চমৎকার ॥
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তিন দেহ হয়।
তিন দেহে তিন মূর্তি সদা বিরাজয় ॥
প্রবর্ত্ত সাধক দেহে নামমন্ত্র ভাব।
সিদ্ধ দেহে প্রেমগুরু নিত্য রূপ সব ॥
গুরুকৃপা নৈলে যত সব মায়া ভেক।
যাইতে নারিবে তবে পথে হবে ঠেক ॥
সেই সে রসের নদী প্রেমের পাথার।
তাহা হইতে উপজএ সহস্রেক ধার ॥
সম্যক প্রকারে তাহা না যায় বর্ণন।
অবশেষ কণা কিছু করিয়ে শুচন ॥
সেই জপ সেই তপ সেই যোগ ধ্যান।
আমি সে তাঁহার বটি তিহোঁ মোর প্রাণ ॥
এইত কহিল গুরু তত্ত্বের বিচার।
শুনিলে স্বরূপে নিষ্ঠা হইবে তাহার ॥
শুন শুন কহি পুন ভাণ্ডের বিচার।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় লাগে চমৎকার ॥
অপ তেজ বায়ু পৃথ্বী আকাশাদি আর।
এই পঞ্চ গুণে হয় দেহের সঞ্চার ॥
এই পঞ্চগুণে পঞ্চ আত্মা মহাশয়।
দেহে স্ব স্ব স্থানে থাকি সদা বিরাজয় ॥
সড়ভূত দশেন্দ্রিয় বৈসে স্থানে স্থানে।
আপন ইচ্ছায় কার্য্য করে সর্ব্বজনে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ঋষি মহাশয়।
অন্য কে করিব বস কার বস নয় ॥
কেবল আছএ বস ইচ্ছা নন্দের স্থানে।
বুঝহ বান্ধবগণ বিচারিয়া মনে ॥
এক ফল হইতে এক লতা উপজিল।
পঞ্চ পত্র হৈল আর যোল পত্র হৈল ॥

শ্বেত পদ্ম লাল পদ্ম মস্তক উপরে।
সচ্চিদানন্দ বৈসে তাহার উপরে ॥
অধো পদ্ম ঊর্দ্ধ পদ্ম কোঁড়া পদ্ম জুদা।
ঊর্দ্ধ পদ্ম বিকশিত অধোপদ্ম মুদা ॥
রসিক নায়িকা কভু স্পর্শ যদি পায়।
তার জ্যোতি আভা লাগে সচ্চিদানন্দের গায় ॥
চমকিত হঞা বৈসে ভাবিত হিয়ায়।
অন্তরে উঠিল জ্বালা করে হায় হায় ॥
তমোগুণ থাকিতে নহে তাহার সাধন।
তমো ছাড়ি সত্ত্বগুণ ধরে সেই ক্ষণ ॥
শুদ্ধ হৈলে সত্ত্ব হয় দ্রব সমগুণি।
আনল পাইলে ঘৃত নাই তাকে নুনি ॥
ঊর্দ্ধ ছাড়ি অধোপথে ষড় দলে যায়।
ষড়দলে স্বর্ণ কান্তি দেখিবারে পায় ॥
প্রেম চেষ্টা কেবল তার কাম চেষ্টা নয়।
প্রেম চন্দ্র রতি তবে তাহাতে উদয় ॥
বস্তুস্পর্শে প্রেম হয়ে দৃষ্টি মাত্র ভাব।
স্বরূপ রতি সাধন কালে তাহা হঞ লাভ ॥
কোনকালে সেই রতি স্খলিত যদি হয়।
কোটি ব্রহ্মা সেই বীজের মর্ম্ম না জানয় ॥
বহু ভাগ্যে সেই যদি যোগাযোগ পায়।
তার বিন্দুকণা দৃষ্টে বিদ্যুৎলতা প্রায় ॥
নায়কের কাম আর নায়িকার কাম।
দুই কামে মিশামিশি হঞ তামে তাম ॥
তারপর সেই বস্তু রক্ত বর্ণ ধরি।
কুসুম আকৃতি হয় দেখহ বিচারি ॥
তার পর শ্যাম রস মধু নাম ধরে।
তাহা আস্বাদনে কৃষ্ণ ভাবিত অন্তরে ॥
আর অষ্ট পদ্ম দেখ বাহ্যাঙ্গেতে আছে।
মুখ এক আঁখি দুই তার কাছে কাছে ॥
দুই পায়ে দুই পদ্ম হস্ত দুই আর।
হৃদি পদ্ম নাভি পদ্ম মূল পদ্ম সার ॥

এইত কহিলাম কিছু ভাণ্ডের বিচার ।
যাহার শ্রবণে ভক্ত পায় চমৎকার ॥
আর কিছু কহি শুন মন কর স্থির ।
ভক্ত গুরু কল্পতরু কমল (শরীর) ॥
একসঙ্গ রতিতে প্রাপ্তি কহিলাম মর্ম্ম ।
ব্রজবাসী নয় তারা চাতকের ধর্ম্ম ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ ।
চমৎকারচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥
ইতি শ্রীনরোত্তম দাসেন বিরচিতং চমৎকারচন্দ্রিকা
গ্রন্থ সম্পূর্ণং ॥

(গ.প.ম. বি. ৬৯ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ)

রসভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নবদ্বীপবিহারিনে।
ব্রজলীলা প্রকটার্থে শ্রীরূপানুগ্রহোঽথা ॥
শ্রীরূপং চরণং বন্দে তস্যানুগা ভবের্যদি।
ব্রজপ্রাপ্তি ন সন্দেহ ব্রজলোকানু সারএৎ ॥
প্রবর্ত্তো আশ্রয় তস্মাৎ সাধক সিদ্ধমাশ্রয়।
রাগভাবস্য প্রেমাদি আলম্বনোদ্দীপনস্তথা ॥

আশ্রয় নির্ণয় কহি পঞ্চ পরকার।
নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় আর ॥
প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় পঞ্চ সে কহিল।
এই ক্রমে রসভক্তিচন্দ্রিকা রচিল ॥
আশ্রয়ের কথা কিছু করি নিবেদন।
যেমনে আশ্রয় হয় শুন বিবরণ ॥
এইত আশ্রয় হয় পঞ্চ পরকার।
ক্রমে ক্রমে কহি ইবে করিয়া বিস্তার ॥
এই পঞ্চমত হয় আশ্রয় নির্ণয়।
প্রবর্ত্ত সাধকসিদ্ধ তথি মধ্যে হয় ॥

প্রবর্ত্তের নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় হয়।
সাধকের ভাবাশ্রয় জানিহ নিশ্চয় ॥
সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় ভক্তি শাস্ত্র অনুসারে।
আশ্রয় নির্ণয় (এই) পঞ্চ পরকারে ॥

প্রবর্ত্তে আশ্রয় হয় শ্রীগুরু চরণ।
আলম্বন সাধুসঙ্গ জানিহ কারণ ॥
উদ্দীপন হরিনাম আর সংকীর্ত্তন।
এইত কহিল কিছু প্রবর্ত্ত লক্ষণ ॥

সাধকের আশ্রয় হয় সখীর চরণ।
সেবা পরিচর্য্যা তার হয় আলম্বন ॥

উদ্দীপন হয় রাধাকৃষ্ণ দরশন।
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে স্মরণ মনন ॥
আলম্বন সখী সঙ্গে জানিহ কারণ।
চিন্তাভীষ্ট সিদ্ধ দেহে সাধক লক্ষণ ॥
এইত কহিল কিছু সাধক নির্ণয়।
ইবে কহি সিদ্ধ তত্ত্ব করিয়া বিনয় ॥
সিদ্ধেতে আশ্রয় হয় শ্রীরাধাচরণ।
আলম্বন সখীসঙ্গ জানিহ কারণ ॥
উদ্দীপন হয় সেই পঞ্চ পরকার।
নবমেঘ কানড় পুষ্প ভ্রমর কোকিল আর ॥
ময়ূর কণ্ঠাদি এই পঞ্চমত হয়।
উদ্দীপন তত্ত্ব এই করিল নির্ণয় ॥
ইবে কহি রাগ তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
কোন রাগে কোন আশ্রয় কহিএ কারণ ॥
নাম রাগ হৈতে আগে শ্রদ্ধা বাড়য়।
শ্রদ্ধা হইলে যত্ন করি কৃষ্ণ নাম লয় ॥
লীলা রাগ প্রাপ্তি হইলে লীলা রাগ হয়।
লীলা আদি প্রাপ্তি হৈলে প্রেম রাগ হয় ॥
(প্রেম রাগ হৈলে তবে প্রাপ্তি রাগ হয়।)
প্রাপ্তি হইলে সদা তার আনন্দ বাড়য় ॥
নামরাগ শ্রদ্ধা রাগ লীলা রাগ হয়।
প্রেমা রাগ প্রাপ্তি রাগ পঞ্চবিধা কয় ॥
এই পঞ্চমত হয় রাগের নির্ণয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তথিমধ্যে হয় ॥
প্রবর্ত্তের নামরাগ শ্রদ্ধা রাগ হয়।
সাধকের লীলা রাগ লীলাতে চিন্তয় ॥
প্রেমরাগ প্রাপ্তি রাগ সিদ্ধেতে কহিল।
দেশকাল পাত্র তবে লিখিতে মন হইল ॥
দেশকাল পাত্র হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সাধক সিদ্ধ তথি মধ্যে করিএ বিস্তার ॥
সাধকের দেশ হয় নবদ্বীপ স্থান।
নিত্য কলি পাত্র শ্রীগৌর ভগবান ॥

সিদ্ধের দেশ হয় শ্রীবৃন্দাবন ।
কাল দ্বাপর পাত্র শ্রীনন্দনন্দন ॥
শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ংরূপে গোপমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রয় ।
রাধিকা-প্রাণপতেয়ু নিত্য লীলাকৃতং ভজেৎ ॥
ব্রজে নিত্য লীলা করে বিদগধ রাজ ।
স্বয়ং মূর্ত্তি গোপ বেশ রসে রস মাঝ ॥
রাধিকার প্রাণপতি ব্রজেন্দ্র নন্দন ।
নিত্যলীলা করে সদা প্রেমেতে মগন ॥
অথ ভক্তি ভাব প্রেম প্রাপ্তি নিরূপণ ।
ভক্তির লক্ষণ হয় শ্রীগুরু চরণ ॥
ভক্তির অন্তর কিবা না জানি বিশেষে ।
নামাশ্রয় করি তাথে করিলা নির্দেশে ॥
মন্ত্রাশ্রয় ভাব হয় বলিব কাহারে ।
সিদ্ধ দেহ ভাব বলি করিল বিচারে ॥
ভাবের অন্তর কিবা কহি বিবরণ ।
সদা সেবা অনুরাগী নিত্য সেবায় মন ॥
সেই সেবা দুইমত কহিব প্রকার ।
সাধক রূপেতে এক করিল নির্দ্ধার ॥
সিদ্ধ রূপে সেবা হয় অতি সে বিশেষ ।
সাক্ষাৎ নিযুক্ত সেবা কহিল নির্দেশ ॥
তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ—
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাএহি ।
তত্ভাবলিপ্সুনা কার্য্য ব্রজলোকাণুসারত ॥
অথ প্রেমভক্তি নিরূপণ বলিব কাহারে ।
প্রেমের অন্তর কিবা কহত আমারে ॥
আসক্তি বলিয়া নাম পিরিতেরে বলি ।
পরকীয়া ভাব সদা কিশোর কিশোরী ॥
রতি কোন হএ তাহা কহত বিচারি ।
প্রধান বিলাস রতি কহিল নির্দ্ধারি ॥
অতঃপর কহি শুন রস বলি কারে ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় অতি মনোহরে ॥

ক্রিয়া কি সম্ভোগ বলি কহিল বিচারি।
স্বকীয়া পরকীয়া রূপে সদা করে কেলি ॥
স্বকীয়া রুক্মীনী দেবী দ্বারিকা নগরে।
বহু রমণীতে কৃষ্ণ করেন বিহারে ॥
পরকীয়া ভাবে ব্রজে রাধিকা সুন্দরী।
নন্দ নন্দন সহ সদাই বিহারি ॥
বিলাসাদি রতি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সামর্থা সাধারণী সমঞ্জসা আর ॥
সমর্থা রতির পাত্র শ্রীমতী রাধিকা।
সদা প্রেমে ভগমগি কৃষ্ণ প্রিয়াধিকা ॥
সমর্থা রতির হয় ঐছে ব্যবহার।
কৃষ্ণ সুখ বিনা তেহঁ না জানএ আর ॥
কৃষ্ণ সুখ রতি কাম বর্ত্তএ কাহাতে।
সর্ব্বোৎকর্ষ সুখ হয় শ্রীমতী রাধাতে ॥
ভাবোল্লাস রতির পাত্র শ্রীরূপ মঞ্জরী।
শ্রীকৃষ্ণ রতি হইতে রাধিকাতে ভারি ॥
সঞ্চারিস্যাৎ সমোনোবা কৃষ্ণ বর্ত্তা সুহাসমতি।
অধিক্যা ... মানস্তোবোল্লাস ইতি জতে ॥
রতি তিন প্রকার হয় পূর্ব্বে (যে) কহিল।
সমর্থা সাধারণী সমঞ্জসা বিবরিল ॥
রতি পাত্র ধাম কহ করিয়া নিশ্চয়।
ধাম পাত্র বিশেষিয়া কহি অতিশয় ॥
সমর্থা রতির পাত্র ব্রজে শ্রীরাধিকা।
সাধারণী মথুরাতে কুব্জা অধিকা ॥
সমঞ্জসা দ্বারিকাতে রুক্মীন্যাদি নারী।
রতি ধাম ত্রিবিধ যে কহিল বিচারি ॥
সমর্থার গুণ হয় কৃষ্ণ সুখে সুখী।
সাধারণী সামঞ্জসা আত্মসুখে সুখী ॥
নিজসুখ লাগি সম্ভোগ কৃষ্ণের সোহাগ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি নাহি করে অনুরাগ ॥
যদি কান্ত প্রাপ্তি রাগ হইত তাহার।
তবে না হইত সাধারণীর বিচার।

সমঞ্জসার গুণ কিবা কহত বিচারি।
কৃষ্ণে প্রীতি ভাব সদা বিহরে আচরি ॥
ব্রজে পঞ্চভাব হয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
শান্তদাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরস হয় ॥
কেবল মাধুর্য্য ব্রজে শ্রীনন্দ নন্দন।
পূর্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা করেন ভগবান ॥
পঞ্চ ভাবের পাত্র ধাম কোথা অবস্থিতি।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রূপ করিব বিবৃতি ॥
ঐশ্বর্য্যেতে শান্ত পাত্র সনক সনাতন মুনি।
নিষ্ঠাগুণ আচরণে ত্রিভুবন জিনি ॥
দাস্য গুণের পাত্র (হনু) গরুড় মহাশয়।
সখ্য গুণের পাত্র অর্জুন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
বাৎসল্য গুণেতে বসুদেব দৈবকী সে হয়।
দ্বারকাতে প্রায় মধুর স্বকীয়াতে কয় ॥
এইত কহিল ঐশ্বর্য্য পঞ্চভাব রূপ।
ইবে কহি মাধুর্য্যের ব্রজে অনুরূপ ॥
শান্ত গুণে নিষ্ঠা গোমৃগাদি পক্ষিগণ।
ব্রজে নিত্য বিহারেতে আনন্দ মগন ॥
দাস্য গুণে গোপিগণ সেবাতে মগন।
কৃষ্ণসেবা নিরবধি করে সুচিন্তন ॥
সখ্যভাবের গুণ শ্রীদামাদি বিহরে সমতা।
সদাই সে বিহরএ কৌতুক বারতা ॥
বাৎসল্য গুণেতে শ্রীনন্দ যশোমতী রাণী।
লালন পালন কৃষ্ণের জাএত নিছনি ॥
মধুরগুণে যূথেশ্বরী শ্যামলা চন্দ্রাবলী।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণোৎকর্ষ শ্রীরাধিকা প্রেমেতে আগরি ॥
এই পঞ্চভাবের যে করিল নির্ণয়।
এই মতে গ্রন্থকার বিবরিয়া কয় ॥
সেইভাব দুইমত করিব বিচার।
ভাব মহাভাব হএ করিল নির্দ্ধার ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
যার প্রেমে বশ কৃষ্ণ সর্ব্বত্রে বাখানি ॥

রাগাত্মিকা রাগময়ী কামরূপা হয়।
স্বভাবেতে সিদ্ধ সদা কৃষ্ণ সুখাশ্রয় ॥
রাগময়ী কামরূপা দ্বিবিধ প্রকার।
রাগের অনুগা কামানুগা আর ॥
সাধকেতে কামানুগা রাগের আশ্রয়।
মধুর আশ্রয় হইয়া সদাই ভজয় ॥
গোপী অনুগত ভাব প্রকৃতি হইয়া।
শৃঙ্গার আশ্রয় সদা আনন্দিত হয়া ॥
রূপোজ্জ্বল গৌর দরশন সেবা পরকিয়া।
নানা বেশ ভূষা অঙ্গে সুগন্ধি চর্চ্চিয়া ॥
তথাহি—
স্বকামরূপা সম্ভোগ তৃষ্ণাং মানবতি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণ সৌখ্যার্থমেব কেবলমদ্যম্ ॥
কামানুগা ভবেৎ কৃষ্ণ কামরূপানুগামিনি।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্ত্বদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা সাদ্বিধা ॥
ইণ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিণ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ীয়া ভবেদ্ভক্তি সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥
রাগাত্মিকৈ কনিষ্ঠায়ে ব্রজবাসি জনদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়োনুবেধা ভবের্দত্তা বিকারবান ॥
সখিনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মনাং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞা সেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥

অতঃপর কহি শুন আখ্যান নির্ণয়।
তিন প্রকার আখ্যান ভেদ যে কহয় ॥
প্রবর্ত্তে দাস আখ্যান সাধক রূপে সখী
মঞ্জরী অনুগা হইলে মঞ্জরী সে লেখি।
সিদ্ধে সখি মঞ্জরী হয় দুইত প্রকার
পুর্ব্বন্তর্দশাতে এক পরান্তর্দশাতে আর।
তথাহি—
কদা বিম্বোণ্ঠী তাম্বুলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমানং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদা ভোক্ষ্যতে ॥

অতএব ব্রজবাসী অনুসারে ভজে যেই জন।
ভজন সিদ্ধ হইলে পায় ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥

সিদ্ধ দশা কয় মত কহ বিবরিয়া।
দশ দশা হয় সিদ্ধ কহিব বিনাইয়া॥
প্রথম দশাএ ধনির বাড়এ লালসা।
দ্বিতীয় দশায় ধনি উদ্বেগ মানসা॥
তৃতীয় দশায় ধনি করে জাগরণ।
চতুর্থে তানবোদ্বেগ মলিন পঞ্চম॥
ষষ্ঠমেতে ব্যাধি দশা অনেক প্রকার।
সপ্তমেতে হয় উন্মাদ দশার প্রচার॥
অষ্টমে জড়িমা দশা উক্ত ভাব হয়।
দশম দশায় ধনি মোহ প্রায় হয়॥
মৃত্যু প্রায় দশ দশা হয় অচেতন।
অতএব এই দশা বড়ই বিষম॥
এ কারণ দশ দশা সহিতে না পারে।
তেঞি সে মরিতে চাহে তমালের তলে॥
অতঃপর কহি কিছু সাধকের রীতি।
রতি অনুসারে চারি দশা অবস্থিতি॥
বাহ্যদশা হয় এক অর্দ্ধবাহ্য আর।
পূর্ব্বান্তর্দশা পরান্তর্দশা অনুসার॥
এই চারি দশার যে ক্রিয়া কিবা হয়।
সকল বিবরি কহ করিয়া নিশ্চয়॥
তটস্থতা বাহ্যদশা এক যে কহিল।
ভাবানুসারে মানসাদি কীর্ত্তন রচিল॥
তদুপরি অর্দ্ধবাহ্যদশা যে কহয়।
দর্শনানুসারে প্রলাপাদি উচ্চারয়॥
অর্দ্ধদশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
এই ক্রমে কহে ভক্ত অর্দ্ধ বাহ্য নাম॥
অপর যে পূর্ব্বান্তর্দশা নিরূপিল।
মান দৃঢ় ভ্রমে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিল॥
কিঞ্চিত সেবাতে মন নিযুক্ত করিয়া।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ দেখে আনন্দিত হঞা॥
এইরূপে পূর্ব্বান্তর্দশা যে জানিবে।
অন্তর্ম্মনা হঞা সাধক সেবা যে করিবে॥

ইবে কহি পরান্তর্দশার বিবরণ।
সিদ্ধ অনুসারে সাক্ষাৎ সেবাদি করণ ॥
নানারূপ সুগন্ধাদি অগোর চন্দন।
পুষ্পাদি তোড়ন কিম্বা মালাদি গুম্ফন।
যে সময়ে যেইসেবা নিয়োজিত হঞা।
সখী সঙ্গে সেবা করে নিকুঞ্জে থাকিয়া ॥
এই যে কহিল পরান্তর্দশা অনুসার।
অত্যন্ত রহস্য কথা শুনিতে চমৎকার ॥
অতঃপর কহি শুন দুই দশার কথা।
যাহা শুনি ভক্ত সুখ মানয়ে সর্ব্বথা ॥
কেবল বাহ্যদশা নাম এক যে কহিয়ে।
অমুকের পুত্র বলি তাহাকে জানিয়ে ॥
আর এক হয় শুন কেবল অন্তর্দশা নাম।
সিদ্ধ প্রাপ্তি ব্রজলোক কহিল নিদান ॥
অতঃপর কহি কিছু কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
অত্যন্ত নিগূঢ় কথা শুনিতে শোভন ॥
শব্দগুণ হয় এক গন্ধগুণ দুই।
রূপগুণ তিন রসগুণ চারি কই ॥
স্পর্শগুণ পঞ্চমে সর্ব্বোৎকর্ষ জানি।
বর্ত্তে কোথা কেমন সে আস্বাদন মানি ॥
বচনামৃত শব্দগুণ কর্ণে আস্বাদন।
অঙ্গের গন্ধগুণ নাসিকাতে নিয়োজন ॥
রূপগুণ নেত্রে রহে দর্শন করিয়া।
রসগুণ অধরেতে সুধারস পাইয়া ॥
স্পর্শগুণ অঙ্গে রহে ব্যাপিত হইয়া।
আনন্দে অবশ চিত্ত মগ্ন রহে হিয়া ॥
এইত কহিল পঞ্চগুণের নির্ণয়।
ইবে কহি পঞ্চবাণ কোথা কোন রয় ॥
মদন মাদন আর শোষণ যে হয়।
স্তম্ভন মোহন পঞ্চ কোথা কোন রয় ॥
মদন দক্ষিণ কোনে চক্ষুতে রহয়।
বামচক্ষুর কোনেথে (যে) মাদন রহয় ॥

শোষণ কটাক্ষে রহে জানিহ কারণ।
স্তম্ভন শৃঙ্গারে বর্ত্তে অতি সে শোভন॥
মোহন সম্ভোগ রস পুষ্টিতে জানিবে।
এইমত পঞ্চবাণ সদা নিবসিবে॥
ইহার পর কহি কিছু রাগের নির্ণয়।
রাগময়ী রাগ আত্মা ব্রজবাসী হয়॥
কোন রাগ কোথা থাকে কহত নিশ্চয়।
সেই রাগ পঞ্চ প্রকার পঞ্চগুণে হয়॥
তথাহি—
বিরাজন্তীমভিব্যক্তিং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
অতএব রাগাত্মিকা দুইমত হয়।
রাগাত্মিকা আশ্রয় হইলে রাগানুগা কয়॥
অতএব পঞ্চগুণে রাগ থাকএ কোথায়।
নিরূপণ করি কহ বুঝএ সভায়॥
শব্দরাগ গন্ধরাগ রসরাগ আর।
রূপরাগ স্পর্শরাগ এ পঞ্চ প্রকার॥
এই পঞ্চ রাগ সদা বর্ত্তে কোন স্থানে।
বিবরিয়া না কহিলে কেমনে সে জানে॥
শব্দরাগ কৃষ্ণের বচনামৃত বংশী।
অপর যে মৃগ পশু পন্নগ পক্ষ রাশি॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যমুনার নীর।
শব্দরাগ আকর্ষণে সকলে অস্থির॥
ইবে কহি গন্ধরাগ কেমনে সে হয়ে।
গন্ধোন্মাদে আকর্ষয়ে ব্রজাঙ্গনাচয়ে॥
রসরাগ কৃষ্ণের অধরামৃত সুধা।
গোপিগণ পান করে নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা॥
রূপরাগ দর্শনেতে সব ব্রজবাসী।
আনন্দেতে মগ্ন হয়্যা প্রেমানন্দে ভাসি॥
স্পর্শরাগ যূথেশ্বরীগণে নিবসয়।
সর্ব্বোৎকর্ষ শিরোমণি শ্রীরাধিকার হয়॥

সর্ব্বগুণে গুনি শ্রীরাধিকা রসময়ী।
শৃঙ্গারেতে কৃষ্ণ সর্ব্বাধিকা গুণময়ী॥
অতঃপর কহি সাধকের কৃষ্ণ রতি।
ষোল আনা পূর্ণ হয় কেমন সে ভাঁতি॥
তথাহি—
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃস্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্তথা॥
অথাসক্তিস্তথো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
কৃষ্ণ রতি ষোল আনা নির্ণয় কহিএ।
ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হয় তাহা বিবরিয়ে॥
আদৌ-লোভ সাধুসঙ্গ দুই আনা হয়ে।
তৎপরে ভজনক্রিয়া বেদ আনা কহে॥
অনর্থ নিবৃত্তি হয় ছয় আনা পর্য্যন্ত।
নিষ্ঠা হইলে আট আনা হয়ত নিতান্ত॥
রুচি দশ আনা হয় কহিল বিচারি।
আসক্তিতে বার আনা কহিল নির্দ্ধারি॥
ভাব চৌদ্দ আনা হয় কহিল যে সার।
প্রেমা হইলে ষোল আনা পরসিদ্ধ চার।
সিদ্ধরূপে প্রেম সেবা ফিরে কুতূহলী।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিত্য করে কেলি॥
রসভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলা প্রকাশ।
অতি দীনহীন কহে নরোত্তম দাস॥
ইতি রসভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত।

(আদর্শ পাঠ ক.বি. ১১৬৮ পুথি হইতে গৃহীত। পুথির মধ্যবর্তী একটি পত্র নাই। ঐ পত্রটির পাঠ সা. প. ১৩৬৬ পুথি হইতে লইয়া বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশিত হইল)।

সাধনভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীচৈতন্যকৃপালেশ জগতি যস্য ভূতলে।
তস্য রূপ পাদাম্ভোজ হৃদয়ে রাজতে সদা ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপা সিন্ধু।
জয় রূপ সনাতন অনাথের বন্ধু॥
জয় লোকনাথ প্রভু মোরে কর দয়া।
জয় কৃষ্ণদাস প্রভু দেহ পদছায়া ॥
শ্রীরূপ গোসাইর গণে করি নমস্কার।
সংক্ষেপে কহিব সাধ্য সাধন বিস্তার ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারিরসে।
ব্রজবাসিগণ সবে কৃষ্ণানন্দে ভাসে ॥
সে মধুরের তিন ভেদ প্রকার বিভিন্ন।
সামর্থা সমঞ্জসা সাধারণী এই তিন চিহ্ন ॥
শ্রীরাধিকা ললিতাদি যত সখিগণ।
এই সমর্থ রতি ব্রজে সভার প্রাণধন ॥
সেই সামর্থা রতি করিতে উপায়।
নিষ্কর্মী বৈষ্ণব স্থানে রাগ পথ আশ্রয় ॥
রাগপথের উপায় কিছু সংক্ষেপে কহিব।
যাহা হইতে ব্রজপ্রাপ্তি নিশ্চয়ে বলিব ॥
রাধিকার যত সখী নাহিক গণন।
তার মধ্যে শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রাণধন ॥
হেন রূপ মঞ্জরীর চরণ আশ্রয়।
যেই করে সেই ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পায় ॥
তথাহি—
বিনা রাগানুগামার্গং মাধুর্য্যানুভব নহি।
বিনা রাগানুগাভক্তং প্রেমভক্তির্ন জায়তে ॥
বিনা রূপপাদাম্ভোজ সিদ্ধি র্ন জায়তে।
রাগানুগ ... প্রবেশন তস্য বিদ্যতে কচিৎ ॥

অতএব রূপ গোসাইর অনুগত বিনে।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি কার নাহি ত্রিভুবনে॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যার মন।
দৃঢ় করি ধর গোসাই রূপের চরণ॥
ছন্দ বিছন্দ মোর কিছু নাহি জ্ঞান।
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদ পদ্মের ধ্যান॥
তথাহি—
নির্ণয় সাধ্যং বহু সাধনানি কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞ পরমাদরেণ।
শ্রীরূপ পাদাম্ভোজেভিসোকং ব্রতঞ্চ এতন্মে সাধনানি॥
মায়ায়ে মোহিত হইয়া অন্ধ জীবগণ।
নাহি জানে হেন রূপ মঞ্জরী চরণ॥
চৈতন্য গোসাইর কৃপালেশ যারে হয়।
তার হৃদয়ে রূপ প্রেম করয় উদয়॥
হেন রূপপদে যার চিত্ত না ডুবিল।
নিশ্চয় জানিয় তারে বিধি বিড়ম্বিল॥
পুর্ব্বে (দুষ্কর্ম) পাপ বিস্তর আছিল।
তে কারণে রূপানুগা সঙ্গ না হইল॥
রাগমার্গ ত্যেজি বিধি মার্গের ভজন।
নিরন্তর করে লোক না জানে কারণ॥
কর্মী গুরু করি শাস্ত্র মর্ম্ম না বুঝয়।
তে কারণে কৃষ্ণ প্রেম না করে উদয়॥
কর্ম্মী গুরু আশ্রয় করি করয়ে সাধন।
মিছা মিছা করে সেই সে সব ভাবন॥
কর্ম্মী হৈতে কভু ব্রজ প্রাপ্তি নয়।
পাষাণ তরণী নিজ ভরেতে ডুবয়॥
তথাহি—
পাষাণস্য যথা নৌকা সারভারণ দাবএত।
গৃহী গুরু ন কর্ত্তব্যং ন তরন্তি ন তারয়েৎ॥
কর্ম্মীর সহিতে আলাপন (একত্রে) ভোজন।
কর্মীর নিঃশ্বাসে হয় পাপ সঞ্চরণ॥
তথাহি—
আলাপতে গাএ সংস্পর্শানি নিশ্বসতে।
সোভাজনং সঞ্চরন্তি পাপানি তৈলবিন্দুম্বিবসি॥

যার সঙ্গে আলাপেতে পাপ সঞ্চয়।
তার সঙ্গ হৈতে কৃষ্ণভক্তি যায় ক্ষয়॥
সে কেমনে হবে গুরু অতি অবিচার।
কাগজের নৌকাএ কেবা সাগর হএ পার॥
আপনার ব্রজপ্রাপ্তি যার নাহি হয়।
তার অনুসার করি কেবা ব্রজ পায়॥
গুরু হইতে অধিক প্রাপ্তি নাহিক সেবকে।
পুন পুন এই কথা কহে শাস্ত্র লোকে॥
গুরু শিষ্য এক প্রাপ্তি শাস্ত্রের প্রমাণে।
কর্ম্মী গুরু হইতে ব্রজ পাইব কেমনে॥
তথাহি আগমে—
জগতি গুরুদেবস্য সেবকস্যাপ্তি তদ্ভবেৎ।
বহু সাধ্যং কৃতে শিষ্যে ন প্রাপ্তিরধিকং লভতে॥

তবে যদি কর্ম্মী গুরু করে না জানিয়া।
পুনর্বার নিষ্কর্ম্মী গুরু করিব জানিয়া॥
গৃহী উদাসীন কিবা যত ভক্তগণ।
সবার নিষ্কর্ম্মী গুরু আশ্রয় চরণ॥
নিষ্কর্ম্মী গুরু ঠাঁই করিয়া আশ্রয়।
দিনে দিনে কর্ম্মী জনে কর্ম্ম যায় ক্ষয়॥
নিষ্কর্ম্মী গুরু ঠাঁই কৃষ্ণ কথা শুনি।
দিনে দিনে কর্ম্ম পাশ কাটএ আপুনি॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—
সতাং প্রসঙ্গর্ম্মম বির্য্য সংবিদ ভবন্তি কৃত্কর্ণ রসায়না কথা।
তয়ো সনদোনুপবর্গ বর্ন্মনি শৃঙ্গাররতি ভক্তিরনুক্রমস্যাতি॥

অতএব নিষ্কর্ম্মী গুরু করিয়া আশ্রয়।
কর্ম্ম পাশ হইতে গৃহী ছাড়াইয়া উঠয়॥
হেন নিষ্কর্ম্মীর পদযুগাশ্রয় বিনে।
কর্ম্ম বন্ধ হইতে জীব তরিব কেমনে॥
গৃহী গুরু হইতে কর্ম্ম না হয় মুচন।
পঙ্ক দিয়া পঙ্ক কভু না হয় ক্ষালন॥
জল হইতে পঙ্ক ঘোচে প্রতক্ষেতে দেখি।
অতএব কর্ম্মী গুরু নিষ্কর্ম্মী শাস্ত্রে লেখি॥

অতএব রূপ গোসাইর অনুগত বিনে।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি কার নাহি ত্রিভুবনে ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যার মন।
দৃঢ় করি ধর গোসাই রূপের চরণ ॥
ছন্দ বিছন্দ মোর কিছু নাহি জান।
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদ পদ্মের ধ্যান ॥
তথাহি—
নির্ণয় সাধ্যং বহু সাধনানি কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞ পরমাদরেণ।
শ্রীরূপ পাদাম্ভোজেভিসোকং ব্রতঞ্চ এতন্মে সাধনানি॥
মায়ায়ে মোহিত হইয়া অন্ধ জীবগণ।
নাহি জানে হেন রূপ মঞ্জরী চরণ ॥
চৈতন্য গোসাইর কৃপালেশ যারে হয়।
তার হৃদয়ে রূপ প্রেম করয় উদয় ॥
হেন রূপপদে যার চিত্ত না ডুবিল।
নিশ্চয় জানিয় তারে বিধি বিড়ম্বিল ॥
পূর্ব্বে (দুষ্কর্ম্ম) পাপ বিস্তর আছিল।
তে কারণে রূপানুগা সঙ্গ না হইল ॥
রাগমার্গ ত্যেজি বিধি মার্গের ভজন।
নিরন্তর করে লোক না জানে কারণ ॥
কর্মী গুরু করি শাস্ত্র মর্ম্ম না বুঝয়।
তে কারণে কৃষ্ণ প্রেম না করে উদয় ॥
কর্ম্মী গুরু আশ্রয় করি করয়ে সাধন।
মিছা মিছা করে সেই সে সব ভাবন॥
কর্ম্মী হৈতে কভু ব্রজ প্রাপ্তি নয়।
পাষাণ তরণী নিজ ভরেতে ডুবয় ॥
তথাহি—
পাষাণস্য যথা নৌকা সারভারণ দাবএত।
গৃহী গুরু ন কর্ত্তব্যং ন তরন্তি ন তারয়েৎ ॥
কর্ম্মীর সহিতে আলাপন (একত্রে) ভোজন।
কর্মীর নিঃশ্বাসে হয় পাপ সঞ্চরণ ॥
তথাহি—
আলাপতে গাএ সংস্পর্শানি নিশ্বসতে।
সোভাজনং সঞ্চরন্তি পাপানি তৈলবিন্দুস্বিবসি ॥

যার সঙ্গে আলাপেতে পাপ সঞ্চয় ।
তার সঙ্গ হৈতে কৃষ্ণভক্তি যায় ক্ষয় ॥
সে কেমনে হবে গুরু অতি অবিচার ।
কাগজের নৌকাএ কেবা সাগর হএ পার ॥
আপনার ব্রজপ্রাপ্তি যার নাহি হয় ।
তার অনুসার করি কেবা ব্রজ পায় ॥
গুরু হইতে অধিক প্রাপ্তি নাহিক সেবকে ।
পুন পুন এই কথা কহে শাস্ত্র লোকে ॥
গুরু শিষ্য এক প্রাপ্তি শাস্ত্রের প্রমাণে ।
কর্ম্মী গুরু হইতে ব্রজ পাইব কেমনে ॥
তথাহি আগমে—
জগতি গুরুঃদেবস্য সেবকস্যাপ্তি তদ্ভবেৎ ।
বহু সাধ্যং কৃতে শিষ্যে ন প্রাপ্তিরধিকং লভতে ॥
তবে যদি কর্ম্মী গুরু করে না জানিয়া ।
পুনর্বার নিষ্কর্ম্মী গুরু করিব জানিয়া ॥
গৃহী উদাসীন কিবা যত ভক্তগণ ।
সবার নিষ্কর্ম্মী গুরু আশ্রয় চরণ ॥
নিষ্কর্ম্মী গুরু ঠাঁই করিয়া আশ্রয় ।
দিনে দিনে কর্ম্মী জনে কর্ম্ম যায় ক্ষয় ॥
নিষ্কর্ম্মী গুরু ঠাঁই কৃষ্ণ কথা শুনি ।
দিনে দিনে কর্ম্ম পাশ কাটএ আপুনি ॥
তথাহি শ্রীভাগবতে—
সতাং প্রসঙ্গর্ম্মম বির্য্য সংবিদ ভবন্তি কৃত্কর্ণ রসায়না কথা ।
তয়ো সনদোনুপবর্গ বর্না়নি শ্রদ্ধাররতি ভক্তিরনুক্রমস্যাতি ॥
অতএব নিষ্কর্ম্মী গুরু করিয়া আশ্রয় ।
কর্ম্ম পাশ হইতে গৃহী ছাড়াইয়া উঠয় ॥
হেন নিষ্কর্ম্মীর পদযুগাশ্রয় বিনে ।
কর্ম্ম বন্ধ হইতে জীব তরিব কেমনে ॥
গৃহী গুরু হইতে কর্ম্ম না হয় মুচন ।
পঙ্ক দিয়া পঙ্ক কভু না হয় ক্ষালন ॥
জল হইতে পঙ্ক ঘোচে প্রত্যক্ষেতে দেখি ।
অতএব কর্ম্মী গুরু নিষ্কর্ম্মী শাস্ত্রে লেখি ॥

অতএব নিষ্কর্ম্মী গুরু আশ্রয় করিয়া।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজ রূপানুগা হৈয়া॥
নিষ্কর্ম্মী করিয়া গুরু পুন যদি ত্যেজে।
নিশ্চয় জানিহ সেই নরকেতে মজে॥
রাগানুগামার্গ ভাই রূপানুগা মূল।
ইহা বিনু যেবা কিছু হৃদয়ের শূল॥
তথাহি—
শ্রীমদরূপগোস্বামী পাদাদিকরুণা বিনা।
ব্রজলোকানুসার ন স্যাৎ ইতি।।
হেন রূপের গণে যার না হৈল রতি।
শর্করা মিশ্রি ত্যেজি গোময়েতে মতি॥
হেন জনের সঙ্গে যদি খেনার্দ্ধেক হয়ে বাস।
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে করি করয়ে নৈরাশ॥
আরে আরে মোর প্রভু কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
করে তোমা ভক্ত সঙ্গে মোর হবে বাস॥
কোটি জন্মে হেন ভাগ্য মোর নাহি হবে।
তোমার গণে আপনা করিয়া মোরে লবে॥
মোর গণ যেবা হয়ে এই ভিক্ষা মোর।
গোসাই রূপের প্রেম যার ডুবএ মন তোর॥
আরে মন মনরে মিনতি করি তোরে।
রূপবাণী সুধামধু পুরাইবে মোরে॥
হেন রূপের গণ মোর জাতি প্রাণধন।
জীয়নে মরণে গতি শ্রীরূপ চরণ॥
হেন রূপের গণ যেবা করএ হেলন।
নিশ্চয় জানিহ তার নরকে গমন॥
ইহলোক পরলোক ছারখারে যায়।
আপনার মুণ্ডে বজ্র আপনে পাড়য়॥
শুন শুন আরে ভাই শুন সর্ব্বলোকে।
কহিব আশ্চর্য্য কথা প্রসঙ্গ কর্ম্মেতে॥
কলিযুগে ধর্ম্ম সব বিপরীত হবে।
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম করি অন্তরে জানিবে॥

পূর্ব্বে যবে হরিদাস গৌরাঙ্গ পুছিল।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সব উদ্ধারিয়া গেল॥
মায়ার অধিকার তবে রহিব কেমনে।
সেইকালে হরিদাস করে নিবেদনে॥
তোমার প্রকট লীলা অপ্রকট হৈলে।
ধর্ম্ম বিপরীত হবে এই কলিকালে॥
হরিদাসের কথা হবে দেব প্রমাণ।
সেই কালে হরিদাস হবে বিদ্যমান॥
গৃহী হৈয়া উদাসীনের দণ্ডবৎ লবে।
গৃহী হৈয়া উদাসীলোকে আশীর্ব্বাদ করিবে॥
উদাসীনে গৃহীর অন্ন করিবে ভোজন।
এই পাপে হারাইবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
বৈরাগীর গুরু হবে গৃহী অধিকারী।
গৃহীর উচ্ছিষ্ট খাবে কত যত্ন করি॥
উদাসীনে ঠাই নিজ ভিক্ষাদি লইয়া।
স্ত্রীপুত্র পালিবেক আনন্দিত হইয়া॥
নানাছলে বৈষ্ণবকে করিবেক দণ্ড।
এই পাপে মজিবেক অনেক পাষণ্ড॥
শুন শুন আরে ভাই হইয়া সাবধান।
বৈষ্ণব অপরাধ জান ব্রজের সমান॥
যদি মনে কর কলি ভবে হৈতে পার।
বৈষ্ণব ... পদরেণু কর সার॥
বৈষ্ণব চরণজল দড় করি চিত্তে।
কায় মন বাক্যে সেবা কর নিত্যে নিত্যে॥
বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম দেখে যেই জন।
নিশ্চয় জানিয় তার নরকে গমন॥
তথাহি—
ন শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তমথবা শ্বপচানাথা।
বিক্ষতে যদি সমানং স যাতি নরকে ধ্রুবং॥
বৈষ্ণব গোসাই মোর জাতি প্রাণধন।
জিয়নে মরণে মোর আর নাই মন॥

বৈষ্ণবের উপদেশ ভক্তি বৃন্দাবন।
তাহাতে আছএ এক দুর্গম্য কথন ॥
কেহ কেহ বৃন্দাবন উর্দ্ধতম স্থিতি।
এই বৃন্দাবন হয় প্রপঞ্চ আকৃতি ॥
নিশ্চয় কৃষ্ণের কৃপা যারে নাহি হয়।
তার মুখ হইতে এই কথা বাহিরয় ॥
তার কথা স্বপনেহ কভু না শুনিব।
পৃথিবী মণ্ডলে ব্রজ ভজন করিব ॥
এইত যমুনা মোর সাধন ভজন।
এই রাধাকুণ্ড কৃষ্ণের প্রেমের কারণ ॥
এই বৃন্দাবন আমি আর নাহি জানি।
এই বৃন্দাবনে আমি তেজিমু প্রাণি ॥
গৌরাঙ্গের পদযুগ স্মরণ করিয়া।
যায় যেন প্রাণ মোর শ্রীরূপ বলিয়া ॥
অতি মন্দ দশা মোর মলিন দেখিয়া।
গোসাই সব গেল পূর্ব্বে অপ্রকট হৈয়া ॥
গৌরাঙ্গের ধ্বনি মোরে কে শুনাবে আর।
বিশ্বরূপ ছাড়িয়া গেল দেখিয়া পাথার ॥
রূপ আদি ছয় গোসাই গেলরে ছাড়িয়া।
স্বরূপ লোকনাথ গেল অনাথ করিয়া ॥
হাহা প্রভু কবিরাজ না দেখিলাম আর।
কেবা লয়াইবে মোরে রূপের অনুসার ॥
নরোত্তম দাস কহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
কান্দয়ে আমার প্রাণ বৃন্দাবন বলিয়া ॥

এই সব গোসাইর পদে করিএ স্মরণ।
রাত্রিদিনে চিত্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
কায়ে মনে বাক্যে ইহা বিশ্বাস করিয়া।
ব্রজবাস কর গোপীর অনুগত হৈয়া ॥
তথাহি—
সখিনাং সঙ্গিনীরূপাং ... যোষিতাং ॥

মোরে নিয়ে মন হৈব সে সঙ্গ পাইব।
রাধাকৃষ্ণ গান গাইয়া কান্দিয়া বেড়াইব ॥

পরিক্রমা করিয়া ভ্রমিব বৃন্দাবন।
শ্রীরূপের গণ সব করিব (ভজন) ॥

প্রাণহরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না সেবিলুঁ তিল আধ
না বাসিলাম রাগের সম্বন্ধ ॥
যে কালে শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত আনন্দ কন্দ
নদীয়া নগরে অবতার।
সে কালে না হৈল জন্ম এখনে বা কোন কর্ম্ম
ব্রজ দেহ বহি মরি ভার ॥
শ্রীরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
তা সবার পাদপদ্ম বঞ্চিত হৈলাম সদা
কিসে আর পরিবেক সাধ ॥
গৌরাঙ্গ গোবিন্দলীলা শুনিতে দ্রবএ শিলা
তাহে মোর না ডুবিল চিত্ত।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যে করিল চৈতন্য চরিত ॥
তাহার ভকতসঙ্গ তার সঙ্গে যার সঙ্গ
তার সঙ্গে না হৈল মোর বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জন্ম গোঙাইনু বৃথা
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥

অতএব কহি ভাই সার এই কথা।
রাধাকৃষ্ণ স্তুতি করি দূর কর ব্যথা ॥
সৎসঙ্গ করি ভাই স্থির কর মতি।
রাধাকৃষ্ণ সেবা কর পূর্ণ হব রতি ॥
রূপানুগা সঙ্গ হৈয়া কর প্রেম সেবা।
অন্য অভিলাষ ছাড় আর দেবি দেবা ॥
মিছা ভক্ত সঙ্গ তা করিয় কদাচিৎ।
অন্যের পরশ হৈতে হৈবা সাবহিত ॥

সংক্ষেপে কহিল এই সাধ্যসাধন।
বিশ্বাস করিয়া হৃদে করহ স্থাপন ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভু পাদপদ্ম করি আশ।
সাধন ভক্তিচন্দ্রিকা কহেন শ্রীনরোত্তম দাস ॥

ইতি সাধন ভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

(সা.প. ২১১৬ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ)

———

উপাসনাপটল

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে শ্রীরূপং শ্রীসনাতনম্ ।
তব পাদরাজঃ সেবাং দেহি মে কৃপাম্বানিধে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু রূপ সনাতন ।
কৃপা করি দেহ মোরে তৎ পাদ সেবন ॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব বুঝিতে না পারি ।
বহু গ্রন্থ বহু শাস্ত্র নির্ধারিতে নারি ॥
দুই চারি শ্লোকের অর্থ সংযোগ করিয়া ।
তার অর্থ ভাষা করি জ্ঞাতব্য লাগিয়া ॥
তথাহি—
শ্রীকৃষ্ণভজনং নান্যঃ সদ্‌গুরোরাশ্রয়ং বিনা ।
কুর্ব্বন্তি যে নৃণাং কেচিদ্ভক্তিমার্গাপরোভবেৎ ॥
কৃষ্ণ ভজনের মূল সদ্‌গুরু আশ্রয় ।
শাস্ত্রে কহে ইহা বিনে অন্যে নাস্তি হয় ॥
ইহা বুঝি যদি কেহ করয়ে ভজন ।
মায়িক সংসার হইতে তাহার মোচন ॥
পূর্ব্ব জন্মে পূণ্য ক্ষেত্রে আর গঙ্গাতীরে ।
শুদ্ধ আত্মা হয় তাথে যদি তপ করে ॥
নারদ প্রহলাদ শুক বেদব্যাস আদি ।
পূর্ব্ব জন্মে ইহা সভার সেবা করে যদি ॥
তথাহি—
নিঃসীম শতকোটিজন্মসুমানুষত্বং
তত্রাপি শতকোটিজন্মসুব্রাহ্মণত্বম্ ।
তত্রাপি শতকোটিজন্মসুবেদবেত্বং
তত্রাপি শতকোটিজন্মসুবৈষ্ণবত্বম্ ॥
নিঃসীম শতকোটি জন্ম মানুষ জনম ।
তবে শতকোটি জন্ম হয়েত ব্রাহ্মণ ॥
তবে শতকোটি জন্ম বেদবেত্তা হঞা ।
সংসারে জনম লভে বৈষ্ণব দেহ পাঞা ॥

এই সব জন মন্ত্র অধিকারী স্থানে।
কৃষ্ণ মন্ত্র কৃপাভক্তি করে উপাসনে॥
তথাহি—
বৈষ্ণবাচারভেদেন জন্মত্রয়ং বিভাবয়েৎ।
ততো ভক্তিলভেদ্ধীমান ভক্তিভাবং ত্রিজন্মনি॥
যথা স্পর্শমণিঃ স্পর্শঃ তাম্রং কাঞ্চনতাং ব্রজেৎ।
তথা দীক্ষা প্রভাবেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃনাম্॥
গুরু পদাশ্রয় মাত্র প্রালব্ধ দেহ ক্ষয়।
স্পর্শমণি স্পর্শে যৈছে লোহ স্বর্ণ হয়॥
সেই স্বর্ণ রহে যদি তাম্রের সমীপে।
স্বর্ণমাত্র প্রায় সেই নহে ভাল রূপে॥
গুরু পাদাশ্রয় মাত্র দ্বিজাত্মক হয়।
এই কথা ফুকারিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
আর এক গূঢ় কথা শুন মন দিয়া।
কহিব শ্লোকের কথা অসংকোচ হঞা॥
তথাহি—
সেবকানাং মনোবোধকরো জাতো গুরুর্মহান।
সেবকের মনোবোধ করিবার তরে।
গুরু হঞা অবতীর্ণ হয়েন সংসারে॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাটকে—
দিনাদিবর্ত্ত বিরচিত ব্রজনাথ ভক্তিরিতিং।
ন বেদ্মি ন চ সদ্গুরবো মিলন্তি॥
হা হন্ত হন্ত মমকহসরণং বিমূঢ়োঃ।
গৌরহরে স্তবন কর্ণপথংগতোস্তি॥
জ্ঞানাদি করিয়া যতেক অঙ্গ হয়।
বিবরি কহিব ইহা ভক্তি অঙ্গ নয়॥
জ্ঞান যোগ কর্ম্ম আর অন্য অভিলাষ।
ব্রজনাথ ভক্তিরিত নহে ত প্রকাশ॥
ব্রজনাথ ভক্তিরিত অবৈধিক হয়।
সদ্গুরুতে বেদ্য হয় গ্রন্থকার কয়॥
তথাহি—
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যাবৎ কৃষ্ণের গুণ বেদ্য নাক্তি হয়।
আশ্রয় হইয়া নানা কর্ম্ম যে করয়॥
কর্ম্মাদি থাকিতে ভক্তি অধিকারী নহে।
পুনঃ পুনঃ এই কথা গ্রন্থকারে কহে॥
তথাহি—
ন প্রেম শ্রবনাদৌ ভক্তিরপিবাযোগথবা।
বৈষ্ণবো জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্থিরা॥
হিনাথাধিক সাধকেত্বয়ি তথাপ্যচির্হদ্যমুলাসতিঃ।
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা সদা সৈব মাম্॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥
জ্ঞানযোগ ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ বিনে।
আমার ভজন নহে কৃষ্ণের শ্রীমুখবচনে॥
কর্ম্মাদি থাকিতে ভক্তি ঐশী যুক্ত হয়।
মহিসি নগর প্রাপ্তি গ্রন্থকার কয়॥
তথাহি—
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তন্তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
কর্ম্মাদি বিষয় যতেক ইন্দ্রিয়ের গণ।
যখন যাহার ইচ্ছা করয়ে তেমন॥
ভূতাত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা আর।
স্থিতি দেহ সহিতে সভার অধিকার॥
ইন্দ্রিয় ইপ্সিত কর্ম্ম ভূতাত্মা আধারে।
আধেয় হইয়া তারা নানা কর্ম্ম করে॥
সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত হইব কেমনে।
কে ইহা বুঝিতে পারে শুদ্ধ সত্ত্ব বিনে॥
তথাহি—
স্থানস্থিতাং শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ।
যঃ প্রায়শো জিতোজিতোপ্যসিতৈ ত্রিলোক্যাম্॥
উপাসনা ক্রমে স্থান স্থিতির নির্ধার।
যার হয়ে সেই তরে ত্রিবিধ সংসার॥

গ্রন্থকার এই শ্লোক লিখে স্থানে স্থানে।
ইহার প্রমাণ কিছু লিখিব এখনে ॥
তথাহি—
যস্য বাসঃপুরাণাদৌ খ্যাতস্থানচতুষ্টয়ে।
ব্রজে মধুপুরে দ্বারাবত্যাং গোলকএবচ ॥
অপরাধ ভরে আগে প্রণাম করিয়া।
লিখিব শ্লোকের অর্থ বিস্তার করিয়া ॥
ত্রিলোক শব্দের আগে করিব বিস্তার।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল তিন লেখে গ্রন্থকার ॥
কর্ম্ম তপ যোগ যজ্ঞ পরায়ণ হয়।
স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় কহিল নিশ্চয় ॥
ভক্তি পরায়ণ হঞা কর্ম্মাদি আচরে।
কর্ম্ম বন্ধ হঞা সেই মর্ত্ত্যলোকে ফিরে ॥
সামান্য মানুষ যদি কিছু না আচরে।
অধোগতি জন যায় পাতাল ভিতরে ॥
পর শ্লোকের অর্থ করিয়ে আভাস।
সাধনানুক্রমে যার যেই স্থানে বাস ॥
শাস্ত্রে কহে চারি স্থান কৃষ্ণের যোগ্য হয়।
তরতম করি তাহা কহিব নিশ্চয় ॥
তথাহি—
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারাবত্যাং ততক্রমাৎ।
পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ॥
দ্বারকা পুরীতে কৃষ্ণের পূর্ণ অবতার।
ঐশী ভক্তি প্রাপ্তি স্থান কহে গ্রন্থকার ॥
মথুরা নগরে কৃষ্ণ পূর্ণতর রূপে।
যুগ ধর্ম্ম করেন প্রাপ্তি তাহার সমীপে ॥
গোকুল নগরে অবতীর্ণ পূর্ণতম।
গোপী অনুগত প্রাপ্তি পরিচর্য্যা ধর্ম্ম ॥
অতিশয় অর্থ হৈলে তরতম পায়।
অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থ বিবরা না যায় ॥
পূর্ণ কল্পে সেব লীলা স্থিতি গোলোকেতে।
বৈধি ভক্তি প্রাপ্তি কহে ভাগবতামৃতে ॥

তথাহি—

জাড্যং কর্ম্মসঃকুচিৎজপতপোযোগাদিকং কুত্রচিৎ ।
গোবিন্দার্চ্চন বিক্রয়োকুচিদপি জ্ঞানাভিমানকুচিৎ ॥
শ্রীমদ্ভক্তিকুচিদ জনোপি চ হরের্ব্বা মান্নয়েব স্থিতাঃ ।
হা চৈতন্য মহাপ্রভো কৃতগতোপি পদপী কুত্রাপি নো দৃস্যতে ॥

কর্ম্ম অঙ্গে জাড্য হঞা সংসারিক হয় ।
জপতপ যোগাদিকে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয় ॥
জ্ঞান অভিমানে করে গোবিন্দ অর্চ্চন ।
হাহাকার করিয়া ভ্রময়ে নানাযোন্য ॥

তথাহি—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমাণ ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহলাদৌক্রুর নারদৈঃ ॥
মুখবাহরুপাদেভ্যা পুরুষস্যাশ্রমৈ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয় পৃথক ॥

বর্ণাশ্রম রত হঞা থাকয়ে যাবৎ ।
বিশেষত শুদ্ধ আত্মা না হয় তাবৎ ॥
ইহার প্রমাণ ভীষ্ম প্রহলাদ নারদ ।
ইহাদের বেদ্য নহে ব্রজাদি সম্পদ ॥
মুখ বাহু উরু পাদপদ্মে যার জন্ম ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ ॥
ইহারাহো যদি করে আশ্রম আচার ।
ব্রজের সহিত কৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে তার ॥

এবে লিখি কৃষ্ণ লীলা দ্বিবিধ প্রকার ।
অনন্ত লিখিতে নারে ইহার বিস্তার ॥
প্রকটাপ্রকট কৃষ্ণের লীলা দুই হয় ।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রূপে বিহার করয় ॥
স্বকীয়া পরকীয়া হয় বিলাস দ্বিধাকার ।
রাগ আর বিধি দুই ভক্তির আচার ॥
দ্বারকা শ্রীবৃন্দাবন এই দুই ধাম ।
লীলা পুরুষোত্তম আর স্বয়ং ভগবান ॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দুই রস হয় ।
এই দুয়ে চৌষট্টি রস গ্রন্থকার কয় ॥

বামা দক্ষিণা ভেদ ইহার নিশ্চয় ।
কামরূপা সম্বন্ধরূপা দুই ভেদ কয় ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর কৃষ্ণের বয়স ।
বিবরি লিখিব ইহার গুণ বিশেষ ॥
তথাহি—
পৌগণ্ডমধ্য এবায়ং হরিদিব্যো ন রাজতে ।
মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপাখ্যাং কৈশোরাগ্রং সভাগবি ॥
প্রকটাপ্রকট কৃষ্ণের লীলা দ্বিধা কার ।
অংশ ভাগ করি ইহার করিব বিচার ॥
বাল্য পৌগণ্ড প্রকট লীলা মধ্যে লিখি ।
মাধুর্য্য লীলানুক্রম অপ্রকট দেখি ॥
প্রকট লীলার আগে কহিয়ে আভাস ।
এ লীলাতে হয় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥
প্রকটাংশে ঐশ্বর্য্য লিখি স্বকীয়া বিলাস ।
এই অংশে বৈধি ভক্তি দ্বারকা নিবাস ॥
লীলা পুরুষোত্তমের হয় সম্ভোগ রস ।
দক্ষিণা নায়িকা হয় তাতে অবতংশ ॥
সম্বন্ধরূপার ইথে হয়ত গণন ।
সংক্ষেপে কহিলাও প্রকট লীলা অনুক্রম ॥
দীক্ষা গুরু বিনে ইহা না হয় প্রকাশ ।
সিদ্ধান্ত পক্ষের কথা কহিলাও নির্য্যাস ॥
নবধা চৌষট্টি অঙ্গ ইহার সাধন ।
সংক্ষেপে কহিলাও সাধন ভক্তি বিবরণ ॥
এবে শুন রস পক্ষ সিদ্ধান্তের শূর ।
শিক্ষাগুরু বিনে ইহা অন্য হৈতে দূর ॥
তথাহি—
শিক্ষাগুরুশ্চভগবানত্যাদি ॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি ইথে সিদ্ধান্ত বিচার ।
অনুভব বিনে ইহা বুঝিতে শক্তি কার ॥
শিক্ষাগুরুকে পুন ভগবান বলি ।
উপামা দিলেন যেন শিরে শিখি মৌলি ॥

মৌলি শব্দে মুকুটাগ্র তাহে শিখি পাখা।
উপামা দিলেন তাথে ন্যুনোৎকর্ষ লেখা ॥
ন্যুন শব্দে ছোট বলি সেহ মুকুটাগ্র।
তস্যোপরি শিখিচন্দ্র থাকয়ে সমগ্র ॥
ভগবান শব্দে কৃষ্ণ দেব শিরোমণি।
তার শিরে শিখিচন্দ্র গ্রন্থকার গণি ॥
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু দ্বিবিধ প্রকার।
উপাসনাক্রমে জানি কি গুণ কাহার ॥
তথাহি—
ভাবাঙ্গিয়ো দ্বিধাকারো ভক্তিপ্রেমাদিভিস্তথা।
উপাসনাক্রমেণৈব দীক্ষাশিক্ষা বিধানতঃ ॥
দীক্ষাগুরু কহি কৃষ্ণ মন্ত্রাদি গ্রহণে।
ভক্তিভাবে স্থিতি করি বৈষ্ণব আখ্যানে ॥
এই ভাবে শুদ্ধ হঞা জীব মুক্ত হয়।
ইহার প্রমাণ কিছু ভাগবতে কয় ॥
তথাহি—
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রাণহিতে জনেঃ।
অপস্যাৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
গুরুপাদাশ্রয় বিনে গোত্রান্তর নয়।
ইহার প্রমাণ কহি করিয়া নিশ্চয় ॥
তথাহি—
পিতৃগোত্রস্য যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিতাঃ।
কৃষ্ণভজনমাত্রেন অচ্যুতগোত্রাশ্চ সা ভবেৎ ॥
পিতৃ গোত্রে স্থিতা কন্যা বেদাদি আচরে।
মহাবাক্য পড়ি কন্যা সম্প্রদান করে ॥
আত্মাসমর্পণ সেবক দীক্ষাকালে করে।
সেই কালে গোত্রান্তর শাস্ত্র অনুসারে ॥
এই ত কহিল দীক্ষা গুরুর প্রসঙ্গ।
শিক্ষা গুরুর বিধান কিছু কহি সাধুসঙ্গ ॥
এক শিক্ষাগুরু হয় দুই ত প্রকার।
চৈত্তরূপে এক মহান্ত স্বরূপ আর ॥

বিদ্যাপতি জয়দেব রায় রামানন্দ।
চৈত্তরূপে স্ফুরিয়াছে প্রেম মহানন্দ ॥
অপ্রাকৃত প্রেম সে কেমনে স্ফুরে জীবে।
এ কারণে শিক্ষাগুরু মহান্ত স্বরূপে ॥
তথাহি—
মহান্তাস্তে সমশ্চিত্তা প্রশান্তাদেবমনাবেত্যাদি ॥
মহান্ত স্বরূপ কেবা জানিব কেমতে।
কহিএ সংক্ষেপে কিছু প্রসঙ্গ ক্রমেতে ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম জ্ঞান দিত্য হিন।
রাগেতে অর্পিত আত্মা রসেতে প্রবীণ ॥
লোকাপেক্ষা না থাকিব শাস্ত্র যুক্তি কথা।
নিত্য সিদ্ধাগণে যুক্ত হইব সর্ব্বথা ॥
সে দেশের সে কালের কথা অনুরক্ত।
তবে শুদ্ধ আত্মা কহি তাতে হয় ব্যাপ্ত ॥
পূর্ব্বে লিখিয়াছি ইহা সংক্ষেপ সূত্র রূপে।
অপ্রকট লীলা শুদ্ধ পরকীয়া ভাবে ॥
আশ্রয় আচার আর আশ্রিতের ভাব।
ইথে কদাচিৎ নহে শুদ্ধ রাগ লাভ ॥
অতএব কর্ম্মীজনে গুরু না করিব।
নৈষ্কর্ম্মী স্থানে রাগ ভক্তি আশ্রয়িব ॥
তথাহি—
নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং বসোত্তে জ্ঞানমনম্। ইতি।
সেই জন অপ্রকট লীলার আশ্রয়।
অপ্রকটে মাধুর্য্য লীলা শুদ্ধ পরকীয় ॥
বৃন্দাবন প্রাপ্তি রাগ ভক্তি আহরিএগ।
করিব মনেতে দৃঢ় একান্ত করিয়া ॥
সম্ভোগ শৃঙ্গার কাম রূপগণে স্থিতি।
তত্তত্তবেচ্ছাময়ী কার করে অনুগতি ॥
বামা নায়িকা শ্রীরূপমঞ্জরীর গণ।
ইহার আশ্রয়ে প্রাপ্তি স্বয়ং ভগবান ॥
পরম নিগূঢ় কথা সাধ্য সাধন।
অত্যন্ত নিগূঢ় কথা নহে প্রকটন ॥

তথাহি—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবাসাধনাভিধাঃ।

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

কৃতি সাধ্য রতি ভাব সাধন ভক্তি হয়।

নবধা চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তির নিশ্চয়॥

ইথে শুদ্ধ আত্মা হঞা জীব হয় মুক্ত।

এ সব লক্ষণে তারে কহ শুদ্ধসত্ত্ব॥

সাধন ভক্তিতে শুদ্ধ আত্মা হয় যার।

নিত্য সিদ্ধ ভাবাশ্রয় হয় অধিকার॥

তথাহি—

কাম স্ব সম্বন্ধ রূপেতে প্রেমমাত্র স্বরূপিকে।

নিত্য সিদ্ধাশ্রয় ... ... চারিতে॥

নিত্য সিদ্ধাশ্রয় সম্যক না হয় বিচার।

সংক্ষেপে করিয়া কহি সাধনাঙ্গ সার॥

নিত্য সিদ্ধাশ্রয় হয় শ্রয় যুক্ত হঞা।

সাধুসঙ্গ অনুসার ভজন প্রক্রিয়া॥

অনর্থ নিবৃত্তি আর নিষ্ঠাচিত্ত হয়।

তবে তার পর হয় রুচির উদয়॥

আসক্তি ভাব ক্রমে প্রমাদিক হয়।

(তবেত তাহার হয় রুচির উদয়।)॥

তথাহি—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথভজনক্রিয়া।

ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

সাধকানাং জয়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

এই নব অঙ্গ মুখ্য রাগ ভক্তি হয়।

এই ত কহিল সাধ্য সাধন নির্ণয়॥

ক্ষান্তির বার্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।

আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥

আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদবসতিস্থলে।

ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃস্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষান্তিব্যর্থকাল বিরক্তি মানশূন্য।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে ধন্য॥
আসক্তি প্রতি প্রেম প্রিয়োজন হয়।
ভাবাঙ্কুর প্রেম কারণ এই লক্ষণ কয়॥
তথাহি—
সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
ব্রজলোকের অনুসার গ্রহণ করিয়া।
নিত্য সিদ্ধ অনুরাগ আশ্রয় হইয়া॥
কোন ভাগ্যে কোন জনের চিত্তে লোভ হয়।
তবে সেইজন রাগে অনুগত হয়॥
রাগানুগা অনুসার করি বিরচন।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু ভজনানুক্রম॥
রাগানুগা ভজন হয় ব্রজ অনুসার।
সিদ্ধ সাধক তটস্থ ত্রিবিধ প্রকার॥
নিজাভীষ্ট সেবাযোগ্য সিদ্ধ দেহ হয়।
আসক্তি ভাবপ্রেম তাহাতে নিশ্চয়॥
বহির্দেহের আখ্যান হয়ত সাধন।
অনর্থ নিবৃত্তি নিষ্ঠা রুচি তাহাতে ব্যাপক॥
শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ ভজন এ তিন প্রকার।
যথাবস্থিত দেহের কর্তব্য এই সার॥
সাধ্য সাধন প্রাপ্তি ত্রিবিধা অঙ্গ হয়।
সাধ্য সখি সাধন সেবা প্রাপ্তি রাগোদয়॥
লোভ (আর) রুচি ত্রিবিধ প্রকার।
যথা উপস্থিতি দেহে লোভের প্রচার॥
সাধকে আরোপ রহে রুচি সিদ্ধ দেহে।
অন্তর্দশা অর্দ্ধবাহ্য বাহ্যদশা কহে॥
পূর্ব্ব অন্তর্দশা পর অন্তর্দশা হয়।
এবং পঞ্চদশা হয় পরম নিশ্চয়॥
তথাহি—
সাধকানাং দশাপঞ্চ পূর্ব্বান্তরপরান্তরৌ।
বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য অন্তর্দশা চেতি ক্রমঃ॥

পূর্ব্ব অন্তর্দশা হয় গুরু আশ্রয়ন।
দশ অভিমান আর ভক্ত্যাঙ্গ শিক্ষণ॥
পর অন্তর্দশা সেবা শিক্ষাদি করণ।
সদ্ভক্ত স্থানে সিদ্ধ প্রণালী গ্রহণ॥
সিদ্ধদেহ অভিমান সম্যক গ্রহণে।
বাহ্যদশা কহি ইথে এই অনুক্রমে॥
অর্দ্ধবাহ্য দশা হয় সাধকে নিশ্চয়।
তটস্থ সিদ্ধের ক্রিয়া বেদ্য তারে হয়॥
এই হেতু অর্দ্ধবাহ্য কহিয়ে তাহারে।
সিদ্ধদেহে অন্তর্দশা সদা ব্রজপুরে॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রাগানুগা ভক্তি।
শ্রীরূপ করুণা বিনে বুঝে কার শক্তি॥
এই ক্রম অনুসারে হইয়া আবিষ্ট।
কায়মনবাক্যে যদি হয় ইষ্ট নিষ্ঠ॥
তথাহি—
সম্বোধতনয়াযাতি মায়া জাতামৃতাধুনা।
জাতামৃতাদ্বয়ং সৌচ কথং উপাস্মহে॥
সম্বোধ তনয় জন্ম সিদ্ধ অভিমানে।
অবিদ্যা করণ দেহ মরে সেই ক্ষণে॥
জীব মৃত স্থিতি দেহ বিধাতা নির্ব্বন্ধ।
কৈছে আচরিব কর্ম্ম হইয়া নি সম্বন্ধ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম আর যত শুভাশুভ লাগি।
সিদ্ধদেহে ব্রজে বাস সর্ব্বারম্ভত্যাগি॥
তথাহি শ্রীকৃষ্ণ-বাচং—
অনপেক্ষঃশুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
তথাহি—
ইষ্টে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃসাতু রাগাত্মিকোচ্যতে॥

স্বারসিকী রাগ কার্য্যরূপা হয়।
আবিষ্টতা হইলে তটস্থ লক্ষণ কয়॥
তটস্থ দেহেতে এই অনুসার ভজে।
ধ্যানময় হঞা কৃষ্ণ সেবা করে ব্রজে॥
ইহার প্রমাণ শুন আছে ভাগবতে।
বুঝহ শ্লোকের অর্থ সকল জগতে॥
তথাহি—
রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন যো বিধিমার্গেন সেবতে।
কেবলেনৈব সা তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥
রিরংসা রমণ ইচ্ছা সুন্দর প্রকারে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা ধ্যানাদিক করে॥
বৈধি মিশ্রিত সে কেবল রাগ নহে।
মহিষী নগর প্রাপ্তি শ্লোকার্থ এই কহে॥
কার্য্যকারণ গত রাগ দ্বিধাকার।
শুদ্ধা মিশ্রা হয় রাগ দুই ত প্রকার॥
তথাহি—
শ্রবণো কীর্ত্তনাব্দদীনি বৈধী ভক্তুদিতানি চ।
যান্যঙ্গানি তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥
শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্ত্ব মর্য্যাদয়ান্বিতা।
বৈধিভক্তিরিয়ং কশ্চিৎ মর্য্যাদামার্গ উচ্চতে॥
কেহ কহে বাহ্যান্তর হয় দুইমত।
অন্তরে গোপিকা ভাব বাহ্যে বেদ মত॥
বৈধি মিশ্রা রাগ সে কারণ গত হয়।
অপেক্ষা থাকিলে সে কেবল রাগ নয়॥
কেবলা হইলে তারে রাগানুগা কহি।
মর্য্যাদা করয়ে যদি শাস্ত্র (যুক্তি) সহি॥
বৈধি ভক্তি হয় সে কেবল রাগ নহে।
দ্বারকা নগর প্রাপ্তি গ্রন্থকার কহে॥
তথাহি—
অন্তরে বর্ত্ততে রাগঃ বিধিতোন্যাসকৃন্বদি।
ধ্যানং করোতি গোপিনাং দ্বারকাতন্নভেৎ স চ॥

বাসনাময় দেহে সখীর সঙ্গিনী হইঞা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা সিদ্ধ দেহ পাঞা॥
কেমতে সে সিদ্ধ দেহে ব্রজে বাস হয়।
বুঝিতে বিষম বড় ইহার নিশ্চয়॥
কেমতে সে ব্রজে সেবা মাতা পিতা কে।
কার বধু কার স্ত্রী কেমতে হব সে॥
উপাসনা ক্রম এই কহি সারাৎসার্।
যার হয় সেই বিনা বুঝে শক্তি কার॥
সে দেশে যাহার বাস সেই ইহা জানে।
শুদ্ধ রাগ নহে সে দেশাচার বিনে॥
তথাহি—
যত্র দেশে যদাচার পারং পর্য্যাবিধি অতোতি॥
ইহার দৃষ্টান্ত কিছু বিবরি কহিব।
প্রমাণ নাহিক ইথে মাত্র অনুভব॥
তথাহি—
আজ্ঞা গুরুনাং ন বিচার নিয়াদিতি॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
প্রণালি গ্রহণে জানি যে যাহার গণ॥
তৈছে ব্রজবাসী হয় দুইত প্রকার।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্ভাবেচ্ছা দ্বিধাকার॥
নিজ সুখ তাৎপর্য্য হয় সম্ভোগেচ্ছাত্মিকা।
তত্ভাবেচ্ছা শ্রীরূপমঞ্জরী সর্ব্বাধিকা॥
তথাহি—
কামানুগা ভবেতৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা॥
অতএব রূপানুগা হয়েত বিধানে।
এইমত অনুগত প্রণালী গ্রহণে॥
যৈছে দীক্ষাগুরু রূপে শ্রীচৈতন্য কহিব।
তৈছে শিক্ষাগুরু রূপমঞ্জরী জানিব॥
পিতামাতা গৃহপতি শিক্ষাগুরু স্থানে।
যত্ন করি এই কথা শুনিব কায়মনে॥

কায়মনবাক্যে ইহা বিশ্বাস করিলে।
তবে শুদ্ধরূপে ব্রজবাসী সঙ্গ মিলে॥
সিদ্ধ রূপে ব্রজে বাস সেবা সুনিশ্চয়।
সাধকে সিদ্ধের ক্রিয়া দর্শনাদি হয়॥
তটস্থ দেহের ক্রিয়া বিষয়াভিমান।
রাগানুগা ভক্তি নিষ্ঠা চিত্ত দৃঢ়বান॥
রাগ শব্দে প্রীত কহি তার অনুগত।
রতি শব্দে রস কহি ভাবরুচি চিত্ত॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রাগানুগা ভক্তি।
ইহা হৈতে হয় ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি॥
রাগানুগা রাগাত্মিকা দুই ত প্রকার।
যোগাযোগ ক্রমে হয় উদয় ইহার॥
তটস্থ সাধক দুয়ে যায় এক যোগ।
রাগাত্মিকা সিদ্ধ দেহে তবে সে সম্ভোগ॥
তটস্থ সাধক সিদ্ধ এ তিন প্রকারে।
স্ত্রী পুং নপুংসক এই কহে গ্রন্থকারে॥
তথাহি—
সজ্জাতং সমুতোবন্ধঃ সমুক্ত সঃ সুখি পুমান।
সন্তি নপুংসকং পুংসাং সবিদ্বানকুলএবস॥
নানাভ্যাস সমাজোগাত নানাত্বং লভতে প্রভোঃ।
একত্ত্ববসএ বাত্মা সর্ব্বরূপী সনাতনঃ॥
অব্যক্তং ব্যক্তমেরস্যাত প্রকৃত্যাং কুয়তে ব্রুবং।
অস্মাৎ প্রকৃতি যোগেন জায়তে নান্যথা কৃচিৎ॥
এই ত কহিল ইথে না হয় প্রমাণ।
উপাসনাপটল কথা এই সমাধান॥
কৃষ্ণলীলামৃত হয় সমুদ্র অপার।
কে ইহা বর্ণিতে পারে সম্যক প্রকার॥
যে কিছু লিখিয়ে ইহা ভকত কৃপায়।
দোষ না লইহ কেহ ক্ষেম এই দায়॥
মোর কি সাহস লীলা বর্ণিতে কি পারি।
ভক্তপদরজ মাত্র ভরসা আমারি॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ সুচরণ॥
তোমা সভার পদরজ চিত্তে অভিলাষ।
উপাসনাপটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥
ইতি শ্রী উপাসনাপটল সমাপ্তাশ্চায়ং॥

(ক.বি. ৫৬৩ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ)

ভক্তিলতাবলী

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ ।
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
প্রণমহুঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
প্রণমহুঁ নিত্যানন্দ ভক্তিকৃপাময় ॥
প্রণমহুঁ অদ্বৈত আচার্য্য সীতানাথ ।
করুণা করহ মোরে করোঁ প্রণিপাত ॥
প্রণমহুঁ সকল ভক্তের পাদপদ্ম ।
যাহার স্মরণে রতি মতি হয় শুদ্ধ ॥
প্রণমহুঁ শ্রীগুরুচরণ অভিলাষে ।
সর্ব বাঞ্ছা পুরণ যার চরণ পরশে ॥
প্রণমহুঁ শিক্ষাগুরু চরণমাধুরী ।
যাহা হৈতে (ভক্তি) অঙ্গ হইল সকলি ॥
প্রণমহুঁ অনন্ত বৈষ্ণব কৃপাসিন্ধু ।
সংগতি করেন আর তিনলোকের বন্ধু ॥
যাহা সভার পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম ।
কিছু নিবেদন করি ভক্তির বিধান ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্তি বাঞ্ছাকল্পতরু ।
সর্বোপরি হয় সেহো জগতের গুরু ॥
প্রেমভক্তি বলিলাম কেমন বিষয় ।
কহি কিছু বিবরিয়া তাহার নির্ণয় ॥
বৃন্দাবনে গোপিগণ ত্রিবিধ প্রকার ।
নিত্যসিদ্ধা কৃপাসিদ্ধা সাধনসিদ্ধা আর ॥
কৃপাসিদ্ধা দেবকন্যা যতেক স্ত্রীগণ ।
তাঁ সভার ভাবভক্তি শুন বিবরণ ॥
আপনার নিজসুখ নিমিত্ত লাগিয়া ।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কৈল্য উন্মত্ত হইয়া ॥

অনুগত হঞা করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা।
তাহাতে জন্মিল তার ভাবভক্তি কিবা ॥
তত্ত্ব নিজ দেহে তার হয়ে নিজ সাধ্য।
সুখ ভক্তি বলি তার নাম হৈল আধ্য ॥
তাহাকে বলিয়ে যে কেবল সাধারনি।
দেবকন্যাগণের এই কহিলাম বানি ॥
তবে কহি সাধনসিদ্ধা মুনিকন্যাগণ।
সমঞ্জসাগণমধ্যে করিয়ে গণন ॥
কৃষ্ণকে সাধন করি পাইল কৃষ্ণ সঙ্গ।
এই হেতু ভক্তি তার নহে অন্তরঙ্গ ॥
ত্রেতায়ে যখন রঘুনাথ কে দেখিল।
তাহা দেখি নিজদেহ দিব যে বলিল।
তিঁহো কহে এই দেহে সাধন নাহিঁ হয়।
গোপকুলে বৃন্দাবনে জন্ম মহাশয় ॥
তবে (ত) দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে।
তার সঙ্গে অবতরি করিবে বিহারে ॥
গোপকন্যাগণ সব হইয়া তথায়।
আমা সঙ্গে বিহরিবে কেবল লীলায় ॥
সেই বাক্য শুনি তাঁর সন্তোষ হইল।
আজ্ঞা মাত্র গোপকুলে জন্ম লভিল ॥
হেথা রাম বসুদেব দৈবকির ঘরে।
দ্বাপরে জন্মিল আসি মথুরা নগরে ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে অবতরি করি কৈল লীলা।
মুনিকন্যাগণের এই ভকতি কহিলা ॥
দ্বিবিধ সাধারনি সমঞ্জসা হয়।
সূক্ষ্ম মত এই আর বাহ্যমত কয় ॥
মথুরা দ্বারকা বাহ্য বলিএ তাহারে।
বৃন্দাবনে সমঞ্জসা সাধারনি আরে ॥
নহিলে কেবলারগণ দেখি দিল ভঙ্গ।
অত্যন্ত দেখিয়া ত্যাগ কৈল কৃষ্ণ সঙ্গ ॥
তবে ত কহিয়ে নিত্য সিদ্ধার বিবরণ।
সাবধানে শুনহ রসিক ভক্তগণ ॥

ললিতা বিশাখা আর চিত্রা চম্পকলতা।
রঙ্গদেবী সুদেবিকা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা॥
অনঙ্গমঞ্জরী আর কস্তুরীমঞ্জরী।
আনন্দমঞ্জরী আর শ্রীমণিমঞ্জরী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর লবঙ্গমঞ্জরী।
(শ্রী) রসমঞ্জরী আর (শ্রী) গুণমঞ্জরী॥
পদ্মমঞ্জরী আর প্রেমমঞ্জরী।
শ্রীরতিমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী॥
এ সভের যূথ বৃন্দ যত নিজ জন।
নিত্যসিদ্ধা মধ্যে তার করিএ গণন॥
এ সভের অনুগত হয় যেই জন।
সেই পায় প্রেমভক্তি পরম কারণ॥
প্রেমভক্তি সভাকার সাধ্য সাধন।
প্রেমভক্তি বিনু নহে যুগল ভজন॥
নিত্যসিদ্ধাগণ মধ্যে করিয়ে আশ্রয়।
সেবা কর বৃন্দাবনে হঞা অতিসয়॥
সখি আজ্ঞা শিরে ধরোঁ করো সদা সেবা।
তবে সে হইব রতি মতি মনোলোভা॥
তবে তো হইব তাথে প্রেমভক্তি নাম।
অনায়াসে পাবে তবে রাধাকৃষ্ণ ধাম॥
প্রেমভক্তি সেবা এই কহিল লক্ষণ।
তত্ত্ববস্তু বিবরিয়ে শুনহ কারণ॥
রাগভক্তি বলি এবে কেবলার গণে।
রাগভক্তি শ্রীরাধিকা হয়েন আপনে॥
তাঁর সেবা করি নাম হয় রাগানুগা।
একমত রাগ এবে কহিয়ে অনুগা॥
আর একমত আছে কহি গূঢ়তর।
নির্য্যাস কহিয়ে সেহো হয় অগোচর॥
সেই রহ এবে আর করিয়ে শোচন।
নিত্য লীলাময় এই শ্রীবৃন্দাবন॥
বহু অঙ্গে লীলা আর এক অঙ্গে লীলা।
কেমনে জানিব ইহা কেহো না কহিলা॥

শিক্ষাগুরু পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
মনে মনে অনুভবি ইহার কারণ॥
ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত হইল কোমল।
উদয় হইল তবে কহিতে বিবরণ॥
মহাজন সব আগে মুক্তি কোন ছার।
কীট পিপীলিকা নহোঁ বলোঁ বারবার॥
পাপাশয় পাপমতি অধম দুরন্ত।
অতি সে নির্গুণ আমি নহি গুণমন্ত॥
দুষ্ট দুরাচার আমি হই কর্ম্মহীন।
কভু নহি রাধাকৃষ্ণ ভজনে প্রবীণ॥
নানাদুঃখে সদা তনু জরজর হয়।
না করিল সাধু সেবা মুক্তি পাপাশয়॥
ভজনহীন সাধনহীন করি নানাকর্ম্ম।
কখন না বুঝি আমি ভক্তিতত্ত্ব মর্ম্ম॥
কেমনে জানিব ইহা কহিতে না পারি।
অতএব সভার পায় প্রণাম আমারি॥
তবে যদি তোমা সভার কৃপালেশ হয়।
তবে যে বলিতে পারি করি সুনিশ্চয়॥
তোমা সভাকার আজ্ঞা শিরেতে লইয়া।
কহি রাধাকৃষ্ণ লীলা মন বুঝাইয়া॥
কৃষ্ণ লীলা সমুদ্র গভীর পারাবার।
যোগ্য নহোঁ মো পামর অবগাইতে তার॥
পরশ করিয়া মাত্র রহি একভিতে।
বিরচন করি কিছু আপনার চিতে॥
ভাবিতে ভাবিতে হৈল মনেত স্মরণ।
তবে ত হইল তত্ত্ব বস্তু নিরূপণ॥
কামানুগা রাগানুগা দুই মত হয়।
কহি শুন দোহাঁকার আশ্রয় বিষয়॥
কামানুগা শ্রীমতী রাধিকা এই হয়।
কামানুগা বলিলাম কেবল বিষয়॥
বিষয় সম্বন্ধ তাঁর ঐশ্বর্য্য কারণ।
অতএব কাম কহি শুন বিবরণ॥

তবে ত কহিয়ে শুন রাগের উদয়।
শ্রীরাধিকা রাগবস্তু তাহার আশ্রয়॥
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ রাগে অনুগতা।
এবে শুন সাবধানে নিত্যলীলার কথা॥
দুই দেহে নিত্যলীলা কেমন প্রকার।
শুনহ একান্তভাবে কারণ ইহার॥
পঞ্চরস বেষ্টিত রাধারস সেবা।
তাহাতে করিল রস কৃষ্ণ মনোলোভা॥
কিশোরীর বেশভূষা করে নটরায়।
দোহেঁ দুহাঁর সেবা করে কেবল লীলায়॥
যবে সে সম্ভোগ ক্রিয়া তবে নিত্য হয়।
দুই অঙ্গে নিত্যলীলা কহিল নিশ্চয়॥
এই মতে নানা রস হএ ত প্রচার।
তাহা আস্বাদিয়া ভক্ত করএ বিহার॥
শুদ্ধ সত্ত্ব নিত্যলীলা হয় এই মতে।
ইহা আচরণ করে রসিক ভকতে॥
এই অনুসার হয় কেবল রসিকে।
ইহা গুপ্ত করি ব্যাখ্যা করয়ে অধিকে॥
এই তত্ত্ব কার আগে না কর ব্যাখ্যান।
ইহাতে রসিকগণ সদা সাবধান॥
অন্তরঙ্গ বিনু ইহা না করয় প্রকাশ।
এই রসে মত্ত করে এ ভোগ বিলাস॥
রসিক সম্প্রদাগণ ইহা করে পান।
ইহাতে কেবলারগণ হঞা অনুষ্ঠান॥
অন্তর্ম্মনা সদা তাঁরা করে এই কর্ম্ম।
কেহো না বুঝিতে পারে তা সভার মর্ম্ম॥
কোন কল্পে কদাচিত বধা নাহি যায়।
লুকাইয়া রাখে তারা আপন হিয়ায়॥
আনুষঙ্গে নানা কথা বিচার করিয়া।
নামগুণে মত্ত থাকে নাচিয়া গাইয়া॥
লখিতে না পারে কেহো রসিকের কাজ।
যেমন ইতর নর তার তেন সাজ॥

অতএব লখিতে নারে রসিক বলিয়া।
বাউল বলয়ে তারে উদ্দেশ না পাঞা॥
এই ত কহিল রাগ ভক্তি লক্ষণ।
ইবে কহি শুন এক আত্মা বিবরণ॥
এক আত্মা দুই অঙ্গে কেমন প্রকার।
উদয় করিল চিত্তে কারণ ইহার॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম চিত্তে ধ্যাই।
তাহাঁ বিনু কোনোকালে আর গতি নাঞি॥
সেই ভরসায় কহি এই সব কথা।
নইলে কহিতে পারে কাহার যোগ্যতা॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের এই শুনহ কারণ।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের কহি বিবরণ॥
তর্ক না করিহ চিত্তে পাইবে সন্তোষ।
বাউলে প্রলাপ করে না লইহ দোষ॥
দন্তে তৃণ করি বলোঁ শুন ভক্তগণ।
আমার বচনে কারো না পাত্যাবে মন॥
অতএব বারবার বলো তৃণ ধরি।
তর্ক ছাড়ি শুন সভে মন নিষ্ঠা করি॥
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের মহিমা বর্ণন।
কেবা গুরু কেবা বৈষ্ণব কেবা ভগবান॥
যখন আইলা গুরু বিপ্ররূপ হঞা।
স্বরূপ বৈষ্ণব তার শুন মন দিয়া॥
মালা তিলক বালা বৈষ্ণব লক্ষণ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব এই শুন বিবরণ॥
তবে কৃষ্ণ কুথা তার আছয়ে জানিয়ে।
কেমনে তাহার তত্ত্ব উদ্দেশ পাই এ॥
কৃপা করি যবে তিহোঁ দিলা কৃষ্ণ মন্ত্র।
মন্ত্ররূপ ভগবান আপনে স্বতন্ত্র॥
মহাবলবান মন্ত্র ভেদি হানি দেশে॥
কুটিনাটি ক্ষয় করি করিল প্রবেশে॥
এই একমত হয় শুন কহি আর।
সর্ব্বমত নহে তাহা বেদ্য সভাকার॥

উপাসনা ধর্ম্ম যেই জানে সাধুমার্গে।
আপুনি উদয় করে তাহার সৌভাগ্যে ॥
সভার আগে নাহি কহে রাখয়ে গোপনে।
আপুনি ভাবনা করে আপনার মনে ॥
আমি কহি গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
শুনহ বান্ধবগণ করি এক চিত্ত ॥
শ্রীগুরু রাধিকা হয় বৈষ্ণব সখিগণ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন ॥
এইত কহি গূঢ় অর্থ বিবরণে।
না কর্য্য প্রকাশ ইহা রাখিহ গোপনে ॥
দুই মত কহিলাম আর একমত।
তার পাছে কহি এবে শুন তার তত্ত্ব ॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান।
আপুনি হইলা সেই রসের নিধান ॥
তারে কহি গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব বলিয়া।
তাহার নির্ণয় কহি মর্ম্ম বিবরিয়া ॥
মহাভাব শ্রীমতীর হয় তাঁর অঙ্গে।
সেহো গুরুগণ মহাভাবের তরঙ্গে ॥
আপুনি হয়েন কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন।
স্বরূপ বৈষ্ণব তার এই ত লক্ষণ ॥
এক অঙ্গে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কহিলাম বিবরিয়া হয় তিন মত ॥
তবে কহি শুন এক আত্মার কারণ।
না কহিলে সন্তে মোরে করিব দোষণ ॥
অতএব কহিতে চাহি বৈষ্ণব ইচ্ছায়।
সদা চিত্ত রহ মোর বৈষ্ণবের পায় ॥
পাছে অপরাধ হয় সেই বড় ভয়।
অপরাধ ভরে প্রাণ কাঁপয়ে নিশ্চয় ॥
ক্ষুদ্র জীব মুক্রি হও অতি বুদ্ধিহীন।
নচ্ছার পাপিষ্ঠ মুক্রি অতি দীনহীন ॥
তবে যে কহিয়ে কিছু বৈষ্ণব ভরসে।
তেক্রিত হক্রাছে মোর এ বড় সাহসে ॥

এক আত্মার তত্ত্ব এবে করি নিরূপণ।
বিশেষ করিয়া কহি তাহার লক্ষণ ॥
নিজ অঙ্গ হৈতে প্রকটিলা রাধা কায়।
বিলাস নিমিত্ত হেতু হইলা সহায় ॥
একথা শুনিয়া মোর ধান্দা লাগে মনে।
বুঝিতে না পারি আমি বুঝিব কেমনে ॥
বৃষভানুকুমারি রাধা বলি সভে গায়।
পুরাণে লেখয়ে ইহা জানয়ে সভায় ॥
নিজ অঙ্গে রাধা হৈলা ইহা নাহি জানি।
ইহা শুনি তবে কিছু মনে অনুমানি।
নিত্যরাধা লীলারাধা দুই রাধা হয়।
অতএব ভাবের তত্ত্ব বুঝা নাহি যায় ॥
তবে মনে প্রতীত হইলা অনুমানি।
কৃষ্ণ অঙ্গ হৈতে শ্রীজিউ প্রকাশ আপুনি ॥
তাহার বচন য়েক মহাজন মুখে।
শুনিতে আমার মন হৈল মহাসুখে ॥
দেহভেদ নাহি কিছু তেঞি আত্মা এক।
গৌড়দেশে নবদ্বীপে দেখ পরতেক ॥
আপুনি শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান।
পুর্ব্বাপর দেখ সভে বলি বিদ্যমান ॥
ইহা শুনি মোর মনে ভরসা হইল।
তেঞিত সাহস করি এতেক কহিল ॥
নহেবা যোগ্যতা মোর বলিবার তরে।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কেবা জানিবারে পারে ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ হৈতে রাধা হয়ে স্বয়ং মূর্ত্তি।
অতএব তাঁর যত বিলাসের স্ফূর্ত্তি ॥
কৃষ্ণ সুখ নিমিত্ত করেন গোপীগণ।
আপন সমান করি করিল সৃজন ॥
কৃষ্ণ সুখে হয় রস প্রেমের তাৎপর্য্য।
নিজ সুখে সুখি সেই তার ভাবঋর্য্য ॥
না করিয়ে অঙ্গিকার নিজসুখভাব।
তাহার আশ্রয় হৈলে নাহি কিছু লাভ ॥

অতএব প্রেমভাব করি অঙ্গিকার।
শিক্ষাগুরু পাদপদ্মে করি নমস্কার॥
প্রণাম করিয়ে শিক্ষাগুরু চরণে।
যাহা হৈতে হয় এই প্রেম আচরণে॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব অতি শুদ্ধ ভক্তি।
ইহা বিবরিতে মোর নাহি কিছু শক্তি॥
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়।
তিহোঁ কৃপা করি কৈল আপন আশ্রয়॥
তার প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
তাঁহার মহিমা তত্ত্ব অনন্ত প্রচুর॥
তিহোঁ হইলা শ্রীগুণমঞ্জরী অনুগতা।
তার গুণ বলিতে হয় কাহার যোগ্যতা॥
তিহোঁ সদা তত্ত্ব শুনে তত্ত্ব স্থানে যাঞা।
অনঙ্গমঞ্জরী স্থানে নিজ দেহ দিঞা॥
তিহোঁ সব তত্ত্ব তাঁরে করিলা সঞ্চার।
অতএব গুণাবলি নামগুণা পারাবার॥
সর্ব্বগুণে পূর্ণ তেঞি শ্রীগুরুমঞ্জরী।
অতএব আশা করি তার চরণ মাধুরী॥
তবে কহি মোর প্রভু শ্রীযুত লোকনাথ।
মো অধমে কৃপা কৈল করি আত্মসাথ॥
মোর গুণ নাঞি মুঞি নির্গুণ পামর।
মোরে কৃপা করি প্রভু দিলা এই বর॥
মোরে আজ্ঞা দিলা প্রভু হঞা কৃপাবান।
সাধুসঙ্গ কর গিয়া হঞা সাবধান॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি আইলাম নিজঘর।
মনে মনে ভাবনা যে করিলা বিস্তর॥
আচম্বিতে উপনীত শ্রীকবিরাজ ঠাকুর।
মোরে দেখি দয়া তিহোঁ করিলা প্রচুর॥
তাঁহার কৃপাতে হৈল সর্ব্বানর্থ নাশ।
উদয় হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ॥
আপনার কথা মো কহিতে পাঙ লাজ।
শুনি গ্লানি করে পাছে বৈষ্ণব সমাজ॥

অতএব আপন কথা কহিতে না বুঝায়।
যে কৃপা করিলা তাহা রাখিনু হিআয়॥
মনে মনে অনুভাবি মনে পায় ব্যথা।
তবে লাজ খাঞা কহি আপনার কথা॥
কেহো মোর অপবাদ না কর্য্য মানসে।
তবে মোর সর্ব্বনাশ হব অনাআসে॥
সব ভক্ত বৈষ্ণবের চরণের ধুলি।
কায় মন বাক্যে তাহা অঙ্গে ভূষা করি॥
নিত্য সিদ্ধ বৈষ্ণবের পদরেণু কণা।
জন্মে জন্মে হউ মোর তাহাতে বাসনা॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদকমল মাধুরি।
জীবনে মরণে মুঞি এই আশা করি॥
সেই পাদ পদ্মে মোর রহুক বিশ্বাস।
ভক্তিলতাবলী কহে নরোত্তম দাস॥ ১॥

২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য সুখকন্দ॥
জয় জয় ভক্তগণ করি প্রণিপাত।
কৃপা কর মো অধমে করোঁ জোড়হাত॥
এবে কহি শুন কিছু চৈতন্য মহিমা।
ব্রহ্মা শিব অনন্তাদি না পায় যার সীমা॥
কে কহিতে পারে প্রভু চৈতন্যের তত্ত্ব।
সবে এক তত্ত্ব জানে তাহার ভকত॥
আমি কি বলিতে পারি মুঞি দিনচ্ছার।
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব কতেক প্রকার॥
তবে যে জানিঞে শিক্ষা গুরুর প্রসাদে।
কিছুমাত্র তাহার প্রসাদে পায় ভেদে॥
অনন্ত বৈষ্ণব সঙ্গের চরণ কৃপায়।
দিগদরসন করি বুঝিয়ে হিআয়॥
শিক্ষাগুরু মন্ত্রগুরু আজ্ঞা বলবান।
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব করি বিমোচন॥

শাস্ত্র দৃষ্টি নাহি কিছু মু নহোঁ পণ্ডিত।
অধম দুর্জন পাপী মু বড় পতিত॥
শিক্ষাগুরু চরণ মাধুরি পরসাদে।
চৈতন্য প্রভুর তত্ত্ব কহো অবসাধে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
চৈতন্যের মহিমা কিছু করিয়ে বিধান॥
পুর্ব্বে যবে বৃন্দাবনে কৈল ব্রজলীলা।
নিত্যাবেশে শ্রীমতী সহিতে নানা খেলা॥
নানাভাব প্রাবল্যতা নানা রস তৃষা।
তাহাতে তৃষিত অঙ্গ না পুরিল আশা॥
তাঁর প্রেমভাব কান্তি করি অঙ্গিকারে।
মনে মনে বিচার করিয়ে আপনারে॥
কেমনে পুরিব আশা এ বড় সংশয়।
ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল উদয়॥
কলিকালে নবদ্বীপে পারিষদ লঞা।
প্রেমভাব প্রকাশিব আনন্দ করিঞা॥
শ্রীমতীর প্রেমভক্তি প্রকাশিব সব।
এখন জন্মিল মনে এত অনুভব॥
অনেক প্রকাশ কৈল শান্তিপুর নাথ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হরিদাস আইলা পশ্চাৎ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ আইলা জনে জনে।
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ কে করু গণনে॥
গদাধর পণ্ডিত লক্ষিদাস গদাই রাধা।
আইলা সে মহাপ্রভুর পরিবার সাধা॥
একথা শুনিঞা হৈল সংশয় আমার।
কি করি উপায় কিছু বুদ্ধি নাহি আর॥
শিক্ষাগুরু পাদ পদ্ম করিয়া ভাবনা।
ওহে প্রভু মো পতিতে পুরহ বাসনা॥
এত ভাবি মন করি রহলুঁ বসিঞা।
দীপ রূপে মোর হৃদে প্রবেশিল গিঞা॥
তবে ত উদয় হৈল আপনার চিত্তে।
কহিতে বাসিএ ভয় বৈষ্ণব সভাতে॥

যদি আজ্ঞা পাই তবে কহিতে পারিয়ে।
তোমা সভা আজ্ঞা বিনে কহিতে নারিয়ে॥
কৃপা বিনে যদি কেহে করয়ে বাক্ষ্যান।
কেহো নাহি লয় তাহা করিয়া প্রমাণ॥
তাহা সভাকার কৃপা যাহা প্রতি হয়।
তাহার বচন তারা আত্ম করি লয়॥
অতএব সব কথা কহিতে না যুআয়।
তবে যে কহিএ কিছু বৈষ্ণব কৃপায়॥
নিত্য রাধা লীলারাধা দুই মত হয়।
নিত্য রাধা নিজ অঙ্গে বৈসে মহাশয়॥
লীলারাধা গদাধর দাস মহাশয়।
লীলার স্বহায় কার্য্য করেন তথায়॥
সেই নিত্য রাধা ভাব অঙ্গিকার করি।
নবদ্বীপে শচীগর্ভে হইলা অবতরি॥
পূর্ণচন্দ্র অবতার হৈলা নদিআয়।
নানারূপে ভক্ত সঙ্গে বিহরে লীলায়॥
এইমত চব্বিশ বৎসর কৈল বাস।
মাঘমাসে শুক্ল পক্ষে করিলা সন্ন্যাস॥
কি বিষয়ে সন্ন্যাস করিলা প্রেম ছাড়ি।
বৃদ্ধ মাতা আর প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি॥
ইহার বৃত্তান্ত কিছু জানিতে হইল মন।
তবে সে ভাবনা করি অভীষ্ট চরণ॥
শিক্ষাগুরু পাদ পদ্ম হৃদে অভিলাসা।
তবে মুঞি আত্মমনে করিয়ে ভরসা॥
বৈষ্ণব চরণে মোর দৃঢ় অভিলাষ।
অতএব সব মনে হয় প্রতি আস॥
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তা কবিরাজ ঠাকুর।
জন্মে জন্মে আমি তাঁর উচ্ছিষ্ট কুকুর॥
তাঁর আজ্ঞাবলে করি কিছু বা প্রকাশ।
সকল বৈষ্ণব মোর পুর অভিলাষ॥
ইহা বলি মন করি ভাবিতে ভাবিতে।
আচম্বিতে ভক্তি হৈল চৈতন্য কৃপাতে॥

সন্ন্যাস করিল জীব উদ্ধার কারণ।
প্রথমে কহিয়ে আনুসঙ্গ বিবরণ ॥
আনুসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম করিয়া বিস্তার।
আনুসঙ্গে কৈল সব জীবের উদ্ধার ॥
এই এক কথা হৈল শুন কহি আর।
নীলাচলে জেন মতে করিল বিহার ॥
তাহা কিছু দিগদরসন করি মাত্রে।
প্রেমতত্ত্ব নিত্য তত্ত্ব বিলাসের সূত্রে ॥
প্রেমবস্ত সদা পান করেন আপনে।
অন্তর্মনা চেষ্টা সদা আনন্দ দর্শনে ॥
ভাবসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধ প্রেমসিদ্ধ আর।
দশা অনুক্রমে নানা ভাবের বিকার ॥
কোন দশায় কোন ভাব হয় প্রফুল্লতা।
সে ভাব বিকার কিবা কহিতে যোগ্যতা ॥
শিক্ষাগুরু কৃপালেশ হৈতে ইহা বলি।
সকল বৈষ্ণব প্রভু চরণ মাধুরি ॥
এ সভের কৃপালেশে কহি এই সব।
তেক্রিত করিয়ে কিছু এত অনুভব ॥৮
যবে কৈল্য জগন্নাথ সাক্ষাৎ দর্শন।
দেখি পূর্ব্ব ভাবস্মৃতি হৈলা তাঁর মন ॥
তারে কহি পূর্ব্বরাগ উৎকণ্ঠা লালস।
মনে মনে চিন্তে প্রভু সম্ভোগের রস ॥
চিন্তে চিন্তে আহা এই ভাবিতে ভাবিতে।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর দেহেতে ॥
স্বরূপ গোবিন্দ আর রামানন্দ রায়।
এই তিন করে সদা প্রভুর সহায় ॥
যবে মন উঠিলা বৃন্দাবন দেখিবারে।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবন আনন্দ অন্তরে ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তার সঙ্গে যান।
দুইজন সঙ্গে প্রভু গেলা বৃন্দাবন ॥
নানারঙ্গে পথে চলি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া কৈল প্রণাম স্তবন ॥

মথুরাতে প্রবেশিলা চৈতন্য গোসাঞি ।
নিরন্তর প্রেমতত্ত্ব বাহ্যজ্ঞান নাঞি ॥
সদা ডাকে রাধাকৃষ্ণ উন্মত্ত হইয়া ।
মথুরার লোক আইলা অপূর্ব্ব দেখিয়া ॥
প্রেমে মত্ত হঞা লোক বলে হরিবোল ।
প্রেমে প্রভু সভারে ধরিয়া দিল কোল ॥
আনন্দ আবেশে প্রভু সদাই মত্তা ।
হাসে কান্দে নাচে গায় কেবোল উন্মত্ত ॥
মথুরার লোকসব বৈষ্ণব করিয়া ।
আগে বৃন্দাবনে গেলা আনন্দিত হঞা ॥

বৃন্দাবন দেখি প্রেমে হইলা মূচ্ছিত ।
বলভদ্র দেখি তাহাঁ হইলা চিন্তিত ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের যত তরুগণ ।
আনন্দ আবেশে করে পুষ্প বরিষণ ॥
লতা আদি প্রভু পদে প্রণতি হইয়া ।
পুষ্পভরে অবনীতে পড়ে মুরছিয়া ॥
তাহা দেখি প্রভুর অঙ্গ পুলকে পূরিয়া ।
কান্দে রাধাকৃষ্ণ বলি এতা কোলে লঞা ॥

এই কোন ভাব হয় বুঝিতে না পারিয়ে ।
ইহার বৃত্তান্ত কথা কেমনে কহিয়ে ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে ।
অনন্ত যাহার তত্ত্ব জানিতে না পারে ॥
আমি কোন ক্ষুদ্র জীব নীচ পামর ।
কেমনে হইব ইহা আমার গোচর ॥
সংসারী মানুষ মুঞি অতি দুরাচার ।
কেমনে জানিব আমি ইহার বিচার ॥
দারুণ সংসার মোরে করিয়াছে গ্রস্ত ।
আমি কি জানিতে পারি প্রভুর মহত্ত্ব ॥
সাধুসঙ্গ নাহি মোর সাধুর সেবন ।
কেমনে জানিব আমি ইহার কারণ ॥
তবে যদি বৈষ্ণব কৃপায় কিছু হয় ।
কহিতে পারিয়ে তবে ইহার বিষয় ॥

শিক্ষাগুরু কৃপায় যদি কিছু স্ফুরে।
তবে ত কহিতে পারি বৈষ্ণব গোচরে॥
কহিলেও সন্তে যদি করেন স্বীকার।
না করিলে অনুভব হয় ছারকার॥
যদি শিক্ষাগুরু মোরে করান উদয়।
সভার সম্মত হব কহিল নিশ্চয়॥
ইহা বলি মন করি ভাবিতে ভাবিতে।
আচম্বিতে স্ফূর্ত্তি হৈলা মনের সহিতে॥
যদি আজ্ঞা হয় তবে করিয়ে প্রকাশ।
পাছে কেহো ইহা প্রতি করে অবিশ্বাস॥
পূর্ব্বে ভক্তভাব প্রভু করি অঙ্গিকার।
সব ভক্ত সহিত নদিয়া অবতার॥
সেই ভক্ত ভাব প্রভু আপনি লইয়া।
রাধাকৃষ্ণ নাম গানে মত্তা হইয়া॥
ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া আপনে।
বিহরই ভক্ত সঙ্গে হইয়া অকিঞ্চনে॥
ডোর কোপীন দণ্ড কমণ্ডলুধারী।
স্বয়ং ভগবান হঞা ভাব অঙ্গিকারি॥
সেই ভাব ক্রমে কহে রাধাকৃষ্ণ নাম।
নাচিয়া গাইয়া বুলে গৌর গুণধাম॥
প্রেমভক্তি লওয়াবারে ভক্তভাব লঞা।
দেশে দেশে ভ্রমিলেন অকিঞ্চন হঞা॥
ভক্তিভাব অঙ্গীকার নিমিত্ত কারণ।
রাধাকৃষ্ণ নাম প্রভু লয় অনুক্ষণ॥
যবে স্বয়ং ভাব হয় প্রভুর শরীরে।
রাধা বলিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে॥
কালিন্দী যমুনা কোথা কোথা বৃন্দাবন।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কোথা গোবর্ধন॥
স্বয়ংভাবে এ সকল করএ প্রকাশ।
হা রাধা হা রাধা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
যবে শ্রীমতীর ভাব করয়ে উদয়।
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ বলিয়া বোলয়॥

কোথা গেলা প্রাণের বান্ধব শ্রীহরি।
তোমা না দেখিলে প্রাণ বিদরিয়া মরি ॥
আমা ছাড়ি কোথা গেলা শ্রীনন্দনন্দন।
ইহা বলি ভূমি পড়ি করয়ে ক্রন্দন ॥
এইত কহিল প্রভুর বিভাব লক্ষণ।
এবে কহি প্রভুর বৃন্দাবন পর্য্যটন ॥
বৃন্দাবন দেখি গেলা রাধাকুণ্ড তীর।
দুই কুণ্ড দেখি হৈলা আনন্দে অস্থির ॥
প্রেমাবেশে গেলা তবে গোবর্ধন স্থানে।
তবে কথোদিনে গেলা কাম্য কাননে ॥
লোহ বন ভদ্র বন ভাণ্ডির বহুলা।
যমুনা হইয়া পার গোবর্ধনে গেলা ॥
গোকুলেতে নানাস্থান দেখিতে দেখিতে।
আনন্দে পড়িলা ভূমে হইয়া মূৰ্চ্ছিত ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য করাইল চেতন।
পুনরপি লঞা আইলা শ্রীবৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে কথোদিন বাস করি ছিলা।
মৃগ মোউরাদি সনেঁ নানা খেলা কৈলা ॥
যবে প্রভু পথে যান কৃষ্ণ নাম করি।
মৃগাদি তারা সঙ্গে বলে হরি হরি ॥
এইমত কথোদিন থাকি বৃন্দাবনে।
আনন্দে চলিলা নীলাচল দরশনে ॥
পথে রূপ সনাতনে করিয়া করুণা।
আইলা প্রভু নীলাচল সঙ্গে দুইজনা ॥
প্রবেশিলা আসি প্রভু নীলাচল পুরে।
আনন্দ আবেশ হইল সভার অন্তরে ॥
প্রভুর দর্শনে সভার আনন্দ উদয়।
সভারে মিলিলা প্রভু হইয়া সদয় ॥
প্রেম আলিঙ্গন করি সভারে বসাইলা।
শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহিতে লাগিলা ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
দামোদর জগদানন্দ মিলিলা তথায় ॥

গদাধর পণ্ডিত আর গোপীনাথাচার্য্য ।
কাশীমিশ্র আর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন ।
সভা সনে মহাপ্রভু করিলা মিলন ॥
সভা লঞা গেলা জগন্নাথ দর্শনে ।
সভা লঞা কৈল প্রভু প্রসাদ ভোজনে ॥
তবে মহাপ্রভু গেলা মিশ্রের আলয় ।
বসিতে আসন দিলা মিশ্র মহাশয় ॥
পাদ প্রক্ষালন করি পাদোদক খাইলা ।
সব ভক্তগণ মনে আনন্দ হইলা ॥
প্রভু আইলা নীলাচলে সভে হরষিত ।
দূর গেল নানা চিন্তা হইলা আনন্দিত ॥
তবে প্রভু গেলা সার্ব্বভৌমর মন্দিরে ।
স্বরূপ রামানন্দ আদি যত সহচরে ॥
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা আনন্দ অন্তরে ।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ পূরিল শরীরে ॥
তবে তারে প্রভু সাবধান করাইলা ।
সাবধান করি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
শুন ভট্টাচার্য্য তুমি আমার বচন ।
করিবে অশেষ রূপে আমার পালন ॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার ।
তোমার পায়ে বিকাইনু সবংশে আমার ॥
তবে তোমার যে উচিত কর মহাশয় ।
শুনি আনন্দিত হইলা প্রভু দয়াময় ॥
সংক্ষেপে কহিল এই অপূর্ব্ব কথন ।
প্রকাশ না করিহ ইহা কৈল সঙ্গোপন ॥
জানিব রসিক ভক্ত প্রভুর রসিকতা ।
মো ছার অধম কিবা কহিতে যোগ্যতা ॥
তবে যে কহিল শিক্ষাগুরুর প্রসাদে ।
তবে ত ঘুচয়ে মনে সব অবসাদে ॥
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসি মুনি ।
করিল সন্যাস ধর্ম্ম নিজ মনে গুনি ॥

নীলাচলে কি কারণে করিলেন বাস।
ইহা কহিবারে মোর অন্তরে তরাস ॥
কেমনে কহিব ইহা কহিতে না জানি।
লোভে মনে লাজ খাঞা করি অনুমানি ॥
না হয় উদয় মনে আমি দুরাচার।
ভক্তিহীন আমি পাপী অধম নচ্ছার ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপায় যদি কিছু হয়।
তবে ত বাঢ়য়ে মনে আরতি অতিশয় ॥
শিক্ষা গুরু পাদপদ্মে করি মন আশ।
তবে যে বাসনা মনে করিয়ে প্রকাশ ॥
ইহা বলি মন করি করিনুঁ স্মরণ।
তবে মোর মনে হৈল কিছু বিবেচন ॥
অনুমান করি তবে করিলা বিচার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা সমুদ্র অপার ॥
বৈষ্ণব সভায় আমি কহিব কেমনে।
কহিতে আমার মনে ত্রাস হয় মনে ॥
যদি আজ্ঞা পাই তবে নিশঙ্ক হইয়া।
তবেত কহিতে পারি আজ্ঞা পাইয়া ॥
চৈতন্য প্রভুর কথা কে কহিতে পারে।
ব্রহ্মাদি দেবগণের হয় অগোচরে ॥
সভে এক ভক্তগণের হয়েত গোচর।
জন্মে জন্মে আমি হই ভক্ত কিংকর ॥
ভক্ত প্রসাদে আর গুরুর প্রসাদে।
তবে ত খণ্ডয়ে মনে সব অবসাদে ॥
ইহা সভার আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ।
মনে অনুমানি কিছু করি প্রকাশন ॥
অবজ্ঞা না কর্য্য কেহ দন্তে তৃণ করি।
কিছু বিবরিয়ে শিক্ষা গুরু আজ্ঞা ধরি ॥
কহিতে হইল ইহা না কহিলে নয়।
বৈষ্ণব গোসাঞির আজ্ঞা লংঘন পাছে হয় ॥
তবে অপরাধে কোন গতি মোর হব।
তবে কোন কালে প্রভুর পদ নাহি পাব ॥

তবে কহি কি লাগিয়া রহিল নীলাচলে।
কহিতে হইল শিক্ষাগুরু আজ্ঞা বলে ॥
আপনে মানুষ দেহ চৈতন্য গোসাঞি ।
অবতার বিনে আচরণ কেহো নাঞি ॥
জগন্নাথ ঈশ্বর প্রভু স্বয়ং-ভগবান।
নানামতে মহাপ্রভু করে সমাধান ॥
বৈরাগ্য বিদ্যার ক্রম মাধুর্য্য আস্বাদন ।
অশেষে বিশেষে কৈল তাহার চর্ব্বন ।
জগন্নাথ দরশনে যে ভাব উদয় ।
সেইমত স্বরূপ সঙ্গে তাহা আস্বাদয় ॥
তাথে হয় দশা আদি দ্বিগুণ প্রকাশ ।
দ্বিবিধ লক্ষণ তার কহিয়ে আভাষ ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভু মোরে যবে কৃপা কৈল।
কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র মোরে দিল ॥
দিয়া কহিলেন মোরে করিবে ভজন ।
সেইদিন হৈতে মোর হৈল আনমন ॥
আর আজ্ঞা দিল শিক্ষাগুরু করিবারে।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বস্তু জানিবার তরে ॥
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি করিলা পালন ।
করিনুঁ বৈষ্ণব সঙ্গ শুন বিবরণ ॥
তাঁহারে কহিনু তুমি মোর শিক্ষাগুরু ।
সকল কহিবে মোরে বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
তিহোঁ কহিলেন মোরে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ।
চৈতন্য-চন্দ্রের কিছু কহিলা মহত্ত্ব ॥
দুই তত্ত্ব করিলেন হৃদয়ে প্রেরণ ।
করিল অতেব কিছু এ সব বর্ণন ॥
নহিলে যোগ্যতা কিবা কহিবারে পারি ।
নরোত্তম দাস কহে ভক্তিলতাবলী ॥ ২

৩

তথাহি—
চিন্তাজাগরোদ্বেগ তানবং মলিনং গতা ।
প্রলাপৌ ব্যাধিরুন্মাদমোহ মৃত্যুর্দশা দশ ॥

এই দশ দশা হয় প্রভুর শরীরে।
আমার যোগ্যতা কিবা পারি কহিবারে ॥
সাধুগুরু কৃপা বিনে কহা নাহি যায়।
তবে যে কহিয়ে কিছু বৈষ্ণব কৃপায় ॥
এক স্বয়ং ভাবে প্রভু আর ভক্ত ভাবে।
এই চিন্তায় উজাগর ভাবের স্বভাবে ॥
দুই ভাবে উদ্বেগ উঠয়ে নিরন্তর।
এই দুই উদ্বেগে দেহ খিন নিরন্তর ॥
তাহার দলনে দেহ হয় মলিনতা।
উপদেশে কহি মোর নাহিক যোগ্যতা ॥
এক করি আর বলে অতএব প্রলাপ।
ভক্তভাবে ভক্ত আগে করয়ে আলাপ ॥
প্রলাপে উপজে প্রেম কন্দর্প দারুণ।
দুই ভাবে দুই স্থানে হয় নিবারণ ॥
অত্যন্ত উন্মাদ হয় না পাইলে সঙ্গ।
তাহাতে দ্বিগুণ হয় সুখাব্ধি তরঙ্গ ॥
দুই ভাবে মোহ হয় যখন সাক্ষাৎ।
নির্বিশেষ মোহ সেই পরম পদার্থ ॥
তবে হয় মৃত্যু দশা উৎপন্ন আসি যবে।
জ্ঞানাজ্ঞান নাহি কিছু কহিলাও তবে ॥
স্বরূপ রামানন্দ হয় দুই বৈদ্যরাজ।
অন্তরে জানেন সব মহাপ্রভুর কাজ ॥
কারো আগে প্রকাশ না করে দুইজনে।
এই দুই বই কেহো না জানয়ে আনে ॥
সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা দুহেঁ মহা গুণবান।
সমাধি করেন দুহেঁ মহা সাবধান ॥
রসতত্ত্ব গূঢ়তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব আর।
এই দুইজনে সদা করয়ে বিচার ॥
কৃষ্ণ কথায় প্রভুর করেন বাহ্য স্ফূর্তি।
ললিতা বিশাখা যেন পূর্ব্বের বসতি ॥
সেই দুইজন ইহাঁর করেন পুষ্টিতা।
জানিতে কাহার শক্তি প্রভুর তত্ত্ব কথা ॥

নিত্য লীলা চৈতন্যের যত পূর্ব্বপর।
এ সকল এ দুঁহার হয়েত গোচর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু সভেই বলিয়ে।
চৈতন্য কেমন নাম কেমনে জানিয়ে॥
শ্রীমতীর ভাবকান্তি চেতন করান।
অতএব চৈতন্য নাম শুন বিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান বলি বলয়ে পুরাণে।
স্বয়ং ভগবানের অর্থ আছয়ে বিধানে॥
স্বয়ং ভগবান আছে সর্ব্বোপরি।
যাহা হৈতে স্বয়ং ভগবান হৈলা শ্রীহরি॥
তাহাতে কহিলুঁ আমি আনুকূল্য পাঞা।
ঘৃণা না করিহ সভে দিহ পদছায়া॥
প্রেমভক্তি প্রকাশিল গৌর গুণমণি।
যাহার প্রসাদে ইহা সর্ব্বলোকে শুনি॥
আনুসঙ্গে প্রেমধন দিল সভাকারে।
না বাছিল ভালমন্দ সকল সংসারে॥
জগৎ ভাসাইল প্রভু দিয়া প্রেমধন।
পাইল সে প্রেমধন অধম দুর্জন॥
আমি এক মহাপাপী সংসার ভিতর।
আনুসঙ্গ কৃপায় কিছু হইল গোচর॥
এমন দুরন্ত জনে যবে কৃপা হইল।
মহা মহাভাগবত আনন্দ পাইল॥
আমি ত অধম জাতি পামর দুরাচার।
যোগ্য নহোঁ প্রেমধন স্পর্শ করিবার॥
শ্রীগুরুরূপে আপনে স্পর্শি হৃদি দেশে।
প্রেমধন মোর দেহে করিল প্রকাশে॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীবগণ।
নাম সংকীর্ত্তনে সভার হইল মোচন॥
প্রেমভক্তি নাম এই অপূর্ব্ব কথন।
প্রেমভক্তি হয় সভাকার প্রাণধন॥
প্রেমভক্তি বিনে ভক্ত না পারে থাকিতে।
নিরন্তর ভক্ত সঙ্গে করে আস্বাদিতে॥

প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রান্ত।
আপনা আপনি ভক্ত করয়ে সিদ্ধান্ত ॥
সেই রস আস্বাদিয়া রাখয়ে জীবন।
বাহ্য দেহেতে করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এইরূপে করে ভক্ত রস আস্বাদন ॥
অন্য অভিলাষ যত সকল ছাড়িয়া।
একচিত্তে প্রেমভক্তি রস আস্বাদিয়া ॥
প্রেমসেবা করি অঙ্গ করয়ে পুষ্টিতা।
অপূর্ব্ব মাধুরী নিত্য লীলারস বেত্তা ॥
নিত্য সিদ্ধ বৈষ্ণবের এই ত স্বভাব।
কে বুঝিতে পারে তার ভাবের স্বভাব ॥
এক করি আর বলে নানা মত তন্ত্র।
কারো বশ নহে সদা আপনে স্বতন্ত্র ॥
আর এক পূর্ব্ব কথা পড়ি গেল মনে।
নিবেদন করোঁ গুরু বৈষ্ণব চরণে ॥
যদি দোষ ক্ষেমি মোরে কর অঙ্গীকার।
তবে সে যোগ্যতা মোর হয় বলিবার ॥
শিক্ষাগুরু কৃপা আর বৈষ্ণব কৃপায়।
এসব কৃপায় কিছু জন্মিল হিয়ায় ॥
যদি আজ্ঞা দেহ মোরে প্রসন্ন হইয়া।
কহি কিছু পূর্ব্ব কথা মন বুঝাইয়া ॥
আমি ত পামর ভাল মন্দ নাহি জানি।
যে বোল বলায় তাই বলি আমি বাণী ॥
পূর্ব্বে গোলোকেতে ছিল স্বকীয়া(র) সঙ্গ।
গোলোকে কৈবল্য নিত্য লীলা অন্তরঙ্গ ॥
সেহো অতি স্বকীয়া করিলা প্রভু আগে।
নানা লীলা কৈল তাহাঁ বিবিধ কৌতুকে ॥
একদিন কনক মন্দিরে প্রভু বসি।
আপন মাধুর্য্য দেখি বলে হাসি হাসি ॥
এরূপ মাধুর্য্য সব দেখি নিজ অঙ্গে।
আস্বাদন করিতে বাড়য়ে রতি রঙ্গে ॥

কে করিব আস্বাদন করয়ে নিশ্চয় ।
হেনকালে আইলা ভরত মহাশয় ॥
আসিয়া প্রভুর পদে প্রণাম করিল ।
প্রভুর চরণে কিছু নিবেদন কৈল ॥
শুন শুন মহাপ্রভু ত্রিলোকের নাথ ।
এক অপূর্ব্ব আমি দেখিলুঁ সাক্ষাৎ ॥
কাননে গেছিলাম আমি তপস্যা কারণ ।
রেবা নামে নদীতটে আছে বেত্রবন ॥
তার পাশে আছে এক কদম্বের বৃক্ষ ।
তাহাতে ধরয়ে পুষ্প অতি বড় সূক্ষ্ম ॥
স্নান পূজা করি আমি উঠিলাম কূলে ।
এক অবিবাহিত স্ত্রী দেখিলুঁ সেই স্থলে ॥
তার সঙ্গে আইল এক কিশোর পুরুষ ।
অতি অনুপাম রূপ কন্দর্প স্বরূপ ॥
সেই দুইজন ক্রীড়া করিতে লাগিল ।
তাহা দেখিয়া আমি শীঘ্র গতি আইল ॥
ই কি অপরূপ কথা ভাবি মনে মনে ।
গোচর করিনু প্রভু তোমার চরণে ॥
শুনি হাসি প্রভু তখন বলিলা বচন ।
ইহার আছয়ে কিছু মর্ম্ম বিবরণ ॥
ইহা কহি ভরত গেলা আপন আলয় ।
শুনিতে হইল মনে ভাবনা বিস্ময় ॥
সেই সুখ পরকীয়া হয়ত উত্তম ।
স্বকীয়ার সুখ এই সামান্য করণ ॥
কেমনে হইব সেই পরকীয়া ভাব ।
তাহা না হইলে সে নাহি কিছু লাভ ॥
এত চিন্তি মনে মনে বিচার করিল ।
নিজ দেহ হৈতে স্বয়ং রাধা প্রকটিল ॥
স্বয়ং রাধা এক আত্মা দ্বিবিধ হয় কিসে ।
ভাবনা করেন প্রভু অশেষ বিশেষে ॥
ভাবিতে ভাবিতে হইল চিত্তেতে স্মরণ ।
এক অনুভব হইল মনে প্রকাশন ॥

নন্দালয়ে প্রকটিব এই হয় কথা।
বৃকভানু গৃহে রাধা প্রকট সর্ব্বথা ॥
এই দুই ভাবি মনে স্বয়ং মহাশয়।
স্বয়ং রাধা প্রতি কিছু কহিল নির্ণয় ॥
দুহে দুই অঙ্গিকার করিয়া যতনে।
করিলেন সমরস ক্রীড়া কতদিনে ॥
এইরূপে অনুগ্রহ ভক্তকে করিয়া।
বৃন্দাবনে বিলাসিলা প্রকট হইয়া ॥
শ্রীমতী রাধিকা সঙ্গে বহুবিধ রঙ্গ।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিলা প্রেমের তরঙ্গ ॥
তবু নহে তিন বস্তু পূর্ণ অভিলাষ।
মনেতে ভাবনা করি ভাবয়ে হাতাশ ॥
স্বি অঙ্গে নহিল তিন বাঞ্ছার পূরণ।
কেমনে হইব ইহা ভাবে মনে মন ॥
কি করি উপায় কিছু না হয় স্মরণ।
শ্রীমতীর প্রেমভাব প্রগাঢ় লক্ষণ ॥
নিজ ধন বস্তু সব আরোপন করি।
যাহাতে শ্রীমতীর সঙ্গে বিহরে শ্রীহরি ॥
সব গুণ হরি রাধার নাম হৈল হরে।
কৃষ্ণ নাম কেবল বিষয় রতি ধরে ॥
কেবল আশ্রয় রতি রাধিকার হৈল।
এই রঙ্গে কৃষ্ণ সঙ্গে রস আস্বাদিল ॥
পঞ্চরস পঞ্চগুণ তিন শক্তি আর।
এ সব লইয়া সদা করেন বিহার ॥
আপনার সঙ্গের তেঞি বলি কান্তা।
রাত্রিদিনে চিন্তি কৃষ্ণ শরীর নিমিত্তা ॥
নানারূপে রস কৈল শ্রীনন্দনন্দনে।
তাহা আস্বাদিতে লোভ বাড়ি গেল মনে ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ শ্রীমতীর হয়।
শ্রীনন্দনন্দনে হয় কেবল বিষয় ॥
যদ্যেহ নারিল তাহা করিতে আস্বাদ।
মনেতে হইল ক্ষোভ পড়িল প্রমাদ ॥

লোভে চিত্ত দগদগি ভাবে নিরন্তর।
নারিলেন আস্বাদিতে প্রেমের আকর ॥
তবে ত হইল ঋণী প্রেমের কারণ।
করিলেন অঙ্গিকার নিজ প্রেমধন ॥
তিন বাঞ্ছা হয় নিজ অঙ্গের বিলাস।
শ্রীমতীর অঙ্গে তিন করিয়া প্রকাশ ॥
অতএব নারিলা করিবারে আস্বাদন।
এই হেতু নবদ্বীপে অবতার কারণ ॥
যুগাবতারে স্বয়ং অবতারাবতীর্ণ হয়।
লীলা অবতার আর নানা শাস্ত্রে কয় ॥
এক যুগে কত কত অবতার হয়।
কে কহিতে পারে এই তাহার নির্ণয় ॥
পূর্ব্বে এক দেহ ছিলা তেঞি হৈলা এক।
শ্যামগৌর দুইরূপে দেখ পরতেক ॥
নাম আর নামী দুই পুরুষ প্রকৃতি।
পুরুষ প্রকৃতি অঙ্গ দেখহ সম্প্রতি ॥
এই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সত্তার কারণ।
সত্তার আশ্রয় প্রভু স্বয়ং ভগবান ॥
আর সব অবতার হয় অবতারি।
স্বয়ং ভগবান সদা বৃন্দাবনবিহারী ॥
সদা বৃন্দাবনে স্থিতি হয়েত যাহার।
স্বয়ং ভগবান নাম বলিয়ে তাহার ॥
একথা কহিতে মনে সন্দেহ হইল।
ইহার বিশেষ কিছু কহিতে নারিল ॥
মন করি করিলাও ভাবনা অন্তরে।
তবু ত না হয় স্ফূর্তি ভাবনা বিস্তারে ॥
ভাবিয়া করিল এক সুদৃঢ় নিশ্চয়।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ বিনে অন্য নয় ॥
মোর প্রভু লোকনাথ ঠাকুর মহাশয়।
তাঁর আজ্ঞায় পাইল শিক্ষা গুরুর আশ্রয় ॥
সেই শিক্ষাগুরু মোর পরম বান্ধব।
(শ্রী)গুরু মহিমা তত্ত্ব জানিলাম সব ॥

অতএব তার পদে করি নমস্কার।
তাঁহা হইতে হয় মোর সকল বিচার॥
আমার ভাবনা শিক্ষা গুরুর চরণ।
যাহাতে পাইল গুরু তত্ত্ব নিরূপণ॥
এমন প্রভুর পদ ছাড়িব কেমনে।
যিঁহো মোর করিলে সংসার মোচনে॥
যাঁহা হৈতে জানিলুঁ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
যাঁহা হৈতে জানিলুঁ প্রেমভক্তির বিধান॥
যাঁহা হৈতে পারাবার জানিল সকল।
তাঁর পাদ পদ্মে মোর ভরসা কেবল॥
কৃপা করি কর মোর হৃদয়ে প্রেরণ।
নহিলে করিতে নারি ইহার বর্ণন॥
এত বলি মন করি ভাবিতে ভাবিতে।
উদয় হইল আসি চিত্তের সহিতে॥
যদি গুরু বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাইয়ে।
তবে এ সকল কথা কহিতে পারিয়ে॥
ইহা বলি কহি বৃন্দাবনের লক্ষণ।
শ্রীমতী রাধিকা সেহ হয়ে বৃন্দাবন॥
সমরসে বৃন্দাবন শ্রীমতী রাধিকা।
লীলাহেতু বৃন্দাবন প্রকাশ অধিকা॥
সেহো বৃন্দাবন কার না হয়ে গোচর।
অতএব প্রকাশ করি করিলা সত্বর॥
বৃন্দাবন বিলাস লীলা শুনিবেন যবে।
দেখিতে লালসযুক্ত হইবেন তবে॥
সেহো বৃন্দাবন নহে বেদ্য সবাকার।
অতএব করিলাও বৃন্দাবন সার॥
বৃন্দাবন বৃন্দাবন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সদা বিহরয়॥
এই বৃন্দাবন নিত্য লীলার কারণ।
তার অনুমতি লঞা করিল সৃজন॥
সেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সদা বিদ্যমান।
বৃন্দাবন ত্যাগ নহে স্বয়ং ভগবান॥

এইত কহিল বৃন্দাবনের মহত্ত্ব।
তবে কহি তার অনুগত যে ভক্ত॥
অষ্ট সখি অষ্ট মঞ্জরী চৌষট্টি সখী।
সভাকার পুরুষ প্রকৃতি অঙ্গ দেখি॥
নহিলে কেমনে করে প্রভুর সহায়।
বিদ্যমানে দেখ ইহা হয় কিবা নয়॥
আমি কি বলিতে জানি ক্ষুদ্র জীব ছার।
আমার যোগ্যতা কি ইহা বলিবার॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে করিয়া ভাবনা।
সংক্ষেপে করিল ভক্তি লতার রচনা॥
এই ভক্তিলতাবলী করিল রচন।
যার চিত্ত থাকে সেই করিবে গ্রহণ॥
এই ভক্তি প্রেমভাব রস আস্বাদনে।
অবিরত করেন রসিক ভক্তগণে॥
ইহা বিনু রসিক ভক্ত না করে গ্রহণ।
সকল বৈষ্ণব পদে কৈল নিবেদন॥
রসিক ভক্তের কথা কহনে না যায়
তবে যে কহিয়ে শিক্ষা গুরুর কৃপায়॥
সকল বৈষ্ণব পাদপদ্ম শিরে ধরি।
অতএব সব কথা কহিবারে পারি॥
পূর্ব্বাপর রসিক ভক্ত প্রভুর নিজ সঙ্গে।
বিলসয়ে প্রেমভক্তি রসের তরঙ্গে॥
আপনি চৈতন্য প্রভু রসিকের দেহে।
ইহাকে চিনিতে সে শকতি সে নহে॥
রসিক বৈষ্ণব তার স্বতন্ত্র আচার।
আমার শকতি নাই তাহা কহিবার॥
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের আজ্ঞা বলবানে।
অতএব বলিতে পারি তার বিবরণে॥
ইতর লোকের প্রায় আচরণ করি।
আপনারে লুকাইয়া সদাই বিহরি॥
অত্যন্ত নিগূঢ় প্রেম রসের ভাণ্ডার।
অতএব রসিক নাম বলিয়ে তাহার॥

আর এক কহি শিক্ষাগুরুর কৃপায় ।
সভার অগ্রেতে কহিতে লাগে ভয় ॥
পূর্ব্বে গোলোক লীলা করি ভগবান ।
তবে বৃন্দাবনে প্রভু কৈল অধিষ্ঠান ॥
নিত্যলীলা বৃন্দাবনে করিয়া অপার ।
কলিতে হইল গৌরচন্দ্র অবতার ॥
গৌরচন্দ্র অবতার প্রভু ভগবান ।
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একই প্রমাণ ॥
কতোদিন নিত্যলীলা করি গৌর রায় ।
এবে প্রকট করি গেলেন কোথায় ॥
রসিক ভক্তের অঙ্গে অপ্রকট হঞা ।
বিলাস করিল প্রভু দেহ লুকাইয়া ॥
বৈষ্ণব স্বরূপ প্রভু স্বয়ং ভগবান ।
এইত সংক্ষেপে ইহা কৈল সমাধান ॥
হেন প্রভুর পাদপদ্ম পাইব কেমনে ।
ইহার উপায় মনে করি বিরোচনে ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু অনঙ্গমঞ্জরী ।
সেইরূপ নিত্যানন্দ সঙ্গেত বিহরি ॥
সেই প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা করে যারে ।
আপনি শ্রীমহাপ্রভু কৃপা করে তারে ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত এক অঙ্গ ।
তিন শক্তি মধ্যে তিনের তিন অঙ্গ ॥
দুই স্কন্ধ দুই পাশে নিতাই অদ্বৈত ।
মূল স্কন্ধ চৈতন্য হয়েন বিখ্যাত ॥
এই ত কহিল তিন প্রভুর মহিমা ।
চারি বেদ দেখি ব্রহ্মা না পাইল সীমা ॥
বেদবিধি অগোচর ইহার যে তত্ত্ব ।
বেদে কি জানিবে মহাপ্রভুর মহত্ত্ব ॥
নিত্যানন্দ প্রভু পদ সদা যেই ভাবে ।
অবশ্য চৈতন্য প্রভুর পদ সেই লভে ॥
দেখ দেখি প্রভুর আজ্ঞা হয় বলবান ।
চৈতন্য প্রভু বলেন নিত্যানন্দ প্রাণ ॥

প্রভু বলেন আমারে ভজিব যেই জন।
সেই জন লেহ নিত্যানন্দের স্মরণ ॥
ইহা শুনি বড় বড় মহান্তের গণ।
অকম্পিতে নিল নিত্যানন্দের স্মরণ ॥
এই ভক্তি সার সভার পরাৎপর।
যত যত দেখ প্রেম ভক্তির কিংকর ॥
প্রেমভক্তি নাম এই অতি সুখোল্লাস।
ইহা আচরহ সত্তে করিয়া বিশ্বাস ॥
আমি অতি নীচ হই মূর্খ পামর।
যত্নশত্ন জ্ঞান নাহি করিল গোচর ॥
যদি কোন কথা অশুদ্ধ থাকে কোন খানে।
শোধিবেন বৈষ্ণব সব আপনার গুণে ॥
এক নিবেদন আর করিয়ে চরণে।
পাষণ্ডি এ সব তত্ত্ব যেন নাহি শুনে ॥
এই ভক্তিলতাবলী গ্রন্থ হয় নাম।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥
বর্ণন করিল মনে করি অভিলাষ।
ভক্তিলতাবলী কহে নরোত্তম দাস ॥ ৩।

ভক্তিলতাবলী সমাপ্ত।

(এ.সো. ৩৫৮৮ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ)

———

শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা

পদযুগ্ম গুরূন্‌বন্দে কৃপায়াস্মহং প্রভু ।
অজ্ঞানান্ধবিনাশায় জ্ঞানস্থং প্রাপ্তিং মম ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদ স্মরণ করিয়া ।
আশ্রয় নির্দেশ লিখি শুন মন দিয়া ॥
আশ্রয় নির্দেশ তত্ত্ব ত্রিবিধ প্রকার ।
আশ্রয় আশ্রয় হয় বিষয় অনুসার ॥
প্রবর্ত্তের আশ্রয় হয় শ্রীগুরুচরণ ।
আলম্বন হয় হরি নাম সংকীর্ত্তন ॥
উদ্দীপন বৈষ্ণব গোসাঞি হন তার ।
দেশকাল পাত্র লিখি ত্রিবিধ প্রকার ॥
প্রবর্ত্তের দেশ হয় নবদ্বীপ স্থান ।
কাল কলি পাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান ॥
স্থায়ী স্থিতি বিলাস কথা প্রবর্ত্ত দশায় ।
শ্রীগুরুচরণ স্থায়ী জানিহ তথায় ॥
স্থিতি নীলাচল হয় লিখি তারপরে ।
নবদ্বীপে নিত্য নব বিলাস বিহরে ॥
এইত কহিল কিছু প্রবর্ত্ত লক্ষণ ।
সাধকলক্ষণ কহি শুন বিবরণ ॥
সাধক সিদ্ধের যোগ দৃষ্ট হয় সন্ধি ।
দেশকাল পাত্র তেঞি দ্বাপরেতে লিখি ॥
সাধক দেহেতে করে দ্বাপরের ভাব ।
শাস্ত্রে কহে যত ভাব তত হয় লাভ ॥
অতয়েব সাধকেতে সখিভাব বলি ।
মানসিক দেহ তেঞি পাত্র হয় কলি ॥
সাধকের আশ্রয় হয় সখীর চরণ।
সেবা পরিচর্য্যা তার হয় আলম্বন ॥
উদ্দীপন হয় সেই পঞ্চ প্রকার ।
নবীন মেঘ কানড় পুষ্প ভ্রমর কোকিল আর ॥

ময়ূর কণ্ঠ প্রায় এই পঞ্চমত হয় ।
উদ্দীপন তত্ত্ব এই কহিল নিশ্চয় ॥
দেশকাল পাত্র লিখি ত্রিবিধ প্রকার ।
ক্রমে ক্রমে কহি শুন কারণ ইহার ॥
সাধকের দেশ হয় শ্রীবৃন্দাবন ।
কাল দ্বাপর পাত্র হয় শ্রীনন্দনন্দন ॥
স্থায়ী স্থিতি বিলাস কথা বড়ই মধুর ।
স্থায়ী নিত্য সখি সঙ্গ বৃকভানু পুর ॥
জাবট গ্রামেতে স্থিতি অভিমন্যালয় ।
বিলাস বিষয় রস বৃন্দাবনে হয় ॥
সাধক আখ্যান এই আশয় বিষয় ।
মনে নিত্য সিদ্ধ দেহ সখিরূপা কয় ॥
সিদ্ধ আখ্যানে লিখি আশ্রয় আলম্বন ।
উদ্দীপন লয়্যা এই তিনের গণন ॥
প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় প্রেম আলম্বন ।
রসপ্রেম উদ্দীপন তিনের গণন ॥
দেশ আত্মা হয় কাল বসন্ত সময় ।
পাত্র কন্দর্প সেই দেশের নিশ্চয় ॥
স্থায়ী স্থিতি বিলাস লিখি বুঝিয়া বিষয় ।
তিন স্থানে তিন পদ্ম বিবরিয়া কয় ॥
শতদল অষ্টদল সহস্র দল নাম ।
শতদলে স্থাই অষ্ট দলেতে বিশ্রাম ॥
সহস্র দলেতে আসি কৌতুক বিলাস ।
নিত্য নব নূতন নিত্য নব রাস ॥
রতন মন্দির তাতে রত্ন সিংহাসন ।
তাতে বসি বিলসয়ে মন্মথ মদন ॥
নায়ক মদন কহি আনন্দ নায়িকা ।
কৃষ্ণচন্দ্র নাম তার শ্রীমতি রাধিকা ॥
নায়িকার ভেদ কহি আনন্দ কীর্ত্তনে ।
যেগুণে আনন্দ মূর্ত্তি করিল মদনে ॥
আহলাদের বিশুদ্ধার্থ আনন্দ যে হয় ।
সে আনন্দ মদনের কেবল বিষয় ॥

আহলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
আহলাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সকল সদগুণ পুর্ণ প্রেমরত্নখনি ॥
তার অষ্ট সখি হয় ললিতা প্রধান।
অষ্ট দলে অষ্ট সখি করেন বিশ্রাম ॥
তথাহি—
ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকলতা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা ॥
পদ্মের কর্ণিকা শ্রেষ্ঠ তাহার উপরি।
তাতে বসি বিরাজই কিসোর কিসোরি ॥
তাম্বুল জোগায় কেহো কেহো বা চন্দন।
বসন জোগায় কেহো চামর ব্যজন ॥
কেহো বাদ্য বায় কেহো করয়ে নর্ত্তন।
জলসেবা করে কেহো করএ গায়ন ॥
তথাহি—
তাম্বুলে ললিতা দেবি বিশাখা গন্ধচন্দনে।
চিত্রা বসনসেবায়াং ব্যজনে চম্পকলতা ॥
তুঙ্গবিদ্যা বাদ্যপুরা ইন্দুরেখা চ নর্ত্তনে।
সুদেবী রসসেবায়াং রঙ্গদেবী চ গায়নে ॥
এই অষ্ট সখি নিজ সেবা যুক্ত আছয়।
ললিতা হইতে হয় মঞ্জরিকা কয় ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি আর লবঙ্গমঞ্জরি।
শ্রীরসমঞ্জরি আর বিলাসমঞ্জরি ॥
শ্রীগুণমঞ্জরি (আর) শ্রীরতিমঞ্জরি।
রাধিকার সঙ্গে এই ছয় যুথেশ্বরী ॥
তথাহি—
শ্রীরূপমঞ্জরিকা নেত্রে হস্তে বিলাসমঞ্জরি।
রসমঞ্জরি জিহ্বাগ্রে কর্ণে চ গুণমঞ্জরি ॥

রসপুষ্টে রতিশ্চৈব লবঙ্গ পাদপঙ্কজে।
এতে চ রাধিকা অঙ্গে বর্ত্ততে ষড়্‌মঞ্জরি ॥
রাধিকার সহোদরি অনঙ্গমঞ্জরি।
আর অনুচরী নাম ছয় যুথেশ্বরি ॥
নর্ম্ম সখি মঞ্জরিকা এই ছয় জন।
মুখ্য সখি ললিতাদি অষ্ট বিবরণ ॥
শ্রীঅঙ্গ সেবাতে নাম অনঙ্গমঞ্জরি।
তার অনুচরি নাম অষ্টযুথেশ্বরি ॥
তথাহি—
রসধা স্বতধা রম্ভা জয়ন্তকী কেলি কন্দলি।
আনন্দাতুলসী পূর্ণযোথিকানঙ্গমঞ্জরি ॥
ললিতাদি যুথ বদ্ধ তারে কহি সখি।
আট আট চৌষট্টি সখি তেক্রি লেখি ॥
তাহার পশ্চাতগামী হয় যেই জন।
তার অনুগত কহি সাধক লক্ষণ ॥
তাহার পশ্চাতে যে প্রবর্ত্ত কহি তারে।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধা এই অনুসারে ॥
প্রবর্ত্তেতে দাস আখ্যান সাধকেতে সখি।
সিদ্ধেতে মঞ্জরি কহে নর্ম্ম সখি লেখি ॥
পুর্ব্বাবস্থা কহি শুন জীবের লাগিয়া।
চিন্তামণি চিন্তা করে বিরলে বসিয়া ॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধি ভক্তির ব্রজধন পাইতে নাক্রি শক্তি ॥
আমাকে যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
তথাহি গীতায়াং—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং। ইত্যাদি।
সকল জগতে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুন্ঠকে জায় চতুবিধা মুক্তি পায়্যা ॥
তথাহি—
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

এই সব মুক্তি বাঞ্ছা ছাড়িয়া বাসনা।
রাগমার্গে করে এই প্রভুর ভজনা॥
তথাহি—
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানাং বাসনা ময়ীম।
আজ্ঞাসেবাপরং তত্তদ্রূপালঙ্কার ভূষিতাম॥
রাগের ভজনপথ গোপী অনুগতে।
তাহা হইলে রাধাকৃষ্ণ পাইবে ব্রজেতে॥
তথাহি—
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়ায়াশ্রুত্বাতৎপরেভবেৎ॥
এই ইচ্ছা অনুসারে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মানুষের মত লীলা কৈল প্রকটন॥
পিতামাতা সখাসখি প্রেয়সীর গণ।
প্রকট করিল নিত্য লীলা বৃন্দাবন॥
ভাগবতে দশম স্কন্ধেতে পরকাশ।
আপনে বিবরি জাহা কহে বেদব্যাস॥
তথাহি—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংরাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥
অসুর সংহার যুগ ধর্ম্ম প্রয়োজন।
দ্বাপরের পূজা এই ধর্ম্ম আচরণ॥
এই সব কার্য্য কৃষ্ণ করে বিষ্ণু দ্বারে।
আপনে রাধিকা সঙ্গে রঙ্গেতে বিহরে॥
কৈশোর বয়স নিত্য নব নব হয়।
বয়স সফল করে করি ক্রীড়াময়॥
রজনী দিবসে কভু তিলে নহে ভঙ্গ।
বয়স সফল করে করি ক্রীড়া রঙ্গ॥
বৃন্দাবনে যত লীলার নাহি সমাধান।
তবে কথদিনে লীলা কৈল অন্তর্ধান॥
অন্তর্ধ্যান করিয়া বসিলা নিজস্থানে।
পুন আস্বাদিব লীলা করি অনুমানে॥

ভক্তের লাগিয়া ভক্তি প্রকাশ করিব।
ব্রজরস আস্বাদিতে নবদ্বীপে যাব॥
রাধিকার ভাবকান্তি প্রেমের লাগিয়া।
তিনবাঞ্ছা অভিলাষী আইলা নদীয়া॥
নদীয়া নগরে কৈল যে প্রেম প্রকাশ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
তার ভুক্তশেষ কিছু চর্বিতচর্ব্বণ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ করিলা বর্ণন॥
ব্রজলীলা গৌরলীলা তার ভেদ সীমা।
যতেক বর্ণিলা তাহা কি জানি মহিমা॥
চৈতন্য প্রভুর বস্তুতত্ত্বের নির্দ্দেশ।
ইচ্ছা ভরি বিবরিল তাহার বিশেষ॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে প্রেমের প্রচার।
ভক্তের লাগিয়া প্রভু পরিশ্রম সার॥
বিশেষেতে অজ্ঞ জীব গৃহ অন্ধকূপে।
হাথে গলে বন্ধ জীব কর্ম্ম সূত্ররূপে॥
আপনে ভ্রমণ করি সভা নিস্তারিল।
অধম চণ্ডাল আদি বঞ্চিত নহিল॥
ব্রজের নিগূঢ় রস প্রেম বিলাইয়া।
পুন নিত্য স্থানে গেলা বাঞ্ছিত পুরিয়া॥
বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ আর সংকীর্ত্তন মর্ম্ম।
স্থাপন করিলা প্রভু এই যুগ ধর্ম্ম॥
যে যুগে যে আচরণ সেই ধর্ম্ম বিনে।
কেমনে তরিব জীব অন্য আচরণে॥
চৈতন্যের আজ্ঞা এই যুগ ধর্ম্ম সার।
এই আজ্ঞা লঙ্ঘিব যেই তার নাহি পার॥
তথাহি—
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
ইহা বিনা অন্য ধর্ম্মে জীব নহে পার॥

মাহন্ত স্বরূপ আর চৈত্তরূপ হয়।
তার বিবরণ কহি সুন মহাশয় ॥
দুইরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে।
চৈত্তরূপে কৈল কৃপা সুন বিবরণে ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায় রামানন্দ।
চৈত্তরূপে স্ফুরিয়াছে প্রেম মহানন্দ ॥
ইহা সভার কথা যেই অলৌকিক সব।
অলৌকিক চেণ্টা দেখি অতি অসম্ভব ॥
জীবে না সম্ভবে এই অসম্ভব রিতি।
সামান্য পাত্রেতে স্থির নহে সেই রতি ॥
মৃগেন্দ্রের দুগ্ধ যেন স্বর্ণ পাত্রে রয়।
অন্য পাত্রে রাখি যদি পাত্র জায় ক্ষয় ॥
কৈতব রহিত সেই অকৈতব প্রেম।
মনুষ্যের দৃণ্টি নহে জাম্বুনদ হেম ॥
শুনিয়া ··· কেহ আচরিতে চায়।
ইহলোক পরলোক দুই নাম যায় ॥
মহান্ত স্বরূপ হৈলা তথির কারণে।
মহান্ত স্বরূপ দেখ যত গোপীগণে ॥
গোপী অনুগত বিনা অন্য আচরণে।
ভজিলে না পাবে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
মহান্ত স্বরূপ লোক নিস্তার কারণে।
একে তিন মূর্ত্তি ভেদ হৈল প্রকটনে ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এই তিন মূর্ত্তি।
বৈষ্ণব আজ্ঞানে আগে প্রকাশেন স্ফূর্ত্তি ॥
কহ বাপু কিবা নাম কি কর ব্যবস্থা।
কার কৃপাপাত্র তুমি বাড়ী তোমার কোথা ॥
প্রভু অনুসারে কিবা মহান্ত অনুগত।
তাহার বৃত্তান্ত মোরে কহত কিমত ॥
সেই কহে নাঞি জানি প্রভু পরিবার।
গুরু কারে কহে নাঞি জানি সমাচার ॥
গোসাঞি কহেন তুমি বড়ই অজ্ঞান।
পশুর সমান নাঞি জান হরিনাম ॥

হরিনাম নাঞি থাকে যাহার অন্তরে।
ছুঞিতে উচিত কভু না হয় তাহারে ॥
পশুর সমান সেই বৃথা দেহ ধরে।
কাষ্ঠ পুতলি সম জানিহ তাহারে ॥
উত্তম দ্রব্যেতে যদি পরশিয়া যায়।
অভক্ষ্য বিষ্ঠার তুল্য অপবিত্র হয় ॥
স্বর্ণ পাত্রে আনে জল মদিরা সমান।
পিতৃশ্রাদ্ধ যোগ্য নহে অধঃপাতে যান ॥
তবে তার চিত্ত মধ্যে হৈল বড় ভয়।
দন্তে তৃণ লঞা পড়ে গোসাঞির পায় ॥
কৃপা করি তুমি মোরে দেহ হরিনাম।
অধম পামর মুঞি কর পরিত্রাণ ॥
কাকুতি করিয়া বহু মিনতি করিল।
বিনয় বিনতি দেখি দয়া উপজিল ॥
আজ্ঞা দিল যাহ আইস স্নান করি তুমি।
হরিনাম কৃপা করি তবে দিব আমি ॥
এতেক উত্তর যদি গোসাঞি কহিল।
আজ্ঞামাত্র স্নান করি তখনি আইল ॥
হরিনাম কৃপা করি দিলেন তাহারে।
হরিনাম দিয়া এক কহিল উত্তরে ॥
সাধুসঙ্গ কর পাবে ইহার বিশেষ।
এই আজ্ঞা করি তিঁহো গেলা নিজ দেশ ॥
আজ্ঞামাত্র সাধুসঙ্গ লোভ হইল মন।
সাধুসঙ্গ উপদেশ প্রাপ্তি প্রেমধন ॥
সম্বন্ধ বিবরণ কহি প্রবর্ত্ত দশায়।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে সম্বন্ধ বিষয় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র জগত যাহায়।
জগত ঈশ্বর কৃষ্ণ জ্ঞান সর্ব্বথায় ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি জাহার ইচ্ছায়।
বিষ্ণু চরাচর দেব আদি শ্রেষ্ঠকায় ॥
তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণমিতি ॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর যত অবতার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ইহা সভার আধার॥
সকল সৃজন তাঁর তিহোঁ সর্ব্ব পিতা।
কেহো পুত্র হয় তার কেহো বা দুহিতা॥
পিতাকে ঠাকুর যৈছে বলে সর্ব্বথায়।
সভার ঠাকুর তিহোঁ সম্বন্ধ বিষয়॥
তাহার স্বরূপ দীক্ষা গুরুকে বাখানি।
ঠাকুর সম্বন্ধ তিহোঁ এই তত্ত্বখানি॥
ঠাকুর মহাশয় তারে বলে সর্ব্বজন।
তাহাতে সম্বন্ধ তত্ত্ব এই নিরূপণ॥
আপনাকে দাসদাসী এই অভিমান।
সেব্য সেবনীয় শিষ্য সেই সে প্রমাণ॥
মাতৃগর্ভজাত দেহ লৌহ সম মানি।
গুরুদেব কৃপা করেন যৈছে পরশমণি॥
পরশমণি পরশে যেন লৌহ স্বর্ণ হয়।
এইমত গুরু কৃপা জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ বীজরূপী ভক্তি অঙ্গ জন্মাইল।
পুত্র ... যেই রূপে নিশ্চয় কহিল॥
গুরু সম্বোধন করে বাপু আইস কথা।
জে কার্য্য করিবে জানি বুঝিয়া সর্ব্বথা॥
আর এক সম্বন্ধ আছে যদি নারী হয়।
মাতৃ সম্বন্ধ গুরু অবশ্য করয়॥
সম্বোধন তত্ত্ব এই গুরুর সহিতে।
বৈষ্ণব সম্বন্ধ তত্ত্ব কহত আমাতে॥
গুরুদেব যৈছে হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
বৈষ্ণব শিক্ষাগুরু তৈছে ততোধিক রূপ॥
তাহাতে সম্বন্ধ তিহোঁ ঠাকুর বৈষ্ণব।
যার কৃপালেশে জানি গুরু কৃষ্ণ সব॥
উদ্দীপন দশায় প্রবর্ত্ত তিহোঁ সার।
আপনাকে ভিন্ন জ্ঞান মানে যে তাহার॥

এইত সম্বন্ধ তত্ত্ব প্রবর্ত্ত দশায় ।
সাধক সম্বন্ধ কহি শুন সর্ব্বথায় ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে এক মূর্ত্তি ।
জীবের নিস্তারণ হেতু এই তিন স্ফূর্ত্তি ॥
সাধকেতে সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন ।
শুনিতে শুনিতে জানি তত্ত্ব নিরূপণ ॥
নায়কের আদি শ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
তার প্রিয় রাধা নাম ভুবন পাবন ॥
তার প্রিয় সখি অষ্ট ললিতাদি হয় ।
অষ্টজনের অনুগত চৌষট্টি কহয় ॥
তথাহি—
যথা রাধাপ্রিয়াবিষ্ণুস্তস্যাঃ কুণ্ডংপ্রিয়ংতথা ।
সর্ব্বগোপীসুসেবৈকাবিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥
রাধাকৃষ্ণের লীলায় সহায় গোপীগণ ।
অসংখ্য অনন্ত ক্রমে না যায় গণন ॥
শিষ্যের প্রশিষ্য আর তার অনুগত ।
সখীর স্বরূপ সভে সেবা অনুরত ॥
নিজ নিজ সেবাতে তৎপর সভে অতি ।
সখি বিনা পুরুষের নাহি তাঁহা গতি ॥
সখীর স্বরূপ সাধ্য অনুগত বিনে ।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি কভু নহে বৃন্দাবনে ॥
সাধুসঙ্গ অনুগত শিক্ষা এই দিল ।
শুনিয়া শ্রবণে রাগ চিত্তে উপজিল ॥
তবে শিষ্য জিজ্ঞাসয়ে শুন সাধুজন ।
কিরূপে সাধিব সাধ্য কহ বিবরণ ॥
তবে সাধু কহে শুন হয়্যা সাবধান ।
সখীর-স্বরূপ, দীক্ষা-গুরু আখ্যান ॥
তিঁহো যার অনুগত তিঁহো সখিরূপা ।
সখী অনুগত সভে সখীর স্বরূপা ॥
তদনুগাতস্যানুগাতদানুগাশ্রয়ে ।
গুরুশিষ্য তার শিষ্য তস্য শিষ্য কয় ॥

সখীর স্বরূপ মূর্ত্তি তার দেহ ধর।
সখি মূর্ত্তি গুরু আজ্ঞা সেবা নিত্য কর ॥
সিদ্ধ সখী ললিতা শ্রীরাধা আজ্ঞাকারী।
ইঙ্গিতে করএ (সেবা) সম অনুসারী ॥
সাধকে সেইরূপে গুরু আজ্ঞা ধর।
মানসিক দেহ পেয়ে সেবা নিত্য কর ॥
ভজন জাহারে কহে সেই সেবা ধর্ম্ম।
ভজন বলিয়া তার আর নাহি কর্ম্ম ॥
সাধক দেহেতে কৈলে সিদ্ধ দেহে পায়।
এই শাস্ত্র মর্ম্ম অর্থ শুনহ নিশ্চয় ॥
তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ !
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনাকার্য্যা ব্রজলোকানুসারত ॥
গুরুদেবে সখীর সম্বন্ধ শুনহ নিশ্চয়।
তিহোঁ যার অনুগত প্রিয় সখি হয় ॥
তার অনুগত যেই প্রাণসখি জানি।
ললিতাদি পরম শ্রেষ্ঠ সখীতে বাখানি ॥
তার অনুগত রাধাকৃষ্ণ সেবা পাবে।
প্রিয়সীর প্রিয় হইলে নিত্য স্থানে যাবে ॥
তুমি যার প্রিয় তিহোঁ যার প্রিয় হয়।
ক্রমে সমর্পিব ইবে কিশোরি আশ্রয় ॥
কিশোর কিশোরি বিরাজিত যেই স্থানে।
সিদ্ধ দেহ পায়্যা দেখ রত্ন সিংহাসনে ॥
মল্লিকা মালতি জুতি চাঁপা নাগেশ্বর।
নানা পুষ্প শোভে তাতে দেখি মনোহর ॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ রত্নময় মণি।
ছটকে চটক লাগে জিনি সৌদামিনী ॥
নব মেঘ জিনিঞা বরণ শ্যামতনু।
বনমালা বকপাঁতি শিখিপিঞ্ছ ইন্দ্রধনু ॥
মম্মথ মদন মোহন রূপরাশি রাশি।
কুন্দ কুসুম দন্ত বিকসিত হাসি ॥

অমিয়া উগারে রস সুধা বরিখয়ে।
সিঞ্চীত সঙ্গিনী শিষ্য পুলকাঙ্গ ময়ে॥
মাধুর্য্য অমৃত রাধা লাবণ্য তরঙ্গ।
তৃষিত চাতক ভাসে তরঙ্গের সঙ্গ॥
ভুখীত ভ্রমর নেত্র আত্ম বিস্মরণ।
দুহুঁ মুখ পদ্মে পড়ে হয়্যা অচেতন॥
রাধা শ্যাম কৌতুক বিলাস রসরঙ্গ।
নব নব নূতন তিলেক নহে ভঙ্গ॥

এই সব রঙ্গ রস সেই পায় দরসন।
যারে কৃপা করে গুরু প্রসন্ন বদন॥
সাধু কৃপা হয় যারে গুরু চিনে সে।
সাধু গুরু কৃপা বিনা পাইবেক কে॥
অতএব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায়।
কায়মন বাক্যে নিণ্ঠা ভজহ সদায়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ গুরু জান এই তত্ত্ব।
গুরুর স্বরূপ হয়ে বৈষ্ণব মহান্ত॥
বিশেষেতে যার ঠাঞি উপদেশ লবে।
পরাপর গুরু তুল্য তাঁহারে জানিবে॥
এক কৃষ্ণ তিন মূর্ত্তি জীবের কারণে।
তিনরূপে নিস্তারয়ে জগতের জনে॥

ভক্তের মহিমা শুন তিনদশা হয়।
বাহ্য অর্দ্ধবাহ্য আর অন্তর্দশা কয়॥
হরিনাম সংকীর্ত্তন বাহ্যদশা রীতি।
বৈষ্ণবের সেবা আর ভকতি প্রণতি॥
দীক্ষামন্ত্র স্মরণ কর স্তবস্তুতি পাঠ।
কৃষ্ণ কথায় আসে জায় বৈষ্ণব নিকট॥
তীর্থেতে গমন করে কৃষ্ণের আলয়।
এই মতে বাহ্যদশায় কাল নিবর্ত্তয়॥

অর্দ্ধবাহ্য দশা হয় কৃষ্ণ গুণ গানে।
কোথা থাকে কোথা যায় কিছুই না জানে॥
কৃষ্ণের মধুর লীলা সদা স্ফূর্ত্তি হয়।
কি বলিতে কিবা বলে প্রলাপের ময়॥

শব্দ গন্ধ রূপ স্পর্শ রস পঞ্চগুণে।
এই পঞ্চগুণে সদা করে আকর্ষণে ॥
নাসা কর্ণ জিহ্বা আর হৃদয় মণ্ডল।
নেত্র এই পঞ্চ স্থান আকর্ষে প্রবল ॥
এই সব গুণের প্রসঙ্গ আলাপন।
এই অর্দ্ধবাহ্যদশা করিনু গণন ॥
মোর অন্তর্দশা যবে প্রকাশে হৃদয়।
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াকেলি বৃন্দাবনময় ॥
কভু গোবর্ধনে দেখে কভু রাধাকুণ্ডে।
নিভৃত নিকুঞ্জ রঙ্গ দেখে দণ্ডে দণ্ডে ॥
রাধিকা সহিতে যেন শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকে।
অন্তর্দশা রীতি এই দেখে পরতেকে ॥
এই তিন দশা ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশ।
যার ভাগ্যোদয় সেই দেখে রঙ্গ রাস ॥
মহান্তের মত এই চৈত্তরূপ নয়।
চৈত্তরূপ কৃপাসিন্ধু জানিহ নিশ্চয় ॥
যারে কৃপা করে কৃষ্ণ সেই তাহা পায়।
জীবে না সম্ভবে শাস্ত্র পুরাণেতে গায় ॥
যদি চৈত্তরূপ স্থির পাইতাম মনে।
আচার্য্য করুন তবে প্রকাশিত কেনে ॥
আচার্য্য রূপেতে গুরু হরিনাম মন্ত্র দিল।
বৈষ্ণব আখ্যান শিক্ষাগুরু প্রকাশিল ॥
অতএব দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু জানি।
চৈত্তরূপী মাত্র পঞ্চ মহান্ত বাখানি ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস রামানন্দ রায়।
জয়দেব লীলাশুক এই পঞ্চ হয় ॥
এই পঞ্চ অভিপ্রায় লইতে কেবা পারে।
চমৎকার হৈলা প্রভু শুনিঞা অন্তরে ॥
প্রদ্যুম্ন মিশ্র মুখে সুনি রামানন্দ গুণ।
সুনিয়া গৌরাঙ্গ চিত্তে চমৎকার মন ॥
প্রকৃতি রহুঁ দূরে প্রকৃতির নাম যদি সুনি।
তবহুঁ ক্ষোভিত চিত্ত হয় মোর প্রাণি ॥

কাষ্ঠ পাশান নারি স্পর্শে উপজে বিকার।
তরুণীর স্পর্শে রায়ের মন নির্বিকার॥
একে দেবদাসী তায় সুন্দরী তরুণী।
তাহার অঙ্গের বেশ করেন আপুনি॥
স্বহস্তে করেন তার সর্ব্বাঙ্গ মার্জন।
গুহ্যাদি অঙ্গের হয় তাহা দরশন॥
এই এক মহান্তের রীতি বিপরীত।
যাহার শ্রবণে প্রভু হৈলা চমকিত॥
যার চেষ্টা সেই জানে নিত্য সিদ্ধ সে।
সেই ক্রীড়া আচরণ জীবে পারে কে॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের রতি যদি ছিল।
মহাসত্ত্ব কাম সেই সন্তান নহিল॥
মহাসত্ত্ব কাম সেই স্খলিত না হয়।
স্খলিত হইলে বীর্য্য নরকে পড়য়॥
অতএব জীবে কভু না হয় সম্ভব।
মহাপ্রভু হইতে কার এত অনুভব॥
প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
প্রভু কহে তার মুখ না হেরি কখন॥
প্রকৃতির আদি শ্রেষ্ঠ কহি রাধিকার।
কোটি কণার কণা অংশে কহি যে দুর্গারে॥
তথাহি—
আদ্যাগুণময়ী রাধা মুকুন্দাদ্যসনাতনী।
তৎকণা কোটিকোট্যাংশাঃ দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা॥
সর্ব্ব সদগুণ শক্তি বৈসয়ে যাহাতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় জাহা হৈতে॥
অতএব সর্ব্ব পূজ্য পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
সামান্য প্রকৃতি তাতে রাধিকার ভাব।
মাতৃহরণের পাপ তায় হয় লাভ॥
কহ ভাই সাধকেতে সখি ভাব ধর।
রমণী সহিত ক্রীড়া কিবা সুখ কর॥

প্রকৃতি প্রকৃতি সনে রমণ আচরে।
গর্ব্ভ বাস কিবা হেতু কহ দেখি মোরে॥
ব্যবহার পরমার্থ দুই গেল তার।
শাস্ত্র লোকাচারে দেখি দুই তিরস্কার॥
ইহা না করিহ ভাই দেখ বিচারিয়া।
পুর্ব্বাপর আচরণ দেখ না ভাবিয়া॥
ছয় গোসাঞি কোথা কৈল প্রকৃতির সঙ্গ।
যার গ্রন্থ শাস্ত্র লয়্যা যত কিছু রঙ্গ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
পরকিয়া কোথা তারা করিল একান্ত॥
পুর্ব্বাপর বিচারিতে শাস্ত্র আজ্ঞা করে।
বিচারিয়া ধন্ধ চিত্তে ঘুচাহ অন্তরে॥
যদি বল নিত্য নায়কের ক্রীড়া করি।
রাধিকার স্বরূপ তোমার পরকিয়া নারী॥
তবে তুমি রাধাকৃষ্ণ আপনে হইলে।
নিজহস্তে তুলি বিষ আপনে খাইলে॥
বস্তু আদেশিয়া যদি লিঙ্গ দেহ তায়।
এ ঘোর নরকে তোমার না দেখি উপায়॥
যমধর্ম্মরাজ বিষ্ঠা কুণ্ডে ডুবাইবে।
মস্তক তুলিলে মুণ্ডে মুদ্গর মারিবে॥
তোমারে কি বলিব বুঝি কলি লক্ষণ।
কোন মুর্ত্তি ধরি তোরে করাল্য শিক্ষণ॥
চৌরাশি লক্ষ যোনি তার পূর্ণ নাহি হয়।
তারা পুরাইবে তুমি কলির আসয়॥
আর এক অদ্ভুত দেখ শিক্ষার বিধান।
প্রবর্ত্তেতে গুরুদেব পতি সন্নিধান॥
পুত্র যদি হয় তার পতি সে কেমতে।
কন্যা যদি হয় তার ইচ্ছা দেহ নিতে॥
কৃষ্ণ মন্ত্র বীজ যার শরীরে রাখিল।
শ্রীকৃষ্ণের দাসী তারে কৈছে শৃঙ্গারিল॥
যদি কহ দীক্ষা কালে আত্মসমর্পণ।
বীজ যার দাসী তার এই নিরূপণ॥

বেদমতে বিবাহিতা হয় নিজ দাসী।
পরমার্থে কৃষ্ণের বীজ কৃষ্ণের প্রিয়সী॥
অচ্যুতের গোত্র তার নিজ গোত্র নয়।
তবে কৈছে তার স্বামী কহ তো নিশ্চয়॥
আপনি কৃষ্ণের দাসী এই অনুসারে।
দাসী অনুদাসী হয় যায় ব্রজপুরে॥
গুরু যদি স্বামী হৈল গুরু মাতা কে।
সতীন বলিয়া কেন নাক্রি বলে সে॥
ব্যবহার পরমার্থ সম্বন্ধ বিচার।
ইহা বিচারিয়া দেখ পাবে তার পার॥
কেহ জিজ্ঞাসয়ে তুমি কাহার তনয়।
নিজ নাম তার পিতা তার পিতা কয়॥
পরমার্থে জিজ্ঞাসয়ে কার কৃপা পাত্র।
নিজ গুরু তার গুরু তিহোঁ যার ভৃত্য॥
ক্রমে ক্রমে সভাকার নাম বিবরিয়া।
পরিবার যার তার প্রবেশিল গিয়া॥
প্রকট প্রণালি এই মতে সেই কয়।
সিদ্ধ প্রণালিকা কিবা কহ মহাশয়॥
তবে কহে নিজনাম অমুক মঞ্জরি।
বর্ণ বস্ত্র অলঙ্কার বয়স মাধুরি॥
তদানুগাতস্যানুগাতদানুগাশ্রয়।
ক্রমে ক্রমে বিবরিয়া কহিল নিশ্চয়॥
সখীর অনুগত হয়ে এই দাসী।
এই মত সিদ্ধ হইলে কৃষ্ণের প্রিয়সী॥
আজ্ঞা অনুজ্ঞা আর সেবাতে তৎপর।
এইত ভজন তত্ত্ব সখি সর্ব্বোপর॥
যদি বলি ক্রিয়া বিনে প্রাপ্তি নাহি হয়।
পরকিয়া কিসে হয় কহত নিশ্চয়॥
পরকিয়া আচরণে ব্রজ দেবীগণ।
স্বামীভাবে পাইলা ব্রজে শ্রীনন্দনন্দন॥
পুর্ব্ব জন্মে ছিলা তারা যত ঋষি মুনী।
তপে ইচ্ছিলেক হৈতে কৃষ্ণের রমণী॥

প্রাকৃত দেহেতে জন্মান্তরে তপ কৈল।
কৃষ্ণের প্রেয়সী আসি গোলোকে হইল॥
ষোল সহস্র ঋষি তপস্যার বলে।
কৃষ্ণের রমণী হৈলা গোলোকমণ্ডলে॥
শতকোটি শক্তি তথা কৃষ্ণ একেশ্বর।
রাধিকা বিরজা তাথে শক্তি সর্ব্বোপর॥
শতকোটি শক্তি তাতে দুই যূথেশ্বরী।
রাধিকা বিরজা নাম ছিলা দুই পুরী॥
রাধার বিপক্ষী তথা বিরোজাকে বলি।
বিরোজা যাহার নাম সেই চন্দ্রাবলী॥
দুই শক্তি মধ্যে হয় রাধিকা প্রধান।
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ নাহি রাধিকা সমান॥
রূপের সৌন্দর্য্য প্রেম রসের মাধুরী।
রসিক নাগর চিত্ত নিল চুরি করি॥
নিরন্তর যান কৃষ্ণ রাধিকার পাশে।
কখন কখন যান বিরোজার বাসে॥
রাধিকা সহিতে কৃষ্ণ রঙ্গেতে বিহরে।
বিরোজার দাসী আসি দেখিল তাহারে॥
রাধিকা সহিত কৃষ্ণ দেখিল এক বাসে।
তুরিতে কহিল গিয়া বিরোজার পাশে॥
কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ বাড়িল অধিক।
প্রাণ তেয়াগিব মনে কৈল এই ঠিক॥
গোলোকের গড়খাই জলমধ্যে গেলা।
অভিমানে বিরোজা দেবী শরীর ছাড়িল॥
গোচর হইল কৃষ্ণে বিরোজা মরণ।
শীঘ্রগতি ধায়্যা কৃষ্ণ আইলা তখন॥
জলে হৈতে বিরোজারে কূলেতে তুলিল।
সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ি প্রাণ দান দিল॥
সভাকার আগে কৃষ্ণ অতি ক্রোধ মনে।
কহিতে লাগিল কিছু শুন সর্ব্বজনে॥
তোমা সভাকার হই আমা হেন পতি।
তথাপি তোমরা সভে কর অব্যাহতি॥

সভাকারে পরস্ত্রী করিব একজন্ম।
তবে সে বুঝিব আমি সভাকার মর্ম্ম॥
পরস্ত্রী হইয়া দেখ কত পায় সুখ।
আমার কারণ মাত্র মিছা পাবে দুখ॥
এ বোল শুনিয়া সভে ব্যথিত হইলা।
রাধিকা বিরোজা আসি কান্দিতে লাগিলা॥
কি লাগি এমন শাপ দিলে ভগবান।
জন্মে জন্মে পাঙ যেন তোমার চরণ॥
তোমার বণিতা বিভা করিবেক আনে।
অনলে পশিয়া সভে তেজিব পরাণে॥
রাধিকার স্তবে বশ হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কথা বচন মধুর॥
যে বাক্য কহিল তাহা অন্যথা নহিব।
দ্বাপর যুগেতে আমি বৃন্দাবনে যাব॥
বাসুদেব গৃহে জন্ম দৈবকি উদরে।
বঞ্চনা করিয়া কংসে যাব নন্দ ঘরে॥
তথাকারে যাহ সভে সুন মোর বানি।
গোপগৃহে জন্মি হবে আহির নন্দিনী॥
অংশরূপে তথা আমি হব গৃহপতি।
অন্য কে করিব বিভা কাহার শকতি॥
গৃহপতি রূপে আমি নপুংসক হব।
শৃঙ্গার বিষয় রস কদাচ নহিব॥
পরকিয়া রূপে প্রীত প্রেম আচরণে।
সভারে তুষিব সত্য শুনহ বচনে॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যেই লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষএ গোপিগণে উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা জানে গোপিগণ।
দোঁহার গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করএ মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥

এই আজ্ঞা দিলা প্রভু হয়্যা সাবহিত।
বৃন্দাবনে আইলা সর্ব্ব প্রিয়সি সহিত ॥
নন্দের মন্দিরে কৃষ্ণ বাড়ে দিনে দিনে।
গোপকন্যা হইলা কৃষ্ণ প্রিয়সির গণে ॥
বাল্য পৌগণ্ড শেষে কৈশোর আইল।
অশেষ প্রভাবে পীত বাদ্য বিকশিল ॥
পুষ্পের সৌরভে পিয়ে অতি মত্ত রায়।
সন্ধান করি মিলে পুরে নিজ কায় ॥
পরকিয়া রূপে কৈল রাস রঙ্গোৎসব।
লালসা হইল চিত্তে শ্রুতিকন্যা সব ॥
তপ আচরণ করি সাথে গোপীগণে।
গোপকন্যার দাসী হইল শ্রুতিকন্যাগণে।
গোপকন্যার দাসী হয়্যা কথক কাল যায়।
তবে সেই দেহ ত্যাগি গোপীদেহ পায় ॥
গোপগৃহে জন্ম হইল গোপের নন্দিনী।
তবে বাঞ্ছা পূর্ণ কৃষ্ণ করিলা আপনি ॥
তবে শ্রুতিগণ ব্রজে রাসলীলা পায়।
নাগকন্যা দেবকন্যা এই রূপ তায় ॥
তারা তৈছে সাধ্য করি গোপী দেহ পাইল।
তবে কৃষ্ণ তার সনে রাস লীলা কৈল ॥
লক্ষ্মীর বাড়ির চেষ্টা দেখি রঙ্গরস।
গোপীদেহ হইতে মনে উপজিল হাস ॥
নারায়ণের দাসী বসি রত্ন সিংহাসনে।
গোপরমণীর দাসী হইব কেমনে ॥
তপ আচরিলা তিহোঁ ক্লেশ বহু পায়্যা।
রাস না পাইল লক্ষ্মী বৃন্দাবনে জায়্যা ॥
ইহার প্রমাণ সত্ত ভাগবতে সার।
অতএব নায়ং শ্লোক লিখে গ্রন্থকার ॥
তথাহি—
নায়ংশ্রিয়ংউনিতান্তরে প্রসাদ সর্য্যাসিতাং ইত্যাদি ॥
গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাহার।
সেবিলা অন্য কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥

রাধাকৃষ্ণ দোহেঁ এক লীলা অনুসারে ।
কভু এক অঙ্গে কভু পৃথক বিহরে ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রণয় পিরিতি পরকিয়া ।
ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখ না ভাবিয়া ॥
রাধিকার ভাবে ভাবি যৈছে গোপীগণ ।
সেই গোপীভাবে নিষ্ঠা স্থির কর মন ॥
ইহ দেহ সাধ্য কৈলে সখী দেহ পাবে ।
গুরুদেব অনুগতে বৃন্দাবনে যাবে ॥
যার সড় শক্তি বলে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ।
জীবাত্মা ছাড়াইয়া ব্রজে যায় লয়্যা ॥
তথাহি—
গুরুং ঈশ্বরং পরংব্রহ্ম প্রভুশ্চ করুণানিধি ।
বৎসলশ্চৈতে বিজ্ঞেয়া ষড়ভীশক্তিরুচ্যতে ॥
ঈশ্বর পরমব্রহ্ম করুণানিধি প্রভু ।
ভক্তবৎসল ইথে দ্বিধা নাহি কভু ॥
কুমরিয়া কীট করে মৃত্তিকার ঘর ।
নানাজাতি কীট রাখে তাহার ভিতর ॥
প্রথমে ধরিল যবে শক্তি তারে দিল ।
পালাইতে শক্তি তার কদাচ নহিল ॥
আহার বিহীন নিদ্রা কভু নাহি পায় ।
নিরবধি অহনিশি কুমর‍্যা ধেয়ায় ॥
সাধিতে সাধিতে তার পূর্ব্বাকৃতি গেল ।
যদ্রুপ ভাবিল দেহ তদ্রুপ হইল ॥
এই মত সখীর স্বরূপ গুরু জান ।
অন্তরে ভাবিলে দেহ তদ্রুপ সমান ॥
গোপী অনুগতে তিহোঁ সখী ব্রজধামে ।
তাহার অনুগত হয়্যা দাণ্ডাইবে রামে ॥
যখন পুছিব তোমায় রাধিকার দাসী ।
কে তুমি আইল্যা কহ হয়্যা কার দাসী ॥
তবে গুরু পরিচয় দিবেন তোমার ।
অনুগতে সেবা সিদ্ধ জান আপনার ॥

ভজনের তত্ত্ব এই অনুগত মত।
সাধুশাস্ত্র মত এই পরম মহত্ত্ব॥
প্রাকৃত দেহেতে কভু নাহি পাই তারে।
অপ্রাকৃত দেহেতে কৃষ্ণ পাবে ব্রজপুরে॥
যদি কহ প্রাকৃত দেহেতে কৃষ্ণ পাই।
সখি অনুগত কিসে কহ দেখি ভাই॥
প্রাকৃত দেহেতে সখি প্রাকৃত নায়িকা।
তার অনুগত কেহ সে হয় অধিকা॥
তুমি কেন পুরুষ প্রাকৃত দেহ দেখি।
অনুগত সিদ্ধ তার কিসে হইল সখি॥
সৃষ্টিরূপা কাম তোমার দেখিয়ে শরীরে।
শৃঙ্গার করিলে কেনে গর্ব্ভাবাস ধরে॥
ছয়রিপু মতিমন্ত জাগ্রত আছয়।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ দম্ভ হয়॥
এই ছয় রিপু যদি আত্মবশ করে।
কাম কৃষ্ণ কর্ম্ম নিষ্ঠ তাতে চিত্ত ধরে॥
ক্রোধ ভক্তদ্বেষী কহি বৈষ্ণব নিন্দুক।
লোভ সাধুসঙ্গ হরিকথা প্রবেসুক॥
মোহ হয় ইষ্টদেব অদর্শন দেখি।
মদ কৃষ্ণ গুণগানে মত্ত হয়্যা থাকি॥
দম্ভেতে কৃষ্ণের নাম লয় কায় মনে।
এই মত বশীকৃত করে ছয় জনে॥
কামক্রোধ লোভ মোহ অন্য অভিলাষ।
এ সব ছাড়িলে হয় শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ হয়।
এই তিনগুণ সর্ব্ব শরীর আছয়॥
তিনগুণ খর্ব্ব কিসে করিবারে পারি।
রজগুণে সৃষ্টি তম গুণেতে সংহারি॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু আছে প্রতি পাল্য করে।
তিনগুণ খর্ব্ব শুদ্ধ সত্ত্ব নাম ধরে॥
কিসে তিন গুণ খর্ব্ব হইবেক বল।
সত্ত্বতম রজ দেহ অত্যন্ত প্রবল॥

এই পঞ্চমত আত্মা শরীরেতে স্থিতি।
ভূত আত্মা জীবআত্মা পরমাত্মা ইতি ।।
আত্মা আর প্রকৃতি আত্মা এ পঞ্চ প্রকার।
পাঁচে পাঁচ দিগে টানে স্বতন্ত্র আচার ।।
প্রাণ আর উপপ্রাণ আত্মা মধ্যে গণি।
দান আর ধ্যান নাম বায়ব্য বাখানি ।।
এই পঞ্চ আত্মনাম শরীরে বিশ্রাম।
নিজ নিজ মতে টানে যার যেই কাম ।।

আর অষ্ট প্রকৃতি আছে দেহ মাঝে।
শরীরে বেষ্টিত সভে নিজ নিজ কাজে ।।

তথাহি—

ভূমিরাপোনলোবায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধাঃ ।। ইতি।

ভূমি শব্দে দেহ বলি আপ শব্দে জল।
অনল শব্দেতে অগ্নি উপরে প্রবল ।।
বায়ু শব্দে নাসিকায় শ্বাস যতক্ষণ।
দেহবাসি প্রাণদেহে থাকে ততক্ষণ ।।
খং শব্দে আকাশ কহি মস্তক উপরে।
দৃশ্যের গোচর নহে রহে অতি দূরে।।
মনঃ শব্দে মনসিজ আসন উপরে।
তাতে বসি রাজ্যেশ্বর শাসন সেই করে ।।
বুদ্ধি বলিয়ে জারে বলে সর্ব্বজন।
বৃহস্পতি জার চিত্তে থাকে যতক্ষণ ।।
অহংকার শব্দে কহে বড় অভিমান।
আপনে সে ইন্দ্র হয় অন্যে তৃণের সমান ।।

এই অষ্ট প্রকৃতি সে শরীরে আশ্রয়।
এসব ছাড়িলে দেহ মড়া তারে কয় ।।
অসংখ্য আছয়ে আর কত লব নাম।
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ এই শরীর নির্ম্মাণ ।।
ইথে ভাগ্য বহুতর ঈশ্বরানুমত।
মনুষ্যের জ্ঞান কেন হইবেক এত ।।

এই সব নিজদেহে সুস্থির করিয়া।
নিজদেহে বৃন্দাবন নায়ক রাখিয়া॥
নায়িকা মিলনে রাধাকৃষ্ণকে পাইলে।
দীক্ষাগুরু সেই কালে কোথা থুয়্যা আইলে॥
যদি বল গুরু আছে শরীরে নিশ্চয়।
স্পষ্ট দায়িক ধর্ম তরে গুরু ত্যাগি কয়॥
আচার্য্যরূপেতে কৃষ্ণ আপনে কৃপা করে।
সখি বেশে দাসী করে সেবকানুসারে॥
শুনহ ... আমি বিরলেতে কহি।
আচার্য্যকরণমূর্ত্তি ... গুরু হই॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরি নাম মন্ত্র দিএ।
বৈষ্ণবের মূর্ত্তি ধরি ভক্ত শিষ্য দিএ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মনুষ্যের মূর্ত্তি।
পরম সাদরে সেবক করে তার ভক্তি॥
এই আজ্ঞা লঙ্ঘি করে যোগতত্ত্ব জ্ঞান।
আপনার দেহকে কহয়ে ভগবান॥
দেহ মধ্যে বৃন্দাবন ভাবি যদি পায়।
প্রণালি গ্রহণ গুরু কোথা থুয়্যা যায়॥
দেহ মধ্যে বৃন্দাবন যদি তুমি পাবে।
আপনার সেবা তুমি আপনি করিবে॥
আপনে বৈষ্ণব তুমি আপনেতে গুরু।
আপনে শ্রীকৃষ্ণ তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু॥
চরণামৃতে তোমার লোভ কেন হবে।
আপনার পদ ধুয়্যা আপুনি খাইবে॥
তবে কেন মহাপ্রভুর এত পরিশ্রম।
দেশে দেশে কি কারণে করিলা ভ্রমণ॥
চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তার গুরু কহ হেন শাস্ত্রে শুনি নাঞি॥
তবে কেন ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা নিল।
লোক শিক্ষা লাগি তেহোঁ গুরু সেবা কৈল॥
তার অনুগত যত গোসাঞি মোহন্ত।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা করিল একান্ত॥

অতএব শিক্ষাগুরু চৈতন্য গোসাঞি।
দিক্ষাগুরু রূপ হৈলা নিত্যানন্দ ভাই ॥
অদ্বৈত গোসাঞি ভক্তি শাস্ত্রের আচার্য্য।
ভক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা বিনা তার নাহি কার্য্য ॥
এই সব গুরু দেখ ভুবন পাবন।
এই অনুসারে ভজ ছাড়ি অন্যমন ॥
সেবাতে ভজন এই কর ভক্ত ভাই।
ভক্তির বিরোধ অন্য আচরণ নাই ॥
আপনাকে সিদ্ধ হৈলে সাধ্য কোথা পাবে।
দেহ বৃন্দাবন যদি কোথাকারে যাবে ॥
প্রাণ অন্তে দেহ যায় শ্মশানের আড়া।
সেখানে যাইব যদি নহে দেহ ছাড়া ॥
এই সব কল্পনা ত্যাগ কর মনে।
কায়মনে ভজ গুরু বৈষ্ণব চরণে ॥
শিক্ষাগুরু যে কহিল চৈতন্য গোসাঞি।
সেই মহাবাক্য তার পরে আর নাঞি ॥
খণ্ডবাসী রামানন্দ কৈল নিবেদন।
গৃহস্থ বিষয়ী কহ কি মোর সাধন ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা নাম সংকীর্ত্তন।
ইহা কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
এই আজ্ঞা লঙ্ঘি অন্য মত আচরিলে।
এঘোর নরকে পড়িবেক অন্তকালে ॥
এই আজ্ঞা যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
সে মূঢ় অধম লোক হয় যমদণ্ডী ॥
যমের প্রহার তার না হয় খণ্ডন।
জাবত না ভজে গুরু বৈষ্ণব চরণ ॥
বৈষ্ণবের দাস হইতে বাঞ্ছা নাঞি করে।
মোর বাঞ্ছা হয় দাস হইবার তরে ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা এই শুন ভক্ত ভাই।
সে আজ্ঞা লঙ্ঘিলে ব্রজে কৃষ্ণ নাঞি পাই ॥
পূর্ব্বে দেখ জরাসিন্ধু আদি রাজাগণ।
বেদমতে করে তারা বিষ্ণুর পূজন ॥

কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানে যেই তারে দৈত্য জানি॥
অতএব ভজলোক চৈতন্য গোসাঞি।
এই কলিযুগে অন্য আচরণ নাঞি॥
এই কলিযুগে মাত্র হরিনাম সার।
যে না মানে কুম্ভীপাকে তার নাঞি পার॥
এই কলিযুগে সার ঠাকুর বৈষ্ণব।
তার বাক্য সত্য করি মানহ বান্ধব॥
চৈতন্য স্বরূপ দেখ বৈষ্ণব গোসাঞি।
ইহাতে অন্যথা চিত্তে মনে কর নাঞি॥
সিক্ষার্থ দীপিকা এই ভজনের মত।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়্যা সুন সুজন ভকত॥
ইথে মর্ম্ম যে কহিল তাহা আচরিলে।
ব্রজের সহিত তবে রাধাকৃষ্ণ মিলে॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদধুলি করি আশ।
শিক্ষাতত্ত্ব দীপিকা কহে নরোত্তম দাস॥
ইতি শিক্ষাতত্ত্ব দীপিকা সমাপ্তা॥

(ক.বি. ৬২৩ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ)

ভজননির্দেশ

আদৌ শ্রদ্ধা ততো সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

শ্রীগুরুচরণ আগে করিয়া বন্দন।
এই নান্দীশ্লোক কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥
এই শ্লোকার্থ বস্তু বুঝে যেই জন।
ভজনের অনুক্রম ইহাতে লিখন ॥
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তিনের বিচার।
এই তিনে লয় মত ব্যাখ্যান তাহার ॥
প্রথম লক্ষণ তার শুন বিবরণ।
ক্রমে ক্রমে একে একে করহ শ্রবণ ॥

নামাশ্রয়ে প্রথমেতে শ্রদ্ধান্বিত হয়।
নামের প্রভাবে ভক্তি করএ উদয় ॥
ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণমন্ত্র লয় সেই নরে।
তারপর সাধুসঙ্গ আজ্ঞা অনুসারে ॥
সাধুসঙ্গে ভজনের ক্রিয়া মন হয়।
ভজনেতে অনর্থ নিবৃত্তি সেই পায় ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে নিষ্ঠা যবে দেখি।
রুচি হৈলে আসক্তি তার জন্মে কৃষ্ণ প্রতি ॥
আসক্তি হৈলে হয় ভাবময় মতি ॥
ভাবে চিত্তবৃত্তি হঞা প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণ প্রাপ্তি ইথে নাহিক সংশয় ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন।
প্রেমে কৃষ্ণ প্রাপ্তি বস্তু করহ সাধন ॥
কৃষ্ণ ভজনের সীমা ইহাতেই জানি।
ইথে অন্যমত হইলে তাহা নাই মানি ॥
বারাণসে বসি প্রভু আপনে শ্রীমুখে।
শিখাইল সনাতনে প্রেমানন্দ সুখে ॥

দুই মাস রহি প্রভু শিখাইল যত।
চৈতন্যচরিতামৃতে সে সব বেকত॥
সাধ্যসাধন মূল কহে এই শ্লোকে।
তাহার কৃপাতে শিক্ষা কর সর্ব্ব লোকে॥
আদৌ শ্রদ্ধা প্রেমমেতে সেহ ব্যবহার।
... প্রিয়বস্তু শুনিক্রে তাহার॥
হরিনাম মহামন্ত্র আশ্রয় হইলে।
এই সব প্রিয় বাক্য অবহেলে বলে॥
গুরু কিম্বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আদি করি।
সভাকে সম্মান করি আপনা পাসরি॥
উত্তম মধ্যম যথা শক্তি তৃণাসন।
তৃণ না মিলে ভূমে হস্ত প্রসারণ॥
শ্রদ্ধান্বিত ইহাকেই কহিয়ে প্রথমে।
তারপর ভক্তি যেই কহি তার নামে॥
শ্রদ্ধা যেই ভক্তি সেই শুন তার তত্ত্ব।
কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয়েতে পরম মহত্ত্ব॥
ইষ্টদেব গুরু তার দর্শন পাইলে।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়ে পড়ে ভূমি তলে॥
সেবার শুশ্রূষা করে প্রিয় দ্রব্য আনি।
আপনাকে হীন বুদ্ধি কহে প্রিয় বাণী॥
পাদ প্রক্ষালন তৈল অভ্যাঙ্গাদি করি।
সেবা পূজা বাড়ে প্রীত করে সর্ব্বোপরি॥
আজ্ঞার অন্যথা নহে যে আজ্ঞা বচন।
স্তুতিবাক্যে করপুটে করে জিজ্ঞাসন॥
গুরুদেব আজ্ঞা করে শুন পুত্র মোর।
তোর দেহ মুঞি নিলু মোর দেহ তোর॥
কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া মুঞি কিনিলু তোমারে।
আত্মা মূল্য দিয়া তুমি কিনিলে আমারে॥
নিশান তিলক মুদ্রা হরিনাম মালা।
তুলসীর কণ্ঠি মালা শোভাময় গলা॥
তুলসীর সেবা তুলসীরে কর নতি।
তুলসী মহিমা হৃদে কর নতি স্তুতি॥

ব্রজধূলি আদি মহা প্রসাদ ধারণ।
চরণামৃত আদি প্রসাদ ধারণ সাধন ॥
সাধুসঙ্গ কর পাবে ইহার বিশেষ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ পাবে ভজন উদ্দেশ ॥
ইহাকে প্রবর্ত্ত দশা কহি সারাসার।
তারপর সাধুসঙ্গে লোভ হয় তার ॥
সাধুসঙ্গ করিবারে যবে হয় মন।
তবে সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণ ॥
তবে চিত্তে লোভ হয়্যা উচাটন মনে।
সাধুর লক্ষণ কিবা জানিব কেমনে ॥
সাধুর লক্ষণ শুন হয়্যা একমন।
এ পাদ আশ্রয়ে মিলে গোবিন্দ চরণ ॥
তথাহি—
নলিনী দলগত জলবৎ তরলং ইত্যাদি
অস্যার্থ—
নলিনী কহিএ পদ্মপত্র দল হয়।
তাতে জলবিন্দু যেন স্থিরতর নয় ॥
ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ হয় যদি তার।
ভবার্ণব সমুদ্রেতে হেলে হয় পার ॥
এহেন সাধুসঙ্গ মহাকল্পতরু।
দুষ্টসঙ্গ ছাড়ি ভজ উপদেশ গুরু ॥
অসতের সঙ্গে হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম নাশ।
ভক্তসঙ্গে হয় কৃষ্ণ ভক্তির প্রকাশ ॥
অতএব অসৎ-সঙ্গ না করিহ ভাই।
সেসব ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
সাধু সঙ্গ করে যদি পাপী পাষণ্ডিয়া।
তার স্তুতি করে যম দু'কর জুড়িয়া ॥
বৈষ্ণব হইয়া যদি পাষণ্ডে মিলয়।
পাষণ্ডী সহিত তিহঁ যায় যমালয় ॥
অতএব সাবধান আপনার মনে।
বিচারিয়া ভজগুরু বৈষ্ণব চরণে ॥

সাধু অসাধু কেবা বিচারিলে জানি।
শুন ভাই একচিত্তে কহিব কাহিনী।।
জগাই মাধাই যবে হইলা উদ্ধার।
নিশ্চিন্তে বসিলা যম ছাড়ি অধিকার।।
শুনিল সে কলি রাজা যমের কাহিনী।
যমপুরে কলিরাজা চলিলা আপনি।।
আমি কলিরাজা হই মোর অধিকারে।
নরলোক নাই যাবে যমের দুয়ারে।।
তবে আমি কি করিব এই কলিকালে।
তবে মোর অখ্যাতি রহিব মহীতলে।।
এই কলিকালে যত উপজিব নর।
প্রকারে পাঠাতে পারি যমের নগর।।
তবে কলিরাজ আমি ধন্য কলিকালে।
অবশ্য করিব আমি জানি ভালে ভালে।।
এই মনে স্থির করি গেলা যমপুরে।
উপনীত হইল কলি যমের নগরে।।
কলিরে দেখিয়া যম ধর্ম্ম অবতার।
সমাদরে বসাইল করি নমস্কার।।
কি নিমিত্ত আগমন কহ মহাশয়।
কলিকে জিজ্ঞাসে ধর্ম্ম করিয়া বিনয়।।
রাজা কহে শুন যম আমার বচন।
অধিকার নাহি কর কিসের কারণ।।
ইহার বৃত্তান্ত তুমি কহিবে আপনি।
সে নিমিত্তে আইলাম কহ দেখি শুনি।।
যমরাজা বলে শুন কলি মহাশয়।
তোর রাজ্যে মোর কিছু অধিকার নয়।।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ তব অধিকারে।
অবতীর্ণ হইলা তিঁহ নদীয়া নগরে।।
এ চৌদ্দ ভুবনে যত বৈসে জীব নর।
সভারে উদ্ধারে প্রভু করুণা সাগর।।
নিজনামে মালা গাথি পরাইল হার।
অনায়াসে হইল সব পাপীর উদ্ধার।।

তার আজ্ঞা পায়্যা আমি অধিকার করি।
অধিকার মোর যেবা না ভজিল হরি ॥
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি দুরাত্মাদি জনে।
সর্ব্বত্রেতে অধিকার কৃষ্ণ ভক্ত বিনে ॥
কায়মন বাক্যে কৃষ্ণ না বলএ যে।
তারে আনি যমালয় পাপীজনা সে ॥
স্ত্রীহত্যা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে।
সুরাপান জীবহিংসা যেই জন করে ॥
ব্রহ্মস্ব শিবস্ব কিবা অতিথির ধন।
দেবস্ব ব্রহ্মস্ব বৃত্তি হরে যেবা জন ॥
সুজন বৈষ্ণবের মনঃপীড়া দেয় যেবা।
তারে আনি যমালয় রাখিবেক কেবা ॥
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া নষ্ট করে পরধন।
তারে আনি যমালয় রাখে কোনজন ॥
মিথ্যা কথা কয় যেবা সাধু অনাদরে।
পরস্ত্রী হরএ যেবা আনি সেই নরে ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ নিন্দা করে শুনে।
সে জন আমার পাপী আনি সেই জনে ॥
আর কত মত পাপে পাপী আছে যত।
অসংখ্য অপার তাহা কে গনিবে কত ॥
ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যভোগী ভক্ত যে।
আজ্ঞা নাই তারে আনি মোর নয় সে ॥
পৃথিবী ভরিয়া আছে যতেক পাষণ্ড।
তার লাগি করিয়াছি এ চুরাশি কুণ্ড ॥
এ চুরাশি লক্ষ যোনী তার প্রতিকার।
ক্রমে ক্রমে ভোগ করে যেবা পাপী যার ॥
উচিত বিচার কর্য্যা ফল আমি দি।
সে পাপী করিয়া গেল আমি করি কি ॥
জগাই মাধাই ছিল সর্ব্ব পাপে ভোর।
সর্ব্ব পাপের পাশে পাপের নাহি ওর ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু তারে তরাইল।
অতএব বুঝি মোর অধিকার গেল ॥

সর্ব্বপাপের পাপী কৃষ্ণ নাম লয়্যা।
অনায়াসে সেই পাপী গেল মুক্ত হয়্যা॥
যেবা জড় অন্ধ হীন অধর্ম্মাদি করি।
জন্মাবধি যেই জন না ভজিল হরি॥
সে সব জীবেরে প্রভু প্রেমে সভাকারে।
যাঞা হরিনামধন দিল ঘরে ঘরে॥
এক কৃষ্ণ নাম হরে যত পাপ হরে।
পাপী হয়্যা তত পাপ করিতে না পারে॥
কৃষ্ণ নাম করে জপ ভরি সর্ব্ব নর।
পৃথিবীতে কারে সে করিব অধিকার॥
অতএব মোর পুরে না আসিবে কেহ।
অধিকার গেল পুরী শূন্য মোর সেহ॥
ভাল হইল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবা লেখে।
পাপীলোকের প্রায়শ্চিত্ত গুপ্ত নাহি লেখে॥
এতেক কহিলা যদি যম ধর্ম্মরাজে।
কলি রাজা কহে তবে যমের সমাজে॥
শুন যম ধর্ম্মরাজ কহি আমি তোরে।
সভাকে পাঠাব আমি তব যমপুরে॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা সত্তে অন্যথা না করে।
বৈষ্ণবে মিশিব আমি পৃথিবী ভিতরে॥
শিখাইব সর্ব্বলোকে কুনীত কুধারা।
ভুলিবেক সর্ব্বলোক ধর্ম্ম হবে হারা॥
অসত্যকে সত্য করি শিখাইব আমি।
আসিব তোমার পুরে দণ্ড কর তুমি॥
অধর্ম্ম অক্রিয়া যদি করাইতে পারি।
অবশ্য আসিবে সে তোমার যমপুরী॥
আমি এই মর্ত্ত্যভূমে করিল গমন।
সুখে অধিকার কর শুনহে শমন॥
আমি কলিরাজ্য হৈতে না হবেক কেন।
অবশ্য করিব ইহা সত্য করি জান॥
এতেক উত্তর কলি কয়্যা যমরাজে।
আগমন কৈল কলি পৃথিবীর মাঝে॥

পৃথিবীতে আসি কলি কৈলা মায়াময় ।
কত মূর্তি প্রকাশে নাহি সমুচ্চয় ॥
সুবুদ্ধি জনারে দিল কুবুদ্ধি তাহারে ।
পরকাল ভ্রষ্ট হয়্যা যায় যমঘরে ॥
সত্যশীল দয়াবান হয় যেই জন ।
মিথ্যাবাদী নিন্দ হয় মন ॥
হিংসা শূন্য সাধুজনে সমাদর যে ।
পরহিংসা সাধুজনে অনাদরে সে ॥
লোভ শূন্য লোভ মোহ কাম ক্রোধ হীন ।
তার লোভ অতি কাম ক্রোধেতে প্রবীণ ॥
...... সুশাস্ত্র সুকথা...মন...... ।
কুশাস্ত্র কুব্যাখ্যা করে হয় নিষ্ঠাহীন ॥
গুরুদেব পরাৎপর যার পর নাই ।
তারে হীনবুদ্ধি করে আপনি গোসাঞি ॥
এইরূপে সর্ব্বলোক বুদ্ধিলোপ করে ।
পরকালে যায় সেই যমের গোচরে ॥
যমরাজা মহানন্দ হরষিত মনে ।
সে চৌরাশি কুণ্ডেতে পাঠায় জনে জনে ॥
এ চৌরাশি কুণ্ড পূর্ণ হবে কলিকালে ।
কলিরাজা ধন্য ধন্য বারবার বলে ॥
কলি আনন্দ মনে শুনি এই বাণী ।
রূপ-কবিরাজ নামে হইলা আপনি ॥
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রকাণ্ড অতিশয় ।
শাস্ত্র ভাঙ্গি কুশাস্ত্রের করিল সঞ্চয় ॥
গুরু হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
রূপ-কবিরাজ বলে সেহ কিছু নয় ॥
আপনি করিল শাস্ত্র অনেক অপার ।
সেই শাস্ত্র বুঝায়্যা করিল ছারখার ॥
সিদ্ধান্ত করিয়া বলে গুরুদেব কে ।
তাথে বস্তু নাহি কিছু আমি জানি সে ॥
ইক্ষু দণ্ড ছিল দেখ নিঙ্গাড়িল রস ।
রসে গুড় দেখ শোক্ষা কে করে পরশ ॥

ফল পাড়িবারে লগা বান্ধিল যতনে।
ফল পাড়ি লগা লয়্যা ফেলে দিনু বনে ॥
ফলে প্রয়োজন লগায় প্রয়োজন কি।
গুড় খায়্যানন্দ ধুয়ে ফেলে দিয়াছি ॥
মন্ত্রগুরু মন্ত্র দিয়া বল্যা গেছে সে।
সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধ আর তিঁহ কে ॥
এই শিক্ষা দিয়া লোকে হতবুদ্ধি করে।
পরকালে গতি কি সে যায় যমপুরে ॥
দেখ ভাই বীজ বিনে বৃক্ষ নাহি হয়।
মুল-বস্তু-কথা গুরু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
বীজ দিঞা আজ্ঞা দিল যার আজ্ঞা বলে।
সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ মিলে ॥
রাজার সর্ব্বস্ব ভূমি দেখ সর্ব্বনরে।
রাজস্ব সরখাস দিয়া প্রজাগিরি করে ॥
প্রজার ফসল রাজা দাম দেয় তার।
মনে ভাবি দেখ ভাই হয় জমিদার ॥
প্রজা যদি রাজা প্রতি নাই মানে তারে।
তাহার বিহিত দণ্ড রাজা করে তারে ॥
গুরু ভক্তি হীন হয়্যা হয় বুদ্ধি ভণ্ড।
পরকাল রুদ্ধ যায় নরকের কুণ্ড ॥
তার ঠাই শিষ্য হল্য অষ্টাদশ জন।
তারাও স্বতন্ত্র শাস্ত্র করিল রচন ॥
অষ্টাদশ জন অষ্টাদশ মত বলে।
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্র স্বতন্ত্র সে চলে ॥
কেহ বলে দেহমধ্যে যত কিছু হয়।
দেহেতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি অন্যত্রেতে নয় ॥
যত কিছু ভাণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড অতি দূর।
ভাণ্ডের ভিতরে স্থির আছে ব্রজপুর ॥
তার মধ্যে নিত্যবৃন্দাবন সর্ব্বোপরি।
তাতে বিরাজিত নিত্য কিশোর-কিশোরী ॥
ইহাকে জানিলে সিদ্ধ ভজন সর্ব্বথা।
আর কি ভজন কহ আছএ অন্যথা ॥

এই এক শিষ্যের কহিল বিবরণ।
করিলে ইহার কর্ম্ম নরকে গমন ॥
গুরুদ্রোহী এই সত্য বিচারহ মনে।
শিক্ষাগুরু কি নিমিত্ত দীক্ষা দিল কানে ॥
অপবিত্র দেহ দেখ সুপবিত্র কৈল।
এবে কহে বৃন্দাবন দেহ মধ্যে হৈল ॥
দেহমধ্যে বৃন্দাবন পাইল যদি সে।
দীক্ষাগুরু কি করিবে আর তিহঁ কে ॥
এই শাস্ত্র বিধিমতে করিলে ভজন।
কেমনে গোবিন্দ পাবে শুন সর্ব্বজন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড কৃষ্ণ একেশ্বর।
অংশকলারূপে বিহরএ সর্ব্বত্তর ॥
এক বৃক্ষ শাখা দেখ অনন্ত অপার।
পল্লব গণিতে হেন শক্তি আছে কার।
দৈবে এক শাখা যদি শুকাইয়া যায়।
তার লাগি বৃক্ষ নাকি মরে সমুদায় ॥
সর্ব্বশাখা শুকাইলে মূল যদি থাকে।
আরবার তৈছে শাখা হয় কোন পাকে ॥
মূল হৈতে সর্ব্বশাখা দেখহ বিচারি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূল একমাত্র হরি ॥
মূল না মানিঞে কেন শাখা স্থির বলে।
মূল শুকাইলে শাখা বাড়ে কোন কালে ॥
অতএব কৃষ্ণমূল জগৎ ঈশ্বর।
তার কণা কণিকাতে গণি সর্ব্বনর ॥
ছায়ামায়ারূপে শক্তি সর্ব্ব জীবে আছে।
মূলে সঞ্চারিলে জল শাখা সর্ব্ব বাঁচে ॥
দৈবে মূল রুদ্ধ হয় কোন শাখাগণে।
না সঞ্চরে জল তাথে মরে জল বিনে ॥
অতএব মূল হইতে শাখার সঞ্চার।
জগৎ ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রভু সবাকার ॥
গগনমণ্ডলে দেখ এক সূর্য্য ভাসে।
ব্রহ্মাণ্ড সমান তার কিরণ প্রকাশে ॥

দৈবে সে দুদিন যদি মেঘ আচ্ছাদয় ।
কিরণ প্রকাশ কেন না দেখি উদয় ॥
চন্দ্র কেন না দেখিএ প্রিতি কৃষ্ণময় ।
ছায়া হৈতে বৃক্ষ কিবা বৃক্ষ হৈতে ছায়া ।
তাগুতে এমতি যেন সর্ব্বছায়া মায়া ॥
এই কি শিস্যের আমি কহিলাম তত্ত্ব ।
আর এক শিষ্য তার শুনহ মহত্ত্ব ॥
সেই শিষ্য বলে দেখ প্রাকৃত যে নারি ।
তার দেহে বৃন্দাবন সেই নিত্যেশ্বরী ॥
আপনার দেহে নিত্য নায়ক স্থাপন ।
তাহাকে রমণ হৈলে প্রাপ্তি বৃন্দাবন ॥
রাধিকা স্বরূপ জান সে নারিকে কয় ।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব আপনি নিশ্চয় ॥
রাধিকা স্বরূপ কৃষ্ণ শৃঙ্গারিল তাকে ।
ইহাতে কি ব্রজপ্রাপ্তি পড়িল নরকে ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোসাঞি ।
আদি খণ্ডে চতুর্থে লিখিলা এক ঠাঁই ॥
সর্ব্ব সদগুণ শক্তি বৈসয় যাহাতে ।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হৈতে ॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা ।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥
তথাহি তন্ত্রে—
দেবীকৃষ্ণাময়ীপ্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তা সংমোহনী ॥
কৃষ্ণ সভাকার পতি ইহা নাহি জানে ।
মাতৃহরণের পাপ ভাব্যা দেখ মনে ॥
প্রবর্ত্ত হইতে নারে সাধক বলায় ।
সাধকে আখ্যান সখী তাহা নাহি জায় ॥
নায়কের ক্রিয়া দেখ আপনার যোগ ।
যমালয়ে যাবে ইথে নরকের ভোগ ॥
আর এক শিষ্য বলে শুন মোর বাণী ।
সখী অনুগতে প্রাপ্তি রাধা ঠাকুরাণী ॥

সে কথা অন্যথা নয় বুঝিবার ফের।
প্রণালী গ্রহণে তার ভাঙ্গিবেক খের ॥
কপট প্রণালী দেখ দাসাখ্যান হয়।
সিদ্ধ প্রণালীতে দেখ মঞ্জরী নিশ্চয় ॥
সেই সব সখী সাধ্য সাধনেতে পাবে।
শিষ্য প্রশিষ্য দাসী অনুগত হবে ॥
ইহা না বুঝিয়ে বলে শুন মোর বাণী।
সখীর স্বরূপ এক নায়িকা বাখানি ॥
তার সুখে সুখী হয় নেহ শৃঙ্গারেতে।
তাথে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি কহে অনুগতে ॥
আপনি পুরুষ হয়্যা শৃঙ্গারিল তায়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে সেই নরকেতে যায় ॥
আর এক শিষ্য বলে শুন মোর বাণী।
অন্য যোনী সমভাব একুই বাখানি ॥
অন্যের বিচার নাই যোনী ভিন্নাভিন্ন।
এ সব লক্ষণে কৃষ্ণ প্রাপ্তি তার চিহ্ন ॥
গুরুশিষ্য একত্রেতে করিব ভজন।
তবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হয় তার মন ॥
গুরুদেবে আত্মা ঝুটা ভক্ষণ করয়।
নরকে যাইবে ইথে আছে কি উপায় ॥
অন্য যোনী সমতুল কোন শাস্ত্রে বলে।
ডুবিবে নরকে ভাই দেখ অন্ত্যকালে ॥
উচ্চস্থলে জল দেখ নীচ স্থলে যায়।
নিচে জল উর্দ্ধে চলে এ বড় অন্যায় ॥
উচ্চনীচ গুরুশিষ্য প্রমাণ পুরাণে।
কেমনে তরিবে ভাই ভক্তিহীন জনে ॥
ভক্তিপথে সন্য দিনে নরকেতে যাবে।
ভক্তি মুক্তি বিবর্জিত কৃষ্ণ কোথা পাবে ॥
আর এক শিষ্য বলে শুন দিয়া মন।
দীক্ষাগুরু হইতে প্রাপ্তি নহে বৃন্দাবন ॥
শিক্ষাগুরু হইতে দেখ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়।
আত্মা সমর্পণ তারে জানিহ নিশ্চয় ॥

আত্মা সমর্পণ অর্থ বুঝিতে না পারে।
শিক্ষা দিয়া শিষ্য পত্নী আপনি সে হরে ॥
শিষ্য পত্নী হরে যেই মহাপাপি বলি।
বিপাক বন্ধনে দেখ ফেলাইছে কলি ॥
মহাপাপের পাপী বল্যা জানিবে ইহারে।
যম ডুবাইবে ফের নরক ভিতরে ॥
আত্মা সমর্পণ অর্থ সাধু ব্যবহার।
সাধুগুরু শাস্ত্রমত করহ বিচার ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোসাঞি।
মধ্যখণ্ডে অষ্টমে লিখিলা এক ঠাঞি ॥
দীক্ষা দিয়া শ্রীগুরু গোসাঞি কৃপাময়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু অর্থ বিবরিয়া কয় ॥
কৃষ্ণ প্রেমরসেতে ভাবিত কর মতি।
শিষ্য জিজ্ঞাসিল কোথা পাব কৃষ্ণরতি ॥
গুরু কহে সাধু সঙ্গে পাইবে সে তুমি।
সাধু চিনে সঙ্গ কর আজ্ঞা দিল আমি ॥
ঈশ্বর ভাণ্ডারী সাধু কৃপণতা মতি।
পরদ্রব্য পরে দিতে নাহিক সংগতি ॥
কারে দেবে যার আছে ক্রম ধর্ম ভয়।
একগুণে দিলে অন্য দান দুনা রয় ॥
মহাজনের মূল সুদ পরিশোধ হয়।
খাতকে সুখ সাধু মোহর মানি(ক) হয় ॥
স্থানান্তরে নষ্ট হাতে ধন যদি পড়ে।
থাকুক অন্যের দায় আসল নীবুড়ে ॥
এই সে কারণে সাধু কঠিন স্বভাব।
বুঝ্যা সুঝ্যা দেয় ধন যায় পায় লাভ ॥
এতবার নাই করে পায় অনুসারে।
বন্ধক রাখিয়া দিব্য কৰ্জ্জ দেয় তারে ॥
অতএব বলি শুন আমার বচন।
বন্ধক রাখিবে তার পায় নিজ মন ॥
একান্ত প্রার্থনা ভয় রাখিবে তা প্রতি।
জন্মান্তরে কোটি লক্ষ পাইবে সুকৃতি ॥

এই গুরু সাধু কৃপা আজ্ঞা অনুসারে।
সাধু শাস্ত্র মত এই করহ বিচারে॥
এই না করিয়া করে কতকাণুমান।
কলি শিষ হয়্যা যম পুরেতে পয়ান॥
আর শিষ্য বলে সে ঈশ্বর কেন মানি।
ঈশ্বর ভজিলে প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠ বাখানি॥
ইহা শিক্ষা দিয়া পাপ সঞ্চয় করায়।
তরিবার দায় কিসে যমপুরে যায়॥
মাধুর্য্যের ভক্ত মোরা ব্রজপুরে যাব।
পরকালে মুক্ত হয়্যা রাধাকৃষ্ণ পাব॥
বিষ্ণু নিন্দা পাপ যার পর আর নাই।
ইহা শিক্ষা দিয়া সেহ বলায় গোসাঞি॥
ঈশ্বরের শক্তি বিনে দেহ নাহি রয়।
ঈশ্বর পৃথিবী রাখে ইথে কি সংশয়॥
যাহারে মারিতে ইচ্ছা ঈশ্বরের মনে।
মনুষ্যের শক্তি কিবা রাখিতে সেই জনে॥
মেঘের উদয় দেখ গগন মণ্ডলে।
মনুষ্যের শক্তি কিবা সিঞ্চিব ভূতলে॥
দৈবযোগে মেঘে যদি হয় শিলা পাত।
মানুষে কি নিবারিব দিয়া নিজ হাথ॥
ঈশ্বরে সে তারে মারে ঈশ্বরে তারে কে।
অক্ষয় অব্যয় দেখ ঈশ্বরের যে॥
গুরুর স্বরূপ দেখ ঈশ্বর আপনি।
গুরুর স্বরূপ হয়্যা তারিলা অবনী॥
তথাহিঃ গুরুমীশ্বর পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি।
ইহার বিচার ভাই নাই করে মনে।
মিছা পাপ কর কেন পাষণ্ডের সনে॥
আর শিষ্য কহে আমি দেখাইতে পারি।
মনুষ্যের দেহে দেখ মুকুন্দ মুরারি॥
ব্রহ্মাণ্ডে অনেক দূর হয় বৃন্দাবনে
আপনার দেহমধ্যে স্থির কর মনে॥

মিছা ক্লেশ করি বৃন্দাবনে যাবে তুমি।
মোর কাছে এস কৃষ্ণ দেখাইব আমি॥
মনুষ্যের চক্ষে দেখ স্থির কর্যা মন।
চুড়া ধড়া বেঙ্কে নাচে শ্রীনন্দের নন্দন॥
ইহা মিথ্যা নহে সত্য বিচারিতে পারি।
ছায়ারূপে আছে কৃষ্ণ গোলোক-বিহারী॥
ঘটের ভিতর ছায়া গগনে উদয়।
গগনেতে চন্দ নাই দেখ ঘটময়॥
গগনেতে চন্দ্র যদি থাকে শশধর।
তবে দেখিবারে পায় ঘটের ভিতর॥
আপনার ছায়া চক্ষু মানিক উপরে।
তাহাকে দেখিয়া বলে কৃষ্ণ নৃত্য করে॥
এমন অবোধ লোক না দেখিয়ে আর।
মূল বৃক্ষ না মানিয়া ছায়া করে সার॥
শ্রীবৃন্দাবন তুমি অক্ষয় অব্যয়।
কিশোর কিশোরী যাহাঁ সদা বিরাজয়॥
তার ছায়ামায়া সব জগতেতে প্রকাশ।
তাহা নিন্দা করে আপনার সর্ব্বনাশ॥
ইহাতে নরক তুচ্ছ ফল দেখি তার।
ব্রহ্মার কোটি কল্পে তার নাহিক উদ্ধার॥
এই মত অষ্টাদশ শিষ্যের বিচারে।
নরকে পড়িবে তার আজ্ঞা অনুসারে॥
যোগ্যবন্ত কলিরাজা কত চক্র করা।
নরকে পাঠায় সব লোক ধর্যা ধর্যা॥
কি জানে অজ্ঞান লোক বুঝিতে না পারে।
অমৃত বলিয়া বিষ ভুখিলেই মরে॥
অতএব বলি আমি শুন সভাকরে।
সর্ব্বত্রেতে সাধু কোথা বল যারে তারে॥
তাহার প্রমাণ কহি শুন সর্ব্বজন।
শাস্ত্রমুনি আজ্ঞা যেই করহ পালন॥

তথাহিঃ—শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং ইত্যাদি।
সাধু সে গম্ভীর কোটি সমুদ্র অপার।
আসমানী পক্ষীর লাগি কেবা পায় তার॥
অতএব সাধুর লক্ষণ বিচারিবে।
বিচারিয়া সঙ্গ কর রাধাকৃষ্ণ পাবে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন হয়।
তার কৃপা আচরণ বুঝিবে নিশ্চয়॥
মহাপ্রভু শিখাইলা রূপ সনাতনে।
তাহার ভজন তুমি বিচারহ মনে॥
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট করহ বিশ্বাস॥
এই ছয় গোসাঞিকে অবিশ্বাস যার।
তার সঙ্গ করে যেই তার নাহি পার॥
এই ছয় গোসাঞির কিরূপ ভজন।
তার মত বিচারিয়া স্থির কর মন॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
তার কৃষ্ণ কোন রূপে ভজিলা একান্ত॥
এই সব পূর্ব্ব কৃষ্ণ ভক্ত প্রধান।
ইহাদের অনুসারে ভজ ভগবান॥
তথাহি—যদযদাচরিতেশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।
যে যে আচরণ কৈল শ্রেষ্ঠ জনে।
অনুপশ্চাৎগামী ভজে সেই আচরণে॥
ইহাদের মত ছাড়ি অন্যমত বলে।
সে জন কলির অংশে জানিবেক ভালে॥
সে সব অসৎ তার সঙ্গ ভাল নয়।
নিতান্ত কলির অংশ জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব সঙ্গে হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম নাশ।
ভক্ত সঙ্গে হয় কৃষ্ণ ভক্তির প্রকাশ॥
সেই সব কলি অংশে বৈষ্ণবে মিশিয়া।
নরকে পাঠায় আপনার শিক্ষা দিয়া॥
সুজন ভক্ত বলে শুন কহি আমি।
সাধুর লক্ষণ কৃপা করি কহ তুমি॥

শুন কহি ভক্ত ভাই আমার বচন।
মন দিয়া শুন কহি সাধুর লক্ষণ ॥
অক্রোধেতে কৃষ্ণে রাগ ইন্দ্রিয়েতে হীন।
ক্ষমা দয়া সর্ব্বজনে প্রিয় সে প্রবীণ॥
লোভ নাই দাতা অতি ভয় নাই মনে।
শোকেতে বিহীন চিহ্ন এই সাধুজনে॥
আপনাকে তৃণসম অন্যেতে সম্মান।
মহাজন যত গ্রন্থ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
চৈতন্য চরিতামৃতে গ্রন্থ সারাসার।
তার শ্লোক পয়ারেতে রতি আছে যার॥
তিনলক্ষ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ তায়।
গ্রন্থন করিয়া তাথে সুত্রানু গায়॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার আশ্রয়।
সেই অর্থ বিনা অর্থ অন্য না কহয়॥
এহেন যে সাধু তার সঙ্গ সদা কর।
ভজন উদ্দেশ নেহ ভব শীঘ্র তর (?)॥
এই সে উদ্দেশ পেয়্যা ভক্ত মহামতি।
আত্মমূল্য দিয়া সঙ্গ লৈল শীঘ্রগতি॥
শুন সাধু মহাশয় নিবেদিএ আমি।
কৃপা করি সর্ব্ব তত্ত্ব আজ্ঞা কর তুমি॥
একথা শুনিয়া কহে সাধু মহাশয়।
ক্রমে ক্রমে কহি শুন রাখিবে হৃদয়॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়্যা হরিনাম মন্ত্র নিবে।
ভক্তি শ্রেয়ে সদাচার সেবন করিবে॥
তবে উপাসনা যদি দিলেন আপনি।
জীবের শিক্ষন জানে কিসান বাখানি॥
রোপণ করিয়া বীজ আজ্ঞা দিল তারে।
সাধু সঙ্গ কর বীজ হইব অঙ্কুরে॥
তার সাধু মানি হয়্যা করে আচরণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জনে করএ শিক্ষন॥
গুরুকৃষ্ণ কৃপা বীজ রোপিল হৃদয়।
কৃষ্ণকথা কহি সিঞ্চে সাধু মহাশয়॥

সিঞ্চনেতে স্নিগ্ধ হয়্যা অঙ্কুর উপজে।
বীজের অঙ্কুর পুনঃ পুনঃ জল খোঁজে ॥
সাধু কহে গুরু জিহোঁ কৃষ্ণ সে আপনি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানি ॥
তাহারে মনুষ্য বুদ্ধি না করিহ মনে।
গুরুদেব কৃষ্ণচন্দ্র হইলা আপনে ॥
তার ভক্তি মূল মৃত্তিকাতে স্থির হয়।
মৃত্তিকা নহিলে বৃক্ষ শূন্যে নাই রয় ॥
সেই মৃত্তিকার বলে জলের সিঞ্চনে।
পুষ্ট হয় বীজবৃক্ষ বাড়ে রাতি দিনে ॥
তারপর ভজনেতে শাখার উদয়।
সাধকের অঙ্গ সে প্রকৃতিভা ময় ॥
আপনাকে প্রকৃতি স্বরূপ সত্য জান।
গুরুদেব সখির রূপ সত্য মান ॥
আপনি কোমল সে কনিষ্ঠ সখি মনে।
আগে গুরু শ্রেষ্ঠ সখী রবে তার বামে ॥
তার আগে প্রণালী গ্রহণ গুরু সখী।
তার বামেহ আপনাকে লেখি ॥
এই মত অনুগত পরাপর তায়।
সখির অনুগা হয়্যা বৃন্দাবনে যায় ॥
বৃন্দাবনে শ্রীমণিমন্দির যেই স্থানে।
মিলাইব ললিতাদি অষ্ট সখী সনে ॥
আজ্ঞা অনু আজ্ঞাসারে রাধাকৃষ্ণ সেবা।
সদাই সমান ভাব কিবা রাত্রি দিবা।
তথাহি—
সখিনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
এই সাধুসঙ্গে রহি জ্ঞান হয়।
সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধ এই সুনিশ্চয় ॥
সাধকের ভজন মানসে কৃষ্ণসেবা।
সিদ্ধ দেহ আপনাকে ভাবে রাত্রি দিবা ॥

সখির সমান বর্ণ বসন ভূষণ।
আপন বয়েস যেই করি নিরূপণ॥
ব্রজে নিত্য মাতাপিতা আপনার পতি।
শ্বশুরের বাড়ি সেবা নিরূপিয়া অতি॥
কৃষ্ণচন্দ্র উপপতি পরকীয়া এই।
সখীর সঙ্গিনী রাধাকৃষ্ণ সেবা সেই॥
এইমত রাধাকৃষ্ণ ভজনের ক্রিয়া।
রাত্রিদিন ভাব নিত্য ইথে মন দিয়া॥
এই ত ভজন কথা কৈল সমাপন।
অনর্থ নিবৃত্তি যাতে শুন দিয়া মন॥
তারপর অনর্থ নিবৃত্তি যাতে হয়।
তার বিবরণ কহি শুন মহাশয়॥
অনর্থ নিবৃত্তি হয় সেবা সাধ্যে মন।
অন্য অভিলাস ইথে নাহি প্রয়োজন॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নাহি যায় পাশ।
মদ অভিলাষ দম্ভ না হয় প্রকাশ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা সাধ্য সাধনিতে মন।
নিদ্রা নাই আইসে রাত্রে করি জাগরণ॥
তথাহি—
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
অন্যথা স্বতন্ত্রকাম কি করিব ইথে।
অনর্থ নিবৃত্তি এই ভজন ক্রিয়াতে॥
অনর্থ নিবৃত্তি এই কহিল কারণ।
তারপর কহি শুন নিষ্ঠা বিবরণ॥
ভজনেতে নিষ্ঠা চিত্ত হয় মন যার।
সেবা সাধ্য ক্রিয়া বিনে নাহি জানে আর॥
বাহ্যে যত কার্য্য করে মন নাহি তাথে।
নিরন্তর নিষ্ঠা চিত্ত শ্রীকৃষ্ণকথাতে॥
অন্য কথা অন্য গান নাহি শুনে কানে।
অন্য সেবা অন্য দেবা পূজা নাহি মানে॥

হাহা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করএ স্মরণ।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা কায় মন ॥
সংসার সম্বন্ধ ত্যাগ নাহি ভায় মনে।
শ্রীকৃষ্ণ আমার কান্ত এই মাত্র জানে ॥
কায়মনবাক্যে সে শ্রীনন্দ নন্দন।
ইহাকে কহিয়ে নিষ্ঠা এই বিবরণ ॥
তারপর রুচি যাতে শুন তার তত্ত্ব।
শ্রীকৃষ্ণ সেবায় রুচি পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীকৃষ্ণের কথা আর কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইথে রুচি অন্যে মানে পরম প্রমাদ ॥
হে গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
তব পাদপদ্মে মম মতি দেহ মন ॥
তব পাদপদ্মে রুচি তাথে রুচি মোর।
ভ্রমর হইয়া মধু পানে মত্ত ভোর ॥
পুন পুন নিবেদন করি রাঙ্গা পায়।
তোমা বিনে মোর মন অন্যত্র না যায় ॥
কৃষ্ণ সেবা কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ আরাধন।
কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ গান কৃষ্ণ রসায়ন।
তথাহি—
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মাহতং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥
হে লম্পট তুমি মোর হয় প্রাণনাথ।
দরশন দিয়া মোরে করহ কৃতার্থ ॥
আমার অশেষ দোষ না জানি ভজন।
তব পাদপদ্মে রতি মতি দেহ মন ॥
মোরে মনস্তাপ দিয়া যথা তথা যাহ।
অথবা আমারে যথা তথাকে পাঠাহ ॥
মোর প্রাণনাথ তুমি জন্ম জন্মান্তরে।
এই সত্য নিবেদন না ছাড়িহ মোরে ॥
ইহাকে কহিএ রুচি শুন ভক্ত ভাই।
কায়মনবাক্যে যার অন্য রুচি নাই ॥

আসক্তি আশয় বলি কৃষ্ণ প্রতি অতি।
সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ সেবা এই দৃঢ় রতি॥
রাধিকা সহিতে সঙ্গ লঞা সখিগণ।
অভিসার করি হব সংকেত মিলন॥
রাধাকৃষ্ণ মিলনে হইব রস রাস।
এই আসক্তি (অতঃপর) অভিলাষ॥
তথাহি—
অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ নাথ সে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং তদলোকাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥
অয়ি দিন যে দিন ব্রজে হইল প্রকটনে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভক্ত সনে॥
মধুর রসের ভক্ত মুখ্য গোপীগণ।
রাধা আদি গোপীগণ নিকুঞ্জ কানন॥
হে মথুরানাথ বলি মন্মথ নাগর।
মথিলে সবার মন রসের সাগর॥
কদাবশ্যকাশে কবে দেখিব সে আমি।
বেদলোক হৃদত্র অকাতর জানি তুমি॥
পদয়িত আমার ভাগ্য ভুলিলে কি লাগি।
অয়ি দিন কবে হবে রাত্রিদিন জাগি॥
অয়ি দিন দিন করি মোর মন।
এই আসক্তির অর্থ শুন দিয়া মন॥
ভাবের লক্ষণ কহি শুন তার পরে।
ভাবের স্বরূপ মূর্তি আপন অন্তরে॥
প্রকৃতি স্বরূপ মূর্তি আপনার ভাব।
ভাবিলে তদ্রূপ মূর্তি পরকালে লাভ॥
ভাবের ভূষণ অঙ্গে পরিয়া আপনি।
সিদ্ধদেহ হৈলে প্রাপ্তি রাধাঠাকুরাণী॥
ভাবেতে আরোপসিদ্ধ করিবে যতনে।
নিত্য সিদ্ধ দেহ পাবে যাবে বৃন্দাবনে॥
কৃষ্ণ প্রিয়া ভাবযোগ্য বসন ভূষণ।
কৃষ্ণ প্রিয়া দেহ আত্মা উজ্জ্বল বরণ॥

কৃষ্ণের ভাবানু আপনার বেশ।
আত্মসুখ কামগন্ধ নাহি তার লেশ ॥
শ্রীরাধে প্রাণ বন্ধো তার নিজ দাসী।
চরণকমল সঙ্গে আপনাকে বাসি ॥
তার সঙ্গে প্রেমসেবা আত্মসখ নাই।
ব্রজগোপী স্ত্রীর জোগ্য নিত্য দেহ পাই ॥
তাহার চরিত্র মন করহ বিচার।
পরাৎপর গাঢ় লোল লোভ হয় যার ॥
সেই পায় রাগবস্তু যায় ব্রজপথে।
মানসেতে আনুকূল্য সেবা অনুগতে ॥
ভাবময় মানসে চরিত্র চমৎকার।
নৈতিক আতি যার তারে নমস্কার ॥
কৃষ্ণ সুখে সুখ দিয়া আপনা পাসরে।
সেই সুখে সুখী কৃষ্ণ ধৈর্য হইতে নারে ॥
বলে ছলে কৌতুকেতে দিল আলিঙ্গন।
কৃষ্ণসুখে আত্মসুখ আপনা রমণ ॥
আত্মসুখে সুখী নহে আপনার ভাব।
অতঃপর কহি শুন প্রেমের স্বভাব ॥

প্রেমের লক্ষণ ইবে করিয়া বিচার।
প্রেমে কৃষ্ণ প্রাপ্তি বস্তু সাধনানুসার ॥
ভাগ্য সেই প্রেম যারে করএ উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
প্রেমের স্বরূপ যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম গন্ধ ॥
তথাহি—
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

প্রেমের স্বভাবে চিত্ত উচাটন করে।
হাসে নাচে কান্দে গায় গদ গদ স্বরে ॥
এখানে তাহার মন নহে কদাচিত।
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে আনন্দ মোহিত ॥

যখন যেমন লীলা রাধাকৃষ্ণ করে।
তখন তেমন নিত্য সে গান আচরে॥
হাসিখুসী আনন্দ হিল্লোল তাথে পায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায়॥
অন্যজন তাহার জানিতে নারে মন।
দেখি শুনে গানে চিত্তে বাউল লক্ষণ॥
প্রেমে কৃষ্ণ প্রাপ্তি বস্তু পায় সেই জন।
প্রেম সেবা পরিপাটি দৃঢ়নিষ্ঠ মন॥
এই প্রেমাবধি কৃষ্ণ সাধ্য সুনিশ্চয়।
সাধনানুসারে ক্রমে ক্রমেতে উদয়॥
গোপীরাগানুগা হয়্যা সাধক ভাবিলে।
সুসত্য সাধুর সঙ্গ ক্রমে ক্রমে মেলে॥
অসতের সঙ্গে ইহা নাহি প্রয়োজন।
দূরে দুরাত্মাদিগণে করহ বর্জন॥
ঘুরি ফিরি দিয়া কলি নানা মায়া করে।
সুবুদ্ধি জনার হয় কুবুদ্ধি অন্তরে॥
রূপ-কবিরাজ তাথে হয়্যাছেন কলি।
তার শিষ্য অষ্টাদশ শাস্ত্রে ইহা বলি॥
তারা যত গ্রন্থ শাস্ত্র করিলা বর্ণন।
অসার গ্রহণ সার করিল খণ্ডন॥
বহুতর গ্রন্থ তার আছে ক্ষিতিতলে।
সেই গ্রন্থ যে দেখিল মতান্তরে চলে॥
সেই সব শিক্ষা দিয়া লোক নষ্ট কর্য্যা।
যমালয়ে পাঠাইছে নর ধর্য্যা ধর্য্যা॥
অতএব সাবধান সাবধান হয়।
বুঝ্যা সাধুসঙ্গ কর জেনে শুনে নয়॥
চৈতন্য গোসাঞির ভক্তগণে প্রণমিয়া।
শ্লোকার্থ করিল আমি শুন মন দিয়া॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদধূলি প্রতি আশ।
ভজন নির্দেশ কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি ভজন নির্দেশ সমাপ্ত॥

(এ.সো. ৩৭২৯ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ).

প্রেমমদামৃত

দেখ ভাই সামান্য মদে জগত মাতাল।
হিতাহিত নাহি জানে যতেক জঞ্জাল॥
সেই মদিরার নাম ত্রিবিধ প্রকার।
ধনমদ যৌবনমদ বিষয়মদ আর॥
ধনমদ উপাৰ্জিল কৃপণ নামে সুত্তি।
নিজ পরিবার পালি হৈল্য যমদণ্ডি॥
যৌবনমদ আগ্রহ করে যা বলেক কামিনী।
সর্বনাশ করে সঙে সর্বস্ব হারিণী॥
সেমদ বিষয়মদ একত্রেতে মেলি।
আস্বাদন করে সংসার নরকেতে ফেলি॥
চিরকাল গেল সভার সেই মদপানে।
দক্ষিণ বামে চলি পড়ে পথ নাহি চিনে॥
চৈতন্য বিহীন বপু যৈছে রৌহ পিণ্ডে।
সুখ করি মানে দুঃখ নহে এই দণ্ডে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গত হৈল কত কাল।
কালরাত্রি নিদ্রাগত হই সুপ্তকাল॥
কৃপানামে সূর্যোদয়ে তমঃ কৈল নাশ।
ইষ্টে নিষ্ঠাভক্তি দিনে হইল প্রকাশ॥
অনর্পিতবস্থিয় দেখিয়ে চিরকাল।
করুণাবতার প্রকাশিল প্রাতঃকাল॥
করুণাতে পূজা সেবা স্ব সায়ং সন্ধ্যা কৈলা।
অদ্বৈত হুংকারে চিত্ত চন্দ্র প্রকাশিলা॥
যুগাদ্যসায়ং চতুর্দশ শত সাত শকে।
ফাল্গুনি পূর্ণিমায় জাত হৈল মর্তলোকে॥
জনমিঞা দিনে দিনে বাঢ়ে গৌরহরি।
নবদ্বীপ করে আনন্দে বলিহারি॥
নিজ কার্য স্মৃতি হৈলা ভক্ত উদ্ধারণ।
এই একহেতু আর প্রেম প্রয়োজন॥

প্রেম ভক্তির রস উন্নতোজ্জ্বল রস।
সেই ভক্তিদানে প্রকাশিলা নিজ যশ॥
পূর্বেতে সামান্য মদে যে ছিল মাতাল।
তাহা নিবারিতে প্রভুর দেখ ঠাকুরাল॥
মহাপ্রভু কহেন ভাই শুন নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য আন হউক সানন্দ॥
নিজ পরিষদগণের সর্দার আপনি।
শ্রীঅদ্বৈত জমাদার জমিদার আমি॥
সামান্য মদের তাই যতেক দোকান।
প্রবল আনন্দ আনি করয়ে চুয়ান॥
নির্বান করিঞা অগ্নি ভাঙ্গ তার হাণ্ডি।
দোকান উঠাহ তার করি প্রেম দণ্ডি॥
স্বরূপ গোসাঞি দেহ সংসারে ঘোষণা।
ভাঙ্গহ মদের হাণ্ডি খণ্ডাহ যাতনা॥
একমদ আন অল্প মূল্য দ্রব্য আনি।
সভে হও মাতোয়াল করি হরিধ্বনি॥
অল্পমূল্য দ্রব্যের দ্রব্য তুমি কৃতকর্মা।
বহুমূল্য দিলেক না পায় হর ব্রহ্মা॥
ইহা কহি কৈল দূর কোটালির মান।
কণ্টকের বনকাটে অনন্ত সুঠাম॥
সেইখানে ছিল এক মলয়ার বৃক্ষ।
কালসর্প তাহে বেড়ি আছে লক্ষ লক্ষ॥
বৃক্ষোপরি চড়ি প্রভু করেন নর্তন।
হরিধ্বনি দেন অশ্রু ঝরে দুনয়ন॥
প্রভুর নেত্রজল ছিটা লাগে সব সর্প অঙ্গে।
বিষদন্ত খসি পড়ে নাচে প্রেমরঙ্গে॥
সেই বৃক্ষোপরে সর্প প্রভু পাশে যায়।
হস্ত তুলি নৃত্য করে নিজাঙ্গ দোলায়॥
পূর্বেতে যে কৈলা লীলা ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কলিকে দলিতে শিরে ধরিলা নর্তন॥
এবে তৈছে ভাব প্রভু শ্রীশচিনন্দন।
ভক্তকে জানিতে গূঢ় কৈলা প্রকটন॥

বৃক্ষ হৈতে আসি প্রভু মদিরা গৃহেতে।
মদের উদ্ভব হেতু চুয়ান সাক্ষাতে ॥
মথুরার বৈষ্ণব নবদ্বীপের বৈষ্ণব।
নীলাচলবাসি অধে উর্দ্ধে বৈসে সব ॥
এই মধ্যে পৃথিবীর চারি ভক্তবৃন্দে।
যাহা হৈতে রসোল্লাস পাই প্রেম সঙ্গে ॥
এই মধ্যে প্রধান প্রধান যার শুনি।
মদিরা করিতে আজ্ঞাদিলা গৌরমণি ॥
পুরি গোসাঞি হৈলা তার অনল স্বরূপা।
রামচন্দ্র পুরি কাষ্ঠ স্বরূপ সংযুতা ॥
পরমানন্দ পুরি হৈলা হাণ্ডির আকার।
অদ্বৈত জনেতে তাথে পুরিত আধার ॥
দ্রব্যরূপ নিত্যানন্দ অদ্বৈত সহিতে।
নলরূপ নবভক্তি জড়িত তাহাতে ॥
স্বরূপ ফুকারি সভায় করে খবরদার।
মদেতে আনল যেন না হয় সঞ্চার ॥
হরি উচ্চস্বরে ডাকে সুভি হরি হরিদাস।
গলিতেছে প্রেমদ আনন্দ উল্লাস ॥
রসরূপা সিসি মধ্যে কবিরাজ রাখে।
অণ্ট কোঠা কোটরিতে তুর্কে লাখে লাখে ॥
মুকুন্দ কপাট তাহে ভট্ট শিকলি।
কুলুপ শ্রীরামানন্দ প্রণয় আবলি ॥
পুন মিলে সনাতন সহিত শিকলি।
অনুজ সহিত মিলে অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
এই মতে গৃহমধ্যে প্রেম মদ রাখি।
আবরয়ে রঘুনাথ অনিমিখ আঁখি ॥
দেখহ চৈতন্য চাঁদের অকৈতব নাট।
বিকিকিনি হেতু প্রভু বসাইলা হাট ॥
শ্রীরূপ লিখিয়া পত্র দিলেন ঘোষণা।
আইস ভাগ্যবান সভে কর বিকি কিনা ॥
তোমাদের ভাগ্যফরে দয়াল চৈতন্য।
মদ বিক্রি হাটে করেন প্রেম মহাধন ॥

সামান্য মদেতে সভে যে ছিল মাতাল।
মদ পিও পিও খণ্ডুক জঞ্জাল॥
তুমি পিও যেবা পিয়ে তারে সঙ্গে করি।
আইসহ প্রেমের হাটে ডাকে গৌর হরি॥
এই পত্র পাঠ করি জীব ভাগ্যবান।
ঠেলাঠেলি করি সভে হৈল আগুয়ান॥
মন সুক্ষ বস্তু সমপিল প্রভু পদে।
অযোগ্য আসিঞা কত করপুটে মাগে॥
শ্রীইরূপে পত্র পড়ি শ্রীরূপ কৃপায়।
প্রেমমদ পান করি নির্ভয়ে বেড়ায়॥
তার্কিক পণ্ডিত যেবা সাধুদ্বেষী আন।
না ছুঁয়ে রূপের পত্র কৈল অপমান॥
তাহাদের হেতু প্রভু পসরা সাজাঞা।
গণসহ মহাপ্রভু বেড়ান যাচিঞা॥
তীর্থজল জ্ঞান করি পণ্ডিত সকল।
কণামাত্র পান করি আনন্দে বিহ্বল॥
বনপথে চলে প্রভু হরিধ্বনি দিঞা।
জীবজন্তু বৈসে কত প্রভুকে দেখিঞা॥
শার্দুল মহিষ মৃগ বনচর যারা।
সভা প্রতি অনুকূল শচীর কিশোরা॥
ঝাড়ু চুবাইঞা মদ সিঞ্চল কাননে।
বিন্দু বিন্দু সব অঙ্গে হয় বরিষণে॥
কারু অঙ্গে পড়ে কারু মুখে বিন্দু পড়ে।
সাধুবৃন্দ হৈল তারা নাচে প্রেমভরে॥
এই মতে প্রভু কৈলা পশু নিস্তারণ।
বিন্দু না পড়ল গায় মোহার অধম॥
আর কিছু বাকি ছিল শুন সাধুজন।
যে খেলা খেলয়ে প্রভু শচীর নন্দন॥
শৈব শাক্ত রাম বিষ্ণু স্বামীর যে গণ।
যোগী যতি ভৌতিক আছয়ে যত জন।
এককালে যবন সহিতে কৈল কৃপা।
উপায় সৃজিলা মহাপ্রভু সুচরিতা॥

দেখ দেখ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সহে ।
তিলমাত্র প্রকাশিল প্রেমের আগ্রহে ॥
সেই মদ কুঠরির কপাট খুলিয়ে ।
মদের সমুদ্র কৈল তাহাতে পুরিয়ে ॥
রামচন্দ্র সুসঙ্গ হইলা হস্তিরূপা ।
বিধি ভক্তি মেঘ সঞ্চারিলা অনুরতা ॥
গণসঙ্গামৃত রসে প্রভু পুস্ট হয় ।
অতেব প্রণয় হস্তি বলবান হয় ॥
সেই হস্তি সেই সিন্ধু জল শোষ করি ।
ফুকার করিঞা ফেলে বিশ্বভৌম পরি ॥
আকাশ ভরিল জলে কৃপা বলিহারি ।
নিত্যানন্দ সুবাতাসে দিলা বৃস্টি করি ॥
সাগর শিখর যত নদ নদী ছিল ।
সব পরিপূর্ণ উচ নিচ ডুবাইল ॥
উঠু ডুবু করি বলে পাষণ্ডের গণ ।
প্রভুর মহিমা ধন্য জানিল তখন ॥
ক্রোধ বলে কাম ভাই চমৎকার কিবা ।
আচম্বিতে এ আনন্দ মোরে দিল কেবা ॥
যত ছিল দম্ভ বল হৈল নিবারণ ।
অপমানে নাহি স্ফুরে এ দম্ভ বচন ॥
শুভ লাগি যে কহিল সুমঙ্গল শুনি ।
হায় কত কহিলাম দুরক্ষর বানি ॥
একসঙ্গে ছয়জন থাকি সর্বকাল ।
আপনার বলি সভে বাড়াই জঞ্জাল ॥
তার মধ্যে কবে কৃপা করিলে আপনি ।
সঙ্গে মাত্র থাকি তত্ত্ব কিছুই না জানি ॥
কৃপার সমুদ্র তুমি দয়াল চৈতন্য ।
আগে নাহি জানি আমি প্রেমের কারণ্য ॥
ইহা কহি সভে মেলি পড়য়ে চরণে ।
আত্মসাৎ কৈলা প্রভু বুঝি একমনে ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয়জন মোর শ্রীগুরু নিশ্চয়।
কহিবার কথা নয় কহিলে কি হয় ॥
মুঞি পামর বিষয়ীর কুলে জন্ম ছিলা।
লোকনাথ গোসাঞি মোরে এত কৃপা কৈলা ॥
শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু তার তুল্য জানি।
তাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমরত্ন খনি ॥
বিষয়মুক্ত হৈল মোর তার নবরাগে।
নিরবধি তার সঙ্গ সুখ হৃদে জাগে ॥
নিজগুণে কৈলা তিহঁ মোর উপগার।
কি দিঞা শোধিব মুঞি সে ধনের ধার ॥
তার সঙ্গে কৃষ্ণ সেবামৃত করি আশ।
প্রেমমদামৃত কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি প্রেমমদামৃত সমাপ্ত ॥

(ক.বি. ১২১২ পুথি হইতে গৃহীত পাঠ)

প্রমাণপঞ্জী

(আলোচিত সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা)

সংস্কৃত ঃ

অলঙ্কারকৌস্তুভ —কবি কর্ণপুর

উজ্জ্বলনীলমণিঃ —রূপগোস্বামী। বহরমপুর সং

উজ্জ্বলনীলমণি কিরণ —বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। প্রাণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত (১৩৩৩ সাল)

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা —কবি কর্ণপুর। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ৪র্থ বহরমপুর সং

চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ —প্রবোধানন্দ সরস্বতী।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্ —কবি কর্ণপুর। বহরমপুর সং

চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্ — ঐ ঐ

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকা —রূপগোস্বামী। বহরমপুর সং

দানকেলিচিন্তামণি —রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

পদ্যাবলী —রূপগোস্বামী। ডঃ সুশীলকুমার দে সম্পাদিত।

বিদগ্ধমাধব —রূপগোস্বামী।

বৃহৎ ভাগবতামৃতম্ —সনাতনগোস্বামী। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত।

বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী —সনাতনগোস্বামী।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ —রূপগোস্বামী। বহরমপুর সং

মুক্তাচরিত্রম্ —রঘুনাথ দাস গোস্বামী। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত।

রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা —বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (লঘু ও বৃহৎ) —রূপগোস্বামী। রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ অনূদিত, বহরমপুর সং

ললিতমাধব নাটকম্ —রূপগোস্বামী। বহরমপুর সং

লঘু ভাগবতামৃতম্ — ঐ । বলাইচাঁদ গোস্বামী সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্ (কড়চা) —মুরারি গুপ্ত। মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত ৩য় সং

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ —নরহরি সরকার।
শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগুণলেশসূচকম্ —কর্ণপুর কবিরাজ। হরিদাস দাস সম্পাদিত।
ষটসন্দর্ভ —শ্রীজীবগোস্বামী। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত।
সর্বসংবাদিনী —শ্রীজীবগোস্বামী। সাহিত্য পরিষদ্ সং
স্তবমালা —রূপগোস্বামী। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত (২য় সং)
স্তবাবলী —রঘুনাথদাস গোস্বামী। বহরমপুর সং
হরিভক্তিবিলাস —গোপাল ভট্ট। বহরমপুর সং

বাংলা ঃ
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী —সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত।
অদ্বৈতপ্রকাশ —ঈশান নাগর। মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত (৩য় সং)
অনুরাগবল্লী —মনোহর দাস। ঐ সম্পাদিত (৩য় সং)
কর্ণানন্দ —যদুনন্দন দাস। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (২য় সং)
কীর্তন —খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৩৫২)
গীতচন্দ্রোদয় —নরহরি চক্রবর্তী। হরিদাস সম্পাদিত (৪৬২ গৌরাব্দ)।
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ('৬১)
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১ম খণ্ড)—হরিদাস দাস (৪৭০ চৈতন্যাব্দ)
গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন — ঐ (৪৬৫ গৌরাব্দ)
গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ — ঐ
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (১ম-৫ম খণ্ড)—রাধাগোবিন্দ নাথ
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য —হরিদাস দাস (৪৬২ চৈতন্যাব্দ)
গৌড়ীয়বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব —ডঃ উমা রায় (১৩৬৩)
গৌরপদতরঙ্গিনী —জগদ্বন্ধু ভদ্র সংকলিত ১ম সং (১৩১০)
ঐ —মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত ২য় সং (১৩৪১)
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি —শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৩৬৭)
চর্যাগীতি পদাবলী —ডঃ সুকুমার সেন (১৯৫৬)
চৈতন্যচরিতামৃত —কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত।

চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা —রাধাগোবিন্দনাথ (৩য় সং)

চৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট —রাধাগোবিন্দ নাথ

চৈতন্যপরিকর —ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি (১৯৬২)

চৈতন্যমঙ্গল —জয়ানন্দ।

চৈতন্যমঙ্গল —লোচন দাস। মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত (২য় সং)

চৈতন্যভাগবত —বৃন্দাবন দাস। ঐ ৬ষ্ঠ সং

জ্ঞানপ্রেমবিলাস গ্রন্থের সমালোচনা—(১৩০৯)

জ্ঞানদাসের পদাবলী —হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬০)

নরোত্তমবিলাস —নরহরি চক্রবর্তী। বসুমতী সং।

ঐ — ঐ। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (২য় সং)

নরহরি সরকার ঠাকুরের শাখা নির্ণয় —রামগোপালদাস (শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৭)

নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার —বৃন্দাবন দাস। নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (শক ১৭৯৬)

পদকল্পতরু —বৈষ্ণবদাস। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদ সং

ঐ পরিশিষ্ট —সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত (১৩৩৮)

পদরত্নাবলী —রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১২৯২)

পদাবলীপরিচয় —হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৩৫৯)

পদাবলী সাহিত্য —কালিদাস রায় (১৯৫৫)

পদামৃতসমুদ্র —রাধামোহন ঠাকুর। বহরমপুর সং

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার (১৩৬৮)

পুথি পরিচয় (১ম—৩য়) —ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল। বিশ্বভারতী

প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন —শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য —কালিদাস রায়

প্রাচীন বাংলার গৌরব —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৩৫৩)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম —সুখময় মুখোপাধ্যায়

প্রার্থনা —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও জেনারেল লাইব্রেরী, চিৎপুর হইতে প্রকাশিত।

প্রেমবিলাস —নিত্যানন্দ দাস। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (২০শ বিলাস)

প্রেমবিলাস —নিত্যানন্দ দাস। যশোদানন্দন তালুকদার সম্পাদিত (২৪½ বিলাস)

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনা —নরোত্তম দাস রাধিকানাথ গোস্বামী সম্পাদিত।

ঐ ঐ —অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত

ঐ ঐ —নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

ঐ ঐ —সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ঐ —ভক্তিরত্ন ঠাকুর সম্পাদিত ও প্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী প্রকাশিত

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য —ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন (৮ম সং, ১৩৫৬)

বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (২য় খণ্ড) —ডঃ ঐ সংকলিত (১৯১৪)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাংলা পুথির বিবরণ, ১ম ভাগ —চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

বংশীশিক্ষা—প্রেমদাস মিত্র —ডঃ ভাগবতকুমার দেব গোস্বামী

বলরামদাসের পদাবলী —ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত (১৩৬২)

বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ,

১ম ভাগ, ১ম খণ্ড —আব্দুল করিম

ঐ „ „, ২য় খণ্ড — ঐ

ঐ ২য় ভাগ, —শিবরতন মিত্র

ঐ ৩য় ভাগ, ১ম „ —বসন্তরঞ্জন রায় ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ।

ঐ „ „, ২য় „ —অমূল্য বিদ্যাভূষণ

ঐ „ „, ৩য় „ —তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল —সুখময় মুখোপাধ্যায় (১৩৩৮)

বাংলা চরিত্র গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য —গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (১৯৪১)

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম —মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ (১৯৩৯)

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়) —ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬২)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম—পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ) —ডঃ সুকুমার সেন (১৯৫৯ ও ১৯৬৩)

বাঙালীর সারস্বত অবদান (১ম ভাগ)—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিচিত্র সাহিত্য —ডঃ সুকুমার সেন (১৯৫৬)

বিদ্যাপতি —খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত (১৩৫৯)

বিশ্বকোষ (৯ম খণ্ড-নরোত্তম প্রবন্ধ) —নগেন্দ্রনাথ বসু

বীরভূম বিবরণ (৩য় খণ্ড) —মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও প্রকাশিত।

বৃন্দাবন কথা —পুলিনবিহারী দত্ত (১৩২৬)

বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড) —ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন (১৩৪২)

বৃহৎভক্তিতত্ত্বসার —রাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত

ঐ —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত ও জেনারেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার দর্পণ —নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী (৪র্থ সং, ১৩৬৬)

বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি —দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ সংকলিত (১৯২৪)

বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী —মুরারিলাল অধিকারী (১৩২২)

বৈষ্ণব পদাবলী —হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত (১৯৬১)

বৈষ্ণব পদলহরী —দুর্গাদাস লাহিড়ী সংকলিত (১৩১২)

বৈষ্ণব রসসাহিত্য —খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৩৫৩)

বৈষ্ণব সাহিত্য —সুশীলকুমার চক্রবর্তী (১৩৩২)

ভক্তচরিতামৃত —অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০০)

ভক্তিরত্নাকর —নরহরি চক্রবর্তী। বহরমপুর সং

ঐ — ঐ । গৌড়ীয় মিশন সং (১৯৪০)

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য —ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৬৭)

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য —শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ২য় সং (১৩৬৭)

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী —ডঃ সুকুমার সেন (১৩৫২)

মুরলীবিলাস —রাজবল্লভ গোস্বামী। নীলকান্ত ও বিনোদবিহারী গোস্বামী (৪০৯ চৈতন্যাব্দ)

রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা নির্ণয় —রামগোপাল দাস (শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৭)

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০০)

রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার (১৩৬৮)

রসিকমঙ্গল —গোপীজনবল্লভ দাস

শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা —জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

শ্যামানন্দ প্রকাশ —কৃষ্ণচরণ দাস। অমূল্যধন রায় ভট্ট (১৩৩৫)
শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব —গৌরগুণানন্দ ঠাকুর।
শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার (২য় সং ১৯৫৯)
শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ —গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (১৯৫৭)
শ্রীনরোত্তম চরিত —শিশিরকুমার ঘোষ।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিত —রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। (১৩৪২)
শ্রীনিবাস আচার্য চরিত —অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৩০৭)
শ্রীব্রজধাম ও গোস্বামীগণ —শ্রীগোবর্ধন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত (১ম সং ১৯৬১)
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে —ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (২য় সং, ১৩৬৪)
ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য —ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার (১৩৬৮)
সংকীর্তনামৃত —সাহিত্য পরিষদ সং
সপ্ত গোস্বামী : ভক্তপ্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)—সতীশচন্দ্র মিত্র (১৯২৭)
সহজিয়া সাহিত্য —মণীন্দ্রমোহন বসু (১৯৩২)
সাধক কণ্ঠহার —শ্রীগুরু লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত
সাধন দীপিকা —রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী। হরিদাস দাস সম্পাদিত।
সীতাগুণ কদম্ব —বিষ্ণুদাস আচার্য। হৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী সম্পাদিত।
সীতাচরিত্র —লোকনাথ দাস। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি (১৩৩৩)
ক্ষণদাগীতচিন্তামণি —বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত।

ইংরাজী :

The Annals of Rural Bengal —W. W. Hunter (1868)
Bengal in the 16th Century —J. N. Dasgupta (1914)
Bengal Vaisnavism —Bipin Chandra Pal
Chaitanya and his Age —Dr. D. C. Sen (1922)
Chaitanya and his Companions— Do (1917)
Chaitanya's Life and Teachings—Sir J. N. Sarkar (3rd Ed.)
Chaitanya Movement —M. T. Kennedy (1925)

Early History of the Vaisnava
Faith and Movement in Bengal —Dr. S. K. De, (2nd Ed. 1961)
History of Bengal. Vol. 2. —Sir J. N. Sarkar (1948)
History of Bengali Language
and Literature —Dr. D. C. Sen (1911)
History of Bengali
Literature —Dr. Sukumar Sen, Sahitya Akademi.
History of Brajabuli
Literature — Do (1935)
Obscure Religious Cults —Dr. S. B. Dasgupta, 2nd Ed. 1962
Post-Chaitanya Sahajiya
Cult of Bengal —M. M. Basu (1930)
The Vaisnava Literature
of Mediaeval Bengal —Dr. D. C. Sen (1917)
Rajsahi District Gazetteer, 1916

সাময়িক পত্রিকা :
আনন্দবাজার পত্রিকা —১৩৫৯ (শারদীয়া)
কায়স্থ সমাজ —১৩৭০ (বৈশাখ—চৈত্র)
গৌরাঙ্গ মাধুরী —১৩৩৭ (মাঘ)
বঙ্গশ্রী —১৩৪৭ (ভাদ্র), ১৩৪৮ (কার্তিক)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা —১৩০৪, ১৩০৮, ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩৩৪
বিষ্ণুপ্রিয়া —৪০৮ চৈতন্যাব্দ (আশ্বিন)
বীরভূমী —১৩২১ (বৈশাখ)
ভারতী —১২৮৯ (শ্রাবণ)
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা —১৩৪৮, ১৩৪৯
সাধনা —১৩৩৩ (আশ্বিন)
সাহিত্য —১৩০৬

নির্ঘণ্ট